ইংরাজী ও বাংলাভাষা সহ সংস্কৃত গ্রন্থ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতম্

বগড়ী কৃষ্ণনগর নিবাসী গীতাচার্য্যাধ্যাপক প্রবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ ভট্টাচার্য্য বিরচিত।

গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সর্ব্বপ্রধান মহাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্য্য শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্যক্ পরিদৃষ্ট ও প্রশংসিত।

মানবিক বিদ্যায় ভারতরাষ্ট্র জাতীয়াচার্য্য ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের অনুমোদিত।

কাশী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রি এবং বেলুড়, রামকৃষ্ণ মঠাধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টীকৃত হাতীবাগান চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শাস্ত্রি, বেদান্ততীর্থ এম. এ., ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

ভারত সরকারের সাহায্যে কলিকাতা মহানগরীস্থ
আইডিয়াল প্রেসে মুদ্রিত

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীকাশীনাথ শাস্ত্রি ভট্টাচার্য্য
৫৬।৪, গ্রেষ্ট্রীট (অরবিন্দ সরণী)
কলিকাতা-৬

১৫৲
মূল্য—[illegible] টাকা, অগ্রিম দেয়।
ভি, পি, চার্জ স্বতন্ত্র।
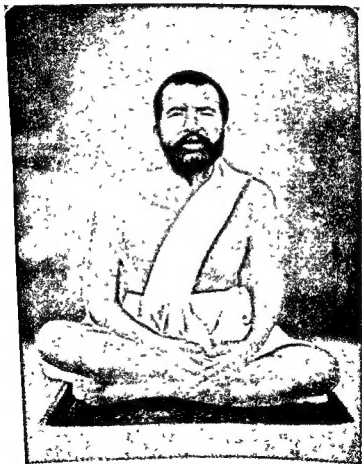
SRI RAMAKRISHNA PARAMAHANSA

श्रीश्रीरामकृष्णभागवतम्

(वङ्ग-वङ्ग भाषानुवादसमलङ्कृत मूल संस्कृतमयम्)

वकद्दीप निवासि गीताचार्य्याध्यापकप्रवर
श्रीयुक्त रामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ भट्टाचार्य्येण विरचितम्

महामहोपाध्याय भट्टाचार्य्य श्रीयुक्त कालीपद तर्काचार्य्येण
सर्व्वतः परिदृष्टम्

मानविक विद्यासु भारतराष्ट्र जातीयाचार्य्येण
डक्टर श्रीयुक्त सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय महोदयेनानुमोदितम्

गभर्ण्मेण्टरेजिष्ट्रीकृतहस्तुराधान चतुष्पाठी वास्तव्य पण्डितप्रवर
श्रीयुक्त काशीनाथ शास्त्रि वेदान्ततीर्थ एम, ए
भट्टाचार्य्येण सम्पादितम्

भारत सर्व्वकार साहाय्येन कलिकाता राजधान्यां भारडियाल प्रेस्
इत्याख्य मुद्रायन्त्रालये मुद्रितम्

शकाब्दाः १८८८।

मूल्य—15·00

SWAMI VIVEKANANDA

श्रीश्रीरामकृष्णभागवतस्य

नरावतार नरेन्द्र स्वामिजी विवेकानन्द महाराजमुद्दिश्य

उत्सर्गं लिपिरियं ।

१। यो देशेऽत्र तथा विदेशनिवहे श्रीरामकृष्णं गुरुं
चक्रे गौरवितं जनोत्तर गुणै र्गीतो महीमण्डले ।
यो गेहं परिहाय वीरतरुणः सन्न्यासमाशिश्रिये
सोऽसौ भारत भास्करो विजयते स्वामी विवेकाभिधः ॥

२। गत्वा धर्मसभां विदेश धरणौ लोकोत्तर व्याख्यया
वेदान्ताश्रित धर्ममनघं प्राचारयद् यः स्फुटं ।
येनाकृष्टमना विदेश जनता जग्मे महद् भारतम्
सोऽसौ भारत भास्करो विजयते स्वामी विवेकाभिधः ॥

३। प्रत्यावृत्य ततः स्वदेश धरणौ लोकैः समभ्यर्चितः
सेवाधर्म विभूतये बहुमठान स्थापयद् यः क्षितौ ।
भिक्षा यस्य निवेदिता प्रविदधे साहाय्य मस्यां कृतौ
सोऽसौ भारत भास्करो विजयते योऽसौ नरेन्द्रः पुरा ॥

४। श्रीरामकृष्ण चरणाश्रित मयाय तस्मै
श्रीरामकृष्ण चरितानुगतं निबन्धं ।
भक्त्या समुत्सृजति तत् कविराट्सुताय
रामेन्द्रसुन्दर पदाभिध भक्तितीर्थः ।

उत्सर्गं निवेदितं

All glory to Swami Vivekananda who was a great eye-opener to the Indians, who embraced asceticism by renouncing all earthly comforts and pleasures, who won world-wide fame for his uncommon merits, and who glorified his preceptor, Sri Ramakrishna, by preaching his message all over the world. 1.

All glory to Swami Vivekananda, who travelled far to the country of Western Hemisphere to establish the unique greatness of the Vedic religion of India among the religions of the world, in the great congress of Religions, by lucid exposition of its transcending sublimity which was hitherto not known to the people of the Western countries. 2.

All glory to Swami Vivekananda, formerly Narendranath, who was greatly honoured by his own countrymen on his return from foreign land, and who founded many charitable religious institutions, called Maths, with the help of his disciple, Nivedita, to preach the motto promulgated by Sri Ramakrishna, "Service is worship." 3

With all my humility and devotion, I, Ramendra Sunder Bhaktitirtha, who have become a poet

by the grace of Sri Ramakrishna, dedicate my poetical work on the life and teachings of Sri Ramakrishna to Swami Vivekananda who was honoured and adored by the world for his uncommon spiritual and intellectual power bestowed upon him by his great preceptor, Sri Ramakrishna. 4,

বঙ্গানুবাদ :—

যে মহামানব এই ভারতবর্ষে এবং ইয়োরোপে বা পাশ্চাত্য প্রদেশে দেবতাদিগের মত অসাধারণ গুণে সুপূজিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এবং যে বীর যুবাবস্থায় সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইয়াছেন। সেই সর্ব্ব জগতে প্রসিদ্ধ ভারতের চক্ষুদানকারী সূর্য্য-সদৃশ স্বামী বিবেকানন্দ জয়যুক্ত হউন। ১

যে মহামানব পাশ্চাত্য দেশে পদার্পণ করিয়া ধর্ম্মসভায় প্রবেশ পূর্ব্বক দর্শন শাস্ত্রের অসমোর্দ্ধ সিদ্ধান্ত প্রদর্শনে অতুলনীয় সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। যেসকল শাস্ত্র ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া সেই পাশ্চাত্যসভায় অধিষ্ঠিত পৃথিবীর ধর্মযাজকগণ ভারতীয় আর্য্য ধর্ম যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা যাঁহার কৃপায় অবগত হইয়াছেন সেই ভারতসূর্য্য স্বামী বিবেকানন্দের জয়। ২

এবং যে মহাপুরুষ পাশ্চাত্য দেশ হইতে পুনরায় নিজদেশ ভারত-বর্ষে ফিরিয়া আসিয়া ভারতীয় মহাজনগণের দ্বারা পূজিত হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুষ্ঠিত দরিদ্রনারায়ণ সেবাধর্ম প্রচারার্থে বহু

উৎসর্গ লিপিরিয়ং

মঠাদি স্থাপন করিয়াছেন। এবং মঠাদি স্থাপনে যে মহাপুরুষের জগদ্বিখ্যাতা শিষ্যা নিবেদিতা বহু প্রকার সাহায্য করিয়াছেন সেই পৃথিবী বিজেতা ভারতসূর্য্য নরাবতার নরেন্দ্র জয়যুক্ত হউন। ৩

যিনি ভগমান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় অলৌকিক শক্তিমান বলিয়া সমগ্র পৃথিবীতে সমাদৃত সেই স্বামিজী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে এই রামকৃষ্ণ চরিত্র সম্বলিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত নামক মহাকাব্য তদীয় প্রিয় কবি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ ভক্তিপূর্ব্বক উৎসর্গ করিলেন। ৪

Author—PANDIT RAMENDRA SUNDAR BHAKTITIRTHA

লেখক—বগড়ী কৃষ্ণনগর নিবাসী
পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ

SABHAPATI
VIDHANA-PARISAD
PASCIMA VANGA
KALIKATA

CHAIRMAN
LEGISLATIVE COUNCIL
WEST BENGAL
CALCUTTA.

July 6, 1961.

Pandit Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha is an eminent Sanskrit scholar of West Bengal, who has spent a life time in cultivating and teaching Sanskrit language and literature and philosophy in its various branches. He has been running a Sanskrit school of his own with Government assistance for over 60 years. Now at the age of 84 he has completed, after infinite labour, a fairly big Sanskrit work consisting of over 5000 verses on the life and teachings of Ramkrishna Paramhansa, including also the achievements of his disciples, Swami Vivekananda and others. This work has been composed in very fine style and is to be regarded as an outstanding original work in Sanskrit at the present day. Being a scholar and a teacher, Pandit Sri Bhaktitirtha is not in a position to print and publish it. The Sahitya Academy, among other things, also helps the publication of original Sanskrit works. Experts in Sanskrit, eminent teachers and professors of the subject have all spoken very highly of this work, and as far as I can judge from certain portions which have been read to me, I am also of the same opinion.

I shall indeed be very happy if the Sahitya Academy or some other Institution Governmental or otherwise, can sponsor the printing and publication of this work; and since the Government of India has declared its policy to help the propagation of Sanskrit, it would be only proper to support a book of this character with adequate financial assistance.

I trust the application forwarded by Pandit Sri Bhaktitirtha will receive sympathetic consideration.

Sd/- Suniti Kumar Chatterji
Emeritus Professor of Comparative Philology, University of Calcutta, and Chairman, West Bengal Legislative Council.

Chairman
West Bengal Legislative Council.

বঙ্গানুবাদঃ—

সভাপতি,
বিধান পরিষদ্
পশ্চিমবঙ্গ
কলিকাতা

মানবিক বিদ্যায় ভারত রাষ্ট্র জাতীয়াচার্য্য
ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের
মন্তব্যের বঙ্গানুবাদ
জুলাই ৮, ১৯৬১

পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। ইনি সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে পরিশীলন ও অধ্যাপনা কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং ষাট বৎসর ধরিয়া সরকারের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী চালাইতেছেন। বর্ত্তমানে

ॐ हरिरोम्

विद्वत् कविवर श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ कृत श्रीश्रीरामकृष्णभागवतस्य
महामहोपाध्याय श्रीकालीपद तर्काचार्य प्रदत्त प्रशस्तिपत्रम्।

भाषासु दैवतगवी किल भारतस्य, सर्व्वार्थबोधनविधौ शरणं पुरासीत्।
वेदास्तथास्मृति समूह मुखानि शास्त्राणीमां गिरं
समुपजीव्य चरन्ति लोके॥ १

अद्यापि भारतपदे विषये पवित्रे पूजादिके शरणतामियमेव याति।
स्तोत्राणि दैवकवचानि च मङ्गलानि नाद्यापि किं
सुरगिरैव पठन्ति सन्तः॥ २

राष्ट्रेऽपि सम्प्रति विशेषविधि प्रवृत्तौ
दैव्या गिरैव मनुजाः शुभमाचरन्ति।
भाषान्तरादिह गुणो यदि नास्ति कश्चिद्
विज्ञान निष्ठित युगेऽपि कथं तदेवम्॥ ३

अस्यां च शक्तिरसमा सुरवाचि सिद्धा
मन्त्रादयः क्रियतयैव ततो निबद्धाः।
तत् प्रत्ययादमरवाङ्मय मेव काव्यं
रामेन्द्रसुन्दर कविः किमपि प्रचक्रे॥ ४

श्रीमद्भागवतं व्यधत्त भगवान् व्यासः पवित्रं यथा
श्रीकृष्णस्य चरित्रमुज्ज्वलरसं संश्रित्य चित्रक्रमम्।
तद्वद्वृत्तमुपाश्रितः परतरं श्रीरामकृष्णाश्रयं
नव्यं भागवतं व्यधात् सुमधुरं रामेन्द्र विद्वत् कविः॥ ५

सम्पूर्णं तदिदं मया रसमयं सेवोचितं सादरं
येनान्तःकरणेऽजनिष्ट परमानन्दः सतां वाञ्छितः।
सत्काव्यं नियतं मतं मतिमतां तच्चेन्महामानवं
किञ्चित्संश्रयते तदा हि परमं तत् कोविदैरुच्यते॥ ६

Felicitation on Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha, from Mahamahopadyaya Sri Kalipada Tarkacharya. In ancient times, of all the languages, Sanskrit was the shelter of all knowledge and learning. The Vedas, the Smriti and all others shastras are propagated through the medium of Sanskrit. Even to-day, all holy rites and worship of gods are performed by using Sanskrit. Do not the devotees chant and recite hymns to gods in Sanskrit, even to-day? Even now, all inaugural ceremonies sponsored by Government are started with recital of hymns in Sanskrit. Why should it be so in this age of science, if Sanskrit do not command superiority to all other languages? It is, therefore a self-evident truth that Sanskrit has some inherent uncommon qualities. That is why all incantations have been formed and embodied in Sanskrit. With this confidance in the force of Sanskrit language, Sri Ramendra Sunder has composed a poetical work in Sanskrit. Just as His Holiness Vyasdev composed Srimadbhagabatam with the brilliant and wonderful episodes of life and character of *Shri Krishna*, *so also* poet Ramendra Sunder has composed a wonderful epic poem on the life of Sri Ramakrishna Paramahansa. I, Kalipada Tarkacharya, have gone through this book and thereby my heart has been filled with divine joy which is longed for by all pious men. Good poetical works are always welcomed

by all wise and learned men. And if these are based on the life and character of a great man, scholars find greatest satisfaction in them. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ ঃ—

পণ্ডিত কবি চূড়ামণি রামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য প্রদত্ত প্রশংসাপত্রের বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বকালে সমগ্র ভাষার মধ্যে একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই সমগ্রবিষয়ের জ্ঞানের পক্ষে আশ্রয়স্থানীয় ছিল। বেদ এবং স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহ এই ভাষাকেই আশ্রয় করিয়া প্রচারিত হয়।১

আজ ও ভারতবর্ষে পবিত্র দেব পূজাদি কার্য্যে এই সংস্কৃত ভাষাই অবলম্বন। দেবতা প্রভৃতির মঙ্গলময় স্তোত্র কবচাদি আজ ও কি সাধুগণ সংস্কৃত ভাষায়ই পাঠ করেন না। ২

সম্প্রতি রাষ্ট্রে ও বিশেষ কোনও উৎসবাদিকার্য্যের প্রারম্ভে সংস্কৃত ভাষাতেই জনগণ মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। অপর ভাষা অপেক্ষা যদি এই সংস্কৃত ভাষায় কোনও বিশেষত্ব না থাকে তবে এই বিজ্ঞানের যুগে ও এরূপ হইবে কেন? ।৩

অতএব সংস্কৃত ভাষায় যে অতুলনীয় শক্তি আছে ইহা প্রসিদ্ধ। সেই কারণে মন্ত্রাদি সকল ঐ ভাষায়ই নিবদ্ধ হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার সেই শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়াই কবি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর সংস্কৃত ভাষায়ই একখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন। ॥

ভগবান ব্যাসদেব যেমন শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল রসময় আশ্চর্য্যজনক ক্রমযুক্ত চরিত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেইরূপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উৎকৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন করিয়া কবিবর রামেন্দ্র সুন্দর সুমধুর অভিনব ভাগবতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ॥

এই নবীন কাব্যগ্রন্থখানি আমি শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য অতি আদরের সহিত সম্পূর্ণ পর্য্যালোচনা করিয়াছি। যাহাতে আমার অন্তঃকরণে সাধুজনকাম্য

অপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। সংকাব্য নিয়তই সুধীগণের আদরের বস্তু, তারপর যদি ঐ কাব্য কোনও মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া প্রণীত হয়, তবে তাহা পরম উপাদেয় বলিয়া মনে করেন। ৬

के वा नैव विदन्ति चित्रचरितं श्रीरामकृष्णं गुरुं
संसिद्धिं किल दक्षिणेश्वरपदे श्रीभारतान्तर्गते ।
आद्यासिद्धिमुपेयुषो भगवतस्तस्याति चित्रक्रमा
सर्व्वत्रैव वसुन्धरा परिसरे कीर्त्तिः प्रतिष्ठां गता ॥ ७
सर्व्वं तच्चरितं महत्त्वकलितं सङ्गृह्य यत्ने रसौ
रामेन्द्रः कविशेखरः स्थविरतां यातोऽप्ययीर्णोद्यमः ।
ज्ञात्वा संस्कृत भारतीमय मिदं काव्यं समां मेदिनीं
संनिन्ये ह्यत वेदिता सुरगवी सर्व्वत्र लब्धोदया ॥ ८
काव्येऽस्मिन् कविना स्थितातिसुगमा भाषा सुरम्य क्रमा
स्वल्पप्रज्ञा अपि येन काव्य विषयान् बोद्धुं भवेयुः क्षमाः ।
सर्व्वं वस्तु विशदितं स्फुटमभूद् यत्नुवचः कौशलात्
संस्कारो वचसां तथा न पवितश्छन्दः स्थितिः सुस्थिरा ॥ ९
श्रीमन्नरेन्द्र प्रमुखा महान्ता श्रीरामकृष्णस्य गुरोर्हि शिष्याः
सुविस्तृतं तच्चरितञ्च काव्ये निबद्धमस्मिन् कविनाति यत्नात् ॥ १०

Is there anyone in India, who has not heard of Sri Ramakrishna's achievements at Dakshineswar, which have received wide appreciation all over the world. With undaunted energy, even though bent with age, the eminent poet, Ramendra Sunder, has obliged mankind by composing a great poem in Sanskrit by compiling with great care the facts of the holy life of Sri Ramakrishna, for the influence of Sanskrit prevails evenly everywhere. 7 to 8

The language of this poem is lucid and simple. It does not fail to appeal even to people having most ordinary knowladge of this language. By very skilful use of words the author has been successful in expressing fully and clearly what he has to say. Correctness of expression has not been impaired anywhere. Versification is also very nice. This book also depicts the life and character of Sri Narendra (Swami Vivekananda) and other renowned disciples of Sri Ramakrishna.

9 to 10

বঙ্গানুবাদ :—

যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস গুরুর চরিত্র অতি বিস্ময়কর, যিনি ভারতবর্ষের অন্তর্গত দক্ষিণেশ্বর পুণ্যস্থানে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আদ্যাশক্তির সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিস্ময়করী অপূর্ব্বকীর্ত্তি সমগ্র বসুন্ধরায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ৭

বৃদ্ধাবস্থায় ও অতি উদ্যমী উত্তম কবি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর যত্নসহকারে সেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহিমময় সমগ্র চরিত্র সংগ্রহ করিয়া এই সংস্কৃত ভাষাময় কাব্যরচনাপূর্ব্বক সমগ্র পৃথিবীকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। কারণ সংস্কৃত ভাষার প্রভাব সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান। ৮

এই কাব্যে কবি অতি সরল সুশৃঙ্খলভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। যাহাতে অতি অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণ ও কাব্যের বিষয়বস্তু অনায়াসে বুঝিতে পারেন। কবির বচন কৌশলে তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ স্ফুট ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। কোথাও বাক্যের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয় নাই। ইহার ছন্দঃ সমূহও সুশ্রাব্য। ৯

শ্রীমান নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) প্রভৃতি যাঁহারা গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মহান শিষ্য তাঁহাদেরও সুবিস্তৃত চরিত্র এই কাব্যে কবি অতি যত্নের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। ১০

गत्वा विदेशं निपुणो नरेन्द्रः श्रीरामकृष्णस्य महाविभूत्या ।
वेदान्तधर्मं सदसि प्रचार्य्य चक्रे यथा भारतकीर्त्ति मिद्धाम् ॥ ११
तत्सर्व्वमप्यत्र परं प्रकाश्य गीर्व्वाण वाण्या सरल प्रकारम् ।
भाषान्तरेणाविदितां तदेतद् विज्ञाप्य मध्यं कविरेव चक्रे ॥ १२

काव्यस्यास्य पवित्रवृत्तस्मरणस्यालोचना शान्तिदा
सूते भक्तिमनाविलां ननुभृतां संसारतापापहाम् ।
कालेद्यत्रकलौ तथा नु महतां वृत्तं परं दुर्लभं
यस्याकर्णनमात्रमेव शिवदं तत् संस्थितेः का कथा ॥ १३
तदस्य काव्यस्य कविः प्रशस्यो यस्योद्यमो यून इव प्रभूतः
वृद्धस्य वृद्धो गुरु भाष्यभाजो व्याख्यान सत्यादि विचक्षणस्य ॥ १४
ये संस्कृतं बोद्धुमलं न लोकाः विज्ञाः परन्त्वाङ्गल वाङ्मयेषु ।
तेषां विबोधाय कृतोऽनुवादः पाश्चात्य वाचोऽत्र परं प्रशस्य. ॥ १५

The way in which wise Narendra with the help of the divine power of Sri Ramakrishna added to the glory of India by preaching the Vedanta philosophy in the assembly of the great scholars of the world, has *been described in very simple and lucid Sanskrit in* this book. Those who are unable to understand the theme through the medium of other languages have been benefitted by the poet in the presentation of the subject in Sanskrit. The study of the holy theme of this great poem brings peace, undiverted devotion and relief from the worries of the world. In these troubled days of Kali yuga the life and character of such a great man are most rare. It is needless to say what good may

be derived by following the foot-steps of that great man; when the very act of hearing his life and character makes us blessed. The author of this book, therefore, commands all praise, because of his youthful energy in his old age, his likeness to Jupitor in wisdom and efficient expositiong of the meanin of the Sashtras. The rendering of English version for them who does not know Sanskrit but understand English is also very commendable. 11 to 15

বঙ্গানুবাদ :—

নিপুণ বুদ্ধি নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) বিদেশে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের মহা বিভূতিবলে সভায় বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচার পূর্ব্বক যেভাবে ভারতবর্ষের কীর্ত্তিকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত বৃত্তান্তও ইহাতে সংস্কৃত ভাষায় অতি সরল ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়া যাঁহারা ভাষান্তরের সাহায্যে উহা বুঝিতে অক্ষম সেই সকল ব্যক্তিকে সংস্কৃত ভাষায় ঐ সকল বস্তু জানাইয়া এই কবি তাঁহাদের অত্যন্ত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ১১।১২

এই পবিত্র বৃত্তান্তময় কাব্যের শান্তিপ্রদ আলোচনা জনগণের চিত্তে সংসার তাপনাশিনী অনাবিলা ভক্তিদান করে। এই দুরন্ত কলিকালে ঐরূপ মহাজনের চরিত্র অতি দুর্লভ। যে চরিত্রের শ্রবণমাত্রেই কল্যাণ দান করে, ঐ চরিত্র আশ্রয় করার আর কথা কি? ১৩

অতএব এই কাব্যের কবি অতি প্রশংসনীয়। যে স্থবির বৃদ্ধাবস্থায়ও যুবকের ন্যায় প্রবৃত্ত উদ্যম, তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য, শাস্ত্রব্যাখ্যানাদি কার্য্যে তিনি অতি বিচক্ষণ। ১৪

যে সকল ব্যক্তি সংস্কৃত বুঝিতে অক্ষম, কিন্তু ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ, তাঁহাদের বোধনার্থে এতৎসহ পাশ্চাত্য ভাষায় অনুবাদও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ১৫

तदस्य काव्यस्य पवित्र वस्तुनः क्वापि प्रचारे नहि विघ्न सम्भवः।
सर्व्वे ततो विश्वजना निवेदितं वृत्तं विदित्वास्य भजन्तु सम्पदम् ॥ १६

नैवं पुरा संस्कृत भाषायान्यः श्रीराम कृष्णस्य पवित्र वृत्तम्।
काव्ये समारोप्यदिदेश कश्चित् कविस्ततोऽसौ नव मार्गदेष्टा ॥ १७

तेन प्रणीतस्य गुणैर्वरस्य काव्यस्य भूयाद् बहुलः प्रचारः।
कवेःश्रमो येन फलं लभ्यताद् दिव्यञ्च भव्यं लभताद् धरित्री ॥ १८

अस्य प्रकाशाय कृतोपकारं प्रशस्तिभाग् भारतवर्ष राष्ट्रम्।
राष्ट्रस्य याति गणतन्त्रभावे तस्यैव तादृग् विषयेऽधिकारः ॥ १९

देहं निरामयमयं कविरत्र विन्दन्
दीर्घायुषा परिवृतः स्वजनैः समेतः।
नित्यं परेश कृपया सुखितां दधानः
कृत्यं तथैव रचयन्नुपयातु वृद्धिं ॥ २०

इति महामहोपाध्याय श्रीकालीपद तर्काचार्यस्य।

Hence, any impediment in the wide publicity of this holy book is not possible anywhere. Men all over the world therefore, may get the invaluable treasure by virtue of their knowledge of holy matters laid down in this book. The author of this epic poem is a pioneer in a sense that he is the first to venture to write a book in Sanskrit verses on the holy life of Sri Ramakrishna. May this holy book receive wide publication so that the perseverence of the poet may be fruitful and the world benefitted with heavenly bliss. The Government of India who have helped publication of this book are worth all praise. When a country becomes Republic, it acquires such rights. May the

poet flourish in composing such poems by the grace of of God with his body free from all ailments and a long prosperous life enjoying all comforts with all his friends and relatives. 16 to 20

বঙ্গানুবাদ : —

অতএব এই পবিত্র বস্তুময় কাব্যের প্রচারে কোথাও বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই কারণে সমগ্র জনসমাজ এই কাব্যের বর্ণিত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কল্যাণময় সম্পদের অধিকারী হউন। ১৬

ইতিপূর্ব্বে কেহ এইরূপ সংস্কৃত ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রের কাব্যারূঢ় করিয়া প্রচার করেন নাই। অতএব এই কবি উক্ত বিষয়ে নূতন পথিকৃৎ। ১৭

উক্ত কবির রচিত গুণ গরিষ্ঠ এই কাব্যের বহুল প্রচার হউক। যাহাতে কবির শ্রম সফল হইবে এবং পৃথিবী দিব্য কল্যাণের অধিকারী হইবে। ১৮

এই কাব্যের প্রকাশার্থ যে ভারত রাষ্ট্র উপকার করিয়াছেন সেই ভারত রাষ্ট্র প্রশংসার্হ।

রাষ্ট্রগণতন্ত্র হইলে তাহারই ঐ জাতীয় বিষয়ে অধিকার।১৯

এই কবি স্বজনগণের সহিত সুখভোগকরতঃ নিরাময় দেহ ও সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া প্রতিদিন পরমেশ্বরানুগ্রহে ঐরূপ কাব্যের রচনাদিকার্য্যসাধন পূর্ব্বক অভ্যুদয় লাভ করিতে থাকুন। ২০

এইটি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্যের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র ॥

परम माननीय महामहोपाध्याय श्रीयुक्त कालीपद तर्काचार्य्य

महोदयस्य सविधे ग्रन्थकारस्य कृतज्ञता प्रकाशः।

तर्काचार्य्य महामहोपाध्यायः पण्डितोमहान्।

श्रीकालीपद नामासौ महाचार्य्य शिरोमणिः॥ १

बहवः पण्डितास्तेन स्वपाण्डित्येन निर्मिताः।

पण्डितेषु च वात्सल्ये साक्षादेव गुरोः समः॥ २

ममास्य काव्यस्य विलोकने मुदा
सुदीर्घकालः क्षपितो महात्मना ।
विशुद्धये चास्य महान् परिश्रमः
कृतोऽनुकम्पासचिवेन मां प्रति । ३

वृद्धेन कष्टं महदभ्युपेत्य काव्यं मयैतत् कृतमादरेण ।
परं तदीयैव कृपाबलं मे पुरः प्रचारे सुधियाममुष्य ॥ ४
काव्यं तदेतत् कृतमात्रमेव कृपां तदीयां यदि नागमिष्यत् ।
तदा समीपे विदुषां कदापि प्रचारयोग्यं न किला भविष्यत् ॥ ५

Author's gratefulness to the most respected Mahamahopadhyaya Kalipada Tarkacharya, who is the greatest of Sanskrit scholars of modern times. His own sholarship has helped many to become great scholars. His affection towards scholars are like that of Brihaspati, the preceptor of the gods. He has gladly spent much of his valuable time in going through my book and laboured hard to weed out all errors. I have taken great pains to compose this poem at this good old age, But it is solely due to his untiring benevolent assistance that my book has got appreciation from scholars. 1 to 6.

বঙ্গানুবাদ :—

পরম মাননীয় বিশ্ববিখ্যাত সর্বশাস্ত্রাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয়ের নিকটে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত গ্রন্থ লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থের কৃতজ্ঞতা পরিচয়। মহাচার্য্যশিরোমণি মহামহোপাধ্যায় তর্কাচার্য্য কালীপদ নামধারী ইনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। ১

ইনি পাণ্ডিত্য বলে বহুতর পণ্ডিতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহার পণ্ডিত বাৎসল্য সাক্ষাৎ দেবগুরু বৃহস্পতির সদৃশ।

এই মহাত্মা আমার গ্রন্থের পরিদর্শন জন্য তাঁহার অমূল্য সুদীর্ঘ সময়

আনন্দের সহিত নষ্ট করিয়াছেন। এবং কৃপাবিস্তার পূর্ব্বক গ্রন্থটির বিশুদ্ধি বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। ৩

আমি (৮৮) অতি বৃদ্ধ বয়সে বহুতর কষ্টে এই গ্রন্থটি ঠাকুরের আদেশ বা কৃপায় আনন্দের সহিত রচনা করিয়াছি। কিন্তু পণ্ডিত বর্গের সমীপে প্রচারের জন্য এই তর্কাচার্য্যই আমার একমাত্র সম্বল হইয়াছেন। ৪

কাব্যটি আমি লিখিয়াছি মাত্র কিন্তু তর্কাচার্য্যের কৃপা যদি না হইত তবে পণ্ডিতবর্গের সমীপে প্রচারের যোগ্য কখনই হইতে পারিত না ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ৫

सम्पूर्णं मुक्तोऽस्मि भयाद्दिदानीमाचार्य्य बन्धोरनुकम्पयाहम् ।
कृतज्ञतां तेन निवेदयामि मह्योपकारेण विनम्रचेताः ॥ ६
जानन्ति ये पण्डितवर्य्यमेनं त एव तस्यासि गुणैर्विमुग्धाः ।
ज्ञानेन शीलेन च तं वरिष्ठं वृद्धोऽभिनन्दामि शुभाशिषातः ॥ ७
नैतादृशं भारतवर्षं भूमावाचार्य्यमन्यं परिलोकयामि ।
यो देववाण्यां निपुणः प्रयत्ना तर्कादिशास्त्रेष्वपि लब्धकीर्त्तिः ॥ ८
अतोऽहमास्मि वयसा प्रवीणस्तेनाधिकारेण मुदा वदामि ।
चिरं स जीव्यात् स्वजनैः समेतः सुखी च भूयाद् यशसा समृद्धः ॥ ९
निरामयं तस्य शरीरमास्तां विद्या तदीयास्तु परोपकृत्यै ।
तत् कीर्त्तिमालाधवलाचिराय गौडोविदामस्तूत्तम प्रतिष्ठा ॥ १०

Now, by the unbounded kindness of Tarkacharya, I venture to give wide publicity to my book. I, therefore, give expression to my thankful gratitude with all the sincerity of my heart to him. Those who know him are charmed with his goodly and godly qualities. But I who am a good old man, adore him with all my bless-ings. In the whole of India I have not come across

any scholar who could be equal to him in profound erudition and efficiency in speaking Sanskrit. Older as I am in age, I wish him a long happy and prosperous life. Be his body free from all ailments and let his kowledge and learning flourish for the welfare of mankind. And let his achievements remain ever unimpaired in the assembly of scholars. 6 to 10.

বঙ্গানুবাদ :—

সম্প্রতি আমি তর্কাচার্য্য বন্ধুর কৃপায় নির্ভীক চিত্তে প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। অতএব এই মহান উপকারের জন্য আমি তর্কাচার্য্যের নিকটে নতচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ৬

অন্যান্য পণ্ডিতসকল ইঁহার এইরূপ সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া তর্কাচার্য্য মহাশয়কে পণ্ডিত বলিয়াই জানিতেছেন। কিন্তু এই অতি বৃদ্ধ আমি আমার অন্তরতঃ ও বাহ্যতঃ এই ভগবদ্বেদ্য মহাপুরুষকে আন্তরিক আশীর্বাদের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি। ৭

আমি ভারতবর্ষের সমগ্র প্রদেশের দর্শনাদিবিশারদ পণ্ডিতবর্গের পাণ্ডিত্য পরিদর্শন করিয়াছি কিন্তু তর্কাদিশাস্ত্রের প্রবোধক সদৃশ পণ্ডিত তর্কাচার্য্যের মত কোথাও দেখি নাই। ৮

Pandit Ramchhabila Shastri
Sankhya-Vyakaran Tirth,
Lecturer, Calcutta University.

6, Mandir Street,
Calcutta-7
Date 10-7-61

पण्डित श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितीर्थ (हातीबागान निवासी) को मैं बहुतदिनों से जानता हूँ। इनका पाण्डित्य सराहनीय है। इन्होंने श्रीश्रीरामकृष्णभागवत नाम का ग्रन्थ रचना किया है। इस ग्रन्थकी पेज संख्या (५००) पासौ है। ग्रन्थ अत्यन्त सुमनोहर है। मेरा अनुरोध है कि अधिकारीवर्ग इस ग्रन्थ को प्रकाशि कर राष्ट्र को एक अमूल्य रत्न भेंट करेंगे। भक्तितीर्थ गरीब है। अतः इस छापने में समर्थ नहीं है। यह संस्कृत ग्रन्थ प्रकाशित कर मेरी आशा पूर्ण करेंगे।

आपका—
श्रीरामछबिला शास्त्री

MINISTER OF STATE
In Charge
Department of Health
Government of West Bengal
The 7th July, 1961

Pandit Ramendra Sundar Bhaktitirtha of 56/4. Grey Street, Calcutta has been running Hatibagan Chatuspathi with Government aid for a very long time,

His reputation as a Sanskrit Scholar has reached far and wide in this country.

I have known him intimately for the last four years and very much impressed with his erudition and sholarship.

He has composed 5000 (Five thousand) slokas in Sanskrit on Shri Shri Rama Krishna Bhagbat. This composition is really a master piece of its kind,

Scholars like Pandit Ramendra Sundar preeminently deserves recognition and if his work on 'Rama Krishna Bhagbat can see the light of the day through Private or public charities, I am sure, it will be a great boon to the literary world.

(A. B. Ray)

June, 5, 1957.

Sri Ramakrishna Bhagavatam, a poetical composition on the life of the saint of Dakshineswar, from the pen of the octogenerian Sanskrit scholar Pandit Ramendra Sundar Bhaktitirtha justifies in an abundant measure the appreciation and admiration of the academic world. The writer has not spared himself in unfolding the spiritual career of Paramahamsa in a style which is lucid and intelligible. The various aspects of the divine life has been delineated with much ease. The cultural upliftment of Bengal during the last half of the nineteenth century and the first quarter of the twentieth cannot be properly understood without a consummate study of the career of this illustrious personality, and as such Sanskrit scholars all over India and outside will ever remain grateful to Pandit Bhaktitirtha for affording them an opportunity for studying a most outstanding event of modern times.

Sd/- G. Sastri,
Principal,
Sanskrit College, Calcutta.

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ও কাশী বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার পণ্ডিত চূড়ামণি
ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্য।

অশীতিবর্ষের অধিক বৃদ্ধ সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত পণ্ডিত রামেন্দ্র সুন্দর ভক্তি-তীর্থের লেখনী নিঃসৃত সংস্কৃত কাব্যে রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত নামক গ্রন্থ দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের জীবনী শিক্ষাজগতে যথার্থই অনুভূতির ও প্রশংসার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন। পরমহংসদেবের আধ্যাত্মিক জীবনের সম্পূর্ণরূপে

প্রকাশ করিতে লেখক তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের পরিচয় দিতে নিজেকে কার্পণ্য করেন নাই। এই দেব চরিত্র নানা দিক দিয়া অতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দির শেষার্দ্ধে ও বিংশ শতাব্দির প্রথমে বঙ্গদেশের কৃষ্টির উন্নতি কিরূপ ছিল তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে এই উজ্জল ব্যক্তিত্বের চরিত্র যথার্থরূপে অনুশীলন ব্যতীত হয় না। সুতরাং সমগ্র ভারত ও বহির্ভারতের সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আধুনিক জগতের এই অত্যন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ ঘটনাবলির পাঠের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য পণ্ডিত ভক্তিতীর্থের নিকট চির কাল কৃতজ্ঞ থাকিবেন। ইতি—

ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, প্রিন্সিপাল
সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।

RAMAKRISHNA MATH
P.O. Belur Math, Dt Howrah
8-6-1967.

Sri Ramendra Sundar Bhaktiturtha has written a life of Sri Ramakrishna in Sanskrit verses which is very melodious and can be easily understood by all who have a little knowledge of this language. His attempt is a success both as a biography of a great spiritual personality and also as a means for the spread of Sanskrit language and culture. I pray that the book, Vol. I of which is ready for circulation in its entirety sees the light of day before long.

Sd/- Swami Vireswarananda
President.

Tele : 34-3079

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Education Department
Vangiya Sanskrita Siksha Parishat
1, Bankim Chatterjee Street. Calcutta-12

Dated the 13th August, 1968

D.-O. No.

Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, a work based on the life and achievements of Sri Sri Ramakrishna Deva is a valuable composition in Sanskrit. Pandit Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha, the author of this book is an eminent scholar in Sanskrit. He has worked hard to represent the details in a very lucid style. English and Bengali reading of the Sanskrit verses will be helpful to readers who are not proficient in Sanskrit. This book will be much appreciated by those who want to be acquainted with the spiritual life and teachings of Sri Sri Ramakrishna Dev. Sanskrit scholars will ever remain grateful to Pandit Bhaktitirtha for his enterprise.

N. L. Sen Gupta
Secretary,
Vangiya Sanskrita Siksha Parisat.

125, Rashbehari Avenue
Calcutta-29
September 24, 1968

From
Hon'ble Mr. Justice
Alak Ch. Gupta,

I have read portions of the book "Shri Shri Ramakrishna Bhagbat" which describes in melodious Sanskrit verses the events in the life of the saint and his teachings including episodes of his association with other

famous figures. One does not have to be a devotee of Shri Ramakrishna to appreciate the moving faith expressed through the verses. The volume which contains both Bengali and English Readings of the original Sanskrit text is valuable and in many respects a unique contribution. Without adequate financial assistance, however, it would not have been possible for the author to arrange for the printing and publication of the book but I am glad to learn that the Government of India has promised all help in this regard. This will enable the book to reach a wider reading public which is the only reward the author who now at the age of 91 still retains the energy and enthusiasm of a young man expects for his labour.

Sd/- Alak C. Gupta.

শ্রীশ্রীরামঃ শরণং

পরম ভাগবত মাননীয় পণ্ডিতবর্য্য শ্রীমদ্রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতং নাম শ্রীরামকৃষ্ণ চরিতমংশতঃ সমাকর্ণ্য পরমানন্দ সন্দোহ-মাগতোঽস্মি গ্রন্থোঽয়মতীব হৃদ্যঃ সরলতয়া মধুরতয়া স্বাভাবিক গতিবিশিষ্টতয়া চ শিষ্ট জনসুখ পাঠ্যঃ সমজনি। অস্য গ্রন্থস্য প্রকাশনেন ন কেবলং গ্রন্থকৃতঃ শ্রমসার্থক্যমপিতু রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়স্য মহানভ্যুদয়ো ভবিষ্য ত্যস্মাকমচমিব সম্ভাব্যতে। যৎ যদি বঙ্গভাষা নিবদ্ধেষু বহুষু গ্রন্থেষু রামকৃষ্ণ কথা সম্পলিতেষু দেবভাষায়া গৌরব বিশেষেণ সর্ব্বভারতীয় বিদ্বজ্জন বোধসৌকর্য্যেণ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত গ্রন্থস্য মহান্ সমাদরঃ সর্ব্বত্রাশাস্যতে। পণ্ডিত বর্য্যানাং গ্রন্থোঽয়ং চিরকীর্তিকর তথা ভারত গৌরব ভাববহো ভবেদিত্যত্র নাস্তি সন্দেহ লেশো মে।

ভট্টপল্লী বাস্তব্য শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ দেবশর্ম্মণঃ।

সন্মতিরেষা। ৪।৬।৫৯

Pandit Ramendra Sunder Bhaktitirtha, Pradhan Adhyapak, Hatibagan Chatuspathi, has been a pioneer in the academic world by his venture to write a book on the life and teachings of Sri Ramakrishna in lucid Sanskrit verses in the face of so many illustrious books on the subject in other languages. This book, Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, has been composed in a manner similar to our holy book Srimath-Bhagabatam by Vyas Dev. The author is now above ninety years of age. He started to compose this book at the age of eighty years. That he has been able to complete this book is solely due to the grace of Thakur. The language of this book is very simple and the verses are admirably lucid and intelligible. I strongly hope that this Sanskrit book with translations in Bengali and English will receive wide publicity.

24-A, Hemendra Sen
Street, Calcutta-6
Date—7-12-53

Sd/-
Chapala Kanta Bhattacharyya
M. P.

কেন্দ্রীয় রাজ্যসভার সদস্য মহামাননীয় শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অভিমত।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও লীলা সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কিন্তু এপর্যান্ত সংস্কৃত ভাষায় ইহা রচিত হয় নাই। হাতীবাগান চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ মহাশয় সে কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন। সুললিত সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা কীর্ত্তন করিয়া তিনি "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতম্" নামে আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাসদেবের রচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ লীলার কীর্ত্তন সুপ্রতিষ্ঠিত। সেইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ লীলার কীর্ত্তন ও শ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে বর্ণিত হইবে ইহা সকল দিক দিয়া উপযুক্ত হইয়াছে।

পণ্ডিত মহাশয়ের বয়স এখন নব্বই অতিক্রান্ত হইয়াছে। অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমের পর তিনি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়য়াছেন। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তিনি যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুগ্রহের ফল বলিতেই হইবে। গ্রন্থের ভাষা এমন সরল এবং রচনার ভঙ্গি এমন চিত্তাকর্ষক যে যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ নহেন তাঁহাদেরও পাঠ এবং অর্থ গ্রহণ করিতে কোনও অসুবিধা হইবে না। গ্রন্থটি সংস্কৃতে রচিত হওয়ায় বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারের সহায়ক হইবে।

২৪এ, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
৭-১২-৬৮

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

বেলুড় রামকৃষ্ণমঠের প্রেসিডেণ্ট স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের অভিমত

ভগবান শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে এইরূপ অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ মহোদয়কে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। ২৫।১০।৬৮

শ্রীশিবকৃষ্ণ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার শাস্ত্রী, বগড়ী কৃষ্ণনগরের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ স্মৃতিরত্ন, গভর্ণমেণ্ট টোল পরিদর্শক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত তর্কবেদতীর্থ, সংস্কৃতে ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক পণ্ডিত রুদ্রদত্ত পাঠক, শ্রীঅজিতকুমার বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মুখার্জ্জী, এস, পি, পণ্ডিত ত্র্যম্বক কুমার মিশ্র পঞ্চতীর্থ, রাণীসাহী প্রসন্নচতুষ্পাঠী, শ্রীভবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, উকিল জিতেন্দ্র নাথ চাটার্জি ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীনরেন্দ্র নাথ পাল, গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রীকৃত হাতীবাগান চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ এম, এ।

I owe my gratitude to the following personalities for their kind and valuable assistance :—

World renowned Mahamahopadhyaya Kalipada Tarkacharya, Dr. Suniti Kumar Chattopadhyaya, Dr. Gourinath Shastri, Mahamahopadhyaya, Jogendranath Tarka-Vedantatirtha, Swami Bireswarananda Maharaj, Principal, Belur Ramakrishna Math, Chief Minister Dr. Bidhan Chandra Roy, Dr. Anathbandhu Roy, Minister for Health, Sri Susil Ch. Datta, Advocate. Sri Bhupendranath Roy, Sri Snehesh Sur, Councillor, Professor Rama Sur, Dr. Jatindra Bimal Choudhuri, Dr. Rama Choudhuri, Principal Kalicharan Shastri, Sri Nani Gopal Sen Gupta, Secretary

Calcutta Govt. Sanskrit Shiksha Parisad, Pandit Siva Nandan Panday, Pt. Rudra Dutta Pathak, Pt. Ramesh Saptatirtha. Pt. Srijiv Nyayatirtha, M.A. Mahacharya Nrityagopal Panchatirtha, Mahacharya Charukrishna Darsanacharya, Sm. Suvadra Devi, daughter of late Kailashnath Katju. Dr. Bhavanicharan Bhattacharya, Sri Govin Chanda Mullick, Pt. Abodh Behari Tripathi, Sri Naresh Chandra Banik, Head Assistant Admin-stration Branch, Directorate of Health Services, Writers Buildings, Sri Paresh Nath Roy, Anchal Pradhan Govt. of West Bengal, and Pradhan Sevait, Sri Sri Krishnaroy Jiu Estate, Bagri Krishnanagar, Garbeta, Pt. Amulyacharan Tarkatirtha, Adhyapak Aligunj Chatuspathi, Medinipur, Pt. Rajendranath Tarkatirtha, Adhyapak, Govt. Sanskrit College, Navadwip, Pt. Achintapada Shastri, Pt. Sitaram Kavyatirtha, Pt. Anathbandhu Smritirtha, Pt. Banikantha Kavyatirtha, Adhyapak Sudarsan chatuspathi, Bishnupur, Bankura, Pt. Siva Krishna Kavyatirtha, Pt. Amiya Kumar Shastri, Pt. Janakinath Smritiratna, Ahyapak, Bagri Krishnanagar, Pt. Nalinikanta Tarkatirtha, Inspector of Tols, Govt. of West Bengal, Pt.

Lakshmikanta Tarka Vedatirtha, Sri Ajit Kumar Biswas, Sri Gangadhar Mukherjee, S.P. Pandit Trambak Kumar Panchatirtha, Adhyapak, Ranisahi, Chatuspathi, Sri Bhabendranath Bhattacharya, Sri Jitendranath Chatterjee, Pleader, Sri Narendranath Pal a great devotee of Thakur.

PREFACE

The Absolute Being manifested Himself in human form as Sri Ramakrishna, to solve the problem of reconciliation of divergent religions of the world, to reform the prevailing mode of Vedic religion, and to save the non-believers and so-called religious leaders who were self-centred and addicted to luxury and lust. He blessed the Goddess Earth, the consort of Lord Vishnu, in remodelling the structure of the Vedic religion to achieve the end of realising God through the *stages of penance traditionally followed* by his predecessors by showing His Divine self to others. *It is at the behest of Sri Ramakrishna Hismelf* that this holy book, Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, has been written. 1.

This book not only depicts the life and character of Sri Ramakrishna, Sarada Devi, Narendranath (Swami Vivekananda) and Rani Rasmani, but also is conducive to divine joy as it has been enriched with the divine grace of Thakur which leads to intuitive devotion and relief from all worldly sufferings. It is why this book has become worth reading for people all over the world and specially for the educated men and women. 2.

Ascetics known as Giri, Puri, Bharati, Swami, Acharya and others attained salvation through penance performed in their own respective ways. But the ways of Thakur in regard to his study, training, penance, trance and achievement were quite different from others. He never thought of any benefit for himself. *He liked that everybody should be prosperous, free from all ailments, fortunate and happy. He liked nothing for himself. He not only did forego the divine merits, acquired by him* through his life-long penance, for the well-fare of the suffering humanity, but also dedicated his corporal body as well for completion of the mission of his life. 3.

The worldly-minded people, with the development of their sense of earthly pleasure and comfort, become victims of Mammon and Cupid and madly strive for sexual pleasure and riches, till death. Sri Ramakrishna discarded them as abominable and untouchable things. He has opened up *a new avenue for realisation of Divinity by lucid exposition of axiomatic truth and inferences* of the Vedas and Purans in easy and simple mother tongue. 4.

Thakur advised an intellectual turn of our mind. He meant that in all our services and dealings with our friends and relatives we should always bear in mind that our relationship with them is most transient *even when we behave as their nearest and dearest.*

This is also enjoined in the Vedas, the Purans, and is the essence of all religions. Mind is the root cause of bondage and salvation. So long mind is bent on earthly enjoyment, we feel ourselves tied. When earthly things cease to prevail on our mind, we become free from all bondages and realise Divinity. So a wise man should restrain his mind. 5.

The instructions of Thakur were the same as were imparted by Lord Krishna to Uddhav. 'Those who avoid company with women and even men attached to women and renounce the world with a view to attain salvation, are regarded as the best of men and worshipped as a god." 6.

In the Brihadaranyak Upanishad, the great saint Yagnabalka said to Gargi that a holy man should avoid riches which were the root cause of all evils, and that the grace of God could not be purchased by money. It is why Thakur restrained his mind and discarded women and money. 7

The immortal sayings of Thakur will be the source of divine joy for all times. The significance of his utterings cannot be fully understood in spite of efforts for hundreds of years. It is understood only by him who dedicates himself to Thakur. 8

births. Yet, I think, it is due to my father having been very close friend of Thakur in his boyhood that Thakur became so kind to give his blessings and also his behest to write this book. At the age of eight years I had been to the temples of Rani Rasmoni at Dakshineswar with my father, who bowed down to Thakur with great devotion and also placed my head at his feet. Thakur touched my head with his hand and said, "May you live long and be a good scholar." On hearing this I remained senseless for some time, but ths words of Thakur rang in my ears many times thereafter. 9.

It was four years after I had seen Thakur that he passed away from this mortal world. Thereafter at intervals of one or two years he used to pay visit to me at night .in my sleep and say, "My boy, I hope all is well with you. I now retire." Such visis in my dream would cause a very awful sensation in me and make me groan in fear. Thus, when I became fifty years old, I established myself as one of the rnowned scholars and speakers of the times. Some ten to fifteen students having free food and lodging in my Chatuspathi were being taught various subiects by me. After examinetions the students had gone home, I was the only one left to guard my library at night. Once just after mid-nihgt when I was fast asleep. Thakur appeared before me in my sleep and said, "My

boy, it is all well with you, I think. Listen to what I say. You write a book about myself in Sanskrit. I shall guide you. Don't lose your nerve. You are a good scholar," He repeated this thrice so that I could remember it ever after. Then he disappeared. 10.

On waking from my sleep I lost no time to light a lantern and note down what I was told. After thinking over the matter for some time I realised that it was the command of Thakur to write in Sanskrit a book on his life and teachings. Could it be possible for me who had seen him once only, and had no occasion to know anything about him all these years during which I was busy in study, teaching and maintaining my family ? The answer was that it quite possible as I was a scholar. Poets like Kalidas could depict the character of hills, mountains, the sky, the wind and birds and beasts.

of the chiefs of Ramakrishna Institution, and completed my book which was highly appreciated by great scholars and educationists of our times. The book has been printed and published mainly with the financial assistance of the Govt. of India. 11.

Some of the topics which I have collected and written, such as famous tours of Swami Vivekananda in western countries, his speeches at Chicago, the life of Balaram Basu, Kalpataru, the considered views of Girish Candra Ghosh, etc. have not been incorporated in this book. It is due to my extreme old age, about 93 years at present, that I have not ventuerd to complete the book in all respects and went ahead to finish the book hurriedly for its printing and publication during my life time. 12.

I leave it to my only son, Sri Kashi Nath Shastri Vedantatirtha, M.A., who is entitled to perform my last rites after my death, to complete the book by an appendix containing the omitted subjects. On the other hand, if I live for some more years, I can do what has not been possible so far. 13.

The author an his ancestors.

We are Western Vedic Bramhins, descedants of Goutam, who hailed from Kanya-Kubja. I have little house in the village of Khunbera in the neighbourhood of Bagri Krishnanagar at Garbeta in the *district of*

Medinipur. There is the famous temple of Sri Sri Krishna Roy Jiu, at Bagri Krishnanagar. A chronological account of our family is recordedin the Royal Asiatic Society at Calcutta because my learned ancestors had written many religious books. Among them, Mahamahopadhyaya Govindananda, the son of world-renowned Ganapati Bhatta, had written twenty-eight books on Smriti, explanatory notes on Astrological works and Vedanta philosophy and thereby established his reputation as one of the great scholars of the world. 14.

My great grand father, Ramchandra Siromoni, was one of the outstanding Logicians of the times. My grand father Nilmoni Vidyaratna was well-versed in all branches *of shastras.My father Jadunath* Sarbabhauma was a great scholar in Smriti. Some other members of our family viz. Haradhan Tarkabagish, Ramamrita Smrititirtha, Jogendranath Smrititirtha, Achintapada Shastri, etc. were the court pandits of thekings of Ramagarh, Simlapal and Manglapata etc. 15.

I, Ramendra Sunder Bhaktitirtha, son of Sri Jadunath Sarbabhauma, stood first in the degree Examinations of Vaishanab Philosophy and was awarded the title of Bhaktitirtha with Gold medal. I have been running the Govt. aided Hatibagan Chatuspathi and teaching various subjects for about seventy years, as Pradhan *Adhyapak of the Chatuspathi. 16.*

It is a great satisfaction to me that I have been able to write this book, *Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam*, in Sanskrit with translation in Bengali and English to improve the study and culture of Sanskrit language and literature, and to add to the glorious tradition of Bengal in this regard. I cannot express the unbounded joy that I shall have if this book brings joy and satisfaction to a reader. 17.

বঙ্গানুবাদ :—

পাঠকবর্গের প্রতি গ্রন্থকারের নিবেদন

পৃথিবীর ধর্মবিরোধ সমস্যা সমাধানার্থে শ্রুত্যুক্ত সনাতন ধর্মের সংস্কারার্থে ভগবদ্বিমুখ কামকিঙ্কর ধর্মধ্বজী ভোগবিলাসী যথেচ্ছাচারী নাস্তিক জনগণের উদ্ধারার্থে নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে যে ঠাকুরের পূর্ণতম আবির্ভাব। যিনি স্বকীয় পূর্ব্বজগণের সনাতন পন্থায় অনুষ্ঠিত তপস্যার ক্রমবর্দ্ধমান ধর্ম্মভাবের পরাকাষ্ঠা বা শেষপর্য্যাপ্তি ভগবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া অন্যকেও ভগবদ্দর্শন করাইয়া বেদোক্ত ধর্মের নব কলেবর নির্মাণে বিষ্ণু পত্নী ধরিত্রী দেবীকে অর্থাৎ পৃথিবীকে ধন্য করিয়াছেন। এতাদৃশ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ আদেশে এই রামকৃষ্ণ ভাগবত নামক গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে। ১

এই গ্রন্থটিতে ঠাকুরের জগন্মাতা সারদা দেবীর নরাবতার নরেন্দ্র নাথের অর্থাৎ স্বামিজী বিবেকানন্দের রাণী রাসমণি প্রভৃতির শিক্ষনীয় মহনীয় আদর্শচরিত্র এবং ঠাকুরের অহৈতুকী অনাবিলা সংসার তাপনাশিনী ভক্তিপ্রদায়িনী অজ্ঞানান্ধকারমোচনী অলৌকিকী কৃপা-সম্বলিত বশতঃ পৃথিবীর জনসাধারণের বিশেষতঃ শিক্ষিত নরনারী

সমূহের পঠনীয় সমাদরনীয় উপাদেয়াদি বৈশিষ্টে ব্রহ্মানন্দপ্রসূ হইতেছে। ২

গিরী পুরী ভারতী আচার্য্য প্রভৃতি সন্ন্যাসী সাধকসকল নিজ নিজ সাধনে সিদ্ধ হইয়া সংসার মুক্ত হইয়াছেন ইহা ধ্রুব সত্য, কিন্তু আমাদের যুগাবতার ঠাকুরের শিক্ষা দীক্ষা সাধন সমাধি অন্যরূপ অর্থাৎ স্বার্থানুসন্ধান শূন্য বা এইরূপ—সর্ব্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ সর্ব্বেসন্তু নিরাময়াঃ। সর্ব্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখভাগ্ ভবেৎ ॥

পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবের অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম যত কিছু জীব আছে তাহাদের সকলের মঙ্গল বা শুভ হোক্। সকলে রোগশূন্য হোক। সকলে শুভ দর্শন করুক। কেহ যেন দুঃখ ভোগ না করে। আমার নিজের জন্য কিছুই আবশ্যক নাই। কেবমাত্র যে তপস্যার ফলই জীব জগৎকে অর্পণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা নয়। নিজের দেহটি পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া প্রকট লীলার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। ৩

জাগতিক জনগণ জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরণান্ত যে দুইটি বস্তু পাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ঠাকুর সেই দুইটি বস্তু কামিনী আর কাঞ্চনকে অভোগ্যা ও অস্পৃশ্যরূপে বর্জন করিয়া বেদ পুরাণাদি সম্মত বাক্যসকল অতি সরল ভাবে মাতৃভাষায় সমলঙ্কৃত করিয়া সাধারণ কথায় অনায়াসে ভগবৎ সাক্ষাৎকারের নূতন পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন। ৪

ঠাকুরের যেসকল বাণীর অনুশীলন মাত্রে সাধকগণের অতি কঠোরতর আচরণের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। অর্থাৎ ছাই ভস্ম মাখা বৃক্ষতলে বাস, জটাজুট ধারণ ত্রিদণ্ড গ্রহণ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন বা সর্বত্যাগ কিছুই আবশ্যক হয় না।

ঠাকুরের আদেশ বা উপদেশ যোড় ফিরান অর্থাৎ ঠাকুর বলিয়াছেন স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা, সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক কিন্তু মনে জানবে যে এরা তোমার কেও নয়। এই কথাটি বেদ পুরাণ সম্মত কথা বা যত রকম ধর্মের মত আছে সকলেরই সার কথা। যদি শাস্ত্র দেখা যায় তাহাতেও এই সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়া সক্তং মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং মনঃ॥ নায়ং জনো মে সুখ দুখঃ হেতুঃ। মনঃ পরং কারণ মা মনন্তি। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা তাত নিগৃহান মনো ধিয়া। ভাগবতে ১১ স্কঃ ২৩ অঃ। অর্থাৎ মনই বন্ধন বা মুক্তির কারণ বিষয়ে মন দিলে বন্ধন হয় মনকে বিষয় শূন্য করাতে পারিলেই মুক্তির বা ভগবৎ প্রাপ্তির কারণ হয়। অতএব মনকে সংযত করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ৫

ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবকে যাহা বলিয়াছেন ঠাকুরেরও মত তাহাই। স্ত্রীনাং স্ত্রী সঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্। ক্ষমি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ॥ অর্থাৎ সাধকগণ বা মোক্ষকামী সন্ন্যাসীসকল স্ত্রীলোকের সঙ্গ এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গকারী ব্যক্তির সঙ্গ দূর হতে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানকে বা ব্রহ্মবস্তুকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যদি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন তবে তিনি নরোত্তম বা দেবতার মত সকলের পূজ্য হন। ৬

এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে গার্গীকে বলিয়াছেন—অমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেন॥ অর্থাৎ অর্থের দ্বারা ভগবানকে পাইবার আশা পর্য্যন্ত নাই। তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োহর্থী দূরত স্ত্যজেৎ॥ ভাঃ ১১। অর্থাৎ অর্থরূপ ■ অনর্থ তাহাকে মুক্তিকামী ব্যক্তি দূর হতে ত্যাগ করিবে। তাই আমাদের বেদ পুরাণের প্রতীক ঠাকুর মনকে সংযত ও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়াছেন। ৭

ঠাকুরের অমৃতময় বাণী যথার্থই অমৃত দান করেন। এক একটি কথার ভাবার্থ যে কি তাহা বহু জন্ম চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। যশ্চ তৎ শরণং গতঃ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঠাকুরের কৃপাপ্রার্থী হইয়া একান্ত মনে শরণাপন্ন হন্ তিনিই তাঁহার ভাষা বুঝিতে পারেন। ৮

যদিও আমি বহুতর জন্ম জন্মান্তরের বহুতর পুণ্য কর্ম্মের ফলে একদিন একবার মাত্র ঠাকুরকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিয়াছি তাহাতেই আমি যে কি হইয়াছি তাহা অবক্তব্য বা মুখে বলা যায় না। তথাপি আমার মনে হয় আমার জন্মদাতা পিতা ঠাকুরের বাল্যলীলার সহচর বা বন্ধু ছিলেন তজ্জন্যই আমার প্রতি এত দয়া এত অনুগ্রহ এত আগ্রহ এবং গ্রন্থরচনার আদেশ। আমি অষ্টম বর্ষ বয়সে পিতার সহিত যেদিন রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের সান্নিধ্যে পঞ্চবটীর তলায় যাইয়াছিলাম তখন আমার পিতা সসম্ভ্রমে কাতরভাবে সাক্ষাৎ ভগবৎ বুদ্ধিতে ঠাকুরের পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক পুনঃ পুনর্ব্বার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া আমার মস্তকেও পদধূলি দিয়া আমাকে টানিয়া আনিয়া ঠাকুরের পদযুগলের মধ্যে মস্তকটি নত করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। আমিও একপ্রকার সাষ্টাঙ্গভাবে ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া থাকিলে ঠাকুরও আমার মস্তকে করপদ্ম অর্পণ করিয়া বলিলেন "তুই দীর্ঘ জীবী ও পণ্ডিত হবি।" এই কথা শুনিয়া আমি কিছুক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। তথাপি ঐ আশীর্ব্বাদ বাক্যটি যেন আমার কর্ণে বহুবার প্রতিধ্বনি হইতেছিল। ৯

ঠাকুর দর্শনের প্রায় ৪বৎসর পরে ঠাকুর লীলা অপ্রকট করিলেও প্রায় ২১ বৎসর পরে পরে রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া বলিতেন "ওহে ছেলে ভাল আছিস্ ত আমি চললাম"। সেই রূপ স্বপ্নে দর্শন করিয়া শিহরিয়া উঠিতাম এবং আঁ আঁ শব্দ

করিতাম এইরূপ ভাবে যখন আমার ৫০ পঞ্চাশ বৎসর বয়স তখন আমি একজন ধুরন্ধর পণ্ডিত ও বক্তা হইয়াছি। আমার চতুষ্পাঠীতে ১০।১৫টী ছাত্র আবাসিক ভাবে থাকিয়া নানাবিষয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। পরীক্ষার পর ছাত্রসকল নিজ নিজ গৃহে গমন করিলে আমি একা গ্রন্থাদি রক্ষার্থ চতুষ্পাঠীতে রাত্রে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত। প্রায় রাত্রি ২ টার সময় ঠাকুর পূর্ব্বের মত আসিয়া বলিলেন ভাল আছিস ত আজ ভাল করে শোন এই বলিয়া একটি সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন শ্লোকটি এইরূপ—"মল্লীলাং বিলিখ ত্বং ভো দেব ভাষা যুতাং সুধীঃ। যামহং সংবদিষ্যামি মাভৈষীঃ পণ্ডিতো ভবান্। এই শ্লোকটি আমাকে আস্তে আস্তে তিনবার বলিয়া মুখস্থ করাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। ১০

তৎপরে সসব্যস্তে জাগ্রত হইয়া হারিক্যান জ্বালিয়া শ্লোকটি লিখিয়া কিছুক্ষণ চিন্তার পর বুঝিলাম ঠাকুর বলিলেন ওহে পণ্ডিত তুমি আমার লীলা সংস্কৃত ভাষায় লিখ। যদি বল বাল্যাবস্থায় এক বার মাত্র আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি তৎপরে পাঠ্যাবস্থা, অধ্যাপনা, সংসার, আপনার লীলার কণামাত্রও অনুশীলন করিনাই, জানি নাই, যাই নাই, দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, অতএব কিভাবে কি লিখিব? তদুত্তরে বলিলেন তুমি পণ্ডিত অর্থাৎ কালিদাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পাহাড় পর্ব্বত আকাশ বাতাস এমনকি পশু পক্ষী প্রভৃতির চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন আর আমি মানুষ আমার বর্ণনা তুমি নিশ্চয় করিতে পারিবে। ভয়ের কারণ কিছুমাত্র নাই। তথাপি সন্দেহ হইলে আমি আমার লীলা তোমাকে বলিয়া দিব। এইরূপ ঠাকুরের উক্তিসকল চিন্তা করিয়া চোখের জলে বক্ষ ভাসাইয়া বলিলাম। "অপার করুণা তব" আমার প্রতি আপনার দয়ার শেষ নাই। আমার মত দীন দরিদ্র সংসারী লোককুষ্ঠে প্রতিষ্ঠাকামী অধম পণ্ডিতদিগের প্রতি অসংখ্য কৃপা। অগত্যা উঠিলাম কারণ প্রাতে

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু ঠাকুরের পাদপদ্মে কিঞ্চিৎ ভক্তিবিন্দু দিয়া শরণাপন্ন হইয়া ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরে ও দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্থানে যাইয়া তথ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক মহারাজগণের উপদেশে গ্রন্থটি লিখিয়া পণ্ডিত সভায় পণ্ডিতবর্গকে পরিদর্শন করাইলে তাঁহাদের ভূরি ভূরি প্রশংসাপত্রে বেলুড়মঠ উদ্বোধন অদ্বৈত আশ্রমের মহারাজগণের উৎসাহদানে চরিতার্থ হইয়া সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সাহায্যে বহু কষ্টে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। ১১

আমার সংগৃহীত লিখিত ঠাকুরের বহুবিষয়, স্বামিজী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য বিজয় চিকাগো বক্তৃতা, বলরাম বসুর জীবনী, কল্পতরু কথা, গিরীশ ঘোষের সিদ্ধান্ত বাক্য প্রভৃতি এই গ্রন্থে নিবেশিত না হইবার কারণ আমি একপ্রকার মুমূর্ষু অর্থাৎ আমি বয়ঃক্রমে প্রায় ৯৩ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছি অতএব মৃত্যু সন্নিকট বশতঃই আমার জীবনে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে গ্রন্থটির সংকলন অসম্ভব মনে করিয়াই কোন প্রকারে অর্থাভাবে বহু কষ্টে উক্ত বিষয় সকল বাদ দিয়া তাড়াতাড়ি শেষ করিলাম। ১২

যদি ২য় সংস্করণ সম্ভব হয় তবে আমার শেষকৃত্যের অধিকারী একমাত্র পুত্র অধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর কাশীনাথ শাস্ত্রি বেদান্ততীর্থ এম্‌ এ, ইনিই পরিশিষ্টাংশ নিবেশিত করিয়া গ্রন্থটি শেষ করিবেন। অথবা ঠাকুরের কৃপায় যদি আরও কিছুদিন জীবিত থাকি তবে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। ১৩

এসিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারে আমাদের বংশপরিচয় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। তাহার একমাত্র কারণ এই যে আমাদের পূর্ব্বজ পণ্ডিতবর্গ বহুতর ধর্মগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে পৃথিবী বিখ্যাত গণপতি ভট্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দানন্দ ২৮ খানি তিথি কৌমুদী প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থরচনা করেন ভাস্বতী প্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রন্থের টীকা ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়া জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ১৪

আমার প্রপিতামহ রামচন্দ্র শিরোমণি তৎকালে বঙ্গদেশে এমত নৈয়ায়িক পণ্ডিত অতি বিরল ছিলেন। পিতামহ নীলমণি বিদ্যারত্ন ইনি সর্ব্ব শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। আমার জন্মদাতা পিতা যদুনাথ সার্ব্বভৌম। ইনি কৃত্যতত্ত্ববিশারদ ছিলেন। এবং আমাদের বংশের হারাধন তর্কবাগীশ রামামৃত স্মৃতিতীর্থ যোগেন্দ্র নাথ স্মৃতি-রত্ন অচিন্ত্য পদ শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ রামগড় লালগড় সিমলাপাল ও মংলাপাতা প্রভৃতি রাজবাড়ীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১৫

যদুনাথ সার্ব্বভৌমের পুত্র আমি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ গভর্ণমেণ্ট বৈষ্ণব দর্শনের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণ পদক সহ ভক্তিতীর্থ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া গভঃ রেজিষ্ট্রীকৃত এডিয়েড হাতিবাগান চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া ৭০ বৎসর দর্শনাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেছি। ১৬

ভগবান রামকৃষ্ণদেবের আশীর্ব্বাদে আদেশে অনুগ্রহে বাৎসল্যে ও উপদেশে রামকৃষ্ণভাগবত নামক তদীয় চরিত্র সম্বলিত গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া পূর্ব্বজগণের দেশের দশের সংস্কৃত শাস্ত্রের এবং বঙ্গদেশের গৌরব রক্ষার্থে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ইংরাজী শিক্ষিত মহোদয়গণের সুবিধার জন্য ইংরাজী ভাষায় অনুবাদসহ রচনা করিয়া ধন্য হইয়াছি। যদি কেহ গ্রন্থটি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট বা আনন্দিত হন তবে যে কত সৌভাগ্য তাহা অনুমানেরও অগোচর। ১৭

সূচীপত্রম্

পৃষ্ঠা

श्रीश्रीरामकृष्णभागवतस्य

मुखबन्धः

श्रीरामकृष्णदेवाय सच्चिदानन्द मूर्त्तये ।
ब्रह्मवंशावताराय जगद्धिताय ते नमः ॥ १

निखिल गुणगभीरो रामकृष्णो दयालुः
सकल कुमुदचन्द्रो दीनबन्धुः शरण्यः ।
कलिहत जनमुक्त्यै कर्मकाराख्य सिन्धोः
समुदयदतिशुद्धो ब्रह्मचन्द्रः सुपूर्णः ॥ २

सप्तदश गते शाके सप्तपञ्चाशदुत्तरे ।
सौम्यवारे शुक्लपक्षे द्वितीयायां तपस्यके ॥ ३

आविरासीत् पूर्णब्रह्म श्रीरामकृष्णविग्रहः ।
कलेर्जीवान् समुद्धर्त्तुं कामारपुकुरोदधौ ॥ ४

For the good of humanity God himself appeared as Sri Ramakrishna in a bramhin family. All obeisance to him. To bring redemption to humanity afflicted with the evils of Kali Yuga, Lord Sri Ramakrishna appeared in the sea, called Karmakar. In the second phase of the waxing moon, Wednesday, Falgun 6, in the saka year 1757, Sri Ramakrishna was born in the village of Kamarpukur. 1 to 4.

प्रथमोऽङ्कः

ব্রাহ্মণকুলোজ্জ্বল সকলসদ্গুণসাগর দীনবন্ধু দয়ালু শরণীয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কালদোষে নষ্টপ্রায় জীবগণের মুক্তির জন্য কর্মকার নামক সমুদ্রে অতি বিশুদ্ধ পূর্ণব্রহ্ম রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ২

গত সালের শক ১৭৫৭ শকাব্দার ৬ই ফাল্গুন বুধবারে শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কলিজীবের উদ্ধারার্থে কামারপুকুরে। ৩।৪

विषट्शून गते शाके वसुसंख्याधिके रवौ ।
नृसिंहःसिंहसंक्रान्त्यां स्वधाम समपद्यत ॥ ५

श्रीरामकृष्ण वचसामृत लिप्त मेतत्
श्रीरामकृष्ण कथयाधिगतं पुराणं ।
श्रीरामकृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं
श्रीरामकृष्णहृदयं प्रियमस्तु नित्यं ॥ ६

श्रीरामकृष्णं शिरसा नमामि श्रीरामकृष्णं वचसा गृणामि ।
श्रीरामकृष्णं मनसा स्मरामि श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये ॥ ७
वैराग्यविद्या निज भक्तियोगः शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः ।
श्रीरामकृष्णेऽवगतः शरीरो कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये । ८

Shri Ramakrishna left this mortal world on Sunday, 30th day of the month of Sravana in the Saka year 1808. Be this book which contains the divine revelations and immortal utterings of Sri Ramakrishna, an object of endearment to His devotees. I pay obeisance to Him with my head. I utter his name with my ips. I meditate upon him with mv mind. I dedicate myself to him. To teach and preach divine knowldge, renunciation and devotion, Rama of Treta yuga and

Krishna of Dwapar yuga became united in Sri Rama-krishna. 5 to 8.

বঙ্গানুবাদ :—

১৮০৮ শকাব্দার ৩০শে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে রবিবারে নৃসিংহ অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজধামে গমন করিয়াছিলেন। ৫

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় প্রাপ্ত রামকৃষ্ণকথামৃত লিপ্ত কবির পাপ-নাশক এই রামকৃষ্ণ গ্রন্থ তাঁহার ভক্তবর্গের প্রিয় হউক। ৬

আমি মস্তক দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করি বাক্য দ্বারা তাঁহার নাম সর্বদা উচ্চারণ করি মনের দ্বারা তাঁহাকে স্মরণ করি এবং আমার সর্ববিষয়ে শান্তির জন্য তাঁহারই শরণ লইলাম। ৭

যে ত্রিকালসত্য নিত্য পুরাণপুরুষ জগতের জীবসমূহকে জ্ঞান বৈরাগ্য, ও নিজ ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎ ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে রাম ও কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই দুইটি তত্ত্বই একত্র মিলিত হইয়া রামকৃষ্ণমূর্তিতে এই কলিযুগে আবির্ভূত হইয়াছেন আমি সেই দয়ার সাগর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই শরণ লইলাম। ৮

यो कृष्णचन्द्र सदयः परमार्थदाने
श्रीगौरसुन्दर गुरुः परिपूर्ण शक्तिः ।
नत्वा तदङ्घ्रिकमलं जनकाङ्घ्रि, युग्मं
श्रीरामकृष्णभगवच्चरितं वदामि ॥ ९

योऽसौ दैत्यपतेर्वधाय भगवानाश्चर्यरूपः स्वयं
धृत्वा श्रीनरसिंह मूर्त्ति ममना सत्यावतारो वशी ।
त्रेतायां दशकन्धरं सहसैन्यं रणः कुलशास्त्रघीत्
वीरो दाशरथिः सुखेकनिलयः श्रीरामचन्द्रोऽहरत् ॥ १०

प्रथमोऽङ्कः

Paying my homage to my preceptor, Sri Gour Sundar, I endeavour to compose this epic poem on the life and teachings of Sri Ramakrishna, "Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam." He who assumed the shape of Narasingha to kill the king of demons in Satya Yuga, the avatara of Ramachandra to kill the ten-headed Ravana in Treta Yuga, the appearance of Sri Krishna to teach love and devotion in the Dwapar Yuga, manifested himself as Sri Ramakrishna to purge mankind of their sins in the Kali Yuga. 9 to 11.

प्रथमोऽङ्कः

श्रीरामकृष्ण वचसां नहि तुल्यमस्ति
श्रीरामकृष्ण मनसामभयं सदैव ।
श्रीरामकृष्ण भगवानखिलार्थ दाता
श्रीरामकृष्णपदमेव गतिर्ममास्तु ॥ १३

The wisest of men attains salvation by worshipping the feet of Sri Ramakrishna. I bow down to him. The words that came out of the lips of Sri Ramarkrishna are unparalleled. To call up the name of Sri Ramakrishna is sufficient to remove all fears. He brings fulfilment of desire to all. I submit myself at his feet. 12 to 13.

বঙ্গানুবাদঃ—

এবং দ্বাপর যুগে রামকৃষ্ণদেবই ব্রজবধূবর্গের পতি হইয়া পরম পুরুষার্থ প্রেম দানের জন্য প্রেমময় মূর্তি পরিগ্রহপূর্বক কৃষ্ণাবতার হইয়াছিলেন। সেই রামকৃষ্ণই এই শেষ যুগ কলিযুগের অবসর দিনে আবির্ভূত হইয়া জীবগণের অনেক পাপ নাশ করিয়া তাহাদিগের পরিত্রাণকারী হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবরূপে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। ১১

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ যাঁহার চরণ সেবার ফলে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ হইয়া প্রকৃত ব্রহ্মগতি লাভ করিয়া থাকেন সেই সুমঙ্গলময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি। ১২

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের তুলনা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণে মনোনিবেশকারী জনগণের কোনরূপ ভয় নাই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মত সর্বার্থ দাতা অর্থাৎ যে যাহা চাহিবে সে তাহা পাইবে এইরূপ দ্বিতীয় আর কেহই নাই। অতএব আমার প্রার্থনা এই যে যেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে সর্বদা মতি থাকে বা তিনিই আমার একমাত্র গতি হউন। ১৩

प्रथमोऽङ्कः

श्रीरामकृष्णचरितं रामकृष्णानुकम्पया।
यथासाध्यं प्रवक्ष्यामि संक्षेपेण मनीषिषु ॥ १४
दोषा मे बहवः सन्ति त्रुटिरस्ति पदे पदे।
क्षन्तव्यं कृपया सर्वैः श्रीरामकृष्णसेवकैः ॥ १५
परमहंसरूपेण दक्षिणेश्वरधामनि।
श्रीरामकृष्णदेवेन या लीलाः प्रकटीकृताः ॥ १६
भक्तितीर्थोपाधिकेन बकदीपनिवासिना।
श्रीरामेन्द्रसुन्दरेण वर्ण्यन्ते ता यथामति ॥ १७

इति श्रीभक्तितीर्थ विरचिते रामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य प्रणतिरूपं मङ्गलाचरणं नाम प्रथमोऽङ्कः ॥१

I endeavour to write in this book the brief history of the life of Sri Ramakrishna for the satisfaction of the learned scholars. My failings are many but I hope the devotees of Sri Ramakrishna will very kindly *forgive* them. The revelations of Sri Ramakrishna in Dakshineswar are being narrated by Ramendra Sunder Bhaktitirtha who hails from Bagri Khunbera in the District of Midnapur.

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় এই রামকৃষ্ণচরিত এবং পণ্ডিতগণের নিকটে সংক্ষেপে যথাসাধ্য বলিতেছি। ১৪

আমার এই লিখনে বহু দোষ নানাপ্রকার অনবধানতা আছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণ দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। ১৫

প্রথমোঽঙ্কঃ

দক্ষিণেশ্বরধামে পরমহংস ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সকল অলৌকিক লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। ১৬

বগড়ীখুনবেড়া নিবাসী শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ তাঁহার বুদ্ধি অনুসারে বর্ণন করিতেছেন। ১৭

ভগবান রামকৃষ্ণের প্রণামাদি এই প্রথম অঙ্কে বলা হইল।

ग्रन्थकर्त्तुः परिचयः श्लः २

गोविन्दानन्दनामा गणपतितनयः सर्व्वशास्त्रार्थकर्त्ता
प्राज्ञाचार्य्यः सदासौ हरिपदकमलेन्यस्तचित्तो विवेकी ।
श्रीगोविन्दे तथासीत् सकलजनगणान् दत्तवान् भक्तिरत्न
स्तद्वंश्योभक्तितीर्थो गु णगणरहितो रामकृष्णाश्रयाश्च ।। १
श्रीरामकृष्णदेवस्य प्रीतये विदुषामपि ।
रामकृष्णभागवतं वच्मि तद्भक्तिदायकं ।। २
वङ्गागताः कान्यकुब्जाद्देशाद् ब्राह्मणोत्तमाः ।
गौतमान्वयजास्ते ऽत्रपाश्चात्यावैदिकाः स्मृताः ।। ३

I, the descendent of Govindananda Bhattacharyya, who was the son of Mahamahopadhyaya Ganapati Bhatta, well renowned for his knowledge in all branches of Sanskrita Shastra, and who dedicated his life and all to the services of Shri Govinda, set myself to write this book, entitled "Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam" to *preach devotion to Sri* Ramakrishna and to bring pleasure to learned Pandits. Some high ranking bramhins of Goutam race who were well-versed in the Vedas, hailed from Kanya Kubja and settled in Bengal. They are now known as Western Vedic Bramhins of Bengal.

२यः अः

বঙ্গানুবাদ ঃ —

মহামহোপাধ্যায় সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী পরমপণ্ডিত গণপতি ভট্টের পুত্র গোবিন্দানন্দ ভট্টাচার্য্য সর্ব্বদা ভগবৎ পদে মনোনিবেশকারী এবং শ্রীগোবিন্দে ধন জনাদি সমর্পণ পূর্ব্বক পবিত্র দেহধারী এইরূপ মহাপুরুষগণের বংশসম্ভূত ভক্তিস্থৈর্য সকল,সদগুণবর্জিত হইলেও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ আশীর্ব্বাদে ও আদেশানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও পণ্ডিতগণের আনন্দবর্দ্ধন জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পদারবিন্দে ভক্তিপ্রদ শ্রীরামকৃষ্ণভাগবত নামক গ্রন্থ বলিতেছি। ১।২

কান্যকুব্জ প্রদেশ হইতে গৌতম গোত্রীয় বেদজ্ঞ সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে সমাগত হইয়া পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ৩

> वङ्गदेशोत्तमेदेशे मेदिनीपुर मध्यतः ।
> शिलावती नदीतीरे कृष्ण नगर पत्तने ॥ ४
> यत्र विराजितः साक्षात् श्रीकृष्णोभगवान स्वयं ।
> राधया सहितः कृष्णरायजीति सुविश्रुतः ॥ ५
> प्रसादात्तस्य कृष्णस्य तत्राभूत् पूर्व्वजा जनाः ।
> कृतवासा गीतमास्ते जातं क्षुद्रोटजं मया ॥ ६
> तस्यां स्वजन्मभूम्यां श्रीकृष्णराय समाश्रयात् ।
> स्वर्गादप्यधिका प्रीतिर्जाता मे भक्तियोगतः ॥ ७

A holy place, called Krishnanagar, is situated on the northern bank of the river Shilavati in the district of Medinipur. There is a temple of Shri Radha and Krishnarayji by whose grace our great forefathers lived in a neighbouring village called Khunbera, and I have also built an humble dwelling there. It is due to close proximity to Shri Krishna-ray ji that we prefer to live in that village to a life in heaven, as we are

blessed by the sight and touch of Krishna-ray-ji and also by taking share of eatables offered to Him.

Here ends the second chapter showing the details of the race and ancestors of the writer.

বঙ্গানুবাদ :—

বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বোত্তম প্রদেশ মেদিনীপুর নামক প্রদেশের অন্তর্গত শিলাবতী নদীর উত্তর তীরে কৃষ্ণনগর নামে একটি সুবিদিত লোকালয় অদ্যাপি বর্তমান আছে। ৪

সেই কৃষ্ণনগরে শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণরায়জী-নামক একটি সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমন্ত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ শ্রীমতী রাধিকার সহিত বিরাজিত আছেন। ৫

সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণরায়জীর কৃপায় তাঁহারই সান্নিধ্যে পুনরেড়া নামক গ্রামে আমাদের পূর্বতন পণ্ডিতগণ বাস করেন এবং আমিও সেই গ্রামে ১টি ক্ষুদ্র কুটীর নির্মাণ করি। ৬

শ্রীভগবান কৃষ্ণরায়জীর দর্শন স্পর্শন ও প্রসাদীয় দ্রব্য ভোজনাদি দ্বারা পবিত্রীকরণ আমাদের সেই জন্মভূমিতে স্বর্গবাস অপেক্ষাও সুখবাস বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ একমাত্র ভগবৎ সান্নিধ্য। ৭

এইটি গ্রন্থ লেখকের পরিচয়। ৮

तृतीयोऽध्यायः

कलिमागतमाज्ञाय नैमिषे मुनिपुङ्गवाः ।
परस्परं कथायुक्तं संसदन्तं समाश्रिताः ॥ १
शान्तो जल्पेति नामायं मुनिः शौनकमब्रवीत् ।
साम्प्रतं कलियुगेऽस्मिन् को जनानुद्धरिष्यति ॥ २
किमाधारः कथं रूपः कुत्र चाविर्भविष्यति ।
का वा तस्य साधना च कथयस्व महामुने ॥ ३
श्रुत्वैवं शौनकोऽवदत् सर्वज्ञः साधुसत्तमः ।
असौ साक्षाद्भगवतः श्रीरामकृष्ण योगिनः ॥ ४

३यः अः

CHAPTER—III

The advent of Sri Ramkrishna as indicated in mythology. While the sages in the forest called Naimisha were engaged in a discourse on the manifestation of the Supreme Being, in the beginning of Kali yuga, Nadijangha asked Sounak, "Please tell us who will appear in this Kali yuga to bring redemption to mankind. Where will he be born? What will be his appearance and activities? What also will be his merit?" *At this, Saunaka told him very kindly all about the appearance of Sri Ramakrishna,* the incarnation of God in the Kali yuga. ॥ 1 to 4 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

বহু পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যে ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণ কলিযুগ আসিয়াছে জানিয়া পরস্পর ভগবানের কথায় রত হইলে তন্মধ্যে নাড়ীজঙ্ঘ নামক কোন একটি ঋষি মহামুনি শৌনক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১

হে মহামুনি সম্প্রতি এই কলিযুগে কলিগ্রস্ত জীবগণকে কে উদ্ধার করিবে। অর্থাৎ কলির জীবসমূহ কাহার নাম উচ্চারণ মাত্রে তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হইবে। ২

তাঁহার স্বরূপ কি, আচরণই বা কেমন, কোথায় আবির্ভূত হইবেন, তাঁহার সাধনা কি। তাহা আমাকে বলুন। এই কথা শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ সাধুবৎসল শৌনকদেব বলিয়াছিলেন এই কলিযুগে ॥ ৩।৪

स्वरूपं तस्य लीला च कृपयोवाच तं तदा ।
शृणु वत्स वदिष्यामि सर्वलोकसनातनम् ॥ ५
श्रीरामकृष्ण चरितं यं न जानन्ति योगिनः ।
पुराहं ब्राह्मणः सर्वे ब्रह्मकुण्डे यदामम ॥ ६

६ष्ठः अः

यत्र स्वयं पद्मयोनी राजर्षिममितप्रभं ।
भगीरथं महाभागं गङ्गानयनतत्परं ॥ ७
त्रेताद्वापर माहात्म्यं रामकृष्ण कथाश्रयं ।
तयोश्चरितं सम्यगुक्तवान् कलिकालघ्नं ॥ ८

"Dear child, listen to what I say about Sri Ramkrishna who is beyond the reach of knowledge of the greatest of sages. Once in Treta Yuga I had been to Haridwar where I found Bhagiratha, who had come up to bring the Ganga down to the earth to bring salvation to the souls of the sixty thousand sons of the king *Sagar*. There I also heard Lotus-born Brahma describing the *glory* of Rama of Treta yuga and Krishna of *Dwapur* yuga to the king Bhagiratha. ॥ 5 to 8 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বরূপ ও লীলা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন। ত্রিলোকের পাপনাশক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিত্র বলিতেছি তুমি শোন যে চরিত্র যোগিগণও সম্পূর্ণ অবিদিত। ৫

আমি ত্রেতাযুগে ব্রহ্মার যজ্ঞক্ষেত্র হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে যে সময়ে যাইয়াছিলাম। সেই সময়ে সেই স্থানে পিতামহ ষষ্ঠি সহস্র সগর সন্তানগণের উদ্ধারার্থে গঙ্গানয়ন তৎপর সূর্য্যবংশীয় মহাভাগ্যবান রাজর্ষি ভগীরথকে। ৬।৭

এবং পদ্মযোনি ব্রহ্মা ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের অবতার শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ মহাত্ম্য ও চরিত্র শ্রবণ করাইয়া। ৮

श्रीव दुःखं हृदिस्मृत्वा चाथ वाक्शून्यतां गतः ।
ततः परममानन्दं प्राप्यासौ विस्मृतस्तदा ॥ ९
भगीरथस्तु शाक्रेदं शृणु राजर्षि सत्तम ।
कल्पेर्दोषनिधेर्दोषास्तावदेवोर्जितावधुवं ॥ १०

१मः स्कः

यावदेव भविष्यन्ति श्रीरामकृष्ण नाम भूप ।
आविर्भूतः स भगवान् चिन्मयानन्दमालिकः ॥ ११
राढ़े ब्रह्मकुले चन्द्रोदरे प्रादुर्भविष्यति ।
लीलाश्च त्रिविधास्तस्य आदिमध्यान्तरूपकाः ॥ १२

In the end, remembering the untold of hardship of the people of Kali Yuga Brahma remained speechless for a while. Then he told Bhagiratha in great joy, "Oh king, the people of Kali Yuga will continue to be afflicted with the sufferings till the appearance of Sri Ramkrishna. He will be born in a bramhin family in Bengal. His activities will be threefold,—early, middle, last.

॥ 9 to 12 ॥

বঙ্গানুবাদঃ—

শেষে কলিকালজাত জীবের দুঃখ স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল বাক্শূন্য অবস্থায় অবস্থিত হইয়া পরে পরমানন্দে ভগীরথকে বলিয়াছিলেন। ৯

ওহে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি তুমি শ্রবণ কর। দোষযুক্ত কলির ততক্ষণই দোষ সকল প্রাণীগণকে প্রবলভাবে পীড়ন করিয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত অনন্ত শক্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব না হয়। ১০।১১

কলিযুগের প্রায় ৫ হাজার বৎসর গত হইলে বঙ্গের রাঢ় দেশে বিপ্র ব্রাহ্মণবংশে চন্দ্রাদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হইবেন। এবং তাঁহার লীলাসকলও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মত আদিলীলা মধ্যলীলা এবং অন্ত্য লীলারূপে ত্রিবিধ। ১২

भविष्यत्यमृताख्या सा मध्या मङ्गलदायिका ।
अमयाख्यान्तरूपा च यास्यो यमभयं गतम् ॥ १३
भविष्यत्येवजीवानामाविर्भाव स्तदा भवेत् ।
प्रायेण पञ्चसाहस्रे कल्यब्दे विगते सति ॥ १४

१यः अः।

रामकृष्ण मुखोद्‌गीर्यं ग्रन्थं सर्व्वाङ्गसुन्दरम्।
सुन्दरो ब्राह्मणः कश्चिद्दर्शयिष्यति पण्डितः॥ १५
मङ्गलाचरणश्चादौ कृपाप्राप्तिस्ततः परं।
प्रणतिः श्रीभगवतो रामकृष्णस्य योगिनः॥ १६

His early life will be called Amrita (Immortal), the middle "Mangala" (Blissful) and the last "Abhaya" (Free from fear). By compiling the utterings of Sri Ramakrishna one Sundara (beautiful) bramhin will write a book, in which there will be first obeisance to gods, then meeting with Sri Ramakrishna and his blessing; hymn to Sri Ramakrishna. "13 to 16"

শ্রয়ঃ অঃ।

সমস্তস্যাপরীক্ষ্য চ ত্রিসত্য প্রতিপাদিনম্।
ভগবদ্রামকৃষ্ণস্য ভক্তবর্গস্য পাদয়োঃ। ১৮
ক্ষমা সাধার্থং মত্যর্থং যাচ্ঞা তস্য বিশেষতঃ।
পিত্রাসহ দৃষ্ট্বা সহ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে॥ ১৯
শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য পৌগণ্ডে পুণ্যবাসরে।
বহুপুণ্যফলাদস্য শ্রীরামকৃষ্ণ পাদয়োঃ॥ ২০

The detailed account of the family of the writer, and the devotees of Sri Ramkrishna; His transcendentalism; obeisance to his devotees; meeting with Sri *Ramakrishna and his blessing.* "17 to 20"

বঙ্গানুবাদ:—

গ্রন্থ রচয়িতার বংশ পরিচয়। ভগবানের পার্ষদ নির্ণয়। ১৭

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্রৈকালিক সত্তার বা ত্রিসত্য প্রতিপাদন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ও ভক্তমহাত্মাগণের কৃপালাভের জন্য গ্রন্থকারের তাঁহাদের পাদপদ্মে পুনঃপুনঃ প্রার্থনা। ১৮

গ্রন্থরচয়িতার অষ্টম বর্ষবয়সে পিতার সহিত দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির মন্দিরে সাক্ষাৎ ভগবান রামকৃষ্ণের দর্শন এবং বহু জন্মের বহু পুণ্য সঞ্চিত বশতঃ গ্রন্থকারের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদযুগলে মস্তক লুন্ঠিত হইলে ভগবানও নিজ পুত্রের মত মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্বাদ করেন। ১৯।২০।২১

মস্তকং লুণ্ঠিতস্যাসীত্তেন তস্য কৃতার্থতা।
তন্মস্তকে ন্যস্তহস্তো ভগবান্ করুণানিধিঃ॥ ২১
আশীর্বাদং দদৌ তস্মৈ বালকায় স্বপুত্রবৎ।
প্রাগাবির্ভাবিতস্তস্য শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিনঃ॥ ২২

२य अः

पितुः पूर्व्वाश्रमस्यास्य वर्णनं दुःखसूचकं ।
दुष्ट भूस्वामिनः पापाचरणाद् गृहविच्युतिः ॥ २३
पथ्य दर्शनमस्तस्य सुखलालस्य धीमतः ।
साहाय्यतः क्षुदिरामस्य कामारपुकुरे स्थितिः ॥ २४

An account of Khudiram's original habitation : his departure from his native place in destitute condition : his meeting with an old friend, named Sukhalal Goswami and settling at Kamarpukur. "21 to 24"

বঙ্গানুবাদ:—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে পিতা ক্ষুদিরামের পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয়। দুষ্ট জমিদারের চক্রান্তে ক্ষুদিরামের সর্ব্বস্বান্ত অবস্থায় গৃহ হইতে বহির্গমনের পর পথিমধ্যে পূর্ব্ববন্ধু সুখলাল গোস্বামীর দর্শন এবং গোস্বামীর সাহায্যে ক্ষুদিরামের কামারপুকুরে বাসগৃহস্থাপন। ২২।২৩।২৪

रघुवीर शिलाप्राप्ति गयायां गमनं तथा ।
क्षुदिरामं गयाक्षेत्रे स्वप्ने साक्षात् गदाधरः ॥ २५
पुत्रत्वावतरिष्यामि भवत् चैवं न संशयः ।
गया प्रत्यागतो विप्रो भगवद्भावभावितः ॥ २६
गर्भोऽभवचन्द्रादेव्या स्तत्र श्रीभगवान स्वयं ।
आविर्भूतो गर्भमध्ये देवानामागमादिकं ॥ २७
ततो गते कियत्काले भगवान् श्रीगदाधरः ।
आविर्भूतः सूतिगृहे जन्माख्यान मुवाच सः ॥ २८

Getting the holy stone of Raghubir ; Journey to Gaya ; His dream in Gaya about the birth of Gadadhar;

३यः अः

Return to *Kamarpukur*; Holy conception of Chandra Devi; Visit of the gods; the birth of God in His own Self. "25 to 28".

বঙ্গানুবাদ :—

রঘুবীর নামক শালগ্রাম শিলা প্রাপ্তির পর ক্ষুদিরামের গয়াধামে গমন হয়। তথায় ভগবান গদাধর স্বপ্নে ক্ষুদিরামকে আমি শীঘ্রই তোমার পত্নীর গর্ভে আবির্ভূত হইব। ২৫

এইরূপে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত ক্ষুদিরাম গয়াধাম হইতে নিজগৃহে প্রত্যাগমনান্তে ভগবদ্ভাবে ভাবিত হইলে পত্নী চন্দ্রাদেবীর পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়সে গর্ভলক্ষণ হইয়াছিল। এবং সেই গর্ভে ভগবান আবির্ভূত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ ক্ষুদিরামের গৃহে যাতায়াত করিতেন। ২৬।২৭

এইরূপভাবে প্রসবকালীন ভগবান আবির্ভূত হইয়া তাঁহার স্বরূপ তাঁহার পিতামাতাকে নিজ চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তিও দেখাইয়াছিলেন। ২৮

स्वं चतुर्भुजमूर्त्तिञ्च पित्रोः समदर्शयत् ।
ततस्तद्बाल्यलीलायां विज्ञमत्यलौकिकं ॥ २९
अन्नाशनं पाठशाला प्रवेशः पाठहेतवे ।
तत्र छात्रपरीक्षार्थं मागते राजपण्डिते ॥ ३०
स्वरूपं दर्शयामास नवदूर्वादलद्युति ।
सर्व्वभावस्याविर्भावो बाल्ये तस्य निरूपितः ॥ ३१
ततो भागिनेय गेहे पितुर्मृत्योरनन्तरं ।
गदाधरोपनयनं सर्व्वथालौकिकं मतम् ॥ ३२

Gadadhar's revelation of his appearance with four hands; his uncommon activities in his boyhood; his rice taking ceremony; initiation to the study and

२यः अः

learning; revelation of his own divine self to the visiting Government officer; soaring up to higher spiritual plane at times even in his boyhood; death of Khudiram in his nephew's house; performance of the sacred-thread ceremony of Gadadhar in a very uncommon way. 29 to 32

বঙ্গানুবাদ:—

তৎপর বাল্যলীলা অলৌকিকভাবে হইয়াছিল। অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ এবং পাঠশালায় রাজপুরুষকে অর্থাৎ শিক্ষাবিভাগীয় ইন্সপেক্টরকে স্বকীয় ভগবৎ স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। এবং বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ভাবাবেশ হইত।

২৯|৩০|৩১

তারপর ঠাকুরের পিতা ক্ষুদিরামের ভাগিনেয় রামচাঁদের গৃহে মৃত্যু হইলে কিছুদিন পরে গদাধরের উপনয়ন কার্য্য অলৌকিকভাবে সুসম্পন্ন হয়। ৩২

धात्रीमातुर्धनीनाम्न्याः प्राग्भिक्षा ग्रहणं तथा।
पूजनं रघुवीरादेर्भावाविष्टस्य चेतसः ॥ ३३
एवं ब्राह्मण सिद्धान्त पर्यन्तमादिकाण्डकं।
मध्यकाण्डस्य प्रागस्य कलिकाता समागमः ॥ ३४
भ्रातुर्विद्यालयं प्राप्य तत्र शास्त्रानुशीलनं।
अत्रान्तरे रासमनेः प्रजारक्षण कौशलम् ॥ ३५
राज्ञ्यास्तीर्थगतेः काले दक्षिणेश्वर संस्थितिः।
रात्रौ काली कृपालाभा तद्देवालयः कृतः ॥ ३६

Taking alms from a mid-wife named Dhani; worship of Raghubir in a mood of deep meditation; a Brahmin's recovery from illness; here ends the first part of the

३यः स्कः

book. The Middle part begins with Thakur's arrival in Calcutta; then his study of shastras under the tutorship of his elder brother; the stratagey of Rani *Rasmoni to protect her subjects; on the eve of pilgrimage* her stay at Dakshineswar; Kali's blessing on her; establishment of temples at Dakshineswar. 33 to 36

বঙ্গানুবাদঃ—

অর্থাৎ ধনী নামে কর্মকারের পত্নী ধাত্রীমাতার নিকটে উপনয়নের সময়ে ব্রহ্মচারী অবস্থায় সর্ব্ব প্রথমে ভিক্ষাগ্রহণ করেন। তৎপরে গৃহদেবতা রঘুবীরাদি দেবতার পূজা করিতেন ভাবাবিষ্ট হইয়া। ৩৩

এইরূপভাবে ব্রাহ্মণের যোগমুক্তিপর্য্যন্ত আদিলীলা সমাপ্ত হয়। মধ্যলীলার প্রারম্ভে ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের বিদ্যালয়ে শাস্ত্র চর্চ্চা ইহার মধ্যে রাণী রাসমণির প্রজাদিগের রক্ষা কৌশল রাণী রাসমণির তীর্থগমনের সময় দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান এবং নিদ্রিতাবস্থায় রাত্রিকালে জগদম্বার কৃপালাভ ও মন্দির নির্ম্মাণাদি। ৩৪।৩৫।৩৬

भोगदानविधौ तत्र विधिपत्र प्रबद्धतः ।
पण्डितप्रवरैश्चापि श्रीरामकुमारेण च ॥ ३৭

उपदिष्टा तदा राज्ञी कृतार्थाभूत् सुनिश्चिता ।
तन्मन्दिर प्रतिष्ठायां पूजाकार्य्ये विशेषतः ॥ ३৮

पण्डितः सह् लिप्सोऽमुद्राग्रास्तत्र समादरात् ।
दृष्ट्वा तद्विन्दितं कर्म क्रोध लिप्सो गदाधरः ॥ ३৯

देवानुष्ठान तत्रस्य क्रोधो निर्व्वाणतां गतः ।
हृदयागमनात्तत्र कृतं तेन शिवार्च्चनं ॥ ४०

२य. अः

Counsel of Pandit Ramkumar regarding distribution of the rice; services of Ramkumar in the foundation ceremony of the temples; Gadadhar's resentment; his appeasement by holy rites; Hridaya's arrival; worship of Lord Shiva. 37 to 40

বঙ্গানুবাদ :—

রাণী রাসমণির মন্দির নির্মাণ ও দেবতাসকলের সংগ্রহ হইলেও ভোগদান বিষয়ে পণ্ডিতগণের মত না হওয়ায় একমাত্র রামকুমার পণ্ডিতই ভোগদান সম্বন্ধে রাণীকে আশ্বস্ত করেন এবং রাণীও রামকুমারের উপদেশে কৃতকার্য্য হন। রামকুমার পণ্ডিতই প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য সম্পাদন করেন এবং রাণীর আগ্রহবশতঃ রামকুমার পণ্ডিতই পূজাকার্য্যে ব্রতী হন। তাহা দেখিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু দৈবানুষ্ঠান বশতঃ ক্রোধ দূরীভূত হয়। এবং সেই সময় ভাগিনেয় হৃদয়রাম দক্ষিণেশ্বরে আসিলে ঠাকুর স্বহস্তে শিবমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করেন। ৩৭।৩৮।৩৯।৪০

साक्षान्मातुः कृपालाभो जन्मभूदर्शनं ततः ।
सखीहाद्यः सारदया पुनः स्वस्थानदर्शनं ॥ ४१
राज्ञ्या रासमणि मृत्यु भैरव्या गमनं शुभं ।
पूर्णाभिषिक्तो भैरव्या साधनासिद्धि वर्णनं ॥ ४२
गदाधर स्वरूपस्य निर्विकल्प समाधिना ।
दृष्ट्वा श्रीभैरवीदेवी चकार नाम पावनम् ॥ ४३
श्रीरामकृष्णदेवेति रामकृष्ण स्वरूपकं ।
साधनं बहु देशानां तथा प्रकृति साधनम् ॥ ४४

Appearance of the Goddess before Gadadhar and Her blessing on him; his visit to his native village and

২য়: খ:

his marriage with Sarada; his return to Dakshineswar; death of Rani Rashmoni; Bhairabi's arrival; Initiation by Bhairabi and attainment of success; her realisation of the true self of Gadadhar as one unified entity of Sri Ramachandra and Sri Krishna; the naming of Sri Ramakrishna by Bhairabi; his worship of various gods and attainment of divine power. 41 to 44

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে ভগবতীর কৃপালাভ, কামারপুকুরে গমন, সারদার সহিত বিবাহের পর পুনর্ব্বার ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে আগমন। ৪১

রাণী রাসমণির মৃত্যু, ভৈরবীর আগমন। ভৈরবী ঠাকুরকে পূর্ণাভিষিক্ত করেন এবং ঠাকুরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ। ৪২

তৎপরে শ্রীভৈরবীদেবী নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় গদাধরের যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারিয়া; ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের একত্র রূপ নাম করণ করেন। পরে বহু দেবতার সাধনা ও প্রবৃত্তি বা শক্তি সাধন করেন। ৪৩।৪৪

মুদ্রার্ণা মৃত্তিকাতুল্যং সাধনং কৃতবান্ প্রভুঃ।
জটাধারী প্রসঙ্গশ্চ তোতাপুরী সমাগমঃ॥ ৪৫
ইস্লামাদি ধর্ম্ম সিদ্ধি ভৈরব্যা সহিতস্তথা।
অজগাম পিতুর্গেহে ভৈরব্যাশ্চ পলায়নং॥ ৪৬
ততোপিত্বা কিয়ত্ কালং কামারপুকুরাত্ পুনঃ।
আগতস্তত্ প্রিয় স্থানে দক্ষিণেশ্বর ধামনি॥ ৪৭
এবমন্তর লীলেয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিনঃ।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং রামকৃষ্ণে রতির্ভবেত্॥ ৪৮

২য়ঃ অঃ

His realisation of oneness between earth and coins; the story about Jatadhari; the appearance of Totapuri at Dakshineswar; his practice as an Islam; his visit to Kamarpukur with Bhairabi; Bhairabi's escape; his return to Dakshineswar; Here ends the Middle Part.

40 to 48

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে ঠাকুর মৃত্তিকাতুল্য মুদ্রাসাধন সম্পন্ন করেন। জটাধারী সাধুর প্রসঙ্গ তোতাপুরী সন্ন্যাসীর আগমন। ৪৫

ইস্লামাদি যাবনিক ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভের পর পুনরায় ভৈরবীদেবীর সহিত কামারপুকুরে গমন। এবং ঐস্থান হইতেই ভৈরবীদেবীর পলায়ন। ৪৬

কিছুকাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক কামারপুকুর হইতে পুনরায় তাঁহার অতি প্রিয় দক্ষিণেশ্বরে আগমন। ৪৭

এইরূপভাবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যলীলা হইয়াছিল। যে লীলা শ্রবণ করিলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবে ভক্তি জন্মে। ৪৮

অন্ত্যলীলা প্রারম্ভে চ নানাজনসমাগমঃ।
তত্র তস্য পার্ষদানাং নামান্যত্র প্রগীয়তে ॥ ৪৯

নিজধামাগতৈর্যৈর্হি লীলায়াং প্রকটীকৃতা।
নরেন্দ্রনাথ রাখাল যোগীন্দ্রনাথ তারক ॥ ৫০

গঙ্গাধর বাবুরাম গিরীশচন্দ্র সারদাঃ।
অমরামোপেন্দ্রনাথৌ শশিভূষণ ভূপতী ॥ ৫১

কালী লাটুর্হরিনাথ শরচ্চন্দ্র নিরঞ্জনাঃ।
নামকা রামকৃষ্ণস্য সিদ্ধভক্তা মহত্তমাঃ ॥ ৫২

३य: अं:

In the beginning of the Last Part, many people gathered around him. Of them, the names of his followers worth mention are as follow: Narendra Nath Rakhal, Jogindra Nath, Taraka, Gangadhara, Baburam, Girishchandra, Sarada, Balaram, Upendra Nath, Sashibhushan, Bhupati, Kali, Latu, Harinath, Saratchandra, Niranjan. These are the constantly attached followers of Sri Ramakrishna. 49 to 52

বঙ্গানুবাদ ঃ —

ভগবানের শেষ লীলায় প্রথমে বহু ব্যক্তির সমাগম হয়। তন্মধ্যে যেসকল ভক্ত তাঁহার নিজ ধাম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি স্থান হইতে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিত্য লীলা প্রচারার্থে আসিয়াছেন তাঁহাদের কিঞ্চিৎ নাম বলা হইতেছে। যথা নরেন্দ্রনাথ রাখালরাজ, যোগীন্দ্রনাথ, গঙ্গাধর, বাবুরাম, গিরিশচন্দ্র, সারদা, বলরাম, উপেন্দ্রনাথ, শশিভূষণ, ভূপতি, কালী লাটু হরিনাথ শরচ্চন্দ্র নিরঞ্জন এই সকল ভক্তই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যসিদ্ধ সিদ্ধ ভক্ত। ৪৯।৫০।৫১।৫২

एतद्रूपा:सन्निधान्ये तदा मत सहस्रश:।
यथा रसातले मर्त्त्ये स्वर्गे च दृश्यते स्फुट ॥ ५३

अनन्त भक्त प्रवरा विद्यन्ते च जले स्थले।
एवन्तद् भक्तवर्गाणामन्येषां विदुषामपि ॥ ५४

मेलनं बहुधाह्यासीत् श्रीरामकृष्ण योगिना।
तन्नामान्यत्र संक्षेपात् कथ्यते कौतुकात् किल ॥ ५५

श्रीतर्करत्न वेदान्तवागीश पद्मलोचन।
महर्षि देवेन्द्रनाथ गौरी पण्डित संज्ञका: ॥ ५६

३यः अः

Such devotees are seen in the heaven, the earth and the lower regions even to-day. Beside these, there are also innumerable devotees in land and water. They meet Sri Ramakrisha in various ways. To cite a few examples, we may mention Sri Padma Lochan Tarkaratna Vedantabagish, Maharshi Devendra Nath Pandit Gouri. 53 to 56

বঙ্গানুবাদঃ—

আজ পর্য্যন্ত এইরূপ অসংখ্য ভক্ত স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে ও পাতালে প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট হয়। ৫৩

এবং ইহা ছাড়াও জলে স্থলে অনন্ত ভক্ত আছে। এইরূপভাবে ভগবানের অনন্ত ভক্তবর্গ এবং অন্য পণ্ডিতবর্গেরও ভগবানের সহিত বহু প্রকারে মিলন হয় কৌতূহলবশতঃ এইস্থলে তাঁহাদের নামও বলিতেছি। তর্করত্ন বেদান্তবাগীশ পদ্মলোচন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরী পণ্ডিত প্রভৃতি। ৫৪।৫৫।৫৬

विद्यासागर विजयकृष्ण गोस्वामि पण्डितौ।
केशवचन्द्र सेनश्च ब्राह्मधर्म्म प्रचारकः॥ ५७
श्रीरामकृष्णदेवेन चैषामासीत् समागमः।
येन ते पण्डिताः सर्व्वेऽप्यस्य दर्शनमात्रतः॥ ५८
जीवनं सफलं मत्वा कृतकृत्याः किलाभवन्।
ततः श्रीसारदादेवी गङ्गास्नानाय तस्य च॥ ५९
दर्शनार्थं गता मध्ये पथि सङ्घविवर्ज्जिता।
दस्युहस्तादिमुक्ता सा दक्षिणेश्वर सङ्गता॥ ६०

Vidyasagar, Vijoykrishna Goswami. Keshab Chandra Sen, the preacher of Bramha religion. Such great scholars became blessed even at the very sight of

Sri Ramakrishna. Then while proceeding on her journey with a view to taking a bath in the holy Ganga and also paying a visit to her husband, without any companion she fell into the hands of robbers but she reached Dakshineswar without any harm. 57 to 60

বঙ্গানুবাদ ঃ—

পণ্ডিত বিদ্যাসাগর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা কেশব চন্দ্র সেন। ৫৭

এই সকল পণ্ডিতগণের সহিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মিলন হয়। এবং তাহার জন্য সেইসকল পণ্ডিতগণ ঠাকুরের দর্শনমাত্রে নিজনিজ জীবনকে ধন্য মনে করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ৫৮

তৎপর শ্রীমতী সারদাদেবী গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের দর্শন জন্য কামারপুকুর হইতে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে সঙ্গশূন্য হইয়া দস্যু হস্তে পতিতা হন তৎপরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত মিলিত হন। ৫৯।৬০

मथुरेण भगवत स्तीर्थयात्रा समागमः।
तीर्थं प्रत्यागतश्चासौ स्वकान्तां सारदां तदा ॥ ६१
स्वरूप ज्ञानदानेन कृतार्थामकरोच्च तां।
रानीश्वरस्य निर्याणं ततपुत्रः पूजकोऽभवत् ॥ ६२
केशवचन्द्र सेनस्य ठाकुरेण समागमः।
विजयकृष्ण गोस्वामी यदनुग्रहतः प्रभुः ॥ ६३
ब्राह्मधर्म्मं परित्यज्य कृष्णसेवां चकार ह।
स्वमातुर्मरणे प्रेतकृत्यं सर्व्वमकारयत् ॥ ६४

Then Thakur's pilgrimage to various holy places with Mathur ; On his return, revelation of his real self

श्नुः श्नः

to Sarada ; after the death of Rameswar appointment of son as the priest; Keshab Chandra Sen's visit to Thakur ; by grace of Thakur, conversion of Vijoy Krishna Goswami from Bramha religion and his initiation to the holy services of Lord Krishna ; after the death of Chandra *Devi*, performance of her last rites by *Thakur's* nephew. 61 to 64

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে মথুরের সহিত ঠাকুর তীর্থ যাত্রা করেন এবং তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পত্নী সারদাদেবীকে তাঁহার যথার্থ স্বরূপটি কি তাহা জানাইয়াছেন। রামেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রামলাল ভবতারিণীর পূজক হন। ৬১।৬২

কেশবচন্দ্র সেনের সহিত মিলিত হন। এবং প্রভু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া কুলদেবতা ভগবান কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। তৎপরে ঠাকুরের মাতা চন্দ্রাদেবীর মৃত্যু হইলে ভ্রাতুষ্পুত্রের দ্বারা তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাইয়াছিলেন। ৬৩।৬৪

तत्र कोलाहलो जातो नानाजनसमागमात् ।
मिथ्याज्ञानं निर्व्वाणञ्च नरेन्द्रस्य कृतार्थता ॥ ६५
ठाकुरस्य।न्तलीलेयं वर्णितास्तज्जनैः पुरा ।
निवेशिता महाभागा स्तद् भक्ताःचान्तमह थ ॥ ६६
एवन्तद्ग्रन्थ सम्पूर्णं कृतवान् ग्रन्थकृत् स्वयं ।
युगावतार चरितं यदुक्तं पद्मयोनिना । ६७
तदेवोक्तं मयाप्यत्रनैमिषे सविधे च व. ।
तमेव पुरुषं ध्येयं काली नित्यं मुमुक्षुभिः ॥ ६८

इयः चः

Then due to a very noisy and tumultuous atmosphere consequent on the gathering of people in large numbers Thakur's call to his followers, his blessing on Narendra Nath and lastly his intimate followers. I pray for their forgiveness if I have gone astray anywhere. Thus the book has been completed. I have said what had been told by Pdmayoni Bramha about the Avatar of Kali Yuga, who is to be worshipped by all who seek salvation. 65 to 68

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে বহু ব্যক্তির সমাগমবশতঃ নানাপ্রকার কোলাহল উপস্থিত হইলে ঠাকুর শিষ্যবর্গকে আহ্বান করেন। নরেন্দ্রকে স্বরূপ দেখাইয়া নিজধামে গমন করেন। ঠাকুরের ভক্তবর্গ প্রায় এইরূপভাবেই তাঁহার বর্ণন করিয়াছেন অতএব সেইসকল মহাভাগ্যবান মহাত্মাগণ আমায় ক্ষমা করিবেন। ৬৫।৬৬

গ্রন্থকর্ত্তা এইরূপ ভাবেই গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়াছেন। স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা ব্রহ্মযুগে রাজর্ষি ভগীরথকে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা যাহা বলিয়াছেন আমি অর্থাৎ শৌনক ঋষি এই নৈমিষারণ্যে আপনাদের নিকট তাহাই বলিলাম। অতএব মুক্তিকামী জনগণ কলিযুগে ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের নিত্যই ধ্যান করিবে।

श्रीरामकृष्णदेवं हि भगवन्तं जनार्द्दनं ।
ऐश्वर्य्य माधुर्य्य रसाधाररूपं सनातनम् ॥ ६८
कामिनोकाञ्चनत्यागाद्दर्णोत्तम समुद्भवात् ।
षाड्गुण्य परिपूर्णञ्च भजेत्तं मधुसूदनम् ॥ ७०

इति श्रीभक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य महाजन वार्त्तारूपो लीला-*विलासाख्यस्तृतीयोऽङ्कः ॥ २*

३य: अ: ":

We should worship Sri Ramkrishna in order to attain salvation in this Kalı yuga.

Here ends the third chapter of Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam, describing a brief sketch of his life.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী ব্রাহ্মণবংশে অবতীর্ণ ষাড়্গুণ্য পরিপূর্ণ হেতু ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য রসের আধার সনাতন জনার্দ্দন মধুসূদন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই কলিযুগে ভজনীয়। ৩।১৭০

ভক্তিতীর্থবিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাজনবার্ত্তা রূপ তৃতীয় অঙ্কে লীলাবিলাস বর্ণিত হইল।

चतुर्थोऽङ्कः

श्रीरामकृष्णस्य कथा प्रजल्पिनः
स्वामि प्रधाना जन दुःख मोचकाः।
तदीय पादाम्बुज धूलिधूसरं
कदाभवेदस्य शिरोऽधमस्य मे ॥ १
ध्योमपक्षाधिक द्विपञ्चशत बङ्गाब्द माधवे।
पितासहागमं स्वस्मिन्दक्षिणेश्वरधामनि ॥ २
तत्र दृष्ट्वा जगन्नाथं रामकृष्णं पिता मम।
दण्डवत्तत् पादतले पतित्वा प्रणिपत्य तं ॥ ३
पुनः पुनः पादधूलिं पाणिभ्यां प्रतिगृह्य सः।
स्वमस्तके सुविन्यस्य धन्योऽहमिति चोक्तवान् ॥ ४

I look forward to that day when I shall be blessed with the dust of the feet of those great men who treasure the uttering of *Sri Ramkrishna* in their heart. Once early in the month of Valsakh in the Bengali

द्वयः खः

Then due to a very noisy and tumultuous atmosphere consequent on the gathering of people in large numbers Thakur's call to his followers, his blessing on Narendra Nath and lastly his intimate followers. I pray for their forgiveness if I have gone astray anywhere. Thus the book has been completed. I have said what had been told by Pdmayoni Bramha about the Avatar of Kali Yuga, who is to be worshipped by all who seek salvation. 65 to 68

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে বহু ব্যক্তির সমাগমবশতঃ নানাপ্রকার কোলাহল উপস্থিত হইলে ঠাকুর শিষ্যবর্গকে আহ্বান করেন। নরেন্দ্রকে স্বরূপ দেখাইয়া নিজধামে গমন করেন। ঠাকুরের ভক্তবর্গ প্রায় এইরূপভাবেই তাঁহার বর্ণন করিয়াছেন অতএব সেইসকল মহাভাগ্যবান মহাত্মাগন আমায় ক্ষমা করিবেন। ৬৫।৬৬

গ্রন্থকর্ত্তা এইরূপ ভাবেই গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। এবং পদ্মযোনি ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষি বা মহর্ষি ভগীরথকে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা যাহা বলিয়াছেন আমি অর্থাৎ শৌনক ঋষি এই নৈমিষারণ্যে আপনাদের নিকট তাহাই বলিলাম। অতএব মুক্তিকামী জনগণ কলিযুগে ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের নিত্যই ধ্যান করিবে।

श्रीरामकृष्णदेवं हि भगवन्तं जनार्द्दनं।
ऐश्वर्य्यं माधुर्य्यं रसाधाररूपं सनातनम् ॥ ६८
कामिनीकाञ्चनत्यागाद्वर्णोत्तम समुद्भवात्।
षाड्गुण्य परिपूर्णाञ्च भजेत्तं मधुसूदनम् ॥ ७०

इति श्रीभक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य महाजन् वार्त्तारूपो लीला-विलासाख्यस्तृतीयोऽङ्कः। ২

३यः अः

We should worship Sri Ramkrishna in order to attain salvation in this Kali yuga.

Here ends the third chapter of Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam, describing *a brief sketch of his life.*

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ ও ষড়্‌গুণ্য পরিপূর্ণ হেতু ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য রসের আধার সনাতন জনার্দ্দন মধুসূদন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই কলিযুগে ভজনীয়। ৩।১৭০

ভক্তিতীর্থবিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাজনবার্ত্তারূপ তৃতীয় অঙ্কে লীলাবিলাস বর্ণিত হইল।

चतुर्थोऽङ्कः

श्रीरामकृष्णस्य कथा प्रजल्पिनः
स्वामि प्रधाना जन दुःख मोचकाः।
तदीय पादाम्बुज धूलिधूसरं
कदाभवेदस्य शिरोऽधमस्य मे ॥ १

व्योमयद्वाधिक द्विपद्गत सप्ताब्द माधवे।
पितामहागमं स्वस्मिन्दक्षिणेश्वरधामनि ॥ २

तत्र दृष्ट्वा जगन्नाथं रामकृष्णं पिता मम।
दण्डवत्तत् पादमूले पतित्वा प्रणिपत्य तं ॥ ३

पुनः पुनः पादधूलिं पाणिभ्यां प्रतिगृह्य सः।
स्वमस्तके सुविन्यस्य धन्योऽहमिति घोषवान् ॥ ४ ॥

year 1290. I had been to Dakshineswar with my father. As soon as my father met Sri Ramakrishna, he fell at his feet, took the dust of his feet on his head and felt blessed. 1 to 4

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃতই যাহাদিগের কথা জনগণের দুঃখ মোচন কারী সেসকল মহারাজগণ আছেন। তাঁহাদের পদধূলি দ্বারা কতদিনে আমার মস্তক ধূসর বর্ণে রঞ্জিত হইবে। ১

বঙ্গীয় সন ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসের প্রথমে আমি পিতৃদেবের সহিত দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির মন্দিরে যাইয়াছিলাম। ২

সেই স্থানে আমার পিতৃদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবামাত্র সসম্ভ্রমে তাঁহার পদতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক দুইটি হস্তে ঠাকুরের পদধূলি পুনঃপুনর্ব্বার নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া আমি ধন্য হইলাম এই কথা বলিয়াছিলেন। ৩।৪

ततस्तयोः पूर्ववृत्त संवादानन्तरं पिता ।
पुनर्भगवतस्तस्य पादधूलिं प्रगृह्य सः ॥ ५
मम मूर्द्धि, ददौ भक्त्या वसुवर्षे वयःक्रमे ।
पाणिभ्यामपि तत्पादौ विधृत्य जगतो पतिः ॥ ६
तत्र स्वमस्तकं न्यस्तं पुष्पपुञ्ज बलेन हि ।
तदा न चालनेशक्ता स्तत् पादपद्ममन्तुभिः ॥ ७

ततः स्वहस्तं मम मूर्द्धि, दत्वा
प्रोवाच यत्तत्र मया विबोद्धुं ।
शक्यं मुहूर्तं गत चेतनं हि
कृपाकणा तेन विसर्जिता मे ॥ ८

४र्थः अः

After they had exchanged greetings and talked on matters relating to friends and relatives, my father bent my head down to his feet. By virtue of merits acquired in my previous births, I had been fortunate enough to have the feet of Sri Ramkrishna placed on my head. He blessed me with his hand on my head. I was then a boy of eight years and so I could not understand what he said, nor could wash his feet with my tears. I remember to have lost my sense for a while. 5 to 8

বঙ্গানুবাদ ঃ

ঠাকুর এবং পিতা উভয়ের পূর্ব্ব কথা অর্থাৎ কে কেমন আছে ইত্যাদি সাংসারিক বৃত্তান্ত আলোচনার পর আমার পিতা আমার মস্তকেও ঠাকুরের পদধূলি দিয়া ভগবানের পাদযুগলের মধ্যে আমার মস্তকও নত করাইয়াছিলেন। তখন আমার বয়স ৮ বৎসর আমিও পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মের পুণ্যপুঞ্জবশতঃ দুইটি হস্তে ঠাকুরের দুইটি পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়াছিলাম কিন্তু তখন আমি বালক বশতঃ তাঁহার পাদপদ্ম অশ্রু বিধৌত করিতে পারি নাই। ৫।৮।৭

তৎপরে ঠাকুর আমার মস্তকে করপদ্ম দিয়া কি বলিলেন তাহা বুঝিতে না পারিলেও তিনি যে আমাকে কৃপা করিলেন ইহা বুঝিয়াছিলাম। এবং অনেকক্ষণ সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলাম।

मया प्राप्तं मया किन्तु ह्यस्याशीर्वाद ईप्सितः।
पण्डितोऽहं भविष्यामि दीर्घायुश्च न संशयः॥ ९
समाप्नोमि वयोवर्षं गतः प्रायोऽधुना मम।
पण्डितैराहृतत्वाच्च प्रत्यगामीः प्रदर्शिता॥ १०
ततः प्रसादीय सुमिष्ट मिष्ट द्रव्याणि पित्रे मम देवदेवः।
दत्वा महाहर्षयुतो महात्मा विसर्जयामास प्रहृष्टचित्तः॥ ११

४र्थः अः

ततः पिता तव सरिद्वराया घट्टे समानीय हि तत् प्रदत्तं ।
भोज्यं मयासार्द्धं महोपविष्ट संभोजयामास जलञ्च गाङ्गं ॥ १२

Afterwards I understood that he had blessed me to the effect that I should be a scholar and live a long life. Now at this age of eighty seven years, admired as I am by many a great scholar, I feel to day the infallible effect of his blessing. He gave us sweets and felt sorry that we could not stay longer that day. We then, went to the river and shared the sweets and quenched our thirst with the holy water of the Ganga. 9 to 12.

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে বুঝিলাম ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে আমি দীর্ঘায়ুঃ ও পণ্ডিত হইব। অতএব উপস্থিত আমার বয়স প্রায় ৮৭ সপ্তাশীতি ইহা দীর্ঘায়ুর পূর্ণ লক্ষণ এবং পণ্ডিতবর্গ আমাকে শ্রদ্ধা করেন ইহাও পণ্ডিতের লক্ষণ অতএব ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ অক্ষরে অক্ষরে প্রত্যক্ষ হইতেছে। ৯।১০

তৎপরে ঠাকুর প্রসাদীয় মিষ্টান্ন আমার পিতাকে আনন্দের সহিত দিলেন কিন্তু পিতা সেদিন সেখানে না থাকায় দুঃখের সহিত আমাদিগকে বিদায় দিলেন। ১১

তৎপরে পিতা গঙ্গার ঘাটে বসিয়া আমার সহিত ঠাকুরের প্রদত্ত মিষ্টদ্রব্য ভোজন ও গঙ্গাজল পান করিয়াছিলেন। ১২

ततस्तस्या रामभक्तो मन्दिराद्बहिरागतः ।
वात्सल्यचापलतयाह पितरं स्पृष्टवांस्तदा ॥ १३
ननामदण्डवद्भक्त्या भवान् यं मन्दिरान्तरे ।
कोऽयं जनः पितृव्यः किं भवतः कथ्यतां मम ॥ १४

४र्थः स्कः

श्रुत्वैव सूक्तं भो पुत्र सर्व्वेषां नः पिताह्ययं ।
यथाकाशस्थितश्चन्द्रः सर्व्वेषां मातुलो भवेत् ॥ १५
तथा श्रीरामकृष्णोऽयं भगवान् जगतः पिता ।
वैकुण्ठादवतीर्णोऽत्र जनमङ्गल हेतवे ॥ १६

On coming out of the temple premises, "Who is he whom you so honoured in the temple? Is he your father or so?" At this my father replied, "Dear son, he is father to all, just as the moon is everybody's uncle. He is God Himself descended from heaven to the earth for the good of humanity, and is known as Sri Ramakrishna." 13 to 16

एवं शैशवतस्तस्य भगवद्भाव चिन्तनात् ।
नान्य देवे दृढा भक्तिर्भवेन्मेऽव कदाचन ॥ १८
सचल प्राण संयुक्त दिव्यमूर्त्तेः समीक्षणात् ।
परन्तु स्वापकाले मां प्रययो निजमूर्त्ति धृक् ॥ १९
पुरुषः सुसमायातः सहास्यमवदच्च सः ।
कुशलं तव भो पुत्र गमिष्यामि यथागतम् ॥ २०

Those who do not see Sri Ramkrishna and who are not seen by him live a miserable life. From that time onwards to this ripe old age no other gods save Sri Ramkrishna can command my devotion so profoundly. From time to time in my sleep, I often would see him standing before me and saying, "Dear son, I think all is well with you. I now go off to the place from where I had come." Yet I thought that it was a dream and might be an effect of constant thinking. 16 to 20

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন না করেন এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবও যাঁহাকে না দেখেন সেই সকল লোক ত্রিলোকে নিন্দিত অর্থাৎ তাহাদের দেহ মৃতদেহসদৃশ। ১৭

এইরূপভাবে বাল্যকাল হতে আজ পর্য্যন্ত সেই জীবন্ত ভগবদ্বিগ্রহ চিন্তা করিয়া অন্য কোন দেবতাতেই তাদৃশ ভক্তি কখনও হয় না এবং সেই বাল্যকাল হতে অদ্যাবধি আমার নিদ্রিতা অবস্থায় প্রায়ই ঠাকুর সেই মূর্তিতে আসিয়া সহাস্য বদনে বলেন ওহে পুত্র তুমি ভাল আছত আমি চলিলাম যেথান হতে আসিয়াছি সেইখানে এইরূপভাবে মধ্যে মধ্যে ঠাকুর আমাকে দেখা দিলেও আমি ভাবিতাম ইহা আমার মনের বিকার। ১৯।২০

४र्थः स्कः

पूर्व्ववन्निद्रितावस्थां गतं प्रत्यक्षतां गतः ।
एवं बहु तिथे वर्षे गते देवोऽवदच्च मां ॥ २१
मल्लीलां विलिख त्वं भो देवभाषायुतां सुधीः ।
त्वामहं संवदिष्यामि माभैषीः पण्डितो भवान् ॥ २२
तदादेशमिमं प्राप्य ममायं परमोद्यमः ।
धन्योऽहमिति मत्वा तच्चरितं रचितं मया ॥ २३
यतोऽत्र यः प्रमादो मे त्रुटि र्वा या भविष्यति ।
ते क्षमव्ये महाभागैस्तद्भक्तैः करुणापरैः ॥ २४

When I was about fifty years old, one night he appeared before me and said, "Oh scholar, write a book on my life in Sanskrit. I shall guide you. Don't fear. You are a scholar." It is at his behest that I have lunched upon this venture. I consider myself to have been blessed by him and accordingly I have ventured to compose this book. Hence I hope to be excused for any omission or commision by his most kind-hearted and benevolent devotees.

21 to 24

বঙ্গানুবাদঃ—

যখন আমার বয়স পঞ্চাশৎ বর্ষ তখন একদিন শেষরাত্রে আমার চক্ষুর্গোচরে একা নিদ্রিত অবস্থায় পূর্ব্বের মত আসিয়া পুনঃ পুনঃ বলিলেন তুমি আমার লীলা দেব ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় লিখ। তুমি পণ্ডিত অতএব ভয় পাইবার কারণ কিছুমাত্র নাই। যদি বল আমি আপনার লীলা জানি নাই তাহা হইলে আমি তোমাকে আমার লীলা জানাইয়া দিব। ২১।২২

ঠাকুরের এইরূপ আদেশ পাইয়া আমার উত্তম সাহস হইয়াছে যাহার ফলে আমি আমাকে ধন্য মনে করিয়া তাঁহার লীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ২৩

৪র্থঃ অঃ

অতএব আমার এই লেখার মধ্যে বহুপ্রকার ভুলভ্রান্তিগুলি ঠাকুরের দয়াশীল ভক্তবর্গ মহারাজগণ ক্ষমা করিবেন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ২৪

अधुना धन्यरूपस्य रूपस्य परमात्मनः।
तत् पादमश्रुभिः सिक्त्वा धन्योऽस्मि तत् कृपाश्रितः ॥ २५
प्राक् प्रत्यक्षीकृतं यद्धि भगवत् पादपङ्कजं।
तच्चिन्तया यातु कालं बाञ्छनीयं सदा मम ॥ २६
इति श्रीग्रन्थकर्त्तुर्भगवद्दर्शनपरिचय रूपा चतुर्थ वल्ली ॥ ॥

I wash his feet with tears of gratitude as I have been blessed by his grace and see him enshrined in my book. I long for the day when I shall breathe my *last meditating on those feet which I had seen* in my childhood. 25 to 26

Here ends the Fourth chapter describing the writer's personal experience and meeting with Sri Ramakrishna.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সম্প্রতি প্রত্যক্ষরূপে ভগবানকে পাইয়া তাঁহার পাদপদ্ম অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছি। ২৫

পূর্বে অর্থাৎ বাল্যাবস্থায় যে পাদপদ্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছি সেই পাদপদ্ম দুটি আমার জীবনান্ত কালের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়ে চিন্তা করিতে সমর্থ হই ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ২৬

এইটি লেখকের ভগবানের দর্শনের পরিচয়। চতুর্থ বল্লী।

अथ स्वगण निर्देशरूपा पञ्चमावल्ली ॥ ५

त्रेतायुगे दाशरथिः श्रीरामोभगवान् स्वयं।
वैकुण्ठं सम्परित्यज्यायोध्यायां मुक्तिधामनि ॥ १

৭ম: অ:

आविरासीद्वधायैव राक्षसानां दुरात्मनां ।
सद्धर्मसंरक्षणाय प्रजानां रञ्जनाय च ॥ २
आविरासीत् कलौ तद्वत् कामारपुकुरे प्रभुः ।
गदाधर इति ख्यातो लीलार्थं रघुनन्दनः ॥ ३
यतोऽत्र द्वापरयुगे यथा श्रीभगवान् स्वयं ।
गोलोकादाव्रजत् कृष्णः स्वधाम व्रजमण्डलं ॥ ४

In the Treta Yuga God manifested Himself as Ramchandra, son of King Dasarath of Ayodhya to kill demons, uphold religion and make the people rich and prosperous. In the same way, God appeared as Gadadhar at Kamarpukur in this Kali Yuga to do His own will. In the Dwapar Yuga God appeared as Sri Krishna and did all he intended to do in Brajadham and Dwaraka. 1 to 4

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং তাঁহার স্বজনগণের পরিচয় বলা হইতেছে।

সনাতন ধর্মসংরক্ষণ ভারতীয় প্রজাবর্গের আনন্দদান এবং দুষ্ট রাক্ষসকুল নির্মূল করিবার জন্য ত্রেতা যুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগপূর্বক মর্ত্যলোকে পুণ্যক্ষেত্র অযোধ্যাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সেই রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রই কলিযুগে লীলার জন্য কামারপুকুরে গদাধর নামে আবির্ভূত হইয়াছেন। ১।২।৩

তৎপরে দ্বাপরযুগে সচ্চিদানন্দ মূর্তিতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যধাম গোলক হইতে ব্রজমণ্ডলে। ৪

४म: श्र:

पित्रादिस्वगणैर्युक्तः सच्चिदानन्द विग्रहः ।
या या लीलाप्रकाराश्च व्रजे मथुरे तथा ॥ ५
द्वारकायां विशेषेण सन्दिपोहन्द संहृतः ।
वङ्गदेशान्तरेचात्र कामारपुकुरे प्रभुः ॥ ६
कलिकाता नगर्य्याञ्च तथा श्रो दक्षिण श्वरे ।
आदि मध्यान्त्य लीलायतद्रूपा. कृतवान् स्वयं ॥ ७
भगवान रामकृष्णस्तु पूर्व्वैः परिकरैः सह ।
क्षुदिरामः पिताचास्य वसुदेवोऽस्य देवकी ॥ ८

In the same way God appeared as Sri Ramkrishna at Kamarpukur in Bengal and performed his activities in three stages, early, middle and late, in the city of Calcutta and at Dakshineswar. Here again he was accompanied with his previous associates. Basudev who was father of *Krishna* in the *Dwapar Yuga* appeared as Khudiram, so also Devaki as Chandra Devi.

प्रथमः स्कः

चन्द्रादेव्यस्य जननी ज्येष्ठ भ्राता महाबलः।
श्रीरामकुमारश्चात्र बलभद्रो न संशयः ॥ ९
रामेश्वरो महादेवः श्रीगोपेश्वर संज्ञकः।
व्रजे नित्या स्थितिर्यस्य कृष्णलीलेक्षणाय च ॥ १०
कात्यायनी महामाया श्रीकृष्ण भगिनी च या।
श्रीमत्ता जानकी देवी श्रीमती या च राधिका ॥ ११
स एव सारदादेवी लीलासम्पूर्त्तिकारिणी।
यशोदा भैरवीदेवी वात्सल्याधाररूपिणी ॥ १२

Balavadra as Ramkumar, Sri Gopeswara as Rameswara, Katyayani, sister of Sri Krishna, as Janaki Devi, Radhika as Sarada Devi, Jasoda as Bhairabi.

9 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পিতা বসুদেবই গদাধরের পিতা ক্ষুদিরাম। এবং মাতা চন্দ্রাদেবীই বসুদেব পত্নী দেবকী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপণ্ডিত শ্রীরামকুমার পণ্ডিতই মহাবল বলভদ্র বা বলরাম। ইহা নিঃসন্দেহ। ৮।৯

ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরেই ভগবান গোপেশ্বর মহাদেব যিনি কৃষ্ণলীলা দর্শনার্থে নিত্য ব্রজধামে বাস করেন। ১০

শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী যোগমায়াই ঠাকুরের ভগিনী কাত্যায়নী। জনকনন্দিনী সীতা ও বৃষভানুনন্দিনী রাধা এই দুইটি শক্তির একাধারে প্রকাশ লীলাসম্পূর্ত্তি-কারিণী সাক্ষাৎ গদাধর কান্তা মহাভাব স্বরূপিণী ভগবতী শ্রীমতী সারদাদেবী এবং বাৎসল্যভাবের আধার স্থানীয়া ভৈরবী দেবীই যশোদা। ১১।১২

भगिनी रामकृष्णस्य साक्षात् श्रीः सर्व्वमङ्गला।
जटाधारी रामलालाविग्रहस्य सुसिद्धिदः ॥ १३

प्रथमः अः

श्रीरामचन्द्रमन्त्रन्तु यस्माद्ग्राह मे प्रभुः ।
ब्रह्मर्षिः श्रीवशिष्ठस्तु तोतापुरीति नामकः ॥ १४
श्रीरामकृष्णदेवस्य गुरुर्योऽद्वैत साधकः ।
हृदयो हलधारी च सुख्यभावेन सङ्गतौ ॥ १५
श्रीदामः श्रीलक्ष्मणश्च मिलितौ तत्सहायकौ ।
यथा श्रीरामलीलायां सागरं शत योजनम् ॥ १६

Lakshmi as Sarbamangala, sister of Sri Ramkrishna Sage Agasta as Jatadhari; Vashistha as Totapuri, Sri Dama and Sri Lakshmana as Hridaya and Haladhari respectively. 13 to 16

বঙ্গানুবাদ ঃ

এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কনিষ্ঠা ভগিনী সর্বমঙ্গলা দেবীই সর্বমঙ্গলদায়িনী লক্ষ্মীস্বরূপা। রামলালা বিগ্রহ সেবী জটাধারী সাধুই অগস্ত্য মুনি। যিনি ঠাকুরকে রামমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া নিশ্চিন্ত হবান। ১৩

তোতাপুরী সন্ন্যাসীই সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ। যিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনার গুরু। ১৪

४र्थः अः

लङ्घयित्वा राम कार्य्यमकरोत् स महाकपिः।
महावीरो रामदासः श्रीरामादपि शक्तिधृक् ॥ १७
तथात्र श्रीनरेन्द्रस्तु श्रीरामकृष्णसेवकः।
श्रीरामकृष्णदेवस्य कृपया करुणा निधिः ॥ १८
गत्वा सिन्धोः पारमपि रामकृष्णकथामृतं।
ददौ तज्जड़वादिभ्यो येन ते नरतां गताः॥ १८
स्वयंरूपिनावतीर्णः श्रीरामकृष्ण नामधृक्।
स्वभक्तधर्मरचार्थं जीवानां मुक्ति हेतवे ॥ २०
कलौ पीतावतारोऽयं ऋषिवाक्यानुसारतः।
यन्नामतो ध्रुवामुक्तिर्भविष्यति न संशयः ॥ २१

इति श्रीभगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य स्वगण निर्देशरूपा पञ्चमा-वल्ली ॥ ५

Just as the mighty Hanuman served the will of Ramchandra by crossing over the sea, so also Sri Narendra crossed the seas to preach the message of Sri Ramkrishna among people who were spiritually blind. God Himself appeared as Sri Ramkrishna to the suffering humanity. According to the prediction of the ancient sages, He is the Pita Avatara of Kali Yuga, by enchanting whose name man can undoubtedly attain salvation. 17 to 21

Here ends the Fifth Chapter enumerating the followers and associates of Sri Ramakrishna.

४र्थः अः

लङ्घयित्वा राम कार्य्यमकरोत् स महाकपिः ।
महावीरो रामदासः श्रीरामादपि शक्तिधृक् ॥ १७
तथात्र श्रीनरेन्द्रस्तु श्रीरामकृष्णसेवकः ।
श्रीरामकृष्णदेवस्य कृपया करुणा निधिः ॥ १८
गत्वा सिन्धोः पारमपि रामकृष्णकथामृतं ।
ददौ तज्जड़वादिभ्यो येन ते नरतां गताः ॥ १९
स्वयं रूपेणावतीर्णः श्रीरामकृष्ण नामधृक् ।
अभवद्धर्मरक्षार्थं जीवानां मुक्ति हेतवे ॥ २०
कलौ पीतावतारोऽयं ऋषिवाक्यानुसारतः ।
यन्नामतो भ्रु वामुक्तिर्भविष्यति न संशयः ॥ २१

इति श्रीभगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य स्वगण निर्देशरूपा पञ्चमा-वल्ली ॥ ५

Just as the mighty Hanuman served the will of Ramchandra by crossing over the sea, so also Sri Narendra crossed the seas to preach the message of Sri Ramkrishna among people who were spiritually blind. God Himself appeared as Sri Ramkrishna to the suffering humanity. According to the predication of the ancient sages, He is the Pita Avatara of Kali Yuga, by enchanting whose name men can undoubtedly attain salvation. 17 to 21

Here ends the Fifth Chapter enumerating the followers and associates of Sri Ramakrishna.

४र्थः अः

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই স্বয়ংরূপে আবির্ভূত হইয়া কলিহত জীবসকলের সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা ও মুক্তিদানের উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ৩০

যাঁহার নাম লইবামাত্র মুক্তি হয় ইহা বেদ পুরাণাদি সর্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত মত বা সর্বোত্তম সাধন বলিয়া মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন। ৩১

ইহাই শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বগণ নির্দ্দেশরূপ পঞ্চমবল্লী সমাপ্ত হইল।৫॥

ग्रन्थारम्भे श्रीरामकृष्ण देवस्य प्रणामादिना मङ्गलाचरणरूपा षष्ठ वल्ली । ६

प्रणम्य श्रीरामकृष्णदेवं वाचामगोचरं ।
बुद्धेर्मान्द्यान्मया भक्त्या स च वाग्विषयी कृतः ॥ १

विगत बहुसमाधे वीरसिंहो यशस्वान्
अजनपुर निवासी वैद्यवीराजसिंहः ।
अकृत परम भक्त्या यस्य मूर्त्तेः प्रतिष्ठां
निखिल जनशरण्यो रामकृष्णः स जीयात् । २

श्रीरामकृष्णदेवस्य माहात्म्यमधुनापि च ।
दृश्यते महदाश्चर्यं समस्तैर्बहुभिर्जनैः ॥ ३
आकाशचार वेलायां श्रीमन्दिर विलङ्घने ।
प्राणात्ययः पतङ्गानां भवेदेव न संशयः ॥ ४

I bow down to Sri Ramakrishna. It is due to my folly that I try to catch Him in the net of letters even though no words can reach Him Some.

eight hundred years ago. Birsinha, King of Bishnupur, founded the stony image of Sri Sri Ramakrishna. Occasionally the glory of His divine presence is felt even now by the people of the locality. Any bird that attempts to fly over the the temple falls down and dies. 1 to 4

বঙ্গানুবাদ :—

অনন্তর গ্রন্থারম্ভের প্রারম্ভে বর্তমানে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দেবতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণাম ও কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। বাক্যাতীত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম পূর্বক আমার অল্পবুদ্ধিতাবশতঃ আমি তাঁহাকে বাক্যের বিষয়ীভূত করিতেছি। ১

প্রায় আট শত বৎসর পূর্বে বাঁকুড়া প্রদেশের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুর নামক রাজধানী নিবাসী মল্লবংশ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবরাজকুলচূড়ামণি বীরসিংহ নামক বিশুদ্ধ ভক্তিপূর্বক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি শিলাময়ী শ্রীঅঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই সময় জনগণের মঙ্গলদাতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আবির্ভূত হইন। ৩

এই রামকৃষ্ণ বিগ্রহের মহিমা অতীব আশ্চর্য। অদ্য পর্যন্ত সেই স্থানের অধিবাসীরা প্রায় দর্শন করেন। পক্ষিগণের আকাশ পথে গমন সময়ে মন্দিরের চূড়া বা চক্র লঙ্ঘিত হইলে তৎক্ষণাৎ মন্দিরের সম্মুখে পতিত হইয়া মৃত্যু [illegible] যদি সেই সময় পূজারী তাহা দেখিয়া পক্ষীর মুখে চরণামৃত দেন তবে তৎক্ষণাৎ সেই পক্ষী জীবিত হইয়া উড়িয়া যায়। ৪।

অরণ্যাস্ব সংসর্গাজ্জীবনং প্রাপ্নুবন্তি যে।
ক্ষারাম্বু নিসর্গবিক্তং জীবার্থং দৃশ্যতে স্ফুটং॥ ৫

अतस्त्रिकालसत्यत्वात्त्रिसत्यमभिधीयते ।
रमन्ते योगिनोयत्र निर्व्विकल्प समाधिना ॥ ६
सोऽयं श्रीरामकृष्णस्तु विग्रहान्तर धारकः ।
नराकृति परब्रह्मस्वरूपो नात्र संशयः ॥ ७
या लीलाश्चरितास्तेनाप्यचिन्त्यानन्तशक्तिकाः ।
अतः श्रीरामकृष्णोऽयं पूर्णं श्रीभगवान् स्वयं ॥ ८

But if the holy water of Sri Ramakrishna is sprinkled on its body, it comes back to life. Again on the rice offered to the God, marks of fingers are distinctly seen. God Ramakrishna manifested Himself in human form at Kamarpukur. So our Sri Rama krishna is undoubtedly God's own Self. 5 to 8

বঙ্গানুবাদঃ—

এবং বিগ্রহের অন্নভোগদান সময়ে অন্নের উপরিভাগে পাঁচটি অঙ্গুলির চিহ্ন দেখা যায়। ৫

অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহের ত্রৈকালিক সত্তা বশতঃ ইঁহার নাম ত্রিসত্য বলিয়া বেদে অভিহিত হইয়াছে। যে রামকৃষ্ণে যোগিগণ নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হন। ৬

এবং ঠাকুর যে সকল লীলা করিয়াছেন সেই সকল অচিন্ত্য ও অনন্তশক্তির প্রকাশক বশতঃ এইঠাকুর রামকৃষ্ণদেবই পূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান। ৭

शिवब्रह्मादयो ये च सर्व्व वेद प्रवर्त्तकाः ।
श्रीरामकृष्ण माहात्म्य वर्णने तेऽपि न क्षमाः ॥ ८

तत् कृपालेश प्राप्त्यर्थं तदादेशाद्विलिख्यते ।
तद्भक्तैः श्रीमहाभागैः क्षन्तव्यं स्खलनं मम ॥ १०

नाहं कवियशः प्रार्थी न मे चार्थागमे स्पृहा ।
आत्म संशोधनार्थाय ममायं परमोद्यमः ॥ ११

घुणाक्षरमिवै तेन यदि कस्यापि वा भवेत् ।
खल्वानन्दो ममैवासौ सौभाग्योदय उत्तमः ॥ १२

Lord Shiva and Bramha who are the makers of Tantra and Vedas are not capable of describing the glory of Sri Ramakrishna, I endeavour to scribble a sketch of his life at his behest that I may be favoured with a bit of his grace. Hence I hope that his kind-hearted devotees will graciously forgive me for my faults. I have no ambition for fame or a fortune, It is all for self-purification that I have laboured on this book. I shall deem it a great fortune of mine if any words of this book are found to be worth appreciation by anybody, just as one gets delighted to see the shape of a letter among the innumberable dots on a piece of wood caused by wood worm.

9 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

তন্ত্র এবং বেদশাস্ত্রের প্রকাশক যেমন শিব ব্রহ্মাদি দেবতা আছেন তাঁহারাও শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা বর্ণনে সমর্থ হন না। ৯

षष्ठः अः

ঠাকুরের কৃপাকণা পাইবার জন্য তাঁহারই আদেশে এই রামকৃষ্ণ ভাগবত সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেছি। মহাভাগ্যবান ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ মহারাজগণ আমার ভ্রমপ্রমাদে ক্ষমা করিবেন। ১০

আমি লেখকগণের মত সুখ্যাতি প্রার্থনা করি নাই। এবং এজন্য আমার অর্থাগমেও স্পৃহা নাই। আমি আমার অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি কামনায় এই গ্রন্থ লিখিতেছি। ঘুণ নামক কীটের কাষ্ঠ দংশন বিন্দুর মধ্যে ২।১টি বর্ণবিন্যাসের মত আমারও নানাপ্রকার অসঙ্গত কথার মধ্যে যদি একটিও ভাল কথা দেখিয়া ভগবদ্ভক্ত আনন্দ লাভ করেন ইহাই আমার উত্তম সৌভাগ্য মনে করিব। ১১।১২

वाक्येषु यदि मालिन्यं वाक्यशैर्दृश्यते यदि ।
सम्मार्जनेन मन्दोऽहमनुयाच्योमहात्मभिः ॥ १३
जाह्नव्या विमलेतीरे ध्यानयोगाश्रिताय वै ।
विश्वपावनकर्त्रे श्रीरामकृष्णाय ते नमः ॥ १४
अचलां सचलां कर्तुं यश्च शक्तः सुसाधनैः ।
क्रीडापुत्तलिकां कालीं रामकृष्णं नमामि तं । १५
दक्षिणां कालिकां देवीं दक्षिणेश्वर पत्तने ।
चकार जाग्रतीं यो हि रामकृष्णं नमामि तं ॥ १६

I bow down to Sri Ramakrishna who seated himself on the bank of the holy Ganga with his spiritual self poised on profound meditation and thought. I prostrate myself with great reverence to Sri Ramakrishna who made the stony image move with life and

६ष्ठः अः

played with the Goddess Kali like boy with a doll. I bend my head down to the feet of Sri Ramakrishna who could make the stony image of Dakshina Kali throb with life and consciousness. 13 to 16.

বঙ্গানুবাদ :—

বাক্যজ্ঞানী পণ্ডিতবর্গ আমার বাক্যের মধ্যে দোষদর্শন করিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ১৩

ভাগীরথীর বিশুদ্ধ তীরে ধ্যানযোগাবলম্বী জগৎপবিত্রকারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি,। যিনি অদ্ভুত্তম সাধনবলে প্রস্তরময়ী অচলা কালিকাদেবীকে সচলা ও ক্রীড়াপুত্তলিকার মত করিয়াছিলেন আমি সেই রামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি। এবং দক্ষিণেশ্বরের দক্ষিণাকালিকাকে জাগ্রতা অর্থাৎ সাধারণ নারীমূর্ত্তির মত ভোজনাদি করাইয়াছিলেন আমি সেই রামকৃষ্ণ দেবকে নমস্কার করি। ১৪।১৫।১৬

स्वभक्तगण मत्यग्रामविचक्रे सम्मोलया ।
चिन्मयीं मातृरूपेण यो देव स्तमहं भजे ॥ १७
श्रीरामकृष्णरूपौ यौ सच्चिदानन्द विग्रहौ ।
तयोरैक्यमभूद्यत्र रामकृष्णं नमामि तं । १८
श्रीरामेण कृतः सेतुर्दुस्तरे लवणार्णवे ।
रावणस्य वधार्थाय शतयोजन विस्तृते ॥ १९
भवार्णवोत्तारणाययत्कथामृत सेतुना ।
भवान्धकूप मग्नानां भवपारं प्रदर्शित ॥ २०

६ष्ठ. अः

I worship Sri Ramakrishna who could bring down the Divine Mother to this world of physical reality and show Her to his devotees. I pay my homage to Shri Ramakrishna who is the unified self of Sri Ramachandra and Sri Krishna. Shri Ramachandra made a bridge to cross the sea to kill Ravana. Sri Ramakrishna showed us by his divine knowledge the way to bridge over the sea of suffering and to reach the land of eternal bliss.

17 to 20

বঙ্গানুবাদঃ—

যে রামকৃষ্ণ নিজ ভক্তবৃন্দকে ও স্বকীয়া গর্ভধারিণীর ন্যায় চিন্ময়ী জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন আমি সেই রামকৃষ্ণকে ভজনা করি। ১৭

জ্ঞানানন্দস্বরূপ রাম এবং কৃষ্ণ এই দুইটি বিগ্রহ যে শরীরে একতাপ্রাপ্ত হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব রূপে সাধারণের প্রত্যক্ষ হইয়াছেন আমি সেই রামকৃষ্ণকে নমস্কার করি। ১৮

শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য শত যোজন বিস্তৃত দুরতিক্রমনীয় লবন সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন। ১৯

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংসাররূপ অন্ধকূপে নিমজ্জিত জনগণের ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য যাঁহার কথারূপ অমৃতের সেতুদ্বারা আনন্দময় ভগবৎ ধাম প্রদর্শিত হইয়াছে। ২০

भूभारहरणार्थाय वृन्दावनविहारिणा।
सर्वशत्रुविध्वंसः कृतो भगवता स्वयं ॥ २१

६ष्ठः श्र:

जीववन्ध विनाशाय श्रीरामकृष्ण देहिना।
संसारमार्गः सन्त्यक्तो जगतः शान्तिहेतवे ॥ २२

वेदे पुराणे तन्त्रे च मन्त्रे च भारते तथा।
श्रीरामकृष्ण नामैव गीतं सर्व्वत्र सर्व्वदा ॥ २३

वेदवदुत्तमा शिक्षा भवेदेव सुनिश्चिता।
यत् कथामृत शिक्षातो रामकृष्णं नतोऽस्मि तं ॥ २४

इति श्रीरामकृष्णभागवते प्रणत्यादिरूपा षष्ठवल्ली। ६

Sri Krishna annihilated his own race to relieve the earth of her miseries. Shri Ramakrishna avoided the way to family life for the peace of the world and to relieve humanity of bondage to this mortal world. The name of Sri Ramakrisha has been extolled in the Vedas, Tantra, Mantra, the Mahabharata and everywhere else. The utterings of Sri Ramakrishna are as good as the Vedas. I bow down to him. 21 to 24.

Here ends the Sixth Chapter of Sri Ramakrishna Bhagabatam expressing salutations to Him.

বঙ্গানুবাদ :—

বৃন্দাবনবিহারী যদুঃ ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র পৃথিবীর দুঃখভার মুক্তির জন্য নিজ বংশ অর্থাৎ যদুবংশ ধ্বংস করিয়াছেন এবং শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবও জগতের শান্তি বিধান জন্য সর্বতোভাবে সংসার পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

২১।২২

৪র্থঃ অঃ

বেদ পুরাণ তন্ত্র মন্ত্র ও মহাভারত প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থে রামকৃষ্ণ নামই গীত হইয়াছে। ২৩

যে রামকৃষ্ণের কথামৃত হইতে বেদতুল্য শিক্ষা হয় ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। আমি সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে কোটি কোটি নমস্কার করি। ২৪

* এইটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বন্দনাদি বচনাবলী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতম্ ।

আদিলীলা

প্রথমোঽধ্যায়

सत्यनिष्ठः सदाचारः सत्यवादी सदाशुचिः ।
जितक्रोध स्तपस्वी च धार्मिकः प्रियदर्शनः ॥ १
भक्तो साक्षाद्रामदासः श्रीरामचन्द्रसेवकः ।
हरिश्चन्द्रसमस्त्यागी दाने दैत्यपतिर्यथा ॥ २
बुद्ध्या बृहस्पतेस्तुल्य आकाश इव निर्मलः ।
स्वयम्भुसदृशः स्रष्टौ ज्ञाने देवो महेश्वरः ॥ ३
श्रीक्षुदिरामनामैको ब्रह्मणो ब्राह्मणोत्तमः ।
स्वभावकुलीनश्चासीच्चट्टोपाध्यायवंशजः ॥ ४

PART—1

Chapter—I

There was a bramhin, named Khudiram, who came of chattopadhyaya family. He ranked high among the bramhins. He possessed divine wisdom. He was as great as Lord Shiva in knowledge, and the Eternal Being in his creative ability. He was as pure as the sky, and as learned as Vrihaspati, the Instructor of the gods. He equalled the Lord of Demons in charitableness, Harishchandra in renunciation, and Hanuman,

devotee of Shri Ramchandra in his devotion. He was good-looking, pious, given to penance, self-controlled, purged of all impurity, truthful and adhering to truth and goodness. ॥ 1 to 4 ॥

বঙ্গানুবাদ। সত্যনিষ্ঠ সদাচারী সত্যবাদী সর্ব্বদা পবিত্র মধুর দৃশ্য ত্যাগশীল ধাম্মিক সর্ব্বদা পবিত্র মহাবীর রামদাসসদৃশ ভক্ত শ্রীরামচন্দ্রের সেবক ত্যাগে রাজা হরিশ্চন্দ্র দানে দৈত্যপতি বলিরাজ বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সৃষ্টিবিষয়ে ব্রহ্মা জ্ঞানে সাক্ষাৎ শঙ্করের সদৃশ বর্ণোত্তম ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ চট্টোপাধ্যায় বংশসম্ভূতস্বভাবকুলীন ক্ষুদিরাম নামে জগৎ পবিত্রকারী একটি ব্রাহ্মণ ছিলেন। ॥ ১।২।৩।৪ ॥

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

चन्द्रादेवी तस्य पत्नी सारल्यप्रतिमूर्तिका ।
सदाहास्यवदना देवी पत्युरेकान्तवल्लभा ॥ ५
गङ्गायाः पश्चिमे भागे हुगलीप्रदेशसंज्ञके ।
तस्य प्रान्ते देरेग्रामे पितृपैतामहो महान् ॥६
वसतिः क्षुदिरामस्य सम्पत्तिश्चापि विस्तरा ।
आसीद्विद्यालयस्तत्र तथा देवालयो महान् ॥७
तत्रत्यभूपतिर्योऽसौ पापिष्ठो दस्युहिंसकः ।
राजद्वाराभियुक्तः स क्षुदिरामं ससम्भ्रमम् ॥ ८
मिथ्यासाक्ष्यप्रदानार्थं प्रार्थयामास तं स्वयम् ।
प्रत्याख्यातस्तु विप्रेण सत्यनिष्ठाच्युतेर्भयात् ॥ ९

Chandra Devi was his wife. She was the very embodiment of simplicity with her face always smiling. Her unflincting devotion to her husband

was remarkable. In the district of Hooghly which *is situated on the western side of the Ganga,* there is a village named Derreh where lived the ancestors of Khudiram. They had there considerable property including a schcol and a temple. The Land-holder of the Place was notorious for his crimes and deeds of robbery. On being *charged of misdeeds in the court of the king,* he tried to persuade Khudiram to bear false witness in his favour. Khudiram, however, refused to do so lest he would lose his truthfulness.

॥ 5 to 9 ॥

বঙ্গানুবাদ। ক্ষুদিরামের সরলতার প্রতিমূর্ত্তি হাস্যমুখী দেবপত্নীতুল্যা চন্দ্রাদেবী নামে একটি অতিপ্রিয়া পত্নী ছিলেন। ॥ ৫ ॥

গঙ্গার পশ্চিম দিকে হুগলী জেলার শেষভাগে দেরে গ্রামে পুরুষানুক্রমে বৃহৎ বসতবাটী সুবৃহৎ শিবালয় অত্যুচ্চ বিদ্যালয় ও বিস্তর ভূসম্পত্তি ছিল। ৬।৭ সেই দেরে গ্রামের মহাপাপী দস্যুবৃত্তি জমিদার ক্ষুদিরামকে বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য স্বয়ং অনুরোধ করিলে ক্ষুদিরাম সত্যভ্রষ্টভয়ে জমিদারকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অর্থাৎ আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিব না এই কথা বলিয়াছিলেন। ॥ ৬।৭ ॥

सर्व्वस्वान्तः क्षतस्तेन क्रोधाग्निदीपितेन सः।
पत्नीपुत्रयुतस्तस्माद् स्वहादपि बहिष्कृतः॥ १०
केवलं सम्बलं तेषां वस्त्रं परिहितञ्च यत्।
दिग्भ्रान्तोभग्नहृदयः सर्व्वस्वान्तो द्विजोत्तमः॥ ११

किञ्चिद्दूरं गतश्चासौ मेने शून्यमिदं जगत् ।
दुःखाम्बुधारयाप्यार्द्रीकृतहृद्वसनो द्विजः ॥ १२
हा राम कुत्र यास्यामि स्थास्यामि कुत्र वा वद ।
कुत्र धाम गृहं कुत्र प्राप्स्यामि तद् वद प्रभो ॥ १३
एवं संक्रन्दतस्तस्य दिव्यज्ञानमभूत्तदा ।
उवाचात्र हि कस्यापि दोषो नास्ति कथञ्चन ॥ १४

At this, the land-lord flew into a rage and drove Khudiram with his son and wife out of their hearth and home after robbing them of their all. Deprived of all but the cloth in which they were clad, Khudiram went away from the village with a very sorrowful heart. The world appeared to him to be like an empty dream. His trears wetted the cloth which covered his breast. He cried, "Ha Rama ! where am I going ? Where shall I stay ? Oh tell me where I shall find a home and food." As he was crying so, divine wisdom dawned upon him; and he said that none was to blame for this mishap. ॥ 10 to 14 ॥

বঙ্গানুবাদ। এজন্য জমিদার অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া পত্নী-পুত্রের সহিত ক্ষুদিরামকে সর্ব্বস্বান্ত করতঃ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করাইয়াছিল। ॥ ১০ ॥

পরিধানে বস্ত্র মাত্র সম্বল ভগ্নহৃদয় দিগ্‌ভ্রান্ত সর্ব্বস্বান্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ কিছু দূরে যাইয়া পৃথিবীশূন্য মনে করিয়াছিলেন। এবং চক্ষের জলে বক্ষঃ ও বস্ত্র প্লাবিত হইয়াছিল। ॥ ১১।১২ ॥

এবং বলিয়াছিলেন, "হে রাম, আমি এখন কোথায় যাইব কোথায় থাকিব, কোন স্থানে অন্ন পাইব গৃহই বা কোথায় মিলিবে। হে প্রভু, আপনি আমাকে তাহা বলিয়া দিন। ॥ ১৩ ॥

এইরূপ ভাবে ক্রন্দন করিয়া যাইতে যাইতে সেই সময় ক্ষুদিরামের দিব্যজ্ঞান হইলে বলিয়াছিলেন এবিষয়ে কাহারও কিছু-মাত্র দোষ নাই। ॥ ১৪ ॥

न कस्य दुःखदः कोऽपि सुखदो वा न कश्चन ?
न तत्र दोषलेशोऽस्ति स्व-कर्म्मफलभुक् पुमान् ॥ १५
अहो ब्रह्मण्यदेवस्य रामस्यानुग्रहो महान्।
सर्व्वतो मां परीक्ष्यैव पादपद्मं स दास्यति ॥ १६

विषयाविष्टचित्तानां रामचिन्ता सुदुर्लभा।
तस्मान्मां हृतसर्व्वस्वं कृतवान् भगवान् स्वयम् ॥ १७
एवं चिन्तयतस्तस्य भगवान् भक्तभक्तिमान्।
क्षुदिरामस्य रक्षार्थं वैकुण्ठादपि प्रस्थितः ॥ १८
आविर्भूयान्तःकरणे संयतमनसस्तदा।
दूर्व्वादलश्यामरामो मा भैरिति समुक्तवान् ॥ १९

"None can be the cause of joy or sorrow of another. None is to praise or blame for that. Man reaps according as he sows. Oh, how blessed am I by the unbounding grace of Lord Ramchandra that I am destined to be led to His *feet after I have passed through these* ordeals. Lord Himself has relieved me from all earthly

holdings, because one who has to think of wealth and earthly pleasure can hardly concentrate one's mind on God." When Khudiram was absorbed in such thoughts, Lord came down from His abode to save Khudiram, and appeared in his heart with the lustre of green grass, and said, "Don't be afraid." ॥ 15 to 19 ॥

বঙ্গানুবাদ। কেহ কাহাকেও দুঃখ বা সুখ দিতে পারে না। কারণ প্রতি জীবই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করেন। ॥১৫॥

বিষয়ী ব্যক্তির ভগবানের চিন্তা দুর্লভ। এজন্যই ভগবান আমাকে কৃপা করিয়া কপর্দ্দকশূন্য করিয়াছেন। ॥১৬॥

ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের আমার প্রতি অপার করুণা যেহেতু তিনি আমাকে সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষা করিয়া পাদপদ্ম দিলেন। ॥১৭॥

এইরূপ চিন্তাযুক্ত ক্ষুদিরামের রক্ষার্থে ভগবান বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়াছিলেন। ॥১৮॥

সেই সময়ে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র বিশুদ্ধমন ক্ষুদিরামের হৃৎপদ্ম মধ্যে আবির্ভূত হইয়া ক্ষুদিরামকে ভয় নাই এই কথা বলিয়াছিলেন। ॥১৯॥

परन्तु मत्स्वरूपं ते सत्वरं दर्शयाम्यहम् ।
एवं भगवतोवाक्यं श्रुत्वानन्दाश्रुसंप्लुतः ॥ २०
गच्छन् पथि तदापश्यत् पूर्व्वबन्धुं दयापरम् ।
कामारपुकुरावास श्रीसुखलालसंज्ञकम् ॥ २१

गोस्वामिप्रवरं वर्द्धमानराजगुरुं द्विजे ।
किमिदमित्युक्तवति गोस्वामी विस्मितोऽभवत् ॥ २२
परस्परं समालिङ्ग्य कुशलं परिपृच्छ्य च ।
गतसर्व्वस्वसम्बन्धं ज्ञात्वा गोस्वामी दुःखितः ॥ २१
बन्धुत्वात्मभागोऽयमिति सञ्चिन्त्य धार्म्मिकः ।
स्त्रीकन्यापुत्रसंयुक्तं क्षुदिरामं ससम्भ्रमम् ॥ २४

ससम्मानं गृहं नीत्वा गुरुवत्तमपूजयत् ।
वासगेहादियुक्तञ्च धान्यक्षेत्रं ददौ मुदा ॥ २५
कामारपुकुरे ग्रामे तत्र वासमकारयत् ।
तत्र चैवजगत्स्येन श्रीरामानुग्रहेण च ॥ २६

सुसम्पन्ना जीविका च चिन्ताशून्योऽभवत्तथा ।
ततःकार्य्यानुरोधेन ग्रामान्तरगतो द्विजः ॥ २७

"Very soon I shall also show you my real self." On hearing this divine message, he was all drenched with tears of joy. On his way he came across his old kind-hearted friend, named

১মঃ স্কঃ।

Sri Sukhalal Goswami, who was an inhabitant of the village of Kamarpukur, and the religious preceptor of the King of Burdwan. When Goswami was addressed by Khudiram with the words "How is it", he became much surprised. They exchanged their greetings and embraced each other. When Goswami came to know of the most distressing condition of his friend, he became very sorry and made up his mind to take this opportunity for discharging his duties to a friend in distress. At once he took Khudiram with his wife and children to his home and treated him with great honour as his own respectable superior. । 20 to 24 ।

আদি কাণ্ডং ১মঃ অঃ।

प्रत्यागमनवेलायां वृक्षमूलमुपाश्रितः ।
विश्रामसमये वृक्षच्छायायाः शैत्ययोगतः ॥ २८
मलयानिलसम्पर्कादिन्द्रियोपरमात्तथा ।
तत्क्षणान्निद्रितो भूत्वा ददर्श स्वप्नमुत्तमम् ॥ २९

Goswami gave him very gladly a dwelling house and also some cultivated land, and thus established his friend in Kamarpukur. Khudiram maintained himself and his family quite well with the corn of the field and by the grace of Lord Ramchandra. Once on his way back from a distant village where he had been on business, he took rest in the shade of a tree and felt greatly relieved and refreshed by the touch of cool breeze. Gradually he fell asleep and had a very good dream. ‖ 25 to 29 ‖

বঙ্গানুবাদ। ক্ষুদিরামকে নিজগৃহে আনিয়া তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সহিত সকলকে গুরুর মত পূজা করিয়াছিলেন এবং একটি বাসগৃহ ও কিছু ধান্যক্ষেত্র দিয়া কামারপুকুরে বসবাস করাইয়াছিলেন। ‖২৫‖

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের কৃপায় ক্ষেত্রজ ধান্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। অতএব ক্ষুদিরাম একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ‖২৬‖

পরে ক্ষুদিরাম কোন একটি ধর্ম্মকর্ম্মে যোগদানের জন্য ভিন্ন গ্রামে যাইয়াছিলেন। ‖২৭‖

সেই স্থান হইতে পুনরায় স্বগৃহে আগমনের সময় একটি বৃক্ষের মূলদেশে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। বিশ্রাম সময়ে বৃক্ষচ্ছায়ার শীতলতায় এবং মলয়মারুত সম্পর্কে ইন্দ্রিয় সকলের বাহ্যক্রিয়া উপশমিত হইবামাত্র ক্ষুদিরাম নিদ্রিতাবস্থায় একটি উত্তম স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন। ॥২৮।২৯॥

नवदूर्वादलश्यामः श्रीरामो भगवान् स्वयम् ।
धृत्वा बालकवेशन्तु सम्मुखे समुपस्थितः ॥ ३०
उवाचाहं बहोः कालादनाहारप्रपीड़ितः ।
स्थानादस्माद् गृहीत्वा मां स्वगृहं नय भक्तितः ॥ ३१

त्वत्सेवाग्रहणार्थं मे व्यग्रता वर्धते सदा ।
अद्भुतस्वप्नसंदृष्टेः परं निद्रा गता च सा ॥ ३२
जागरेऽपि तदादेशः कर्णयोः प्रतिनादितः ।
चक्षुषोर्मार्जनं कृत्वा धान्यक्षेत्रं ददर्श सः ॥

He dreamt that God Himself appeared before him in the guise of a boy and said, "I am continuing to be hungry for a very long time. Take me to your house with great care. My longing for your services is increasing more and more." After having dreamt this wonderful dream he woke up. Even though he was awake the divine words sounded in his ears. He rubbed his eyes and saw the paddy fields stretching before him. 30 to 33

বঙ্গানুবাদ—

যেন নবদূর্ব্বাদলশ্যাম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র একটি বালকের

মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ক্ষুদিরামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতিকষ্টে বলিয়াছিলেন, আমি বহুকাল হইতে এইস্থানে অনাহারে আছি। তুমি আমাকে এইস্থান হইতে ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া নিজগৃহে লইয়া চল। তোমার পূজা পাইবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা। ৩০।৩১

এইরূপ আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিবার পরই ক্ষুদিরামের নিদ্রাভঙ্গ হইলে জাগ্রত অবস্থায় ও ভগবানের আদেশ ক্ষুদিরামের কর্ণমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। তৎপরে চক্ষুদ্বয় পরিষ্কার পূর্ব্বক সম্মুখে একটি ধান্য ক্ষেত্র দেখিয়াছিলেন। ৩২।৩৩

स्वप्ने धान्यक्षेत्रमध्ये बालकं दृष्टवान् द्विजः ।
स्वेष्टदेवानुसन्धित्सुः क्षेत्रमध्यं गतस्तदा ॥ २४
ददर्श भीषणं सर्पं शालग्रामशिलोपरि ।
स्वफनं विस्तृतं कृत्वा तापहानिं करोति हि ॥ २५

शिलादर्शनतः साधुर्भुजङ्गदंशभीतिहृत् ।
रामनाम समुच्चार्य्य द्रुतं तत्र जगाम सः ॥ २६
श्रुत्वा सर्पो रामनाम विवेश गर्त्तमध्यतः ।
विप्रोऽगात्तद्देशमस्यां शालग्रामशिलां ततः ॥ २७

He went into the paddy-field in search of the boy whom he had seen in his dream. He found there a deadly snake standing with its hood spread out to protect "Salagram Shila" a divine stone from the scorching rays of the sun. On seeing the stone he lost all fear of snak-bite and hurried forward to it uttering the names of Rama'

The snake entered into a hole' From the side of]he hole he picked up the stone. ॥ 34-37 ॥

বঙ্গানুবাদ—

স্বপ্ন সময়ে ক্ষুদিরাম ধান্য ক্ষেত্র মধ্যেই বালক বেশধারী ভগবানকে দেখিয়াছিলেন তদ্রূপ নিজ ইষ্ট দেবতা জ্ঞানে তাঁহার অনুসন্ধানার্থে ধান্য ক্ষেত্রে যাইয়া দেখিলেন সেইস্থানে একটি ভয়ঙ্কর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া বৃহদাকার শালগ্রাম শিলার রৌদ্রতাপ দূরীভূত করিতেছে। ৩৪।৩৫

ক্ষুদিরাম শিলা দেখিয়া সর্প দংশন ভয় নাশক রামনাম উচ্চারণ করতঃ দ্রুত পদে সেইস্থানে যাইয়াছিলেন। ৩৬

সর্পরাজ রামনাম শুনিয়া গর্ত্ত মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ক্ষুদিরাম গর্ত্তের উপরিভাগে অবস্থিত শালগ্রাম শিলাটিকে লইলেন। ৩৭

आनीय लक्षणै र्ज्ञात्वा रघुवीर-शिलेति ताम्।
रघुवीर जयेत्युक्त्वा महानन्दपरिप्लुतः॥ ३८
शिलां स्वगेहे संस्थाप्या-भिषेकं यत्नतोऽदधात्।
तदारभ्य ब्राह्मणस्यालयः सर्व्वसमृद्धिमान्॥ ३९
रघुवीरस्य सान्निध्याद्रमाक्रीडो ह्यभूत्तदा।
दरिद्राणामतिथीनामाश्रयः सुमहानभूत्॥ ४०
भोज्यभोज्यप्रदानाच्च रघुवीर-प्रसादतः।
गोधूमचूर्णपिष्टादि सूपान्नं पायसान्तिकम्॥ ४१

He noticed the signs of the stone carefully and recoɔgnised it to be a "Raghubir" stone. He was beside himself with joy as he uttered, "Glory to,

Raghubir." He placed the stone in his house after performing necessary rites. From that day onwards he began to prosper in every way and because of the presence of Ragubir, the Goddes of wealth aed fortune also made his house her own abode. His house also became a great shelter for the paor and the weak, as they were well fed with the offering of Raghubir. ॥ 38 41 ।

বঙ্গানুবাদ—

এবং ঐ শালগ্রাম শিলায় চক্রাদি চিহ্ন দ্বারা রঘুবীর শিলা স্থির নিশ্চয় করিয়া নিজগৃহে সেই রঘুবীর শিলাটিকে স্থাপন পূর্বক যথাশাস্ত্র ভক্তিতে প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুসম্পন্ন করাইয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই ক্ষুদিরামের গৃহ সর্বদা নানা দ্রব্য দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৩৮।৩৯

রঘুবীরের সান্নিধ্য বশতঃ স্বয়ং কমলার বাসভূমি পূর্ণ হইয়াছিল রঘুবীরের কৃপায় এবং তস্য ভোগ প্রদান বশতঃ ক্ষুদিরামের গৃহ দরিদ্র এবং অতিথি গণের বিশেষ ভাবে একটি আশ্রয় স্থল হইয়াছিল। ৪০।৪১

গন্ধপুষ্পাদি দ্রব্যৈশ্চ ধূপদৈশ্চ বিধানতঃ।
রঘুবীরস্য শিলায়াং পূজাদিভিঃ সুসংযুতা ॥ ৪২
তস্যা গর্ভং সুসম্পন্নং সর্বার্থৈশ্চ মনস্বিনঃ।
যতঃ শ্রী রঘুবীরস্য সান্নিধ্যাৎ কমলা সদা ॥ ৪৩
অন্নসত্রং পরিকল্প্য অতিথীনাং বিশেষতঃ।
কাঙ্গালপুষ্টং দীনঃ গর্ভং বা অতিথাশ্রমম্ ॥ ৪৪
সর্বোত্তমসমাযুক্তো সর্বৈরপি পূজিতঃ।
বভূব সদ্বংশসম্ভূতো ধর্মনিষ্ঠঃ ॥ ৪৫

Chandra Devi presented with great care and devotion sandal paste, flowers, and varieties of delicious dishes before Raghubir by way *of services to him.* With undiverted mind she entirely dedicated herself to the service of Raghubir. Khudiram was adored like a saint by the people of Kamarpukur for his piety and spiritual power. His wife managed his household affairs. ॥ 42-45 ॥

বঙ্গানুবাদ—

ক্ষুদিরামের পত্নী চন্দ্রা দেবী বিশেষ ভাবে সংযতা হইয়া রঘুবীরের সেবার উপযোগী গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ গোধূম চূর্ণ পিষ্টক সূপান্ন পায়সাদি ভোগদ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া নির্ম্মলান্তঃকরণে রঘুবীরের কৃপালাভার্থে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথা সময়ে রঘুবীরের সমীপে প্রদান করিতেন ॥ ৪২।৪৩

এবং ক্ষুদিরাম কামারপুকুর নিবাসী সকলেরই অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র ও তপোবল সম্পন্ন মহর্ষি তুল্য পূজিত হইতেন। এবং ক্ষুদিরামের ধর্ম্মপত্নী চন্দ্রমুখী চন্দ্রা দেবী-ও সকলের গর্ভ-ধারিণী মাতার মত হইয়াছিলেন। ৪৪।৪৫

देवी चन्द्रमुखी चन्द्रा सर्व्वेषां मातृरूपिणी ।
प्रसादीयं स्वकीयान्नं दत्त्वा चातिथये मुदा ॥ ४२

उपवासं स्वयं कृत्वा परमानन्दमाप सा ।
अत्रागमनवेलायां ज्येष्ठो रामकुमारकः ॥ ४३

दशवर्षवयाः पुत्रः कन्या कात्यायनी तथा ।
द्विवर्षसम्मिता सा तु कात्यायनीव सुन्दरी ॥ ४८

एवं पुत्रपत्नीकन्यायुतस्तत्रावसद्द्विजः ।
दिग्वर्षे तु गते तत्र पुनः पुत्रो व्यजायत ॥ ४९

Chandra Devi, whose face was like the full moon and was honoured by all as their mother, would have unbounded joy in distributing all the offered rice among the guests without leaving anything to eat for herself. When Khudiram came to Kamarpukur he had a ten-year old son named Ramkumar and a two-year old daughter, named Katyayani. After ten years another son was borm to him. 46-49.

আদিলীলা ১মঃ অঃ

कन्यादेहं परित्यज्य रघुवीरस्य शासनात् ।
कन्यामुखेन प्रेतात्मा वाष्प गद्‌गदया गिरा ॥ ५४
उवाच चु दिरामन्तु यास्याम्येव न संशयः ।
किन्तु मत्प्रार्थनामेकां पूरय त्वं द्विजोत्तम ॥ ५५
नारकीं मां नरयेष्ठ नरकादुद्धर प्रभो ।
गयापिण्डप्रदानेन प्रेतत्वं मम मोचय ॥ ५६
भवतः पादमूले मे भिक्षेयं ब्राह्मणोत्तम ।
प्रेतस्य प्रार्थनां श्रुत्वा चु दिरामस्तु सम्मतः ॥ ५७

"It is the command of Raghubir that you should discard this body of the girl" The ghost spoke through the mouth of the girl with choked voice, "I will surely go away from here. But I have one prayer for you to accede to. Be kind enough to redeem me from this life of ghost by offering "Pindas" in the holy Gaya. This is what I must humbly beg of you" Khudiaam acceded to the request of the ghost 54-57

বঙ্গানুবাদ—

এইরূপই ভগবান্ রঘুবীরের আদেশ। এই কথা শুনিয়া প্রেতাত্মা বাষ্প গদ্‌গদ্ স্বরে কন্যার মুখে ক্ষুদিরামকে বলিয়াছিল আমি নিশ্চয় যাইব এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু হে ব্রাহ্মণ, আমার একটি মাত্র প্রার্থনা পূরণ করুন। ৫৪।৫৫

হে মহামানব, নরকগ্রস্ত আমাকে নরক যাতনা হইতে নিষ্কৃতি করুন। গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়া আমাকে

২

প্রেতযোনি হইতে মুক্ত করুণ। আপনার পাদপদ্মে আমার এই ভিক্ষা।৫৬।৫৭

प्रेतमाह सत्वरं ते गयापिण्डं ददाम्यहम् ।
क्षुदिरामस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा प्रेतोऽतिहृष्टचितः ॥ ५८
कन्याञ्च संपरित्यज्य स्वस्थानमगमत्तदा
तदा तीर्थगतेः क्लेशसाध्यत्वेऽपि हि स द्विजः ॥ ५९
प्रेतप्रतिश्रुतिं स्मृत्वा गयायात्रां चकार ह ।
यथाकालं गयाधाम्नि प्रेतमुद्दिश्य यत्नतः ॥ ६०
पिण्डदानं कृतं तेन गदाधर-पदाब्जयोः ।
ततः स्वपितृकृत्यन्तु कृतवान् सुमहामतिः ॥ ६१

He also said, "I shall do so very soon." At this the ghost became very glad and left the body of the girl. To keep his promise to the ghost, Khudiram set out on the long and tiresome journey to Gaya. In due course he reached Gaya, offerd Pindas to the ghost and also performed rites to appease the spirits of his forefathers. 58-61

বঙ্গানুবাদ—

প্রেতের প্রার্থনা শুনিয়া ক্ষুদিরাম সম্মতি প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন আমি শীঘ্রই তোমার উদ্দেশে গয়াক্ষেত্রে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দিব। ক্ষুদিরামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া প্রেতাত্মা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কন্যার দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ৫৮

তদানীন্তন তীর্থ গমনের পথ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইলেও প্রেতের

আদিলীলা-১মঃ অঃ।

বঙ্গানুবাদ—

এবং যেদিন ক্ষুদিরামের গয়ার কার্য্যশেষ হইয়াছিল সেই রাত্রে গয়া ধামে একটি অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।৬২

যেন গদাধরের মন্দির প্রাঙ্গনে ক্ষুদিরামের পূর্ব্ব পুরুষ সকল দিব্য জ্যোতি পরিব্যাপ্ত দেবতার মত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থিত সেই সকল পূর্ব্ব পুরুষ গণের মধ্যে সিংহাসনে সমারূঢ় নব দূর্ব্বাদল শ্যাম-বর্ণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ক্ষুদিরামের প্রতি দৃষ্টি পূর্ব্বক সুপ্রসন্ন হইয়া বলিতেছেন। আপনি নিজ গৃহে গমন পূর্ব্বক আমার এই মূর্ত্তিটির হৃদয়ে চিন্তা করুণ॥৬৩।৬৪।৬৫

तवैवपुत्ररूपेणावतरिष्यामि सत्वरम्।
गतनिद्रोऽपि स स्वप्नो नेत्रयोरग्रतः स्थितः॥ ६६

तदानन्दभरेण यावन्नेत्रयोरश्रु-बिन्दवः।
पतितास्तस्य रोमाञ्च स्वेदाद्यैः स परिप्लुतः॥ ६७

आनन्दमग्नो सोऽसौ गयातो गृहमागतः।
सुस्वप्नस्तत्र यो दृष्टो न कस्यापि प्रकाशितः॥ ६८

चन्द्रादेव्यपि तत्काले दिव्यदर्शन-विस्मिता।
पञ्चचत्वारिंशद्वर्षे वयसा गर्भोऽभवत् पुनः॥ ६९

"I shall soon manifest myself as your son." He woke up and yet he could clearly visualise the dream before his eyes. Tears of joy came out of his eyes and he became quite wet with sweat. He returned home with great joy but never disclosed his dream to any body. At that

time Chandra Devi also had a wonderful divine vision. In the forty-fifth year she become pregnant again.

বঙ্গানুবাদ :—

আমি আপনার পুত্র রূপে শীঘ্রই আবির্ভূত হইব। তৎক্ষণাৎ ক্ষুদিরামের নিদ্রাভঙ্গ হইলেও, স্বপ্নটি যেন চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছিল।২৬

সেই সময় বহুক্ষণ যাবৎ নেত্র হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতেছিল। এবং যেন রোমাঞ্চ ও পুলকাদি দ্বারা আনন্দ-স্রোতে নিমগ্ন হইয়া গয়াক্ষেত্র হইতে কামার পুকুরে পুনর্ব্বার আসিয়াছিলেন ক্ষুদিরাম গয়া ধামে যে স্বপ্নটি দেখিয়াছিলেন তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই।২৮

চন্দ্রাদেবীও সেই সময় বহু প্রকার দিব্য দর্শন করিয়াছিলেন।২৯

ज्ञातवान् क्षुदिरामस्तु बाह्यलक्षणतस्तया ।
स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः स्मृत्वा पुराणं पुरुषस्य च ॥ ३०
आविर्भावं सुनिश्चित्य परमानन्द संप्लुतः ।
ताडं मन्दमतिः क्षुद्रः नैव दया प्रभो ॥ ३१
मामुद्धर्तुमनाथोऽयं मदीयवसपादपा ।
पवित्रयति भगवान् मदागतवसुन्धराम् ॥ ३२
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं पुनस्तुभ्यं नमो नमः ।
तवैवाश्रुनमीमेयं रघुवीर दयानिधे ॥ ३३

Khudiram came to know of this from the outward symptoms. He was much delighted at the surer indications of the manifestation of the

Supreme Being. He mused in himself, "Oh Lord! I am so mean and insignificant, whereas your kindness is so vast and great. I wonder how could you make me instrumental to your appearance which will purify the earth with its hills, forest and seas. Oh the ocean of kindness! Inscrutable are your ways. I bow down to you again and again.

বঙ্গানুবাদ :—

পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়সে পত্নী চন্দ্রাদেবী পুনর্ব্বার গর্ভধারণ করিয়াছেন তাহার বাহ্য লক্ষণের দ্বারা ক্ষুদিরাম বুঝিয়াছিলেন।৩০ গয়া ধামের স্বপ্ন পুনঃ পুনঃ স্মরণ পুরাণ পুরুষ ভগবানের আবির্ভাব নিশ্চয় করিয়া পরমানন্দে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন হে প্রভু দরিদ্র পাতকী আমিই বা কে এবং আপনার এইরূপ দয়াই বা কি? ।৭১

আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া সাগর ভূধর বন ও উপবনাদি সহ সমগ্র পৃথিবী পবিত্র করিবেন।৭২

আপনার এই লীলা অত্যাশ্চর্য্য অতএব হে দয়া নিধে রঘুবীর তোমাকে অসংখ্য নমস্কার করি।৭২

बभूवाल्पदभूतं हम्र्यं ज्योत्स्नायुक्ताप्यमा तदा ।
मत्र गन्धर्वनागाश्च सिद्वाय परमर्षयः॥ ६४
यातायातं प्रकुर्व्वन्ति वह्मपद्मासनादयः ।
निमागमनत-स्तेषां गात्रकान्त्या गृहं मम ॥ ७५
भवत्यालोकितं सर्व्वं कोटिचन्द्रकरैरिव ।
एवं चिन्तयती पत्नी क्षुदिरामस्य धीमतः॥ ७६

আদিলীলা ১মঃ অঃ

অপূর্ব্বরূপলাবণ্যা চন্দ্রা চন্দ্র-সমাভবত্ ।
সর্ব্বাস্তুনার্য্যঃ যাং দৃষ্ট্বা চমৎকার্য্যুতাভবন্ ॥ ৩৩

The wife of Khudiram thought in herself, "How strange that the sky is seen to be illuminated in the moon-less night. Gods like Bramha, Shiva, angels and unearthly beings are visiting my room at the fall of night and making it bright as if with the light of innumerable moons," All the women of the locality wondered at the development of divine beauty and complexion of Chandra Devi who glowed like the full moon.

॥ 74th 77 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় অমাবস্যার রাত্রিতে জ্যোৎস্না বশতঃ অতিশয় অদ্ভূত দৃশ্য হইয়াছিল। এবং সেই সময় ক্ষুদিরামের গৃহে হা হা হু হু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব গণ বাসুকি আদি নাগ গণ ব্রহ্মর্ষি চতুরানন পঞ্চানন যাতায়াত করিতেন।৭৪

রাত্রিকালে আগমন বশতঃ সেই সকল দেবতার গাত্র কান্তি দ্বারা আমার সমস্ত গৃহ কোটি চন্দ্রের কিরণের মত আলোকিত হয়।৭৫

এই রূপে চিন্তিতা ক্ষুদিরামের পত্নী চন্দ্রাদেবী তৎকালে চন্দ্রের মত অপূর্ব্ব রূপবতী হইয়াছিলেন ॥ ৭৬ ॥

পরন্তু চন্দ্রাদেবীকে দেখিয়া অন্য নারী সকল অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া মনে করিতেন ॥ ৭৭ ॥

আদিলীলা ১ অঃ।

चन्द्रादेव्यपि ताः प्राह कथं मेऽपूर्व्वगोचराः।
नानामूर्त्तिधरा देवा गृहमायान्ति यान्ति च ॥ ७८
मूर्त्तिमतां देवतानां स्वरूपं वा कदाचन।
न प्रत्यक्षीकृतश्चैवं बहुगर्भोद्धृता मया ॥ ७९
दिवसेवा निशायां वा सर्व्वदा भयशङ्किता।
ततः स्वामि सकाशे सा देववार्त्ताप्य-चीकथत् ॥ ८०
प्रोक्तश्च किमिदं स्वामिन् भूतैरेव हृतं मनः।
न केवलं प्रपश्यामि वार्त्तामपि शृणोम्यहं ॥ ८१

Chandra Devi also said to them, "How is it that I am seeing wonderful visions. Gods of various appearances are visiting my chamber. During my previous conceptions I had never seen gods with such appearances. By day or by night I always feel very uneasy." She disclosed the facts of these unusual visitations of gods to her husband and said, "Oh Dear, am I possessed by spirits that I not only see these visions but also hear what they say. 78 to 81

বঙ্গানুবাদ :—

চন্দ্রাদেবী তাঁহাদিগকে বলিতেন। সাধারণের অপ্রত্যক্ষ নানামূর্ত্তিধারী দেবতা সকল আমার ঘরে যাতায়াত করেন আমি বহু গর্ভ ধারণ করিয়াছি কিন্তু কখনও এরূপভাবে কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়েই ভয় শঙ্কিতা হইয়া দেবতাগণের প্রত্যক্ষ করি নাই।
৭৮।৭৪

তৎপরে চন্দ্রাদেবী স্বামীর নিকটে দেবতাদিগের বিষয় প্রকাশ

প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়া ছিলেন হে স্বামিন্ কোন একটি প্রেতমূর্তি আমার মনকে এইরূপ করিয়াছে কেবল মাত্র যে দেবমূর্তি দর্শন করি তাহা নয় পরন্তু সেই দেবতা সকলের কথাবার্তাও শুনিতে পাই। ॥ ৮০।৮১ ॥

तेषां दिव्यसुगन्धेन पूर्णं क्षुद्रगृहं मम ।
किं ममेदं रोगचिह्न-मथवा प्रेतदर्शनात् ॥ ८२
विकारो जायते नित्यं वद त्वं भीतिनाशकं ।
श्रुत्वैवं पत्नीवाक्यन्तु मनसैवं प्रजल्पितं ॥ ८३
स्वीयां वाचमृतां कर्त्तुमवतीर्णोऽसि मे गृहे ।
जनार्द्दनः स्वयं रूपः श्रीहरिस्त्वं गदाधरः । ८४
यान्येव स्वाभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव ।
तानि तानि दधास्येव स्वभक्तानामरूपिणः ॥ ८५

"This small chamber of mine is filled with their divine fragrance. Do I see all these due to some disease or due to some unusual changes in me because of the adverse influence of ghosts? Please tell me how it is and remove my fears." On hearing all these from his wife, Khudiram said to himself, God himself has appeared in my house to keep, "His own words. :Oh God ! Thou dost assume various appearances for the sake of Thy devotees, even though thou hast no shape." ॥ 82 to 85 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

পরন্তু তৎকালে আমার এই ক্ষুদ্র গৃহ দিব্য সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়।

ইহা কি আমার রোগচিহ্ন অথবা প্রেত দৃষ্টি বশতঃ এইরূপ বিকৃত অবস্থা হয়। হে ভয়নাশকারী স্বামিন আপনি তাহা বলুন। ইহা কি?

এইরূপে চন্দ্রাদেবীর কথা শুনিয়া ক্ষুদিরাম এখন মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। ৮৩
হে গদাধর আপনি স্বয়ং রূপ জনার্দ্দন শ্রীহরি। আপনি নিজ বাক্য সত্য করিবার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে আবির্ভূত হইতেছেন। ৮৪
হে ভগবান আপনার অভিপ্রেত যে সকল রূপ আছে আপনি নিজে রূপ শূন্য হইলেও ভক্তের জন্য সেই সকল রূপ ধারণ করেন। ৮৫

त्वां ज्ञानिभिस्तत्त्व-विबोधनार्थं सदाभिवाद्याङ्घ्रिपादपद्मं।
ऐश्वर्य्य वैराग्य यशोऽवबोध वीर्य्यादिभिः पूर्णमहं प्रपद्ये ॥ ८६
एवं गोप्तुं न शक्तोऽभूद्रघुवीरं स्मरन् द्विजः।
उवाच स्वप्नवृत्तान्तं गयायां दृष्टवान् यथा॥ ८७
प्राणेभ्योऽपि प्रियतरां भक्तिं गद्गदयागिरा।
त्वं देवि परमा धन्या साध्वी त्वं पतिवल्लभा॥ ८८

"Oh Lord! I dedicate myself to your feet which are covetable by those who seek truth and knowledge and which are full of divine brilliance, aversion to transient things, all prevailing glory and wisdom, and unlimited strength." He could not help narrating all about his dream in the holy Gaya, to his wife who was dearer than his life. He also said, "Oh Dear! devcted as you are to your husband, you are blessed with divine grace." ॥ 86 to 88 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

জ্ঞানিগণ আপনার স্বরূপ জানিবার জন্য সর্ব্বদা বন্দনীয় আপনার পাদপদ্ম জ্ঞান বৈরাগ্য যশ ও শক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ আপনার আমি শরণ লইলাম। ৮৬

ক্ষুদিরাম তখন আর গোপন করিতে না পারিয়া রঘুবীরকে স্মরণ করতঃ গয়া ক্ষেত্রে যে ভাবে স্বপ্নদর্শন করিয়াছিলেন সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত চন্দ্রাদেবীকে সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছিলেন। ৮৭

প্রাণ হইতে প্রিয়তমা পত্নী চন্দ্রাদেবীকে শ্রদ্ধা সহকারে গদগদ স্বরে ক্ষুদিরাম বলিলেন হে দেবি তুমি সাধ্বী পতিব্রতা অতীব ধন্যা। ৮৮

कृतानि यानि पुण्यानि कोटि जन्मसु वै त्वया ।
तत् पुण्यफल दानार्थं त्वत् कुक्षिमध्यगोहरिः ॥ ८९

रघुवीरो हि यः साक्षात् यश्च साक्षाद् गदाधरः ।
कृपया त्वद् गर्भमध्ये तावुभा-वेकताङ्गतौ ॥ ९०

अतो देवाः सगन्धर्वा भक्ता राजर्षय स्तथा ।
यातायातं प्रकुर्व्वन्ति वैकुण्ठपति-दृष्टये ॥ ९१

अतस्त्वमवधानेन गर्भरक्षां कुरुष्व वै ।
नो चिन्ता नाऽपि शङ्का च रघुवीर प्रसादतः ॥ ९२

"The merits you have earned in your innumerable previous births have now been fruitful and caused the birth of God as your son. The child you have concieved is Raghubir and Gadadhar united together. So, the gods, Gandharvas,

devotees and the greatest of saints are visiting our house to have a look at the Lord of the universe. You, therefore, very carefully protect the growth of the child in you. By the grace of Raghubir you shall have no cause for fear or anxiety. ॥ 89 to 92 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তুমি কোটি জন্মে যে সকল পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ তাহার ফল দানের জন্য ভগবান তোমার গর্ভগত হইয়াছেন। ৮৯

অতএব আমার মনে হয় ভগবান রঘুবীর বা রামচন্দ্র এবং যিনি সাক্ষাৎ গদাধর শ্রীকৃষ্ণ এই দুইটি তত্ত্বই তোমার গর্ভ মধ্যে একত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৯০

এজন্যই নৃত্য গীতাজ্ঞ গন্ধর্ব্বগণের সহিত দেবর্ষি প্রভৃতি ভক্তগণ শিবব্রহ্মাদির সহিত দেবতাগণ বৈকুণ্ঠ পতি ভগবান নারায়ণের দর্শন জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র কুটীরে যাতায়াত করেন। ৯১

অতএব তুমি সাবধানে গর্ভ রক্ষা কর। রঘুবীরের অনুগ্রহে কোনরূপ চিন্তা বা আশঙ্কার কারণ নাই। ৯২

चन्द्रादेवी पतिप्राणा पतिवाक्येन यन्त्रिता ।
भावावेश वशाद् यो स्वात्मानं विस्मरत्यसौ ॥ ९३

सर्व्वानन्द प्रदं देवं स्वामिनं कुलदैवतम् ।
रघुवीरं समुद्दिश्य पूतां वाणीमुवाच ह ॥

किमिव वद भो स्वामिन् जगन्मङ्गल हेतवे ।
पुराण पुरुषः साक्षात् प्रादुर्भूय ममोदरे ॥ ९४

सापिकोना ९५: ९६:

त्वाञ्च मात्र जगत् सर्वं स्थावरं जङ्गमं तथा ।
पवित्रयति देवेशो भगवान् पुरुषोत्तमः ॥

On hearing the words of her husband, Chandra Devi becamo beside herself with joy and said addressing Raghubir, the presiding diety of her family. "How is it that I have conceived the Lord of the universo for the welfare of the world and for the purification cf the animate and inanimate objects cf the world." ॥ 93 to 96 ॥

আদিলীলা ১মঃ অঃ

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থবিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ভগবতো গদাধরস্য।
বির্ভাবাভাসরূপঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

"All glory to Sri Raghubir by whose unbounded grace He will be pleased to make his appearance in this humble cottage of mine." They who were like Kasyapa and Aditi, continued to await with great joy the birth of the Supreme Being.

॥ 47 to 98 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমার এই ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে কি অবতীর্ণ হইবেন। হে রঘুবীর আপনি ধন্য আপনার অসীম দয়া। কশ্যপতুল্য ক্ষুদিরাম ও অদিতি তুল্যা চন্দ্রাদেবী অতি বিশুদ্ধ ভক্ত এই দুই জনেই ভগবানের অবতরণ অপেক্ষা করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৯৭।৯৮

ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ভগবান গদাধরের আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাস এই প্রথম অধ্যায়ে বলা হইল। ১

আদিলীলা দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥

স্বর্তীর্থিমা-স্যস্য যদাহি পূর্ণতা
মাধুর্য্যযুক্তা মধুনা সুসিক্তা।
আস্বাদি তৃষা মুকুলান্বিতাসব
প্রপান মত্তা ইব মত্তভৃঙ্গাঃ ॥১

आदिलीला २য়ঃ অঃ।

सदा सदा-नन्द-मया महोत्सवाः
पतत्रि संघा मधुरं रुवन्तः।
ये के-चन स्थावरजङ्गमाद्य
प्रोल्लासितास्ते मधुभाव भासा ॥२

मधुर मधुर मूर्त्तिः सर्व्वदुःखा-पहारी
भव-जलधिसुपोतो भानुकोटि-प्रकाशः।
जलधिशर समुद्रे चन्द्र पूर्व्वे शकाब्दे
दशमित बुधवारे शुक्लपक्षे तपस्ये ॥३

When the winter had run its course and the mango trees had become saturated with sweet liquor and; richly budded, the bees appeared to move like drunkards in the bar. The birds gave themselves up to revelry and continuous festivity and resounded all directions with their sweet songs. All animate and inanimate objects were deeply seasoned with a delicate sweetness. On Wednesday, the 6th day of the month of Falguna in the Saka year, 1757, Almighty Himself was born in the house of Khudiram.

॥ 1 to 3 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

যে সময় শীত ঋতুর শেষ অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের আম্রাদি বৃক্ষ-সকল মুকুলিত ও মধুসিক্ত হইয়া মাধুর্য্যযুক্ত হইয়াছিল এবং প্রপাণ শালায় অর্থাৎ মদের দোকানে মত্ত ব্যক্তির মত ভ্রমরগণ সর্ব্বদা মধুপানে মত্ত হইয়াছিল। সেই সময় পক্ষি-সকল সদানন্দময়

আদিলীলা ১মঃ অঃ

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থবিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং-ভগবতো গদাধরস্য।
বির্ভাবাভাসরূপঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

"All glory to Sri Raghubir by whose unbounded grace He will be pleased to make his appearance in this humble cottage of mine." They who were like Kasyapa and Aditi, continued to await with great joy the birth of the Supreme Being.

॥ 47 to 98 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমার এই ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে কি অবতীর্ণ হইবেন। হে রঘুবীর আপনি ধন্য আপনার অসীম দয়া। কশ্যপতুল্য ক্ষুদিরাম ও অদিতি তুল্যা চন্দ্রাদেবী অতি বিশুদ্ধ ভক্ত এই দুই জনেই ভগবানের অবতরণ অপেক্ষা করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৯৭।৯৮

ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ভগবান গদাধরের আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাস এই প্রথম অধ্যায়ে বলা হইল। ১

আদিলীলা দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥

ঋতোর্হিমা-ত্যয়স্য যদাহি পূর্ণতা
মাধুর্য্যযুক্তা মধুনা সুমিত্রা।
আম্রাদি বৃক্ষা মুকুলান্বিতাশ্চ
মপান মত্তা ইব মত্তভৃঙ্গাঃ ॥১

आदिलीला २यः अः ।

सदा सदा-नन्द-मया महोत्सवाः
पतत्रि संघा मधुरं क्वन्तः ।
ये के-चन स्थावरजङ्गमाय
प्रोल्लासितास्ते मधुभाव मात्रा ॥२

मधुर मधुर मूर्त्तिः सर्व्वदुःखा-पहारी
भव-जलधिसुपोतो भानुकोटि-प्रकाशः ।
जलधिशर समुद्रे चन्द्र पूर्व्वे शकाब्दे
रसमित बुधवारे शुक्लपक्षे सपरये ॥३

When the winter had run its course and the mango trees had become saturated with sweet liquor and richly budded, the bees appeared to move like drunkards in the bar. The birds gave themselves up to revelry and continuous festivity and resounded all directions with their sweet songs. All animate and inanimate objects were deeply seasoned with a delicate sweetness. On Wednesday, the 6th day of the month of Falguna in the Saka year, 1757, Almighty Himself was born in the house of Khudiram. ॥ 1 to 3 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

যে সময় শীত ঋতুর শেষ অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের আম্রাদি বৃক্ষ-সকল মুকুলিত ও মধুসিক্ত হইয়া মাধুর্য্যযুক্ত হইয়াছিল এবং প্রপান শালায় অর্থাৎ মদের দোকানে মত্ত ব্যক্তির মত ভ্রমরগণ সর্ব্বদা মধুপানে মত্ত হইয়াছিল। সেই সময় পক্ষি-সকল সদানন্দময়

আদিলীলা ২য়ঃ অঃ।

মহোৎসবে নিমগ্ন হইয়া মধুরধ্বনি করতঃ স্থাবর জঙ্গম যে কেহ সকল প্রাণীকেই অত্যধিক উল্লসিত করিয়া মধুভাবে লিপ্ত করিয়া ছিল।

১৭৫৭ শকাব্দার ফাল্গুন মাসের ষষ্ঠ দিবসে বুধবারে শুক্লপক্ষে মধুর হতেও মধুর মূর্ত্তি জগতের জীবের দুঃখ নাশক ভবসমুদ্রে একমাত্র নৌকা কোটী চন্দ্রতুল্যকান্তি। ৩

দ্বিতীয়ায়াং সিদ্ধিযোগে চাবির্ভূত স্বয় হরি।
ক্ষুদিরাম গৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ ধর্মগুপ্ বিভু ॥৪

চন্দ্রাদেবী নিশা শেষে মত্তুয়াশ্চর্য্য বালক।
পতিমাহূয় সা সাধ্বী পুত্র স সমদর্শয়ৎ॥৫
পুষ্কলেন্দুর্যথা ভাতি প্রাচ্যা রাকাতিথৌ নিশি।
আবিরাসীত্তথা দেবো ভগবান্ ভক্ত বৎসল ॥৬

তমদ্ভুত পদ্মদলায়তে ক্ষণং
হাস্যাননং চারু বিশাল বক্ষস।
শ্রীবৎস চিহ্ন গল কৌস্তুভা ন্বিত
পীতাম্বর সান্দ্র পয়োদ সৌভগম্॥

Chandra Devi gave birth to a wonderful child at the close of the night and called for her husband to show the child God manifested Himself like the full moon on the eastern horizon His eyes were as beautiful as lotuses His face was bright with a smile His wide chest had the mark of Sribatsa The Kaustava diamond hung round his neck Clad in blue skirt, He assumed—the hue of dense clouds ॥ 4 to 7 ॥

आदिलीला २यः अः।

দ্বিতীয়া তিথিতে সিদ্ধযোগে ধর্ম্মরক্ষক সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীহরি ক্ষুদিরামের গৃহে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৪

প্রভাত সময়ের কিছু পূর্ব্বে চন্দ্রাদেবী একটি আশ্চর্য্য শিশু প্রসব করিয়া স্বামী ক্ষুদিরামকে ডাকিয়া সেই পুত্রটিকে দেখাইয়াছিলেন। ৫

পূর্ব্বদিকে পূর্ণচন্দ্র পূর্ণিমা তিথিতে যেরূপ প্রকাশিত হন ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেইরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৬

সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময় পদ্মপলাশ নয়ন সহাস্য মুখারবিন্দ শ্রীবৎস চিহ্নিত সুন্দর ও বিস্তৃত বক্ষস্থল গলদেশে কৌস্তভমনি বিরাজিত পীতবস্ত্র পরিহিত নিবিড় মেঘতুল্য সৌন্দর্য্যযুক্ত। ৭

महामणि वृहत् किरीट कुण्डल
त्विषा परिष्वक्त सहस्र कुण्डलं।
भुजैश्चतुर्भिः सुविराजितं प्रभुं
धृताब्ज शङ्खादि समस्त आयुधं ॥८

दृष्ट्वा तदा तं सहसा हरिं सुतं
ननाम विप्रः प्रयतः कृताञ्जलिः।
मरीचिका तत्र निशा-पतिर्यथा
महत्प्रकान्त्यैव विराजितः स्वयं ॥९
स वै द्विज स्तस्य हि रूप दर्शनात्
विज्ञानजानन्द मवाप तत्क्षणात्।
मायामया-हङ्करणादि बन्धनात्
सद्योविमुक्तो भगवत् समीक्षणात् ॥१०

He had the crown and other ornaments dubbed with great diamonds. He was also

holding conch wheel, club and lotus in his four hands On seeing this divine appearance of *God* Khudiram bowed down with great devotion and became beside himself with great joy He at once attained salvation and freedom from the bondages of this world because of his *sight of God's self* ॥8 to 10॥

বঙ্গানুবাদ:—

অপ্রাকৃত বহুতর মনিমাণিক্য দ্বারা রচিত কিরীটি কুণ্ডলাদি শোভিত কুণ্ডলসমূহ চারিটি হস্তে শঙ্খ চক্রাদি নিজ অস্ত্রাদি শোভিত হঠাৎ এবম্ভূত পুত্ররূপী সাক্ষাৎ ভগবানকে দর্শন করিয়া ক্ষুদিরাম প্রণত পুরঃসর কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। এবং ভগবানের দেহজ্যোতিতে সেইস্থানে চন্দ্রদেব যেন সহস্র কান্তিদ্বারা স্বয়ং বিরাজিত হইয়াছিলেন। ৮।৯

সেই ক্ষুদিরাম ভগবানের স্বরূপ দর্শন জন্য সেই সময়ে ভগবানের দর্শন জনিত পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এবং মায়াময় অহঙ্কারাদি বন্ধন মুক্ত হইয়াছিলেন। ১০

सर्व्वग्रहा स्तत्र सुदक्षिणाय
कालय लग्नय सुदक्षिण स्तथा।
नक्षत्रवारौ तिथि शुभ पक्षौ
तथानुकूलौ शुभ योग युक्तौ ॥ ११

दृष्ट्वा श्रीभगवानाह विस्मितं पितरं तथा।
भवन्तौ पितरावास्तां द्वापरे मम जन्मनि ॥ १२

আদিলীলা ২য়: অ: ।

नाम्नानक दुन्दुभिस्त्वं देवकी गर्भ धारिणी ।
युवा-भ्यान्तु पुनर्जातः प्राग् जन्म स्मरणादहं ॥ १३
पूर्णब्रह्म स्वरूपेण भवद्भ्यां ब्रह्म जन्मना ।
कले र्जीवान् परित्रातुं धर्मसंरक्षनाय च ॥ १४

The planets, the stars and the moon combined to make the moment most auspicious and benedictory. On seeing the father wonder-struck, God, said, "In the Dwapara yuga you were my parents who were called Basudev and Devaki. I am born again as your son to purge mankind of their sin and to restore faith in religion. ॥ 11 to 14 ॥

বঙ্গানুবাদ—

সেই সময়ে গ্রহসকল কাল লগ্ন বারতিথি যোগ ও নক্ষত্রাদি সকলই অনুকূল হইয়াছিল। ১১

তৎপরে পিতা ক্ষুদিরামকে সেইরূপভাবে বিস্মিত হইতে দেখিয়া ভগবান বলিয়াছিলেন। দ্বাপর যুগে আপনারাই আমার জন্ম সময়ে পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। আপনাদের স্মরণার্থে আমি পুনর্বার কলিযুগের জীব সমূহের উদ্ধারার্থে এবং সনাতন ভগবদ্ধর্ম রক্ষার্থে পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশিত হইলাম। ১২।১৩।১৪

इत्य मुक्त्वा स भगवा ंस्तुष्णीमासीत् स्वमायया ।
पश्यतो स्तत्क्षणात् पित्रो र्बभूव प्राकृतः शिशुः ॥ १५

आदिलीला २यः अ.।

किन्तु दृग्गोचरत्वागाच्छिशौ स्तौ पितरौ तदा।
हा हेति संरुवन्तौ तौ हतचित्तौ बभूवतु ॥ १६

निखिलजन मरण्यो लोकदु खापहारी
न भवति खलु वासो लोकवन्मेऽत्र सत्यं।
निजभवन विशून्यं कारयित्वा विरास
इति गिरिग्र मरोरा-लहति स्रोचकार ॥ १७
चुल्लिकाभ्यन्तराद्धन्या धात्रा स सुवहिष्कृतः।
विभूत्या लिप्तसर्व्वाङ्गं बालकं ह्रदिसंस्थितम् ॥ १८

On saying this, God ceased to speak and turned into an ordinary human child before the eyes of his parents Next moment even the child could not be seen and the parents burst into tears At last the attending nurse brought the child out of an oven, with its body all covered with ashes. ॥ 15 to 18 ॥

বঙ্গানুবাদ—

এইরূপ বলিয়া সেই ভগবান তূষ্ণীভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পিতা মাতা উভয়ের সাক্ষাতে দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবী শক্তি প্রভাবে সদ্যোজাত শিশু মূর্ত্তি হইয়াছিলেন। ১৫

কিন্তু হঠাৎ পুত্রটি অদৃশ্য হইলে পিতামাতা হাহাকার শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিতের মত হইলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জনগণের একমাত্র স্মরণীয় শোক দুঃখ বিনাশকারী ভগবান সাধারণ ব্যক্তির মত আমার মর্ত্যধামে থাকা অসম্ভব এই জন্য তিনি চুল্লিকা মধ্যে অর্থাৎ রাঁধিবার উননের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভস্মলিপ্ত বিগ্রহ ধারণ করিলেন। ১৭

আদিলীলা ২য়: অ:।

সেই সময় ধাত্রী মাতা ধনী উনোন হইতে ভগবানকে বহির্গত করিয়া ভস্মলিপ্ত সর্ব্বাঙ্গ বালককে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক। ১৮

ধৃত্বা তৌ দর্শয়ামাস ধনী ধাত্রী মহাধনম্।
এবং স্বাবির্ভাবকালে ন্যাসিনাং পরমাগতিঃ॥ ১৯
লীলাতনুঃ স ভগবান্ ত্যাগলীলা মদর্শয়ৎ।
ততঃ শিশোর্জাতকর্ম্ম চকার কর্ম্ম বিৎ পিতা॥ ২০
গয়ায়াঃ স্বপ্নবৃত্তান্তং ক্ষুদিরামোঽপি সংস্মরন্।
গদাধরেতি তন্নামকৃতবান বালকস্য হি॥ ২১
যদা গদাধরো জাত স্তদ্দিনাবধি সৌ গৃহং।
ধনধান্যৈন সম্পূর্ণং লক্ষিতং সুবিশেষতঃ॥ ২২

Thus even at the time of His birth His appearance in a body smeared with ashes signified His *renunciation* and *aloofness from all earthly things*. Khudiram then performed the birth ceremony of the child and named it Gadadhar in recollection of the dream in Gaya. From the day Gadadhar was born, the family of Khudiram began to grow rich and prosperous. *19 to 22*

বঙ্গানুবাদ :—

মহাধন অর্থাৎ লক্ষ্মী পতি ভগবানকে পিতা ক্ষুদিরাম ও মাতা চন্দ্রাদেবীকে দেখাইয়াছিলেন এইরূপভাবে সর্ব্বস্বত্যাগী ভক্তগণের একমাত্র গতি ভগবান নিজের আবির্ভাব সময়ে ত্যাগলীলা দেখাইয়াছিলেন। ১৯

আদিলীলা ২য়: অ: ।

তৎপরে পিতা ক্ষুদিরাম পুত্রের যথাশাস্ত্র জাতকর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং গয়া ক্ষেত্রের স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বালকের নাম গদাধর বলিয়া নাম করণ করিয়া ছিলেন। ২০।২১

আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যেদিন হইতে গদাধর জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেইদিন হইতে আমাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ২২

मन्ये गदाधरः साक्षात् कृपयास्मद् गृहागतः ।
इत्थं पितुः सकाशे सोऽवदद्राम कुमारकः ॥ २३
श्रुत्वैवं क्षुदिरामस्तु पुत्रं प्रोवाच तत्क्षणात् ।
नैतत् परस्मा आख्येयं तेनाभद्रं भविष्यति ॥ २४
बालस्य तल्पपार्श्वेकं सुदीर्घपुरुषं क्वचित् ।
दृष्टातार स्वरैर्युक्ता चन्द्रा भीति समाकुला ॥ २५
गृहाद्बहिर्विनिष्क्रान्ता स्वामिनं समवदत् सती ।
पत्न्याग्रह गृहं गत्वा शय्यायां केवलं सुतम् ॥ २६

Ramkumar also realised that Lord Gadadhar Himself had appeard in their house. Khudiram however, advised him not to reveal the matter to any body else, as some mischief might come out of it. Once Chandra Devi got frightened at the sight of a very tall person by the side of the bed of the child. She called in her husband who found none but the child. 23 to 26

আমাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপ ভাবে ক্ষুদিরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম কুমার পিতার নিকটে বলিয়াছিলেন ॥ ২৩

ক্ষুদিরাম রাম কুমারের এইরূপ কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন এই সকল কথা অন্যের নিকটে প্রকাশ করিওনা ইহাতে আমাদের ভাল হইবেনা ॥ ২৪

কোন সময়ে বালকের শয্যা মধ্যে একটি সুদীর্ঘ পুরুষ দেখিয়া ভয় পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গৃহের বহির্ভাগে স্বামীকে বলিয়াছিলেন ক্ষুদিরাম শ্রবণ মাত্রে গৃহমধ্যে যাইয়া কেবল মাত্র পুত্রকে শয্যাতে নিদ্রিত দেখিয়া পত্নীকে বলিয়াছিলেন কিছু মাত্র ভয় নাই। ২৫।২৬

निद्रितं वीक्ष्य तामाह भयं किञ्चिन्न विद्यते।
एवमद्भुत दृश्यं हि नित्यश्चात्र न नूतनम्॥ २७
अप्रकाश्यमिदं देवि देवगुह्यं सुसंस्तम्।
भयं मा कुरु देवि त्वं यद्भवं द्दश्यते मया॥ २६
तथापि माता पुत्रस्य प्रेतागमन शङ्कया।
शीघ्र मानय भो स्वामिन् गुनिनं भूत-घातकं॥ २८
इति गिरा मधुरयो वाच देवीं द्विजोत्तमः।
दग्धधाम कथं देवि भूत-शङ्का प्रवर्त्तते॥ ३०

Khudirm said to his wife, "Don't fear. I have been seeing such things often and on." But his wife feared that their house must have been hunted by ghosts At this Khudiram said, "How can you be afraid of ghosts ?" 27 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

হে দেবি একথা প্রকাশ করা উচিত নয় কারণ শাস্ত্রে দেখা

আদিলীলা ২য়: অ: ।

যায় দেবতাদিগের বিষয় সর্ব্বতো ভাবে গোপনীয়। অতএব তুমি ভয় করিও না এরূপ আশ্চর্য্য আমার গৃহে নিত্যই হয়। ইহা নূতন নয় আমি প্রায়ই এরূপ দেখি।২৭।২৮

ক্ষুদিরাম এই রূপ বলিলেও চন্দ্রাদেবী পুত্রের প্রেতাবেশ আশঙ্কা করিয়া বলিয়াছিলেন হে স্বামিন শীঘ্রই আপনি ভূত ঘাতক-গুনী বা রোজা আসুন ॥ ২৯

তখন ক্ষুদিরাম মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া চন্দ্রাদেবীকে বলিয়াছিলেন হে দেবি আমাদের গৃহে ভূতের আশঙ্কা কি কখনও হইতে পারে।৩০

यन्नाम स्मरणात् सर्व्वे भूत-प्रेत पिशाचकाः ।
विद्रवन्ति भयार्त्ताश्च विष्णुपक्षै रिवासुराः ॥ ३१

मृत्योरप्यन्तकोयत्र साक्षाद्रघुवरः प्रभुः ।
तदङ्घ्रि कमलं देवि सर्व्वापद्विनिवारकम् ॥ ३२

रघुवीरस्य सेवैव सर्व्वशान्ति फलप्रदः ।
अन्यस्मै न समाख्येयं भ्रमादापि कथञ्चन ॥ ३३

इत्युवाच पतिः पत्नीं सान्त्वयित्वा द्विजोत्तमः ।
ततः कालो गतस्तत्र पञ्चमासात्मकं शुभं ॥ ३४

"So long Raghubir is in our house, no ghosts or evil spirits can hunt our house, since the name of Raghubir is sufficient to avert all evils." Thus he consoled his wife. Thereafter five months passed peacefully. 31 to 34

বঙ্গানুবাদ :—

বিষ্ণুপক্ষ দেবতাগণ দ্বারা অসুর পক্ষ যেমন নিত্য পরাজিত তদ্রূপ যে ভগবানের নাম স্মরণ মাত্রে ভূত প্রেত ও পিশাচাদি ভয়ে পীড়িত হইয়া দ্রুত বেগে অন্যত্র পলায়ন করে। ৩১

যমেরও যম সাক্ষাৎ রঘুবীর যে স্থানে অবস্থান করেন সেই স্থানে ভয়? হে দেবি, রঘুবীরের পাদপদ্মই যাবদীয় বিপদ বিনাশক।৩২

এবং রঘুবীরের সেবাই সর্ব্ব প্রকার শান্তি দান করেন। এ সকল বিষয় অন্য কাহাকেও ভ্রমে ও বলিও না। ৩৩

ক্ষুদিরাম চন্দ্রাদেবীকে এই রূপ ভাবে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়াছিলেন। তৎপরে সপ্তম মাস পর্য্যন্ত এই ভাবে আনন্দের সহিত অতিবাহিত হইয়াছিল ॥ ৩৪

षाण्मासिकस्य बालस्य रिङ्गन मत्यलौकिकम् ।
अकस्मादुदितयासीद यस्य तस्य गृहाङ्गने ॥ ३५
कलभाषण पूर्व्वन्तु हस्तमुत्तोल्य संस्थित: ।
अद्भुतागमन तस्य दृष्ट्वा नारी सुविस्मिता ॥ ३६
यादमित क्रोशवाट' लङ्घयित्वा गतः कथ' ।
बालक' क्रोड़ मारोप्य चुम्बनादि सुतोषित' ॥ ३७
सुमिष्ट लड्डुक' दत्वा चन्द्राया गृहमागता ।
कर्म्मान्तरे नियुक्ता सा बालस्यै दृक्दिवां गति' ॥ ३८

When the child was only six month old, he crawled a distance of half a mile. A lady was surprised to see the child all alone. She

took the child to Chandra Devi who could not keep a watch on the child due to household work. 35 to 38

বঙ্গানুবাদ :—

ছয়মাসের বালক গদাধরের হামাগুড়ি দিয়া যেখানে সেখানে যাওয়া অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল। অর্থাৎ যার তার ঘরের উঠানে যাইয়া অস্ফুট মধুর ধ্বনি সহকারে একটি হস্ত ভূমিতে রাখিয়া অন্য হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক সেই বাড়ীর স্ত্রীলোকের মুখের দিকে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক উর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া থাকিত। সেই বালকের আশ্চর্য্য আগমন দেখিয়া অর্থাৎ প্রায় এক পোয়া পথ লঙ্ঘন করিয়া কি প্রকারে আমাদের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল এই রূপে বিস্মিতা নারী বালকটিকে নিজ ক্রোড়ে উত্তোলন পূর্ব্বক চুম্বনাদি দ্বারা, সন্তুষ্ট করতঃ সুমধুর লড্ডুকাদি খাওয়াইয়া চন্দ্রাদেবীর গৃহে যাইয়া ছিলেন।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮

स्नातुं न शक्ता श्रुत्वैवाश्चर्य्य युक्ता तदाभवत् ।
तयोक्तं वन्धनं कृत्वा सुतं रक्ष गृहे तव ॥ ३८

तद्गतिर्नीयकत्वाच्च वन्धनेऽपि कृते शिशो ।
न चाल्लनं यद्दियस्य तस्य किं वन्धनं भवेत् ।
प्रागाविर्भावित स्तस्य सर्व्वालौकिक भावतः ।
पुत्रं प्रति सदा पित्रोर्भगवद्भाव दर्शनात् ॥ ४१
गदाधर स्यातिशिशोर्घनानन्द स्वरूपतः ।
तद् ग्रामवासि लोकानां सदा प्रियतरोऽभवत् ॥ ४२

Chandra Devi was very much astonished to know this from the lady who advised her

to keep the child tied in her house. Due to divine indications prior to the birth of the child and divine joyousness of the child, he became an object of great endearment of the pople of the locality. 39 to 42

বঙ্গানুবাদ—

অন্য গৃহ কর্ম্মে ব্যস্তা চন্দ্রাদেবী সেই স্ত্রীলোকটির মুখে পুত্রের কথা শুনিয়াই বালকের এই রূপ আশ্চর্য্য ভাবে অন্যত্র গমন কি রূপে সম্ভব হয় তাহা জানিতে না পারিয়া চন্দ্রাদেবী অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

পরে সেই স্ত্রীলোকটি বলিয়াছিলেন তোমার ছেলেটিকে ঘরের মধ্যে বন্ধন করিয়া রাখ।৩৯

যে ভগবানের বাহ্য বা অভ্যন্তর বলিয়া কিছু নাই বা সর্ব্ব ব্যাপক বহু অপরিচ্ছিন্ন তাঁহার বন্ধন দ্বারা কি গতিরোধ করা যায়।৪০

গদাধরের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে অলৌকিক ভাবের প্রকাশ বশতঃ পিতামাতার সর্ব্বদা ভগবদ্ভাব দর্শন জন্য এবং শিশু গদাধরের আনন্দ ঘন বিগ্রহ বশতঃ বালক গদাধর কামার পুকুর নিবাসী জন গণের অত্যন্ত প্রিয়তম হইয়াছিলেন।৪১।৪২

অপরাহ্ণে গ্রামবাসি নরনারী সমাগমাৎ।
তীর্থতুল্যং গৃহঞ্চাভূদ্রঘুবীর প্রসাদতঃ॥ ৪৩
পুত্রস্যান্নপ্রাশনার্থং ক্ষুদিরামস্য ধীমতঃ।
চিন্তা সুমহতী জাতা গ্রামস্যামন্ত্রণায় বৈ॥ ৪৪

अदिल्लोला रयः अः ।

ग्राम्याणां भोज्यदानार्थं तादृगर्थो न विद्यते ।
प्रार्थना पुरण तेषां रघुवीर कुरुष्व भोः ॥ ४५

एवं चिन्तयत स्तस्य बन्धु प्रवर आगतः ।
प्रेरितो रघुवीरेण भक्ताभिष्ट प्रपूरणात् ॥ ४६

Every evening the villagers used to crowd the premises of the house of Khudiram as pilgrims in a holy place. Khudiram was to perfrom the rice giving ceremony of the child, accompanied with a feast in which a very large number of people was to be invited. It would cost him a lot of money. He prayed to Raghubir for the fulfilment of his desire. To meet the requirement a friend of Khudiram's called at his house. 43 to 46

বঙ্গানুবাদ :—

প্রতিদিন অপরাহ্নে গ্রামবাসী নরনারী সকলের সমাগম জন্য ভগবান রঘুবীরের অনুগ্রহে ক্ষুদিরামের গৃহ একটি মুক্তি ক্ষেত্র তীর্থ তুল্য হইয়াছিল ।৪৩

ক্ষুদিরাম গদাধরের ছয় মাসে অন্নপ্রাশন দিবার জন্য এবং তদুপলক্ষ্যে গ্রামবাসি জনগণের নিমন্ত্রণ জন্য বিশেষ ভাবে চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন ।৪৪

অসম্ভব অতএব হে রঘুবীর আপনিই তাঁহাদের প্রার্থনা-পূরণ করুণ।৪৫

ভক্তবাঞ্ছা পূরণার্থে ভগবান রঘুবীরের দ্বারা প্রেরিত এইরূপ ভাবে চিন্তাযুক্ত ক্ষুদিরামের নিকটে তাঁহার পরম বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।৪৬

লাহাবংশাবতংসঃ স ধর্ম্মদাসাভিধো মহান্।
সর্ব্বত্র সদনুষ্ঠানে সহায় স্যাদিধার্ম্মিকঃ॥ ৪৭

রাজতুল্যঃ সুবিখ্যাতো দেবব্রাহ্মণসেবকঃ।
গুণগ্রাহী গুণী মানী ধনী সর্ব্বজনাদৃতঃ॥ ৪৮

শ্রুত্বা বন্ধু সুতস্যান্ন প্রাশনং সত্বরং ভবেৎ।
ভোজ্যাদ্যং গ্রাম বাস্তব্য জনানাং প্রার্থনা মপি॥ ৪৯

জ্ঞাত্বা পুন র্গৃহং গত্বা দ্রব্য সম্ভারজং বহু।
স্বহস্তৈব গৃহে বন্ধোযংস্তেষু সমার্পয়ৎ॥ ৫০

He was Dharmadas Laha, famous for his riches as well as piety. On learning the ceremony to be performed very soon, he returned home and again went back to Khudiram's house with large quantities of things required on the occasion. He placed them at the feet of Khudiram. 47 to 50

বঙ্গানুবাদ :—

এই বন্ধুটি লাহা বংশের রত্ন স্বরূপ ইহার নাম ধর্ম্মদাস ইনি সর্ব্বত্র সদনুষ্ঠানে সাহায্য করেন অতি ধার্ম্মিক। ৪৭

আদিলীলা ২য়: অ:।

এবং ইনি রাজাদের মত প্রতাপশালী ও বিখ্যাত দেবতা এবং ব্রাহ্মণ গণের ভক্ত গুণ গ্রাহী গুণবান মান্যবান ধনবান ও সাধারণ জন গণের দ্বারা আদরনীয়। ৪৮

ধর্ম্মদাসবাবু ক্ষুদিরামের পুত্রের ২।১ দিনের মধ্যেই অন্নপ্রাশন হইবে এবং তদুপলক্ষ্যে গ্রামবাসি জন সাধারণের ভোজনাদি ব্যাপার এই সকল বৃত্তান্ত ক্ষুদিরামের নিকট অবগত হইয়া পুনর্ব্বার নিজগৃহে আগমন পূর্ব্বক নানাবিধ দ্রব্য সম্ভার বন্ধুত্ব-ভাবে ক্ষুদিরামের গৃহে আনিয়া ক্ষুদিরামের নিকটে সমর্পন করিয়াছিলেন। ৪৯।৫০

অযাচিতা হ্নত্তং যাহ্যং দ্রব্যং শাস্ত্রপ্রমাণতঃ।
অনন্নাদ্রব্য সম্ভারো গৃহীত স্তেন সাদরং ॥ ৫১
কুলাচারবশাৎ পিত্রা তদ্দিনে বালকস্য চ।
শ্রীমদ্গদাধর ইতি প্রদত্তং পূর্ব্বং নাম চ ॥ ৫২
অধিবাসাদিকং কৃত্বা পিতৃদেবার্চ্চনাদিকং।
সমাপ্য বিধিবদ্ বিপ্রো রঘুবীরং সমার্চ্চয়ৎ ॥ ৫৩
তদ্দিনে রঘুবীরস্য পূজাদ্রব্যং বিশেষতঃ।
নানা ব্যঞ্জন সংযুক্তং সুপান্নং পায়সান্বিতং ॥

As, such offerings were acceptable according to religious codes, Khudiram gladly accepted them. According to the prevailing usages all the rites were performed and Raghubir was also worshipped and offerd well cooked rice with various dishes. 51 to 54

বঙ্গানুবাদ :—

যে কোনও জাতি যদি স্বেচ্ছায় উত্তম বর্ণের গৃহে ভোজ্য

ভোজ্য আনয়ন করে তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য এইরূপ শাস্ত্রের প্রমাণ বশতঃ ক্ষুদিরাম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ পরাঙ্মুখ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হইলেও সেই সকল দ্রব্য সম্ভার বন্ধু ধর্ম্মদাসের নিকট হইতে সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫১

পুত্র গদাধরের অন্নপ্রাশনের দিনে ক্ষুদিরাম কুলাচার বশতঃ অধিবাসাদিনান্দীমুখ কার্য্য সমাধা করিয়া নাম করণ অর্থাৎ পূর্ব্ব প্রদত্ত গদাধর এই নাম করণ করিয়া অন্নপ্রাশনের হোমাদি কার্য্যান্তে রঘুবীরের অর্চ্চনা বিশেষ ভাবে সমাপন পূর্ব্বক ভোগদ্রব্য নানাবিধ ব্যঞ্জনাদিসংযুক্ত সুপান্ন পায়সাদি। ৫২।৫৩।৫৪

निवेद्य रघुवीराय तत् प्रसादेन स द्विज: ।
पुत्रस्यान्नाशनं दत्वा मोदमान: स्वबन्धु-भि: ॥ ५५
दत्वा बन्धोर्धन्यवाद' पुत्र-पत्नी युतश्च तं ।
प्रसाद' प्रापयामास स्वकुटुम्ब' तथा द्विज: ॥ ५६
अहर्निशं भोजनञ्च सवपरग्रामवासिनां ।
समाप्य कृत कृत्योऽभू द्ब्राह्मण: सह भार्य्यक: ॥ ५७
सरस्वत्युदिता ह्यासीदस्य प्राग्नत: परम् ।
कृतं वाक्योच्चारणन्तु मातृक्रोड़स्थितेन वै ॥ ५८

The child was fed with the offered rice of Raghubir. All the friends and relatives, the villagers and guests were well fed and entertained. Shortly after this ceremony the child, now named Gadadhar, started speaking. 55 to 58

বঙ্গানুবাদ :—

গোধূম চূর্ণ পিষ্টক ও মিষ্টান্নাদি রঘুবীরকে নিবেদন করিয়া

আদিলীলা ২য়: অঃ

প্রসাদীয় অন্নদ্বারা বালক গদাধরের অন্নপ্রাশন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ক্ষুদিরাম আত্মীয় ও স্বজাতি ব্রাহ্মণ বর্গের সহিত স্বয়ং ভোজন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৫৫

তৎপরে ক্ষুদিরাম অত্যুচ্চহৃদয় পরম বন্ধু ধর্ম্মদাস মহাত্মাকে সর্ব্বসমক্ষে বহুতর ধন্যবাদ প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করিয়া ধর্ম্মদাস বাবুকে কুটুম্ব বর্গ ও তাঁহার পুত্রকন্যাদির সহিত পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। ৫৬

এইরূপ ভাবে স্বগ্রামবাসী ও ভিন্নগ্রাম বাসী জন সাধারণকে দিবারাত্র ভোজন করাইয়া পত্নী চন্দ্রাদেবীর সহিত ক্ষুদিরাম লোক সমাজে ধন্য হইয়াছিলেন। ৫৭

অন্নপ্রাশনের পরই গদাধরের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। মাতার কোলে অবস্থান করিয়া গদাধর নানাকথা বলিতেন। ৫৮

देवदेवो स्तव ध्यान नमस्कारादिकञ्च यत् ।
पठितं मातृदेव्या तत् पठितं बालकेन तु ॥ ५९

द्विवर्षाभ्यन्तरे तु पुराणाख्यान मुत्तमं ।
श्रुतिमात्रेण चाभ्यस्तं मातृज्ञाति-गणेन च ॥ ६०

अङ्क संख्यादि शास्त्रादेरभ्यासं विषयञ्जही ।
कदापि न शृणोत्येव ग्राम्यवार्तां गदाधरः ॥ ६१

चतुःपञ्चवर्षमित गदाधर सुजातदा ।
देव भाषायुतं स्तोत्रं श्रुत्वा सर्वे सुविस्मिताः ॥ ६२

Gadadhar could recite the hymns which his mother used to read out. At the age of two

to three yers he could commit to memory the stories of mythology at first hearing. He however, avoided arithmetic and local news. At the age of four to five years he could recite Sanskrit hymns and thereby commanded admiration of all. 59 to 62

বঙ্গানুবাদ :—

মাতা চন্দ্রাদেবী যে সকল দেব দেবীর ধ্যান স্তব এবং নমস্কারাদি পাঠ করিতেন বালক গদাধরও তৎক্ষণাৎ সেই সকল পাঠ করিতেন। ৫৯

গদাধর দুইতিন বৎসর বয়ক্রমে উত্তম পৌরাণিক বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রে আগ্রহাতিশয্যে স্বায়ত্ত করিয়া লইতেন। গদাধর কড়া গণ্ডা প্রভৃতি অঙ্ক শাস্ত্রের অভ্যাস কে বিষবৎত্যাগ করিতেন। এবং গ্রাম্য বার্ত্তা কখনও শুনিতেন না। ৬০।৬১

চার পাঁচ বৎসরের গদাধরের মুখ হইতে দেব ভাষায় দেব দেবীর স্তব ও স্তোত্রদি শ্রবণ করিয়া কামার পুকুর নিবাসী জনগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইতেন। ৬২

ततः पञ्चम वर्षे च बालस्य विधिवद्द्विजः ।
विद्यारम्भं कारयित्वा पाठागारे समार्पयत् ॥ ६३

तत्र तुल्यवयोपेतान् बालकान् प्राप्य बालकः ।
विद्यार्थिनः प्रियकरो य माधुर्य्य गुण तोषितः ॥ ६४

लीला प्रेमा सत्यनिष्ठा दयातुर जनेषु च ।
समता सर्व्वभूतेषु गुणाः पञ्च गदाधरे ॥ ६५

আদিলীলা ২য়: অ: ।

অস্তি ভাতি প্রিয়নাম্ন স্বরূপং শ্রীগদাধরঃ ।
নির্ভীকঃ সাহসী সত্যবাদী ধর্মরতঃ শুচিঃ ॥ ৬৬

At the age of five he was initiated to study and sent to pathshala. By his sweet conduct he could please all the boys and teachers. The best of virtues began to find expression in him. He became uncommonly prominent for his piety, truth fulness and kindness. 63 to 66

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে ক্ষুদিরাম গদাধরের পঞ্চম বর্ষ বয়সে বিদ্যারম্ভ করাইয়া পাঠশালায় প্রবেশ করাইয়াছিলেন। ৬৩

পাঠশালায় সমবয়স্ক বালকগণকে পাইয়া এবং বয়োধিক শিক্ষক ও ছাত্র-বৃন্দকে গদাধর স্বকীয় মাধুর্য্য গুণে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ৬৪

অস্তি ভাতি প্রিয় স্বরূপ গদাধরের লীলা, প্রেম, সত্যনিষ্ঠা, আতুর জনে দয়া ও সর্ব্ব জীবে সমবুদ্ধি এই পাঁচটি গুণ সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত। ৬৫

এবং শ্রীযুক্তগদাধর সাহসী নির্ভীক সত্যবাদী ধার্মিক ও পবিত্র ছিলেন। ৬৬

ন বিমাতৃ গুণা হ্যস্য যতো ব্রহ্মবিদাদয়ঃ ।
পরেষা-মুপকারার্থং স্বপ্রাণানপি যচ্ছতি ॥ ৬৭

ভাবাবিষ্টঃ সুকুমার এবং বদতি সন্ততম্ ॥
নাহং কুমারঃ পৌগণ্ডো ন কিশোরো যুবাপি বা ॥ ৬৮

আদিলীলা ২য়: অ: ।
সর্ব্বথা সুসমর্থোঽস্মি সর্ব্বং কর্ত্তুমসংশয়ম্ ।
দুঃখ হর্ষভয়ক্রোধ লোভ মোহমদাদয়ঃ ॥ ৬৯

অজ্ঞানলিঙ্গান্যেতানি কুতঃ সন্তি চিদাত্মনি ।
জ্ঞানানন্দস্বরূপোঽহং সর্ব্বং জানামি সন্ততম্ ॥ ৭০

Even Bramha and Shiva cannot describe his virtues. He would offer his own life for the benefit of others. In his divine mood he would give out that he was neither a child nor a boy nor a man but an embodiment of joy and knowledge, and that he was capable of knowing and doing everything. 67 to 70

বঙ্গানুবাদ :—

গদাধরের গুণ সকলের সংখ্যা করিতে শিব ব্রহ্মাদি ও সমর্থ হইতেন না। গদাধর পরোপকারার্থে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারিতেন। ৬৭

সেই পঞ্চম বর্ষীয় গদাধর মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেন আমি কুমার পৌগণ্ড কিশোর বা যুবা নয় আমি সর্ব্বদা সকলকার্য সম্পাদন করিতে সুসমর্থ। অভাবজনিত দুঃখ বৈষয়িক আনন্দ ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ গর্ব্ব ও মাৎ সর্য্যাদি ভাব অজ্ঞানের চিহ্ন। এইসকল বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আমাতে থাকা কি সম্ভব হয়। আমি জ্ঞানানন্দ স্বরূপ ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। অতএব আমি সর্ব্বদা সমস্ত বিষয় অবগত আছি। ৬৮। ৬৯। ৭০

आदिलीला २यः अः।

तद्ग्राम सन्निधा यस्ति काचिदुद्यान वाटिका।
तत्र प्रेतनिवासाद्धि नैकाल: कोऽपि गच्छति॥ ৭১

तत्र गदाधरः क्रीड़ां करोति बन्धुभिः सह।
रात्रौ वयेकाको याति भूतदर्शन हेतवे॥ ৭২

पितृस्वस्त्ररमादेव्या शीतलाविशत स्तदा।
दृष्ट्वा तद्विकृतावस्थां प्रार्थना मकरोच्च सः॥ ৭৩

मम मूर्ध्नि, हि सा माता शीतला प्रविशेद् यदि।
तदा पूर्णसुखी भूत्वा नृत्यामि च पुनः पुनः॥ ৭৪

There was a garden near the village. It was a general belief in the locality that it was haunted by ghosts, and hence none would dare to go into it. Gadadhar with his friends used to play games in that garden and sometimes used to go there without any companion to see ghosts at night. On seeing the unbalanced condition of his aunt, Rama Devi, possessed by the Goddess, Sitala, he would say that he would dance in joy if the goddess entered his head. 71 to 74

বঙ্গানুবাদ—

সেই কামার পুকুরের প্রান্তভাগে একটি বাগানবাটি আছে সেখানে ভূতের বাসস্থান বলিয়া কেহ কখনও যায় নাই। সেই বাগানে বন্ধু গণের সহিত গদাধর খেলা ধুলা করিতেন। এবং রাত্রি

কালে ভূত দেখিবার জন্য গদাধর একাই সেই বাগানে যাইতেন। ৭১।৭২

সেই সময়ে গদাধরের পিসিমাতা রমাদেবীর হৃদয়ে শীতলা দেবীর আবেশ বশতঃ তাঁহার বিকৃতাবস্থা দেখিয়া গদাধর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যদি মা শীতলা আমার মস্তকে প্রবিষ্টা হন তাহা হইলে আমি পূর্ণসুখী হইয়া পরমানন্দে নৃত্য করিব। ৭৩।৭৪।

एवं बहुविधं तस्य साहसं परिलक्षितम् ।
ग्रामवासिभि रत्यन्तं तथा स्वजन बान्धवैः ॥ ७५

बृहद्विद्यालयस्तत्र भूस्वामिनो गृहान्तिके ।
पाठार्थं मासोद्बालानां बहुशतेन विभूषितः ॥ ७६

एकदा पाठशालाया मागतो राजपुरुषः ।
छात्राणां सुपरीक्षार्थं दातुञ्च पारितोषिकम् ॥ ७७

गुरुशिष्यादय स्तत्र लोकसंख्याः सहस्रशः ।
नानाग्रामागता श्छात्राः परीक्षादान हेतवे ॥ ७८

Such were the instances of his courage witnessed by all his friends, relatives and others There was a large school close to the house of the Zeminder. Once the Inspector of schools came there to examine the boys and also to award rewards. All the teachers, students and visitors gathered there. 75 to 78

বঙ্গানুবাদ :—

কামার পুকুর নিবাসী সাধারণ জনগণ এবং আত্মীয় স্বজন

গদাধরের এই নানা প্রকার ভাবে অত্যন্ত সাহসের বিষয় পরিদর্শন করিতেন। ৭৫

কামার পুকুরের বিশিষ্ট জমিদার বাবুদের প্রায় গৃহ সংলগ্ন স্থানে বালকদিগের শিক্ষার জন্য বহুতর কাষ্ঠাসন অর্থাৎ চেয়ার বেঞ্চি যুক্ত একটি বৃহৎ বিদ্যালয় বা পাঠশালা ছিল। কোনও একদিন সেই বিদ্যালয়ে ছাত্রবর্গের পরীক্ষাপূর্ব্বক পারিতোষিক দিবার জন্য রাজ পুরুষ বা স্কুল ইনিস্পেক্টর আসিয়াছিলেন। এবং সেই বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার জন্য বহুতর গ্রাম হইতে অসংখ্য ছাত্র তাহাদের শিক্ষক ও দর্শকাদি লোক সংখ্যা অসংখ্য হইয়াছিল। ৭৬।৭৭।৭৮

क्रम पर्य्यायत स्तेषां परीक्षा ग्रहणे कृते ।
पर्य्यायेनागतस्तत्र बालकः श्रीगदाधरः ॥ ৭৯

सराजपुरुषस्तन्तु दृष्ट्वा स्नेहपरिप्लुतः ।
सुस्निग्धं बालकं रम्यं माधुर्य्या विमर्षेन च ॥ ৮০

पप्रच्छ कथ्यतां तद्धि यदधीतं गुरौ त्वया ।
विद्याभ्यास विधौ यत्नं कुरुष्व भो गदाधर ॥ ৮১

त्वत् पिता पण्डितो मानी सोदर्य्यायावि पण्डिताः ।
सुखं नास्ति धनं नास्ति विद्याहीनजनस्य हि ॥ ৮২

The boys were being examined one after another. When Sri Gadadhar came up in his turn, the Inspector became very much charmed by his sweet appearance, and asked him to say something of what he had been taught. He also advised Gadadhar to get on with his

studies well for his father and brothers were all great scholars. and none without knowledge and learning could be happy and rich. 79 to 82

বঙ্গানুবাদ :—

পর্য্যায় ক্রমে এক একটি ছাত্রের পরীক্ষা কালে গদাধর পর্য্যায় ক্রমে উপস্থিত হইলে আকৃতি ও বিনয়ের দ্বারা সুকোমল রমণীয় গদাধরকে দেখিয়া অত্যন্ত স্নেহার্দ্র চিত্তে পরীক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন। ওহে গদাধর গুরুর নিকটে যাহা শিক্ষা করিয়াছ তাহা কিছু বল ? এবং পরম যত্নের সহিত বিদ্যাঅভ্যাস কর দেখ তোমার পিতা সর্ব্বজনাদৃত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। সহোদরগণও সুপণ্ডিত। বিদ্যাহীন ব্যক্তির সুখ বা ধন কিছুই হয় নাই। ৭৯।৮০।৮১।৮২

गदाधरेण सोऽपृष्टो निर्भयेनान्तरात्मना ।
तां शिक्षां साधु नो मन्ये भवद्भिः शिक्षिता च या ॥ ८३

विषय विपन्निसाभिर्विद्याभिः किं प्रयोजनम् ।
परवञ्चन हेतुर्य्या विद्या सर्व्वत्र गर्हिता ॥ ८४

तां शिक्षां न करिष्यामि यत्फलं कादलीफलम् ।
इह चात्मोपतापाय प्रेत्य वै नरकाय च ॥ ८५

ययैव विद्यया जीवोऽमृत मश्नाति नित्यशः ।
सैव विद्या स धर्म्मश्च सा शान्तिः सा परा गतिः ८६

At this, Gadadhar fearlessly replied what he had been taught was not worth learning.

আদিলীলা ২য়: অ:

What was the necessity of that learning which was based on worldly affairs. That learning which would lead to deceiving others was abominable, as it would result in suffering in this world and in the Hell after death. The learning that would lead to the eternal truth and peace should be covetable. 83 to 86

গদাধর রাজপুরুষের কথা শুনিয়া নির্ভয়ে বলিয়াছিলেন আপনারা যে বিদ্যাশিক্ষা করেন আমি সে শিক্ষাকে উত্তম শিক্ষা বলিয়া মনে করি নাই। ৮৩

বিষয় নিব লিপ্ত বিদ্যার প্রয়োজন নাই। কারণ আমি কি প্রকারে অন্যকে ঠকাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিব এই রূপ বিদ্যা ইহলোকে ও পরলোকে নিন্দনীয় হইয়া থাকে। ৮৪

সেরূপ বিদ্যা আমি শিক্ষা করিব না যে শিক্ষার ফল কচু আর কলা কারণ ইহলোকে প্রাণপাত পরিশ্রম। আর পরলোকে নরকে গমন। ৮৫

যে বিদ্যা দ্বারা জীবগণ নিত্য অমৃত আস্বাদন করেন সেই বিদ্যাই-বিদ্যা সেই ধর্মই ধর্ম তাহাই শান্তি এবং সেইটিই উত্তম গতি। ৮৬

वेदैरपीव मुक्तान्तु त्यागेनामृतमश्नुते ।
धनेना धमतां याति स्नेहवान् दह्यतेऽनिशं ॥ ८७
अतः स्नेहं परित्यज्य पुत्रदारगृहादिषु ।
तत्त्यागे मतिमाधत्त यदि कल्याण मिच्छथ ॥ ८८
भवद्भिर्लिख्यतां द्वारि जाम्बुनदरसेन वै ।
इयमष्टाक्षरी भाषा सा विद्या तन्मतिर्यया ॥ ८८

किमनेन बहूक्तेन सुठु जानीत पण्डिताः ।
विद्यालाभस्य मूलं हि भगवच्चरणार्च्चनम् ॥ ९०

"It is said in the Vedas that eternal bliss can be attained by renunciation, riches are the root of all evils and affection sets us on fire. We should, therefore, do away with our affection for family and bend our mind on renunciation, if we wish good to ourselves. Let these words be written in letters of gold, "That is real learning which turns our mind to God." Suffice it to say that learning is acquired through worship of God. ॥ 87 to 90 ॥

বঙ্গানুবাদ—

ধনের দ্বারাই মানুষের অধঃপতন হয় ত্যাগের দ্বারাই অমৃত উপভুক্ত হয় বা অমৃতত্ব লাভ হয় এই কথা বেদে বলে। আসক্তিই মানুষকে দিবারাত্র তাপভোগ করায়। ৮৭

অতএব পত্নী পুত্র দেহ গেহাদিতে ভালবাসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সকলের ত্যাগে মনোনিবেশ করুন যদি নিজের মঙ্গল চাও। ৮৮

এবং আপনারা স্বর্ণাক্ষরে নিজ নিজ গৃহের দ্বারদেশে এই কাটটী অক্ষর লিখিয়া রাখুন "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" অর্থাৎ সেই বিদ্যাই বিদ্যা যে বিদ্যাদ্বারা ভগবানে মতি হয়। ৮৯

অনাঃ এরূপ বহু বিস্তর বলিবার আবশ্যক নাই। আপনারা ভালভাবে ইহাই জানুন বিদ্যালাভের মূল একমাত্র ভগবানের চরণ সেবাই। ৯০

আদিলীলা ২য়: অ: ।

श्रुत्वा वेदान्तवेद्यन्तद्वचो वाचामगोचरं ।
बाल मुखाद्विनिष्क्रान्तं किमेतन्नाव बुध्यते ॥ ৯১

किमसौ भगवान् विष्णु रुद्रोवा ज्ञानिनां वर: ।
किम्वा चतुर्म्मुखः साक्षाद् वेदस्मर्त्ता पितामहः ॥ ৯২

एवं संवदतां तेषां मध्ये साक्षाद् गदाधरः ।
स्वरूपं दर्शयामास नवदूर्व्वादल द्युति ॥ ৯৩

शङ्खचक्र गदापद्म हेमाम्बर विभूषितः ।
पादाङ्गुष्ठा द्विनिष्क्रान्ता गङ्गा हिमवतः सुता ॥ ৯৪

All were astonished to hear these deeply significant utterings from a child. Was he Lord Vishnu Himself? Or Rudra, the wisest of all gods? Or, the four faced Bramha, the grandfather of all living beings, and the preacher of the Vedas? When all were musing thus, Gadadhar showed his divine self with four hands holding conch, wheel, club and lotus, with the lustre of new grass and with the Ganges, the daughter of the Himalayas, coming out of His toe.

॥ 91 to 94 ॥

বঙ্গানুবাদ—

বালক গদাধরের মুখনিঃসৃত সাধারণ বাক্যের অতীত বেদান্ত-বেদ্য সেইরূপ কথা শুনিয়া ইহা কি ? এইরূপ বলিয়া তাঁহারা কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন ইনি কি স্বয়ং ভগবান

আদিলীলা ২য়ঃ অঃ।

নারায়ণ অথবা জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শঙ্কর কিংবা সাক্ষাৎ বেদ স্মরণকারী পিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মা। ৯১

এইরূপ বলিতেছেন সেই সকল জনসাধারণের মধ্যে নব দূর্ব্বাদল শ্যামল সাক্ষাৎ গদাধর অর্থাৎ নারায়ণ তাঁহার স্বরূপ দেখইয়াছিলেন। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বিভূষিত চতুর্ভূজ এবং হিমালয়ের কন্যা গঙ্গা। ৯২

नूपुरौ विमलौ भान्तौ सशब्दौ चरणाब्जयोः।
चन्दन तुलसीगन्धं कोटि चन्द्र नखद्युतिं ॥ ९५

दृष्ट्वैव भगवद्रूपं परमानन्द निर्वृताः।
प्रणम्य भक्तिभावेन तुष्टुवुस्तं जना मुदा ॥ ९६

देव देव जगन्नाथ पुराण पुरुषोत्तम।
त्रातुं घोरान् कलेर्जीवानवतीर्णोऽसि मायया ॥ ९७

मादृशैर्ज्ञानभक्तिभ्यां विहिनैः पुरुषाधमैः।
यत् प्रत्यक्षो कृतं रूपं त्वत् कृपैव हि केवलम् ॥ ९८

On seeing the appearance of the Divinity, all prayed for His grace and felt glad to have been blessed by Him. ॥ 95 to 98 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে নির্গতা চরণদ্বয়ে সশব্দে নূপুর শোভিত সচন্দন তুলসীযুক্ত নখকান্তি কোটিচন্দ্র কান্তিসদৃশ এবম্ভূতভগবৎস্বরূপ দর্শন পূর্বক জনসমূহ পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া ভক্তিভাবে প্রণামকরতঃ তাঁহারা আনন্দে গদাধরকে স্তব করিয়াছিলেন। ৯৫।৯৬

আদিলীলা ২য়: অ: ।

হে পুরাণ পুরুষোত্তম দেবদেব জগন্নাথ এই ভয়ঙ্কর কলিকালের জীবসকলের পরিত্রাণের জন্য নারায়ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৯৭

জ্ঞান ভক্তি শূন্য পুরুষাধম আমরা আপনার যে অপূর্ব্ব রূপ প্রত্যক্ষ করিলাম তাহা কেবলমাত্র আপনার কৃপায়। ৯৮

एवं स्तुवद्भिस्तत्रस्थैः प्राग् दृष्टो यो गदाधरः ।
स एव पुरतो भाति परोचार्यो वपीन हि ॥ ९९

अपूर्व्वेयं हरेर्माया यां न जानन्ति योगिनः ।
एवमुक्त्वा ततः सर्व्वे स्वं स्वं धाम ययुर्मुदा ॥ १००

रीतिरासीत्तदानीं वै बालकानामियं ध्रुवा ।
तृण निर्म्मित पात्रेषु केचिद्वस्त्राञ्चलेषु च ॥ १०१

नीत्वा भृष्ट तण्डुलांश्च बालायानन्द संयुताः ।
ग्रामाद् ग्रामान्तरं यान्ति खादन्तः पथिमध्यतः ॥ १०२

Soon Gadadhar withdrew his divine appearance and reverted back to his human form of the child. All were puzzled with these mysterious transformations of Gadadhar and dispersed. It was the habit in those days that the children while going from one village to another, used to eat fried rice which they used to carry in an earthen pot or the skrit of their cloth. ॥ 99 to 102 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপে সেইস্থানে স্তবকারী জনগন পূর্ব্বে যে গদাধরকে

আদিলীলা ২য়: অ: ।

পরীক্ষার্থীরূপে দেখিয়াছিলেন ক্ষণমাত্রে সেই গদাধরই তাঁহাদের নিকটে পরীক্ষার্থীরূপে প্রকাশিত হইলেন। ৯৯

ভগবানের মায়া অত্যাশ্চর্য যোগিগণও যে মায়ার স্বরূপ অবগত নহেন এইরূপ বলিতে বলিতে সেই সকল লোক প্রত্যেকে নিজেকে ধন্য মনে করিয়া নিজ নিজ গৃহে যাইয়াছিলেন। ১০০

তদানীন্তন বালকগণের এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল কোন কোন বালক তৃণ নির্ম্মিত পাত্রে কেহ কেহ বা বস্ত্রাঞ্চলে মুড়ি লইয়া অতিশয় আনন্দের সহিত খাইতে খাইতে নিজ গ্রাম হইতে ভিন্ন-গ্রামে যাইত। ১০১।১০২

एकदा वामहस्तेन धृत्वा टोक्कीं मुदा युतः ।
दक्षेण पाणिना खादन् समिष्ट भृष्ट तण्डुलान् ॥ १०३

ग्रामाद्बहिः क्षेत्रमध्ये याति सम गदाधरः ।
सतीक्ष्णामुदितो मेघ शब्दस्तुरण शब्दवत् ॥ १०४

छादयित्वा महाकाशं मेघो यथा चमूपतिः ।
सौदामन्यम्बुद क्रोड़े सैन्यास्त्र ज्योतिषा समा ॥ १०५

दृष्ट्वासौ दूर्द्ध दृष्टिः स भावा वेशाद् गतस्मृतिः ।
साष्टाङ्गं श्चा विह्वलोऽयं न्यपतत् चात्र मध्य ग. ॥ १०६

When, one day, Gadadhar was going through paddy fields away from the village, he beheld a great thundering cloud coming towards him, and fell there senseless. ॥ 103 to 106 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

একদিন আনন্দচিত্তে বালকগণ টোকী অর্থাৎ তৃণ নির্ম্মিত পাত্রে

great appreciation from everybody. Once a class of beggars appeared in the locality. They had long matted hair and tall dark figures smeared with ashes. On seeing them, the women and children would run into houses with the thought that these must be demons who ate women and children. ॥ 111 to 114

বঙ্গানুবাদ :—

বা পৌরাণিক কথা শ্রবণমাত্রে অভ্যাস হইত। কেবল-মাত্র যে অভ্যাস হইত তাহা নয় সুর তাল ও লয়াদিযুক্ত সেই সকল গান সুমধুরভাবে শ্রবণ করাইয়া জনগণকে মুগ্ধ করিতেন। এবং জনগণ ও বালকের অত্যুচ্চ ভাব দেখিয়া ভুরি ভুরি প্রসংশা করিতেন। ১১২

সেই সময় নাগা নামক সন্ন্যাসীগণের কামারপুকুরে আবির্ভাব হইয়াছিল।

তাঁহাদের সুদীর্ঘ জটামণ্ডিত ভস্মলিপ্তদীর্ঘাকার ও কৃষ্ণবর্ণ দেহ-সকল দেখিয়া স্ত্রী ও বালকগণ ভীত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বলিত ইহারা স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে দেখিবামাত্র খাইয়া ফেলে। অতএব এই সকল সন্নাসী রাক্ষস এবিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

১১৩।১১৪

অজাতভয় বালস্তু তন্মধ্যে শ্রীগদাধরঃ।
মিলিত্বা স্তোত্রগীতাদি তান্ বিশ্রাব্য মুহাস্যযুক্ ॥ ১১৫

সন্ন্যাসিভির্দত্তদ্রব্যং ভগবত্যর্পিতঞ্চ যত্।
ভুক্তং তদ্ ভক্তিযুক্তেন গদাধরেণ তত্ক্ষণম্ ॥ ১১৬

आदिलीला २यः अः।

एकदा नववस्त्रञ्च छित्वा सन्न्यासिसन्निधौ।
कौपीनबन्धनं कट्यां बहिर्वासो धृतं मुदा ॥११७

भस्मना लिप्तसर्व्वाङ्गं ललाटे दीर्घपुण्ड्रकम्।
वक्षोऽक्षमालया युक्तं धृतदण्डकमण्डलुं ॥११८

The boy Gadadhar would sing songs and hymns to them without any fear. He would also partake of the eatables offered to the gods by the Sannyasis. Once he dressed himself like a Sannyasi with body smeared with ashes, clad with strips of cloth and holy marks on the forehead. He had also a stick, a Kamandalu and a garland made of holy nuts. 115। to 118।

বঙ্গানুবাদ :—

ভয়শূন্য বালক গদাধর সেই সকল সন্ন্যাসীগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবানের স্তব ও গানাদিশ্রবণ করাইয়া হাস্য পরিহাস করিতেন। ১১৫

সন্ন্যাসীগণ ভগবদুদ্দেশে যে সকল ভোগ দ্রব্য সমর্পণ করিতেন গদাধর সেইসকল প্রসাদীয় দ্রব্য ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতেন। ১১৬

একদিন গদাধর নিজ পরিধেয় নূতন বস্ত্র সন্ন্যাসী গণের নিকট ছিন্ন করিয়া কটিদেশে কৌপিন বন্ধন এবং আনন্দের সহিত বহির্বাস ধারণ করিয়াছিলেন। ১১৭

সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন ললাটে দীর্ঘপুণ্ড্র বক্ষঃস্থলে রুদ্রাক্ষ মালা ও হস্তে কমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক। ১১৮

दृष्ट्वा सुविस्मिताः सर्वे सन्न्यासी वर्यं गदाधरं।
ययप्रादिजनोदेन रचयन्तं न गदाधरम् ॥११९

आदिलीला २यः अः।

दृष्ट्वा मातार्त्तनादेन बालकं समपृच्छत ।
कथमेवम्विधो वेशः केन वा वेशितोऽधुना ॥१२०

तेन चोक्तं मुदा मातः साधुभिः सज्जितो ह्यहं ।
वेशोऽयं साधुमक्तानां सन्मार्गस्य प्रदर्शकः ॥१२१

तेन लीलातनुर्बाल्ये लीलार्थं प्रकटीकृता ।
यभूवु विविधा लीला बहूनां दृष्टिगोचराः ॥१२२

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং গদাধরস্য বাল্যলীলা বর্ণনরূপো দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

He came home in great joy. It, however, greatly pained his mother to see him in that guise. On being asked by his mother he said that he was so dressed by the Sannyasis who were devotees to God and could guide men to Truth and eternal bliss. In this way he revealed his Divine Self in various ways in his childhood.

Thus, in the Sri Sri Ramakrishna, Bhagabatam depicting the life history of Sri Sri Ramakrishna, ends the second chapter entitled, "The mysterious revelations by Gadadhar in his childhood."119-122

বঙ্গানুবাদ :—

বন্ধুবর্গ বেষ্টিত হর্ষ গদগদ চিত্তে গৃহ গমন কারী গদাধরকে দেখিয়া জনগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১১৯

মাতা চন্দ্রাদেবীও তদবস্থ বালককে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার একরূপ বেশ কেন। কে তোমাকে এরূপ বেশ করাইয়াছেন। ১২০

আনন্দের সহিত গদাধর বলিয়াছিলেন সাধুগণ আমাকে এইরূপ

ভাবে সাজাইয়াছেন। সাধুভক্তগণেরই এইরূপ বেশ। এবং সাধুগণের সৎপথই আমি অবলম্বন করিয়াছি। এইরূপে বাল্যকালে লীলার জন্য লীলাময় গদাধর বিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইভাবের বহু প্রকার লীলা তদানীন্তন বহুলোকে বহুবার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ১২১।১২২

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের পরমহংস সংহিতায় গদাধরের বাল্য লীলায় দ্বিতীয় অধ্যায় বলা হইল। ২অঃ।

আদিলীলা ৩য়: অ:।

अष्टाशीतितमे वर्षे शारदीय महोत्सवे।
गतः क्षुदिरामस्तु भागिनेय गृहं शुभम् ॥१

पीड़ितः क्षुदिरामस्तु तत्र पीड़ा व्यवर्द्धत।
सद्वैद्यौषधिशुश्रूषा पथ्यादेर्न त्रुटिः कृता ॥२

नाम्ना श्रीरामचाँदेन भागिनेयेन केनचित्।
मातुलस्यान्तिमा यात्रा मद्गेहे नात्र संशयः ॥३

मत्वैवं विनिश्चित्य कामारपुकुरात्तदा।
आनीतो मातुलसुतो ज्येष्ठो रामकुमारकः ॥४

On the occasion of Saradiya Puja Festival in the year when Khudiram attained the age of eighty years, he went to the house of his nephew. He fell ill there and his condition began to grow more and more serious in spite of every effort, and arrangements for treatment by good physicians and careful nursing. Thinking that his uncle would

surely breathe his last, his nephew. Ramachand by name, sent for his eldest son, Ramakumar, from Kamarpukur. 1 to 4

বঙ্গানুবাদ :—

শুভ শারদীয় মহোৎসব উপলক্ষে অষ্টাশীতিবর্ষ বয়সে ক্ষুদিরাম তাঁহার রাম চাঁদ নামে ভাগিনার বাড়ীতে গিয়া ছিলেন। ১

এবং সেই স্থানে ক্ষুদিরাম বিশেষ ভাবে পীড়িত হইলে পীড়ার ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইয়াছিল। ভাগিনেয় রামচাঁদ মাতুল ক্ষুদিরামের পীড়ার উপশমের জন্য উত্তম বৈদ্য ঔষধ সেবাশুশ্রূষা ও পথ্যাদির কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই। ২।৩

মাতুলের আমার গৃহে এই শেষ আগমন এইরূপ ভাবিয়া কামার পুকুর হইতে মাতুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারকে আনাইয়াছিলেন। ৪

एवं कष्टेन् गतोदेव्याः पूजनं त्रिदिनं ततम् ।
दशम्यान्तु प्रातरेव कृतं देव्या विसर्ज्जनम् ॥५

निमज्ज्याम्भसि मध्याह्ने देव्यास्तां प्रतिमां यदा ।
आगतं रामचाँदन्तु दृष्ट्वा कम्पस्वरेण च ॥६

उक्तं श्रीक्षुदिरामेन प्रतिमा किं विसर्ज्जिता ।
विसर्ज्जनं समाप्येव शेषकृत्यं कुरुस्व भो ॥७

आशीर्व्वादं प्रयच्छामि श्रीरामे मतिरस्तु ते ।
पुत्राणां यः कनिष्ठो मे तदर्थं चिन्तितोऽधुना ॥८

Thus with a sorrowful heart, Ramchand performed three days' worship of the Goddess and in the noon of the fourth day immersed the image in

the water. After the immersion ceremony when he returned home, Khudiram said to him. "Now that the image has been immersed, you shall have to perform my last rites. I bless you that you may have unflinching devotion to Shri Rama. I am now worried about my youngest son." 5 ॥ 8

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ ভাবে রামচাঁদ তিন দিন দুঃখের সহিত দুর্গাপূজা করিয়া ৺বিজয়া দশমীর দিন প্রাতঃকালে দেবীর বিসর্জনের পর সেই সর্বমঙ্গলা মৃন্ময়ী দুর্গা প্রতিমা জলমগ্ন করিয়া মধ্যাহ্নে আগত রামচাঁদকে দেখিয়া ক্ষুদিরাম কম্পিত স্বরে বলিয়া ছিলেন রামচাঁদ মা জগদম্বার প্রতিমা বিসর্জন করিলে। এইবার আমার শেষকৃত্য বিসর্জন কর ৫।৬।৭

আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি তোমার পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রে মতি হউক। উপস্থিত আমার কনিষ্ঠ পুত্রের জন্যই বিশেষ চিন্তা।৮

कुरु तस्य सुकल्याणं रघुवीर दयानिधे ।
भवतः पादयोर्नत्वा तं यामि भवदन्तिके ॥९

ज्ञात्वा शय्योत्थितं मान्तु समुत्थोत्थाति यत्नतः ।
शुभासने स्थापयित्वा कुरु पद्मासनं मम ॥१०

मत्प्रेरणात्तत्रस्थं तेन चोपविश्याति कष्टतः ।
अञ्जलिं मस्तकेबद्धा श्रीरामं ध्यातवान् द्विजः ॥११

भवभयहरमेकं भानुकोटि प्रकाशं
करधृत शरचापं कालमेघावभासम् ।

कणकरुचिरवस्त्रं रत्नवत् कुण्डलाढ्यं
कमलविशदनेत्रं जानकी राममीडे ॥१२

"Oh Raghubir, be pleased to protect him from all evils. Placing him at your feet, I leave this world. Please raise me up and make me seated in Padmasana." When it was so done, Khudiram meditated upon Sri Ramachandra with his folded hands placed on his forehead. "I pray to Sri Rama chandra, the consort of Janaki, having wide lotus like eyes, ear-ring studded with jewels, clothes emiting golden lustre, complexion of black clouds, hands holding bow and arrows and brilliance of million suns." ॥ 9 to 11 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

হে রঘুবীর তুমি আমার কনিষ্ঠ পুত্র গদাধরের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল বিধান কর। হে দয়ানিধি আপনার পাদপদ্মে আমার গদাধরকে সমর্পণ করিয়া আমি আপনার নিকটেই যাইতেছি। ॥ ৯ ॥

রামচাঁদ ; আমাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া অতি সাবধানে ধারণ পূর্ব্বক অন্য একটি পবিত্র আসনে পদ্মাসন করিয়া বসাইয়া দাও।১০

রামচাঁদ তৎক্ষণাৎ সেইরূপে মাতুলকে বসাইলে ক্ষুদিরাম বহু কষ্টে বসিয়া মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ভগবান রামচন্দ্রকে এইরূপ ভাবে ধ্যান করিয়াছিলেন। ১১

হে ভবভয় নাশক কোটি সূর্য্যতুল্য জ্যোতিঃপুঞ্জ কর ধৃত ধনুর্ব্বাণ নূতন মেঘের মত দেহ বর্ণ মনোহর স্বর্ণবস্ত্র পরিধান কারী বহু

রত্নবিশিষ্ট কুণ্ডলশোভিত মা জানকীর সহিত একাসনে উপবিষ্ট পদ্ম পলাশলোচন শ্রীরামচন্দ্রের শেষ যাত্রাকালে শরণ লইলাম। ১২

रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं ।
सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः ॥१३

एवं ध्यात्वा गद्‌गदेन स्वरेण नेत्रवारिणा ।
आर्द्रीभूतो राम नाम रघुवीरस्य मङ्गलम् ॥१४

वदन् प्रारब्धजं देहं तत्याज पाञ्चभौतिकं !
ततः शुद्धां भागवतीं सच्चिदानन्दरूपिनीं ॥१५

तनुं लब्ध्वा गतो विप्र स्तद्विष्णोः परमं पदं ।
वैकुण्ठाख्यं पूर्णब्रह्म श्रीरामः सीतया सह ॥१६

"I bow down to Rama. Lakshmana, Sita Bharat, Satrughna, Sugriba, and Hanuman." Thus meditating on Sri Rama and Raghubir, he, left this mortal world. ॥ 13 to 16 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রামলক্ষণ, সীতা, ভরত শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব ও বায়ুপুত্র হনুমানকে পুনঃ পুনর্ব্বার প্রণাম করি ॥ ১৩

এইরূপভাবে ক্ষুদিরাম শ্রীরাম চন্দ্রের ধ্যান ও প্রণামাদি করিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া গদগদ স্বরে ভগবান রামচন্দ্রের তারক ব্রহ্মনাম রাম নাম বলিতে বলিতে প্রারব্ধ কর্ম্ম জনিত এই পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভগদ্দেহ লাভ করিয়া সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় দেহে ক্ষুদিরাম বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া ছিলেন।

আদিলীলা ৪র্থ অ.

যে বৈকুণ্ঠে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত নিত্য বিরাজিত সেই স্থানে যাইয়া সীতা রামের সেবা লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে ক্ষুদিরামের অত্যুত্তম আশ্চর্যরূপে মহাপ্রয়াণ হইয়াছিল।
॥ ১৪—১৭

विराजितौ यत्र तत्र तत्सेवां प्राप्तवान् द्विज।
एवमद्भुत संयानमभूत्तस्योत्तमोत्तमं ॥१७

निशीथे शवदेहन्तु सङ्कीर्त्तन पुरःसर।
नीत्वानद्यास्तीरभूमिं मन्त्येष्टिं सुसमाप्य च ॥१८

परान्हे शोकसन्तप्त पुत्रो रामकुमारक।
स्वगेहे पुनरागम्य पितुः स्वर्गतिं सुश्रावान् ॥१८

हाहारवैः पूर्णमासीत् कामार पुकुरस्तदा।
तद् ग्रामवासिनः सर्वे शोक-संविग्नमानसाः ॥२०

His dead body accompanied with the chanting of holy names was taken to the bank of the river and his last rites were performed. Next day Ramkumar returned home and gave out the news of his father's death. The people of the village of Kamarpukur became very sad and lamented the death of Khudiram. ॥ 17 to 20 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ

ক্ষুদিরামের মৃত দেহ অর্দ্ধরাত্রে সঙ্কীর্ত্তন সহকারে নদী তীরে লইয়া যাইয়া শ্মশানক্রিয়া অর্থাৎ চিতাপিণ্ড ও দাহাদি করিয়া পর দিনে শোক সন্তপ্ত রামকুমার কামারপুকুরে পিতার স্বর্গলাভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮ ॥ ১৯

आदिलीला ३यः अः

কামার পুকুর নিবাসী জনগণ ক্ষুদিরামের মৃত্যু অবগত হইয়া শোক নিমগ্ন পূর্ব্বক স্নান আহার পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র হাহাকার রবে গ্রাম পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। ২০

वान्हद्रयुवानय स्नानाहार विवर्जिताः ।
पितुः प्रेतत्वमुक्त्यर्थं स्वर्लोकगमनाय च ॥२१

वृषोत्सर्गः कृतो रामचांदस्य सहयोगतः ।
वेदज्ञ बहुविप्राणां दानमानादिभिस्तथा ॥२२

पूजनं भोजनं तत्र कारयामास सुव्रतः ।
पितृकृत्ये सुसम्पन्ने श्रीरामकुमारोपरि ॥२३

संसारभारः पतितः कुलधर्मानुसारतः ।
तदा तन्मध्यम भ्राता श्रीरामेश्वर नामकः ॥२४

With the help of Ramachand, the Sradh ceremony was performed under guidance and supervision of many bramhins well versed in the Vedas Thereafter Sri Ramkumar had to shoulder the burden of the family. ॥ 21 to 24 ॥

आदिलीला २यः अ ।

ভ্রাতা রামকুমারের উপরই সংসার রক্ষার ভার সম্যকরূপ পড়িয়াছিল। সেই সময়ে অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক স্মৃতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শি পণ্ডিত রামেশ্বর নামে রামকুমারের মধ্যম ভ্রাতা এবং আট বৎসরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর নামে রামকুমারের ২টি ভ্রাতা ও মাতা স্ত্রী প্রভৃতি ছিলেন॥ ২১।২৭

अष्टादशवयप्राप्त स्मृतिज्योतिषपारगः ।
पितुर्वियोगसन्तप्तसप्तवर्षो गदाधरः ॥२५

प्राप्त साधारणीं किन्तु विशोकोऽस्य गदाधरः ।
विद्याभ्यासे सदास्य प्रायेण यत्नहीनता ॥२६

निर्जनप्रियता चिन्ताशीलता परिलक्षिता ।
वाणीयाने भूति ग्रासे सोऽस्मस्य सततोऽभवे ॥२७

उपविश्योर्ध्वदृष्टिः स सदाचिन्तापरोऽभवत् ।
सौनवर्षादिभिर्बाल्यो न किञ्चिदपि चालित ॥२

বঙ্গানুবাদ :—

পিতার মৃত্যুর জন্য শোকাতুর গদাধরকে সাধারণ লোক সকল শোক মুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। সেই সময় গদাধরের বিদ্যা শিক্ষায় যত্ন হীনতা নির্জন প্রিয়তা ও চিন্তা শীলতা পরিলক্ষিত হইয়া ছিল। ২৬

রাজার বাগানে ভূতির খালে মোড়লের মহা শ্মশানে বসিয়া গদাধর উর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত থাকিতেন।

শীত বর্ষা বা প্রখরতর রৌদ্র হইলেও গদাধর কিছু মাত্র বিচলিত হইতেন না। ২৭।২৮

दिवा किम्वा निशीथम्वा न जानाति गदाधरः ।
धर्म्मदासमुतो बालः श्रीगयाविष्णु नामकः ॥२८

वन्धुत्व मुभयोरासीत्ताम साहचर्यतस्तयोः ।
मासमात्रं भोज्यद्रव्यं मिष्टान्नं वा फलादिकं ॥३०

अकृत्वा वन्धुसात्त्वापि न तदास्वादनं कृतम् ।
पूर्णे तु नवमे वर्षे उपनीत्यर्थमुद्यमः ॥३१

कृतो रामकुमारेण भ्रातुर्गदाधरस्य हि ।
श्रुत्वैवं ह्योपनयनं प्रोक्ता माता प्रतिश्रुतिः ॥३२

Gadadhar had no sense of day and night. Gayavishnu, son of Dharmadas was his fast friend. Neither of them would eat anything without sharing it with the other. When Gadadhar became nine years old, Ramkumar began to make preparation for the sacred thread ceremony.

When he came to know of this he reminded his mother of his promise. 29 to 32

বঙ্গানুবাদ ঃ—

পরন্তু এইটি দিন কি রাত্রি কিছুই জ্ঞান থাকিত না। পিতৃ বন্ধু ধর্মদাসের গয়া বিষ্ণু নামে একটি নাবালক পুত্র ছিল, গদাধর ও গয়া বিষ্ণুর নামের প্রায় সমতা বশতঃ পরস্পরের সহিত পরস্পরের বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ২৯

খাদ্য দ্রব্য মিষ্টান্ন বা ফলমূলাদি পাইলে কেহ কখনও বন্ধুকে না দিয়া খাইত না। গদাধরের নবম বর্ষ পূর্ণ হইলে রামকুমার গদাধরের পৈতা বা উপনয়ন দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন ৩০/৩১

গদাধর উপনয়ন হইবে শুনিয়া ধাত্রীমাতা ধনীকে যাহা পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা মাতা চন্দ্রাদেবীকে বলিয়াছিলেন। ৩২

> या दत्ता प्रतिज्ञा च बालगदाधरेण वै ।
> धनीनाम्न्युपमाता मे भिक्षामये प्रदास्यति ॥३३
>
> नोचेदहं न ग्रहामि यज्ञसूत्र' कदाचन ।
> श्रुत्वारामकुमारस्तु दुःखितोऽभुद्विगेपत: ॥३४
>
> वेदारम्भात् परं सूर्य्यं शूद्रं साधारणस्त्रिय' ।
> दिनत्रयं न द्रष्टव्यमिति शास्त्रस्य शासनम् ॥३५
>
> शास्त्राचार परित्यागे स्वजनैर्निन्दितो भवेत् ।
> तत्कर्म्मदिन पूर्व्वाह्ने धर्म्मदासे ग्रहागते ॥३६

He said,"I will not take the sacred thread, if I am not allowed to take alms first from my midwife

named Dhani. At this Ramakumar became very sorry because after initiation to the Vedas a bramhin should not see the non-bramhins for three days, and any disregard of this rule would be condemned by all friends and relatives. When Dharmadas came up on the day previous to the day of ceremony, Ramakumar represented the matter before him for his decision. · 33 to 36

বঙ্গানুবাদ :—

ধনী নামে ধাত্রীমাতা আমার উপণয়নের সময় সর্ব্ব প্রথমে আমাকে ভিক্ষা দিবেন। ৩৩

তাহা না হইলে আমি কখনও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিব না। রামকুমার গদাধরের এইরূপ কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। ৩৪

কারণ ব্রহ্মচারী বেদারম্ভের পর শূদ্র এবং সাধারণ স্ত্রীলোককে ন্যূনকল্পে তিন দিন দেখিবেন না এইরূপই শাস্ত্রের আদেশ। ৩৫

শাস্ত্রোক্ত সদাচার না মানিলে সকলের নিকট নিন্দিত হইতে হয়। পরন্তু পাপ হয়। ৩৬

शास्त्रनुज्ये पितृभक्तो मीमांसाभारे आश्रितः।
उक्तं रामकुमारेण शूद्रकन्या धनी कथं ॥३७

भिक्षां दास्यति सर्वादौ शुभं मातृसमीपतः।
अतोऽत्र सुविधेयं यत् तदुपादिश नो बुधः ॥३८

मान्योऽसः कर्मकुशलो भवान् सर्वोऽसि धर्म्मिकः।
पृष्टोऽयं सकम्पं रामकुमारमवदत्तदा ॥३८

आदिलीला ३यः अः ।

यद्यप्यस्मिन्कुलेनास्ति शूद्रभिक्षा कदाचन ।
किन्तु ब्राह्मणपुत्रस्य बालकब्रह्मचारिणः ॥४०

Ramakumar said, "It is learnt from my mother that Dhani, a nonbramhin woman, will be the first to give alms to Gadahar. I place the matter before you for decision. At this Dharmadas said, "Even though this goes against the custom of of your family, it obtains very often elsewhere."

37 to 40

বঙ্গানুবাদ ঃ—

গদাধরের উপনয়নের পূর্ব্বদিবে মহাধনী পিতৃবন্ধু ধর্ম্মদাস রামকুমারের গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহার উপর এই বিষয়টির মীমাংসার ভার দিয়া রামকুমার বলিয়াছিলেন শূদ্রকন্যা ধনী সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিবেন ইহা আমি মায়ের কাছে শুনিয়াছি অতএব এরূপ অবস্থায় আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা আপনি উপদেশ দিন।

৩৭।৩৮

যেহেতু আপনি ধার্ম্মিক বয়োবৃদ্ধ কর্ম্মকুশল ও পিতৃবন্ধু। ধর্ম্মদাস রামকুমারের এই সকল কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যদ্যপি আপনাদের বংশে কখনও শূদ্রভিক্ষা হয় নাই। ৩৯

তথাপি ব্রাহ্মণ পুত্র বালক ব্রহ্মচারী বহুস্থলে শূদ্র ভিক্ষা গ্রহণ করেন ইহা আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ৪০

बहुत्र शूद्रभिक्षाया ग्रहणं दृश्यते मया ।
प्रतिश्रुतेःपालनार्थं बालेच्छापूरणाय च ॥४१

अतोऽत्रशूद्रभिक्षाया न मादृग् दोष उच्यते ।
तस्मात्तेनैव सा साध्वी धनी श्रीब्रह्मचारिणे ॥४२

आदिलीला ३य: अ: ।

मेखलाजिन स युक्त यज्ञसूत्र धराय च ।
बिल्वदण्ड वंशदण्ड काष्ठ पादुका धारिणे ॥४३

मातर्भिक्षां प्रयच्छेति भिक्षार्थमुद्यताय च ।
दत्वा भिक्षां धनो माता प्रणम्य श्रीगदाधरम् ॥४४

"In this act of taking alms from a non-bramhin the question of any grave concern cannot arise specially when it is so done to keep a promise, and also to fulfil the desire of a young boy. Accordingly Dhani, the mid-wife was allowed to give alms to Gadadhar on the day of the ceremony. ॥ 41 to 64 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব এস্থলে প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন ও বালকের ইচ্ছা পূরণ জন্য শূদ্র ভিক্ষায় সেরূপ দোষাবহ বলিয়া মনে হয় না। ৪১।৪২ সেই ধর্ম্মদাস বাবুর মতানুসারে গদাধরের উপনয়নের সময় সাধ্বী ধনী নাম্নী ধাত্রীমাতা মুণ্ডিত মস্তক মেখলাজিন যুক্ত কাষ্ঠ পাদুকা যুগল ও গৈরিক বসন পরিহিত ব্রহ্মচারী গদাধর মাতা আমাকে ভিক্ষাদান করুন এইরূপ ভাবে ভিক্ষার ঝুলি উন্মুক্ত করিলে ধনীমাতা সর্ব্বাগ্রে গদাধরকে ভিক্ষা দান করিয়া এইরূপ ভাবে বলিয়াছিলেন। ৪৩।৪৪

अद्य चैवं कृतार्थाहं कृपया तव हे प्रभो ।
त्वमेव जगतां त्राता भगवान् विष्णुरव्ययः ॥४५
अतो हे त्वां नमस्यामि भुयोभूयो नमाम्यहं ।
सावित्रीग्रहणश्चैवं सुसम्पन्न मलौकिकं ॥४६

आदिलीला ३यः अः।

श्रीरामकुमार एव वेदारम्भ मकारयत्।
ततः श्रीरघुवीरस्य शीतलाया घटस्य च। ४७

पूजनं सुष्टुभावेन कृतं गदाधरेण वै।
पूजाकाले भक्तिनिष्ठाभावार्द्रहृदयेन तु॥४८

After performance of the sacred thread ceremony, Ramkumar initiated Gadahar to the study of the Vedas, and made him worship Sri Raghubir and Goddess Sitala. 45 to 48

বঙ্গানুবাদ :—

হে প্রভো আপনার কৃপায় আমি ধন্য হইলাম। তুমিই জগতের জীবের পরিত্রাণকারী সনাতন ভগবান নারায়ণ। ৪৫

অতএব তোমাকে নমস্কার করি পুনঃ পুনর্ব্বার তোমার চরণে অনন্ত কোটী নমস্কার করি। এই প্রকারে অলৌকিক ভাবে গদাধরের সাবিত্রী গ্রহণ বা উপনয়ন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ৪৬

গদাধরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারই বেদারম্ভ গায়ত্রী দানাদি যাবদীয় কার্য্য করিয়াছিলেন। উপনয়নের পর গদাধর কুলদেবতা রঘুবীর ও শীতলা ঘটের সুন্দর ভাবে পূজা করিতেন। ৪৭।৪৮

ध्यानात्क्रमः समाधिना सच्चिदानन्द विग्रहः।
भावभावितचित्तेन यदुक्तं सत्यमेवतत्॥४९

तल्लक्षणात्तद्वत्येव दृष्ट्वा सर्व्वे सुविस्मिताः।
एकदा राजतुल्यानां बहुमानयतां सतां॥५०

आदिलीला ३यः अः ।

तेजो-बल-समृद्धानां विप्रदैवत-मानिनां ।
प्रायेन गृह-संलग्न सुदीर्घे मण्डपे शुभे ॥ ५१ ॥

दानसागर श्राद्धाह्वे सभा-शोभा-समायुते ।
स्वर्णरौप्य मयेर्दान द्रव्यैस्तु बहु-विस्तरैः ॥ ५२ ॥

Whatever he would say in his divine mood, came to be true. All were surprised to witness this. Once, on the occasion of Dan-sagar (i.e. the sea of gifts) Sradh ceremony to be performed by a very rich man, great scholars and respectable guests gathered together and huge quantities of costly gifts were kept ready for distribution.

‖ 49 to 52 ‖

বঙ্গানুবাদ :—

পূজাকালীন ভক্তি নিষ্ঠা ও ভাব বিগলিত হৃদয় বশতঃ—সচ্চিদানন্দ ভগবদ্বিগ্রহ সাক্ষাৎ করিতেন। তজ্জন্য পূজাকালীন যাহাকে যাহা বলিতেন সেই সকল বিষয় তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইত। তাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইত।৪৯

কোনও সময়ে রাম তুল্য ধনী অত্যুচ্চ সম্মান সমন্বিত তেজো-বল সমৃদ্ধি সম্পন্ন দেব-ব্রাহ্মণ-ভক্ত জমিদারগণের প্রায় গৃহ সংলগ্ন সুদীর্ঘ মণ্ডপে দানসাগর নামক শ্রাদ্ধ দিবসে বহুবিস্তর স্বর্ণরৌপ্যাদি দানীয় দ্রব্য বিনিষ্ট।৫০।৫১।৫২

सर्वत्र कल्पगो स्वपात्रैश्च परिपूरिते ।
बहवः पण्डितास्तत्र समासीना महाशयाः ॥ ५३ ॥

आदिलीला ३यः अः।

मीमांसान्याय स्मृत्यादि धर्मशास्त्र विशारदाः ।
नाना देशागतास्तेषु सशिष्य भृत्य वाहनाः ॥ [illegible] ॥
तत्रशास्त्र विचारेषु निविष्टाः मग्न-सुधयः ।
तत्र कश्चिद् ब्राह्मणस्तु कुलीनो यष्टिधारकः ॥ ५५ ॥
कंकाल मात्र सारस्तु कम्पान्वित-कलेवरः ।
स्थूलव्याधि-समायुक्तः क्षीणकण्ठस्वरो युवा ॥ ५६ ॥

In that meeting, a young bramhin, who had been very much emaciated due to some incurable chronic disease, stood up supporting on a stick with a trembling body, and addressed the great pandits and said, with folded hands placed on his head. ॥ 53 to 56 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতি উচ্চ কলস ও অন্নপাত্রাদি বহুতর দ্রব্য শোভিত সভা মধ্যে ন্যায়স্মৃতি মীমাংসাদি ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ শিষ্য ভৃত্য যানবাহনাদিসহ এবং বহু দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত বহুতর সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইলে নির্ম্মলান্তঃকরণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রবিচারে নিমগ্ন থাকিলে ।৫৩।৫৪

সেই সভা মধ্যে কোন একটি কঙ্কাল মাত্র সার কম্পান্বিত কলেবর স্থূল ব্যাধিগ্রস্ত ক্ষীণ কণ্ঠস্বর যষ্টিধারী যুবা কুলীন ব্রাহ্মণ মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধপূর্ব্বক সভাস্থ পণ্ডিতবর্গকে বলিয়াছিলেন।৫৬।৫৭

मूर्ध्न्यञ्जलिं समारोप्य पण्डितानवदत्स तान् ।
भो भो ब्रह्मविदो विप्राः शृणुध्वं कृपया वचः ॥ ५७ ॥

आदिकाण्डे ३य: अ: ।

विंशत्यधिक-वर्षाणि शूलरोग-प्रपीड़ितः ।
रोगमुक्ति र्न मे जाता सद्वै-श्चौषधि सेवनात् ॥ ५८ ॥
पुत्र-पत्न्युपदेशेन सर्वरोग-विमुक्तिदम् ।
देव-देवं समासाद्य तारकेश्वरमीश्वरम् ॥ ५९ ॥
स्नान-पूजादिकां कृत्वा मन्दिरे पतितोह्यहम् ।
मरणं रोगमुक्तिं वा देहि मे तारकेश्वर ॥ ६० ॥

"Oh bramhins, please listen to what I have to say. I have been suffering from some incurable disease for the last twenty years. No medicine could cure me. At last according to the advice of my son and wife I went to the temple of Tarakeswar and lay there praying to Him for his grace.

‖ 57 to 60 ‖

বঙ্গানুবাদ :—

হে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কৃপাপূর্ব্বক আমার বক্তব্য বিষয় শুনুন ।৫৭ আমি প্রায় বিশ বৎসরের অধিক কাল শূল রোগে বিশেষভাবে প্রপীড়িত হইতেছি। প্রধান প্রধান বৈদ্যগণের ঔষধ সেবনেও আমার রোগ মুক্তি হয় নাই ।৫৭।৫৮

সম্প্রতি পত্নীপুত্রাদির উপদেশ মত সর্ব্ব রোগ বিনাশক দেবাদি-দেব ভগবান তারকেশ্বর মহাদেবের নিকটে যাইয়া স্নান ও পূজাদি করিয়া তাঁহার মন্দিরে আমি ভক্তিপূর্ব্বক পতিত হইয়া বলিয়াছিলাম হে তারকেশ্বর আমায় রোগ-মুক্তি অথবা মৃত্যু দেন ।৫৯।৬০

निपतित्वैवं सदा किञ्चित् सुस्थतामुपलब्धवान् ।
निद्रावेश मनुप्राप्तो दृष्टवान् स्वप्नमुत्तमम् ॥ ६१ ॥

আদিকাণ্ডে ৪র্থঃ অঃ।

যথা মর্ত্যবিধৌ কশ্চিদায়াতি পুরুষোত্তমঃ।
তৎ পাদুকাধ্বনিং শ্রুত্বা নেত্রমুন্মীল্য দৃষ্টবান্ ॥ ৬২ ॥
সুবর্ণ পাদুকা যুগ্মে তস্যৈব চরণে শুভে।
ব্যাঘ্র চর্মাবৃত কটি স্তুন্দিলঃ শূলহস্তকঃ ॥ ৬৩ ॥
অর্দ্ধচন্দ্রো ললাটে চ ত্রিনেত্রঃ সুবিরাজিতঃ।
সুদীর্ঘ বিগ্রহ যুতো ভস্ম লিপ্তো জটান্বিতঃ ॥ ৬৪ ॥

As I lay there asleep. I had a wonderful dream. In my dream I saw a divine being with golden slippers, clad with tiger skin holding a javelin in his hand, half moon on his head, having three eyes on his forehead, body smeared with ashes and head covered with matted hair.
॥ 61 to 64 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ স্থির করিয়া কিঞ্চিৎ সেই সময় মুহূর্ত্ত অনুভব করিয়াছিলাম। এবং নিদ্রিতাবস্থায় একটি উত্তম স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। ৬১

আমার নিকটে যেন কোন একটি মহাপুরুষ আসিতেছেন তাঁহার পাদুকার শব্দ শুনিয়া দুইটি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম।৬২

তাঁহার মঙ্গলময় অপূর্ব্ব রক্তাভ দুইটি পাদপদ্মে দুইটি সুবর্ণ পাদুকা ছিল। ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত বিশালোদর ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত অতি মনোহর ত্রিনেত্র সুদীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট ভস্মলিপ্ত জটাধারী।৬৩।৬৪

বিপ্র-চন্দ্র দীনবন্ধু মন্ত্র-দুঃখেন দুঃখিতঃ।
দৃষ্ট্বা মাং সমুবাচেদং গচ্ছ বিপ্র নিজং গৃহম্ ॥ ৬৫ ॥

भवद् ग्राम प्रान्त-भागे कश्चिद् गोमांस-भक्षक: ।
युवा नाम्ना जटाधारी चर्म्म-पादुका-कारक: ॥ ६६ ॥

स्नानाद्यन्ते भक्तियुत: साष्टाङ्गं प्रणिपत्य तम् ।
पीत्वा पादोदकं तस्य भक्त्या प्रब्रूहि कातरम् ॥ ६७ ॥

भिक्षां मे देहि तात त्वं मद्वाञ्छा पूरणं कुरु ।
भव दुच्छिष्ट भक्तं मे कृपया देहि जीवनम् ॥ ६८ ॥

He said, "Oh bramhin, go back to your home. There is a cobler named Jatadhari at the further end of your village. He takes beef. After taking your bath you approach him with great respect and pray for the remains of his meal. ॥ 65 to 68 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

বিশ্বচক্ষু দীনবন্ধু সর্ব্বদা ভক্ত দুঃখে দুঃখী ভগবান তারকেশ্বর আমাকে দেখিয়া বলিলেন হে ব্রাহ্মণ আপনি নিজ গৃহে যান ।৬৫

আপনার গ্রামের শেষভাগে কোনও যুবক চর্ম্মপাদুকাকারী গোমাংসভোজী জাতিতে মুচি বা চামার জটাধারী নামে একটা লোক আছে ।৬৬

তুমি স্নান আহ্নিক ও পূজাদি সমাপন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই জটাধারী মুচিকে প্রণাম করিয়া ভক্তির সহিত তাহার পাদোদক পান করিয়া বিনীতভাবে বলিবে ।৬৭

আমার জীবন রক্ষাকারী আপনার উচ্ছিষ্ট ভাত আমাকে দিন। হে ব্রাহ্মণ ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই ভাত খাইবে এইরূপ করিলে তুমি রোগ মুক্তি ও শতায়ুঃ হইবে ৬৮ । ৬৯

আদিলীলা ৪র্থঃ অঃ

तद्भक्त भोजनं विप्र नैवं न्येन कुरुष्व भो ।
एवं कृते रोगमुक्तिः शतायुश्च भविष्यति ॥ ६९ ॥
एवमुक्त्वा स भगवां स्तत्रैवान्तरधीयत ।
अतोऽत्र यद्विधेयं मे वेदज्ञा स्तद् वदन्तु भो ॥ ७० ॥
येन मे रोग मुक्तिस्याच्च वा जाति च्युतिर्भवेत् ।
श्रुत्वैवं पण्डिता स्तत्र केचिदाहु स्तथा कुरु ॥ ७१ ॥
प्रायश्चित्त ततः कृत्वा भक्ष्यपापं व्यपोहतु ।
केचिदाहु र्यदिपुनर्व्याधिः समुत्थितो भवेत् ॥ ७२ ॥

You eat it up without any scruple and you will be cured of your disease and live hundred years. "On saying this the divine presence disappeared. Oh learned pandits, please advise me as to how I may be cured without losing my status in society." Some one said, "Do so and then perform the rites for the atonement of the sin." Some other pandit argued, "Subsequent performance for the atonement has not been advised and may cause to revive the disease." ॥ 69 to 72 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ বলিয়া বাবা তারকেশ্বর মহাদেব সেইস্থানেই অদৃশ্য হইলেন। অতএব হে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আপনারা আমাকে কি করা উচিত তাহা বলুন।৭০

যাহাতে আমার রোগ-মুক্তি হয় অথচ জাতি-চ্যুতি না হয়। পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণের ঘটনা শ্রবণ করিয়া কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন তাহাই হোক অর্থাৎ চর্মকারের উচ্ছিষ্ট ভাত খাও।৭১

পরে রোগমুক্ত হইলে অভক্ষ্য ভোজনজনিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ নাশ করিবেন। ইহা শুনিয়া কোন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যদি পুনরায় ব্যাধি আক্রমণ করে।৭২

को जानाति किमुद्दिश्य भगवद् वाक्य मुच्यितम्।
एवं बहुविधै स्तर्कै नं सिद्धान्तः समुच्यितः॥ ७३॥
तदा कैशोरकवयः क्षुदिरामात्मजो द्विजः।
नाम्ना गदाधरः ख्यातः सुविज्ञः प्रियदर्शनः॥ ७४॥
बहुभिः पण्डितैर्युक्तो सभामध्ये समुत्थितः।
प्रणम्य पण्डितान् सर्वान् कृत्वाञ्जलिपुटः सुधीः॥ ७५॥
उवाच तान् महाभागान् गिरा मधुरया नतः।
भो भो पण्डित पञ्चास्या विद्यावन-विचारिणः॥ ७६॥

Such arguments continued and no decision could be arrived at. At last Gadadhar, son of Khudiram, who was then a very young boy, stood up addressing the pandits with great respect.
। 73 to 76 ।

বঙ্গানুবাদ :—

কারণ মহাদেব ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন নাই। অতএব কে জানে কি উদ্দেশ্যে তারকেশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন। এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক দ্বারা যখন স্থির সিদ্ধান্ত না হইল।৭৩

এখন কিশোর বয়স্ক ক্ষুদিরামের কনিষ্ঠ পুত্র প্রিয়দর্শন অসাধারণ প্রতিভাশালী গদাধর বহুতর পণ্ডিতমণ্ডলী মণ্ডিত সভামধ্যে উত্থিত হইয়া সেই সকল পণ্ডিতবর্গকে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত-

ভাবে মধুর বাক্যে সেই সকল বিদ্বদ্ বরেণ্য পণ্ডিত বর্গকে বলিয়াছিলেন।৭৪।৭৫

অবিদ্যাহস্তি বিঘাতক বিদ্যাবন বিচরণকারী সুবিচারক হে পণ্ডিত বৃন্দ আপনারা এরূপ অবস্থায় আমার যাহা যাহা সিদ্ধান্ত বাক্য তাহা অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।৭৬।৭৭

अविद्या-करिवर्गानां नाशकाः सुविचारकाः।
मीमांसा यात्र मे सैषा श्रूयतां सुसमाहितैः ॥ ৭৭ ॥
विप्रोऽयं चर्मकारेण सहितः चैत्र सुत्तमं।
जगन्नाथस्य गत्वा हि प्रसादान्नं प्रयत्न च ॥ ৭৮ ॥
चर्मकारं भोजयित्वा तदुच्छिष्टं स्वयं यदि।
भुङ्क्ते वै भक्तिभावेन न तत्र दोष उच्यते ॥ ৭৯ ॥
जगन्नाथ प्रसादान्न सुच्छिष्ट श्वकुरे यदि।
ग्राह्यं तद्द्विप भक्ष्यं स्यादिति शास्त्र विनिर्णयः ॥ ৮০ ॥

He said, "Here this is my humble suggestion. The cobler may be taken to Puri, the holy place of Jagannath. There he may be well fed and the remains of his meal may be taken by the bramhin. It is enjoined by the shastras that the offered rice of Lord Jagannath is eatable even though touched with the mouth of dogs." ॥ 77 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এই ব্রাহ্মণ চর্ম্মকারের সহিত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক ভগবান জগন্নাথ দেবের প্রসাদীয় অন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া সেই উচ্ছিষ্টান্ন যদি ব্রাহ্মণ স্বয়ং ভোজন করেন তাহা হইলে কোনরূপ দোষাবহ হইবে না।৭৮।৭৯

কারণ জগন্নাথ দেবের প্রসাদীয় অন্ন যদি কুকুরাদি দ্বারাও উচ্ছিষ্ট হয় তবে সেই অন্ন দেবতাদিগেরও সাদরে ভোজনীয় হইয়া থাকে এইরূপই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ও সদাচার প্রতিপালিত বাক্য।৮০

यथ' कृते रोगमुक्ति र्नवा जाति च्युति र्भवेत्।
एतन्मम मतं पूज्या भवद्भ्यो यदि रोचते॥ ८१॥
तच्छीघ्रं तत्र गत्वायं करोत्वेव द्विजोत्तमः।
श्रुत्वैवं बहुसाहस्राः सभास्थ ब्राह्मणादयः॥ ८२॥
प्रधान पण्डितायापि स्वासनेभ्यः समुत्थिताः।
बहुशो धन्यवादश्च दत्वा गदाधराय वै॥ ८३॥
आशीर्वादः कृतस्तै र्य विदद्भिर्ब्राह्मणोत्तमैः।
अयं गदाधरः श्रीमान् गदाधर समोगुणैः॥ ८४॥

"If so done, there is hardly any fear of losing status in society". On hearing this, all the pandits showered all praises and blessings on Gadadhar who was possessed with the divine power of Lord Gadadhar Himself. ॥ 81 to 84 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ করিলে ব্রাহ্মণ রোগমুক্ত হইবেন জাতিচ্যুতও হইবেন না। পরন্তু শিববাক্যও লঙ্ঘিত হইবে না। হে পূজনীয় পণ্ডিতবর্গ ইহাই আমার সমীচিন মত বলিয়া মনে হয়। যদি আমার বাক্য আপনাদের রুচিকর বলিয়া বোধ হয়। তবে এই ব্রাহ্মণোত্তম শীঘ্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া এইরূপ অনুষ্ঠান করুন।৮১।৮২

বালক গদাধরের এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিযুক্ত সুসিদ্ধান্ত শাস্ত্রীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সভার শত সহস্র ব্রাহ্মণাদি ভদ্র মহোদয়-

গণ এবং সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতগণ নিজ নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া গদাধরকে বহুতর ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন ৷৮৩৷৮৪

जगद्वासि जनानान्तु गुरुतां याति निश्चितम् ।
पृथिव्यां भगवत्तुल्यः पूजितश्च भविष्यति ॥ ८५ ॥
स्वर्ण रौप्यादिभिर्दानै यजमानेन पूजिताः ।
भूदेवाः पंडिताः सर्वे स्व स्वं धाम ययुर्मुदा ॥ ८६ ॥

इति श्री रामेन्द्र सुन्दरभक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्री रामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां गदाधरस्यादि लीला समाप्ति रूप तृतीयोऽध्यायः
३ अ०

They also predicted that Gadadhar would be adored as the wisest man of the world and also an incarnation of God. Then the pandits went to their respective places with the gifts of gold and silver. ॥ 85 to 86 ॥

Here ends the Third Chapter concluding the early life of Sri Ramakrishna in Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

এই ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র গদাধর সাক্ষাৎ নারায়ণ গদাধরের মত গুণবিশিষ্ট এই গদাধর ভবিষ্যতে সমগ্র জগদ্বাসি জন সমূহের গুরু হইবেন ইহা ধ্রুব নিশ্চিত ৷৮৫

তৎপরে রাজতুল্য ধনীগণ কর্তৃক স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা ও নানাবিধ

দ্রব্যাদি দ্বারা পূজিত হইয়া যথাময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ গৃহে আনন্দের সহিত প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন ।৮৬

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের আদি লীলার তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত আদিলীলা সমাপ্ত হইল। আঃ ৩য় অঃ।

মধ্যলীলায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

पितुर्मृत्योः परं रामकुमारेण विपश्चिता ।
नगर्याः कलिकाताया झामापुकुरके पदे ॥ १ ॥
चतुष्पाठी कृता नानाधार्म्मिकानां समीक्षया ।
तत्र स्वनाम प्रख्यातो राजा मित्रो दिगम्बरः ॥ २ ॥
स प्रातः स्मरणीयात्मा छात्राणां पोषणात्तथा ।
पण्डितानां पालनाच्च राजर्षि मिव तं विदुः ॥ ३ ॥
अध्यापकस्याध्यापनां श्रीरामकुमारस्य हि ।
अध्ययनञ्च छात्राणां दृष्ट्वा राजाति हर्षितः ॥ ४ ॥

After the death of his father, Pandit Ramakumar founded a Sanskrit Institution at Jhamapukur in Calcutta. At that time there was Raja Digamber Mitra who was famous for his charities to students as well as Pandits. He was very glad to see the teaching of Ramakumar and also the studies of his pupils.

বঙ্গানুবাদ :—

পণ্ডিত রামকুমার পিতার মৃত্যুর পর কলিকাতা নগরীর ঝামাপুকুর পল্লীতে কয়েকটি ধনী ও ধার্ম্মিকগণের সাহায্যে একটি চতুষ্পাঠী বা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনার বিদ্যালয় করিয়াছিলেন। সেই

ঝামাপুকুরে স্বনামধন্য প্রাতঃস্মরণীয় রাজা দিগম্বর মিত্র ছাত্রগণের পোষণ ও অধ্যাপকগণের পালন জন্য তাঁহাকে পণ্ডিতগণ রাজর্ষি বলিয়া অভিহিত করিতেন ।১।২।৩

অধ্যাপক রামকুমারের অধ্যাপনা এবং ছাত্র সকলের অধ্যয়ন জন্য রাজর্ষি দিগম্বর মিত্র অতিশয় আনন্দিত হইতেন ।৪

परीक्षान्ते छात्रवर्गे स्व स्वालयगते सति ।
विद्यातु गृहवार्ताश्च पण्डितोऽपि गृहं गतः ॥ ५ ॥
विद्याशिथिलतां दृष्ट्वा तत्र गदाधरस्य ताम् ।
क्षुब्धो रामकुमारस्तु दुःखाक्रान्तो ह्यभूत्तदा ॥ ६ ॥
परन्तु निर्ज्जनागार प्रान्तरोद्यान-वाटके ।
वयस्यै र्बन्धुभिः सार्द्धं गीताभिनयकारिणा ॥ ७ ॥
तं तं गृहं समागम्य स्त्रिय आहूय यत्नतः ।
पुराणादीनि शास्त्राणि गद्यपद्यादिकानि च ॥ ८ ॥

When the pupils went home after their examinations Ramakumar also came home. He *became very sorry* to find Gadadhar neglecting his studies. He would indulge in dramatic performances with his companions in a solitary place, field or garden, and some times call out the women folk of the village and recite songs and poems from Indian mythologies to them.

6 to 8

বঙ্গানুবাদ :—

পরীক্ষার পর ছাত্র সকল নিজ নিজ গৃহে গমন করিলে পণ্ডিত

মধ্যলীলায়াং ২মঃ অঃ।

রামকুমারও শুভাশুভ জানিবার জন্য নিজ গৃহে যাইয়াছিলেন।৫

এবং সেইখানে যাইয়া গদাধরের শিক্ষা শূন্যতা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন।৬

পরন্তু নির্জন গৃহে, খোলামাঠে, বাগান বাটীতে বহুসংখ্যক সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত যাত্রাভিনয় করে। এবং বহু গৃহে যাইয়া যত্নপূর্বক স্ত্রীলোকগণকে ডাকিয়া গন্ত পদ্ম ও পুরাণাদিশাস্ত্র এবং নানাবিধ কাব্য দিবারাত্র শ্রবণ করাইয়া থাকে।৭।৮।৯

नाना विधानि काव्यानि श्रावितानि दिवानिशम्।
शिक्षा विघातकान्येवं करोति स गदाधरः ॥ ९ ॥
निशम्य सकलं रामकुमारो मातृसन्निधौ।
समालोच्य सुसिद्धान्त मिदं चक्रे महामतिः ॥ १० ॥
मदीय कलिकातास्थ विद्यालये गदाधरम्।
शिक्षयिष्यामि यत्नेन येन मातुपतां भजेत् ॥ ११ ॥
तस्य पण्डित वर्य्यस्य ज्येष्ठ भ्रातुः सुकल्पनम्।
एवं गदाधरेणापि तन्मतमुररीकृतम् ॥ १२ ॥

Ramkumar learnt all these disheartening news about Gadadhar's delinquency from his mother and at last made up his mind to take him to his Institution in Calcutta and teach him there. Gadadhar also agreed to this proposal ‖ 9 to 12 ‖

বঙ্গানুবাদ :—

এই সকল আচরণ বিদ্যাভ্যাসের বিঘ্ন ঘটায় এইরূপ মনে করিয়া মহামতি রামকুমার মাতার নিকটে এই সকল কথা শুনিয়া আলোচনা পূর্বক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।৯।১০

মধ্যলীলায়াং প্রথমোঽধ্যায়: । ২ অ:

যে আমার কলিকাতার চতুষ্পাঠীতে লইয়া যাইয়া গদাধরকে শিক্ষাদান করিব। তাহা হইলে গদাধর মানুষ হইবে।১১

পণ্ডিত প্রবর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের তাদৃশ ব্যবস্থায় গদাধর স্বীকৃত হইয়াছিলেন অর্থাৎ আমি ও দাদার সঙ্গে কলিকাতায় যাইব বলিয়াছিলেন।১২

ততঃ শুভে দিনে শুভলগ্নে সর্বগ্রহে শুভে।
শুভে তথৌ তদা শুদ্ধ বস্ত্রোত্তরীয় সংযুতঃ॥ ১৩॥
সাষ্টাঙ্গং প্রণিপাতঞ্চ ভাবাবেশ পুরঃসরম্।
বিধায় রঘুবীরায় সংযাচ্য ভক্তিমুত্তমাম্॥ ১৪॥
তৎপাদযুগলে সর্বং সমর্প্য শ্রীগদাধরঃ।
ধন্যোঽহমিতিচাপ্যুক্ত্বা নন্দযুক্তঃ সমুত্থিতঃ॥ ১৫॥
ততঃ পাদযুগং মাতুর্ধৃত্বা স্বমস্তকোপরি।
বিধৌতমশ্রুভিঃ জাত্বা স ক্রন্দনস্বরেণ চ॥ ১৬॥

Then on an auspicious day with purified body and mind after due obeisance to Raghubir, Gadadhar bowed his head down to the feet of his mother and said with tearful eyes. ।13 to 16।

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে শুভদিনে শুভক্ষণে অনুকূল গ্রহে শুভলগ্নে শুদ্ধ বস্ত্র ও উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কুলদেবতা রঘুবীরকে ভাবাবেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে উত্তমা ভক্তি প্রার্থনাপূর্ব্বক শ্রীমান্ গদাধর রঘুবীরের পাদপদ্মে দেহ গেহাদি সর্ব্বস্ব সমর্পণ

করিয়া আমি ধন্য হইলাম এইরূপ বলিয়া সানন্দে উত্থিত হইয়াছিলেন।১৩।১৪।১৫

পরে গর্ভধারিণী মাতার দুইটি পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক অশ্রুজলে সিক্ত করতঃ ক্রন্দন স্বরে বীরাসনে উপবেশনপূর্ব্বক করযোড়ে বলিয়াছিলেন।১৬

वीरासनेचोपविश्य कृत्वा चैवाञ्जलिं ततः।
उवाच देहि मे मातस्त्वत्पादकमले मतिम् ॥ १७ ॥
यस्यां समर्च्चितायां हि सर्व्वे देवार्च्चनं भवेत्।
सर्व्वदेवस्वरूपायै तस्यै मात्रे नमोनमः ॥ १८ ॥
या मत् पीड़ा प्रशान्त्यर्थं सिषेवे स्वयमौषधम्।
स्वानाशने परित्यज्य तस्यै मात्रे नमोनमः ॥ १९ ॥
एवमग्रजयोः पादधुलिं धृत्वा स्वमस्तके।
सहरामकुमारेण सुयात्रां कृतवान् सुधीः ॥ २० ॥

"Bless me with unflinching devotion to you, who are the very embodiment of all divine beings." Then he took the dust from the feet of Ramkumar and started on his journey. ॥17 to 20

বঙ্গানুবাদ :—

হে মাতঃ আপনার পাদপদ্মে আমার মতি দাও।১৭

যে মাতাকে পূজা করিলে সর্ব্বদেবতার পূজা করা হয় সর্ব্বদেব স্বরূপিণী আমার সেই গর্ভধারিণী মাতাকে পুনঃ পুনর্ব্বার নমস্কার করি।১৯

তৎপরে গদাধর রামকুমার ও রামেশ্বরের পদধুলি গ্রহণপূর্ব্বক

মধ্যলীলায়াং ৫মঃ অঃ।

(জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের সহিত যাত্রা করিয়া তাঁহার পশ্চাদনুগমন করিয়াছিলেন।২০

দিক্পতিং হৃদি সঞ্চিন্ত্য মন্ত্রপাঠপুরঃসরম্।
রঘুবীরস্য নির্মাল্যং ধৃত্বা শিরসি যত্নতঃ॥ ২১॥
গৃহাদ্বহির্গতযাত্রী গচ্ছন্ পথি গদাধরঃ।
স্বগ্রাম্য দেবতাঃ সর্বা নমস্কৃত্য যথাবিধি॥ ২২॥
ক্ষুদ্রবাটী পুরগ্রামান্ স্ফীতান্ জনপদান্ বহূন্।
অতীত্য বরদা গ্রামে সায়াহ্নে চণ্ডিকালয়ম্॥ ২৩॥
প্রাপ্য ব্যুষ্য তদা যামিং রাত্রিশেষে সমুত্থিতৌ।
ঘাটালস্য নগরীং প্রাপ্য তত্র পৌর্বাহ্নিকীং ক্রিয়াম্॥ ২৪॥

He came out of the house with the offered flowers of Raghubir on his head. He offered obeisance to the *gods of the village on his way.* After passing many villages and towns he reached the village of Baroda in the evening. He left the village before daybreak and reached Ghatal where he performed his morning rites. ॥22 to 28॥

বঙ্গানুবাদ :—

যাত্রাকালীন দিক্পতি দিনকরকে হৃদয়ে চিন্তা ও মন্ত্রপাঠ পুরঃসর রঘুবীরের নির্মাল্য ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করতঃ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যাইতে যাইতে নিজ গ্রাম্য দেবতাসকলকে যথাবিধি নমস্কারপূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ সমৃদ্ধশালী গ্রাম নদী ও চত্বর অতিক্রম করিয়া সায়াহ্নে বরদা গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডিকা দেবীর মন্দিরে রাত্রিকাল অতিবাহিত করিয়া রাত্রি শেষে দুই সহোদরে উঠিয়া ঘাঁটাল বন্দরে যাইয়া শিলাবতী নদীতে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান আহ্নিক পূর্ব্বক।২১।২২।২৩।২৪

मध्यलीलाया १मः अः।

क्रत्वा शिलावती-नद्यां वाष्पीय-जलयानतः।
समारुह्य प्रातरेव गत्वा चाहर्निशं ततः॥ २५॥
परान्हे कलिकाताख्य गङ्गातीरेऽवतीर्य्य च।
प्रातः क्रत्यस्नान-संध्या जपपुजादिकानि च॥ २६॥
कृतानि तेन सर्वाणि साग्रजेन यथाविधि।
ततो गङ्गां नमस्कृत्य प्रार्थनां कृतवांश्च सः॥ २७॥
क्षमस्व लङ्घनं गङ्गे यास्यहं शान्ति हेतवे।
तत्तीरे सततं वासं देहि मातर्नमोऽस्तु ते॥ २८॥

Then after a day's journey in a steamer he reached Calcutta next day and got down on the bank of the Ganges. Gadadhar with his elder brother bathed in the holy river and performed his morning rites. He worshipped the Ganges and prayed, "Oh Goddess, forgive me that I have dared to cross Thee. I have done so to attain bliss. Be pleased to grant me the boon of my ever dwelling on Thy bank."   ॥25 to 28॥

বঙ্গানুবাদ :—

তোরশিলার কোম্পানীর জলযানে যথাবিধি আরোহণ করিয়া দিবা-রাত্রি গমন পূর্ব্বক পরদিনে গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবতরণ করিয়া গঙ্গাস্নান পূজা জপাদি কৃত্যসকল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের সহিত যথাবিধি সুসম্পন্ন করিয়া গদাধর গঙ্গাকে পুনঃ পুনর্ব্বার নমস্কার পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন ।২৫।২৬।২৭

হে মাতঃ গঙ্গে তোমার লঙ্ঘন জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আমি

मध्यलीलायां १मः अः ।

শান্তি কামনায় যাইতেছি আপনার তীরে আমার যেন সর্ব্বদা থাকা হয় এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন আপনার চরণে কোটি কোটি নমস্কার ।২৮

एवं पुनः पुनर्योक्त्वा प्रणम्य च पुनः पुनः ।
धन्योऽहमिति चाप्युक्त्वा ग्रजमन्व-गमत्तदा ॥ २९ ॥
चतुष्पाठीं समागम्य छात्राणां सहयोगतः ।
गदाधरो मुदं लेभे शास्त्र-चर्चा प्रसङ्गतः ॥ ३० ॥
गर्गाचार्यो ज्योतिः शास्त्रे स्मृतौ साक्षान्मनुः स्वयम् ।
कालिदासः कवित्वे च बुद्धौ साक्षाद् बृहस्पतिः ॥ ३१ ॥
विस्मृत्य स विश्व-वार्त्तामध्यापनमहर्निशम् ।
छात्रान्तेवासि पोषण व्ययभार प्रपीड़ितः ॥ ३२

He felt himself greatly blessed at the sight of the Ganges. Then he followed his elder brother and reached his Institution. He became very glad to join other students in their study. His elder brother, Ramkumar had versatile genius—as great as Gargacharyya in Astrology, Manu in Smriti as Kalidas in poetry, Vrihaspati in intelligence. Disinterested as he was in the affairs of the world, he dedicated himself to the study and teaching of Sashtras. To cope with the heavy burden of expenditure incurred for the maintenance of the inmates of the Institution he himself endeavoured to earn money by performing holy services.

॥ 29 to 32 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে পুনঃ পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিয়া এবং পুনপুনর্ব্বার

মধ্যলীলায়াং ৭মঃ অঃ।

নমস্কারপূর্ব্বক আমি ধন্য হইলাম এই কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়াছিলেন।২৯

পরে চতুষ্পাঠীতে যাইয়া তথায় ছাত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন।৩০

পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মা রামকুমার জ্যোতিষশাস্ত্রে গর্গাচার্য্য স্মৃতি শাস্ত্রে মনু কবিত্বে কালিদাস বুদ্ধিতে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ছিলেন।৩১

জাগতিক ভাব ভুলিয়া দিবারাত্র অধ্যাপনা করিয়া ছাত্রবর্গের আহারাদি ব্যয়ভার প্রপীড়িত হইয়া অর্থের জন্য স্বয়ং দেবতাদিগের নিত্য সেবা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।৩২।৩৩

দেবতানাং নিত্য সেবাং পণ্ডিতপ্রবরো মহান্।
শ্রীলরামকুমারস্তু বিত্তায় ব্রতবান্ স্বয়ং ॥ ৩৩ ॥
পত্নী রামকুমারস্য পুত্র-প্রসবতঃ পরম্।
স্বর্গতা শোকযুক্তস্য কেবলং শোকমুক্তয়ে ॥ ৩৪ ॥
গদাধরঃ সহায়োঽভূদগ্রজস্য শিশোরপি।
সেবাকার্য্যং দেবতানাং যজমান গৃহেষু চ ॥ ৩৫ ॥
গদাধরে সুবিন্যস্য ভারাণাং পাঠনে রতঃ।
যতশ্ছাত্রাধ্যাপনঞ্চ পণ্ডিতানাং তপঃস্মৃতম্॥ ৩৬ ॥

The wife of Ramkumar breathed her last after she had given birth to her son. There was none but Gadadhar to bring him comfort in his bereavement by performing holy services to various household gods and also by taking care of the child. Ramkumar devoted himself to advancement of knowledge and learning.

॥ 33 to 36 ॥

মধ্যলীলায়াং ২মঃ অঃ।

বঙ্গানুবাদ :—

রামকুমারের পত্নী একটিমাত্র পুত্র প্রসব করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। শোকাতুর রামকুমারের শোকমুক্তির জন্য এবং শিশুপুত্রের পালনার্থে গদাধরই একমাত্র সহায় হইয়াছিলেন। যজমান সকলের দেবতাদিগের নিত্যসেবার ভার গদাধরে দিয়া রামকুমার অধ্যাপনায় রত থাকিতেন যেহেতু অধ্যাপনাই পণ্ডিতবর্গের তপস্যা।

৩৪।৩৫।৩৬

गदाधरो देवसेवां समाप्याग्रजसन्निधौ ।
पाठाभ्यास विधौ यत्नं कृतवान् सुमहानति ॥ ३७ ॥
कालेनाल्पीयसानैव सग्रामस्य प्रियोऽभवत् ।
कामारपुकुरे पूर्वमाबालवनितादिकं ॥ ३८ ॥
यथा सत्या मौक्तिकस्व गम्भिरत्वापि साभवत् ।
सुनिर्मल चरित्रेण वाक्यैश्च मिष्टभाषया ॥ ३९ ॥
सरल व्यवहारेण माधुर्य भाव निष्ठया ।
आदृतो यजमानाद्यैर्गदाधरःसमो सुधी ॥ ४० ॥

After performing his daily rounds of holy services. Gadadhar would take great pains to get on with his studies. Within a very short time he become an object of endearment of the people of the locality by virtue of his stainless character, simplicity, sweet words and pleasing behaviour, in the same way as he was in Kamarpukur.

॥ 37 to 40 ॥

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গদাধর যজমানগণের অতি প্রিয় হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে কামারপুকুরে বালবনিতাদি সকলকে যে শক্তিতে বশীভূত করিয়াছিলেন সেই শক্তি এখানেও প্রকাশিত হইয়াছিল অর্থাৎ কপটতা শূন্য নির্ম্মল চরিত্র অত্যন্ত মধুরভাষী সারল্য ব্যবহার এবং মাধুর্য্যভাব নিষ্ঠায় ভগবতুল্য গদাধর যজমানাদি সকলের নিকটেই সমাদৃত হইয়াছিলেন।৩৮,৩৯।৪০।

सुमध्या शिक्षिता साध्वी कुमारी तरुणी तथा।
वृद्धा प्रौढा धनवतः पत्नी राजमहिष्यपि ॥ ४१
धनाढ्यो मध्यवित्तश्च गृहस्थो बालको युवा।
बधिरः खञ्ज-वृद्धौ च ये चान्ये पर्यपस्थिताः ॥ ४२
नवागत सुकुमार तरुण ब्राह्मणस्य च।
दर्शनार्थं जनाः सर्वे ह्यागमन् तृकथिता सदा ॥ ४३
सर्वेषां स्नेहकमलं हृत्सरोवर संस्थितम्।
आमोदित यथा नद्यां वर्षधारा प्रवाहने ॥ ४४

Everybody irrespective of the rich or poor, the young or old, the deaf or dumb, would be glad to meet him at any time. Just as showers of rain swell the heart of the river, so also he caused to grow the lotus-like affection in the heart of all.

॥ 41 to 44 ॥

বালক, যুবা, বধির, খঞ্জ, বৃদ্ধ এমন কি পশুপক্ষি পর্য্যন্ত নবাগত সুকুমার তরুণ উদার স্বভাব ব্রাহ্মণের দর্শন জন্য সকলেই সর্ব্বদা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতেন।৪১।৪২।৪৩

পূর্ব্বোক্ত সকলের হৃদয় সরোবরে অবস্থিত স্নেহ কমল নদীতে বর্ষার ধারা পতনের মত উদ্বেলিত হইত।৪৪

ন বিশ্বাসো ন সন্দেহো ন সঙ্কোচো মনাগপি।
যদ্গুহ্যং পরমং যস্য নস্তস্মৈ বিনিবেদিতম্॥ ৪৫
যুবকেন যুবত্যা বা বালেনাপক্ব-বুদ্ধিনা।
বৃদ্ধেন বৃদ্ধয়া বাপি যথাদিষ্টস্তথা-করোত্॥ ৪৬
তথাকালেঽপ্যকালে বা যত্রতত্র যদা সদা।
মাধুর্য্যামৃতকণ্ঠস্য কীর্ত্তনং শুশ্রুবুর্জনাঃ॥ ৪৭
মাতৃপিতৃপুত্রপত্নী দেহগেহাদিকেষু চ।
ন তথা জায়তে প্রীতির্যথাপ্রীতির্গদাধরে॥ ৪৮

All would unhesitatingly confide their secrets to Gadadhar, who was obedient to all, young or old, men or women. Now and then, here and there he would often sing holy songs. The people liked Gadadhar more than their own kith and kin.

॥ 45 to 48 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

গদাধরের প্রতি কোনও লোকের অবিশ্বাস, সন্দেহ বা সঙ্কোচ বুদ্ধি কিছু মাত্র ছিল না। যে ব্যক্তির যাহা অত্যন্ত গোপনীয় তাহা গদাধরকে জানাইয়া কৃতার্থ হইত।৪৫

मध्यलीलायां १मः अः ।

যুবক, যুবতী, অজ্ঞ, বালক, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা যাহা বলিতেন গদাধর তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতেন ।৪৬

যখন তখন যেখানে সেখানে সময়ে অসময়ে অতি মধুর অমৃতময় কণ্ঠে গদাধরের কীর্তন জনগণ শুনিতেন ।৪৭

সেইস্থানের সকলের মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র, দেহ গেহাদিতে তাদৃশ ভালবাসা ছিল না। গদাধরের প্রতি যেরূপ ঐকান্তিক ভালবাসা হইয়াছিল ।৪৮

एवं दृष्ट्वा यशो रामकुमारः खेदसंयुतः ।
हा कष्टमिति चोक्त्वा च किमिदं दैवकारणं ॥ ४९
अथवा मे ऽनुजस्यास्य सहजा निर्मलिका मतिः ।
ययाशेषं पुमान् स्त्री च वचसा वश्यतां गतौ ॥ ५०
विमृश्यैवं हृदि विदुषा रहस्युक्तो गदाधरः ।
अध्ययनं छात्रगणो विप्रैरेव विनिश्चितम् ॥ ५१
अन्येषामुपकारेण मनसो रञ्जनेन वा ।
त्वं स्वाध्यायं परित्यज्य वृथाकालक्षयः कृतः ॥ ५२

This popularity of Gadaghar did not bring any pleasure to his elder brother Ramkumar, who mused in himself, "Alas ! Is it due to chance or natural open-heartedness of my brother !" With this thought in his mind, he called Gadadhar aside and said, "It is wisely said that students should entirely devote themselves to studies. You are, however, wasting your time in serving the will of others" ।49 to 52।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ দেখিয়া রামকুমার অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হা কষ্ট বলিয়া ইহা কি দৈবই কারণ অথবা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ইহা বিশুদ্ধ স্বাভাবিক বুদ্ধি যে বুদ্ধি বলে বহুতর নরনারী কেবলমাত্র কথা শুনিয়াই বশীভূত হয় ।৪৯।৫০

এইরূপ চিন্তা করিয়া রামকুমার গদাধরকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন। দেখ ভাই পড়াশুনাই ছাত্রজীবনের তপস্যা। পণ্ডিতগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন ।৫১

অতএব পড়াশুনায় তাদৃশ মনোযোগ না দিয়া সাধারণের উপকার বা মনোরঞ্জনে বৃথা সময় নষ্ট করিতেছ কেন ? ।৫২

वृथामोदं परित्यज्य स्वाध्याये सुमतिं कुरु ।
तेन शेषजनानाञ्च स्वस्यापि मङ्गलं भवेत् ॥ ५३
श्रुत्वाग्रजस्य तद्वाक्यमवधान पुरःसरम् ।
तत्पादकमले नत्वा प्रत्युवाच गदाधरः ॥ ५४
कर्ममयोति या विद्या भवद्भिरनुशीलिता ।
सांसारिकी त्वियं विद्या त्रिवर्गस्योपपादिका ॥ ५५
सत्यं ज्ञानमनन्तं यद् ब्रह्मात्मैकत्वदर्शनं ।
यत् शुद्धात्मविज्ञानं स्वाध्यायो वेदसम्मतः ॥ ५६

You should avoid such useless pleasures and mind your studies, which will bring good to you as well as many others. At this Gadadhar replied with due respect, "The knowledge and learning which you strive for, is conducive to benifits on this earth. It is by the study of the Vedas only that we realise oneness pervading this universe."
॥ 53 to 56 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

নিরর্থক আমোদ পরিত্যাগ করিয়া পড়াশুনায় মন দাও। তাহাতে বহু লোকের ও তোমার কল্যাণ হইবে ইহাই ধ্রুব সত্য।৫৩

নিবিষ্টচিত্তে অগ্রজের তাদৃশ কথা শুনিয়া তাঁহার পাদ যুগলে প্রণাম পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন।৫৪

আপনারা যে বিদ্যা অধ্যয়ন করেন তাহা কর্ম্মময়ী বিদ্যা অর্থাৎ সংসার ভার নাশক বিদ্যা ইহা ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গের সাধক।৫৫

সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মের আত্মৈকত্ব দর্শন বা শুদ্ধাত্ম বিজ্ঞানই বেদ সম্মত স্বাধ্যায়।৫৬

শ্রুতিরপ্যাহ সত্যন্তু সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং।
ত্যাগিনৈব তদাপ্নোতি কর্ম্মণা ন কদাচন॥ ৫৭
নাহং স্পৃশামি পশ্যামি কামিনীকাঞ্চনাদিকং।
ত্যজামি দূরতঃ সর্ব্বমেতন্মে ব্রতমাহিতম্॥ ৫৮
ক্ষমস্ব চাপরাধং মে যদুক্তং তব সন্নিধৌ।
শাস্ত্রজ্ঞানী সদাচারঃ সম পিত্রাপজ্ঞো মম॥ ৫৯
শ্রুত্বানুজস্য তদ্বাক্যং সাধুভিঃ পর্য্যুপাসিতং।
গদাধরস্য শিক্ষায়াং মচ্চেষ্টা ব্যর্থতাং গতা॥ ৬০

"It is said in the Vedas that truth is attained by renunciation and sacrifice and never by work. I always keep myself aloof from women and money and never allow myself to be tempted by them. Kindly excuse me for what I have said. You are well-versed in the Sastras and of good

habits. You are also my elder brother and command my respect as my father." On hearing these wise sayings of Gadadhar. Ramkumar said to himself, "All my efforts to make Gadadhar well-educated have gone in vain." ‖ 57 to 60 ‖

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বেদ বলিয়াছেন সেই সচ্চিদানন্দ অদ্বয় স্বরূপ বস্তু ত্যাগ দ্বারাই অনুভূত হয়। কর্ম্মের দ্বারা কখনও জানা যায় না।৫৭

আমি কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করি না দেখিও না দূর হইতে ঐ সকল ত্যাগ করি ইহাই আমার সঙ্কল্প ব্রত।৫৮

আপনি শাস্ত্রজ্ঞানী সদাচারী আমার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আপনার নিকটে যাহা বলিলাম ক্ষমা করুন। গদাধরের বেদানুমোদিত বাক্য শুনিয়া পণ্ডিত রামকুমার বলিয়াছিলেন গদাধরের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার চেষ্টা বিফল হইল।৫৯।৬০

किङ्करोमीतिसञ्चिन्त्य रघुवीरः स्मृतस्तदा।
उवाच रघुवीर त्वं विद्यां देहि गदाधरे॥ ६१
त्वत् प्रसादादिदं सर्व्वं जगत्स्थावर जङ्गमं।
दृग्गोचरं भवत्येव त्वं हि नः परमा गतिः॥ ६२
समर्पितोऽनुजः श्रीमान भवतः पादपद्मयोः।
विघ्नमन्त्रं न जानामि यथेच्छसि तथा कुरु॥ ६३
दुरदृष्टवशादस्य पण्डितस्यार्थकचक्रता।
न याताध्यापनाकार्य्यमपि सन्तुष्टचेतसा॥ ६४

"What I can do." Ramkumar then prayed to Raghubir and said, "Oh Raghubir, be pleased to

give knowledge and learning to Gadadhar. It is due to your kindness that all this physical world becomes visible to us. Our ultimate end rests in you. I do not know who is wise and who is unwise. I place my younger brother at your feet. Do as you please." Reputed as a sholar, Ramkumar could not tide over his financial stringency,

॥ 61 to 64 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কি করি। এইরূপ চিন্তা করিয়া কুলদেবতা রঘুবীরকে ধ্যান করতঃ বলিয়াছিলেন হে রঘুবীর গদাধরের অন্তরে জ্ঞান দান করুন।৬১

আপনারই একমাত্র অনুগ্রহে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বস্তুই প্রত্যক্ষ হইতেছে। আপনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয় স্থল।৬২

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরকে আপনার পাদযুগলে সমর্পণ করিলাম। পণ্ডিত কি অপণ্ডিত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন।৬৩

এইরূপে শাস্ত্রচর্চ্চা ও দেব-সেবা প্রসঙ্গ বশতঃ রামকুমার সাধারণের নিকট বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও দুরদৃষ্ট বশতঃ অর্থ কষ্ট নষ্ট হয় নাই।৬৪

चकारमतिमामित्यमार्य्यभावपुरःसरं।
एवं भ्रामापुष्करिण्या गतमव्दत्रयं यदा॥ ६५
तदैव रघुवीरस्य दृष्टिर्दुःख विनाशिनी।
पतिता कुल देवस्य श्रीरामकुमारो परि॥ ५६

एतस्मिन्नेव कालेतु विधिपत्र प्रसङ्गत: ।
भ्रातृद्वय कर्मचित्र रूपान्तरमशिश्रियत् ॥ ६७
कलिकाता नगर्य्यांस्तु जानवाजार मध्यत: ।
सुहृदट्टालिकायां या सतवासा मनस्विनी ॥ ६८

When three years had passed in this way, Raghubir, the house-hold diety of Ramkumar, was pleased to relieve him of his distress. At this time, consequent upon a dispyte over a religious matter, the two brothers turned to different ways. At Janbazar in Calcutta lived a great lady in a palatial building. ॥ 65 to 68 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে কামাপুকুরে যখন তিন বৎসর গত হইল। তখন কুলদেবতা রঘুবীরে দুঃখ বিমোচনকারী দৃষ্টি রামকুমার পণ্ডিতের উপর পতিত হইয়াছিল। ৬৫। ৬৬

পরে ঘটনাক্রমে একটি শাস্ত্রীয় বিধিপত্রের প্রসঙ্গবশতঃ রামকুমার ও গদাধরের কর্মস্থল অন্যরূপ হইয়াছিল। ৬৭

কলিকাতার জানবাজারস্থ রাজপ্রাসাদে অবস্থিতা বঙ্গদেশের অলঙ্কার স্বরূপা সর্ব্বজন বিদিতা অতি ধার্ম্মিকা বুদ্ধিমতী রাণী রাসমণি নামে একটি রাজপত্নী ছিলেন। ৬৮

राज्ञी रासमणि: ख्याता वङ्गदेश विभूषणा ।
नारी कुलोत्तमा राज्ञी विपुलैश्वर्य्यशालिनी ॥ ६९
कर्णेन सदृशी दाने पातिव्रात्येऽप्यरुन्धती ।
मातृतुल्या पूजनीया सर्व्वतो महिमान्विता ॥ ৭০

मध्यलीलायां १मः अः ।

प्रजावत्सलतायान्तु श्रीरामसदृशीमता ।
कालाग्निसदृशी क्रोधे क्षमायां पृथिवी समा ॥ ७१
सर्व्वभूते तुल्य दृष्टिः सहास्या प्रियदर्शना ।
ब्राह्मण्यधर्मरक्षायै बहु वेदज्ञ पालिका ॥ ७२

She was known as Rani Rashmani. She was rich and famous. She was as charitable as Karna, and as devoted to her husband as Arundhati. She was respected by all as Mother. She looked after her subjects like Ramchndra. She was as cruel as death and as merciful as the Earth. She had a smiling face and pleasing appearance. She loved all equally, and maintained many bramhins well-versed in the Vedas to protect religion. ॥73 to 76॥

বঙ্গানুবাদ :—

নারীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বিপুল ঐশ্বর্য্যের আশ্রয়স্বরূপা সেই রাণী দানে দাতাকর্ণের মত পবিত্রতায় অরুন্ধতী তুল্যা মাতৃতুল্যা পূজনীয়া সর্ব্বসদ্গুণ বিভূষিতা ।৬৯।৭০

প্রজাবৎসলতায় ভগবান রামচন্দ্রের তুল্যা ক্রোধে কালাগ্নি সদৃশী সহ্যগুণে পৃথিবীসমা সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সহাস্যবদনা সুন্দরাকৃতি বিশিষ্টা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষার জন্য বহুতর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের পোষণ-কারিণী ।৭১।৭২

दरिद्रविधवादीनां साधून्मातृसमा च सा ।
स्मरणीया-मिथाप्रातर्देव-सेवापरायना ॥ ७३
जनानां हितकार्य्याय मुक्तहस्ता सदा भवत् ।
सम्मान प्रतिमास्तस्या एकदा धीवर-प्रजाः ॥ ७४

মধ্যলীলায়াং ৪মঃ অঃ।

क्रन्दनेन समायुक्ता उचुस्ते दुःखकारणम्।
मातस्तुभ्यं नमोऽस्माकं रक्षां कुरु सुतास्तव ॥ ७५
इंराज राजानुचरैर्वयं सर्व्वे प्रपीड़िताः।
तैरुक्तं राजनद्यान्तु गङ्गायां मत्स्यमारणं ॥ ७६

She looked after the poor and the widows as thier own mother. She was famous for liberal contributions for the welfare of the people. Once her fishermen whom she looked upon as her own children approached her for redress of their grievance. They said, "Oh Mother! Save your children from the oppression of the Government officers." They have announced that anyone who will catch fish in the Ganges without paying taxes will be liable to severe punishment. ॥73 to 76॥

বঙ্গানুবাদ :—

দরিদ্র ও অসহায় বিধবা স্ত্রীলোকদিগের সাক্ষাৎ গর্ভধারিণী মাতার মত দেব সেবাপরায়ণা প্রাতঃস্মরণীয়া।৭৩

এবং জনগণের কল্যাণকর কার্য্যে সর্ব্বদা মুক্তহস্তা ছিলেন। কোনও এক সময়ে সেই রাণী রাসমণির পুত্র তুল্য ধীবর প্রজা সকল কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃখ কারণ নিবেদন পূর্ব্বক বলিয়াছিল মা আপনাকে আমরা নমস্কার করি। আমরা আপনার পুত্র আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন।৭৪।৭৫

আমরা ইংরাজ রাজের কর্ম্মচারি দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি। তাঁহারা বলেন রাজ নদী গঙ্গায় মৎস্যজীবীগণের নিত্য মৎস্য ধরা বেআইনি বা অতিশয় অন্যায় কার্য্য।৭৬

मत्स्यजीविगणैर्नित्यमविधेयं सुनिश्चितम्।
राज्ञे करमदत्वाचेन्मत्स्यान्धर्त्तुमिहेच्छथ ॥ ७७
भविष्यथ विशेषेण दण्डनीया न संशयः।
श्रुत्वैवं धीवराणां तां वाणीं राज्ञी सुदुःखिता ॥ ७८
अपूर्वं कौशलं किञ्चिच्चकार प्रतिभाबलात्।
कलिकातास्थ गङ्गाया जलाधिकारयोग्यता ॥ ७९
राज्ञे बहुतरामुद्रा दत्वा राज्ञ्या क्रीता तदा।
गङ्गागर्भे लौहयन्त्रे बद्धाचायसशृङ्खलान् ॥ ८०

On hearing this, Rani felt greatly troubled. However, she look recourse to a clever plan. She acquired the right of ownership of the water of the river extending the western side of Calcutta, by payment of a huge sum of money to the Government, and obstructed all movements of boats and steamers etc. in the area with the help of iron chains. ॥ 77 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব ওহে অজ্ঞ ধীবরগণ রাজাকে যথাযোগ্য কর না দিয়া যদি মাছ ধর তবে তোমরা বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবে অর্থাৎ তোমাদের জেল খাটিতে হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।৭৭

ধীবরগণের তাদৃশ কথা শুনিয়া মহারাণী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নিজ বুদ্ধিমত্তা বলে একটি অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন .৭৮

অর্থাৎ বঙ্গীয় সরকার বাহাদুরকে বহুতর মুদ্রা দিয়া গঙ্গার জলাধিকার যোগ্যতা ক্রয় করিয়াছিলেন।৭৯

মধ্যলীলায়াং ৭মঃ অঃ।

তৎপরে ধীবরগণ গঙ্গাগর্ভস্থ লৌহযন্ত্রে অর্থাৎ বয়া নামক লৌহ পিণ্ডে দৃঢ়তরভাবে লৌহ শৃঙ্খল আবদ্ধ করিয়াছিল ।৮০

> জলযান গতি রোধং স্ব-কৃত্বা ধীবর-প্রজাঃ।
> বিদেশীয়া বণিগ্‌বর্গাঃ ক্রোধাগ্নি দীপিতাস্ততঃ ॥ ৮১
> রাজদ্বারং গতাঃ সর্বে রাজ্ঞ্যা দণ্ডার্থমুদ্যতাঃ।
> তদ্বস্তু কথমস্মাভিঃ জলা রাজ্ঞ্যা বিরোধিতা ॥ ৮২
> এবমাভিযুক্তা সা রাজ্ঞী রাসমণিস্তদা।
> ততঃ সা বিদুষী রাজ্ঞী রাজনীত্যনুসারতঃ ॥৮৩
> বিচারকান্ সমাহূয় স্বগৃহে বিনয়ান্বিতা।
> উবাচ তান্ কথমেব বণিগ্‌বর্গাঃ সুকোপিতাঃ ॥ ৮৪

At this the foreign merchants flew into a rage and lodged a complaint in the court against her. She invited the Judge to her house and said, "*I wonder why these merchants have ventured to accuse me in the court.* ॥ 81 to 83 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তজ্জন্য ষ্টীমার জল যানাদির গতি অবরোধ হইলে বিদেশীয় শ্বেতাঙ্গ বণিকবর্গ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাণীর দণ্ডের জন্য বিচারালয়ে সকলে মিলিত হইয়া বিচারক বর্গকে বলিয়াছিলেন।-রাণী আমাদের সহিত কেন এরূপ অন্যায় আচরণ করেন ।৮১।৮২

এইভাবে রাণী রাসমণি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে বুদ্ধিমতী রাণী রাজার আইন অনুসারে নিজ গৃহে বিচারকবর্গকে আহ্বান-পূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন। বিদেশীয় বণিকবর্গ কি জন্য অতিশয় কুপিত হইয়া ।৮৩।৮৪

मध्यलीलायां १मः अः ।

করিয়া দক্ষিণে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার জল বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সরকার বাহাদুর বা গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি ।৮৭।৮৮

ममाधिकारः सम्पूर्णं स्तज्जले नात्र संशयः ।
अत्र यज्जलयानादि वर्त्तते वणिजां प्रियं ॥ ८९
चूर्णयाम्यधुनैवाहं मज्जलस्यावरोधनः ।
सत्यं सत्यं मयोक्तं यत्तत्करिष्यामि सत्वरम् ॥ ९०
मत्स्यग्रहे धीवराणां यतो विघ्नः प्रजायते ।
एवं राज्ञ्याः सदर्पोक्तिं श्रुत्वा तत्र विचारकाः ॥ ९१
स्तवादि मिष्टवाक्येन राज्ञीं सन्तोष्य यत्नतः ।
राज्ञ्याः प्रदत्त वित्तानि प्रत्यर्पितानि तानि तैः ॥ ९२

Accordingly my sole right over the water cannot be questioned by anybody. I now intend to break down without delay all the boats and ships not yet removep by their owners from my area, as they are causing great hindrance to the fishing work." The Judges took great pains to pacify the warth of Rani. All the money was paid back to her. ॥ 89 to 92 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব এই গঙ্গাজলে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার ইহা নিঃসন্দেহ। অতএব গঙ্গাগর্ভে বণিকবর্গের প্রিয় যে সকল জলযান আছে আমি সেই সকল জলযান এখনই চূর্ণ করিয়া দিব কেন উঁহারা আমার জল অধিকার করেন। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি তাহা

শীঘ্রই করিব। যেহেতু ধীবরগণের মৎস্য গ্রহণে সেই সকল জলযানই বাধা দিতেছে ।৮৯ ৯০

এখন বিচারকগণ মহারাণীর আইন সঙ্গত রাজনীতি অনুসারে নির্ভীক বাক্য শুনিয়া রাণীকে ধন্যবাদ দিয়া স্তবস্তুতি পূর্ব্বক কোমল বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া রাণীর অনুগ্রহপ্রার্থী বিচারকগণ রাণীর প্রদত্ত অর্থ সকল মায় সুদে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন ।৯১-৯২

> বিনা করং ধীবরাণাং গঙ্গায়াং মৎস্য সংগ্রহঃ।
> এবং সীমা মরা রাজ্ঞী ত্বদীয়ে ধীবরৈস্তদা ॥ ৫৩
> বচসো ভাগীরথ্যাস্তু জাতং বন্ধ বিমোচনম্।
> ধন্যা রাজ্ঞী রাসমণি ধন্যা তদ্ বিধাতৃরী ॥ ৫৪
> ধন্যা প্রজাবৎসলতা ধন্যা দারিদ্র্য বাধ্যতা।
> এবং রাজ্ঞ্যাযশোদিক্ষু বিখ্যাতা স্যাতি বিস্তৃতি. ॥ ৫৫
> যয়াঃশেষ নরা নার্য্যো বিস্ময়াব্ধৌ নিমজ্জিতাঃ।
> হট্টে গোষ্ঠে সভায়াঞ্চ রাজদ্বারে বিশেষতঃ ॥ ৫৬

It was also decided that the fishermen would be allowed to fish in the river without payment of any taxes. She ordered her men to take away the chains and allow navigation as before. Thus the fame and glory of Rani spread far and wide.
। 93 to 96 ।

বঙ্গানুবাদ :—

এবং ধীবরগণ গভর্ণমেন্ট বাহাদুরকে কিছুমাত্র কর না দিয়া গঙ্গায় ইচ্ছামত অবাধে মৎস্য ধরিতে পারিবে এই প্রতিশ্রুতি ও

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ।

.আইনসঙ্গত ব্যবস্থা করিয়া মীমাংসা হইলে, তখনই রাণীর আদিষ্ট ভৃত্যবর্গ লৌহশৃঙ্খলে ভাগীরথীর বক্ষের বন্ধন বিমুক্ত করিয়াছিল।৯৩

ধন্যা রাণী রাসমণি ধন্য তাঁহার বুদ্ধি কৌশল ধন্য তাঁহার প্রজা-বৎসলতা এবং অতি ধন্য দরিদ্রগণের সাহায্য। এইরূপভাবে রাণীর অপূর্ব্ব বুদ্ধি প্রতিভা চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হইয়াছিল।৯৪।৯৫

এমন কি নরনারী সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হট্টেগোষ্ঠে সভায় বিশেষ ভাবে বিচারালয়ে রাণীর প্রশংসা সকলেই করিয়াছিলেন।৯৬

সর্ব্বত্র বঙ্গদেশে চ ধ্বনির্ধন্যে ত্যভূত্তদা।
প্রজা সঙ্কট যাত্রা চ সম্পূর্ণা বিনিবর্ত্তিতা॥ ৫৩

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে রামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং মধ্যলীলায়াং গদাধরস্য কলিকাতায়ামাগমং, রাজ্ঞ্যা রাসমণেশ্চপরিচয়রূপঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১

The grievance of her subjects was redressed.
॥ 97 ॥

Here depictingGadadhar's arrival in Calcutta and Rani Rasmoni's character and fame ends first chapter of Madhyalila in Sri Sri Ramakrishna-bhagabatam, written by Sri Bhrktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

প্রজাবর্গের বিপদের আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়াছিলেন এইরূপে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র রাণীকে ধন্য ধন্য শব্দে অলঙ্কৃত করিয়া-ছিলেন।৯৭

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের গদাধরের মধ্য লীলায় কলিকাতায় আগমন এবং রাণী রাসমণির পরিচয়াদি প্রথমাধ্যায়ে বলা হইল। ১ মঃ অঃ সমাপ্ত॥

अपुत्रवत्यास्तद्राज्ञ्या आसीत् कन्या-चतुष्टयं।
सत्पात्रेभ्योऽर्पिता तिस्रः कनिष्ठा तु कुमारिका १
जगदम्बेति नाम्ना सा जगदम्बा समाभवत्।
चतुश्चत्वारिंशद्वर्षे राज्ञीयं विधवा भवत्॥ २
बुद्धिमत्ताबलेनैव वर्द्धिता राजसम्पदः।
जामाता ज्येष्ठ मथुरानाथ विश्वाससञ्ज्ञकः॥ ३
गुणवान् रूपवान् धीमान् सर्व्वकार्य्ये पटु महान्।
तस्य प्रसूयैव सुतं स्वर्गता सहधर्मिणी॥ ४

Rani had four daughters and no s.n. Three of daughters were married and the ycungest was yet to be married. Her name was Jagadamba. Rani became a widow at the age of forty-four. By virtue of her uncommon intelligence she made a great fortune. Her oldest son-in-law, was Mathuranath Biswas who was a man of parts. His wife expired after giving birth to a son.

॥ 1 to 4 ॥

সহধর্ম্মিণী অর্থাৎ রাসমণির জ্যেষ্ঠা কন্যা কেবলমাত্র একটি পুত্র প্রসব করিয়াই ইহলোক পরিত্যাগ করেন।১।৩।৪

দত্বা রাজ্ঞী পুনঃ কন্যাং জগদম্বেতি নামিকাং।
রাজ্যরক্ষা ভারমপি দদৌ তস্মৈ প্রযত্নতঃ॥ ৫
পরন্তু নিজ সম্পত্তের্ভারং ন্যস্য সুধার্ম্মিকা।
ধর্ম্মার্থং মকরোদ্রাজ্ঞী তীর্থপর্য্যটনে মতিং॥ ৬
গদাধরাগমাৎপূর্ব্বং যাবদ্বর্ণচতুষ্টয়ং।
দ্বিপট্ শত বঙ্গীয়াব্দে পঞ্চপঞ্চাশদুত্তরে॥ ৭
অত্যন্তদ্রব্যসম্ভার সয়ন্ত্র সৈনিকান্ বহুন্।
প্রাজ্য প্রজাপরিজন ধনরত্নাদিকাং স্তথা॥ ৮

Rani married him with her youngest daughter. Jagadamba, and also gave him the charge of the management of her estate. There after she resolved to go on pilgrimage. In the Bengali year, 1255, i.e. four years before Gadadhar came to Calcutta. ॥ 5 to 7 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রাণী পুনরায় জগদম্বা নামে কনিষ্ঠা কন্যাকে মথুরানাথের সহিত বিবাহ দেন এবং রাজ্য রক্ষার ভারও মথুরানাথের উপরেই অর্পণ করেন।৫

পরন্তু অত্যন্ত ধর্ম্ম স্বভাবা মহারাণী রাসমণি নিজের যাবতীয় ধন সম্পত্তির রক্ষার ভারও মথুরানাথের উপরেই ন্যস্ত করিয়া তীর্থ গমনে মানস করিয়াছিলেন।৬

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ।

গদাধরের কলিকাতায় আসিবার ৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বাংলা ১২৫৫ সালে বহুতর দ্রব্যসম্ভার সশস্ত্র সৈনিকগণ বহুতর পরিজন প্রজাবর্গ বহুমূল্য ধন রত্নাদি দ্রব্যসকল।৭।৮

নানা দেশাগতান্ পোতৈর্যাতুর্ব্বিপ্রান্ বহূন্ জনান্।
বারাণস্যামন্নপূর্ণা-শ্রীবিশ্বনাথ-দর্শনে ॥ ৮
নরনারী জনাঃ সর্ব্বে শুভেঽহ্নি সময়ে শুভে।
বৈশাখেঽস্য সংজ্ঞায়াং তিথৌ ভাগীরথী জলে ॥ ১০
আরুহ্যাঽসংখ্য-নৌকা-সু পুণ্যভাবপরিপ্লুতাঃ।
সমুৎসাহা শুভাং যাত্রাং কৃত্বা সর্ব্বে যথাবিধি ॥ ১১
বিশ্বনাথান্নপূর্ণয়োঃ কৃত্বা নাম্না জয়ধ্বনিং।
গচ্ছন্তো নরনার্য্যশ্চ কলিকাতাখ্যপত্তনাৎ ॥ ১২

In the month of Vaisakh on a very auspicious day Rani set out on her journey to Varanasi to offer holy services to Goddess Annapurna and Sri Viswanath. She was accompanied with a large number of men, women and armed guards, in innumberable boats. She also took with her large quantities of requisite things. The pilgrims shouted the names of Viswanath and Annapurna as they started along the river from Calcutta,
॥ 8 to 12 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং বহু দেশ হইতে জলযানে আগত ব্রাহ্মণাদি চারিবর্গের বহু স্ত্রী পুরুষ বারাণসী ক্ষেত্রে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শনে সত্যযুগাস্থা

অক্ষয়াতৃতীয়া মহাপুণ্য দিনে বৈশাখ মাসে শুভ সময়ে পুণ্যভাবে পরিপ্লুত হইয়া সকলে অসংখ্য নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক মহারাণীর সহিত যথা বিধি শুভ যাত্রা করিয়া জয় বাবা বিশ্বনাথ মা অন্নপূর্ণার জয় এইরূপভাবে জয়ধ্বনি করিয়া নরনারীগণ কলিকাতা নগরী হইতে ।৯।১ ।১১।১২

কলিকাতাং পরিত্যজ্য নৌকাগ্রে যা যদাগতা ।
দক্ষিণেশ্বর গঙ্গায়াং তদা সন্ধ্যা সমাগতা ॥ ১৩
দক্ষিণেশ্বর ইত্যাখ্যা গ্রামস্য স্বর্ণদীতটে ।
নিত্যং সন্নিহিতা যত্র দেবী দক্ষিণ কালিকা ॥ ১৪
মেঘজাল সমাচ্ছন্নং তদৈবাকাশমণ্ডলং ।
ঝঞ্ঝাবাত পরিব্যাপ্তং চঞ্চলং সরিমন্ডলম্ ॥ ১৫
তরণী-যাত্রিণাং তস্মাদন্তরে ভয়মুত্থিতম্ ।
দুর্যোগং ভীষণং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞী চিন্তান্বিতাব্রবীৎ ॥ ১৬

Evening came down when the fleet reached Dakshineswer, which is the abode of Goddess Dakshina Kali. The sky became cloudy and a furious storm caused a great panic among the passengers of the boats. Seeing that inclement weather Rani became much perturbed and said.

॥ 13 to 16 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

গঙ্গাগর্ভে গমন করিতে করিতে নৌকা সকল যে সময় কলিকাতা মহানগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিল তখন

সন্ধ্যা হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে মাতা দক্ষিণা কালিকা সর্ব্বদাই অবস্থান করেন।১৩।১৪

সেই সময় আকাশমণ্ডল মেঘসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া ঝড়বৃষ্টিতে নৌকাসকল চঞ্চল হইয়াছিল।১৫

তীর্থযাত্রী সকলের মনে ভয় হইয়াছিল। সেইরূপ ভীষণ দুর্যোগ দেখিয়া মহারাণী চিন্তান্বিতা হইয়া বলিয়াছিলেন।১৬

नौवाहकान् समाहूय निम्नगायामकण्टकम् ।
शर्वरीं क्षपयिष्यामो वयमत्रैव निश्चितम् ॥ १७
तदन्ते नाविकाः सर्वे स्थितिमार्गेण तत्क्षणात् ।
विस्तृतायामपूर्णायोर्गङ्गा कृत्वा जयध्वनिं ॥ १८
आरोहकान् पोषितान् कृत्वा भोजनादीन् समाप्य च ।
शयनं स्व स्व शय्यायां कृत्वा निद्रामुपागमन् ॥ १९
महानिशा सुप्तिमग्ना निस्तब्धा दिगचेतना ।
केवलं भागीरथ्यास्तु तरङ्गभङ्गिमा बभुः ॥ २०

"Let the boatmen anchor their boats here and halt for the night." It was done and all lay down to sleep after they had taken their supper. It was the dead of the night. All were fast asleep. Profound calmness reigned everywhere. Only the water of the river were flowing in a turbulent and boisterous way. ॥17 to 20॥

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ: ।

"Dear Rasmoni ! you need not go to Varanasi. You build a temple here on the bank of the Ganges and place in it the image of your own diety. You try to propitiate the goddess by offering cooked rice. By doing so all of your desires will be fulfilled and you will have my blessings." ‖ 25 to 28 ‖

বঙ্গানুবাদ :—

মা রাসমণি তোমার কাশীক্ষেত্রে শ্রীবিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার দর্শনে যাইবার প্রয়োজন নাই ।২৫

তুমি এই দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরে আমার একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেই মন্দিরে তোমার ইষ্টদেবতা অর্থাৎ ভবতারিণী কালী মন্দির স্থাপন কর ।২৬

তুমি সেই দেবীর নিত্য অন্ন ভোগ দিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর। আমি প্রতিদিন পরমানন্দে সেই অন্নভোগ গ্রহণ ভোজন করিয়া হে সুব্রতে তোমার মনোবাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিব। হে মাতঃ রাসমণি তুমি আমার প্রসাদে নিঃসন্দেহে আমাকেই পাইবে ।২৭-২৮

उक्त्वैवं मन्त्रकं तस्यै दत्त्वाशीर्वादं तत्परा ।
यदृच्छया गता देवी तत्रैवान्तरधीयत ॥ २९
आदेशमिमं सा देव्यास्तदा दिव्यदर्शनं ।
स्वप्नेव तत्प्रभावात्तस्या निद्राभङ्गो बभूव हि ॥ ३०
भग्ननिद्रा च सा राज्ञी शय्यायां समुपाविशत् ।
तदापि सा दिव्यवाणी कर्णयोः संततमादिता ॥ ३१
रोमाञ्च स्वेदसंयुक्ता साश्रुनेत्रा सुकम्पिता ।
भक्त्या प्रणम्य देवीं प्रणम्य जगदम्बिकां ॥ ३२

On saying this the Goddess placed her hand on the head of Rani and disappeared. Rani woke up. The divine words were still ringing in her ears. She sweated and her eyes became wet with tears. With great devotion she bowed down to the mother of the universe. ॥ 29 to 32 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এই কথা বলিয়া রাণীর মস্তকে করপদ্ম প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ তৎপরা হইয়া রাণীর ভাগ্য বশতঃ আগমন করিয়া সেই স্থানেই অদৃশ্যা হইলেন ।২৯

এইরূপে নিদ্রিতাবস্থায় সাক্ষাৎ ভগবতীর প্রত্যাদেশ এবং তদ্রূপে দেবীর দর্শন লাভ করিয়া রাত্রিকালে রাণীর তৎক্ষণাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল ।৩০

এবং জাগ্রতাবস্থায় রাণী শয্যাতে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও রাণীর কর্ণে সেই অলৌকিক স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল ।৩১

এখন স্বেদ পুলকাদি বিশিষ্টা কম্পান্বিত কলেবরা আনন্দাশ্রু-বিগলিতা রাণী প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে জগদম্বা দেবী কালিকাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন ।৩২

उवाच स्वप्नेनवायं साक्षाद्दृष्टमिहाद्भुतम् ।
स्वप्ने यदनुभूतन्तं सौरभं पारिजातजं ॥ ३३
इदानीमपि शय्यायां सुगन्धः सुसमुत्थितः ।
चन्दनेन समायुक्तं कुङ्कुमेन विलेपितम् ॥ ३४
किमिदं लोहितं दृष्टं मम वस्त्राञ्चलेषु च ।
मया हि सुप्त शय्यायां पादाङ्कयारुण मम: ॥

एतैर्हि लक्षणैर्माता रुद्राणी ब्रह्मरूपिणी।
अत्रागता न सन्देहो नान्या कापि मतिर्मम ॥३६

She said, "It is a true fact and not a dream *that the Goddess herself appeared here. I even* now smell the divine fragrance of heavenly flowers. How is it that the skirts of my cloth are bearing red spot of sandle and kumkum paste? Whose may be these red foot-prints on my bed? It is evident from all these that Goddess Rudrani was here. It was none but she. There is no doubt about it." ‖ 33 to 36 ‖

বঙ্গানুবাদ :—

ইহা স্বপ্ন নয়। এই আশ্চর্য্য বিষয়টি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্বপ্ন সময়ে যে পারিজাত প্রসূনের সৌগন্ধ অনুভব করিয়াছি। এখনও সেই সদ্‌গন্ধ আমার এই শয্যায় সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতেছি।৩৩

কুঙ্কুম বিলেপিত হরিচন্দন যুক্ত রক্তবর্ণ আমার পরিধেয় বস্ত্রে ইহা কি দেখিতেছি। এবং ইহা কাহারই বা রক্তবর্ণ পদচিহ্ন আমার শুভ্র শয্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা মাতা রুদ্রাণী ব্রহ্মময়ী যে এখানে আসিয়াছিলেন ইহা ধ্রুব সত্য। তাছাড়া অন্য কিছুই নয়। ইহাই আমার স্থির সিদ্ধান্ত।

৩৪।৩৫।৩৬

नमस्तस्यै महादेव्यै तदीय प्रीति हेतवे।
यतिष्येऽहं जगन्मातः तथैव तव मे गतिः ॥ ३७
एवं सद्भावभाविन्याः गर्व्वरीशेषिता भवत्।
कूजनैः कोकिलादीनां प्रभात सूचितं तदा ॥ ३८

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ।

पद्मिनीपालकः प्राच्यामुदितोऽरुणवर्णयुक्।
शय्योत्थिता तदा राज्ञी समाहूयाह्वतान् जनान्॥ ३९
नाधुना मे तीर्थगतेः शक्तिः का च न विद्यते।
भवन्तस्तत्र गच्छन्तु क्षमां कुर्वन्तु धार्मिकाः॥ ४०

"Oh Goddess! I bow down to you. I shall spare no pains to carry out thy command and to please you. I depend entirely on your kindness." At day-break Rani got up from her bed and said to her companions, "I have become too weak to endure the hardship of the journey. You may proceed Be kind enough to excuse me."

॥ 37 to 40 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

হে মহাদেবি আপনাকে নমস্কার করি। আপনার আদেশানুসারে ও আপনার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা করিব। আপনার কৃপাই আমার একমাত্র ভরসা।৩৭

এইরূপে দেবীভাবে বিভাবিতা রাণীর রাত্রি শেষ হইলে অর্থাৎ কোকিলাদির কূজনে প্রভাতের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল।৩৮

পূর্ব্বদিকে পদ্মিনী নায়ক উদিত হইলে রাণী শয্যা হইতে উঠিয়া সেই সকল তীর্থযাত্রিকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন।৩৯

হে পবিত্র নরনারীগণ উপস্থিত আমার তীর্থগমনের শক্তি কিছু মাত্র নাই। আমাকে ক্ষমা করিয়া আপনারা সকলে তীর্থে গমন করুন।৪০

पुरोहितामात्य भृत्य कुटुम्ब पाचकादयः।
मदीय द्रव्यसम्भारान् धनरत्नादिकांस्तथा॥ ४१

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ।

সৈনিকান্নস্ত্রশস্ত্রাদীন্ নীত্বা সর্ব্বে ব্রজন্তু তে।
বিল্বপত্রৈ-র্বিশ্বনাথং সহস্রৈস্তু হিরন্ময়ৈঃ ॥ ৪২
যথাবিধি সুসঙ্কল্পং পুরোধাঃ পূজয়িষ্যতি।
অন্নপূর্ণাং তথা দেবীং সমভ্যর্চ্চ্য প্রযত্নতঃ ॥ ৪৩
ভোগদ্রব্যং বহুবিধং সুপান্নং পায়সান্তিকং।
নিবেদ্য বহুভূদেবান্ দরিদ্রসন্ন্যাসি বৈষ্ণবান্ ॥

"Priest, minister, friends and relatives,—all of you along with servants, cooks and soldiers may proceed with all these goods and money. These thousand gold Bilwa leaves may be offered to Lord Viswanath. Goddess Annapurna may also be worshipped with great devotion and offered various dishes of rice and palatable things. Thereafter bramhins, Sannyasis, Vaisnabs, the poor and even the untouchables should be well fed and given cloth and utensils." ॥ 41 to44 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

আমার পুরোহিত মন্ত্রী ভৃত্য কুটুম্ব পাচকাদি, এবং যাবদীয় ধন-রত্নাদি দ্রব্য সৈনিকগণ অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া আপনারা সকলে কাশী ক্ষেত্রে গমন করুন। সেই স্থানে আমার পুরোহিত স্বর্ণনির্ম্মিত সহস্র বিল্ব পত্র দ্বারা যথা বিধি সঙ্কল্প পূর্ব্বক বাবা বিশ্বনাথের পূজা করিবেন। তদ্রূপ মা অন্নপূর্ণা দেবীকেও আমার প্রদত্ত স্বর্ণ অলঙ্কারাদি দ্বারা বিশেষভাবে অর্চ্চনা করতঃ সুপান্ন পায়স পর্য্যন্ত বহুবিধ ভোগদ্রব্য নিবেদন পূর্ব্বক অষ্টোত্তর শত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দরিদ্র ও সন্ন্যাসি ।৪১।৪২।৪ ।৪৪

मध्यलीलायां ३यः अः ।

दरिद्रानान्नपाकादीन् भोजयित्वा यथाविधि ।
वस्त्रान्नजलपात्रादीन् दत्वा तेभ्यः समादरात् ॥ ৪৫
काशीस्थ देवताः सर्व्वा विविधैरुपचारकैः ।
सम्पूज्य विधिवद्भक्त्या पुनः शीघ्रं समेष्यथ ॥ ৪৬
विधायैवं तया राज्ञी सर्व्वान् सम्प्रेष्य यत्नतः ।
दक्षिणेश्वर गङ्गायां सततामा मनस्विनी ॥ ৪৭
कस्येयं वा तीरभूमिः कथं क्रीता भविष्यति ।
एवं दिवानिशं राज्ञी चिन्ताक्रान्ताभवत्तदा ॥ ৪৮

"All other gods and goddesses of Varanasi should be also worshipped with great devotion and with requisite things. Then you should lose no time to come back and meet me." After setting them on their journey to Varanasi, Rani continued to stay on the bank of the Ganges at Dakshineswar. She began to enquire as to who was the owner of the bank at Dakshineswar, and how and at what cost this land could be purchased. She thought and thought and had no rest in the day or in the night. ॥ 45 to 48 ॥

শীঘ্রই এই দক্ষিণেশ্বরে পুনর্ব্বার আপনারা আমার সহিত সম্মিলিত হইবেন ।৪৭।৪৬

এইরূপভাবে অতি উদারচেতা রাণী রাসমণি তীর্থযাত্রি সকলকে যত্নপূর্ব্বক কাশীধামে পাঠাইয়া দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরেই বাস করিয়া এই তীরভূমি কিভাবেই বা ক্রয় করা হইবে এইরূপভাবে দিবারাত্রি চিন্তান্বিতা হইয়া মা ভগবতী দক্ষিণা কালিকার শরণ লইয়াছিলেন ।

৪৭।৪৮

ততো মথুরানাথেন প্রয়াসৈর্বিপুলৈ স্তথা ।
তত্র ভাগীরথী তীরে ভূভাগো বহু বিস্তৃত: ।। ৪৯
ক্রীতো দেবালয়স্যৈব নির্ম্মাণোদ্যোগ পর্ব্বণ: ।
সমারব্ধ: ততো রাজ্ঞা বহুবিত্তব্যয়েন হি ।। ৫০
মহাশ্মশানভূ: সৈব শক্তিসাধনরূপিনী ।
শক্তি মন্দির নির্ম্মাণে সুনির্দ্দিষ্টা সুসাধকৈ: ।। ৫১
সোপানশ্রেণিযুক্তঞ্চ নির্ম্মিতং স্নানঘট্টকং ।
শিবলিঙ্গ সমাযুক্তং দ্বাদশং শিবালয়ং ।। ৫২

At last she purchased the desired land with *great efforts*. She spent a very huge sum of money to build the temples. It was a burial place and she was advised to build a temple of Goddess Kali. She built ■ bathing ghat and twelve temples of Siva with Trisuls at the tops. ॥ 49 to 52 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে মথুরা নাথ বহু পরিশ্রম করিয়া দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরে বহু বিস্তৃত ভূভাগ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ।৪৯

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ: ।

রাণীর বহুতর অর্থ ব্যয়ে দেবালয়ের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করাইয়াছিলেন ।৫০

সেই মহাশ্মশানভূমি শক্তিসাধনার সর্ব্বোত্তম স্থান। তজ্জন্য শক্তি সাধকগণ শক্তি মন্দির নির্ম্মাণে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন ।৫১

সোপান শ্রেণীবদ্ধ স্নানের ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই ঘাটের উত্তর দক্ষিণে শিবলিঙ্গযুক্ত দ্বাদশ সংখ্যক শিবালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৫২

कृत्वा विपुल सोपान घट्टस्योत्तर दक्षिणे ।
चक्र चिह्नित-चूड़-यो विष्णुमन्दिरमुत्तमं ॥ ५३
स्थानं यत्र जगच्चन्द्रो मोदते राधया सह ।
तद्देवमतदिग्भागे सौरमण्डलगुम्फितं ॥ ५४
जगदम्बामहादेव्या नवचूड़विभूषितम् ।
सुभद्रं भवतारिण्या मन्दिरञ्चातिशोभनं ॥ ५५
तत्राधिष्ठिता माता काली कैवल्यदायिनी ।
महाकाल समारूढ़ा त्रिनेत्रा वरदा शुभा ॥ ५६

She built the temple of Radhakrishna with the wheel at the top, and the temple of Goddess Kali with nine towers. ॥ 53 to 56 ॥

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ।

চূড়া শোভিত জগন্মাতা ভবদেবী ভবতারিণীর পঞ্চচূড় সুন্দর শ্রীমন্দির নির্মিত হইয়া অদ্যাপি বিদ্যমান আছে ॥৫২।৫৪।৫৫

এই মন্দিরের অভ্যন্তরে মহাকাল শবারূঢ়া ত্রিনয়না চতুর্ভুজা বরাভয় করা খড়্গ নিধারী ॥৫৬

खड्गमुण्डधरा देवी वराभयधराकरा ।
सच्चिदानन्दरूपा सा परब्रह्म स्वरूपिणी ॥ ५७
यस्या दर्शनमात्रेण ब्रह्मानन्दं गता जनाः ।
एवं श्रीभवतारिण्या मन्दिरं निर्मितं तया ॥ ५८
अर्थं सामर्थ्य प्राचुर्यान्निर्मितेऽपि सुमन्दिरे ।
भोगार्थं भवतारिण्याः श्रीराधावल्लभस्य च ॥ ५९
महत्यासीत्तदा चिन्ता रासमण्यं सुदारुणा ।
द्विजवर्ज्य॥ नियमानसीन प्रवर्तने ॥ ६०

Goddess Kali having three eyes and four hands stands on the body of Lord Siva lying on his back. She is the embodiment of the powers of the supreme Being. To see Her image is a divine joy. Even though Rani could build beautiful temples because of her ability to spend as much as she liked, she became worried as to how to offer cooked rice to the gods and goddesses of the temples. ॥ 57 to 60 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সচ্চিদানন্দরূপা পরব্রহ্ম স্বরূপিণী কালী মূর্তি অধিষ্ঠিতা আছেন।

मध्यलीलायां २यः अः ।

যাঁহার দর্শন মাত্রে জীব সকল ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হন। এইরূপ মহারাণী মাতা ভবতারিণী কালী মূর্তির মন্দির নির্মাণ করেন।৫৮

রাণী রাসমণির অর্থশক্তির আধিক্য বশতঃ সুন্দর ভাবে মন্দির নির্মাণ হইলেও কালিকা দেবীর এবং রাধাকান্ত বিগ্রহের অন্নভোগের জন্য রাণী বিশেষভাবে চিন্তান্বিতা হইয়াছিলেন।৫৯ ৬০

देवीमान्नस्य ब्राह्मणानां भोजनं सम्भविष्यति ।
एवमाशाविक्षोभ्यायां प्रत्यूहः समजायत ॥ ६१
शास्त्राणां वेद वाक्यानां देवदेवो समक्ष ते ।
अन्न भोगो न दातव्य इति शास्त्रानुशासनं ॥ ६२
किन्तु साक्षादन्नपूर्णा सद्व्यञ्जनादिभिः ।
अन्नभोग प्रदानार्थं स्वप्ने मां समुपादिशत् ॥ ६३
अतोऽत्र किं विधेयं मे देवीमान्नमुपमोदति ।
एवं राज्ञी सदाचिन्ता भोगार्थं चेतसि बभौ ॥ ६४

Rani earnestly desired that bramhins would be fed with that offered rice. But an obstacle stood on the way. According to the religious code she was debarred from offering cooked rice to the gods. She mused in herself, "I have been asked by Goddess Annapurna Herself to offer cooked rice with curries. So, what should be done to achieve my end". Thus, the thought made Rani restless. ॥ 61 to 64 ।

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ খঃ।

রাণীর ঐকান্তিক ইচ্ছা হইলেও তাহাতে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি ভিন্ন অন্যজাতির দেবদেবীর পূজাতে অন্নভোগ দেওয়া নিষিদ্ধ এইরূপ শাস্ত্রের আদেশ।৬১৬২

কিন্তু স্বপ্ন সময়ে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা সুপব্যঞ্জনাদির সহিত অন্নভোগ দিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন।৬৩

অতএব এ বিষয়ে আমার কর্তব্য কি ? যাহাতে আমার মনের শান্তি হয়। রাণীর মনোমধ্যে ভোগ দিবার জন্য এইরূপ ভাবে মহাচিন্তা হইয়াছিল।৬৪

কাশী কাঞ্চী নবদ্বীপ মিথিলা দেশতঃ স্থলতঃ।
ধর্মব্যাখ্যাধ্যাপকানাং পণ্ডিতানাং সমীপতঃ ॥ ৬৫
আনীতা বহু যত্নেন রাজ্ঞ্যা যা বিধিপত্রিকা।
অন্নভোগস্তু কুত্রাপি শূদ্রস্থাপিত বিগ্রহে ॥ ৬৬
ঐকমত্যেন লিখিতং বিদ্বদ্ভির্ন ভবেদিতি।
শ্রুত্বা রাজ্ঞী বৈধপত্র-ভাষণং মূর্চ্ছিতা ভবৎ ॥ ৬৭
শাস্ত্রবাক্যং সমুল্লঙ্ঘ্য ভোগদানে ন মে স্পৃহা।
স্বেচ্ছয়া যদি দাস্যামি তদন্নং গর্হিতং ভবেৎ ॥ ৬৮

She called for a ruling from great pandits of Kasi. Kanchi Nabadwip Mithila and other places. But all of them unanimously declared that cooked rice could not be *offered to gods placed in temples* built by sudras. At this Rani became sorely aggrieved. She thought, "*If I offer cooked rice to* my gods, none will honour it". ॥ 65 to 68 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ অবস্থায় রাণী কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মিথিলা ও নবদ্বীপ হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে বহু চেষ্টায় বহুতর ভাষপত্র অর্থাৎ পণ্ডিতগণের শাস্ত্রসম্মত বিধিপত্র সংগৃহীত হইলে সেই সকল পত্রে পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, যে শূদ্রস্থাপিত বিগ্রহের অন্নভোগ হইতে পারেনা।৬৫।৬৬

রাণী রাসমণি ভাষপত্রের ভাষা শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন।৬৭

এবং বলিয়াছিলেন যদি শাস্ত্র বাক্য লঙ্ঘনপূর্ব্বক আমি ইচ্ছামত অন্নভোগ দান করি তবে সেই অন্নভোগ নিন্দিত হইবে। ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।৬৮

एवं सञ्चिन्त्य सा राज्ञी निद्रितावीं भयापहां ।
अन्नजलाभिषिक्ता सा सर्वथा शरणं गता ॥ ६९
उवाचैवं जगन्मातः त्वयादेशात्मयाधुना ।
देवमन्दिर निर्म्माणं तव मूर्त्तिरधिष्ठिता ॥ ७०
अन्नभोग व्यवस्था च सुनिर्द्दिष्टा त्वयैव हि ।
त्वदिच्छा पूर्णं मातः त्वमेव कुरु कालिके ॥ ७१
अद्य बहु पण्डितेभ्यो विधानेऽपि समाहृते ।
अन्नभोगो न दातव्य इति पण्डितभाषणं ॥ ७२

Rani prayed to the Goddess for redress and said, "Oh Mother! it is at your behest that I have built the temples and placed your image. It is also thy desire that I should offer cooked rice. But the pandits do not approve it. So Thou shouldst find a way out to fulfil thy own will". ‖ 69 to 72 ‖

বঙ্গানুবাদ :—

সেই রাণী রাসমণি এইরূপভাবে দুশ্চিন্তায় কাঁদিতে কাঁদিতে ভয়হারিণী সিদ্ধিদাত্রী মা অন্নপূর্ণার সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্না হইয়া বলিয়াছিলেন।৬৯

এবং বলিয়াছিলেন হে জগন্মাতঃ আপনার আদেশেই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আপনার মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত করিয়াছি।৭০

আপনিই আমাকে অন্নভোগ দিবার অনুমতি দিয়াছেন। অতএব আপনার ইচ্ছা আপনিই পূরণ করুন।৭১

অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ হইতে শাস্ত্রবিধি সংগৃহীত হইলেও আমাদের অন্নভোগ দেওয়া শাস্ত্র নিষিদ্ধ। এইরূপই পণ্ডিত বর্গের শাস্ত্রানুমোদিত মত।৭২

किङ्करोमि क्व गच्छामि केनाशा पूरिता भवेत् ।
एवमेवं महाराज्ञी सन्तप्ता सा तदा भवत् ॥ ७३
कलिकाता नगर्य्यान्तु सर्व्वैर्ब्राह्मणपण्डितैः ।
विविधं महाराज्ञ्या ह्यसमालोचितं श्रुतम् ॥ ७४
एवं रामकुमारोऽपि प्रवरः स्मार्त्तपण्डितः ।
राज्ञ्या बन्धुं समाहूय कञ्चिदेकं तदा सुधीः । ७५
प्रोवाचेयं भोगचिन्ता राज्ञ्या कार्य्या कदापि न ।
ददाम्यहं वैधपत्रं नीत्वा राज्ञीं प्रदर्शय ॥ ७६

"What to do," "Where should I go," How can I achieve my object," all these thoughts troubled her day and night. The decision of the learned pandits in the matter was widely circulated and discussed among the pandits of Calcutta. At

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ: ।

last Ramkumar contacted a friend of Rani and gave him a letter conveying his instructions and said, "Rani need not worry in the matter of offering cooked rice to her gods. Take this letter to her and she will know what to do". ॥ 73 to 76 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এখন আমি কি করি কোথায় যাই কোন মহাপুরুষই বা আমার এই বাসনা পূরণ করিবেন। এইরূপভাবে মহারাণী সেই সময় অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়াছিলেন।৭৩

কলিকাতা মহানগরীর পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারাও মহারাণী রাসমণির বিধিপত্র দৃষ্ট আলোচিত ও শ্রুত হইয়াছিল।৭৪

কলিকাতার সর্বোচ্চ স্মার্ত্ত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রামকুমার ও রাণীর বিধিপত্রের বিষয় জানিয়া রাণীর কোন একটি বন্ধুকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন রাণী রাসমণি যেন অন্নভোগ দিবার জন্য চিন্তা না করেন। আমি একটি বিধিপত্র দিতেছি এইটি লইয়া রাণীকে দেখাও।৭৫।৭৬

শ্রুত্বাচৈব তদা রাজ্ঞী সদ্যস্তত্রাগতা স্বয়ং ।
গললগ্নীকৃতবাসাঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীত্ ॥ ৩৭
ব্রহ্মন্ কেন বিধানেন বাঞ্ছাসিদ্ধির্ভবেন্মম ।
তত্ কুরুষ্ব মহাভাগ ত্বমেকৈকামতির্ধুবা ॥ ৩৮
ততো রামকুমারেণ পূর্ব্বং বিলিখিতঞ্চ যত্ ।
মহৈধপত্রং স রাজ্ঞীং শ্রাবয়ামাস যত্নতঃ ॥ ৩৯
সমন্দিরং বিগ্রহঞ্চ দেববিত্তাদিকঞ্চ যত্ ।
প্রাগ্ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায়া সর্ব্বঞ্চ দ্বিপ্রমাত্মবেত্ ॥৮০

On hearing this, Rani herself appeared before Ramkumar and said with great humility and reverence, "Please tell me how my desire can be fulfilled. You alone can remove my difficulties" Ramkumar explained to her the meaning of his instructions. In brief, Rani should have to forego her right of ownership of the gods, the temples and the estate attached to them and make a deed of gift to a bramhin, before the foundation of the temples and the images. ॥ 77 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অনন্তর মহারাণী বন্ধুর নিকটে বিধিপত্র শুনিয়া তৎক্ষণাৎ রামকুমার পণ্ডিতের টোলে আসিয়া গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিয়াছিলেন হে পণ্ডিত কুলতিলক ব্রাহ্মণ যেরূপ বিধানে আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ হয় তাহা করুন। হে মহাভাগ আপনিই আমার একমাত্র সম্বল।
৭৭।৭৮

তখন রামকুমার পণ্ডিত পূর্ব্বে যাহা বিধি লিখিয়াছিলেন তাহা রাণীকে যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করাইলেন।৭৯

বিধি পত্রের মর্ম্ম এই যে যদি মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে মন্দিরের সহিত বিগ্রহ এবং দেবতার ধন সম্পত্তি যাহা কিছু আছে সেই সকল ব্রাহ্মণকে দান করা হয়।৮০

तद्विग्रहप्रतिष्ठा चेद् ब्राह्मणः सविधास्यति ।
नैवमर्पणदाने तु शास्त्रबाधा भविष्यति ॥ ८१
तदन्नभोजनं विप्राः करिष्यन्त्यकुतोभयाः ।
सुदृष्टेयं व्यवस्था हि शास्त्रवाक्यानुसारिणी ॥ ८२

मध्यलीलायां २य: अ:।

श्रुत्वा राज्ञी पण्डितस्य मापपवमचिन्तयत् ।
व्यवस्थेयमिष्टसिद्धेरनुकूला मता मम ॥ ८३
मद्वाञ्छा पूर्णं मातुरन्नदायाः प्रसादतः ।
भविष्यति न सन्देहो हेतुरयं सुपण्डितः ॥ ८४

The foundation ceremony should be performed by that bramhin In this way the prohibitary rules could be avoided, and no bramhin would hesitate to accept the cooked rice. These instructions were strictly based on the codal rules of religion. At this, Rani thought that the instructions of Ramkumar were quite favourable to the fulfilment of her desire which would surely come about by the grace of Annapurna, and this learned Ramkumar was instrumental to it.
॥ 81 to 84 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য ব্রাহ্মণই যদি সম্পাদন করেন তবে বিগ্রহের অন্নভোগ প্রদানে শাস্ত্র বাধা কিছুমাত্র হইবে না।৮১

পরন্তু সেই অন্নভোগ কুলীন ব্রাহ্মণগণও নির্ভয়ে ভোজন করিবেন। ইহাই আমার শাস্ত্রানুমোদিত সদুত্ব ব্যবস্থা।৮২

রাণি রামকুমার পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্র শুনিয়া এইরূপ ভাবিয়াছিলেন এইরূপ ব্যবস্থাই আমার ইষ্ট সিদ্ধির অনুকূল হইয়াছে।৮৩

মাতা অন্নপূর্ণার কৃপায় আমার ইষ্ট সিদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে। ইহা নিঃসন্দেহ। ইহার হেতু একমাত্র সুপণ্ডিত রামকুমার।৮৪

एवमुत्फुल्ल हृदयास्वानुकूले शुभे दिने।
त्रिलक्ष मुद्रा क्रीतेन स्थानेन सह मन्दिरं ॥ ८५
यथा शास्त्रं तदा राज्ञी गुरवे सम्प्रदाय च।
सेवानत्तावधानस्य भारः स्वस्मै समर्पितः ॥ ८६
तथापि तदनुष्ठाने नाना विघ्नः समुत्थितः।
विद्वांस कर्मकुशलं प्राप्स्यामि कुत्र वा कथं ॥ ८७
विद्याहीनो गुरोर्वंशो ये चास्माकं पुरोहिताः।
नित्यपूजां न जानन्ति प्रतिष्ठा तैः कथं भवेत् ॥ ८८

On an auspicious day she gave away the entire estate along with temples to her preceptor according to religious rules. The charge of supervision and management was retained by herself. Then cropped up other difficulties. How and where would learned and efficient bramhins to perform the foundation ceremonies be available None in the families of the preceptor and the priest had any knowledge or learning. ॥ 85 to 88

বঙ্গানুবাদঃ—

মহারাণী এইরূপ ভাবে আনন্দ মনে নিজের অনুকূল শুভদিনে তিন লক্ষ টাকায় ক্রীত দেবোত্তর সম্পত্তি দক্ষিণেশ্বরের ভূভাগ মন্দিরও অলঙ্কারাদির সহিত দেবতা সকল গুরুকে দান করিয়া কেবল মাত্র বিগ্রহাদির পরিচর্য্যাদির ভার স্বয়ং রাখিয়াছিলেন।৮৫।৮৬

এইরূপভাবে দানকার্য্য সমাধা হইলেও প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নানাভাবে বিঘ্ন হইয়াছিল অর্থাৎ রাণী ভাবিয়াছিলেন কোথায় কি প্রকারে কর্ম্ম-কুশল সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ পাইব কারণ আমার গুরুবংশ তাদৃশ নয়

मध्यलीलायां १म: अ: ।

পুরোহিতগণ নিত্য পূজাতে অভিজ্ঞ নয় তাহাদের দ্বারা কি দেবতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় ।৮৭.৮৮

तेषां प्राप्यानि दास्यामि करिष्यामि सुपण्डितैः ।
प्रतिष्ठां भवतारिण्याः श्रीराधावल्लभस्य च ॥ ८८
सहसा तन्मनोमध्ये भाग्ययोगात्तदोदिता ।
विधानदातुः श्रीरामकुमारस्य सुयोग्यता ॥ ९०
कालक्षेपमकृत्वैव झामापुष्करिणीं गता ।
विद्वान् रामकुमारोऽसौ यत्राध्ययनयुक् सदा ॥ ९१
कृत्वाभिवन्दनं राज्ञी तत्पादलुण्ठिता सती ।
उवाच कुरु मे ब्रह्मन् वाञ्छा पूरणमाशु भो ॥ ९२

Learned bramhins would be appcinted on payment of proper remunerations. It struck her mind that Pandit Ramkumar would be the right person to perform the ceramony. At once she went to the place of Ramkumar and appealed to him to have the ceremony performed under his able guidance and leadership. ॥ 89 to 92 ।

বঙ্গানুবাদ :—

শুদ্ধ পুরোহিতের প্রাপ্য আমি দিব। কিন্তু ভবতারিণী এবং রাধাবল্লভের প্রতিষ্ঠা পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দিয়া করাইব ৮৯

সেই সময় রাণীর সৌভাগ্যবশতঃ বিধান দাতা রামকুমার পণ্ডিতেরই প্রতিষ্ঠা কার্য্যে বিশেষভাবে পটুতা আছে এইরূপ হঠাৎ মনোমধ্যে উদিত হইল। মাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া পণ্ডিত রামকুমার যেস্থানে অধ্যাপনা করেন সেই ঝামাপুকুর পল্লীতে গমন করিয়া

मध्यलीलायां २यः अः।

एवमुत्फुल्ल हृदयास्वानुकूले शुभे दिने।
विलक्ष मुद्रा क्रीतेन स्वानेन सह मन्दिरं ॥ ८५
यथा शास्त्रं तदा राज्ञी गुरवे सम्प्रदाय च।
सेवातत्त्वावधानस्य भारः स्वस्मै समर्पितः ॥ ८६
तथापि तदनुष्ठाने नाना विघ्नः समुत्थितः।
विद्वांसं कर्मकुशलं प्राप्स्यामि कुत्र वा कथं ॥ ८७
विद्याहीनो गुरोर्वंशो ये चास्माकं पुरोहिताः।
नित्यपूजां न जानन्ति प्रतिष्ठा तैः कथं भवेत् ॥ ८८

On an auspicious day she gave away the entire estate along with temples to her preceptor *according to religious rules.* *The charge of* supervision and management was retained by herself, Then cropped up other difficulties. How and where would learned and efficient bramhins to perform the foundation ceremonies be available None in the families of the preceptor and the priest had any knowledge or learning. ॥ 85 to 88

বঙ্গানুবাদঃ—

মহারাণী এইরূপ ভাবে আনন্দ মনে নিজের অনুকূল শুভদিনে তিন লক্ষ টাকায় ক্রীত দেবোত্তর সম্পত্তি দক্ষিণেশ্বরের তৃভাগ মন্দিরও অলঙ্কারাদির সহিত দেবতা সকল গুরুকে দান করিয়া কেবল মাত্র বিগ্রহাদির পরিচর্য্যাদির ভার স্বয়ং রাখিয়াছিলেন।৮৫।৮৬

এইরূপভাবে দানকার্য্য সমাধা হইলেও প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নানাভাবে বিঘ্ন হইয়াছিল অর্থাৎ রাণী ভাবিয়াছিলেন কোথায় কি প্রকারে কর্ম্ম-কুশল সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ পাইব কারণ আমার গুরুবংশ তাদৃশ নয়

পুরোহিতগণ নিত্য পূজাতে অভিজ্ঞ নয় তাহাদের দ্বারা কি দেবতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় ।৮৭৮৮

तेषां प्राप्यानि दास्यामि करिष्यामि सुपण्डितैः ।
प्रतिष्ठां भवतारिण्याः श्रीराधावल्लभस्य च ॥ ८९
सहसा तन्मनोमध्ये भाग्ययोगात्तदोदिता ।
विधानदातुः श्रीरामकुमारस्य सुयोग्यता ॥ ९०
कालक्षेपमकृत्वैव झामापुष्करिणीं गता ।
विद्वान् रामकुमारोऽसौ यत्राध्ययनयुक् सदा ॥ ९१
कृत्वाभिवन्दनं राज्ञी तत्पादलुण्ठिता सती ।
उवाच कुरु मे ब्रह्मन् वाञ्छां पूर्णमाशु भो ॥ ९२

Learned bramhins would be appcinted on payment of proper remunerations. It struck her mind that Pandit Ramkumar would be the right person to perform the ceremony. At once she went to the place of Ramkumar and appealed to him to have the ceremony performed under his able guidance and leadership. ॥ 89 to 92 ।

বঙ্গানুবাদ :—

গুরু পুরোহিতের প্রাপ্য আমি দিব। কিন্তু ভবতারিণী এবং রাধাবল্লভের প্রতিষ্ঠা পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দিয়া করাইব ৮৯

সেই সময় রাণীর সৌভাগ্যবশতঃ বিধান দাতা রামকুমার পণ্ডিতেরই প্রতিষ্ঠা কার্য্যে বিশেষভাবে পটুতা আছে এইরূপ হঠাৎ মনোমধ্যে উদিত হইবা মাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া পণ্ডিত রামকুমার যেস্থানে অধ্যাপনা করেন সেই ঝামাপুকুর পল্লীতে গমন করিয়া

রামকুমার পণ্ডিতের পাদসমীপে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন হে ব্রাহ্মণ আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন ।৯০।৯১।৯২

सविग्रह देवगृह प्रतिष्ठाया गतिर्भवान् ।
भवतः पण्डितः कोऽपि नासमोऽर्घो हि लभ्यते ॥ ৯৩
देव देवी देवभूमि वित्त मन्दिर भूषणं ।
भवद् भावानुसारेण ब्राह्मणाय समर्पितम् ॥ ৯৪
अतःपरं प्रतिष्ठादिकार्यं यदवशेषितं ।
भवताचार्यरूपेण सम्पाद्यं शास्त्रचक्षुषा ॥ ৯৫
दृष्ट्वाऽवदत् पण्डितोऽपि राज्ञ्या आग्रहमुत्तमं ।
मा भैषी त्वं मातस्तुल्ये पूरयिष्यामि तद्ध्रुवम् ॥ ৯৬

Rani said, "According to your instructions I have made over my right of ownership of the temples and the estate to a bramhin. Now the foundation ceremonies may kindly be performed by you as the chief priest." Ramkumar was much pleased, by the eagerness of Rani and acceded to her request. ॥ 93 to 96 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

আপনিই আমার দেবগৃহের সহিত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার একমাত্র আশ্রয়স্থল।

আপনার মত বা আপনার হইতে বড় পণ্ডিত কেহ আছেন, বলিয়া আমার মনে হয় না। ৯৩

আপনার বিধান মত দেব দেবী দেবোত্তর ভূসম্পত্তি দেবতার অর্থ মন্দির ও অলঙ্কারাদি সমস্ত ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিয়াছি। অতঃপর প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য যাহা অবশিষ্ট আছে সেইসকল কার্য্য আপনি শাস্ত্রানুসারে অধ্যক্ষ রূপে সুসম্পন্ন করুন। ৯৪ ৯৫

রাণীর এইরূপ অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া রামকুমার পণ্ডিত বলিয়াছিলেন হে মাতঃ মহারাণী ভয় নাই আপনার সঙ্কল্প আমি যথা শাস্ত্র পূরণ করিব। ৯৬

इत्थं सा भयराणीह लब्धा पंडित वर्य्य तः।
प्रतिष्ठोदूयोगपर्वाणि समारेभे यथाविधि ॥ ९७
द्विपट् शत हिमांशिमें साले ज्येष्ठे राकातिथौ।
श्रीमद् रामकुमारः स आत्तीवार्य्य शिरोमणिः ॥ ९८
श्रीमूर्ते र्भवतारिण्याः श्रीराधावल्लभस्य च।
प्रतिष्ठां कारयामास विद्वद्भिः ब्राह्मणैः सह ॥ ९९
तस्मिन् पुण्य दिने राज्ञी कल्पपादपवत् सदा।
प्रार्थितां प्रार्थना पूर्णावासीद्दातावलिर्यथा॥ १००

Every thing was arranged accoraing to rules and the foundation cerem-nies of the images of Goddess Bhabatarini and Radha Vallava were performed by Ramkumar with the assistance of many able and learned pandits. Rani gave away freely on that day whatever was asked of her. ॥ 97 to 100 ॥

বঙ্গানুবাদঃ—

রামকুমারের এইরূপ অভয়বাণী লাভ করিয়া যথাশাস্ত্র দ্রব্যাদির আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৯৭

মধ্যলীলায়াং ৫মঃ অঃ।

স্মার্তাচার্য্য শিরোমণি রামকুমার পণ্ডিত রাণীর গুরু ও অন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের সহিত ভবতারিণী কালী ও রাধাবল্লভ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। ৯৮।৯৯

সেই অতিপবিত্র প্রতিষ্ঠা দিবসে রাণীরাসমণি দানবীর দৈত্যপতি বলিরাজের মত প্রার্থিগণের প্রার্থনাপূরণ কল্পতরুর মত অকাতরে আনন্দের সহিত দানযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।। ১০০

काशी काञ्ची नवद्वीप श्रीहट्ट चट्टलादितः।
कलिङ्ग कान्यकुब्जादि विक्रमपुरत स्तथा॥ १०१
पञ्चशताधिका स्तत्र पंडिताः समुपागताः।
पट्टवस्त्र स्वर्णमुद्रा रौप्यस्य कलसानि च॥ १०२
पंडितेभ्यो ददौ राज्ञी छात्रेभ्योऽपि यथाविधि।
तथाहूतानमाहूतान् जनान् बहुसहस्रशः॥ १०३
व्ययशार्थं बहु द्रव्यदानेन पर्य्यतोषयत्।
एवमलौकिकी राज्ञा दानयज्ञः स्वनुष्ठितः॥ १०४

Rani gave away costly clothes, gold coins and silver pots to five hundred pandits who hailed from Kasi, Kanchi and other places. Students were also given things adequately. Useful things were also distributed among thousands of invited and uninvited persons. ॥ 101 to 104 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং যথা বিধি নিমন্ত্রিত হইয়া নবদ্বীপ বিক্রম পুর শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম কাশী কাঞ্চী কর্ণাট ও কান্যকুব্জাদি দেশ হইতে প্রায় পঞ্চ শতাধিক

পণ্ডিত রাণী রাসমণির দেবতা প্রতিষ্ঠা দিবসে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রাণীর প্রদত্ত রৌপ্য কলস স্বর্ণ মুদ্রাও পট্ট বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১০১।১০২

পণ্ডিত বর্গের ছাত্র ভৃত্য এবং আহূত অনাহূত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে রৌপ্য মুদ্রা ও ব্যবহার্য্য বস্ত্রদানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এই রূপভাবে রাণীর আলৌকিক দান যজ্ঞ সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ১০৩।১০৪

तथा भोजन यज्ञस्तु पूर्व्वं यः सुष्टु ह्यचिन्तितः ।
तत् पूरणं तथा भूतं राज्ञ्यानन्द विवर्द्धकं ॥ १०५
दीयतां भुज्यतां शब्दैरसंख्यैः परिचारकैः ।
मुखरीकृतमत्यन्तं विशालं मन्दिराङ्गनम् ॥ १०६
अहोरात्रं न जानन्ति भोजनार्थं समुत्सुकाः ।
स्वपाकाश्च दरिद्राश्च प्राप्याय विविधा जनाः ॥ १०७
देवालय विनिर्म्माणे तत्प्रतिष्ठादि कर्म्मणि ।
सानन्दं व्ययिता राज्ञा मुद्रा हि नवलक्षकाः ॥ १०८

That long expected ceremony of feeding bramhins with cooked rice also took place on that day to the great joy of Rani. The feast with all its din and bustle continued day and night. Rani spent nine lakhs of money for the building and foundation of the temples. ॥ 105 to 108 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং পূর্ব্বে রাণী যে ভোজন যজ্ঞকামনা করিয়াছিলেন মন্দির

मध्यलीलायां ९मः अः।

স্মার্ত্তাচার্য্য শিরোমণি রামকুমার পণ্ডিত রাণীর গুরু ও অন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের সহিত ভবতারিণী কালী ও রাধাগোবিন্দ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। ৯৮।৯৯

সেই অতিপবিত্র প্রতিষ্ঠা দিবসে রাণীরাসমণি দানবীর দৈত্যপতি বলিরাজের মত প্রার্থিগণের প্রার্থনানুরূপ কল্পতরুর মত অকাতরে আনন্দের সহিত দানযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।। ১০০

काश्यां काञ्च्यां नवद्वीप श्रीहट्ट चट्टलादितः।
कलिङ्ग कान्यकुब्जादि विक्रमपुरतस्तथा॥ १०१
पञ्चशताधिका स्तत्र पंडिताः समुपागताः।
पट्टवस्त्रं स्वर्णमुद्रा रौप्यस्य कम्बलानि च॥ १०२
पंडितेभ्यो ददौ राज्ञी कार्येभ्योऽपि यथाविधि।
तथाहूतानाहूतान् क्रमात् बहुसहस्रशः॥ १०३
व्यञ्जनाद्यं बहु भक्तदानेन पर्य्यतोषयत्।
एवमलौकिको राज्ञ्या दानयज्ञः समाहितः॥ १०४

পণ্ডিত রাণী রাসমণির দেবতা প্রতিষ্ঠা দিবসে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রাণীর প্রদত্ত রৌপ্য কলস সুবর্ণ মুদ্রাও পট্ট বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১০১।১০২

পণ্ডিত বর্গের ছাত্র ভৃত্য এবং আহূত অনাহূত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে রৌপ্য মুদ্রা ও ব্যবহার্য্য বস্তুদানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এই রূপভাবে রাণীর অলৌকিক দান যজ্ঞ সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ১০৩।১০৪

> तथा भोजन यज्ञस्तु पूर्व्वं यः सुष्टु वाञ्छितः ।
> तत् परणं तथा भूतं राज्ञ्यानन्द विवर्द्धनं ॥ १०५
> दीयतां भुज्यतां शब्दै रसंख्यैः परिचारकैः ।
> मुखरीकृतमत्यन्तं विशालं मन्दिराङ्गनम् ॥ १०६
> अहोरात्रं न जानन्ति भोजनार्थं समुत्सुकाः ।
> खद्याकाय दरिद्रा य ग्राम्याय विविधा जनाः ॥ १०७
> देवालय विनिर्म्माणे तत्प्रतिष्ठादि कर्म्मणि ।
> सानन्दं व्ययिता राज्ञ्यो मुद्रा हि नवलक्षकाः ॥ १०८

That long expected ceremony of feeding bramhins with cooked rice also took place on that day to the great joy of Rani. The feast with all its din and bustle continued day and night. Rani spent nine lakhs of money for the building and foundation of the temples. ॥ 105 to 108 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং পূর্ব্বে রাণী যে ভোজন যজ্ঞকামনা করিয়াছিলেন মন্দির

মধ্যলীলায়াং ৭মঃ অঃ।

স্মার্ত্তাচার্য্য শিরোমনি রামকুমার পণ্ডিত রাণীর গুরু ও অন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের সহিত ভবতারিণী কালী ও রাধাবল্লভ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। ৯৮৯৯

সেই অতিপবিত্র প্রতিষ্ঠা দিবসে রাণীরাসমনি দানবীর দৈত্যপতি বলিরাজের মত প্রার্থিগণের প্রার্থনাপূরণ কল্পতরুর মত অবাধের আনন্দের সহিত দানযজ্ঞ সমপান করিয়াছিলেন।। ১০০

काशी काञ्ची नवद्वीप श्रीहट्ट चट्टलादितः।
कलिङ्ग कान्यकुब्जादि विक्रमपुरत स्तथा॥ १०१
पञ्चशताधिका स्तत्र पंडिताः सुसमागताः।
पट्टवस्त्र स्वर्णमुद्रा रौप्यस्य कलसानि च॥ १०२
पंडितेभ्यो ददौ राज्ञी छात्रेभ्योऽपि यथाविधि।
तथाहूतानाहूतान् जनान् बहुसहस्रशः॥ १०३
व्यवहार्य्यं बहु द्रव्यदानेन पर्य्यतोषयत्।
एवमलौकिकी राज्ञा दानयज्ञः स्वनुष्ठितः॥ १०४

Rani gave away costly clothes, gold coins and silver pots to five hundred pandits who hailed from Kasi, Kanchi and other places. Students were also given things adequately. Useful things were also distributed among thousands of invited and uninvited persons. ॥ 101 to 104 ॥

বঙ্গানুবাদ:—

এবং যথা বিধি নিমন্ত্রিত হইয়া নবদ্বীপ বিক্রমপুর শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম কাশী কাঞ্চী কর্ণাট ও কান্যকুব্জাদি দেশ হইতে প্রায় পঞ্চ শতাধিক

পণ্ডিত রাণী রাসমণির দেবতা প্রতিষ্ঠা দিবসে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রাণীর প্রদত্ত রৌপ্য কলস সুবর্ণ মুদ্রাও পট্ট বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১০১।১০২

পণ্ডিত বর্গের ছাত্র ভৃত্য এবং আহূত অনাহূত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে রৌপ্য মুদ্রা ও ব্যবহার্য্য বস্ত্রদানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এই রূপভাবে রাণীর অলৌকিক দান যজ্ঞ সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ১০৩।১০৪

> তথা ভোজন যজ্ঞস্তু পূর্ব্বং যঃ সুষ্টু বাঞ্ছিতঃ।
> তৎ পূরণং তথা ভূতং রাজ্ঞ্যানন্দ বিবর্দ্ধকং ॥ ১০৫
> দীয়তাং ভুজ্যতাং শব্দৈরনল্পৈঃ পরিবারকৈঃ।
> সুখরোলতমত্যন্তং বিয়াল্লং মন্দিরাঙ্গনম্ ॥ ১০৬
> অহোরাত্রং ন জানন্তি ভোজনার্থং সমুৎসুকাঃ।
> শ্বপাকাশ্চ দরিদ্রাশ্চ গ্রাম্যাশ্চ বিবিধা জনাঃ ॥ ১০৭
> দেবালয় বিনির্ম্মাণে তৎপ্রতিষ্ঠাদি কর্ম্মণি।
> সানন্দং ব্যয়িতা রাজ্ঞ্যা মুদ্রা হি নবলক্ষকাঃ ॥ ১০৮

That long expected ceremony of feeding bramhins with cooked rice also took place on that day to the great joy of Rani. The feast with all its din and bustle continued day and night. Rani spent nine lakhs of money for the building and foundation of the temples. ‖ 105 to 108 ‖

বঙ্গানুবাদ :—

এবং পূর্ব্বে রাণী যে ভোজন যজ্ঞকামনা করিয়াছিলেন মন্দির

প্রতিষ্ঠা দিবসে রাণীর আনন্দ বর্দ্ধক সেই ভোজন যজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে সমাধা হইয়াছিল। ১০৫

প্রায় সহস্র পরিচারকবর্গ আন দাও নাও খাও ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বিরাট মন্দির প্রাঙ্গন তুমুলধ্বনি যুক্ত করিয়াছিল গ্রামবাসী নরনারী দরিদ্র ও চণ্ডালাদি বিবিধ। ১০৬

ব্যক্তির ভোজনে ব্যাপৃত থাকায় কর্ম্মচারীগণের পরিচারক বর্গের দিবারাত্রি কিছুই জ্ঞান ছিল না। ১০৭

দেবালয় নির্ম্মাণে এবং দেবতা সকলের প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে রাণী অকাতরে নব লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। ১০৮

तथा त्रिलक्ष मुद्राभिः क्रीता या भूमिरुत्तमा।
देवसेवासुरक्षार्थं देवताभ्यः समर्पयत् ॥ १०९
एवं श्रीभवतारिण्याः स्वेष्टदेव्या यथाविधि।
प्रतिष्ठा सुफला राज्ञ्याः स्वप्नः सत्योऽप्यभूत्तदा ॥ ११०

इति श्रीभक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां राज्ञ्या रासमण्याः साधारणपूर्वाया आदेशतः श्रीमन्दिर प्रतिष्ठादि रूपो मध्य लीलाया द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ मः २

She purchased also landed property worth three lakhs and dedicated it to the service of the gods. Thus the dream of Rani was translated into reality when the foundation ceremony of Goddess Bhabatarini was completed.

Here ends the second chapter of Madhyalila in the Sri Ramakrishna Bhagabatam narrating the incidents leading to the foundation of temples at Dakshineswar.

বঙ্গানুবাদ :—

পরন্তু আরও তিনলক্ষ মুদ্রা ক্রীত ভূসম্পত্তি দেবতাগণের সেবার জন্য দেবোত্তর করিয়াছিলেন। ১০৯

এই রূপে নিজ ইষ্টদেবী ভবতারিণীর প্রতিষ্ঠাদিকার্য্য যথাশাস্ত্র সম্পাদন হইলে সেইদিন রাণীর স্বপ্নাদেশ সত্যে পরিণত হইয়াছিল। ১১০

রাণী রাসমণির কাশী ক্ষেত্রে গমন সময়ে দক্ষিনেশ্বরে স্বপ্নাদেশ বশতঃ কাশী না যাইয়া দক্ষিনেশ্বরে মন্দির নির্ম্মাণ ভবতারিণী প্রভৃতি দেবতাগণের প্রতিষ্ঠাদি রামকৃষ্ণ ভাগবতের মধ্য লীলার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলাহইল। মধ্য ২য় সমাপ্ত।

मध्यलीलायां ३यः अः।

अपूर्व्व देवालय मन्दिरान्तरे श्रीविष्णु कालीशिवसन्निधानात्।
शाक्तास्तथावैष्णवकद्भक्ताः सर्व्वे कृतार्थाः समुपागता ये ॥ १
वाराणसी चेत्र गतिर्यदा स्यात् स्वप्नेऽन्नपूर्णा निजसेवनार्थं।
तयादिदेशैव सुधान्तिदासा राज्ञी कृपाबिन्दु विसर्ज्जनाय ॥ २
स्वप्नोऽद्य सत्यः स च दिव्यदर्शनं सत्यञ्च राज्ञ्या बहुपुण्यसञ्चयात्।
ततः सुसिद्धं विमलं सुकीर्त्तिजं बभुव वङ्गीय जनस्य गौरवं ॥ ३
स्वग्रामतस्तत्र गदाधरो महानत्यन्त सिग्नोऽपि महामहोत्सवे।
स्वाहार निष्ठा परिरक्षणार्थमुपोष्य साय पथि भृष्टतण्डुलान् ॥ ४

Due to the presence of the images of Vishnu Kali, Shiva in the temples close to one another, the Vaishnavas the Shaktas and the Shaivas would come to meet together. What Goddess Annapurna had expressed to Rani in her dream on her way to Varanasi, had now been fulfilled and the achi-

evement of Rani brought glory to her country and country men. Even though Godadhor had been working hard all day long with his elder brother in that great festival, he observed fasting till evening. ॥ 1 to 4 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মহারাণী রাসমণির অভূতপূর্ব্ব দেবতা সকলের মন্দির মধ্যে কালী মূর্ত্তি, রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি ও শিব মূর্ত্তির অধিষ্ঠান বশতঃ শাক্ত শৈব ও বৈষ্ণবাদি ভক্তবৃন্দের মধ্যে যে কোনও ভক্ত মন্দির মধ্যে আসিবেন তিনিই কৃতার্থ হইবেন ।১

ঐহিক পারত্রিক শান্তিদাত্রী মা অন্নপূর্ণা রাণীর বারাণসী ক্ষেত্র গমন সময়ে স্বপ্ন সময়ে নিজ সেবার জন্য রাণীর প্রতি কৃপা বিতরণার্থে যাহা আদেশ করিয়াছিলেন ।২

আজ রাণীর বহু পুণ্য সঞ্চয়ের ফলে পূর্ব্বোক্ত স্বপ্ন ও দিব্য দর্শন সত্যে পরিণত হইল। অদ্য রাণীর সাধনার ফল সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং রাণীর অত্যুচ্চ সুকীর্ত্তি বঙ্গীয় জনগণের যাবচ্চন্দ্রদিবাকর চিরকালের জন্য অত্যুচ্চ পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া রহিল ।৩

সেইদিন গদাধর জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত রাণীর মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা মহোৎসবে অত্যন্ত লিপ্ত হইলেও নিজ ভোজন বিষয়ে নিষ্ঠা রক্ষার জন্য সমস্ত দিন উপবাস করিয়া সন্ধ্যার সময়ে ।৪

खादन् स लभ्यान् कतिभिर्वराटकैः सानन्दचित्तेन पदव्रजेन।
भूयोऽपि तं पाठगृहं समेत्य सुखेन निद्रां गतवान् महात्मा ॥ ५
प्रातः परेद्युःस्वप्ने च गते श्रीमान् गदाधरः।
गच्छन् पथिः पुनः पश्चात् सन्देशायाग्रजस्य च ॥ ६

मध्यलीलायां ३य: अ: ।

दक्षिणेश्वरमागत्य भ्रातरानिति निश्चितम् ॥ ।
पुनर्झामापुष्करिण्या स्वचतुष्पाठ्यां ममाग्रजः ॥ ৭
अध्यापनार्थं छात्राणां देवसेवार्थमेव वा ।
न कस्मिन्नपि काले तु प्रतियास्यति पण्डितः ॥ ৮

He purchased some fried rice and began to eat it as he proceeded on foot to his residence in Jhamapukur. After he had slept there in the night, he again walked down to Dakshineswar next morning. Soon he realised that his elder brother would not come back to Jhamapukur to teach his pupils and to resume his holy services. ॥ 5 to 8 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

কয়েকটি কড়ি দিয়া মুড়ি লইয়া খাইতে খাইতে সানন্দ চিত্তে পদব্রজে গমন করিতে করিতে পুনর্ব্বার ঝামাপুকুরে রামকুমারের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া মহাপুরুষ গদাধর আনন্দ মনে নিদ্রিত হইয়াছিলেন ।৫

রাত্রি শেষে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের মনোভাব জানিবার জন্য পুনর্ব্বার পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া নিশ্চিত ভাবে ইহাই জানিয়াছিলেন যে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমার ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণের পড়াইবার জন্য এবং দেব সেবা রক্ষার্থে পুনরায় কলিকাতায় কখনও যাইবেন না ।৬।৭।৮

रात्रावग्रहातिशय्येन दक्षिणेश्वर मन्दिरे ।
श्रीभवतारिणीदेव्या पूजकस्य पदे व्रती ॥ ৯

मध्यलीलायां ३यः अः ।

भूत्वाचैवाध्यापनञ्च करिष्यामीति तन्मतिः ।
ज्ञात्वैव मतिं विक्षुब्धो जातस्तत्र गदाधरः ॥ १०
एकान्तेऽग्रजमाहूय प्रोवाच ते मतिभ्रमः ।
यज्ज्ञातः स्वकुलाचारं स्वेच्छया नाशयिष्यसि ॥ ११
वयं कौलीन्य धर्म्माथः प्रतिग्रहपराङ्मुखाः ।
ईदृशाः ब्राह्मणाः सन्तोऽधम शूद्रस्य पूजकाः । १२

Ramkumar made up his mind to work as the priest of Goddess Bhavatarini in the temple of Dakshineswar and also carry on with his practice as teacher there. When Godadhar came to know of it, he became very sorry. He took his elder brother to a lonely place and said, "It is a matter of great regret that you now deliberately strike at the root of your family dignity and pedigree. We are the highest of bramhins in rank and cannot become so low as to serve the gods of the sudras.

|| 9 to 12 ||

আমরা স্বভাব কুলীন অতএব আমাদের কৌলীন্য ধর্ম্ম রক্ষা করাই বংশানুসারে ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ এবং আমরা অদ্যাবধি কখনও কাহারও দান গ্রহণ করি নাই। এইরূপ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হইয়া অধম শূদ্রের দেবতার সেবা করিব? ১২

भविद्यामोधिगस्माकं कुलं विद्यां बहुश्रुतं ।
सदाचारं क्रियादाक्ष्यं वित्तलोभ विलुब्धता ॥ १३
तदत्तां त्यज्यतामेव निश्चयः पाप निश्चयः ।
त्वाद्दशैः पण्डितैः क्वापि नैवं विधमनुष्ठितम् ॥ १४
पयसुक्तोऽग्रजो धीमान्नानाशास्त्रविशारदः ।
प्रोवाच पाप नो किञ्चिदत्र प्रपूजने कृते ॥ १५
शूद्रान्नं शूद्रसम्पर्कं त्यजन्ति हि सुपण्डिताः ।
वदन्त्येवं ब्राह्मणानां धर्मं धर्मप्रयोजकाः १६

Fie on your family prestige, your scholarship aud fame and your religious habits and efficiency Such greed for gold is surely a sin. No pandit like you has ever done so" At this Ramkumar replied, "In my d-ing services here. I have committed no sin. Learned pandits always avoid rice offered by sudras. Such are the instructions of the religious authorities. ॥ 13 to 16 ॥

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ।

কর্ম্মে প্রবৃত্তি অতএব আমাদের বংশে বিদ্যা সদাচার শিক্ষা ও ক্রিয়া পটুতা প্রভৃতিকে ধিক। এইরূপ পাপাধারিত পাপে বিষয় শীঘ্র পরিত্যাগ করুন। আপনার মত পণ্ডিত কেহ কখনও এরূপ দেব সেবা করেন নাই।১৩।১৪

এইরূপ ভাবে গদাধর বলিলে বহুতর শাস্ত্র বিশারদ রামকুমার বলিয়াছিলেন পাপাশঙ্কা কিছুমাত্র নাই। এইস্থানে দেবদেবীর পূজা করিলে কিছুমাত্র দোষ নাই কারণ শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন শূদ্রান্ন বা শূদ্র সম্পর্ক বর্জনীয়। মন্দির বা দেবতা প্রতিষ্ঠা সময়ে রাণীর নাম গন্ধও ছিল না।১৬।১৬

> देवदेवी मन्दिराणां प्रतिष्ठादिकर्मसु ।
> न राज्ञी नामगन्धोऽपि सङ्कल्पसमये श्रुतः ॥ १७
> प्रतिष्ठायाः पूर्व्वमेव देवदेवी सुमन्दिरं ।
> देवत्रमुविभागादि गुरवे तत् समर्पितम् ॥ १८
> अतो देवालये राज्ञा स्वत्वं किञ्चिन्न विद्यते ।
> अयजेनैव सुज्ञोऽपि नानुजे नानुमोदितं ॥ १८
> एवं विवदमुभयोर्मतं ज्ञात्वा सुपण्डितः ।
> कश्चिद् प्रत्युवाचास्य कुमीमांसा तदा भवेत् । २०

Here, the name of the Rani was never uttered in the foundation ceremonies of the temples, because the right of ownership of the entire property attached with these temples, had already been duly passed on to the preceptor of the Rani. *Hence the Rani has now no concern* with any thing of these temples. But Gadadhar

could not endorse the views of his elder brother. At last Ramkumar proposed the test of God's will according to the practice in vogue. । 17 to 20

বঙ্গানুবাদ :—

মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই দেবদেবী মন্দির দেবোত্তর ভূসম্পত্তি প্রভৃতি সমস্তই গুরুকে দান করিয়া দিয়াছেন। অতএব এই দেবালয়ে রাণীর কিছুমাত্র অধিকার নাই।

এইরূপভাবে রামকুমার গদাধরকে বলিলেও গদাধর সে কথায় সম্মত হন নাই।১৭।১৮।১৯

এইরূপ উভয়ের একমত না হইলে পণ্ডিত রামকুমার গদাধরকে বলিয়াছিলেন। আমাদের এ বিষয়ের সুমীমাংসা তখন হইবে।২০

रघुवीरं समुद्दिश्य ह्यस्माकं कुलदैवतम् ।
धर्म्मपत्रं करिष्यामि पूर्व्वाचार्य्यानुसारि च ॥ २१
यत्वा जनाः समुत्तीर्णा बहुधर्म्मसङ्कटात् ।
प्राप्स्याम्यवयदादेशं धर्म्मपत्र परीक्षया ॥ २२
तदहं दैवमाश्रित्य करिष्ये पूजनं ध्रुवं ।
दैवादेशे ह्यनर्थे च न करिष्यामि पूजनम् ॥ २३
एवं व्यवसायमतौ सानन्देन सहोदरौ ।
लिखित्वा धर्म्मं पत्रन्तौ प्रक्षिप्य कलमान्तरे ॥ २४

Ramkumar said, "This is the way by which people find the right thing in a doubtful issue. If I am favoured with divine orders I shall continue my services here other wise I shall leave this

place." Thus the two brothers wrote the Dharma patras (holy writings) and placed them in a jar.

॥ 21 to 24 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

যখন আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের মত অর্থাৎ এইরূপ ভাবে বহু বিষয়ে বহুতর পণ্ডিতগণ কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র পরীক্ষা দ্বারা বিপদ মুক্ত হইয়াছেন। অতএব আমরাও পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতানুসারে কুলদেবতা রঘুবীরের উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম পত্র করিব যদি সেই ধর্ম্ম পত্রে নিষেধ বাক্য উঠে তবে পূজা করিব না আর যদি আদেশ বাক্য উত্থিত হয় তবে পূজা করিব এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া একটি কলসের মধ্যে পারিবে পারিবে না এইরূপ প্রায় অসংখ্য পত্র লিখিয়া ১টি পঞ্চম বর্ষীয় বালককে সমাদর পূর্ব্বক ডাকিয়া।২১।-২।২৩।২৪

पञ्चवर्षमितं बालं समाहूयादरेण वै ।
तेनैवोत्थापितं धर्म्मपत्रं कलस मध्यतः ॥२५
तत्र चैवम्विधं वाक्यमुत्थितं रोमहर्षणम् ।
यत्र रामकुमारेण स्थापिते विग्रहार्च्चने ॥ २६
जगद्वासि जनानां वै भविष्यति सुमङ्गलम् ।
तत् पूर्व्वपुरुषाः सर्व्वे स्वर्गं व्रत्यन्ति निश्चितं ॥ २७
दृष्ट्वा गदाधरः सुखी धर्म्मपत्रस्य भाषणम् ॥
द्वैधभावो गतस्तस्य परमानन्दमाप सः ॥ २८

Then a boy of five years was invited to take out a letter from inside the jar. When it was so done, it was found to read to the effect that if

Ramkumar continued his servies here, the people of the world would be benefitted by it, and their forefathers would dance in joy in Heaven. With this Gadadhar became free from all doubts and also very glad. ॥ 25 to 28 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই স্থানে আসিয়া সেই বালকের দ্বারা কলসের মধ্য হইতে ধর্ম্মপত্র উত্থাপিত করাইলে সেই ধর্ম্ম পত্রে এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য বাক্য উত্থিত হইয়াছিল যে এই দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিত রামকুমার বিগ্রহ পূজা স্বীকার করিলে জগদ্বাসি জনসাধারণের অতীব মঙ্গল হইবে ।২৫।২৬

পরন্তু রামকুমারের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গে আনন্দে নৃত্য করিবেন ।২৭

ধর্ম্মপত্রের তাদৃশ উক্তি পাঠ করিয়া গদাধর সুস্থ হইয়াছিলেন। দ্বিধাভাব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন ।২৮

ततोऽग्रजः प्राह गदाधरं मुदा शिवालयी पक्वमिदं शिवाप्ततेः ।
निवेदितं भागवतीयमोदनं सुखेन तत्तस्व कुरुष्व भोजनं ॥ २९
गदाधरस्तस्य सुयुक्तिपूर्णं वाक्यं निशम्यापि न साधु मेने ।
शूद्राप्रदत्तं भगवत् प्रसादं विशुद्धमन्नं न भवेत् कदापि ॥ ३०
एवं स्वानुज सिद्धान्तं श्रुत्वा रामकुमारकः ।
उवाच शास्त्रीय वचः स्वसिद्धान्त पुरःसरम् ॥ ३१
गृहीत्वा तर्हि मद्दत्तं भोज्यं पञ्चवटी गृहे ।
गङ्गातीरे स्वहस्तेन पाकं सम्पाद्य यत्नतः ॥ ३२

Then Ramkumar asked Gadadhar to take cooked rice duly offered to the Goddess. But Gadadhar still held that rice offered by Sudras

could not be taken by Bramhins. So Ramkumar proposed to give Gadadhar rice with vegetables spices etc. for cooking them with his own hand in his cottage at panchabati. ॥ 29 to 31 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে রামকুমার আনন্দের সহিত গদাধরকে বলিয়াছিলেন এই দেবালয়ে গঙ্গাজলে পাক করা ভগবৎ প্রসাদীয় অন্ন তুমি স্বচ্ছন্দে ভোজন করিতে পার ।২৯

গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সুযুক্তি পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাহা উত্তম বাক্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন না। কারণ শূদ্র প্রদত্ত ভগবৎ প্রসাদ কখনও বিশুদ্ধ হইতে পারে না ।৩০

এইরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের সিদ্ধান্ত শুনিয়া স্বসিদ্ধান্ত শাস্ত্রীয় বাক্য বলিয়াছিলেন ।৩১

তাহা হইলে আমি তোমাকে যাহা তণ্ডুলাদি ভোজনীয় দ্রব্য দিব তাহা লইয়া গঙ্গাতীরে পঞ্চবটী গৃহে যত্নপূর্ব্বক নিজ হস্তে পাক করিয়া ।৩২

भोजनं कुरु निःशङ्कं पवित्रान्नमसंशयम् ।
गङ्गाजलैः सुपक्वान्नं देवतानां सुदुर्ल्लभं ॥ ३३
एवं गदाधरेणापि स्वीकृतं भ्रातृ भाषितम् ।
भक्ति विश्वासयोः चैवं सर्व्वथा साधु सम्मतम् ॥ ३४
समाश्रितः पञ्चवटीं तत्र पञ्चवटी तले ।
तद्दिनावधि तत्रस्योद्याने भागीरथी तटे ॥ ३५
सर्व्वसन्तापहारिण्या गङ्गाया रूप माधुरी ।
वीचय तस्याः स्वरूपञ्च चिन्तयामास चिद्घनः ॥ ३६

All these combined together to make Dakshineswar as holy to Gadadhar as his own native place. In a very short time Gadadhar won over the hearts of the residents of the temples. Not to speak of others, even Rani and Mathuranath had great affection for him. He used to move in a thoughtful mood in the garden, the temples, Panchabati or on the bank of the Ganges. ‖ 41 to 44 ‖

বঙ্গানুবাদ :—

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গদাধর দেবালয়ের জন সমূহের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ৪২

অন্য সাধারণ জন যে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল এ বিষয়ে আর কি বলিব। মথুরানাথ ও রাণী রাসমণির মন ও প্রায় গদাধরেই থাকিত। ৪৩

দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গঙ্গাতীরে ও পঞ্চবটীতে বিচরণ সময়ে চিন্তাযুক্ত ভাব গদগদ চিত্ত আকাশের প্রান্তভাগে চালিত দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত স্বার্থশূন্য নিষ্কাম বিশুদ্ধ নির্জন প্রিয় নির্লিপ্ত সঙ্গরহিত শান্ত দান্ত দৃঢ় ব্রত দিবাতেও দীপহস্তে প্রচলিত। ৪৪।৪৫।৪৬

दिगन्तक्रोड़ विचिसदृष्टिभङ्गीयुतञ्च तं।
स्वार्थशून्यं स्पृहाहीनं विशुद्धं निर्जनप्रियं ॥ ४५
निर्लिप्तं सङ्गरहितं शान्तं दान्तं दृढ़ व्रतम्।
दिवापि दीपहस्तञ्च प्रचलन्तं गदाधरं ॥ ४६

मध्यलीलाया २यः अः ।

दृष्ट्वैवं मथुरानाथो भावुकं तमलौकिकं ।
प्राह श्रीरामकुमारं भ्राता योगीश्वरस्तव ॥ ४७
किन्त्वस्मिन् वयसिस्वल्पे योगिभावोऽशुभप्रदः ।
यसौ कर्म्मणि लिप्तश्चेत्तदा श्रेयो भविष्यति ॥ ४८

On seeing Gadadhar keeping himself aloof from every thing Mathuranath advised Ramkumar to give Gadadhar some duties to be performed so that he would not go astray at this tender age.
॥ 45 to 48 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সকল অলৌকিক ভাবনা বিশেষ ভাবুক গদাধরকে দেখিয়া মথুরানাথ রামকুমার পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন আপনার ভ্রাতা যোগীশ্বর। ৪৭

কিন্তু এইরূপ অল্প বয়সে সন্ন্যাস ভাব ভাল নয়। অতএব ইনি যদি কর্ম্মে লিপ্ত হন তবে আপনাদের তাহাতে মঙ্গলই হইবে। ৪৮

ममेच्छा भवतारिण्या वेश कार्य्ये व्रते सति ।
औदासीन्यमपास्तन्तुमर्थैरेव सुनिश्चितम् ॥ ४९
श्रुत्वैवं पण्डितस्तन्तु चिरकाङ्क्षित भाषणम् ।
गदाधरं समाहूय देवागारेऽति निर्जने ॥ ५०
उवाच परया प्रीत्या सुभद्रं भ्रातरं वचः ।
भ्रातस्त्वयार्जिते वित्ते सर्व्वेषां सुखं भवेत् ॥ ५१
कर्म्मैव हि दरिद्राणामभाव मोचने गतिः ।
अत स्त्वं कर्म्मकुशलो भवेति मम वासना । ५२

एवमुक्त्वाग्रजं नत्वा नीत्वा चरणजं रजः ।
पञ्चवट्यां गृहं गत्वा तातं स्मृत्वा पुनःपुनः ॥ ५५

श्वासत्यागेन सुस्थोऽहं किमद्य समुपस्थितं ।
एवमुक्त्वा ततस्तत्र निःशङ्कमुपविष्टवान् ॥ ५६

Gadadhar at once replied, "I am not capable of bringing such relief to you or any other. I shall not serve anybody but God." *Saying this he took the dust from the feet of his elder brother and went to his cottage at the Panchabati. There he rested and felt relieved.* ॥ 53 to 56 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমারের নিকটে এইরূপ কথা শুনিয়া অতুলনীয় স্বাধীন চেতা গদাধর তৎক্ষণাৎ অতি নম্রভাবে অগ্রজকে বলিয়াছিলেন। ৫৩

আপনাদের অথবা আমার যে কোন আত্মীয় স্বজনের আমার নিকট হইতে অর্থ প্রাপ্তিজনিত আনন্দ শান্তি অথবা বৈষয়িক সুখ শান্তির কোনরূপ আশা কিছুমাত্র নাই। আমি ভগবান ভিন্ন অন্য কাহারও দাসত্ব করিব না। ৫৪

এই কথা বলিয়া অগ্রজকে নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি লইয়া পঞ্চবটি গৃহে গমনপূর্ব্বক পুনঃ পুনর্ব্বার বাপরে বাপ এইরূপ বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুস্থ হইয়াছিলেন। এবং বলিয়াছিলেন আজ আমার একি অবস্থা হইয়াছিল। এই বলিয়া সেই পঞ্চবটী গৃহে নির্ভয়ে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। ৫৫।৫৬

मध्यलीलायां ३यः अः ।

गत्वा रामकुमारस्तु मथुरानाथमुक्तवान् ।
ईश्वरस्यैव दासत्वं करिष्यति ममानुजः ॥ ५७
तच्छ्रुत्वा मथुरानाथः परं विस्मयमाप्तवान् ।
निःस्वेन निरुपायेन तरुणेन विशेषतः ॥ ५८
त्यक्तमेतद्वाञ्छितं पदं सम्यक्सत्वमवलीलया ।
परन्तु वित्तनिर्लोभं युवकं ब्राह्मणोपरि ॥ ५९
श्रद्धाधिक्यं महज्जातं कर्म्मणस्त्यागकारणात् ।
किञ्चेनं कर्म्मसंयुक्तं करिष्यामीति सम्मतिः ॥ ६०
कालानुकूलतामेवं तस्थौ सत् कार्य्यस्य साधने ।
प्रतीक्षमानो मथुरानाथ स्वीयां मदासुव्रतम् ॥ ६१

Ramkumar came back to Mathuranath and told him that Gadadhar was unwilling to serve anybody but God. Mathuranath became surprised to learn this. But he began to respect Gadadhar all the more for his ungreediness, and awaited an opportunity to engage him in some work.
॥ 57 to 61 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে রামকুমার মথুরানাথকে বলিয়াছিলেন আমার ভ্রাতা ভগবানেরই দাসত্ব করিবেন। ৫৭

মথুরানাথ রামকুমার পণ্ডিতের নিকট এইরূপ কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন নিঃস্ব নিরুপায় তরুণ বালক ব্রাহ্মণ দ্বারা এইরূপ অভিলষিত পদ অবলীলা ক্রমে পরিত্যক্ত হইল। ইহাতে মথুরানাথের নির্লোভ যুবক ব্রাহ্মণ গদাধরের প্রতি প্রগাঢ়

শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এবং গদাধরকে আমি কর্ম্মলিপ্ত করিব এইরূপ ইচ্ছাও হইয়াছিল। ৫৮,৫৯।৬০

গদাধরাদির পরমবন্ধু মথুরানাথ উক্ত কার্য্যের সাধন সম্বন্ধে সময়ের অনুকূলতা অপেক্ষা করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। ৬১

ततः कतिपयाहःसु गतेषु काल आगतः ।
पितुर्भगिनी कन्याया हेमाङ्गिन्याः सुत स्तदा ॥ ६२
यदा श्रीहृदयराम मुखोपाध्याय सञ्ज्ञकः ।
गदाधर भागिनेय आगतो दक्षिणेश्वरे ॥ ६३
यस्यासीत् शैशवे पूर्व्वं कामारपुकुरे महान् ।
अभिन्नहृदयोर्बन्धुर्हृदयो हृदय यथा ॥ ६४
प्रायोऽप्यूनैकवर्षन्तु हृदयः श्रीगदाधरात् ।
तदा गदाधर वय एकविंशति वत्सरम् ॥ ६५
गदाधर श्रीहृदयं विप्रल्य हृदयी सदा ।
आनन्दाम्बुधिमग्नोऽभूत्तद्दिनावधि तस्य च ॥ ६६

At last the much expected opportunity came when *Sri Hridayram Mukhopadhyaya*, the son of Gadadhar's aunt came to Dakshineswar. Gadadhar and Hridayram were very fast friends in their childhood at Kamarpukur. Hridayram was younger than Gadadhar by one year, the latter was then twenty one years of age. Their joy knew no bounds when they met together again at Dakshineswar. ॥ 62 to 66 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অনন্তর কয়েকদিন মাত্র গত হইলেই শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছিল যে সময়ে গদাধরের পিসতুত ভগিনী হেমাঙ্গিনীর পুত্র গদাধরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় কর্ম্ম প্রাপ্তির আশায় আসিয়াছিলেন। ৬২।৬৩

পূর্ব্বে বাল্যকালে কামারপুকুরে ঠাকুরের প্রাণের তুল্য অভিন্ন হৃদয় হৃদয়রাম সর্ব্বোত্তম বন্ধু ছিলেন। ৬৪

এই হৃদয়রাম গদাধরের অপেক্ষা একবৎসরের ছোট ছিলেন। সেই সময় গদাধরের বয়স ২১ বৎসর হইয়াছিল। ৬৫

ঠাকুর হৃদয়রামকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই দিন হতে আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৬৬

दक्षिणेश्वरे वासः सर्व्वदा दक्षिणोऽभवत् ।
स्वसहायं मन्यमानो हृदयं प्राप्य मातुलः ॥ ৬৭
यावद्धिः स्वस्य यच्छिद्रमन्तरायादिकञ्च यत् ।
तत् सर्व्वं विलयं प्राप्तं हृदयागमनमात्रतः ॥ ৬৮
हृदयोऽपि महात्मानं मातुलं प्राप्य सर्व्वदा ।
अभूतपूर्व्वमानन्दं लेभे तत्सङ्गतः सुधीः ॥ ৬৯
सततः श्रीमातुलस्य छायेवानुगतस्तदा ।
भ्रमणे भोजने स्नाने शयने चोपवेशने ॥ ৭০
सान्निध्यमुभयोर्नित्यं विच्छेदो न चाभवत् ।
सङ्गहीनो मुहूर्त्तन्तु न कोऽपिस्थातुमिच्छति ॥ ৭১

From that day onwards they began to live very happily at Dakshineswar. All sense of dis-

contedness and uneasiness of Gadadhar vanished. Hridaya also became very glad and kept constant company with Gadadhar in walking, dining, bathing, sleeping and sitting. ॥ 67 to 71 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই দিন হইতে গদাধরের দক্ষিণেশ্বরের বাস বিশেষভাবে অনুকূল হইয়াছিল। এবং নিজের সংশয় ভেদবুদ্ধি ও বিষাদি যাহা কিছু ছিল সেই সকল হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বর আগমন মাত্রেই দূরীভূত হইয়াছিল। ৬৭।৬৮

এবং মাতুল ভাগিনেয়কে নিজের সহায়ক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পণ্ডিত হৃদয়রামও মহাত্মা মাতুলকে পাইয়া তাঁহার সঙ্গবশতঃ সর্ব্বতো ভাবে অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ৬৯

ভ্রমণে ভোজনে শয়নে বা উপবেশনে সর্ব্বদা দুই জনের একত্র অবস্থান হইত। কখনও বিচ্ছেদ হইত না। এবং সঙ্গরহিত অবস্থায় মুহূর্ত্তকালও কেহ কোথায় থাকিতে পারিতেন না। ৭০।৭১

पाकद्रव्यं स्थाली चुल्ली काष्ठादि तण्डुलानि च ।
मातुलस्य स्वपाकार्थं हृदयेन व्यवस्थितम् ॥ ৭২
एवं स्वहस्त पाकान्नभोजनेऽपि कृते तदा ।
निष्ठा प्राबल्यतः शान्तिं नाप नैष्ठिक ठाकुरः ॥ ৭৩
रात्रौ श्रीभवतारिण्याः प्रसादीयं प्रगृह्य सः ।
अश्रुभिः प्लावितो भूत्वा स्मृत्वा तां जगदम्बिकां ॥ ৭৪
उवाच मां कुतस्मात् कैवर्त्तान्नं प्रयच्छसि ।
एवमाहारनिष्ठायाः प्राबल्यमभवत्तदा ॥ ৭৫
तद्दिनावधि सुप्रीतो यदृच्छिहृदयागमः ।
बभूव सर्व्वकार्य्येषु सयत्नः स गदाधरः ॥ ৭৬

Hriday used to make all arrangements for cooking meals of Gadadhar, even then Gadadhar felt very uneasy due to his strong sense of austerity When in the night he would be given the offered food of Bhabatarini he would take it with tearful eyes and say, "Oh Mother of the universe why dost thou give the food of Kaivartas" ? From the day Hridayram came to Dakshineswar, Gadadhar felt much pleased and found interest in all his activities. ॥ 72 to 76 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মাতুলের রন্ধন দ্রব্য হাঁড়ি উনোন কাষ্ঠ অগ্নি চাউল তরকারি প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই হৃদয়রাম ব্যবস্থা করিতেন। ৭২

এইরূপ ভাবে ঠাকুর নিজ হস্তে পাক করিয়া ভোজন করিলেও নিষ্ঠাধিক্য বশতঃ নিষ্ঠাবান পুরুষ শান্তি পাইতেন না। ৭৩

রাত্রিকালে ভবতারিণী কালীর প্রসাদ লুচি তরকারিও মিষ্টান্নাদি স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক দুঃখাশ্রু প্লাবিত হইয়া জগজ্জননী কালিকাকে স্মরণ করিয়া বলিতেন হে জগন্মাতঃ তুমি আমাকে কৈবর্ত্তের অন্ন খাওয়াইতেছ। সেই সময় গদাধরের আহার নিষ্ঠার প্রাবল্য এইরূপ হইয়াছিল। ৭৪।৭৫

যে দিন হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিল সেই দিন হইতেই গদাধর পরম প্রীত হইয়া সর্ব্বকার্য্যে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ৭৬

যবীয়সো মাতুলস্য হৃদয়োপরি সর্ব্বতঃ।
স্নিহাধিক্যং সহজাতং স্যাত সহৃদয়েন হি ॥ ৩৭

मध्यलीलायां ३य: ष: ।

एवं कमपि नोक्त्वा च सहसैवान्तरान्तरा ।
गुप्तोऽभूद्धि त्रियामार्द्धं कुत्र गादाधरो स्थितिः ॥ ৭৮
कृतेऽप्यन्वेषणे तत्र बुधैरपि न बुध्यते ।
एवमज्ञातरूपेण ह्यात्मगुप्तेश्च कारणं ॥ ৭৯
न च वोद्धुं समर्थः स हृदयो वा परोऽपि वा ।
प्रातर्मध्याह्न सायाह्न समये देवमन्दिरे ॥ ৮০
सेवासाह्याय हृदये ज्येष्ठस्य मातुलस्य च ।
गते तत्तत्क्षणे यातयामस्तर्द्धानं गदाधरः ॥ ৮১

Gadadhar became very fond of Hridayram. It was also known to Hriday .For some two or three hours Gadadhar would *disappear,* and *none* could find him out. Even Hriday also could not know the reasons for such disappearance. When Hriday was gone to the temples in the morning, noon and evening to render some services, Gadadhar used to disappear. ॥ 77 to 81 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

কনিষ্ঠ মাতুল গদাধরের হৃদয়রামের উপর বিশেষ ভাবে স্নেহ হইয়াছিল। তাহা হৃদয়রামও জানিতে পারিয়াছিলেন। ৭৭

গদাধর মধ্যে মধ্যে কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ প্রায় তিন চার ঘণ্টা অদৃশ্য হইতেন। এবিষয়ে অনুসন্ধান করিলে কোথায় গদাধর থাকিতেন তাহা বুদ্ধিমানেরও বোধগম্য হইত না। এইরূপ গোপন ভাবে থাকিবার কারণ হৃদয়রাম বা অন্য কেহই জানিতে পারিতেন না। জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকুমারের দেব সেবার সাহায্যার্থে

মধ্যলীলায়াং ৩য়: অ: ।

প্রাত:কালে মধ্যাহ্নকালে সায়াহ্ন সময়ে দেব মন্দিরে হৃদয়রাম যাইলে গদাধর সেই সময়ে অন্তর্ধান হইতেন। ৭৮।৭৯।৮০।৮১

পুন: প্রত্যাগতে তত্র গতিং জিজ্ঞাসিতে সতি।
দদৌ প্রত্যুত্তরং তেভ্য: স্থিতিরত্রৈবমামকী ॥ ৮২
ব্রজেন্দ্রনন্দন: কৃষ্ণো ভাতি বৃন্দাবনান্তরে।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি ॥৮৩
তথা মে সর্ব্বদা স্বেয়া সংস্থিতি দক্ষিণেশ্বরে।
যত্র তত্র ন যাস্যামি সন্ত্যজ্য দক্ষিণেশ্বরম্ ॥ ৮৪

ইতি ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রীরামকুমার পণ্ডিতস্য পূজকপদগ্রহণান্তরং ভাগিনেয়স্য হৃদয়রামস্য দক্ষিণেশ্বরাগমনাৎ ভগবতো গদাধরস্যোল্লাসরূপ মধ্য লীলায়াস্তৃতীয়োঽধ্যায়: ॥ ৩ ॥

When Gadadhar was asked of his disappearance he would. say that he had not been elsewhere, nor did he intend to go awav from Dakshineswar just as Krishna would never go a step beyond Brindavana. ॥ 82 to 84 ॥

Here ends the third chapter of Madhya'ila in Sri Ramkrishna Bhagabatam narrating the appointment of Ramkumar as the priest and Gadadhar's joy due to arrival of Hriday at Dakshineswar. ॥ 3 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

পুনর্ব্বার সেইস্থানে গদাধর ফিরিয়া আসিলে আপনি কোথায় যাইয়াছিলেন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগকে বলিতেন আমি কোথাও যাই নাই এই খানেই ছিলাম। ৮২

मध्यलीलायां ३यः अः।

নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনেই অবস্থান করেন বৃন্দাবনং পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোথাও কখনও এক পাও যান না। ৮৩

সেইরূপ এই দক্ষিণেশ্বরেই সর্ব্বদাই আমার অবস্থিতি জানিবে দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া আমি কখনও কোথাও যাই না। ৮৪

এই মধ্য লীলার তৃতীয় অধ্যায়ে পণ্ডিত প্রবর রামকুমারের ভবতারিণী কালীর পূজক পদ গ্রহণ। তজ্জন্য ঠাকুরের ক্ষোভ হইলে দৈবাদেশে শান্তি। এবং হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের জন্য ঠাকুরের উল্লাসাদি বলা হইল। মঃ ৩য়

मध्यलीलायां ४र्थं अः।

कामारपुकुरे बाल्ये मूर्त्तिं निर्म्माय यत्नतः।
देवतानां चाप्य पूजां वयस्यैर्बन्धुभिश्च सः॥ १
कृतवान् बहुशस्तत्र हृदयेन गदाधरः।
अत्रापि हृदयं प्राप्य बाल्यलीलोदिता स्मृतौ॥ २
हृदयं प्रत्युवाचेदं मृन्मयं शिवविग्रहं।
निर्म्माय पूजयिष्यामि मम वाञ्छाधुनोदिता॥ ३
श्रवणान्तरं कार्य्यमुदितं साहचर्यतः।
हृदयस्य सुयत्नेन गङ्गागर्भान्मृदाहृतिः॥ ४
ततो गदाधरेणाशु शिवमूर्त्तिं विनिर्म्मिता।
दिव्य वृषभ पृष्ठे श्रीशङ्करः सुष्ठु शोभितः॥ ५

Gadadhar had made images many times and worshipped them with the assistance of Hriday and others in Kamarpukur. Remembering those activi ties of his early boyhood, Gadadhar expressed his desire to make an image of Shiva for worship,

Hriday gathered the required earth from the bed of the Ganges. Gadadhar made a beautiful image of Shiva mounted on an ox. ॥ 1 to 5 ।

বঙ্গানুবাদ :—

গদাধর বাল্যকালে কামারপুকুরে বহু বাল্যবন্ধু পরিবেষ্টিত হইয়া বহু দেবতার মূর্ত্তি গড়িয়া বহুবার হৃদয়ের সহিত পূজা করিয়া ছিলেন। এই দক্ষিণেশ্বরে হৃদয়কে পাইয়া সেই সকল বাল্য লীলা মন মধ্যে উদিত হইলে হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, মৃত্তিকা দ্বারা শিব বিগ্রহ গড়িয়া পূজা করিব এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছে। ১।২।৩

সহায়তা বশতঃ ইচ্ছামাত্রে কার্য্যের প্রকাশ হৃদয়ের চেষ্টায় গঙ্গা গর্ভ হইতে মৃত্তিকা আনিলে গদাধর তৎক্ষণাৎ শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অলৌকিক বৃষভ পৃষ্ঠে সুন্দর শিবমূর্ত্তি শোভিত। ৪।৫

কোটিচন্দ্র প্রতীকাশো দেহো রজতসন্নিভঃ।
অপূর্ব্বারুণকান্তিশ্চ বিগ্রহস্যপদা ব্জয়োঃ ॥ ৬
ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত কটিস্তুন্দিলঃফণিসংযুতঃ।
ত্রিশুল ডমরুভ্যাশ্চ মণ্ডিতোদক্ষসব্যয়োঃ ॥ ৭
ভালং চন্দ্রার্দ্ধ যুক্তঞ্চ বক্ষোঽক্ষমালয়াযুতং।
জটাজুটসমাযুক্তং নয়নত্রিতয়ান্বিতং ॥ ৮
ভস্মলিপ্তং কালসর্পবেষ্টিতংসুভয়ঙ্করৈঃ।
এবন্দেবাদিদেবন্তং নির্ম্মায় স গদাধরঃ ॥ ৯
পূজোপচারং সংগৃহ্য ভক্তিভাবেন শঙ্করং।
স্বয়ং সম্পূজয়ামাস রম্যে পঞ্চবটীতলে ॥ ১০

This image of Shiva had the lustre of innumer. able moons and the feet had the hue of the rising sun. Shiva was clad with tiger's skin. His huge belly was girdled by a snake, He was holding Trisul in his right hand and Damaru (bugle) in his left. He was adorned with the half moon on his forehead. garland of akshas round his neck, matted hair on his head, three eyes, body besmear ed. with ashes.and girdled with terrible poisonous snakes. Thus making the image Gadadhar worshipped it with great devotion at Panchabati.

॥ 6 to 10 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সুবিমার্জিত রজত তুল্য দেহ কোটি চন্দ্র সদৃশ দেহকান্তি—বিগ্রহের দুইটি পাদপদ্মের অপূর্ব্ব অরুণ বর্ণ রঞ্জিত সুবিশাল উদর সর্পবেষ্টিত বামহস্তে ত্রিশূল ও দক্ষিণ হস্তে ডমরু বিভূষিত ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র বক্ষঃস্থলে রুদ্রাক্ষ মালা মস্তকে জটাজুট ত্রিনয়ন যুক্ত ভস্ম-লিপ্ত অতি ভয়ঙ্কর কালসর্প বেষ্টিত এইরূপ ভাবে বৃষোপরি বিরাজিত গদাধর শিবমূর্ত্তি গঠন পূর্ব্বক পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রমণীয় পঞ্চবটী স্থলে স্বয়ং ভক্তিভাবে পূজাকার্য্য আরম্ভ করিলেন।

৬।৭।৮।৯।১০

यदृच्छया गतस्तत्र सेवको मथुरो महान्।
अपूर्व्वं शिवमूर्त्तिं तां तस्य पूजामलौकिकीं ॥ ११
अर्च्चकस्य तन्मयतां दृष्ट्वा विस्मयमागतः।
तद्भावैनैव तस्य हृदयं स्पृष्टवान् मुदा ॥ १२

मध्यलीलायां ४र्थः अः।

क्कुवैषा प्रतिमा प्राप्ता केन वा घटिता वद ।
हृदयोऽङ्गुलिमुत्तोल्य तन्तु तन्मयतां गतं ॥ १३
दर्शयित्वोक्तमेतेन घटिता शिव मूर्त्तिका ।
श्रुत्वातिविस्मयाविष्टो मथुरानाथ उक्तवान् ॥ १४
भट्टाचार्यस्यावरज एतां घटयितुं क्षमः ।
श्रुत्वा ससम्भ्रमश्चोक्तं हृदयेन तदेव हि ॥ १५

Mathurnath happened to come to the spot and was astonished to see Gadadhar lost in divine mood. Mathuranath asked Hriday, "Where did you get this image from ? who has made it ?" Hriday pointed Gadadhar with his finger and said, "He has mads it". Mathuranath was astonished to learn that the younger brother of the priest Ramkumar could make such an wonderful image. Hriday also said to him, ॥ 11 to 15 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এমন সময়ে হঠাৎ সেই পূজাস্থলে ভক্ত মথুরানাথ স্বয়ং আসিয়া ছিলেন। সেই অপূর্ব্ব শিবমূর্ত্তি পূজকের অসাধারণ পূজা ও তন্ময়তা দেখিয়া অতি বিস্মিত সহকারে সেইস্থানে অবস্থিত হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১১।১২

এই শিব বিগ্রহ কোথায় পাইলে। কেবা এই শিব মূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন। মথুর বাবু এইরূপ বলিলে হৃদয় অঙ্গুলি উত্তোলন পূর্ব্বক পূজাকালে তন্ময়তা বিশিষ্ট গদাধরকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন ইনিই এই শিবমূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন। মথুরানাথ এই কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ১৩।১৪

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এইরূপ ভাবে দেবতা সকলের মূর্ত্তি গঠনে সমর্থ? এই কথা শুনিয়া হৃদয় সমযত্নে তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন। ১৫

अयन्तु सर्व्व देवता प्रतिमा घटनैपटुः।
परन्तु भग्न प्रतिमां सन्धातुं सर्व्वथा क्षमः॥ १६
एवं यस्य गुणग्राम भ्रात्रा परिकीर्त्तितः।
तस्य समाध्यवस्था सा मथुरेण सुलक्षितः॥ १७
एकाहष्टातिमुग्धः स तदात्मानं नियम्य च।
प्रोवाच हृदयं ग्रहभावेन विनयान्विता॥ १८
दास्यसीमां पूजान्ते मे प्रतिमां शुभलक्षणां।
श्रुत्वा तां प्रार्थनां साध्वीं हृदयेनोररीकृतम्॥ १९
पूज्यायाः पूजाविरमे ततः संग्रह्य विग्रहम्।
ददौ मथुरानाथाय गत्वा तद्भवनं सुधीः॥ २०

He can not only prepare images of all gods and goddesses but also restore broken images to their original form of shape." While talking with Hriday, Mathuranath carefully watched the divine mood of Gadadhar who had lost all sense of physical reality. Mathuranath requested Hriday to let him have this image after the worship had been done. Hriday agreed and when the worship was done took it to the house of Mathuranath and duly handed it over to him. ॥ 16 to 20 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

ইনি সর্ব্বদেবতার মূর্ত্তি ভাল রূপে গড়তে পারেন পরন্তু ভগ্ন বিগ্রহকে পূর্ব্ববৎ করিতে পারেন। ১৬

मध्यलीलायां ४र्थ अः।

এইরূপ ভাবে ঠাকুরের গুণগ্রাম হৃদয়ও মথুরানাথে আলোচিত হইতেছিল। সেই সময় গদাধরের নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা মথুরানাথ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ১৭

তখন অত্যন্ত মুগ্ধ মথুরানাথ নিজেকে সংযত করিয়া বিনীত ও শুদ্ধভাবে হৃদয়কে বলিয়াছিলেন। ১৮

আপনাদের পূজা শেষ হইলে এই শুভ লক্ষণ শিব বিগ্রহটি আমাকে দিবেন। হৃদয় মথুরানাথের এইরূপ উত্তম প্রার্থনা শুনিয়া প্রতিমাটি দিব বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৯

তৎপরে বিগ্রহের পূজা শেষ হইলে হৃদয়রাম সেই শিব বিগ্রহটি লইয়া মথুরানাথের গৃহে গমন পূর্ব্বক সমাদর পূর্ব্ব মথুরানাথকে দিয়াছিলেন। ২০

हृष्टः श्रीमथुरानाथस्तन्मूर्त्तिं प्राप्य तत्क्षणात् ।
श्वश्रूदेव्या गृहं गत्वा तस्यै तां समदर्शयत् ॥ २१
भक्तिमती तदा राज्ञी विग्रहाभिरूप्य दर्शनात् ।
चमत्कृता मुक्तकण्ठं चकार सुप्रशंसनं ॥ २२
निर्म्मातुर्भगवद्भावं विशिष्ट समवर्णयत् ।
उवाच मथुरानाथ एवं राज्ञीं ससम्भ्रमं ॥ २३
भट्टाचार्य्य कनिष्ठेन सहृदयः शिवविग्रहः ।
घटितोऽयं महाभावात् सप्राण इव लक्ष्यते ॥ १४
राज्ञ्या गुणानुरागिण्याः श्रीलगदाधरोपरि ।
श्रद्धापूर्णं मनस्तस्याः सञ्जातं प्रथमं तदा ॥ २५

Mathuranath in great joy took it to his mother in-law. That pious lady highly praised the godly

virtues of its maker, and remarked that the image appeared to be infused with life. When she was told that the younger brother of Ramkumar had made it, she became full of regard for Gadadhar, for the first time. ॥ 21 to 25 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মুগ্ধ মথুরানাথ সেই শিবমূর্ত্তিটি প্রাপ্তি মাত্রে শ্বশ্রূমাতা রাসমণীর গৃহে যাইয়া তাঁহাকে সেই শিবমূর্ত্তিটি দেখাইয়াছিলেন। ২১

ভক্তিমতী মহারাণী প্রতিমার সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মূর্ত্তি দর্শনে চমৎকৃতা হইয়া মুক্ত কণ্ঠে গঠনকারীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। ২২

পরন্তু নির্ম্মাণকারীর ভগবদ্ভাব বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং মথুরানাথ সেই সময়ে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিয়াছিলেন। ২৩

কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য এই সুন্দর শিব বিগ্রহ গঠন করিয়াছেন। এই বিগ্রহের মহাভাব বশতঃ জীবন্তের মত। ২৪

গুণানুরাগিণী মহারাণী রাসমণির সেই দিন হইতে পরম শ্রদ্ধাস্পদ কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য গদাধরের উপর সর্ব্ব প্রথম শ্রদ্ধাপূর্ণ মন বিশেষ ভাবে উদিত হইয়াছিল। ২৫

इतः प्राह मथुरानाथो देवालये गदाधरं ।
कर्म्मयुक्तं कारयितुमाग्रहातिशयान्वितः ॥ २६
तद्भागमधुना ज्ञात्वा राज्ञी सानन्दमब्रवीत् ।
यद्धस्तनिर्म्मिता मूर्त्तिर्भगवद्भावभाविका ॥ २७
तद्धस्तादस्मभूपादि गृहीत्वा भवतारिणी ।
सर्व्वथा प्रीतिमापन्ना भविष्यतीति मतिर्मम ॥ २८

मध्यलीलायां ४र्थ अः।

अतः सन्तोष्य कनिष्ठ भट्टाचार्य्यं नियोजय।
वेशकार्य्ये जगन्मातुस्तेन मे मङ्गलं भवेत् ॥ २९
तत्परेह्नि पराह्णे तु हृदयेन गदाधरः।
पञ्चवट्या क्रीड़े तिष्ठन्नाहूतो मथुरेण हि ॥ ३०

When Rani came to know that Mathuranath was eager to engage Gadadhar in the holy services, she glady approved the appointment of Gadadhar as the dress maker of Bhabatarini, for she believed that by this appointment the Godess would be pleased to bless her. Next day in the afternoon when Hriday and Gadadhar were at Panchavati, Mathuranath called for Gadadhar. ॥ 26 to 30 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

ইহার পূর্ব্বে গদাধরকে দেবালয়ে কর্ম্মলিপ্ত করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। রাণী মথুরানাথের তদ্রূপ ইচ্ছা জানিয়া আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন। যাঁহার হস্ত নির্মিত বিগ্রহ ভগবানের স্বরূপের প্রকাশক তাঁহার হস্ত হইতে মা ভবতারিণী বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিয়া নিশ্চয় বিশেষ ভাবে প্রীতিলাভ করিবেন। ইহাই আমার সুদৃঢ় ধারণা। ২৬।২৭।২৮

অতএব কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে জগদম্বার বেশ কার্য্যে নিযুক্ত কর। তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলই হইবে। ২৯

তৎপর দিবসে গদাধর অপরাহ্ণে হৃদয়ের সহিত পঞ্চবটির উদ্যানে

যে সময়ে ছিলেন। এমত সময়ে মথুরানাথ গদাধরকে দেখা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। ৫০

भृत्यं दृष्ट्वा सचकितं सयत्नं प्राह ठाकुरः।
यत् पूर्वं चिन्तितं मेऽत्र तत् साक्षात् समुपस्थितम् ॥ ३१
गच्छ भो हृदय त्वं हि यत्र नो परवश्यता।
तत्र नाहं गमिष्यामि मथुरानाथ सद्मनि ॥ ३२
मथुरानाथ सविधे गन्तुं श्रीमातुलस्य तां।
कुण्ठां दृष्ट्वा हृदयेन जिज्ञासितो गदाधरः ॥ ३३
उपायाप्यनिरुक्तेन कर्मं तत्र गतस्य मे।
दासत्वं गर्हितं लोके तत्र मां योजयिष्यति ॥ ३४
श्रुत्वेवं हृदयः प्राह को दोषस्तत्र मातुलः।
वयन्तु ब्राह्मणास्तात देव सेवैव नो गतिः ॥ ३५

Seeing the messenger before him Gadadhar felt very uneasy and said, "This is what I was expecting. Hriday you may go to serve the will of others. I am not going to the place of Mathuranath." When Hriday wanted to know the reasons for it, Gadadhar said, "If I go there, I shall be yoked with a service which is an abominable thing." At this Hriday said, "There is no harm in it. We are bramhins and holy services should be our occupation." ॥ 31 to 35 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

ভৃত্যকে দেখিয়া গদাধর অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিয়া দিলেন পূর্ব্বে যাহা যাহা ভাবিয়াছিলাম ঠিক তাহা আমার উপস্থিত হইল।

ওরে হৃদু তুই আজ সেখানে যা যেখানে আমাদের পরাধীন বৃত্তি চাকুরি আছে। আমি সেই মথুরানাথের গৃহে যাইব না। ৩২

পূজনীয় মাতুল মহাশয়ের মথুরানাথের নিকটে গমন জন্য সেইরূপ সঙ্কোচ দেখিয়া হৃদয় মাতুলকে জিজ্ঞাসা করিলে গদাধর অতিকষ্টের সহিত বলিয়াছিলেন। মথুরানাথের নিকটে যাইবার ফল দাসত্ব লাভ যাহা জগতে সর্ব্বত্র নিন্দিত বলিয়া কথিত হয়। সেই দাসত্ব কর্ম্মে আমাকে নিযুক্ত করিবে। ৩৩।৩৪

মাতুলের কথা শুনিয়া হৃদয়রাম বলিয়াছিলেন হে মাতুল তাহাতে দোষ কি? আমরা ব্রাহ্মণ আমাদিগের দেব সেবাই অবলম্বনীয়। ৩৫

अत्र भागीरथी तीरे महती देवमन्दिरे।
देवता परिचर्य्यायां सर्व्वथा मङ्गलं भवेत् ॥ ३६
ततो गदाधरेणोक्तं ममिच्छा दास कर्म्मणि।
परन्तु जगदम्बाया मणिमुक्तादि भूषणं ॥ ३७
सन्त्यत्र बहुशस्तेषां रक्षणमति दारुणम्।
मादृशेन रक्षणा न सम्भाव्या कदाचन ॥ ३८
मातुलेनैव मुक्तोऽपि हृदयः पुनरब्रवीत्।
न कापि भवता चिन्ता चिन्तया रक्षणे ॥ ३९
सदा पटुतरामस्मि ते कृपया मम।
भवतस्तु कर्म्मस्मिन्मेषु सर्व्वदा नः सुखं भवेत् ॥ ४०

"It will surely bring us great merit to render holy services to the gods in these great temples on the bank of the Ganges. Gadadhar replied, "I do not like to be a servant. Moreover there

are valuable ornaments of the Goddess. It is not possible for me to keep them under proper care." Hriday promptly said, "you should not bother about the ornaments. I am competent enough to take proper care of them. We shall be glad if you enter into a service." ॥ 36 to 40 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এই ভাগীরথীতীরে মহৎ ব্যক্তির দেবালয়ে দেবসেবা করিলে ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল হইবে ইহা ধ্রুব সত্য। ৩৬

গদাধর বলিয়াছিলেন দাসত্ব কর্ম্মে আমার ইচ্ছা নাই। পরন্তু দেবীর মণিমুক্তার অলঙ্কার বহুতর আছে। সেই সকল রত্ন রক্ষা অতি কঠিন। বিশেষতঃ আমার মত লোকের রত্নরক্ষা কখনও সম্ভব হয় না। ৩৭।৩৮

গদাধর এইরূপ বলিলে হৃদয় পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন। চিন্ময়ীর অলঙ্কারাদি দ্রব্য রক্ষণার্থে আপনাদের কোনরূপ চিন্তার কারণ নাই। আপনাদের কৃপায় আমার রত্নরক্ষা বিষয়ে দৃঢ়শক্তি সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। আপনি কর্ম্মে লিপ্ত হইলে আমাদের অতিশয় আনন্দ হইবে। ৩৯।৪০

हृदयादेवमाख्यानाच्छ्रुत्वा वाक्यविशारदः।
प्रोवाच हृदयं प्रेम्णा चेदेवं सम्मतिर्मम ॥ ४१
सर्व्वदात्र यदि स्थित्वा जगदम्बासनं महत्।
रक्षिष्यसि तदा बाधा नास्ति मे कार्यसाधने ॥ ४२
हृदयागमनञ्चात्र कर्म्मणः प्राप्ति काम्यया।
अत स्तन्मातुलवचः श्रुत्वा स नन्दितोऽभवत् ॥ ४३

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

ততো মথুরানাথস্তু সখেদং সমুপস্থিতং।
গদাধরং দেবদেবী বেশকার্য্যে ন্যযোজয়ৎ॥ ৪৪
তদ্দিনাবধি তত্রায়ং বাঞ্ছাকল্পতরুঃ স্বয়ং।
ভক্তাভীষ্ট পূরণার্থং ভবতারিণী মন্দিরে॥ ৪৫

On seeing the eagerness of Hriday to take up a job, Gadadhar said, "If you take the charge of the safe keeping of the ornaments I have no objection to do the job." Hriday came to Dakshineswar on the look-out for a job. So he was glad that Gadadhar agreed. Soon Mathuranath appointed Gadadhar to do the dress work of the gods. ॥ 41 to 45 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

বাক্য কুশল ঠাকুর হৃদয়ের এইরূপ আগ্রহযুক্ত বাক্য শুনিয়া স্নেহের সহিত হৃদয়কে বলিয়াছিলেন। যদি এরূপ ভাবে কর্ম্ম করিতে হয় তাহাতে আমার সম্মতি আছে। ৪১

যদি তুমি দক্ষিণেশ্বরে সর্ব্বদা থাকিয়া দেবতার বহু মূল্য রত্না লঙ্কারাদি রক্ষা কর তবে কর্ম্ম করিতে কোন বাধা নাই। ৪২

হৃদয়ের কর্ম্ম লাভের জন্যই দক্ষিণেশ্বরে আগমন। অতএব মাতুলের সেইরূপ কথা শুনিয়া হৃদয়রাম আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৪৩

অতঃপর গদাধর মথুরানাথের নিকটে উপস্থিত হইলে মথুরানাথ গদাধরকে দেবদেবীর বেশকারীর কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৪৪

সেইদিন হইতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ভক্তগণের বাঞ্ছা পূরণার্থে ভবতারিণী মন্দিরে। ৪৫

मध्यलीलायां ४र्थ अः ।

साक्षाद् गदाधर एव वेशकार्य्येऽभवत् तौ ।
हृदय स्तन्मातुलयोः साहाय्यार्थं नियोजितः ॥ ৪৬
स्वेच्छा रामकुमारस्य तदैव पूर्णतां गता ।
कनिष्ठस्य कर्म्मयोगात् किञ्चिद्वित्तागमात्तथा ॥ ৪৭
निष्ठावत्या रासमणेर्नास्ति सेवाविरुद्धता ।
श्रीभवतारिणी देव्या या सेवा तन्महोत्सवे ॥ ৪৮
श्रीगोविन्दस्य तद्रूपं सेवाविध्यं तदुत्सवे ।
द्विषष्टिद्वादशशते वर्षे जन्माष्टमी तिथौ ॥ ৪৯
श्रीगोविन्दस्य तत् कार्य्यं बाहुल्येन समापितम् ।
नन्दोत्सवे तत् परेऽह्नि सुहृद्देवमन्दिरे ॥ ৫০

Hriday was also appointed to assist his two uncles in performing their services. By this appointment of his younger brother and the consequent income Ramkumar's desire was fulfilled. Rani had no differential attitude in rendering services to the gods of the temples. The services in the festival of Sri Govinda were rendered in the same scale as in the festival of Bhabatarini. In the Bengali year 1262, the grand Janmastami festival of Sri Govinda was duly performed. Next day in the Nandotsava fesival when the spacious compound of the temples

॥ 46 to 50 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

স্বয়ং গদাধর তুল্য গদাধর বেশকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

এবং হৃদয়রাম ও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ মাতুলদ্বয়ের সাহায্যার্থে দেব সেবা করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৪৬

কনিষ্ঠের কর্ম্মলিপ্ত ও তজ্জন্য কিছু অর্থাগম জনিত রামকুমারের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছিল। ৪৭

নিষ্ঠাবতী মহারাণীর দেব সেবা সম্বন্ধে কোনরূপ বৈষম্য ছিলনা ভবতারিণী কালিকার মহোৎসব সময়ে যেরূপ বিশেষ পূজা হইত সেইরূপ রাধাগোবিন্দের মহোৎসব বিশেষ ভাবে হইত। বাংলা সন ১২৬২ সালে জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দের সেবা বিশেষ ভাবে সমাপ্ত হইলে তৎ পর দিবসে সুবৃহৎ দেবালয়ের প্রাঙ্গনে।

৪৮।৪৯।৫০

गीत नृत्यादिवाद्यैश्च हरि सङ्कीर्त्तनादिना।
दक्षिणेश्वर पल्ली सा गोकुलेन समाभवत्॥ ५१
हरिद्रा दधि तैलाद्यैः क्षेपणाच्च परस्परं।
देवीयानं प्राङ्गनञ्च तथा भागीरथी तटं॥ ५२
अभूद्धरिद्रातैलादि लिप्तं भागीरथी जलम्।
सर्वत्र पीत वर्णाभं विचित्रं देवताङ्गनं॥ ५३
समाप्य गोविन्द पूजां मध्याह्न भोगमुत्तमम्।
दत्वा मान्या क्षेत्रनाथः पूजको ब्राह्मणोत्तमः॥ ५४
श्रीराधा शयने न्यस्य ततो गोविन्द विग्रहं।
नीत्वा गच्छन् सतैलत्वात् स्खलनात् पथि पादयोः॥ ५५

was resounded with dance, song and music the village of Dakshineswar appeared to have been transformed into Goku' at the appearance

मध्यलीलायां २यः अः।

of Sri Krishna in the palace of Nanda. Due to throwing of yellow paste, oil and curd at one another the temple compound and the garden were all yellow and slippery. The bank as well as the water of the Ganges turned yellow. After performing mid-day worship, Kshetranath, the priest of Sri Govinda, took Sri Radha to her bed. Then as he was carrying Sri Govinda, he slipped on the oily floor. ॥ 51 to 55 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

নৃত্য গীত বাদ্য হরিসঙ্কীর্ত্তনাদিতে দক্ষিণেশ্বরের পল্লী গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সদৃশ নন্দগোপের গৃহের মত হইয়াছিল। ৫১

হরিদ্রা দধি ও তৈলাদির পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্ষেপন বশতঃ দক্ষিণেশ্বরের বাগান মন্দির প্রাঙ্গন গঙ্গার জল ও গঙ্গার তীর ভূমি প্রভৃতি সর্ব্বত্র পীতবর্ণ ও দেবালয় বিশেষ ভাবে পিচ্ছিল হইয়াছিল। ৫২।৫৩

ক্ষেত্রনাথ নামক অত্যুত্তম পূজক ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দের পূজা শেষ করিয়া মধ্যাহ্নে ভোগ দিয়া শ্রীমতী রাধাকে শয়ন দিয়া তৎপরে শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহকে দুইটি হস্তে দৃঢ়ভাবে ধারণ পূর্ব্বক যথা রীতি বক্ষে লইয়া পূজাস্থান হইতে বহির্গত হইয়া মন্দির প্রাঙ্গন পূর্ব্বরূপে পিচ্ছিল বশতঃ পদস্খলন হইয়া। ৫৪।৫৫

श्रीगोविन्दो हस्तच्युतः पतितो धरणीतले ।
प्रामाघातो विशेषेण पतितः पूजकोऽपि च । ५६

मध्यलीलायां ४र्थ अः ।

तदा सङ्कीर्त्तनरवः सहसा स्तब्धतां गतः ।
द्रुतं समागतैः सर्व्वैर्जनैः सुपरिलक्षितं ॥ ५७
श्रीगोविन्दस्य चरणं दक्षिणं भग्नतां गतं ।
महान् कोलाहलो जातो गोविन्द पादभङ्गतः ॥ ५८
मथुरस्यार्त्तनादाश्च राज्ञ्याः क्रन्दन शब्दतः ।
हाहारवो महानासी दक्षिणेश्वर मन्दिरे ॥ ५९
अर्थप्राचुर्य्यतश्चात्र विधेयस्य विनिश्चये ।
शीघ्रं महानगर्य्यांस्तु वैधपत्रं सुसङ्गृहीतम् ॥ ६०

Sri Govinda fell from his hands. The priest also was wounded. Instantly the song and the dance stopped; and the people rushed to the spot and found that the right leg of Sri Govinda was broken. Shouts of lamentation spread all around. Mathuranath and Rani had no end of their tears. At once religious instructions as to what should be done were obtained from the pandits of the city. ॥ 56 to 60 ॥

বঙ্গানুবাদ —ঃ

বিগ্রহের সহিত ক্ষেত্রনাথ পতিত হইলে হস্তচ্যুত হইয়া শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহও পতিত হইলেন পূজক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। ৫৬

এরূপ ঘটনা হইবা মাত্র হঠাৎ সঙ্কীর্তনাদি সমস্ত বন্ধ হইয়াছিল। মন্দিরস্থ জন সমূহ ঘটনাস্থলে দ্রুতবেগে আগমন করিয়া শ্রীগোবিন্দের ডান পাটি দুইখণ্ড বিভক্ত হইয়াছে দেখিয়াছিল ৫৭।৫৮

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

মথুরানাথের আর্তনাদে রাণীর রাসমণির ক্রন্দন ধ্বনিতে—দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে অতিশয় হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। ৫৯

এমত অবস্থায় কি করা কর্তব্য ইহার নিশ্চয়ের জন্য রাণীর অর্থ প্রাচুর্য্য বশতঃ তৎক্ষণাৎ কলিকাতা মহানগরী হইতে বিধিপত্র আনীত হইয়াছিল। ৬০

सर्व्वैः पण्डित वर्य्यैस्तदेक मत्येन भाषितं ।
गङ्गामध्ये विनिःक्षिप्य भग्न गोविन्द विग्रहं ॥ ६१
अत्रान्य विग्रहः कश्चित् प्रतिष्ठाप्यो यथाविधि ।
दृष्ट्वैवं पण्डित मतं मथुरानाथ सेवकः ॥ ६२
क्रयार्थं नव गोविन्द मूर्त्तेर्यिस्मां दुरत्ययां ।
प्राप्य तत्क्षण एवैकं भृत्यं प्रेरितवान् स्वयं ॥६२
कालेऽस्मिन् मथुरानाथ मनसीदं समुत्थितं ।
अत्रास्ति भगवत्तुल्यो दिव्यभावो गदाधरः ॥ ६४
न स पृष्टो मया किञ्चिदस्यां गुरु परिस्थितौ ।
विग्रहचरणे भग्ने मन्दिरे बहु दूरतः ॥ ६५

All the great pandits unanimously advised *replacement of the broken image by another and* throwing it into the water of the Gangas. Mathuranath sent one of his servants on the look-out for another image. Then it struck him that he had not asked any advice of Gadadhar in this grave situation. People had come from very far off places to discuss about this sad accident. But Gadadhar was not seen by him. ॥61 to 65॥

বঙ্গানুবাদ :—

বিধি পত্রে সকল পণ্ডিতই একবাক্যে বলিয়াছেন যে ভগ্ন গোবিন্দ গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়া অন্য একটি নূতন গোবিন্দ বিগ্রহ আনিয়া যথাশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য। মথুরা নাথ পণ্ডিত গণের এইরূপ মত শুনিয়া পুনর্ব্বার অন্য একটি গোবিন্দ মূর্ত্তি সংগ্রহের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া তৎক্ষণাৎ একটি ভৃত্যকে গোবিন্দ বিগ্রহের অনুসন্ধানের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ৬১।৬২।৬৩

এমত সময়ে মথুরা নাথের মনে হইল এখানে দিব্যভাব সম্পন্ন ভগবত্তুল্য কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য বিদ্যমান আছেন এইরূপ একটি গুরুতর ঘটনা ঘটিলেও তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই। মন্দিরে বিগ্রহের চরণ ভগ্ন হইলে ধর্ম্মপ্রাণ জনগণ বহুদূর হইতে। ৬৪।৬৫

धर्म्म प्राणा जनाः सर्व्वेऽप्यत्रागत्यापि दुःखिताः।
युक्तितर्कैः समाकीर्णं दक्षिणेश्वर पत्तनं ॥ ৫৬
किन्त्वत्र न समायातो महामानी गदाधरः।
एवं मथुरानाथस्य चित्तमान्दोलितं सदा ॥ ৫৭
तथा पूर्व्वं प्रतिष्ठित भग्न गोविन्द विग्रहं।
गङ्गा गर्भे विनिःक्षेप्तु मिच्छा तस्य न जायते ॥ ৫৮
दुश्चिन्तया शङ्कया च व्यथया पीड़ितान्तरः।
विक्षुब्धो मथुरानाथो राज्ञ्याः सान्निध्यमागतः ॥ ৫৯
मातस्तुभ्यं नमस्यामि शृणु मे परमं वचः।
सङ्कटेऽस्मिन् महाघोरे वैधकारि महात्मनः ॥ ৬০

Mathuranath had not the heart to throw the broken image of Sri Govinda into the water of

the Ganges. With a mind agitated by anxiety fear and sorrow he came to Rani and said, "In this grave situation I have not yet asked for the opinion of the bramhin who is in charge of the dress work of the images of the temples. I don't find any harm in consulting him." || 66 to 70 ||

বঙ্গানুবাদ :—

এইস্থানে আসিয়া দুঃখিত হইয়া নানা প্রকার যুক্তি তর্কদ্বারা দক্ষিণেশ্বর পল্লীর চতুর্দ্দিকে চিন্তান্বিত হইয়াছেন। ৬৬

কিন্তু ঘটনাস্থলে কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য আসেন নাই। এইরূপ ভাবে সেই সময় মথুরা নাথের মন চঞ্চল হইয়াছিল। ৬৭

এক পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত ভগ্ন গোবিন্দ বিগ্রহ গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। ৬৮

এইরূপ ভয়ে দুঃখে দুশ্চিন্তায় পীড়িতান্তঃকরণ বিক্ষুব্ধ মথুরানাথ মহারাণীর নিকটে যাইয়াছিলেন। ৬৯

বলিলেন, হে মাতঃ আপনাকে নমস্কার করি। আমার একটি কথা শুনুন। এই ভয়ঙ্কর সঙ্কট সময়ে বেশকারী মহাত্মা কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যের। ৭০

মতৌ জিজ্ঞাসিতায়াং নঃ কা হানি স্তত্র জায়তে।
রাজ্ঞ্যাপ্যুক্তমথুর্নৈব গত্বা তং পৃচ্ছ যত্নতঃ॥ ৩১
প্রাপ্যাজ্ঞাং মথুরানাথঃ শ্রীগদাধর দৃষ্টয়ে।
গত্বা পঞ্চবটী মধ্যে স্বগেহাভ্যন্তরে স্থিতং॥ ৩২
ভাবভাবিত মাবিশ্য ভাবনাসুবিভাবিতং।
ভাবাবিষ্টং তথালোক্য তদৈব শ্রীগদাধরং॥ ৩৩

मध्यलीलायां ४र्थं अः ।

श्रावयामास तद्वार्त्तां गोविन्द पाद भङ्गजां ।
पण्डित प्रवराणाञ्च विधानं शास्त्र सम्मतम् ॥ ৮४

भवतः किं मतञ्चात्र प्रकटी कुरु पावन ।
श्रुत्वैवं तत्क्षणाद्दत्तं भावुकेन सदुत्तरं ॥ ७५

Rani agreed with him. Mathuranath went to Panchavati to meet Gadadhar. There he found Gadadhar absorbed in deep thought. He duly imformed Gadadhar of the incident and also the instructions of the pandits, and solicited the favour of his opinion. At once Gadadhar replied. ॥ 71 to 75 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মত জিজ্ঞাসা করিলে তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি ? রাণী বলিয়াছিলেন এখনই তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। ৭১

মথুরানাথ রাণীর অনুমতি পাইয়া কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য গদাধরের দর্শনার্থে ঠাকুরের পঞ্চবটি মধ্যে নিজ গৃহে ভক্তিলভ্য ভগবানের ভাবনা দ্বারা বিভাবিত ভাবাবিষ্ট গদাধরকে দর্শন করিয়া এখনই গোবিন্দের পদ ভগ্নের বার্ত্তা এবং এজন্য শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সমূহের শাস্ত্র সম্মত তাহাদের বিধান বলিয়াছিলেন। ৭২।৭৩।৭৪

এবং বলিলেন হে জগৎ পবিত্রকারী ভগবান আপনার এবিষয়ে মত কি তাহা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। ভাবুক গদাধর এইরূপ শুনিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন। ৭৫

राज्ञ्या जामातृषु प्राप्ते कस्यचित् पाद भञ्जने ।
किं तदीयस्य पादस्य चिकित्सां न विधास्यति ॥ ৭৬
अथवा तं परित्यज्य नूतनं वरयिष्यति ।
तद्वत्रापि सा वार्त्ता सुदृढ़ा शास्त्रसम्मता ॥ ৭৭
भग्नपादं ससन्धातुं व्यवस्थां कुरु यत्नतः ।
पूर्व्वतुल्यो भवेद्देवः सुसंहित पदे सति ॥৭৮
वर्त्तते यादृशी पूजा विग्रहस्य सदात्मिका ।
पूजा नित्यं प्रचलतु न त्यागो विदुषाम्मतः ॥ ৭৯
एवं तेनो हत वचः स्पष्टमभ्रान्तमुत्तरं ।
श्रुत्वा श्रीमथुरानाथः परं विस्मयमासदत् ॥ ৮০

"If one of the sons-in-law of Rani happens to break his leg, will not Rani arrange for his medical treatment or will she bring in a new son-in-law to replace the broken one? This is a similar case. You arrange for repairs to the broken image. It will be as good as the original, and its worship will continue as usual. It should not be discarded." Mathuranath was greatly astonished to hear this reply which was so forceful, straight, clear and infallible. ॥ 76 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

দেখ রাণীর জামাতাগণের মধ্যে যদি কাহারও পা ভাঙিয়া যায়। তবে কি সেই পায়ের চিকিৎসা করাইবে না অথবা সেই জামাতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক একটি নূতন জামাতাকে বরণ করিবেন। সেইরূপ এস্থলেও শাস্ত্র সম্মত সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত। ৭৬।৭৭

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

বিগ্রহের ভগ্ন চরণটি যাহাতে পূর্ব্বের মত হয় সেইরূপ ভাবে সন্ধিত হইলে বা জোড়া লাগিলে দেবতা পূর্ব্বের মতই হইবেন। ৭৮

উপস্থিত দেবতার উদ্দেশে যে ভাবে পূজা চলিতেছে সেই ভাবেই হউক। বিগ্রহ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ৭৯

এইরূপ সুস্পষ্ট তেজোদৃপ্ত অভ্রান্ত প্রত্যুত্তর বাক্য শ্রবণ করিয়া মথুরানাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ৮০

अलौकिक जनस्यास्याद् गोविन्द विग्रहः स्वयं ।
अस्यैवोत्तरथा ो याव्यमेव प्रकटी कृता । ८१
एवं सौमा साधाक्येन राज्ञी मथुरयोस्तदा ।
हृदयाभ्यन्तरेऽपूर्व्वं आनन्दः सुप्रवाहितः ।
एक वाक्येन तत्रस्था जनाः सर्व्वे गदाधरं ।
अमर्त्त्यं देवतां मत्वा धन्यवादं ददुस्तदा ॥ ८३
भग्नपाद संस्कारार्थं राज्ञी चिन्तान्विता यदा ।
तदा मथुरानाथेन राज्ञ्युक्ता मा भयं कुरु ॥ ८४
योऽसौ विधानदाता तु स एव संस्करिष्यति ।
तदा गदाधरेणैव गोविन्द विग्रहस्य तु ॥

Mathuranath felt that Sri Govinda himself had given out his own message through the mouth of Gadadhar. This decision of Gadadhar brought great satisfaction and joy to Rani and Mathuranath, and all those who heard it regarded Gadadhar as a God and highly thanked him. When Rani became worried with the thought of repair work, Mathuranath assured her that the adviser himself would carry out the work.

॥ 81 to 85 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং বলিয়াছিলেন স্বয়ং গোবিন্দ বিগ্রহই এই ভগবানের সদৃশ ব্যক্তির মুখারবিন্দ হইতে এই প্রশ্নের উত্তর ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ করিলেন। ৮১

এই প্রকার মীমাংসা বাক্য দ্বারা রাণী এবং মথুরানাথের হৃদয় মধ্যে অপূর্ব্ব আনন্দ প্রবাহিত হইয়াছিল। ৮২

এবং দক্ষিণেশ্বর নিবাসী জনগণ ঠাকুরকে বৈকুণ্ঠের ভগবান বলে জ্ঞান করিয়া সকলে একবাক্যে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। ৮৩

রাণী গোবিন্দের ভগ্নাপদের সংস্কারের জন্য চিন্তান্বিতা হইলে মথুরানাথ রাণীকে বলিয়াছিলেন ভয়ের কারণ নাই। ৮৪

যে মহাপুরুষ বিধান দিয়াছেন তিনি সংস্কার করিবেন। পরে ঠাকুর গোবিন্দের ভগ্ন চরণটি এইরূপভাবে জোড়া লাগাইয়াছিলেন যেন অভগ্ন সদৃশ হইয়াছিল। ৮৫ । ৮৬

भग्न पादस्य सन्धानमभग्नसादृश्यं कृतं ।
तद्दिनावधि श्रीराधागोविन्द एकोऽभवत् ॥ ৮৬
गदाधरः श्रीहृदयो वेशकारि पदे रतौ ।
एवं कर्म्मणि लिप्तौ तौ परमां मुदमापतु ॥ ৮৭
ततः एकस्मिन्दिवसे श्रीगदाधर साधकः ।
दशमहाविद्या मूर्त्ति दर्शनस्य कुतूहलात् ॥ ৮৮
वराह नगरं गत्वा ततः प्रत्यागतो यदा ।
पथि कश्चित् सुसम्भ्रान्तो राजतुल्यो महाधनी ॥ ৮৯
साधकं पूजकं दृष्ट्वा कौतूहल समुत्थितः ।
पृष्टवान् किं रामाणगोविन्दो भग्नविग्रहः । ৯০

Then Gadadhar carried out the repairs and restored the original condition of the image. From that day onwards Gadadhar was appointed as the worshipper of Sri Radha Govinda, and Hriday as the dresser, At this both of them were very glad to be so engaged in the holy services, Once Gadadhar had been to Baranagar to see the images of ten Mahavidya. i-e,ten different manifestations of the Mother of the universe. On his way back a certain rich man asked him, "Is Rasmoni's Govinda a broken image ?" ॥86 to 90

বঙ্গানুবাদ :—

সেইদিন হইতেই ঠাকুর রাধা গোবিন্দের পূজক হইয়াছিলেন এবং হৃদয়রাম বিগ্রহ সকলের বেশকারীর পদে ব্রতী হইয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে গদাধর ও হৃদয় ইহাঁরা দুইজনে কর্ম্মলিপ্ত হইয়া উভয়ে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ৮৭

তৎপরে একদিন সাধক গদাধর কৌতূহল বশতঃ দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি দেখিবার জন্য বরাহনগরে গিয়াছিলেন। এবং বরাহনগর হইতে প্রত্যাগমন সময়ে পথি মধ্যে কোন একটি রাজতুল্য সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি রাণী রাসমনির গোবিন্দের পূজক গদাধরকে দেখিয়া কৌতূহল পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাণী রাসমনির গোবিন্দ বিগ্রহ কি ভগ্ন বিগ্রহ ? ৮৮৮৯।৯০

सद्यः प्रत्युत्तरं दत्तं साधकेन सयुक्तिकं ।
भवता मन्दबुद्धित्वादेवमत्र प्रजल्पितं ॥ ९१

मध्यलीलायां ४र्थ अः।

अखण्ड मण्डलाकारो विग्रहो भग्नविग्रहः ।
एवमत्र प्रलापोऽयं न पण्डित वचस्त्विति ॥ ८२
श्रुत्वैवं स महासामी चमत्कार प्रदोत्तरं ।
तत् पादौ शिरसा धृत्वा क्षमाभिक्षां चकार ह ॥ ८३

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्ति तीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां गदाधरस्य शिव पूजनं वेशकर्म ग्रहणं गोविन्द सेवादि कथने मध्यलीलायां चतुर्थोऽध्यायः ॥

At once Gadadhar replied, "It is certainly due to your ignorance that you think so. Govinda is an undivided whole. How can his image be broken. The wise can never think so." On hearing this wonderful reply that rich man fell at his feet and begged his forgiveness.

Here ends the fourth chapter of Madhyalila in Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam written by Sri Bhaktitirtha narrating Gadadhar's worship of Siva acceptance of the job of a dresser, and services to Govinda.

বঙ্গানুবাদ :—

এইকথা শুনিয়া সাধক গদাধর তৎক্ষণাৎ যুক্তির সহিত প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন যে আপনি বুদ্ধিহীন বশতঃ এইরূপ বলিতেছেন অখণ্ড মণ্ডলাকার গোবিন্দ বিগ্রহের কি ভগ্ন বিগ্রহ হয়? এইরূপ ভাষা অজ্ঞদিগেরই হয় পণ্ডিতগণ অর্থাৎ জ্ঞানীগণ এই রকম বলেন নাই।

৯১।৯২

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

সেই সম্ভ্রান্ত জমিদার এইরূপ চমৎকারপ্রদ উত্তর শুনিয়া ঠাকুরের দুইটি পাদ পদ্ম মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে কৃপাভিক্ষা করিয়াছিলেন। ৯৩

এই মঃ ৪র্থ অধ্যায়ে গদাধরের শিবপূজা বেশকারি পদে ব্রতী হওয়া এবং রাধাগোবিন্দের পূজক পদ গ্রহণাদি বলা হইল। মঃ ৪

মধ্যলীলায়াঃ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

যদা গদাধরঃ সাক্ষাদ্গদাধরসমো মহান্।
শ্রীরাধাগোবিন্দ সেবামকরোদ্ভক্তিভাবতঃ॥ ১
রাজ্ঞ্যা গত্বা তস্য পূজাং স দ্রষ্টুং দেবমন্দিরে।
অসমোর্দ্ধ সাধকানাং বহূনাং দেবতার্চ্চনম্॥ ২
দৃষ্টা সুশিক্ষিতা রাজ্ঞী দেবতানাং সমর্চ্চনে।
কিন্ত্বস্য সাধক পূজাং দৃষ্টা বাকশূন্যতাং গতা॥ ৩
পূজাকালে পূজকস্য তেজোহোম কলেবরাৎ।
উদ্গম্য সুমহত্তেজো গোবিন্দে সমলীয়ত॥ ৪
দৃষ্টৈবন্তং তদা রাজ্ঞী মনস্যেতদচিন্তয়ৎ।
সাক্ষাদ্ কৃষ্ণাদেবোঽয়ং ধৃত্বা মানুষবিগ্রহং॥ ৫

When Gadadhar was performing his worship of Sri Radha Govinda, Rani came into the temple to see his performance. Rani had seen the worship by many able and learned worshippers and thus acquired much knowledge in the manner and method of worship. But she became spell bound to see the worship performed by Gadadhar. She saw Gadadhar emitting a fiery bri-

lliance *from* his body *into the image of* Govinda On seeing this Rani felt that Gadadhar was God Himself in the shape of a man. ॥ 1 to 5 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর মধ্যলীলার পঞ্চম অধ্যায় বলা হইতেছে।

যে সময় সাক্ষাৎ গদাধরের মত মহাত্মা গদাধর ভক্তি ভাবে শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দের সেবা করিতে ছিলেন সে সময়ে রাণী রাসমণি গোবিন্দ মন্দিরে গদাধরের পূজা দেখিতে আসিয়াছিলেন। রাণী রাসমণির বড় বড় বহু সাধক সমূহের পূজা দেখিয়া দেবতাগণের পূজায় বিশেষ ভাবে শিক্ষিতা হইয়া ছিলেন কিন্তু এই গোবিন্দ— মন্দিরে সাধক গদাধরের পূজা দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন। ১।২।৩

পূজার সময় পূজক গদাধরের তেজ পুঞ্জ কলেবর হইতে একটি মহান জ্যোতি উদগত হইয়া গোবিন্দ বিগ্রহে পতিত হইতেছে। ৪

এইরূপ দেখিয়া সেই মহারাণী মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। এই পূজক কি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব মনুষ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক। ৫

मार्त्यलोकमुपाश्रित्य पूजाकार्य्यं करोति हि।
जगद्वासि पूजकेषु कदापी दृक् न सम्भवेत् ॥ ६
यद्यस्य सविधे कश्चित् स्थित्वा वाच मुदिरयेत्।
तन्मयत्वान्नजानाति गमनागमनेऽपि वा ॥ ७
आराध्य देवतायाराधना कार्य्य कारकात्।
द्वितीयः कोऽपि नास्त्यन्योमन्दिराभ्यन्तरे तदा ॥ ८
यस्याद्भुत पूजकस्य पूजार्थ्योत्तमोत्तम।
प्राणाराम सुकण्ठेन मधुरं गानमुत्तमं ॥ ८
सुकण्ठ निसृतं गानं यावमेकं श्रुतं यदि।
पुण्यवता जनेनैव जीविते नास्ति विस्मृतिः ॥ १०

He had descended to the Earth and was performing the worship which was not possible for any human being. As he was lost in his divine mood, he could not hear any body speaking to him nor could know who came in and who went out. At that time the presence of any body other than the worshipper and the worshipped was not felt He who had heard his sweet song would never forget it in his life. After hearing his sweet song and seeing his wonderful worship Rani returned home with great satisfaction.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পূজা কার্য্য করিতেছেন। কারণ এরূপ পূজা জগদ্বাসী পূজকগণের মধ্যে কোন পূজকের এরূপ করা সম্ভব হয়না। ৬

যদি পূজকের নিকটে কোন লোক আসিয়া কথা বলে—পূজক তন্ময়ত্ব বশতঃ সেই সকল কথা বা সেখানে কে আসিল কে যাইল কিছুই জানিতে পারিতেন না। ৭

সেই সময় মন্দির মধ্যে আরাধ্য দেবতা এবং আরাধনাকারী পূজক ভিন্ন তৃতীয় কেহ ছিল না। ৮

এইরূপ আশ্চর্য্য পূজকের অত্যুত্তম পূজা এবং তৎসহ মধুর কণ্ঠে প্রাণারাম গান যদি কোন পুণ্যবান ব্যক্তি জীবনে একবার শ্রবণ করেন তবে তিনি কখনও ভুলিতে পারিবেন না। ১০

मध्यलीलायां ४र्थ अः।

अभूत पूर्व्वार्च्चक देवपूजां दृष्ट्वातिरम्यां मधुरां सुगीतिं।
श्रुत्वैव राज्ञी स चमत्कृता सती ह्यानन्दमग्ना स्वगृह प्रयाता ॥ ११
परन्तु सा ज्ञानं विपक्षगेहतः प्रायेन तन्नूतन पूजकस्य।
द्रष्टुं सुपूजां मधुकण्ठगीतिं श्रोतुञ्च प्राप्ता निज देवमन्दिरं ॥ १२
धन्याद्य मे मन्दिर सुप्रतिष्ठा धन्याहमस्यार्च्चक सन्नियोगात्।
धन्याद्य पृथ्वी भगवत् प्रसादात् धन्यातिधन्या महतोऽस्य पूजा ॥ १३
तथाचैवं श्रीहृदयस्तदा तद्भाव भाषितः।
ठाकुरस्य हि पूजेयं सर्व्वेषां प्रीतिदायिका ॥ १४
दृष्टिमात्रेण मुग्धा वै नरनारीजना सदा।
तथा पुजावकाशे च मधुरस्वर गीतितः ॥ १५
आत्मविस्मृत भावोऽयं न क्वाप्यपि गोचरः।
नेयं पूजा पूजकस्य स्वरूपेन व्यवस्थितिः ॥ १६

Now Rani would often come to her temples in Dakshineswar from her palace in Janbazar to see the worship and hear the song of the new priest, Gadadhar. "Foundation of my temples has been well done. I also feel my self blessed due to my being so near to this uncommon worshipper. Earth has also become blessed by the grace of God. Above all the holy services of this great worshipper deserve all merits and praise." It was also said by Hridayram that it was the loss of all sense of duality between the worshipper and the worshipped that made his worship so very charming. ॥ 12 to 16 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

কখনও যাহা হয় নাই বা হইবে না এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য দেবপূজা দেখিয়া এবং গান শুনিয়া রাণী আনন্দ ও আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ১১

পরন্তু রাণী রাজগৃহ হইতে প্রায়ই নূতন পূজকের পূজা ও সুমধুর কণ্ঠের গান শুনিবার জন্য নিজে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া এইরূপ ভাবিতেন। ১২

আজ আমার মন্দির প্রতিষ্ঠা সার্থক। এতাদৃশ সাধকের সান্নিধ্য বশতঃ আমি ধন্য। অদ্য ভগবানের প্রকাশ বশতঃ পৃথিবী ধন্যা। এবং এই মহতের পূজা ভগবদ্ভাবে ভাবিত। হৃদয়রাম ও বলিতেন ঠাকুরের পূজা সাধারণের প্রীতি সম্পাদন করেন। ১৩-১৪

পূজক গদাধরের পূজাদর্শন ও মধুর কণ্ঠের গান শ্রবণ মাত্রে নরনারী সকল মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ১৫

এবং পূজার পর মধুর স্বরে গানের সহিত এরূপ আত্ম বিস্মৃতি ভাব অন্য কোন পূজকে দেখা যায় না। পূজকের এই পূজা পূজা নয় ইহা স্ব স্বরূপে অবস্থান মাত্র। ১৬

यदा गतो रामकुमार पण्डितो देवालये मज्जन सविधौ सुधीः ।
तदास्य सांसारिक चित्तक्षोभता भागीरथ्योस्तीर समाश्रयादगता ॥ १७
चिन्तस्य गाधीय निजानुजार्थं कर्त्तव्य चिन्ता मनसि प्रजाता ।
इदानुरूपात् विवाह भावात् संसार सौख्यं च न सारहृष्टिं ॥ १८
एवं महोदारस्वभावयुक्त चित्तस्य चारुत्व मतीव जातं ।
सुदीर्घ वैचित्र्यपद कार्यभावः सुसम्पादितस्तेन महाशयेनाथ ॥ १९
तथापि गम्भिकवुद्धस्य रामात् यदा श्रीरामकृष्णोऽथ विद्वान् ।
एवं तदासौ परिहृष्टि लाभं कृतमानस पाण्डिति सोदरोऽयं ॥ २०

मध्यलीलायां ९म अः।

वयसः परिणामेन स्वेषस्य शक्तिह्रासतः।
देव सेवाविधौ रामकुमारोऽपटुतां गतः॥ २१

From that day when Ramkumar entered the temples on the bank of the Ganga at Dakshineswar and came into contact with such respectable personalities as Mathuranath and others, he got relief from financial stringency. But the indifference of his younger brother to worldly affairs caused great anxiety for him. On seeing however the profound regard of the Rani and Mathuranath towards Gadadhar he was much comforted with the thought that Gadadhar would step into his position after his death. ॥ 17 to 21 ॥

বঙ্গানুবাদ —ঃ

সে সময় হইতে রামকুমার পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে মথুরা নাথ প্রভৃতি সজ্জনগণের নিকট আসিয়া ছিলেন সেই সময় হইতেই গঙ্গাতীরে আশ্রয় বশতঃ আর্থিক কষ্ট নষ্ট হইয়াছিল। ১৭

কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য চিন্তা মনো মধ্যে এইরূপ ভাবে উদিত হইয়াছিল যে, সর্ব্বদা নির্জ্জন বাস সংসার অসার বুদ্ধি এবং সর্ব্বদা উদাসীনতা দেখিয়া রামকুমার অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮

এবং অত্যন্ত স্নেহ বশতঃ সর্ব্বদা গদাধরের দেব সেবা লক্ষ্য করিতেন এইরূপ ভাবে গদাধরের বৈরাগ্য ভাব দেখিয়াও— ১৯

মথুরানাথ এবং রাণীর গদাধরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়া আশা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। অর্থাৎ আমার অবর্ত্তমানে গদাধরই আমার আসন অলঙ্কৃত করিবে। ২০

मध्यलीलायां ५म अः ।

ततः स शीघ्रन्त्वनुजं गदाधरं पुराणशास्त्र स्मृति संहितादिकं ।
अध्यापयामास सुधीः यत्नतः श्रीब्रह्मसूत्रस्य च भाष्यसङ्घकं ॥ २२
अत्यल्पकालेन तु सर्व्वशास्त्राधीतात्परं तस्य गुरोर्व्यवस्था ।
मता यतोऽदीक्षित विप्रजातेः शक्तार्च्चनायामधिकारहानिः ।. २३
अतोऽत्र देवालय सन्निधौ स्थितात्पूर्ण्णाभिषिक्तान्महतः सुपण्डितात् ।
सुहृत्तमाद्रामकुमार सम्मते गदाधरस्यापि तयानुमोदनात् ॥ २४
केनाराम भट्टाचार्य्यं शक्तिसाधक वर्य्यतः ।
गृहीत दीक्षो भगवानासीद्गदाधरः स्वयं ॥ २५
दीक्षा काले तस्य गुरोस्सकाशे शिष्यस्य कर्णे जगदम्बिकायाः ।
मन्त्रे प्रविष्टे सहसा सशिष्यः समाधिना शोभित विग्रहोऽभूत् ॥ २६

Due to old age when Ramkumar began to grow more and more weak to dischage his duties, he taught Gadadhar Purans, Smriti, Kavya and theology. After completing his studies, Gadadhar had to be initiated to Saktimantra to make himself fit for the worship of Sakti. So Gadadhar was initiated by Kenaram Bhattacherjya, a friend of Ramkumar. At the time of initiation as soon as the mantra was uttered into the ear of Gadadhar, he lost all sense of physical reality.

॥ 22 to 26 ॥

মধ্যলীলায়াং ৪ম অঃ।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বহুতর শাস্ত্র অধ্যয়নের পর গদাধরের শক্তি পূজায় অধিকার হয়। ২৩

অতএব পূর্ণাভিষিক্ত সুপণ্ডিত রামকুমারের পরম বন্ধু গদাধরের ও অনুমোদন বশতঃ সর্ব্বোচ্চ শক্তি সাধক কেনারাম ভট্টাচার্য্যের নিকিট এই দক্ষিণেশ্বরে দেবোদ্যানে স্বয়ং গদাধরতুল্য গদাধর দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ২৪।২৫

দীক্ষাকালে শিষ্যের কর্ণে শক্তি মন্ত্র প্রবিষ্ট হইলে হঠাৎ সেই শিষ্য নির্বিকল্প সমাধি শোভিত দেহ হইয়াছিলেন। ২৬

प्राणस्य वायोश्चालनं निवृत्तं मन्त्रेण सार्द्धं मिलितं स्वचित्तं ।
एवं महाभावयुतन्तु शिष्यं दृष्ट्वा चमत्कारयुतो गुरुर्भृशं ॥ २७
तन्मस्तके न्यस्तहस्तो जगाद लभस्व वत्साचिरमिष्टसिद्धिं ।
समाध्यवस्थं सुखबोधरूपमाशीर्वचोभिर्बहुभिः स्वशिष्यं ॥ २८
सम्बोध्य शिष्येन प्रदत्त द्रव्यं तथा तदीयां महतीञ्च पूजां ।
संगृह्य मार्गानुगतो महात्मा मन्त्रप्रदाता गतवान् स्वगेहं ॥ २९
अतःपरं नूतन दीक्षितस्य दिव्येन भावेन युतस्य तस्य ।
पूजां ग्रहीतुं भवतारिणीच्छा जाता तदा चिन्मय विग्रहस्य ॥ ३०
तदैव मथुरानाथ स्तत्रागत्योक्तवान् स्वयं ।
शृणु ज्येष्ठ भट्टाचार्य मदीयं परमं वचः ॥ ३१

The preceptor was very much astonished to see this dormant condition of his disciple. He blessed Gadadhar and brought him back to life and consciousness. *Thereafter Goddess Bhavatarini desired to be worshipped by Gadadhar who has attained divine power by his initiation to the cult of Sakti. Mathuranath came to Ramkumar and said.* ॥ 27 to 31 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সমাধির অবস্থায় প্রাণ বায়ুর ক্রিয়া ছিল না। মন্ত্র ময় দেবতার সহিত চিত্ত মিলিত হইয়াছিল। এইরূপ মহাভাব যুক্ত শিষ্যকে দেখিয়া গুরু অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন তখন গুরু মুগ্ধ চিত্তে শিষ্যের মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন। ২৭

হে বৎস তুমি অচিরে ইষ্ট সিদ্ধিলাভ কর এইরূপ বহুতর আশীর্ব্বাদ বাক্যের দ্বারা জ্ঞানানন্দ স্বরূপ সমাধি যুক্ত গদাধরকে সংজ্ঞাযুক্ত করিয়া শিষ্য প্রদত্ত দ্রব্য ও মহতী পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্র প্রদাতা মহাত্মা কেনারাম ভট্টাচার্য্য নিজ গৃহে যাইয়াছিলেন। ২৮।২৯

অনন্তর দিব্যভাব বিশিষ্ট চিণ্ময় বিগ্রহ নূতন দীক্ষিত সেই গদাধরের পূজা গ্রহণার্থ ভবতারিণী কালিকার ইচ্ছা হইয়াছিল। ৩০

সেই সময় মথুরানাথ সেই মন্দিরে আসিয়া রামকুমারকে বলিয়াছিলেন আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন। ৩১

भवतः स्थविरावस्था साधीन समुपागता ।
मन्नातं सुमहत्कष्टं हट्टे श्रीकालिकार्चने ॥ ३२
अतोऽस्मात्प्रियं वाञ्छा गोविन्दस्यार्चनं कुरु ।
शक्तियुक्तेन पटुना चानिष्ठेमानुजेन च ।' ३३
कृते श्रीभवतारिण्याः पूजने नः सुखं भवेत् ।
भवतोऽपि महद्भारो भविष्यति ■ संशयः ॥ ३४
निशम्य माथुर वचो मधुरं चिरवाञ्छितं ।
आनन्द सम्प्लयेनैनः श्रीरामकुमारः सुधीः ॥ ३५
गदाधरादिनामानि सर्व्वाणि संपरित्यजन् ।
यथारम्य श्रीमदुरस्तात नाम प्रदत्तवान् ॥ ३६

मध्यलीलायां ५म अः ।

यदाहनि जगन्मातुः पूजकोऽभूज्जगद्गुरुः ।
तद्दिने मथुर श्वश्रूरतीवानन्दिता भवेत् ॥ ३७

"It seems that due to your old age the strain caused by the worship of Goddess Kali tells heavily upon you. So we propose that you may perform services to Sri Radha Govinda and Gadadhar worship the Goddess Bhavatarini. By this arrangement you will surely find some relief, and we also will feel very happy". Ramkumar became very glad to see his long expected desire fulfilled. From that day Mathuranath called Gadadhar "Baba". ॥ 32 to 37 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

আপনার বৃদ্ধাবস্থায় কালী পূজা করা কষ্টকর বলিয়া মনে করিতেছি। ৩২

তজ্জন্য আমাদের ইচ্ছা আপনি নিজে রাধাগোবিন্দের সেবা করুন। শক্তিযুক্ত আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ভবতারিণীর পূজা করিলে আমাদের আনন্দ হইবে। এবং আপনার কার্য্যভার ও লঘু হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। ৩৩,৩৪

সুপণ্ডিত রামকুমার চিরাভিলষিত মথুরানাথের মধুর কথা শুনিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৩৫

অদ্য হইতে মথুরানাথ গদাধরের কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য, ভাবুক, যোগীশ্বর ইত্যাদি নাম সকল পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুরের বাবা নাম দিয়াছিলেন। ৩৬

এবং যেদিন জগদ্‌গুরু গদাধর জগদম্বার পূজক হইয়াছিলেন সে দিন রাণী রাসমণি ও অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। ৩৭

মধ্যলীলায়াং ৭ম অঃ।

পূজায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং নির্লিপ্ত হইয়া কামার পুকুরে যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইলেও জন্ম ভূমির পুনর্ব্বার পরিদর্শন যোগ্যতা অদৃষ্টে না থাকায় তাঁহার ইচ্ছা পূরণ হয় নাই। ৩২।৪০।৪১

অতঃপর পণ্ডিত রামকুমার কোনও একটি কার্য্যোপলক্ষ্যে নিকট বর্ত্তী মুলাজোড় নামক গ্রামে গমন করিলে জন্মান্তরের কর্ম্ম যোগবশতঃ সেই স্থানেই ভাগীরথী তীরে সমাশ্রিত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিলেন। ৪২

अथात्र वर्षावधि दक्षिणेश्वरे समर्चनं श्रीजगदम्बिकायाः ।
कृतं त्रिपञ्चुत्तर सूर्य संख्यके गते साले स्वर्गतो महात्मा ॥ ४३
ततोऽग्रजस्यापि वियोगयोगादत्यन्त शोकान्वित मानसस्य ।
द्वन्द्वस्य पारं विगतस्य तस्य स्वच्छन्द युक्तस्य गदाधरस्य ॥ ४४
तथा च राज्ञ्या महिमान्वितायाः आकस्मिकात्तदपि संप्रयाणात् ।
परन्तु राज्ञ्याः स्वसंतोषमस्य जामातुरेकस्य महाशयस्य ॥ ४५
ब्राह्मण्य धर्म्म प्रतिपालकस्य प्रयाणतः शोकयुतो महात्मा ।
हृदयग्रन्थि भेदात् सकलं विशून्यं मत्वाभवत् प्राण विहीन तुल्यः॥४६
एवं रामकुमारस्य सदाचार युतस्य च ।
पण्डितस्य प्रयाणेन दक्षिणेश्वर पत्तने ॥ ४७

Ramkumar died in the Bengali year 1263 after he had done services to the Goddess Bhavatarini for about a year. Gadadhar was not moved by joy or sorrow. The great pious lady Rasmoni, Mathuranath and all the people at Dakshineswar were all beside themselves with grief at the death of Ramkumar. *॥ 43 to 47 ॥*

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ।

বঙ্গানুবাদ :—

রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর পূজা প্রায় এক বৎসর করিয়া সন ১২৬২ সালের শেষভাগে স্বর্গত হইয়াছিলেন। ৪৩

সুখ দুঃখ অতীত হইলেও অগ্রজ রামকুমারের বিয়োগ বশতঃ শোক মগ্ন গদাধরের এবং মহিমান্বিতা ধার্ম্মিকা মহারাণীর পরম মঙ্গল দাতা রামকুমারের আকস্মিক মৃত্যু বশতঃ বিয়োগ সন্তপ্তা রাণীর এবং নিজ পুত্রতুল্য জ্যৈষ্ঠ জামাতা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মরক্ষক রামকুমারের মহা প্রয়াণ বশতঃ শোকগ্রস্ত মথুরানাথের এবং দক্ষিণেশ্বর ধামে সদাচারী রামকুমারের মহা প্রয়াণে জন সমূহের চিত্ত শোক সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিল। ৪৪।৪৫।৪৬।৪৭

স্থিতানাং মানসং তৈষাং দুঃখসিন্ধৌ নিমজ্জিতম্।
এবমুক্তং মহামাত্রং গতং পণ্ডিতভূষণম্॥ ৪৮
একস্মিন্ মহর্ষাধিকবর্ষোত্তবৈষ্ঠতহোদরঃ।
গদাধরাত্তন স্বামিন্ পিত্রমন্ত্রিঃ সুরংস্থিতা॥ ৪৯
গদাধরো ভ্রাতৃস্নেহং বহুকাল মথাসবান্।
পিতুর্মরণতঃ পশ্চাৎ পিতৃতুল্যাগ্রজস্য চ॥ ৫০
পরিবার পোষণার্থং সংসারাভাব মোচনে।
স্নেহধন্যানুজস্যাস্য শিক্ষার্থং চিন্তিতস্য চ॥ ৫১
আদর্শং পুরুষস্যাস্য স্বসুখত্যাগ পূর্বিকা।
সংসার সাধনা সা তু সর্ব্বৈর্যা লৌকিকী মতা॥ ৫২

ইতি শ্রীভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং গদাধরস্য দোষান্তরং শ্রীভবতারিণ্যা দেব্যাঃ পূজকপদ গ্রহণং রামকুমারাদি মহাপ্রয়াণরূপ মধ্যলীলায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।৫॥

মধ্যলীলায়াং ৫ম অ: ।

The great scholars of those days lamented the loss of the greatest of them all. Gadadhar had the fortune of enjoying the brotherly affection of Ramkumar who was older by thirty one years. Ramkumar's struggle to discharge his duties and responsibilities after the death of his father, his anxieties for the education of his youngest brother his unselfishness were examplary. Here ends the fifth chapter of Madhyalila narrating the initiation of Gadadhar, his appointment as the priest of Goddess Bhavatarini and the death of Ramkumar.

বঙ্গানুবাদ :—

তজ্জন্য শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গ সেই সময় বলিয়াছিলেন একটি পণ্ডিত চূড়ামণি গত হইলেন। রামকুমার গদাধর হতে একত্রিশ বৎসর বয়সে বড় অতএব পিতৃতুল্য ভক্তিযুক্ত গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বহুকাল ভ্রাতৃ স্নেহ পাইয়া ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃতুল্য অগ্রজের পরিবার বর্গের পোষণ জন্য সংসারের অভাব মোচনে স্নেহধন্য গদাধরের শিক্ষার্থে উদগ্রীব আদর্শ পুরুষ এই রাম কুমারের নিজ সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার পরিচালনা অত্যন্ত অলৌকিক ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২

এই মধ্য লীলার পঞ্চম অধ্যায়ে গদাধরের ভবতারিণীর পূজক পদ গ্রহণ হৃদয় রামের রাধাগোবিন্দ সেবায় যোগদান রামকুমার পণ্ডিতের মহাপ্রয়াণ বলা হইল। মঃ ৫ শেষ

मध्यलीलायां ६४ अः ।

मृत्योः परमयजस्य श्रीमद्गदाधरस्य हि ।
मनसोऽपूर्व्वं रूपञ्च भावान्तरमुपस्थितम् ॥ १
तल्लक्षितं हृदयेन सिद्धस्य मातुलस्य च ।
दैनन्दिनन्तन्मनसो वहुशः परिवर्त्तनं ।।२
आहारे सा रुचिर्नास्ति मुखे मधुर हास्यता ।
मिष्टालापे मतिर्नास्ति केवलं पूजने रतिः ॥ ३
पूजापि नो पूर्व्वविधास्वनुष्ठिता देवार्च्चना काल विवेक लोपतः ।
पूर्व्वं यथाशास्त्र विनिर्णिते क्षणे कर्त्तुर्निदेशात् सुसमर्च्चनं यथं ॥ ४

Since the death of Ramkumar, Gadadhar had a change of mind. Hridayram only perceived this change. He lost all relish in his food. He ceased to smile, and would not talk. He devoted himself entirely to worship. He failed to observe appointed time of worship, due to loss of his sense of physical reality. ॥ 1 to 4 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রামকুমারের মৃত্যুর পর গদাধরের মনের অবস্থা আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১

এবং সিদ্ধ মাতুলের সেই ভাবান্তর হৃদয় রামই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রায় দিন দিন মাতুলের মনের পরিবর্ত্তন হইতেছিল। ২

আহারে তাদৃশ রুচি নাই মুখে হাসি নাই মিষ্টালাপে মতি নাই। কেবল দেবতার সেবায় রতি। ৩

পূর্ব্বে যেরূপ কর্ত্তাদের আদেশ অনুসারে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ে পূজাকার্য্য সুসম্পন্ন হইত তাহা হয় নাই। দেবতার পূজার সময়ে পূজকের চৈতন্য শূন্য হইলে পূর্ব্বের মত পূজা কার্য্য হইত না। ৪

पूजारम्भे शीर्षके स्वस्य पुष्पं
दत्वा देव्यै मानसैर्द्रव्यजातैः।
पूजां कृत्वा न्यस्य हस्तौ हृदि स्वे
योगी मग्नो लोचने मुद्रयित्वा ॥ ५
समाधि योगेन ततः सुयोगिनो
वाह्यार्थभा तत्र विलीनतां गता
पूज्यस्य पूजा विरमात्तदैव
कालस्य चिन्ताक्रमस जाता ॥ ६
मध्याह्न भोगानयनावकाशे
समाधिभङ्गे विनिवेदितावै।
सुभोजनं त्वं कुरु देवी मातः
मयातिहीनेन प्रदत्तमन्नं ॥ ७

Gadahar started worship with a flower placed on his head, hands on his breast, eyes closed in profound meditation. At that stage he lost all sense of time and place, and the distinction between the worshipper and the worshipped. When cooked rice with dishes was brought at mid-day, he came to his senses, and said to the Goddess, "Oh Mother, be pleased to take this rice now being offered to you by my humble self."

॥ 5 to 7 ॥

বঙ্গানুবাদ:—

পূজার প্রারম্ভে পূজক নিজ মস্তকে পুষ্পদিয়া মানসোপচারে দেবীর পূজা করিয়া উভয় করতল হৃদয়ে সংলগ্ন করতঃ এবং নেত্র

মুদ্রিত করিয়া পরম যোগযুক্ত সমাধি দ্বারা বাহ্য পূজা বিলুপ্ত হইত। পূজনীয় দেবতারই যদি পূজা নিবৃত্তি হইল তখন আর সময়ের চিন্তা পূজকের চিত্তে কিরূপে উদিত হইবে। ৫।৬

দেবীর মধ্যাহ্ন ভোগ আনয়নের সময়ে পূজকের সমাধি ভঙ্গ হইলে দেবীকে যথাবিধি অন্ন নিবেদন পূর্ব্বক হে দেবী হে মাতঃ আমি আত নীচ আপনাকে এই অন্ন দিতেছি আপনি আনন্দ চিত্তে আমার প্রদত্ত এই অন্ন ভোজন করুন। ৭

एवं गदित्वा पुनरपि तुष्णी
स्थावं महात्मा सुबहुक्षणं तथा ।
तथा पराह्णे मधुरं सुगीति
गीता हि तेन स्तवनाय देव्याः ॥ ८
तद्रूप माधुर्य विलीन चित्त
स्तद् गायन तन्मयतां गतः सः ।
प्रेमाश्रुणाप्लावितहृन्मुखोदर
स्तद् भावमग्नो विललाप विस्वनम् ॥ ९
दिवसे समतीते च योगी तत्र गदाधरः ।
गतेऽप्यारात्रिके काले निर्विकारः सुपूजकः ॥ १०
भक्त रामप्रसादस्य सर्व्वं साधक वर्य्यतः
गायन् गीतिं सुमधुरां व्याकुलोऽभूद् गदाधरः । ११

On saying this he remained speechless for a long time. Then in the evening he sang sweet songs to the Goddess. Tears trickled down his cheeks as he sorely wailed for the grace of the Goddess. The day passed and the night came. He forgot all about evening services, and conti.

nued to sing a song of Ramprasad in a sorrowful mood. ॥ 8 to 11 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ বলিয়া মহাত্মা বহুক্ষণ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। এইরূপভাবে দেবীকে শোনাইবার জন্য অপরাহ্নে মধুর অত্যুত্তম গান করিয়াছিলেন।

সেই গানের দ্বারা দেবীর রূপমাধুর্য্যে গায়কের চিত্ত বিলীন হইলে তন্ময়তা প্রাপ্ত গদাধর প্রেমাশ্রু প্লাবিত ও দেবী ভাবে বিভাবিত হইয়া বিস্তর বিলাপ করিয়াছিলেন। ৯

এই অপরূপভাবে সমস্তদিন এবং সন্ধ্যায় আরত্রিকের সময় ও গত হইলে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সাধক নির্ব্বিকার সুপূজক গদাধর ভক্ত রাম প্রসাদের একটি সুমধুর গান গাহিয়া ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন। ১০। ১১

सहसा दर्शनाकांक्षी जगन्मातुरुवाच तां ।
रामप्रसादस्य मातः स्वरूपः प्रकटी कृतः ॥ १२
कथं नहि त्वया देवी न मे रूपं प्रदर्शितम् ।
नैव धनं जनो भोगः सुखं चान्यस्पृहा तथा ॥ १२
संप्रार्थ्यते मया मातः प्रार्थ्यते तव दर्शनं ।
न ह्यत स्तत् समुत्कण्ठा दर्शनार्थं विवर्द्धिता ॥ १४
अश्रूणां धारया वक्षः प्लावितं तस्य रोदनात् ।
अत्युच्च स्वरयुक्तेनाप्युक्तं न त्वं शृनोषि किं ॥ १५
न दास्यसि दर्शनं किं चिन्मयि भवसुन्दरि ।
एवं श्रीभवतारिण्याः प्रत्यक्ष दर्शनेच्छया ॥ १६
युक्तोऽपि सात्त्विकैर्भावैर्न लेभे दर्शनं सदा ।
उक्तञ्च जीवितं त्याज्यं जीवितैः किं प्रयोजनं ॥ १७

He lamented, "Oh Mother, you had revealed yourself to Ramprasad. Why do you not show yourself to me who am averse to all earthly pleasure. I desire only to see you." As he said this his eagerness grew more and more, and he began to cry bitterly, saying, "Oh Mother! do you hear? Will you not be pleased to appear before me?" In spite of his yearning and lamentations he received no response. At last he said, "My life is not worth living. I should cease to live." ॥ 12 to 17 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সহসা দেবীর প্রত্যক্ষ স্বরূপের দর্শন জন্য দেবীকে বলিয়াছিলেন হে মাতঃ তুমি ভক্ত রামপ্রসাদকে তোমার স্বরূপ দেখাইয়াছিলে তবে কিজন্য আমাকে তোমার স্বরূপ দেখাইতেছ না। আমার ধন জন বা বিষয় ভোগে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। ১২।১৩

আমি অন্য কিছুই চাই না কেবল মাত্র তোমার দর্শন প্রার্থনা করি। এইরূপ বলিতে বলিতে দেবীর দর্শন জন্য গদাধরের উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৪

এবং অতিশয় ক্রন্দন জন্য অশ্রু ধারার বন্যায় প্লাবিত হইয়া অতি উচ্চস্বরে বলিয়াছিলেন তুমি শুনিতে পাইতেছ না। ১৫

হে সচ্চিন্ময়ী ভবসুন্দরী দেখা কি দিবে না? এইরূপে ভব-তারিণীর প্রত্যক্ষ দর্শন কামনায় সাত্ত্বিক বিকার প্রাপ্ত হইলেও প্রত্যক্ষ দর্শন হয় নাই এবং বলিয়াছিলেন এ জীবন ত্যাগ করিব বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? ১৬।১৭

मध्यलीलायां ६ष्ठ अः ।

एवमुन्मत्ततां प्राप्य सहसैव गदाधरः ।
दृष्ट्वा मातुस्तीक्ष्णधारं खड्‌गमानन्दसंप्लुतः ॥ १८
अनुग्रहं मन्यमानो महादेव्यास्तदैव हि ।
खड्‌गेन जीवितस्यान्तं करिष्याम्यद्य निश्चितं ॥ १९
एवमुन्मत्तभावेन यदा खड्‌गं समस्पृशत् ।
तदा गदाधरो मातुःस्वरूपं सन्दर्श तत् ॥ २०
एवं गृहं गृहद्वारं मन्दिरं देवतादिकं ।
सर्व्वमेतद् चिन्मयं जातं न किञ्चिदवभासते ॥ २१
नास्ति कुत्रापि किञ्चिच्च सर्व्वं शून्यमिदं जगत् ।
घटाकाशमठाकाशौ महाकाशेन संयुतौ ॥ २२
आनन्दघन सामुद्रतरङ्गैनाभिघातितः ।
सद् गाढ़ परमानन्द ज्योतिः सिन्धौ निमज्जितः । २३

He caught sight of the sharp sword of the Goddess. In his eagerness to make an end to his life, as he touched the holy sword Goddess revealed Herself to him. The physical world melted into nothingness. The world appeared to be a vast vacuum. He felt himself lost in the ocean of divine light and joy. ॥ 18 to 23 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে গদাধর হঠাৎ উম্মাদ ভাব প্রাপ্ত হইয়া কালিকা দেবীর তীক্ষ্ন ধার খড়্গ দর্শন করিয়া মহাদেবীর অনুগ্রহ মনে করিয়া পরমানন্দে বলিয়াছিলেন আজ এই খড়্গ দ্বারা প্রাণ বিসর্জন করিব।

মধ্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ।

এইরূপে উন্মাদের অবস্থায় সে সময়ে দেবীর খড়্গ স্পর্শ করিয়াছিলেন সেই সময় গদাধর মাতার স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। ২০

সেই সময় গদাধরের গৃহ দেবতা মন্দির প্রভৃতি কিছুই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল না। অর্থাৎ সমস্ত বিলীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২১

এমন কি ঘটাকাশ মঠাকাশ প্রভৃতি মহাকাশে মিলিত হইলে জগৎ শূণ্যময় দেখিয়াছিল। ২২

কেবল মাত্র আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া তাহার মধ্যে আনন্দময়ী কালিকার কৃপাকণা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ২৩

तन्मध्ये जगदम्बायाः कृपामय्याः कृपाकणां ।
लब्धमात्रस्तु धन्यः स परमानन्द निर्वृतः ॥ २४
एषं मातुः सच्चिदानन्दमय्या नित्यं शुद्धं बुद्धमुक्तस्वरूपं ।
दृष्ट्वा किञ्चिद्भाषितुं नो समर्थो मामित्युक्त्वा ज्ञानशून्यो बभूव ॥ २५
रूपं देव्या दृश नेनाजितस्य नायापूर्णा चेतसो व्याकुलस्य ।
नैरन्तर्येण चन स्यैवर्हतोऽपिस्य शक्ता नैषचार्येषु किञ्चित् ॥ २६
भावेन भक्त्या व्यवहारतोऽस्य पूजादिका प्राक्तन शास्त्ररीत्या ।
सम्पूर्णं भिन्ना गिरिजा प्रसादात् गदाधरोऽयं न स पूर्व्वमानुषः ॥२७
मातुलस्याद्भूतां चेष्टां कालेऽस्मिन्नवलोक्य च ।
अतीव चिन्तया युक्तो हृदयोऽधीरतां गतः ॥ २८

When Gadadhar attained the plane of spiritual reality he only uttered the words, 'Mother," "Mother" and lost his sense. When he regained his sense, he lost all his relish for earthly things and longed for continuous sense of divine bliss. *From that time onwards* his habits changed and

he.could not perform his duties properly according to rules. He completely turned over a new leaf. Hriday also became very much purturbed and impatient at such unusual changes in the habits and conduct of his youngest uncle, Gadadhar. ॥ 24 to 28 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই জ্যোতি মধ্যে কৃপাময়ী জগদম্বার কৃপাকণা পাইবা মাত্র গদাধর ধন্য ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৪

এইরূপভাবে সচ্চিদানন্দময়ী মাতার নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বরূপটি দর্শন করিয়া কিছুই বলিতে না পারিয়া কেবলমাত্র উচ্চৈঃ স্বরে কেবল মাত্র মা মা বলিয়া অজ্ঞান হইয়াছিলেন। ২৫

সেইরূপভাবে দেবীর স্বরূপের দর্শন করিলে ও তাঁহার ব্যাকুল মনের আশা পূর্ণ হয় নাই। কারণ কেবল মাত্র সর্বদা দর্শন করিব এইরূপ মনের অবস্থা হইলে তাঁহার আর কি বিষয়ে মন ধাবিত হয়। ২৬

এখন গদাধরের ভাব ভঙ্গীও ব্যবহারাদি পূর্ব্বের মত যথাশাস্ত্র পূজাদির নিয়ম সম্পূর্ণরূপে অন্য প্রকার হইয়াছিল। দেবীর কৃপায় গদাধর তখন একটি নূতন মানুষ হইয়াছিলেন। ২৭

এই সময়ে হৃদয় কনিষ্ঠ মাতুল গদাধরের অত্যাশ্চর্য কায়িক ব্যাপার দর্শন করিয়া অতিশয় চিন্তান্বিত ও অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়া ছিলেন। ২৮

স্বর্গতৌ মাতুলৌ জ্যেষ্ঠৌ তাদৃশোঽন্য জনোঽপি বা।
নাস্ত্যত্র স্বজনঃ কোঽপি যং গুহ্যং বিনিবেদয়ে ॥ ২৯

মধ্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ।

মন্দির প্রাঙ্গনে গঙ্গা-গর্ভে কালীমন্দিরান্তরে।
যত্র কুত্রোস্থিতো বাপি সিংহবিক্রম ঠাকুরঃ॥ ৩০
অনির্ব্বাচ্য দিব্যভাবাবেশং দৃষ্টা ভয়েন বৈ।
পুনর্দ্রষ্টুং ন শক্নোমি তেজঃপুঞ্জ কলেবরং॥ ৩১
পূজাকালে ঠাকুরস্য পূজাদর্শনজস্পৃহা।
প্রলোভয়তি মাং নিত্যং ত্যক্তুং ন পারয়ামি তাং॥ ৩২
ময়ি প্রবিষ্টে সহসা মন্দিরাভ্যন্তরে ক্বচিৎ।
তত্র দৃগ্গোচরং মে স্যাত্তেনাসৌ বহুবিস্ময়ঃ॥ ৩৩

Hridaya thought and thought, but could not find anyone like his oldest uncle who was dead, whom he could confide in this matter. In the premises of the temple, in the water of the Ganges or inside the temple of the Goddess, everywhere Thakur (Gadadhar) moved like a lion in an inexpressible divine mood and with a body emitting divine lustre. Hridaya was so charmed with the worship of Thakur that he would not fail to see Thakur performing the worship. If he entered the temple on a sudden he would be wonder-struck with what he saw. ॥ 29 to 33 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং ভাবিয়া ছিলেন জ্যেষ্ঠ মাতুল পণ্ডিত রামকুমার স্বর্গারোহণ করিয়াছেন তাদৃশ অন্য কেহ নাই, কাহাকেই বা এই সকল গোপনীয় বিষয় জানাইব। ২৯

মধ্যলীলায়াং ৫৪ অঃ।

মন্দির প্রাঙ্গনে গঙ্গা গর্ভে কালী গৃহে পঞ্চবটীতে অথবা যে কোন স্থানেই হউক ঠাকুর অবস্থান করুন না কেন সিংহবিক্রম বিশিষ্ট ঠাকুরের অনির্বচনীয় দিব্য ভাবাবেশ দর্শন করিয়া ভয় বশতঃ পুনর্ব্বার সেই তেজঃপুঞ্জ দিব্য কলেবর দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছ না। ৩০।৩১

ঠাকুরের পূজার সময়ে পূজাদর্শন আশায় আমাকে নিত্যই প্রলোভিত করে অর্থাৎ ঠাকুরের পূজার আকর্ষণে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়ি। বা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। ৩২

কোন সময়ে মন্দির মধ্যে হঠাৎ যদি আমি প্রবেশ করি এবং সেই মন্দির মধ্যে যাহা দেখি তাহাতে বহুতরভাবে বিস্মিত হই। ৩৩

বহিরাগত্য তৎ সর্ব্বং বিচর্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেব সুনিষ্পন্নং পাগলো মাতুলো মম ॥ ३४
অন্যথা চরণস্থ ইন্দ্ৰ্ পুষ্পাঞ্জলি কথন্ন সঃ।
সরক্তচন্দন জবা বিল্বপত্রাম্বতাদিকং ॥ ३५
করে বিধৃত্য সমর্ঘং দত্বা স্বমূর্দ্ধ্নি বদাসি।
তথা স্বপাদযোর্ন্যস্য ভাবাবিষ্টঃ সুপূজকঃ ॥ ३६
ততো দেব্যাঃ শ্রীচরণে তদর্ঘং ব্যতরত্তদা।
এবমলৌকিকীং পূজাং দৃষ্ট্বা সোঽমূত্তমতক্রতঃ ॥ ३७
কদাপি মদ্যপস্যেব নেত্রে হে রক্ততাং গতে।
স্বেদমানঃ সুসর্ব্বাঙ্গঃ মায়ৈন পতিতশ্চ সঃ ॥ ३८
টলন্ পূজাসনং ত্যক্ত্বা দেব্যাঃ সিংহাসনোপরি।
উত্থিতঃ স হস্তৌ মাতু বিধৃত্য চিবুকং তদা ॥ ३९

On coming out of temple Hridaya thought over the matter and came to the conclusion that his uncle had become mad. Otherwise he would not have worshipped himself in stead of the Goddess, nor he would have stood upon the throne of the Goddess, leaving his own seat like a reeling drunkard with blood-shot eyes, and would chatter affectionately holding the chin of the Goddess. ॥ 34 to 39 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপর মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া সেই সকল অবস্থার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া শেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে আমার কনিষ্ঠ মাতুল গদাধর বিকৃত মস্তিষ্ক বা পাগল। ৩৪

যদি মাতুল পাগল না হয় তবে পূজার সময় এইরূপ আচরণ কি করিতে পারেন। অর্থাৎ রক্ত চন্দন মিশ্রিত জবা পুষ্প বিল্বপত্র আতপ চাউল ও দূর্ব্বাদি হস্তে ধারণ পূর্ব্বক নিজ মস্তকেও বক্ষে ধারণ করিয়া সেই অর্ঘ্য নিজ পাদদ্বয়ে ক্ষেপন পূর্ব্বক ভাবাবিশিষ্ট সুপুলক মাতুল সেই অর্ঘ্য দেবীর পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। এইরূপ অলৌকিক পূজা দেখিয়া হৃদয়রাম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

৩৫।৩৬।৩৭

কখনও বা মদ্যপায়ী মত্তব্যক্তির মত চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ সর্ব্বাঙ্গ কম্পন অবস্থায় টলিতে টলিতে প্রায় পতনোন্মুখ অবস্থায় পূজার আসন ত্যাগ করিয়া দেবীর সিংহাসনে উঠিয়া দেবীর চিবুক ধরিয়া মা মা এইরূপ মধুর বাক্য বলিয়া অর্থাৎ যেমন বিদেশাগত গৃহী

मध्यलीलायां ६ष्ठ अः।

কুমারী কন্যাকে দেখিয়া স্নেহ সূচকাদি বাক্য বলিয়া চুম্বনাদি করেন তদ্রূপ ঠাকুর কালী মাতাকে বহুতর বিস্তর ভাবে মধুরতর বাক্য বলিতেন। ৩৮।২৯।৪০

मामेति मधुरं वाक्यं सुस्नावांश्चाकुरो बहु।
प्राप्य कुमारिकां कन्यां प्रोष्यागत पिता यथा ॥ ४०
अन्येद्युर्भोग वेलायां देव्या भोगं ददन् मुदा।
पात्राद्दाष्मन मन्नञ्च गृहीत्वैवोत्थितः सुखं ॥ ४१
मातुरास्यं विदार्य्यैव तदन्नं तत्र दत्तवान्।
प्रोवाच भुङ्‌क्ष्व मातस्त्वं सुखं भुङ्‌क्ष्व मदीयकं ॥ ४२
अश्रमेवं गद्गदयावाल्या तां परितोष्य च।
पुनरुक्तं वदसि मां भोजनार्थं जगन्मयि ॥ ४३
एवं भवतु भो मातः खादामि पश्य मे सुखं।
वदन्नेवं प्रसादीयं किञ्चिद् भुक्त्वा स्वयं मदा ॥ ४४
भुक्तायैव तदन्नञ्च पुनर्मातुर्मुखे ददौ।
भुक्तमन्नं मया देवि भुङ्‌क्ष्व सर्व्वं मतःपरं ॥ ४५

On some other day, he would try to put rice and curry into the mouth of the Goddess saying, "Oh Mother, be pleased to take rice offered by me." After that he would say, "Oh Mother, do you ask me to take the rice ? Please look at my face." With this, he would take portion of the offered rice and put the remains into the mouth of the Goddess, saying, "Oh Mother I have taken and you may now take the rest." ॥ 40 to 45 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং অন্য একদিন দেবীর ভোগদানের সময়ে পরমানন্দে ভোগ দান করিতে করিতে অন্ন পাত্র হইতে কিছু অন্নব্যঞ্জন লইয়া উঠে দাঁড়াইয়া দেবীর মুখ বিবর বিদারিতের মত করিয়া সেই তরকারির সহিত ভাত দেবীর মুখের মধ্যে দিয়া বলিলেন হে মাতঃ তুমি প্রদত্ত অন্ন আনন্দের সহিত ভোজন কর। এইরূপ গদগদ বাক্যে দেবীকে পরিতুষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন হে জগন্মাত হে দেবী তুমি আমাকে ভোজন করিতে বলিতেছ। ৪১।৪২।৪৩

হে দেবী তুমি আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ। এইরূপ বলিয়া তখন কিছু প্রসাদীয় অন্ন নিজে খাইয়া সেই উচ্ছিষ্ট শেষ অন্ন দেবীর মুখে দিয়া বলিয়াছিলেন মা। আমি অন্ন খাইয়াছি অতঃপর যে সকল অন্ন আছে তাহা তুমি খাও। ৪৪।৪৫

এইরূপভাবে সাধারণ বালকের মত বলিতেন। হৃদয় রাম মাতুলের এই প্রকার দেব সেবা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিতেন। ৪৬

एवं प्राकृतवद्देवी मुवाच जगदम्बिका ।
मातुलस्य देवसेवां दृष्ट्वा वाचाति विस्मितः ॥ ४६
अर्च्चनेयं कथम्भूता भ्रातुं नैमी कथस्वन ।
पुनरन्य दिनेऽपश्यद् भोगदानार्थमासने ॥ ४७
उपविश्य मातुलोऽयं मार्ज्जारं स्नन संरवं ।
आहूय भगवत्यम्ब भुङ्क्ष्व भुङ्क्ष्वाब्रवीद्वचः ॥ ४८
भोग द्रव्यं स्वहस्तेन मार्ज्जारंतमभोजयत् ।
एवं राग्राविकद्दृश्यमपश्य मद्‌भुतं महत् ॥ ४९

দেব্যাঃ শয়ন কালেতু ন দত্বা শয়নং সদা।
রৌপ্য নির্মিত খট্বায়াং মাতুলঃ স্বয়মেব হি ॥ ৫০
শেতে তত্র সুখেনৈব গাঢ় নিদ্রা পুরঃসরং।
গত নিদ্রোবদেদুচ্চৈর্দেবীমুদ্দিশ্য মাতুলঃ ৫১

Such a manner of worship caused a great surprise to Hridaya, who failed to understand how his uncle could behave in such a way. *Another day when Thakur was seated to offer rice* to the Goddess, a cat entered the temple and Thakur at once fed the cat with the rice intended for the Goddess, *and said to it, "Oh Mother, please take as much as you like."* Again in night he himself lay down on the bed of the Goddess and slept there soundly. When he woke up, he said loudly to the Goddess. ॥ 46 to 51 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মাতুলের এই দেব পূজা কিরূপ ইহা আমি কিছু মাত্র বুঝিতে পারিতেছি না। অন্য আর একদিন মাতুল দেবীর ভোগদানের জন্য আসনে বসিয়া মেও মেও শব্দ করিতেছে একটি বিড়ালকে ডাকিয়া হে মাত ভগবতী খাও খাও বলিয়া ছিলেন। ৪৭।৪৮

পায়সাদি ভোগদ্রব্য সেই বিড়ালটিকে নিজ হস্তে খাওয়াইয়া ছিলেন। এবং এক দিন রাত্রি কালে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া ছিলাম। শয়ন সময়ে দেবীকে শয়ন না দিয়া রূপার খাটে মাতুল নিজে

मध्यलीलायां ९ম অঃ।

গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তৎপরে নিদ্রা ভঙ্গের পর উচ্চৈঃস্বরে দেবীর উদ্দেশ্যে বলিয়া ছিলেন। ৪৯।৫০।৫১

शयनार्थं सकाशे ते मां ब्रवीषि जगन्मयि ।
आदेशस्तव भो मातः सर्वतः परिपालितः ॥ ५२
मातुलस्य दशां दृष्ट्वा हृदयश्चिन्तितो भृशं ।
विषयस्यास्य जिज्ञासा कथमस्य प्रतिक्रिया ॥ ५३
असमर्थं संविधातुं यतो गुप्तमरक्षयं ।
मत्तो वा मातुलादन्यो यदि जानाति कश्चन ॥ ५४
तदा घोरं महद्दुःखमथवा प्राणसंशयं ।
भविष्यति न सन्देहः किं करिष्यामि साम्प्रतम् ॥ ५५
विज्ञाते मन्दिराध्यक्षे मृत्युर्नो भविताध्रुवं ।
एवं हृदयरामेण सति संगोपनेऽपि च ॥
अशास्त्रीयाचरणा दैव्यालयस्य परिचारकैः ॥ ५६
ठाकुरस्यैव विज्ञाता दक्षिणेश्वर वासिभिः ॥ ५७

"Oh Mother, you asked me to lie down near you. I have obeyed you." Such a behaviour of his uncle caused great anxiety to Hridaya. He was at a loss tofind the remedy. He was sure to be put into great troubles and even to run the risk of life, if such things were known to anyone else. However, in spite of every effort on the part of Hridaya, these acts of so called misconduct of Thakur became exposed to the inmates of the temples, as well as to the people of Dakshineswar.

॥ 52 to 57 ॥

বঙ্গানুবাদঃ—

হে জগন্মাতঃ আমাকে আপনার নিকটে শয়ন করিবার জন্য বলিতেছ। মা আপনার আদেশ আমি সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়াছি। ৫২

হৃদয় রাম মাতুলের অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা বা প্রতিকার করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ এইরূপ ব্যাপার অতি গোপনীয় বিষয়; যদি আমি বা আমার মাতুল ভিন্ন অন্য তৃতীয় ব্যক্তি কেহ জানিতে পারে আমাদের ভয়ঙ্কর দুঃখ অথবা প্রাণ সংশয় পর্যন্ত হইতে পারে ইহা নিঃসন্দেহে। অতঃপর এইরূপ অবস্থায় আমাদের কি করা কর্ত্তব্য। ৫৩।৫৪।৫৫

মন্দিরাধ্যক্ষ এই সকল ব্যাপার জানিতে পারিলে মাতুলের ও আমার মৃত্যু ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। এইরূপ ভাবে মাতুলের অনাচার হৃদয় রাম গোপন করিলেও মন্দিরের পরিচারক বর্গ ও দক্ষিণেশ্বরের লোক সকল গদাধরের এইরূপ অশাস্ত্রীয় পূজা ও অনাচারের বিষয় শীঘ্রই জানিতে পারিয়াছিলেন। ৫২।৫৬

তত্রস্তৈরপি পূজকৈস্তু বিদিতা প্রায়বান্ ধ্রুবং।
অথবোপদেবতাস্য স্কন্ধারূঢ়েতি নিশ্চিতং ॥ ৫৮
অন্যথা ব্রাহ্মণ যুক্তাপ্যার্য্যাচারং বিলঙ্ঘ্য চ।
চিদানন্দময়ীং কালীং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীং ৫৮
শিববক্ষঃসমারূঢ়াং মাতরং ভবতারিণীং।
ক্রীড়াপুত্তলিকাং কৃত্বা যথেচ্ছাচারমাশ্রিতঃ ॥ ৬০
এবং বহু বিকল্পৈশ্চ সবর্ষাঃ কর্ম্মচারিণঃ।
স্বৈচ্ছাচারমিমং রাজ্ঞীং বিজ্ঞাপয়িতুমুদ্যতাঃ ॥৬১

मध्यलीलायां ६ष्ठ अः।

सदासीन्मथुरानाथः श्वश्र्वा देव्याः सकाशे हि।
जानबाजार भवने लिप्तो विषयकर्म्मणि ॥ ६२
कमपीरक वैषयिकं व्यापारमवलम्ब्य च।
राजद्वारे विचारार्थं तावुभौ चिन्तितौ भृशम् ॥ ६३

All were of the opinion that Thakur had gone mad or some ghost had possessed him. Otherwise this young bramhin would have observed the approved manner and method of worship and would not behave with the Goddess like a doll in his hand. The employees of the temples decided to report the matter to Rani Rasmoni. At that time Rani along with Mathuranath was busy over a matter to be placed before the Court for judgment. ॥ 58 to 63 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সকলেই বলিয়াছিলেন এই পূজারী পাগল হইয়াছিলেন। অথবা কোনও ভূত বা ব্রহ্মদৈত্যাদি পূজারীর স্কন্ধে চাপিয়াছে ইহা সুনিশ্চিত। ৫৮

তাহা না হইলে এই যুবক ব্রাহ্মণ সদাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিদানন্দময়ী সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী শিববক্ষসমারূঢ়া ভবতারিণী কালিকাকে খেলার পুতুলের মত মনে করিয়া ইহার প্রতি যথেচ্ছাচার করেন। ৫৯।৬০

এইরূপে নানা জল্পনা করিয়াই মন্দিরস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ সকলেই পূজারীর বিষয় রাণী রাসমণিকে জানাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।৬১

মধ্যলীলায়াং ৪৪ অঃ।

সেই সময়ে জানবাজারস্থ রাজপ্রসাদে মথুরানাথ শ্বশ্রূমাতা রাণীর সহিত কোন একটি বৈষয়িক ব্যাপারে রাজ দ্বারে বিচারের জন্য উভয়েই চিন্তিত ছিলেন। ৩২।৬৩

তস্মাদ্রাজ্ঞী জামাতা চ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে।
আগন্তুং ন সমর্থৌ তৌ বহ্বহঃ সুগতেষু চ ॥ ৫৪
অনাচারঃ পূজকস্য হ্যধ্যক্ষস্যানুপস্থিতিঃ।
সর্ব্বৈর্য্যেবং সুনিশ্চিত্য তত্রত্যাঃ কর্মচারিণঃ ॥ ৫৫
জানবাজারমাগত্য মথুরায় ন্যবেদয়ন্।
ইমং হি পূজকং শীঘ্রমনাচাররতং ধ্রুবং ॥ ৫৬
দূরমুৎসৃজ্য বাতুলং সদাচাররতং দ্বিজং।
নূতনং পূজকং তত্র নিয়োজয়তু ভো ভবান্ ॥ ৫৭
শ্রুত্বা শ্রীমথুরানাথ স্তেষাং বাচঃ সযুক্তিকাঃ।
উবাচাহং তত্র গত্বা পূজাং দৃষ্ট্বা বিশেষতঃ ॥ ৫৮
করিষ্যামি সুব্যবস্থামধুনা যাত তত্র হি।
পরন্তু তত্র তাবদ্বো ন গতিঃ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৫৯

So, Rani and Mathuranath could not come to the temples at Dakshineswar for quite a long time. It was admitted on all hands that such misconduct on the part of Thakur was due to the absence of of Rani and Mathura nath, the managing Director of the temples. The employees of the temples, therefore, approached Mathuranath and prayed that this mad and misbehaving pujari (worshipper) should be dismissed from service and another new pujari appointed in his place.

At this Mathuranath said "I myself will go there and personally enquire into the matter. You may go back to attend to your duties. But so long I do not go there, the youngest Bhattacharjya may continue to do the services as he likes. None of you should interfere in the matter". ॥ 68 to 69 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এই জন্য বহুদিন গত হইলেও রাণী রাসমণি ও জামাতা মথুরানাথ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিতে পারেন নাই। ৬৪

মন্দিরের অধ্যক্ষের অনুপস্থিতি বশতঃই পূজারীর এইরূপ অনাচার। মন্দিরস্থ কর্মচারী সকল এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জান বাজারে রাণীর ভবনে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বময় কর্তা মথুরানাথকে এইরূপভাবে নিবেদন করিয়া ছিল যে এই অনাচাররত পাগল পূজারীকে দূরীভূত করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র একটি সদাচারী নূতন পূজক ভবতারিণীর মন্দিরে নিযুক্ত করুন ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক ভাবে বিনীত প্রার্থনা। ৬৫।৬৬।৬৭

মথুরানাথ সেই সকল কর্মচারি গণের যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন। আমি স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পূজারীর পূজা বিশেষভাবে দেখিয়া সুব্যবস্থা করিব। উপস্থিত আপনারা সেই স্থানে যান। কিন্তু আমার যতদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সম্ভাবনা না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ভাবে পূজা করিতেছেন সেই ভাবেই করুন তাহাতে কোনরূপ কেহ বাধা দিবেন না। ৬৮।৬৯।৭০

मध्यलीलायां ६ष्ठ अः।

करोति यादृशीं पूजां भट्टाचार्य्य महोदयः।
पूजां करोतु तद्रूपां बाधां तत्र न दापय ॥ ৭০
भट्टाचार्य्य मते नैव पूजाकार्य्यं ध्रुवं भवेत्।
एवं श्रीमथुरानाथेनोक्तास्ते कर्म्मचारिणः ॥ ৭১
पुनः प्रत्यागताः सर्व्वे तस्यागमनकांक्षया
कालक्षेपं प्रकुर्व्वन्तो दिनानि गणयन्ति ते ॥ ৭২
परस्परं प्रजल्पन्ति पूजकं प्रति ते तदा।
पागलं पूजकं त्यक्त्वा नूतने पूजके वृते। ৭৩
देवमन्दिरमर्य्यादारक्षा तेन भविष्यति।
सहसाऽपि कस्मिंश्चिदनोक्त्वा कमपि किञ्चन ॥ ৭৪
आगतो मथुरानाथो दक्षिणेश्वर मन्दिरे।
तदाशिवप्रहायात्र तातो गदाधरः स्वयं ॥ ৭৫

The employees of the temples came back and counted their days awaiting the visit of Mathuranath to the temples, and indulging in talks about the appointment of *a new pujari* in place of the present one who was a confirmed lunatic. All on a sudden without any prior notice *Mathuranath came to the temple.* ॥ 70 to 75 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

ভটাচার্য্য মহাশয়ের মতেই পূজা কার্য্য হইবে এইরূপভাবে মথুরানাথ বলিলে সেই সকল কর্ম্মচারীগণ পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহারা মথুরানাথের আগমন প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করতঃ দিন গণনা করিয়াছিলেন। ৭১/৭২

मध्यलीलायां ६ष्ठ अः।

সেই সময় কর্ম্মচারী সকল এইরূপ জল্পনা কল্পনা করিত যে পাগল পূজককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন পূজক আনিলে তাঁহা দ্বারাই দেব মন্দিরের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে।

হঠাৎ কোনও একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া মথুরানাথ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৭৩

मन्दिराभ्यन्तरे पूजासने पद्मासने स्थितः ।
नेत्रे निमील्य पद्मानि विधृत्य करपद्मयोः ॥ ৩৬
अश्रुभिर्बहुभिस्तस्य सिक्तं हृदुदरं तथा
दृष्ट्वैवं मथुरानाथः सभयो देवमन्दिरे ॥ ৩৭
प्रवेशमात्रतस्तस्य हृत्कम्प समुपस्थितः ।
उवाच विस्मयाविष्टो मथुरः स्वगते र्दसात् ॥ ৩৮
कोऽयन्तु विश्वब्रह्माण्डस्तम्भकारी स्थिरस्थितिः ।
महाभावेन सम्पूर्णं उज्वलीकृत मन्दिरः ॥ ৩৯
पाषाण प्रतिमेयं किं सत्यं सचेतना सती ।
पूजकस्यापतः साद्य स्वरूपेनावभापते ॥ ৪০
अहो वदनमण्डलस्याद्यकामधुर प्रभा ।
त्रिनयन प्रभा देव्याः कोटिसूर्य्यं समप्रभा ॥ ৪১

At that time Gadadhar was sitting inside the temple with his eyes closed and hands on his breast. Tears were streaming down his cheeks. On seeing the worship Mathuranath was struck with awe and his heart began to palpitate very fast. He mused within himself, "Who may be this *pujari* who illuminates the temple with his

own brilliance, who appears to be so profound and solemn and capable of arresting the speed and progress of the universe. This stony image appears to be infused with life. *Its face is unusually bright.* ॥ 76 to 81 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময়ে অসীম শ্রদ্ধা পাত্র পরম পূজনীয় গদাধর মন্দির মধ্যে পূজার আসনে উপবেশন পূর্ব্বক নেত্রদ্বয় মুদ্রিত ও দুইটি করপদ্মে পদ্ম ধারণ করিয়া বহুতর নেত্রজলে হৃদয় ও উদর প্লাবিত করিতেছেন। ৭৫।৭৬

পূজকের এইরূপ পূজা দর্শন করিয়া ভয়ে ভয়ে মথুরানাথের মন্দির মধ্যে প্রবেশ মাত্রে হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য বলে মথুরানাথ বিস্মিত হইয়া মনে মনে বলিয়াছিলেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে স্তম্ভকারী সুগম্ভীর বিরাটভাবে পরিপূর্ণ উজ্জ্বলীকৃত মন্দির ইনি কে? ৭৭।৭৮।৭৯

এবং এই প্রস্তর প্রতিমা কি যথার্থভাবে জীবিতা হইয়া চিন্ময়ী রূপে প্রত্যক্ষ হইতেছেন।৮০

অহো অদ্য মাতা ভবতারিণী কালিকার মুখমণ্ডলের কি অপরূপ মাধুরী। এবং তিনটি নয়নের কান্তি কোটি সূর্য্যের কিরণের মত দেখা যাইতেছে। ৮১

যদ্যপ্যহং বহুদিনং মন্দিরাভ্যন্তরেঽপ্যহং।
অপশ্যমম্বিকা মূর্ত্তিং সাধারণতয়া পুরা ॥ ৮২
কিন্তু নামিম পশ্যামি জীবিতামধুনাস্ফুটং।
শ্বাসপ্রশ্বাসসংযুক্তাং কম্পমানং স্বহৃৎগমুখাণ্ডয়োঃ ॥ ৮৩

मध्यलीलायां ६ष्ठ अः।

मन्दिराभ्यन्तरे कोऽपि को वाऽऽयाति याति वा।
तत्रस्य चेतनश्चास्य नास्त्यन्तर्दृष्टि योगतः ॥ ८४
एवन्तत् शुद्धचैतन्यं मातृसायुज्यताङ्गतं।
ईदृक् साधक वर्यस्य सम्भवत्येव लक्षणं ॥ ८५
एवमाराधनाधारा प्रेमभक्ति प्रदायिका।
ययाशेष साधकानां सुलभं साध्यवस्तु च ॥ ८६
एवं श्रीजगदम्बायाः सकाशे बालको यथा।
परन्तु विगलितास्रुधारयाकुलितो भृशं ॥ ८७

'I have seen this image many times. But *never before, I have seen it so alive. It appears* to be breathing with life. I also can see the quivering head and the sword in her hand. The pujari is so absorbed in his meditation that he does not feel the presence of anybody here. He appears to have lost his own existence in the Goddess. Such is the way of profound devotion which leads to the attainment of divine grace." Like a simple child Gadadhar offered handfuls of flowers to the Goddess with great eagerness and and tearful eyes and said, ॥ 82 to 88 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

আমি মন্দির মধ্যে এই দেবী মূর্ত্তি বহুদিন বহুবার দেখিয়াছি তখন সাধারণ শিলাময়ী মূর্ত্তিই দেখিয়াছি। ৮২

কিন্তু অদ্য সেই মূর্ত্তিই জীবন্তের মত প্রতীয়মান হইতেছে। শ্বাস প্রশ্বাসের ও খড়্গ মুণ্ডের কম্পন প্রত্যক্ষ হইতেছে। ৮৩

মধ্যলীলায়া ৫ম অঃ।

এই পূজকের অন্তর্দৃষ্টি বশতঃ মন্দির মধ্যে কে আসিতেছে যাইতেছে অথবা কে এখানে আছে পূজকের এই সকল জ্ঞান কিছু মাত্র নাই। ৮৪

এবং পূজকের শুদ্ধ চৈতন্য দেবীর সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছে এতাদৃশ্য সাধকেরই এইরূপ লক্ষণ সম্ভব হয়। ৮৫

এইরূপ সাধন প্রণালীই প্রেম ভক্তি প্রদান করেন। যে প্রেম ভক্তি দ্বারা সাধক সকলের সাধ্য বস্তু সুখলভ্য হয়। ৮৬

এইরূপভাবে জগন্মাতার সমীপে বালকের মত বিগলিত অশ্রু ধারায় অত্যন্ত আকুলিত কখন ও বা অত্যন্ত উল্লাসিত হইয়া দেবীর চরণ কমলে বহুতর পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রেমার্দ্র হইয়া বলিতেছেন। ৮৭।৮৮

উল্লাসোল্লাসযুক্তোঽসৌ দেব্যঙ্ঘ্রি কমলে বহু।
পুষ্পাঞ্জলিং প্রদায়ৈব ব্রবীতি প্রেমবিহ্বলঃ ॥৮৮
গৃহাণেদং মাম মাতস্ত্বয়া মেঽপ্যশুভং নয়।
জ্ঞানাজ্ঞানং ধর্ম্মাধর্ম্মং পুণ্যপাপাদিকাস্তথা ॥ ৮৯
সর্ব্বং গৃহাণ মে দেবি ত্বয়ি ভক্তিং প্রযচ্ছ মে।
ব্রুবন্নেবং মহাযোগী সমাধিমগমত্তদা ॥ ৯০
পূজকস্য তন্ময়তাং ভাবভঙ্গ্যাদিকঞ্চ সঃ।
স্বাত্মার্পণং ব্যাকুলতামালোক্য মথুরো মহান্ ॥ ৯১
কণ্টকীকৃত সর্ব্বাঙ্গঃ সাশ্রুচক্ষু বিচক্ষণঃ।
মন্যতে স্ম তদৈব হি শ্রীজগজ্জননীং প্রতি ॥ ৯২
সুবিগূঢ় মাত্মভক্তিঃ প্রবল প্রেরণাং বিনা।
বৈধিভক্তিমতিক্রম্য প্রেমভক্তিঃ কথং ভবেৎ ॥ ৯৩

"Oh Mother, loss or gain, ignorace or knowledge, virtue or vice, merit or demerit, every

thing you take away from me. Give me only devotion to you." So saying he lost all sense of his physical existence. On seeing this divine mood of Gadadhar, Mathuranath thought, "Without such strong motherly devotion to the Goddess, how devotion which surpasses codal procedure can be possible." ॥ 88 to 93 ॥

বঙ্গানুবাদ

হে মাতঃ তুমি আমার শুভ অশুভ জ্ঞান অজ্ঞান ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও পুণ্য পাপাদি সকল গ্রহণ কর কেবল মাত্র তোমার চরণে ভক্তি দাও এইরূপ বলিতে মহাযোগী গদাধর নির্ব্বিকল্প সমাধি মগ্ন হইয়াছিলেন। ৮৯'৯০

পূজকের আত্মনিবেদন ব্যাকুলতা এবং ভাব ভঙ্গী দেখিয়া রোমাঞ্চ অশ্রুচক্ষুঃ বিচক্ষণ মথুরানাথ সেই সময়ে এইরূপ মনে করিয়াছিলেন যে জগদম্বার প্রতি বিশুদ্ধ মাতৃভক্তির প্রেরণা ভিন্ন বৈধী ভক্তি অতিক্রম করিয়া প্রেমভক্তি কি হইতে পারে। ৯১।৯২।৯৩

नैदृग् विधे भक्तिमयि सुखमार्गे सुदुर्लभे ।
समर्थः साधकः कोऽन्यः प्रवेष्टुं पूजकोऽपि वा ॥ ९४
अपूर्वं पूजकस्यास्याकापथ्य प्रेमसमार्गतः ।
स्वरूपं किं विजानन्ति मूढाः सङ्कीर्णचेतसः ॥ ९५
नास्तीदृक् साधकः कोऽपि जातो न पूर्वसाधकः ।
सिद्धैः पथि साधनेयं धाविता द्रुतवेगतः ॥ ९६
जगन्मातुः कृपापात्रो धन्योऽभूत् साधकोत्तमः ।
एवं श्रीमथुरानाथो भावभावित मानसः ॥ ९७

মধ্যলীলায়াং ৫ম্ অঃ।

সাধকস্য সাধনায়াং স ন্তুষ্টোঽভূৎ সুসজ্জনঃ।
পরন্তু কৃপয়া তস্য মাতৃভক্তির্দৃঢ়ামবৎ॥ ৫৮
তদা সাধক বর্য্যোঽপি মাতরং সর্ব্বসিদ্ধিদাং।
ভদ্রকালীং নমস্কৃত্য তদ্ভাবেনৈব ভাবিতঃ॥ ৫৫

Such rare devotion is not attainable by ordinary pujaris. The sincerity and devotion of this pujari can hardly be appreciated by these narrow minded servants. He is moving fast towards attainment of success. This pujari has been blessed by the grace of the Goddess." Mathuranath was greatly pleased and his devotion to the Goddess grew stronger. At that time Gadadhar prostrated himself before the Goddess and said. ॥ 94 to 99 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ অত্যুচ্চ সুদুর্লভ ভক্তিপথে এতাদৃশ সাধক ভিন্ন অন্য সাধক বা পূজক কে সমর্থ হয় ৯৪।

এই অপূর্ব্ব পূজকের অকৈতব প্রেমের স্বরূপ কি ক্ষুদ্রচিত্ত ভৃত্য বর্গ জানিতে সমর্থ হয়।৯২

এমন সাধক আর দ্বিতীয় কেহ নাই বাবা আমার অপূর্ব্ব সাধক ইহার এই সাধনা সিদ্ধিলাভের পথে দ্রুত বেগে ধাবিত হইতেছে। ৯৬

এই সাধকোত্তম জগন্মাতার দয়ায় ধন্য হইয়াছেন। এইরূপে মহামতি মথুরানাথ পূজারী সাধক গদাধরের ভাবে বিভাবিত হইয়া সাধকের সাধনায় পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। পরন্তু পূজকের কৃপায় মথুরানাথের ও দেবী ভক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ৯৭৯৮

मध्यलीलायां ५म अः ।

তখন সাধক শ্রেষ্ঠ গদাধর ও মথুরবাবু সেই সর্বসিদ্ধিদাত্রী জগন্মাতাকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া দেবী ভাবে বিভাবিত চিত্তে বলিয়াছিলেন। ৯৯

श्रीदेवि भो जगन्मातः स्तवत् प्रतिष्ठाया सार्थिका ।
प्रतिष्ठाऽनुरूपस्य साधना शक्तितो मम ॥ १००
भवत् कृपामयश्चैव भूतये भक्तवत्सला ।
पूर्णज्ञानी प्रभावाद्धि परज्ञाः प्रभवन्ति हि ॥ १०१
पामरस्य पुत्रकस्य निबन्धं दृष्ट्वा सोऽप्यथः ।
सर्वे भक्ताः प्रतीक्षन्ते मन्दिर प्राङ्गणे स्थिताः ॥ १०२
निःशब्दं मधुरं किन्तु मन्दिराद्बहिरागतं ।
दृष्ट्वा भवन् विस्मयाताः श्रीरामदेव काचि ः । १०३
यत्रापि च सदपि क्रियिक्षोऽस्ता रासगृहं गतः ।
तदीय रामसारस्य स्वयमाय पुरःसरम् ॥ १०४

इति श्रीमद्भिनोदं विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां मध्यखण्डे देवोपलक्षणि सद्गुरानायस्य देव्याः प्रत्यक्षदर्शन नामो मध्यमांशस्य पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

মধ্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ।

Here ends tne sixth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ

হে জগন্মাতঃ আজ তোমার প্রতিষ্ঠা সার্থক হইল। হে ভবসুন্দরী প্রতিষ্ঠাকারী আমার অগ্রজের সাধনা শক্তি বশতঃ আমার মঙ্গলের জন্যই আপনার কৃপা হইয়াছে। যেহেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাত মহাজনের প্রভাবেই পরাজিত জনগণ প্রভাব বিশিষ্ট হন। ১০০।১০১

এদিকে মন্দির প্রাঙ্গনে অবস্থিত ভৃত্যবর্গ পাগল পূজকের নিগ্রহ দেখিবার জন্য প্রতিক্ষা করিতেছিল। ১০২

কিন্তু নিঃশব্দে মথুরানাথ মন্দির বাহিরে আক্ষেপন দেখিয়া প্রভুর অনুমতি প্রার্থী ভৃত্য সকল বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১০৩

কিন্তু মথুরানাথ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া যানে আরোহন করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাজ গৃহাভিমুখে গমন করিয়াছেন। ১০৪

পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে মধ্য লীলার ষষ্ঠ অধ্যায়ে গদাধরের দেবী পূজার সময়ে হঠাৎ মথুরাবাবু মন্দিরে আসিয়া ভবতারিণী কালিকাকে জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

মধ্যলীলায়াং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

দৃষ্ট্বৈবং রাজভৃত্যাস্তু পরস্পরং মথাব্রুবন্
মুখ্যোদ্দিষ্টো রাজগৃহাদাগমিষ্যতি নিশ্চিতম্। ১
পরোঽহ্নি মথুরানাথস্যাদিষ্টো হ্যধ্যক্ষকঃ।
সমায়াতঃ সুপ্রধান কর্ম্মচারিজনং প্রতি॥ ২

स्वेच्छाचारं समाश्रित्य भट्टाचार्यमहोदयः ।
मातुः श्रीभवतारिण्याः पूजाकार्यं करोत्विति ॥ ३
तदन्यथा केचन जना मा विघ्नं जनयन्तु हि ।
एवं विरुद्धमादेशं प्राप्य ते कर्मचारिणः ॥ ४
विस्मितास्ते गर्हयन्तः प्रतिवक्तुं न सेहिरे ।
राज्ञी रासमणिश्चापि वार्त्तां तां पूजकस्य च ॥ ५
श्रुत्वा श्रीमथुरानाथं पप्रच्छ कौतुकान्विता ।
किं तात पूजकस्ते भट्टाचार्यः कनिष्ठकः ॥ ६

On seeing this, the servants of the temples held that the orders would come from the palace. In fact the orders came next day. But it was not what they expected. The orders came to the managing staff to the effect that the youngest Bhattacharyya would carry on his duties as he would like ; none should interfere. All were much astonished at these adverse orders. They all blamed Mathuranath but could not disobey the orders. Rani Rasmoni also had heard the reports against Gadadhar. She, therefore, asked Mathurnath, "Is the youngest Bhattacharyya losing his sanity due to some disease ?" । 1 to 6 ॥

মধ্যলীলায়াং ৩য় অঃ।

বস্তুতঃ তৎপর দিবস প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের প্রতি মথুরবাবুর অনুরূপ আদেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। ২

মথুরবাবুর অনুমতি এই যে কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজের ইচ্ছামিত পূজাকার্য্য করিবেন। ৩

মা ভবতারিণীর মন্দিরস্থ কোন ব্যক্তি যেন কোন প্রকার বাধা বা কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করেন।

এইরূপ প্রতিকূল আদেশ পাইয়া কর্ম্মচারিসকল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মথুরবাবুর নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও কিছু বলিবার ক্ষমতা ছিল না। ৪

রাণী রাসমণিও পূজকের সেইসকল পূজার বিষয় শুনিয়া কৌতূহল বশতঃ মথুরানাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে পূজক কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য কি বায়ু রোগাক্রান্ত হইয়া বাতুলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫।৬

বায়ুবৈষম্য দোষেণাক্রান্তো বাতুলতাং গতঃ।
শ্রুত্বা বাক্যং তদা রাজ্ঞ্যা মথুরো মহিমান্বিতঃ ॥ ৭
উবাচ পরয়া প্রীত্যা দিব্যভাব পরিপ্লুতঃ।
মলিম্বা ভবতারিণ্যাঃ প্রিমামম্যা ত্বয়া মাতা। ৮
সাম্প্রতং বাতুলস্যৈব পূজায়াঃ সুব্যবস্থয়া।
চৈতন্যাপাদিতা সা তু সম্পূর্ণা জায়তে প্রভো ॥ ৯
এতদ্রূপং ময়া মাতঃ জ্ঞাতং সাক্ষাৎ স্বপুণ্যতঃ।
এতাদৃগদ্ভুতা পূজা ন কস্যাপ্যতিগোচরা। ১০
ধন্যোঽয়ং পূজকস্তাবদ্ধন্যা ত্বং পৃথিবীতলে।
কৈলাস শিখরাদাপি বিন্ধ্যাদ্রে র্হিমপর্ব্বতাৎ ॥ ১২
আগত্যাবিরভূৎ সাদ্য দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে।
অর্দ্ধমস্য তপো যোগাৎ ভবত্যাঃ সুকৃতেন চ ॥ ১২

At this Mathuranath replied, "You have founded the stony image of Bhavatarini. Now it is this madpujari that has made it alive. I have seen it throbing with life. The way of worship is also wonderful. None has seen the like of it anywhere. Both you and the pujari are blessed. Goddess herself has come down from the Kailas mountain, or the Vindhyas, or the Himalayas, and appeared in your temple at Dakshineswar."

॥ 7 to 12 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতি সদাশয় মথুরানাথ মহারাণীর কথা শুনিয়া দিব্যভাবে বিভাবিত হইয়া অতি আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন। ৭

মা আপনি ভবতারিণী কালিকার শিলাময়ী মূর্তিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু আজ বাতুলেরই পূজার শক্তিতে সেই শিলাময়ী ভবতারিণী মূর্তিই প্রাণবন্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হইয়াছেন। ৮।৯

হে মাতঃ আমার বহুতর পুণ্যবশতঃ আমি চিন্ময়ী মূর্তি সাক্ষাৎ করিয়াছি। এরূপ অত্যাশ্চর্য পূজা কখনও কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। ১০

আজ পৃথিবীমধ্যে এই পূজক ও আপনি ধন্য হইলেন। পূজকের সাধনাশক্তিতে এবং আপনার পুণ্যপ্রভাবে বিন্ধ্যাচল, হিমাচল অথবা কৈলাস পর্বত হইতে সেই ব্রহ্মময়ী ভবগেহিনী ভবতারিণীরূপে আজ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আগমনপূর্বক সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়াছেন। ১১।১২

मध्यमलीलायां ७म अः।

श्रुत्वा राज्ञी माथुरीं तां मनोज्ञां वाचं चिन्ताशून्यतां प्राप सद्यः।
द्रष्टुं पूजान्तस्य सत्पूजकस्य जातोत्कण्ठा मन्दिरं सा जगाम। १३

स्नात्वा राज्ञी जाह्नवी पुण्यतोये
देव्यास्तस्या मन्दिरं सम्प्रविष्टा।
तस्मिन्नेव व्याकुलोके मुहुर्त्ते
देवीमूर्त्तिं भूयसा कम्पमानां॥ १४

अलं चमत्कारयुता ननाम
साष्टाङ्गरूपेण पुनः पुनः सा।
यद्दर्शनार्थं सुसमागतात्र
स पूजकस्तत् परिपूरकोऽभूत्॥ १५

समाप्य मातुः सुखबोधरूपिकां
पूजां सुवेगाह्निकमत्यलौकिकं।
तद्भक्तिभावेन विभावितात्मना
गानेन देव्याः प्रचकार तोषणं॥ १६

On hearing this from Mathuranath, Rani got herself relieved from her worries, and went to Dakshineswar to see that wonderful worship. *After taking her bath in the Ganges she* entered the temple and found the image of the Goddess quaking. She felt blessed and bent down before the Goddess with great devotion. In the meantime Gadadhar had finished his worship and began to appease the Goddess with sweet songs.

॥ 13 to 16 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রাণী মথুরানাথের মনোরম বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ চিন্তা-শূন্য হইয়াছিলেন। এবং ভবতারিণীর উত্তম পূজা দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রাণী দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। ১৩

তৎপরে রাণী পাপনাশিনী পবিত্র জাহ্নবী জলে স্নান করিয়া ভবতারিণীর মন্দির মধ্যে প্রবেশমাত্রে দেবীকে দোদুল্যমানরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। ১৪

তখন রাণী আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া দেবীকে পুনঃ পুনর্ব্বার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিলেন।

এবং যাহা দেখিবার জন্য মন্দির মধ্যে আসিয়াছিলেন সেই পূজক তাহা তাহাকে দেখাইয়াছিল। তখন পূজাকার্য্য শেষ করিয়া এবং ভবতারিণীর বেশাদি কার্য্যও সমাধা পূর্ব্বক ভক্তিভাবে বিভাবিত অন্তঃকরণ জ্ঞানানন্দ বিগ্রহ গদাধর গানের দ্বারা দেবীর তুষ্টিসাধন করিতেছিলেন। ১৫।১৬

श्रुत्वैव राज्ञी तदपूर्व्वगीतिं
पूजाविधातुः स्वविवेक शून्यां ।
दृष्ट्वा च भावं तमपूर्व्वरूपं
तदा किलाभूत् सुख सिन्धुमग्ना ॥ १७
पूर्व्वं राज्ञ्या गायकैः सुप्रवीणैः
गीतं रम्यं राजगेहे विशाले ।
गानं प्रीत्याकर्णितं भूरिरूपं
नाना वाद्यध्वनितालानुवृत्तं ॥ १८
एवम्विधं किन्तु कदापि न श्रुतं
साक्षाद्भवान्या उपलब्धिरूपं ।

গায়ন্তমুচ্চৈস্তদপূর্ব্বগানং
বিশ্রুত্য রাজ্ঞী সুবিমোহিতাভূৎ ॥ ১৮

On seeing the divine mood of Gadadhar and hearing such sweet songs Rani became beside herself with great joy. Rani had occasions to hear songs and music of veteran artists in her own palace. But such songs of Gadadhar as could open the gateway to Heaven, surpassed them all. ॥ 17 to 19 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রাণী পূজকের আত্মজ্ঞান শূন্যকারী সেই অপূর্ব্ব গান শুনিয়া এবং পূজকের তাদৃশভাব দর্শন করিয়া অত্যন্ত রূপে মোহিতা রাণীর মন আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিল। ১৭

পূর্ব্বে রাণী নিজ রাজ প্রাসাদে অত্যুচ্চ শ্রেণীর গায়কগণ কর্ত্তৃক নানাবিধ যন্ত্র বিশিষ্ট তাললয়াদি যুক্ত বহুবিধ গান শুনিয়াছেন কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবতীর উপলব্ধি স্বরূপ এইরূপ গান কখনও শোনেন নাই। গান যেন ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। এইরূপ অপূর্ব্ব গান শুনিয়া রাণী অত্যন্ত মোহিতা হইয়াছিলেন। ১৮।১৯

গায়কাস্যে গানস্য সমাপ্তিঃ পরমৈব সা।
পুনশ্চাপরগানস্য শ্রবণার্থং সমুৎসুকা ॥ ২০
পূজকং গায়কং রাজ্ঞী তমুপচ্ছন্দ্য যত্নতঃ।
গানস্য সুপ্রশংসাং সা মধুরামকরোত্তদা ॥ ২১
ততঃপরং বাহ্যদৃষ্টিঃ সঞ্জাতা গায়কস্য তু।
পূজার্থিনী জগন্মাতু রাজ্ঞী মন্দির আগতা ॥ ২২

মধ্যলীলায়াং ৩ম অঃ।

तद्दैवोचित्तचाञ्चल्यं न जातं पूजकस्य हि।
केवलं वारमेकन्तु दृष्ट्वा राज्ञीं सुपूजकः॥ २३
तत्क्षणात् प्रतिमायां स दृष्टिंन्यस्य सुगायकः।
हृदयग्राहि माधुर्यस्वरं गीतमवर्त्तयत्॥ २४
मत्पितुर्वक्षसि त्वं हि दत्त्वा पादं जगन्मयि।
दण्डायमाना वै देवि नास्ति लज्जा कथञ्चन॥ २५

When the song ended, Rani greatly admired the song and requested Gadadhar to sing another. The presence of Rani in the temple did not cause any chage in Gadadhar. He turned his eyes to the Goddess and started to sing another song which meant to say, "Oh Goddess, standing as you are with your feet on the breast of Lord Siva, do you feel ashamed at all ?" ॥ 20 to 25 ॥

বঙ্গানুবাদ

গায়কের গান শেষ হইবা মাত্র রাণী পুনর্ব্বার অন্য আর একটি গান শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া গায়ক পূজক কে বিশেষ ভাবে অনুরোধ পূর্ব্বক গানের ভূরিভূরি প্রশংসা করিয়াছিলেন। ২০।২১

তখন গায়কের বাহ্যদৃষ্টি হইলে রাণী জগদম্বার মন্দিরে পূজা দিবার জন্য আসিয়াছেন ইহা জানিয়াও পূজকের কিছু মাত্র চিত্ত চাঞ্চল্য হয় নাই। ২২

পূজক কেবল মাত্র একবার রাণীর দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিমায় দৃষ্টি নিঃক্ষেপপূর্ব্বক সুগায়ক মধুর কণ্ঠে মনোগ্রাহি গান করিয়াছিলেন। ২৩।২৪

মধ্যলীলায়াং ৩য় অঃ।

গানের মর্ম্মার্থ এই যে হে দেবি জগন্ময়ি তুমি সর্বদাই শিবের বক্ষে পদ দিয়া দাঁড়াইয়া আছ এ জন্য তোমার কি কিছু মাত্র লজ্জা না? ২৫

जिह्वा व्यादानरूपेण लज्जितेव प्रदृश्यते ।
ज्ञातमेवं मया देवि सम्पूर्णं ज्ञात मेव हि ॥ २६
त्वत् पितुर्वक्षसि तव माता पद्भ्यां कृताक्रमा ।
गलदश्रु लोचनाभ्यां गायं स्तम्भयतां गतः ॥ २७
श्रीमद्युग्मं महादेव्या गानेषु सन्निवेशितं ।
चित्तन्तु कलिकालाख्य विषयस्यान्तरे स्थितं ॥ २८
धर्माधिकरणेऽस्माकं फलं किमिति चिन्तितं ।
तेनैव तद् गायकस्य कण्ठरोधो बभूव ह ॥ २९
परन्तु तेन तद्राज्ञ्याः कोमलाङ्गे सुयोगिना ।
भीषणाद् भीषणतरं कराघातः कृतः स्वदा ॥ ३०
उत्पाद्यात्यन्त दुःखेमात्रापि चिन्ता महीयसी ।
राजद्वार फलस्यैव क्रियते मातृमन्दिरे ॥ ३१

"You have thrown out your tongue to show that you feel ashamed. I have also come to know with all certainty that your mother is also standing with her feet on the breast of your father." Even though Rani was hearing the song with her ears her mind became diverted with the thought of a court case. Instantly, Gadadhar got his voice choked and had to stop his song. Gadadhar became furious and giving a violent slap on the body of

মধ্যলীলায়াং ৩য় অঃ।

Rani said, "How do you indulge in the thought of court case in the temple of the Goddess ?"
॥ 26 to 31 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

জিহ্বাব্যাদন করিয়া তুমি যেন অত্যন্ত লজ্জিতা হইতেছ। অতএব হে দেবি আমি জানিয়াছি বা বিশেষ ভাবে জানিয়াছি তোমার মাতা কি তোমার পিতার বক্ষে এইরূপ পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ২৬

এইরূপ ভাবে বিগলিত অশ্রু লোচনে গান করিতে করিতে পূজক সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। ২৭

রাণীর কর্ণ যুগল গানে নিবিষ্ট ছিল কিন্তু মনটি কলিকাতার বিষয় কর্ম্মে আবিষ্ট হইয়া বিচারালয়ে আমার মোকর্দ্দমার ফল কি হইল এইরূপ চিন্তা করিতে ছিলেন। রাণীর সেইরূপ চিন্তার জন্য গায়ক পূজকের তৎক্ষণাৎ কর্ঠরোধ হইলে গায়ক আর গান গাহিতে পারিয়াছিলেন না। ২৮।২৯

পরন্তু পূজারী এ জন্য জ্ঞান শূন্য হইয়া মহারাণীর পৃষ্ঠ দেশে ভয়ঙ্কর ভাবে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন। ৩০

এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন এই মায়ের মন্দিরেও বিচারালয়ের ফলের জন্য গুরুতর ভাবে ভাবিতেছ। ৩১

মন্দির দ্বার দেশস্থা রাজ্ঞ্যা যা পরিচারিকাঃ।
তা দৃষ্ট্বাশীমনং কর্ম পূজকস্য তু তদ্বিধং ॥ ৩২
সর্ব্বাস্তা বঞ্চনা ভূত্বা রক্ষিন্যস্ত ন্যবেদয়ন্।
গদ্যাদ্যাধারিণী রাজ্ঞা রক্ষিণো হি মহাবলাঃ। ৩৩

पूजकं योचते सर्व्वे क्रोध संरक्त लोचनाः ।
द्रुतवेगागतास्तत्र बन्धुं तं लौहश्रृङ्खलेः ॥ ३४
ग्रहीतुमुद्यतास्तास्ते तादृशमपराधिनं ।
सर्व्वे संविग्न मनसस्तत्र ये कर्म्मचारिणः ॥ ३५
कर्म्मणा विपरीतेन चक्रुर्हित्तुमं द्रारवं ।
हन्तुकामाः पूजकं तं नाना वादाःकृतास्तदा ॥ ३६
मारयैनं वधानेनं कुर्व्वेनं मन्दिराद्वहिः ।
एवं नाना जनानान्तु नाना सिद्धान्त कारिणाम् ॥ ३७

On seeing this act of violence on the person of Rani, the attending maid servants raised an alarm and called for the body-guards of Rani. They came to the spot in great fury to get Gadadhar chained. The managing staff of the temples also were greatly perturbed. Hot-headed discussions over the matter caused a great tumult and such shouts as "shame", "shame". 'Fie on him", "Give him a good thrashing", "kill him", and "Turn him out of the temple". Everybody put forth his own decision over the matter.

॥ 32 to 37 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মন্দিরের দ্বার দেশে দণ্ডায়মান রাণীর পরিচারিকা সকল পূজকের তাদৃশ অত্যন্ত অশোভন ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলেই চঞ্চল হইয়া রাণীর পৃষ্ঠ রক্ষক সকলকে জানাইয়াছিল । ৩২

অস্ত্রশস্ত্রধারী মহাবল রক্ষী সকল শ্রুত মাত্রে দ্রুত বেগে ঘটনা স্থলে আসিয়া পূজককে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার জন্য ক্রোধ সংরক্ত চক্ষুতে সেইরূপ অপরাধীকে দেখিয়া ধরিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল। ৩৩।৩৪

এবং সেইস্থানে যে সকল কর্মচারী ছিলেন তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এবং সাধারণ জনগণ ও তাদৃশ নিন্দিত ব্যাপারে চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল করিয়াছিল। ৩৫

এবং তাদৃশ পূজককে বিশেষভাবে প্রহারের জন্য চেষ্টা হইতেছিল পূজককে বন্ধন করিয়া কারা গৃহে লইয়া যাও অথবা মেরে ফেল।

কিংবা মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দূর কর এই রূপভাবে বহু প্রকার সিদ্ধান্তকারী বহুতর ব্যক্তির তর্ক বিতর্ক দ্বারা মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এবং বহুলোক পূজককে ধিক্কার দিয়াছিল। ৩৭।৩৮

नानातर्कवितर्केन ध्वनितं मन्दिरं भृशं।
पूजकस्यापि धिक्कार मदद्दुर्बहुला जनाः॥ ३८
तयोर्विषयमालम्ब्य नाना जल्पन कल्पने।
तौ तु मन्दिर मध्ये हि धैर्य्य गाम्भीर्य्य संयुतौ॥ ३९
पूजकस्य न भीतिश्च न वा चिन्ता कथञ्चन।
मदृत्तार्थ च धावन्तं नगण्य वायुना यथा॥ ४०
अनाचार रतं शिष्यं गुरुर्दण्डयति ध्रुवं।
अधर्म्मीभूत पुत्रस्य पिता हि करताड़नम्॥ ४१

মধ্যলীলায়াং ৩য় অঃ।

করোতি তন্মঙ্গলার্থং নিঃশঙ্কেন যথা তথা।
রাজ্ঞাঙ্গে ন করাঘাতঃ কৃতোঽনেন মহাত্মনা ॥ ৪২
চপেটাঘাততস্তাপি পূজকস্য মুখোদিতং।
বাক্যং রাজ্ঞ্যা মর্ম্মভেদ মত্যন্ত মকরোত্তদা ॥ ৪৩

But both of them about whom all these tumultuous discussions were being made were sitting in the temple with profound gravity. Gadadhar was not moved by any sense of fear or anxiety and remained firm. Just as a teacher punishes his pupil for misconduct or father punishes his son for an act of disobedience, so also Gadadhar gave her the slap to prevent her mind going astray. The heart-rending words of Gadadhar caused more pains to her than his slap. ||38 to 43||

বঙ্গানুবাদ :—

যেদুইজনের ব্যাপার লইয়া জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। সেই দুইজন অর্থাৎ পূজক ও মহারাণী ধীর ও গম্ভীর ভাবে মন্দির মধ্যে বসিয়া ছিলেন। ৩৯

যেরূপ বায়ুর প্রবল বেগ হইলেও উচ্চতম পর্বত বিচলিত হয় না এরূপ অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা ঘটিলেও পূজকের ভয় চিন্তা বা কিছু মাত্র চাঞ্চল্য ঘটে নাই। ৪০

সদাচার বিহীন শিষ্যকে গুরু যে ভাবে শাসন করেন বা অবাধ্য পুত্রকে পিতা তাহার মঙ্গলার্থে যেরূপ করাঘাত করেন সেইরূপ এই মহাত্মা রাণীর মনঃ শুদ্ধির জন্য পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়াছিলেন। ৪১।৪২

কিন্তু চপেটাঘাত অপেক্ষাও পূজকের মুখ নিঃসৃত বাণী রাণীর অত্যন্ত মর্ম্মাঘাত করিয়াছিলেন। ৪৩

विचारालय चिन्तां मे काय' जानाति पूजकः ।
दिव्यदृष्टि प्रभावेन ज्ञातमेतन्न संशयः ॥ ४४
अतो मे भूषणं दण्डो दूषणं न कदाचन ।
निर्दोषोऽयं सदोषाहं ततो दण्डः शुभावहः ॥ ४५
अनुतप्ता महाराज्ञी कठोर वचसा भृशं ।
दूरीकृत भृत्यवर्गा पूजकं समपूजयत् ॥ ४६
एवं श्रीमथुरानाथः श्रुत्वा तद्विषयं सुधीः ।
द्रुतं मन्दिरमागत्य श्वश्रूं संपृष्टवान् स्वयं । ৪৭
प्रत्युत्तरं तदा राज्ञा प्रदत्तं मन्दिरे च या ।
घटना पूजक कृता सर्व्वास्ता वर्णिता स्फुटं ॥ ४८
ततोऽब्रवीत्तदा राज्ञी मधुरं गद्गदैः स्वरैः ।
मातुः श्रीभवतारिण्या नामश्रवणमात्रतः ॥ ४९

She was convinced that due to some divine power Gadadhar could know of her thought about the Court case. She was guilty and was therefore rightly punished. Rani who sorely repented for her fault, scared away the servants by her stern order. When the matter was reported to Mathuranath, he rushed into the temple and asked his mother-in-law to tell him how it happened. Rani narrated all about it and concluded saying, "As I was listening to the holy song, I was thinking of the Court case. ॥ 44 to 49 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রাণী মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে আমার বিচারালয়ের চিন্তা পূজক কি প্রকারে জানিতে পারিলেন বোধ হয় দিব্য দৃষ্টি প্রভাবেই ইহা অবগত হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহের কারণ কিছু মাত্র নাই। ৪৪

অতএব আমার এই দণ্ড অলঙ্কার স্বরূপ ইহা কখনই দূষিত হইতে পারে না পূজক নির্দ্দোষ আমিই অত্যন্ত দূষিতা অতএব এই দণ্ড আমার শুভদায়ক ইহাতে সন্দেহ নাই। ৪৫

এইরূপ ভাবে সেই সময়ে অনুতপ্তা রাণী অত্যন্ত কঠোর বাক্যে ভৃত্যবর্গকে দূরীভূত করিয়া পূজকের বিশেষ ভাবে পূজা করিয়াছিলেন। ৪৬

তৎপরে মথুরানাথ পূজকের রাণীর প্রতি এতাদৃশ অন্যায় আচরণ শুনিয়া দ্রুতবেগে সেই স্থানে আগমন করিয়া শ্বশ্রূমাতাকে জিজ্ঞাসা করিলে তখন মহারাণীও মন্দির মধ্যে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা আদ্যোপান্ত মথুরানাথকে বলিয়াছিলেন। ৪৭।৪৮

অতঃপর মহারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে মথুরানাথকে বলিলেন মাতা ভবতারিণীর গান শুনিবা মাত্র। ৪৯

कथं वैषयिकी चिन्ता कृता तत्र तदा मया।
अतोऽत्र मे महान् दोषः सञ्जातः सत्यमेव हि॥ ५०
भो तात मथुर त्वन्तु पूजकं रक्ष सर्व्वतः।
न पीड़ितो येन केन कदापि स्यात् सुपूजकः॥ ५१
श्रुत्वैवं मथुरानाथः सिद्धान्तः कृतवांस्तदा।
दिव्योन्माददशेयं हि तातस्य मम सङ्गता॥ ५२
भावराज्ये हि कस्यापि त्रुटिः स्वल्पापि चेद्भवेत्।
दृष्टतास्मिन्निवात्पः स ज्वलितो भवति ध्रुवं॥ ५३

मध्यलीलायां ७म अः ।

वराहनगरे पूर्व्वंगङ्गाघट्टेऽप्यनेन हि ।
जापकं ब्राह्मणस्यान्यमनस्कस्य च कोपिना ॥ ५४
कृतश्चपेटाघातोऽपि गण्डदेशे महात्मना ।
मातस्य सुतरां मेतद्विरुद्धाचरणं बहु ॥ ५५

"So I have committed a very sinful act. Dear son, take every step to protect Gadadhar from any pains from any source. On hearing this Mathuranath came to the conclusion that it was a stage of divine madness which would cause great fury even for a very negligible offence. Some time back, on the bank of the Ganges at Baranagar, Gadadhar slapped on the chesk of a bramhin who became absent-minded in his act of counting holy names. Such feats of anger on the part of Gadadhar were seen on many other occasions.

॥ 50 to 55 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময়ে কেন আমি বৈষয়িক চিন্তা করিয়াছিলাম। অতএব এস্থলে আমার ভয়ঙ্কর দোষ হইয়াছে। ৫০

হে পুত্র মথুর! তুমি স্বয়ং পূজক কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর। যেন তাঁহাকে কেহ কখনও কোনরূপ নিপীড়িত না করেন। ৫১

তখন মথুরানাথ রাণীর কথা শুনিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছিলেন যে ইহা দিব্যোন্মাদের লক্ষণ আমার বাবাতে আজ এই লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। ৫২

মধ্যলীলায়াং ৭ম অঃ।

যদি কাহারও ভাবাবস্থায় স্বল্পমাত্রও ত্রুটি হয় বাবা তাহা দেখিয়া অগ্নিতুল্য জ্বলিয়া উঠেন। ৫৩

ইতিপূর্বে বরাহনগরে গঙ্গার ঘাটে কোনও একটি জাপক ব্রাহ্মণের অন্যমনস্ক দেখিয়া তাঁহার গণ্ডস্থলে করাঘাত করিয়াছিলেন। সুতরাং বাবার এমত অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ বহুস্থলে দেখিয়াছিলেন। ৫৪।৫৫

वायुरोग पूर्व्वचिह्नं मत्वा श्रीमथुरो महान् ।
कलिकाताख्य विख्यात वैद्यराज महर्षिणम् ॥ ५६
कुमारटुलि वास्तव्य वैद्यशास्त्र विशारदं ।
गङ्गाप्रसादमाहूय चिकित्सां समकारयत् ॥ ५७

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां गदाधरस्य पूजानन्तरं ग्रामं तच्छ्रवनेन राज्ञ्या मनयाव्यक्तं दृष्ट्वा राज्ञाङ्के चपेटाघातरूपो मध्यलीलायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७

Mathuranath thought that this might be due to some disease. So he got Gadadhar treated by Ganga Prasad, the best physician of the times. ॥ 56 to 57 ॥

Here ends the seventh Chapter of Madhyalila in the "Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam" written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব ইহা বায়ুরোগের পূর্বলক্ষণ। মথুরানাথ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কলিকাতা মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যরাজমহর্ষি গঙ্গা প্রসাদ সেন নামক কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। ৫৬।৫৭

मध्यलीलायां ७म अः।

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতের মধ্যলীলার সপ্তম অধ্যায়ে রাণী অন্যমনস্কা হইলে গদাধর রাণীর গাত্রে ভয়ঙ্করভাবে করাঘাত করেন ইহাই বর্ণিত হইল। (মঃ ৭ম অঃ সমাপ্ত)

मध्यलीलायां अष्टमोऽध्यायः ।

ततो जगन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय देव्यास्तद पूर्व्वसाधनं ।
दैनन्दिनाध्यात्मिकभावाद्धितःकर्त्तुं न शक्तः ततस्तत्यधीयतः ॥ १

भावावेशात् सर्व्वदा तन्मयत्वात्
बाह्या पूजा वर्जिता वैधरूपा ।
पूर्व्वं भोगं यत्नतः सम्प्रदाय
तत् पश्चात् पाद्यदानं चकार ॥ २
कदापि वा ध्याननिमग्न चित्तो
विस्मृत्य पूजां जगदम्बिकायाः ।
देव्याप्रसूनैः शिव बिल्वपत्रै
र्गन्धादिभिः प्रार्च्य निजां हि मूर्त्तिं ॥ ३

Goddess revealed her own divine self to Gadadhar. From now onwards Gadadhar failed to perform services in regular order due to his divine preoccupation. ॥ 1 to 3 ॥

বঙ্গানুবাদ

অতঃপর জগতের মঙ্গলস্বরূপ মঙ্গলময় গদাধর দেবীর অলৌকিক সাধনা করিয়া যে দেবীকে যোগিগণ সর্বদা ব্রহ্মময়ী বলেন। সেই দেবীর অলৌকিক স্বরূপ গদাধর প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। ১·

मध्यलीलायां ८म अः।

সর্বদা ভগবদ্ভাবে বিভাবিত অন্তঃকরণ গদাধরের প্রতিদিন আধ্যাত্মিকভাবের বৃদ্ধিবশতঃ এবং কর্ম্মকাণ্ডের পরপারে অবস্থিত বশতঃ ভবতারিণীর পূজা করিতে সমর্থ হন নাই। সর্ব্বদা ভাবাবেশে তন্ময়ত্ব হেতু নিয়মিতভাবে সাধারণ পূজা হয় নাই অগ্রে ভোগদান করিয়া তৎ পরে পাদ্য অর্ঘ্য দিতেন। ২

কোন সময়ে বা ধ্যান নিমগ্নচিত্তে ভগবতীর পূজা ভুলিয়া গিয়া দেবীর বিল্বপত্র পুষ্প ও চন্দনাদি দিয়া নিজের পূজা করিতেন। ৩

भोग्यद्रव्ये भोजनं स्वविधाय
स्वोच्छिष्टान्नैर्भोगदानं समर्प्य ।
विस्मृत्यासौ सर्वकार्यादि भावं
तस्थौ स्तब्धो बुद्धमुक्तस्वभावः ॥ ४

दशायामस्यां तातस्य महादेव्याः प्रपूजनं ।
असम्भाव्यमहं मन्ये सेवाया बाह्यरूपतः ॥ ५
तातान्तःकरणं बाह्य विषया द्विनिर्वासितं ।
अतोऽस्य पूजनं बाह्यं विपत्तुल्यं हि निश्चितं ॥ ६
विमृश्यैव श्रीमथुरः पूजकार्थं प्रयत्नवान् ।
कृपया भवतारिण्याः पूजकं प्रापत्सत्वरणात् ॥ ७
गदाधरस्य कालेऽस्मिन् पितृव्य तनयः सुधीः ।
सुपण्डितः सदाचारः कर्मठो रामतारकः ॥ ८

Gadahar himself would eat a portion of the cooked rice and dishes intended for the Goddess and offer the remaining portion to the Goddess. He lost all sense of the difference between the worshipper and the worshipped, and remained unconcerned with a vacant mind. Mathuranath mused in himself, "In this state of mind, I think, it

is not possible for Gadadhar to perform the servic es to the Goddess which are, with him, as avoidable as poison.". So Mathuranath made up his mind to appoint another priest in the place of Gadadhar. Just at that time pandit Ramtarak, the son of Gadadhar's uncle, was available for the job. *He was a good scholar and came to* Dakshineswar on the look-out for a job. ॥ 4 to 8 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং দেবীর ভোগ্যদ্রব্য স্বয়ং ভোজন করিয়া সেই উচ্ছিষ্ট অন্নাদি দ্বারা দেবীর ভোগ দিয়া পূজ্য পূজকভাব ভুলিয়া গিয়া বুদ্ধমুক্ত স্বভাব গদাধর শুদ্ধভাবে অবস্থান করিতেন। ৪

সেবার স্বরূপ সাধারণভাবে নিয়মিত থাকায় এমত অবস্থায় বাবা গদাধরের মহাদেবীর পূজা আমি অসম্ভব বলিয়া মনে করি বাবার অন্তকরণ সম্প্রতি বাহ্যবিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ভাবে অবস্থিত। অতএব বাবার বাহ্য পূজা বিষতুল্য ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ৫ ৬

এইপ্রকার আলোচনা করিয়া মথুরবাবু অন্য একটি পূজকের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমত অবস্থায় গদাধরের খুল্লতাত রামকানাইয়ের পুত্র জ্ঞানী সদাচারী কর্মকুশল সুপণ্ডিত রামতারক কর্মপ্রাপ্তির জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। ৭।৮

আগতঃ কর্মলাভায় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে।
গদাধরস্য রোগোঽয়ং যাবন্ন যাতি নিশ্চিতম্ ॥ ৫
তাবদ্দেবী পূজনং মাতুঃ করোতু রামতারকঃ।
হলধারীতিনামাস্য প্রদত্তং ঠাকুরেণ বৈ ॥ ১০

मध्यलीलायां ८म अ:।

तेनात्र हलधारीति नाम्नैव विदितो जनैः।
हलधारी व्रती भूत्वा पूजकश्च परेऽपि तं॥ ११
स्वाहारार्थं श्रीमथुरं विज्ञापित मथाकरोत्।
स्वपाकं भक्षयिष्यामि नान्यपाकं कदाचन॥ १२
श्रुत्वातन्मथुरानाथोऽप्युवाच हलधारिणं।
कथमेवं तव भ्राता भागिनेयोऽपि पंडितः॥ १३

At once Ramtarak was appointed to do the services to the Goddess till Gadadhar was cured of his disease Previously Ramtarak was named as Haladhari by Gadadhar. Accordingly here also he was known as Haladhari. On his appointment he gave out to Mathuranath that he would prepare his own meal as he never took rice cooked by others. Mathuranath argued, "Why, then, do your brother and the learned nephew take the cooked rice offered to the Goddess".

বঙ্গানুবাদ :—

গদাধরের এই বায়ুরোগ যতদিন পর্য্যন্ত আরোগ্য না হয় ততদিন রামতারকই ভবতারিণীর পূজাকার্য্য করুন। এইরূপ নির্দ্ধারিত বা ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৯

এই রামতারকের নাম পূর্বে কামারপুকুরে ঠাকুর হলধারী রাখিয়াছিলেন। এই দক্ষিণেশ্বরেও রামতারককে হলধারী নামেই পরিচিত হইতে হইয়াছিল। ১০

মধ্যলীলায়াং ৮ম অঃ।

হলধারী পূজকের পদে ব্রতী হইয়া নিজের আহারের জন্য মথুরানাথকে জানাইয়াছিলেন যে আমি অন্যের পাককরা দ্রব্য খাই নাই। অতএব আমি নিজে পাক করিয়া খাইব। ১১।১২

মথুরবাবু হলধারীর কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন এরূপ কেন? তোর ভ্রাতা এবং পণ্ডিত ভাগিনেয় ইঁহারা দেবীর প্রসাদীয় অন্ন ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করেন। ১৩

प्रसादीयान्नं देव्यास्तौ भक्त्या भक्षयतो ध्रुवं।
मथुरेणैव सुक्तोऽपि श्रीरामतारकोऽब्रवीत् ॥ १४
भ्रातुर्म्मेऽभेद बुद्धित्वादुच्चमार्गावलम्बनात्।
न दोषस्तस्य तद्रूपे प्रसादीयान्न भोजने ॥ १५
भागिनेयोऽपि तस्यैव वश्यतापन्न हितुतः।
गदाधरस्य मद्भ्रातुर्मतं तन्मतमेव हि ॥ १६
कण्ठं गतेषु प्राणेषु तथा न करवाम वै।
ब्रह्मण्यधर्म्मनिष्ठायास्तेन मे स्खलनं भवेत् ॥ १७
हलधारि मतेनैवा भवद्देव्याः प्रपूजनम्।
किन्त्वलौकिक भावस्य भ्रातुर्गदाधरस्य च ॥ १८

Ramtarak replied, "As my brother has raised himself far above all such limitations he can do as he likes with impunity. My nephew is subservient to him and has no separate entity. As to myself I shall never do it to the last day of my life, as I believe that my religious austerity will be impaired if I do so." In absence of any oth r alternative, Haladhari was allowed to have his own way. He however, could not be free from all doubts as to the uncommon spiritual achievement of his brother, Gadadhar. ॥ 14 to 18 ॥

বঙ্গানুবাদ

মথুরবাবু এই রূপ বলিলেও রামতারক বলিয়াছিলেন আমার ভ্রাতা গদাধরের অভেদ বুদ্ধি বশতঃ এবং উচ্চ মার্গ অবলম্বন বশতঃ তাঁহার পক্ষে এইরূপ প্রসাদীর অন্ন ভোজন জন্য দোষ হয় না। ১৪।১৫

ভাগিনেয় হৃদয়ও আমার ভ্রাতার বশ্যতা প্রাপ্তি হেতু তাঁহার যেরূপ মত হৃদয়রামেরও সেইরূপ মত। ১৬

কিন্তু আমাদের কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও আমরা ঐরূপ আচরণ করিব না তাহাতে আমার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম নিষ্ঠার হানি হইবে। ১৭

এই রূপ ভাবে ভোজন নিষ্ঠারক্ষা পূর্ব্বক হলধারী দেবীর পূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু হলধারী অলৌকিক ভাবে ভাবে অবস্থিত গদাধরের সাধনায় বিশেষ ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন না। ১৮

साधनायां सुविश्वासः कर्तुं न सर्वथा क्षमः।
कदापि वा सदाचारि संशयः प्रकटीकृतः॥ १९
एकदा वा सुपर्वणा भूरिरूपामथाकरोत्।
एवमहनि कस्मिंश्चिद्भाविन तन्मयात्मना॥ २०
देव्या सह मातृभावं कुर्वता ठाकुरेण हि।
स्तन्यपानं स्तनं देव्याः पुत्रेण शिशुना यथा॥ २१
कदापि वा पादमूले पतितः क्रन्दनस्वरैः।
क्रोडे कुरु महादेवि पुत्रं मां पुत्रवत्सले॥ २२
एवमुक्त्वा महादेव्याः पदोरप्टा स्ववत्सला।
अश्रुभिःसिक्त पादौ सौ हृदयमधारयत्॥ २३

Some times the conduct of Gadadhar seemd to be quite unbecoming. At other times it appeared to be deserving unreserved praise. Some times again he was seen to behave like a son to his mother. He would suck the breast of the Goddess like an infant. Some times again he would fall at the feet of the Goddess and cry aloud saying, "Oh Mother, be kind to take me on your lap." He would wet the feet of the Goddess with his tears and hold them firmly. ॥ 19 to 23 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

কখনওবা গদাধরের সদাচারে সন্দেহ করিতেন কখনওবা ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেন এবং কোনসময়ে দেখিতেন ঠাকুর তন্ময় ভাবে দেবীর সহিত গর্ভ ধারিণী মাতার মত ব্যবহার করিতে-ছেন কখন ও বা শিশু পুত্রবৎ দেবীর স্তনপান করিতেছেন।

১৯।২০।২১

অন্য কোন সময়ে দেবীর পাদতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন স্বরে বলিতেছেন হে পুত্র বৎ সলে মহাদেবি আমি তোমার পুত্র। আমাকে কোলে করুন।২২

এই বলিয়া নিজ বক্ষস্থল দেবীর চরণে স্পর্শ করাইয়া অশ্রু সিক্ত পাদযুগল দৃঢ়তর রূপে ধারণ করিতেন। ২৩

ভাবোচ্ছ্বাসমিমং দৃষ্ট্বা হলধারী সুবিস্মিতঃ।
অবদদ্ গদ্গদকণ্ঠেন ঠাকুরং ভাববিগ্রহম্ ॥ ২৪
অহং ত্বামদ্য জানামি ব্রহ্মরূপিণমীশ্বরং।
শ্রুত্বৈবং প্রত্যুবাচেদং ঠাকুরো হলধারিণম্ ॥ ২৫

मध्यलीलायां ७म अः।

सावधानो भव त्वं भो न पुनर्विस्मृतो भव।
श्रुत्वा गदाधरो वाचं हलधार्यब्रवीद्वचः ॥ २६
त्वत्स्वरूपं पुनस्त्वं मे गोप्तुं नालमसि ध्रुवं।
ऐश्वरिको महाशक्तिः त्वयि नूनं समागता ॥ २७
कृपया करुणामय्या ज्ञातमद्य मया इदम्।
ततो गदाधरेणोक्तं वसात्र दक्षिणेश्वरे ॥ २८
कश्चित्कालं मया सार्द्धं ततो ज्ञास्यामि ते मतं।
एवमुक्त्वा महातेजास्तूष्णीम्भावं गतः स हि ॥ २९

On seeing such outburst of spiritual exuberance Haladhari spoke out to Gadadhar, I have realised to-day that you are none but God's own self." At this Gadadhar replied, "Be careful not to forget again." Haladhari said, "you shall not be able to conceal your true self from me. It is now beyond all doubt that you are now bestowed with the divine power. I have learnt this to-day by the grace of the Goddess." Then Gadadhar said, "Oh Haladhari, if you so please you may stay here for some time so that I may know of your views." On saying this Gadadhar kept silent. 28 to 29

বঙ্গানুবাদ:—

হলধারী গদাধর ঐ রূপ মহাভাব দেখিয়া ভাব বিগ্রহ ঠাকুরকে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন ওরে আজ আমি তোমাকে ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান বলিয়া জানিলাম। ২৪

मध्यलीलायां ८म अ: ।

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর হলধারীকে বলিয়াছিলেন ওহে তুমি সাবধান হও পুনর্ব্বার ভুলিয়া যাইও না। হলধারী গদাধরের ঐরূপ কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন তুমি তোমার স্বরূপ আমার নিকটে পুনরায় গোপন করিতে পারিবে না। ইহা ধ্রুব সত্য যে ঐশ্বরিকী মহাশক্তি তোমার অন্তরে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। করুণাময়ীর কৃপায় আমি আজ বিশেষ ভাবে জানিয়াছি। ২৬।২৭

তৎ পরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন ওহে হলধারী কিছু কাল আমার সহিত দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কর তাহা হইলে তোমার যথার্থ মত কি জানিতে পারিব। এই কথা বলিয়া ঠাকুর মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। ২৮।২৯

ततः कतिपयाहःसु गतेषु हलधारिण ।
ठाकुराचरणं दृष्ट्वा भावान्तरमुपस्थितं ॥ ३०
योऽसौ गदाधरः पूर्व्वं प्रसादीयान्न भोजने ।
ज्ञातवान् वहुयस्तर्कं परिहृतेनाग्रजेन हि ॥ ३१
दौनत्वस्यैव संसिद्धे अधुना देव एव सः ।
साधनार्थं साधारण स्यास्पृश्यमश्रुभस्व यत् ॥ ३२
स्थानं तद्दीनकारणे स्वहस्तेन न कुण्ठितः ।
विधृत्वोच्छिष्टपत्राणि मस्तके वै गदाधरः ॥ ३३
स्वच्छस्थिति दरिद्राणां गङ्गागर्भे न्यपातयत् ।
सम्मार्जनीं स्वयं नीत्वोच्छिष्ट स्थानममार्ज्जयत् ॥ ३४

After some days, on seeing the peculiar conduct of Gadadhar, Ha'adhari revised his opinion about *Gadadhar*. He observed that

Gadadhar, who entered into unending arguments with his learned elder brother against accepting offered rice, could now wash with his own hand the place covered with the untouchable remains of meals, and carry them on his head to the Ganges. 30 to 34

বঙ্গানুবাদ :—

তৎ পরে কিছু দিন গত হইলে ঠাকুরের কার্য্য কলাপ দেখিয়া হলধারীর মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছিল। ৩০

অর্থাৎ হলধারী ভাবিয়াছিল যে গদাধর ভবতারিণীর প্রসাদের গ্রহণ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের সহিত নানা ভাবে তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন আজ সেই গদাধর দীনতা সিদ্ধি লাভের জন্য সাধারণের। ৩১

অস্পৃশ্য অনিষ্ট কারক উচ্ছিষ্ট স্থান মার্জিত এবং উচ্ছিষ্ট পত্র মস্তকে লইয়া গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিতেছেন। ৩২। ৩৩। ৩৪

पुनरन्यदिने साधुः सममुद्धिमदर्शयत् ।
सर्वजीवे शिवज्ञानं साधनसिद्धये सुधीः ॥ ३५

दरिद्रोच्छिष्ट मन्नानामकरोद्भोजनं स्वयं ।
महाप्रसाद बोधेन मस्तकोपरिधारयन् ॥ ३६

ततैरमानन्दयुतो नृत्यतिस्म गदाधर ।
यथा धनी मध्यधनः परमानन्द निर्भरः ॥ ३७

दृष्टा धैर्यच्युतिः प्राप्तो हलधारी गदाधरम् ।
सक्रोध मुक्तवांस्तस्तु किं त्वं भोः कुबुद्धिना ॥ ३८

মধ্যলীলায়াং দশম অঃ।

স্নানতঃ পতিতোচ্ছিষ্ট গলাধঃকরণঙ্কৃতম্।
তেন ত্বং পতিতো ভূত্বা চণ্ডালত্বং গতোঽধুনা ॥ ৩৮

পরন্তু তে পুত্রকন্যা বিবাহো ন ভবিষ্যতি।
সামাজিকজনৈ স্তত্তু বর্জ্জিতো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০

On some other day Gadadhar showed his sense of equality in all beings disregarding all difference between himself and the poor lepers. He also ate the remains of meals left by the lowest classes of people, with great devotion as if these were the gifts of God. He also danced in joy like a poor man suddenly growing rich. At this Haladhari lost his patience and said, "Oh Gadadhar what a fool you are? Don't you see that you have lost your rank and status by deliberately taking the remains of meals of the untouchable classes of people. You and your posterity will surely be condemned by society.

35 to 40

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর অন্য একদিন দরিদ্র ও কুষ্ঠাদি রোগ গ্রস্ত ব্যক্তির সহিত নিজকে কিছু মাত্র ভেদ বুদ্ধি না করিয়া সর্ব্ব জীবের সমবুদ্ধি দেখাই তেছেন। এবং সর্ব্ব জীবে শিবজ্ঞানে ঐরূপ অত্যন্ত অপবিত্র মহাপাতকী গণের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজনেরও কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না।

মধ্যলীলায়া ৮ম অঃ।

এবং মহাপ্রসাদ বোধে মস্তকে ধারণ করতঃ দরিদ্রের ধনলাভের মত পরমানন্দ বোধে নৃত্য করিতেছেন। ৩৫। ৩৬

ঠাকুরের এইরূপ বিরুদ্ধাচরণ দেখিয়া হলধারী অধৈর্য্য হইয়া ক্রুদ্ধ ভাবে বলিয়াছিলেন তুমি কুবুদ্ধি বশতঃ এসকল কি করিতেছ। ৩৭। ৩৮

দেখ জ্ঞানপূর্ব্বক চণ্ডালাদির অন্ন খাইলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয় এইরূপ শাস্ত্র বাক্য অতএব তুমি চণ্ডাল হইয়াছ। ৩৯

সামাজিক ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক তুমি পরিত্যক্ত হইতেছ। তোমার পুত্রকন্যাদির বিবাহ হওয়া কঠিন। বা তুমি অদ্য হইতে জাতি চ্যুত হইলে। ৪০

संसारकूप मग्नस्य वाक्येन हलधारिणः।
अपारधैर्य गाम्भीर्य्या धारकस्य योगिनः॥ ४१
निःशेषं भग्नतामाप धैर्य सेतुर्महात्मनः।
सुतीक्ष्णखरस युक्त क्रोधप्रस्फुरिताधरः॥ ४२
प्रोवाच ठाकुरस्तन्तु पण्डितं हलधारिणम्।
त्वया श्रीभगवद्गीता धीताध्यापिता भ्रुवं॥ ४३
वेदान्तवाक्य स्तोमस्य विचारोऽपि कृत स्त्वया।
शास्त्रव्याख्यानकाले तु जगन्मिथ्येति मन्यसे॥ ४४
सर्व्वं ब्रह्ममयं जगदिति किं नाभिभाष्यते।
सर्व्वभूते ब्रह्मदृष्टिः कर्त्तव्येति सदोच्यते॥ ४५
नारायण स्वरूपस्य दरिद्रस्यान्नभोजनात्।
जाताद्य मे चित्तशुद्धिः साधुनामुपदेशतः॥ ४६

These words made Gadadhar furious. He at once replied, "You have not only read but

taught others that God is the only reality and every thing else that you see and feel is false. To day all impurities of my mind have been removed by taking the remains of meals left over by the poor untouchables who are but manifestations of the one and undivided" 41 to 46

বঙ্গানুবাদ :—

সংসার কূপে নিমগ্ন হলধারীর কথা শুনিয়া অসীম গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্যের আধার হইলেও মহাযোগী গদাধর অধৈর্য্য হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে মুখ বিকৃত করিয়া হলধারীকে বলিয়াছিলেন। ৪১ ৪২

তুমি নয় গীতা পাঠ কর ছাত্রগণকেও গীতা পড়াও বেদান্ত দর্শনের অনুশীলন কর শাস্ত্র ব্যাখ্যার সময়ে অতি দৃঢ়ভাবে বল এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা ব্রহ্মই সত্যবস্তু সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় সর্ব্ব জীবে ব্রহ্ম দৃষ্টি করাই কর্ত্তব্য। এই সকল কথা পুনঃপুনর্বার বলিয়া থাক না? ৪৩।৪৪।৪৫

দরিদ্র নারায়ণস্বরূপ এইরূপই সাধুগণের উপদেশ। অতএব দরিদ্রগণের প্রসাদীয় অন্নভোজন করিয়া আজ আমার চিত্ত শুদ্ধি হইয়াছে। ৪৬

अद्वैतं भगवद्वाक्यं व्याख्येयं पण्डितैः सदा ।
शुनिचैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ ४३
त्वंस्तथा चिन्तितव्येयं नाहमोऽद्य शठः सुधी ।
यथा सत्यं वदिष्यामि करिष्यामि प्रियाप्रियं ॥ ४४
शास्त्रानुशासिनं त्वां धिङ् मूर्खं पण्डितमानिनं ।
शास्त्राध्ययन साफल्यं विफलं प्रतिभाति ते ॥ ४५

মধ্যলীলায়াং ৮ম অঃ।

শ্রুত্বৈবং হলধারী তু শাস্ত্রসিদ্ধান্ত মুত্তমং।
স্বপাণ্ডিত্যস্যাভিমানং সর্ব্বং সমজহাত্তদা ॥ ৫০

স্থূলাত্বেনাবস্থিতস্য বিদুষো হলধারিণঃ।
জাতশ্চৈবং সুসিদ্ধান্তো জীবন্মুক্তো গদাধরঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে মধ্যলীলায়াং পারমহংস্যাং সংহিতায়াং গদাধরস্য সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞান সাধনরূপোঽষ্টমোধ্যায়. ॥ ৮

"Those who have realised the truth never *find any difference between a dog and a man.* All your studies have been in vain. There is a wide gulf between what you say and what you do." *On hearing this wise saying of Gadadhar,* Haladhari ceased to boast of his erudition, and came to conclusion that Gadadhar had attained salvation even though he was alive. 47 to 51

Here ends the eighth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam composed by Pandit Ramendra Sunder Bhaktitirtha 8

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব এইরূপ অবস্থায় ভগবানের বাক্যই প্রমাণ বা পণ্ডিতগণের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত অর্থাৎ ভগবদ্বাক্য এই যে বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণেগবিহস্তিনি।

মধ্যলীলায়াং ৮ম অঃ।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ গীতা ৫অঃ ১৮ শ্লোক অর্থাৎ যথার্থ পণ্ডিত যিনি হবেন তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ও যেরূপ দেখিবেন গরু, হাতী, কুকুর ও চণ্ডালকেও সেইরূপ দেখিবেন। তুমি আমাকে তোমাদের মতই ভাবিয়াছ। তোমরা যেমন মুখে তোতা পাখীর মত ব্রহ্মই সত্যবস্তু মুখে সর্ব্বদা বল। আর কেবল মাত্র পত্নীর প্রিয়কার্য্য সম্পাদনেই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাক। ৪৭/৪৮

তোমাদের মত শঠতা বুদ্ধি আমার নয়? শাস্ত্রানুশীলনকারী পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ তোমাকে ধিক তোমার শাস্ত্র পড়া নিষ্ফল ইহা আমি দিব্য চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি। ৪৯

হলধারী ঠাকুরের এইরূপ সর্ব্বোত্তম শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ও যুক্তি পূর্ণ কথা শুনিয়া নিজের পাণ্ডিত্যাভিমান দূরীভূত হইয়াছিল। ৫০

এবং অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত পণ্ডিত হলধারীর ইহাই সুসিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে গদাধর জীবন্মুক্ত পুরুষ। ৫১/৫২

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের মধ্যলীলার অষ্টম অধ্যায়ে গদাধরের খুড়তত ভাই রামতারক বা হলধারীর ভবতারিণী কালিকার পূজায় ব্রতী হওয়া এবং গদাধরের সর্বভাবে শিবজ্ঞান সাধনা বলা হইল। নঃ ৮মঃ সমাপ্ত

মধ্যলীলায়াং নবমোঽধ্যায়ঃ

मन्दिरस्य प्रतिष्ठातो गतं वर्षचतुष्टयं ।
किन्तु गदाधरस्यायं दिव्योन्मादो गतो न हि ॥ १
शास्त्रविहित नियमैरेभिर्मुक्तं विचक्षणैः ।
न याद,त्पर्यायस्य पत्नत्वं भवति ध्रुवं ॥ २
मातदुन्मादभावस्य न किञ्चित् परिवर्त्तनं ।
भविष्यतीति नः शास्त्रसम्मतावारणा मता ॥ ३

सप्तमीमायां ८म अः।

उन्मादरोगमुक्त्यर्थं मथुरो चिन्तितो भृशं।
हृदयेन समालोच्याविधोपायः समाश्रितः॥ ४
पार्श्वेऽस्य शयनागारे रूपेणा प्रतिमां भुवि।
यामीय तरुणीं काचि शय्य गम्या समीपतः॥ ५
अनवद्यशोभागारं गोघलटोगमुक्तये।
तदा गदाधरोऽन्यया वसियतो स्थानमाश्रितः॥ ६

It was four years since the temples had been founded, but Gadadhar could not be cured of his divine madness. At last the physicians declared that he could be cured of his madness by sexual intercourse. Accordingly, in consultation with Hriday, Mathuranath managed one night to keep a beautiful women by the side of the bed of Gadadhar who happened to be away from his room. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

মন্দির প্রতিষ্ঠার পর প্রায় ৪ বৎসর গত হইলেও গদাধরের দিব্যোন্মাদ বা সাধারণ লোকের নিকটে পাগল ভাব নষ্ট হইয়াছিল না। ১

বহুতর চিকিৎসকগণ গদাধরকে দেখিয়া এইরূপ বলিয়া ছিলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত গদাধরের স্ত্রী সংসর্গ না হইবে ততদিন পর্যন্ত উন্মাদরোগ আরোগ্য হইবে না ইহাই আমাদের শাস্ত্রাচার মত।

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ।

মথুরবাবু চিকিৎসকগণের অভিপ্রায় জানিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া হৃদয়রামের সহিত যুক্তি করিয়া ঠাকুরের রোগ আরোগ্যের জন্য একটি অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ৪

অর্থাৎ কোনও একটি পরমা সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোককে ঠাকুরের উপভোগের জন্য সন্ধ্যার পর তাঁহার শয্যার পার্শ্বে রাখিয়াছিলেন। ৬

प्रविश्य तरुणीं दृष्ट्वा सायाह्ने तां गृहान्तरे ।
अपूर्व्वोल्लासमत्तः सुच्चकण्ठं हृदयमाह्वयत् ॥ ७
अरे हृद्दु हृदु इति वारं वारं वदंश्च सः ।
एह्येहि पश्य शीघ्रं मो गेहे केयं समागता ॥ ८
हृदयोऽपि तदा धावंस्तत्रागत्य सविस्मयः ।
स्तब्धीभूत स्वां तरुणीं ददर्शाश्चर्य्यवत्तदा ॥ ९
गलदश्रुलोचनेभ्योमुग्मत्तो मातृश्रो महान्
प्रणम्य तरुणीं तान्तु गद्गदेन स्वरेण वै ॥ १०
मा मा मेति वदन्भूरि बद्धाञ्जलि पुरःसरं ।
वीरासनेनोपविश्य प्रार्थना मकरोत्तदा ॥ ११
कृपयास्मद् गृहे यस्मादागता भवसुन्दरि ।
अतस्तव दीनहीन पुत्राय देहि चाशिषम् ॥ १२

At night on entering his room Gadadhar found the *woman standing.* He at once shouted in great joy and called in Hriday who feigned to be greatly surprised. Gadadhar knelt down with folded hands and prayed to her with *tearful*

eyes, "Oh Mother, if thou hast been pleased to come to my cottage, be pleased to give your blessing to my humble and *wretched self.*"

7 to 12

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তৎপরে রাত্রিতে ঠাকুর পঞ্চবটীর কুটীরে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়াই আনন্দের সহিত অতি উচ্চ কণ্ঠে অর্থাৎ চিৎকার করিয়া ভাগিনেয় শ্রীমান্ হৃদয়রামকে ডাকিয়াছিলেন। ৭

অর্থাৎ বলিয়াছিলেন ওরে হৃদু হৃদু হৃদু শীঘ্র এখানে আয়রে শীঘ্র আয়। আসিয়া দেখ, আমাদের কুঁড়ে ঘরে কে একটি অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্যবতী পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক রাখিয়া গিয়াছে।

এইরূপ ভাবে বারম্বার হৃদয়কে ডাকিবা মাত্র হৃদয়রাম তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আসিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া যেন কিছুই জানেন না অত্যন্ত আশ্চর্য্যের মত হইয়াছিলেন। ৮।৯

তৎপরে দেখিলেন সেই পাগল মাতুল চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া মা, মা, মা এইরূপ পুনঃ পুনর্ব্বার গদ গদ স্বরে বলিয়া বীরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক করযোড়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

১০।১১

হে ভবসুন্দরি যদি কৃপাপূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র কুটীরে পদার্পণ করিয়াছ তবে তোমার এই দীন হীন পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কর। ১২

যেন মে মনসো বাঞ্ছা পুরয়েজ্জগদম্বিকা।
নারীমাত্রে মাতৃবুদ্ধিঃ স্থা বা সুস্থতা গতা ॥ ১৩

ठाकुरस्य परीक्षार्थं वैद्योपदेशतोऽथवा।
रोगशून्यं कारयित्वा विषयास्वादसंयुतं ॥ १४
कर्त्तुं स मथुरेणेष्टमुपायश्चावलम्बितः।
किन्त्वत्याद्भुतचर्य्यां स दृष्ट्वा मां ज्ञातवांस्तदा ॥ १५
स्पर्शमणेः स्पर्शहेतोरायसं याति हेमताम्।
आयसस्य तु संस्पर्शान्नभवे दायसं मणिः ॥ १६
तथैयं सुखसंस्पर्शा तरुणी कोमलात्मिका।
अतीव सौन्दर्य्ययुता कामुकप्रीतिदायिका ॥ १७
असीम संयमप्राप्त साधनासिद्ध योगिनः।
दर्शनेनैव निर्धूत पापारूपान्तरं गता ॥ १८

"Bless me that the Mother of the universe fulfils my desire." The woman became surprised to hear all this. Mathuranath took recourse to this plan to cure Gadadhar of his madness and to tempt him to family life, or it might be that he did so to test his holy innocence. When iron comes into contact with the magic stone it turns into gold but the magic stone dose not change into iron. The words of Gadadhar roused the holiness in the woman and she fell at the feet of Gadadhar. 13 to 18

বঙ্গানুবাদ :—

যেন জগদম্বা আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। তখন সেই যুবতী ঠাকুরের নারী মাত্রে মাতৃভাব দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াছিলেন। ১৩

মধ্যলীলায়াং৮ম অঃ।

ঠাকুরের রোগ মুক্তির জন্য বৈদ্যবর্গের উপদেশ অনুসারে অথবা ঠাকুরের পরীক্ষার জন্যই বা হউক যে কোন ও প্রকারে ঠাকুরকে বিষয়ে প্রবেশ করাইবার জন্য মথুরবাবু এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৪

কিন্তু এইরূপ অবস্থায় ঠাকুরের অলৌকিক আচরণ দেখিয়া মথুরবাবুর এইরূপ মনে হইয়াছিল যে স্পর্শমনির স্পর্শ বশতঃ লৌহ স্বর্ণ হয়। কিন্তু লৌহের স্পর্শে স্পর্শমণি লৌহ হয় নাই। ১৫।১৬

সেইরূপ এই কোমলাঙ্গিনী স্পর্শ মাত্রে সুখদায়িনী কামুক ব্যক্তিগণের অত্যন্ত প্রীতিদায়িকা সর্ব্ব সৌন্দর্য্য যুক্ত তরুণী হইলেও অসীম সংযমী সাধনা সিদ্ধ যোগীর দর্শন মাত্রে সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্তা হইয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে বিলুণ্ঠিতা হইয়া ক্রন্দনস্বরে বলিয়াছিলেন। ১৭।১৮

सा पदोर्लुण्ठिता सद्य उवाच करुणस्वरैः।
चित्त सन्ति बहवो विप्राः स्वरूपं न विदन्ति ये ॥ १८
अयं जानामि ते रूपं सर्व्वै र्या निन्दिताह्यहं।
क्षमस्व कृपया देव मामुद्धर दयानिधे ॥ २०
एवमुक्त्वा तदा नारी सर्व्वस्वं परिहाय सा।
गलल्लम्नोकमाशासा तत् पादलुण्ठिता सती ॥ २१
प्रणम्य देव देवेशं ज्ञात्वा नारायणं हरिं।
तद्दिनावधि तत्रैव साधनायां रता भवत् ॥ २२
तदा मथुरानाथेन मनस्येतद् विचिन्तितं।
ठाकुरेण सुविज्ञातं ममेदं दुश्चेष्टितं ॥ २३
येतौ विकार वार्त्तायं देवस्य बहुभिर्जनैः।
कृता पल्लविता तत्र यत्र जातो गदाधरः ॥ २४

मध्यलीलायां ८म अः।

चन्द्रादेव्यपि पुत्रस्य चिन्तयाकुलिता भृशं ।
सविधे संरक्षणाय शुश्रूषा यत्न हेतवे ॥ ২৫
माता संप्रेरितः कश्चित् कामारपुकुराज्जनः ।
शीघ्रं तत्र समागत्य दक्षिणेश्वर मन्दिरे ॥ ২৬
गदाधरं तत्र नेतुं मथुराय न्यवेदयत् ।
आकर्ण्य मथुरानाथः शुभं मत्वा व्यचिन्तयत् ॥ ২৭
सम्भावना रोगमुक्तेः स्थानस्य परिवर्त्तनात् ।
स्नेहमय्या जनन्यास्तु सर्व्वदा परिचर्य्यया ॥ ২৮
एवं तुष्टेन मनसा दातुं मात्रे धनं बहु ।
वस्त्रयं सदभृत्ययुतं गोयानेन समन्वितं ॥ ২৯
अस्त्रशस्त्रदण्डधारि संरक्षक जनैर्वृतं ।
बाष्प संरुद्धकण्ठस्तु मथुरः साश्रुलोचनः ॥ ৩০

On hearing the news, Chandra Devi became much perturbed and sent a man to Dakshineswar to bring Gadadhar to Kamarpukur. The man delivered the message to Mathuranath who was glad to receive it ; for he thought that the change of place and climate might be beneficial to Gadadhar. So he gave a very large sum of money and sent Gadadhar in a cart escorted by a large number of armed guards. He also said with tearful eyes. 25 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই লোকটিকে বলিয়াছিলেন যে আমি আমার গদাধরকে কাছে রাখিয়া চিকিৎসা করাইব। মাতা চন্দ্রাদেবীর এইরূপ

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ।

আদেশ লইয়া সেই লোকটি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া মথুরবাবুকে জানাইয়াছিলেন। মথুরবাবু ও ভাল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ২৫।২৬।২৭

স্থান পরিবর্ত্তনে এবং মাতৃস্নেহে রোগমুক্তির বিশেষ সম্ভাবনা অতএব জন্মভূমিতে যাইলে বাবার ভালই হইবে। ২৮

মথুরানাথ এইরূপ ভাবিয়া মাতা চন্দ্রাদেবীর উদ্দেশে বহুতর অর্থ ও নানা প্রকার বস্ত্র তৈজসাদি দিয়া বহু গোশকটে বহুতর প্রহরীর সহিত বাবা গদাধরকে পাঠাইবার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে বলিয়াছিলেন। ২৯।৩০

उवाचेदं सविनयं गच्छन्तं तं गदाधरं ।
शीघ्रं मत्यागमं याचे तवाहं क्षुद्र किङ्करः ॥ ३१
तदङ्घ्रि धूलि मादाय प्रणम्य च पुनः पुनः ।
साधुं तं प्रेषयामास जन्मभूदर्शनाय सः ॥ ३२
एवं पञ्चषष्ठ्यधिक द्वादश शतस स्यके ।
वङ्गाब्दस्य मध्यभागे त्रयोविंश वयःक्रमे ॥ ३३
पैत्रिकभवने जन्मस्थाने दीर्घदिनात् परं ।
पुनस्तं समागत्य सुस्थचित्तो गदाधरः ॥ ३४
ग्रामवासिजनैः सार्द्धं सुवासानन्दयुक् सदा ।
दक्षिणेश्वर वार्त्तांश्च वाच सर्व्वान सुहृज्जनान् ॥ ३५
एव क्रियद्दिने याते यो भावो दक्षिणेश्वरे ।
तत्राद्यः पुनरत्रैवागतस्तत् विवृत्तयानि ॥ ३६

"I, your humble servant, pray for your early return." With these words Mathuranath took

the dust from the feet of Gadadhar and sent him to his native place. In the Bengali year, 1265, at the age of twenty three, Gadadhar returned to his home in his native village and felt very happy. He enjoyed the company of the villagers very much and told his friends all about Dakshineswar. After some days he however, relapsed to the state of mind whish he had at Dakshineswar.

31 to 36

বঙ্গানুবাদ :—

বাবা আপনার অতি অধম এই দাসানুদাস দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন প্রার্থনা করে। ৩১

এই বলিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে পুনঃ পুনর্ব্বার ধারণ পূর্ব্বক জন্মভূমি পরিদর্শন জন্য বাংলা সন ১২৬৫ সালের আশ্বিন মাসে গদাধরের তেইশ বৎসর বয়সে পাঠাইয়াছিলেন। ৩২।৩৩

নিজের জন্মভূমিতে পিতার গৃহে—বহু দিনের পর আসিয়া গদাধর বেশ সাধারণ লোকের মত সুস্থ অবস্থায় গ্রামবাসি লোক সকলের সহিত দক্ষিণেশ্বরের বৃত্তান্ত আলাপ আলোচনায় সর্ব্বদাই আনন্দে থাকিতেন। ৪।৩৫

এইরূপ ভাবে কিছুদিন গত হইলে দক্ষিণেশ্বরে যেরূপ দিব্যোন্মাদ অবস্থা হইত সেইরূপ এই পিত্রালয়ে হইল। ৩৬

मामेति सूच्चध्वनिना व्याकुला क्रन्दनेन च ।
भावावेशात्सदा ग्रामी बाह्यज्ञान विलुप्तता ॥ ३७
आतङ्किताः परिजना ग्राम्योऽपि भयविह्वलाः ।
तत् पल्लीवासिनश्चापि बभूवुः शङ्किता भृशं ॥ ३८

यदा व्याकुलितो भावो नायात ठाकुरस्य हि।
तदा भूतिर्खाल इति बुधुइ मोड़ल इत्यपि ॥ ३९
नाम्ना मद्रा श्मशाने द्वे पल्लीप्रान्तद्वये स्थिते।
प्रत्युत्पन्नतिमस्त्रोऽपि पुरुषा दिवसेऽपि च ॥ ४०
यातुं पितृवने तेऽपि भयं भीता भवन्ति वै।
अमानिशान्धकारे स एकलः श्रीगदाधरः ॥ ४१
नीत्य रात्रिं प्रातःस्नात्वा पुष्प हस्तो गृहेऽविशत्।
कस्याश्चिदपि वा रात्र्यां तदोयोमध्यमाग्रजः ॥ ४२

Gadadhar would very often cry out, "Mother" and fall into a swoon. All his friends, relatives and also the villagers got frightened. When Gadadhar was not agitated by the stroke of divine madness he would go in the moonless night to the burning grounds of Budhui Mandal and Bhuti's canal and after passing the night there all alone he would return home in the morning with flowers in his hand. 37 to 42

বঙ্গানুবাদ

মা মা বলিয়া উচ্চৈঃ শব্দে ব্যাকুলিত হইয়া ক্রন্দন। এবং ভাবাবেশে তন্ময়তা বশতঃ বাহ্যজ্ঞান শূন্যতা এইরূপ দেখিয়া পল্লীবাসী ও আত্মীয় স্বজন সকলেই নানা প্রকার ভাবে ভীত হইয়াছিলেন। ৩৭।৩৮

যে সময় গদাধরের ব্যাকুলিত ভাব না হইত তখন কামারপুকুরে দুই দিকের দুই শ্মশানে অর্থাৎ একটি বুধুই মোড়লের শ্মশান।

অন্যদিকে ভূতির খাল বলিয়া শ্মশান এই দুইটি শ্মশানে অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রিতে একা গদাধর সমস্ত রাত্রি থাকিয়া প্রাতঃকালে স্নান করিয়া পুষ্প হস্তে ঘরে আসিতেন। যে দুইটি শ্মশানে অতি বলিষ্ঠ ব্যক্তি ও দিবাভাগেও একা যাইতে পারিতেন না।

৩৯।৪০।৪১

रामेश्वर स्तदन्वेषी जपदीपयुतः सुधीः ।
गदाधरेतिमाम्ना च श्मशानस्था विदूरतः ॥ ४२
आहूतवान् साग्रह' तं भ्रातरं श्रीगदाधरं ।
श्रुत्वेयं तत्क्षणादूचे गच्छामि शीघ्रमेव हि ॥ ४४
त्वमस्यां दिशिमागच्छ तवानिष्टं भविष्यति ।
एवं तत्तदाचरणं दृष्ट्वा तत्स्थानवासिनः ॥ ४५
सर्व्वेऽपि मेनिरे तत्र साधनार्थं गदाधरः ।
रात्रौ श्मशानमध्येति साधनासिद्धये सुधीः ॥ ४६
प्रायेन प्रख्यातिस्यं तं गदाधर मतःपरं ।
पश्यन्ति स्नेहसयुक्त चक्षुषा ग्रामवासिनः ॥ ४७
अपूर्व्वं मानवस्यास्य यस्यार्थे व्याकुलं मनः ।
मर्म्मस्पर्शी सदोच्छ्वासो रोदनश्च निरन्तरं ॥ ४८

In some nights Rameswar, the elder brother of Gadadhar would go towards the burning grounds in search of Gadadhar and call him from a distance. At once Gadadhar would reply, "I am coming presently. Please do not come nearer, for mischief may come to you." Every body was convinced that Gadadhar went to the

burning place to attain the finale of his penance. Gadadhar became the object of affection of all. It was a general belief that Gadadhar must have already seen the Goddess for whom he cried with so much agony and ardour. 43 to 48

বঙ্গানুবাদ :—

কোনও একটি রাত্রে গদাধরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর অনুসন্ধানে জানিলেন যে গদাধর শ্মশানে গিয়াছে। তখন ২।১টি লোক এবং হ্যারিকেন আলোক সঙ্গে লইয়া শ্মশানের কিছু দূর হইতে গদাধর গদাধর বলিয়া ডাকিলে সসব্যস্তে অতি উচ্চস্বরে গদাধর বলিলেন ওগো দাদা তুমি এদিকে এসো না তোমার অনিষ্ট হবে। আমি এখুনি যাচ্ছি। ৪২।৪৩।৪৪

গদাধরের এইরূপ কার্য্যকলাপ দেখিয়া কামারপুকুর নিবাসী লোক সকল মনে করিয়াছিলেন যে গদাধর সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্যই শ্মশানে যায়। ৪৫।৪৬

এবং যখন সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হন তখন গ্রামবাসী সকলেই গদাধরকে স্নেহ করেন। ৪৭

এই অলৌকিক মানবের যাঁহার জন্য সর্ব্বদাই মন ব্যাকুলিত উচ্ছ্বসিত ও মর্ম্মস্পর্শকারী ক্রন্দন ইত্যাদি ভাব প্রবণতার লক্ষণ দেখিয়া লোক সকল মনে করিতেন বোধ হয় গদাধর সাধনামৃত পানে সুতৃপ্ত হইয়াছেন। ৪৮।৪৯

দৃষ্ট্বা বিলীনং তৎ সর্ব্বং বিদুঃ সর্ব্বে সুনিশ্চিতং।
সাধনামৃতপানেন সুতৃপ্তোঽয়ং গদাধরঃ॥ ৪৯

মধ্যলীলায়াং ৯ম অঃ।

সাধকানুগ্রহার্থায় ভক্তাভিষ্ট প্রদায়িনী।
চিদানন্দময়ী কালী স্বমূর্ত্তিং তমদর্শয়ৎ॥ ৫০
যন্মহাসাধকানাং হি কাম্যমেকান্ত দুর্লভং।
তদায়ত্তমভূত্তস্য দুষ্প্রাপমপি দৈবতৈঃ॥ ৫১
সাধকস্যৈকনিষ্ঠস্য সাধনাশক্তিশালিনঃ।
সুধাফলং সমুদ্ভূতং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৫২
পূর্ব্বং সাধনকালেতু দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে।
জগন্মাতুঃ স্বরূপস্য সন্দর্শনাত্তঃ পরং॥ ৫৩
যাকাঙ্ক্ষা সাধকমনঃ করোত্যুদ্বেজিতং সদা।
অত্র মহাশ্মশানে তাং সাধনা সমপূরয়ৎ॥ ৫৪

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং গদাধরস্য দক্ষিণেশ্বরাৎ জন্মস্থান প্রাপ্ত্যনন্তরং শ্মশানে দেব্যাঃ সাক্ষাদ্দর্শনরূপ মধ্যলীলায়া নবমোধ্যায়ঃ। ৯ মঃ।

It was very probable that Goddess Kali had been pleased to show her real self to Gadadhar and to fulfil his desire. Having seen the Goddess once at Dakshineswar. Gadadhar went frequently to the burning place to pacify his mental agitation. 49 to 58

· Here ends the ninth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by *Pandit Ramendra Sundar Bhaktitirtha.*

বঙ্গানুবাদঃ—

সাধক গদাধরকে ভক্তবাঞ্ছাপ্রদাত্রী জ্ঞানানন্দ স্বরূপিনী কালিকা দেবী নিজমূর্ত্তি অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন। ৫০

মধ্যলীলায়াঃ ৯ম অঃ।

যে দর্শন মহা মহা সাধকগণও নিত্য কামনা করেন। এবং অত্যন্ত দুর্লভ দেবতাদিগেরও দুঃসাধ্য সেই ভগবতীর দর্শন তিনি করিয়াছিলেন। ৫১

একনিষ্ঠ গদাধরের সাধনা রূপশক্তি বৃক্ষের যে সুখাফল সমুদ্ভূত হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। ৫২

ইহার পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সাধনাকালে জগদম্বার একবার প্রত্যক্ষের পর যে আশা সাধকের মনকে উদ্বেজিত করিয়াছিল এই কামারপুকুরের মহাশ্মশানে সাধনা দ্বারাই সেই আশা সম্যক রূপে পূরণ হইয়াছিল। অর্থাৎ সর্ব্বদাই জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ৫৩৫৪

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ ভাগবতের মধ্যলীলার নবম অধ্যায় গদাধরের দক্ষিণেশ্বর হইতে জন্মস্থান কামারপুকুরে আগমন এবং ঐ স্থানের শ্মশানে সিদ্ধিলাভ বলা হইল। মঃ ৯ অঃ সমাপ্ত।

মধ্যলীলায়াং দশমোঽধ্যায়ঃ

ম্লানান্তঃকরণং পুত্রং দৃষ্ট্বা মাতা ব্যচিন্তয়ৎ।
নোন্মত্তোনাধুনা তুষ্টঃ সুখী মামেতি রোদিতি ॥১
মাতঃপরং শ্মশানং স যাতি রাত্রৌ যদা তদা।
উত্তমঃ সহজোভাবঃ সারল্য প্রতিমূর্ত্তিকঃ ॥ ২
মাতা জ্ঞাতং হি মত্ পুত্রো রোগমুক্তো ■ সংশয়ঃ।
পুত্রো মে যদি ভূয়োঽপি পীড্যতে পবনোত্থজা ॥ ৩
ইত্যাশঙ্ক্য লোচনার্থং স্ত্রিয়ঃ স্নিগ্ধা নিমন্ত্রিতাঃ।
গদাধর বিবাহার্থং মুচিরে তা বরাঙ্গনাঃ ॥ ৪

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

सदारमतिमीप्रं त्वं कुरु देवि गदाधरं।
विवाहयोग्य वयसः पुतस्य दारकर्म्माणि ॥ ५
नानिष्पन्ने सांसारिकी मतिः शुद्धा भविष्यति।
वायुरोगेनापि पुनराक्रान्तो न भवेदिति ॥ ६

After some days it was observed by Gadadhar's mother that he did not lose his balance of mind any more, nor frequent the burning place as before. He was now quite easy-going and plain-living. So she was convinced that he was cured of his disease But with the fear that Gadadhar might be attacked again with the disease, she held a meeting with the wise ladies of the village for a discussion in the matter. All of them opined that Gadadhar had attained marriageable age and it was high time that he should be married which would settle his mind and permanently cure him of the disease. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ ঃ—

দিন কয়েক পরে মাতা চন্দ্রাদেবী পুত্র গদাধরকে শান্তভাব স্বরূপ দেখিয়া ভাবিয়া ছিলেন সম্প্রতি গদাধর পাগলের মত আর মা মা বলে কাঁদে না। এবং যখন তখন রাত্রি কালে শ্মশানে যায় না অতি উত্তম স্বাভাবিক ভাব। সর্ব্বদা সারল্য পূর্ণ দেহ। ১।২

অতএব গদাধর রোগমুক্ত ইহা নিঃসন্দেহ মাতা এইরূপ জানিয়া ও যদি পুনর্ব্বার পীড়িত হয় এই রূপ ভাবিয়া কর্ত্তব্য পটু স্ত্রীলোক সকলকে আলোচনার জন্য ডাকিয়া ছিলেন। সেই বরাঙ্গনাগণও গদাধরের বিবাহের জন্য বিশেষ ভাবে বলিয়াছিলেন। ৩।৪

গদাধরকে শীঘ্র শীঘ্র পত্নী যুক্ত কর। বিবাহযোগ্য পুত্রের বিবাহ না দিলে সংসারিক বুদ্ধি ভালভাবে হয় না। বিবাহ দিলে বায়ুরোগও ভাল হইবে। ইহাই আমাদিগের যথার্থ শুভদায়ক মত। ৫।৬

एवमस्मन्मतं देवि सुहृदं शुभदायकं।
नानामिषं मनःपूता वाचयन्ती मनस्विनी ॥ ७
श्रुत्वा मध्यम पुत्रेण सहोदाहे समुत्सुका।
गदाधरो यदि ज्ञात्वा स्व विवाह विनिश्चयं ॥ ८
ज्ञात्वा मतान्तरं बाधां प्रदास्यतीति शङ्कया।
स्थिरीकृते तु सम्बन्धे न किञ्चिदनुमर्हति ॥ ९
तस्मात् संगोपनं मात्रा कृतं पुत्र विसर्जनं।
एकेन दिवसेनैव तदभूत् सुविनिश्चितम् ॥ १०
तदा श्रीहृदयरामो दक्षिणेश्वर मन्दिरात्।
प्रत्यागतो मातुलस्य वार्त्तां विज्ञातुमात्मना ॥ ११
सन्नीपे मातुलो दृष्ट्वा हृदयं प्राह सस्मितं।
धरं हृदु किं शृणोषि वार्त्तामतितरां शुभां ॥ १२

According to the advice of the wise ladies, Chandra Devi discussed the matter with her second son, and made up her mind to get Gadadhar married. She however, thought it wise not to disclose the matter to Gadadhar before the negotiation was *finally settled. On that* very day Hridayram came to Kamarpukur from Dakshineswar to see his uncle. He was first seen by Gadadhar who at once said to him with a

laugh, "Oh Hridu have you heard the good news ? Every effort is being made to get me married." 7 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সকল স্ত্রীলোকের মন্তব্য শুনিয়া চন্দ্রাদেবী মধ্যম পুত্র রামেশ্বরের সহিত আলোচনা করিয়া গদাধরের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ৭

কিন্তু গদাধর যদি নিজের বিবাহ জানিতে পারিয়া অসম্মতি প্রকাশ করে অথবা বাধা দেয় তজ্জন্য আমরা এক প্রকার স্থির করিলে আর কিছু বলিতে পারিবে না। ৮।৯

এইরূপ জল্পনা কল্পনা করিয়া চন্দ্রাদেবী যে সকল পরামর্শ অত্যন্ত গোপন করিয়াছিলেন। গদাধরই সেই সকল যুক্তির সুমীমাংসা করিয়াছিলেন। ১০

অর্থাৎ এই সময়ে হৃদয়রাম মাতুলের শুভাশুভ সংবাদ লইবার জন্য কামারপুকুরে মাতুলের গৃহে আসিলে সর্ব্বাগ্রে গদাধর হৃদয়রাম ভাগনেয়কে দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

ওরে হৃদু তুই কি শুনিয়াছিস একটি অতিশয় শুভাবহ কথা। ১১।১২

सर्व्वैर्मम विवाहार्थं महोरात्रं विचेष्टितं।
एकामपि सुकन्यान्तु प्राप्नुवन्ति न ते क्वचित्॥ १३
प्राप्या वा कथमेतै र्हि सा कन्या यत्र विद्यते।
जयरामवाटो ग्राम वास्तव्याति महाशय॥ १४
रामचन्द्र देवशर्म्मा मुखोपाध्याय पुत्रिका।
षड्वर्षीया सारदाख्या सा मे भार्य्या भविष्यति॥ १५

मनोवचनयो र्वांछान्तद्वाक्यं मातुलास्यतः ।
श्रुत्वा श्रीहृदयरामः क्षणं वाक्शून्यतां गतः ॥ १५
योषित् सङ्गो मातुलस्य यादृशो दक्षिणेश्वरे ।
दृष्टो हृदयरामेन तस्यै वेदृक् सुभाषणम् ॥ १६
अद्यापि व्यवहारः स नेत्रयोः प्रतिभाति मे ।
अस्याद्भूत मातुलस्य कोदमद्भूत भाषणम् ॥ १७
केवलं स्व विवाहेऽस्य मानिच्छा विद्यते ध्रुवं ।
भाविन्या सहधर्म्मिण्या गदितं प्राप्तिकारणम् ॥ १८

"But no girl has been found to be suitable. How can they find the bride if they do not go to the place where she lives? The six-year old girl, named Saroda, who is the daughter of Ramchandra Mukhopadhyaya of the village of Jayrambati, will be my wife." Hriday, who could distinctly remember the attitude of his uncle to women folk at Dakshineswar, could not imagine such words from him. 13 to 18

বঙ্গানুবাদ :—

অর্থাৎ এখানে সকলেই আমার বিবাহের জন্য দিবারাত্র বহুতর চেষ্টা করিয়াও কোথাও একটি ভাল মেয়ে পাইতেছে না। ১৫

কি করেই বা পাবে সেই কন্যা যেখানে আছে বলছি শোন জয়রাম বাটী গ্রামে খুব ভাল লোক রামচন্দ্র মুখুজ্যের মাত্র ছ বছর বয়সের একটি কন্যা সারদা নামে আছে। সেইটিই আমার স্ত্রী হইবে। আমার জন্যই সেই মেয়েটিকে খুঁটো বেঁধে রেখেছে।
১৪।১৫

মাতুলের মুখে বাক্য মনের অতীত সেইরূপ কথা শুনিয়া হৃদয়রাম মুখে কথা বলিতে না পারিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে এই মাতুলের দক্ষিণেশ্বরে স্ত্রীলোকের সহিত যেরূপ ব্যবহার আজ পর্য্যন্ত ঠাকুরের সেই সকল ব্যবহার আমার চক্ষের সামনে ভাসচে। সেই মাতুলের মুখে এইরূপ কথা ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। ১৬।১৭।১৮

ततः साधारणजने वार्तेयं सुप्रचारिता ।
चतुर्दिक्षु ततस्तस्याः कन्याया मार्गणे कृते ॥ २०
गव्यूति मात्रे जयरामवाटी
ग्रामे हि कामारपुरात् स्वधामात् ।
श्रीरामचन्द्रस्य सुतास्ति काचि
दिव्यं व्यजानीत गदाधराम्बा ॥ २१
वयसा षड्वर्षमिता सुरूपा सत्कुलोद्भवा ।
सम्वादमिममश्रौषीज्जननी पुत्रवत्सला ॥ २२
संसारवैराग्ययुतस्य साधोः पुत्रस्य वैवाहिक बन्धनार्थं ।
मात्रा तथा तत् स्वजनादिभिश्च कन्या युवत्येव सुकाङ्क्षणीया ॥ २३

Hriday understood that Gadadhar was not only willing to marry but also speaking of the way to get the bride. However Chandra Devi got the news of the bride, the daughter of Ramchandra at Joyrambati. Even though a grown-up girl was desired by all to attract Gadadhar to family life, all agreed to marry Gadadhar to this six-year old girl in view of Gadadhar's forecast and Chandra Devi's willingness. 19 to 28

বঙ্গানুবাদ :—

কেবলমাত্র নিজের বিবাহেচ্ছাপূর্ণ মত আছে তাহা নয় ভাবী পত্নী কোথায় আছে তাহাকে কিরূপে পাওয়া যাইবে তাহাও বলিতেছেন। ১৯

ইহাও অত্যাশ্চর্য্য পরে সকলে এই কথা জানিয়াছিল যে গদাধরের বিবাহ বিষয়ে নানা প্রকার চেষ্টা হইতেছে। গদাধরের মাতা এবং আত্মীয় সকল বহুস্থানে অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে অবগত হইল যে কামারপুকুরের দুই ক্রোশ দূরে জয়রাম বাটী নামক গ্রামে সদাচারী সদ্গুণান্বিত সুপণ্ডিত মুখ্য কুলীন রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি ষড়বর্ষ বয়স্কা সুরূপা সদ্গুণবতী সুকুমারী কন্যা আছে। এই সংবাদটি মাতা চন্দ্রাদেবী শুনিয়াছিলেন। ২০।২১।২২

সংসার বিরাগী সাধু পুত্রের বিবাহ বন্ধনার্থে যুবতী কন্যাই আত্মীয়গণের প্রার্থনীয়। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় সাধু পুত্রের দাদা ও মাতা চন্দ্রাদেবীর ইচ্ছা বশতঃ ষষ্ঠ বর্ষা ঐ কথাটিকেই সকলেই মনস্থ করিয়াছিলেন ২৩

किन्त्वयदिच्छन् सुतस्य चापरं स्वयं स्वकीयानुभवादि माया।
एकान्ततत्त्वात्पदयाय कन्या निर्धारिता सम्र सदैव सर्व्वैः ॥ २४
घट्‌पदाधिकारिविराजमान मानि मेय मती रथो।
गुणी मारदया देव्या रामचन्द्र मिश्रस्य च ॥ २५
गदाधरस्य सम्पन्नो दारकर्म्ममहोत्सवः।
माघमासेऽपमार्थ्य शुभा वैवाहिकी क्रिया ॥ २६
दापना भुन्दभी शब्दैः स्तोत्रैः परिपूरिता।
कामारकुरस्थाना महामोदोद्भमूलदा ॥ २७

मध्यलीलायां १०म अः।

भूतः पाणिग्रहस्तस्य चतुर्विंश वयःक्रमे।
विवाहात् परतस्तत्रैकोनविंशति संख्यकान्॥ २८
मासान् समवसद्योगी कामारपुकुरे महान्।
सुसम्पन्नाभगवतः शुभा वैवाहिकी क्रिया॥ २८

The marriage ceremony was held in the month of Vaisakh of the Bengali year 1266. The extravagance on this occasion was enormous. The din and noise of the festivity on this occasion filled the entire village of Kamarpukur. Gadadhar was married at the age of twenty-four, and stayed at Kamarpukur for one year seven months after his marriage.
24 to 29

বঙ্গানুবাদ :—

সন ১২ শত ৬৬ সালে বৈশাখ মাসে বৃহস্পতিবারে শারদীয় চন্দ্র সদৃশ গদাধরের সারদা দেবীর সহিত বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

যে ভাবে বিবাহ কার্য্য হইয়াছিল তাহা সাধারণের সাধ্যের অতীত। ২৬

অর্থাৎ দাও, খাও, নাও, ইত্যাদি শব্দে—কামার পুকুর ও জয়রাম বাটীস্থ লোক সকলের ঐরূপ শব্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

বিশেষতঃ কামার পুকুর নিবাসী জনগণের অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। ২৭

২৪ চব্বিশ বৎসর বয়সে গদাধরের বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। মহাযোগী গদাধর বিবাহের পর ১ বৎসর ৭ মাস পর্য্যন্ত কামার পুকুরে ছিলেন। ২৮।২৯

मध्यलीलायां १०म अः ।

श्रीमती शारदादेवी सप्तवर्षवयःक्रमे ।
कुलप्रथानुसारेण श्वशुरस्य च सद्मनि ॥ ३०
द्विरागमनरूपेणागता पितृगृहाद् यदा ।
तदा स पुनरागत्य दक्षिणेश्वर मन्दिरे ॥ ३१
ठाकुरो भवतारिण्याः पूजाकार्येऽभवद्रती ।
ततः कतिपयाहःसु गतेष साधको महान् ॥ ३२
पुनस्तन्मयतामाप बाह्यज्ञान विनाशिनीं ।
न माता नात्मजः पत्नी न देशो ग्राम एव वा ॥ ३३
तत्सर्वं तन्मनोमध्ये न किञ्चिदवभासते ।
सच्चिन्मय्याः साधनेयमेकिकस्तत्र गोपिका ॥ ३४
ब्रह्मादिस्तम्ब पर्यन्त सर्वासुजीवजातिषु ।
ब्रह्ममय्याः स्वरूपं मे कथमिन्द्रिय गोचरं ॥ ३५

When Sarada Devi came to her father-in-law's house at the the age of seven years Gadadhar went to Dakshineswer and resumed his holy services to the goddess Bhavatarini. After some days he again lost all sense of reality of this physical world including his own mother, wife, village and animate or inanimate obects. He now breathed only to see the Goddess with his own eyes. 30 to 35

বঙ্গানুবাদ

বঙ্গানুবাদ :—

বিবাহের এক বৎসর পরে সারদা দেবী সাত বৎসর বয়সে কুল প্রথানুসারে দ্বিরাগমন সময়ে স্বামী গৃহে যখন আসিয়া ছিলেন

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

ঠিক সেই সময়ে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুনরায় ভবতারিণী কালিকার পূজা কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। ৩০।৩১

তাহার পর কিছু দিন গত হইলে মহা সাধক গদাধর পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত বাহ্য জ্ঞান বিলোপিকা তন্ময়তা বা নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যাহাতে সেই মহাযোগীর মনো মধ্যে মাতা ভ্রাতা, পত্নী, গ্রাম ইত্যাদি কোনটিই স্থান পাইয়া ছিল না। ৩২

সচ্চিদানন্দময়ী কালীর সাধনাই ইহ জগতের সমস্ত ভুলাইয়া দেয়। ৩৩

এমন কি ব্রহ্মাদি তৃণ গুচ্ছ পর্য্যন্ত যাবদীয় জীব সকলের বিদ্যমানতা বিলীন হয়। ব্রহ্মময়ীর স্বরূপটি আমার সর্ব্বদা কিরূপে প্রত্যক্ষ হইবে এই সম্বন্ধে ঠাকুরের সর্ব্বদাই মহা চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল। ৩৪।৩৫

भवेत्तत्र महाचिन्ता ठाकुरस्यैव सर्व्वदा।
सदा पुण्यवती राज्ञी गङ्गायां दक्षिणेश्वरे॥ ३६
ध्यायन्ती भवतारिण्याः पादपद्मयुगं मुदा।
स्वं इष्टमन्त्रं जपन्ती सा चरमश्वसितावधि॥ ३७
पश्यन्ती परमानन्दस्वरूपं रूपमव्ययं।
भीषान्तकालवद्राज्ञी तद्रूपं ठाकुरस्य च॥ ३८
साश्रुनेत्रा रासमणिर्नश्वरं तं कलेवरं।
त्यक्त्वासा भगवल्लोकं पुनःरावृत्तिवर्जितं॥ ३९
परलोकं गतायान्तु रासमण्यां तदाभवत्।
मथुरः सर्व्वतोऽधीशस्तस्य देवालयस्य हि॥ ४०

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

ততস্তৈমাদিত্যবর্ষান্ তাতাঙ্ঘ্রি পরিচর্য্যয়া।
ঐকান্তিক্যা মুদ্রভক্ত্যানন্তপুণ্যমুপার্জিতং ॥ ৪১

At this time Rani Rasmani left this mortal world. Mathurnath now became the all in all in the mangement of the temples, and rendered his services for twelve years. 36 to 41

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই সময় পুণ্যবতী রাণী রাসমনি ভবতারিণীর চরণ যুগল চিন্তা পূর্ব্বক নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ভীষ্মের দেহত্যাগের মত ঠাকুরের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহের শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরাবৃত্তি বর্জিত বিশুদ্ধ ভগবত্তুল্য সচ্চিদানন্দময় দেহ লাভ করিয়া ভগবানের ধামে গমন করিয়া ছিলেন। ৩৭।৩৮।৩৯

রাণী রাসমণির পরলোকে গমনের পর মথুরানাথই দেবালয়ের সর্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। ৪০

তৎপরে মথুরানাথ একান্ত ভক্তি সহকারে বাবার পাদ সেবা প্রায় ১২ বৎসর কাল করিয়া অনন্ত পুণ্য উপার্জন করেন। ৪১

তত্রৈ কাযর্যং ঘটনা রাজ্ঞ্যাঃ স্বর্গগমাত্ পরং।
ঘটিতা ভৈরবী দেব্যা আবির্ভাবোত্সবাত্মিকা ॥ ৪২
যস্যাঃ সাহ্যং ন পূর্ণাসীত্ সাধনা সিদ্ধযোগিনঃ।
আবির্ভূতা মহাদেবী ভৈরবী ভূতিদায়িকা ॥ ৪৩
একদাহদ্মুর্খো পুষ্পোদ্যানে যোগী গদাধরঃ।
পুষ্পানাং চয়নং কুর্ব্বন্নপশ্যত্তরণীং শুভাং ॥ ৪৪

मध्यलीलायां १०म अः।

बकुलतल घट्टे सावकाशा नाविकेन च हि।
तत्रैका सुन्दरी ह्येका नारी भैरववेशिनी ॥ ४५
तप्तकाञ्चन वर्णाभा जटामण्डलमण्डिता।
ललाटे दीर्घ सिन्दूर तिलकेन च दीपिता ॥ ४६
शूलेन भूषिता सव्ये करे दक्षेऽक्षमालया।
नौकाया अवतीर्यैव दक्षिणेश्वर मन्दिरे ॥ ४७

During this time, the appearance of Bhairavi Devi at Dakshineswer was a remarkable event. She helped Gadadhar to attain the ultimate end of his spiritual striving. One morning, as Gadadhar was plucking flowers in the garden on the bank of the Ganges, he found a very beautiful woman with very fair complexion, having matted hair on her head, broad marks of vermilion on her forehead, a three-pronged spear in her left hand, and a thread of holly beads in her right, alight from a boat and proceed to the temple with slow and heavy steps. 42 to 47.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই সময়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আবির্ভাব রূপ একটি অত্যাশ্চর্য্য মহোৎসব ঘটনা ঘটিত হইয়াছিল। ৪২

যে ভৈরবীর সাহায্যে দিব্য যোগী ঠাকুরের সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সেই সর্ব্ব শক্তিশালিনী মহাদেবী ভৈরবী দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ৪৩

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

ঘটনার বিবরণ এইরূপ একদিন খুব সকালে গঙ্গাতীরে ফুলের বাগানে ঠাকুর ফুল তুলিতে তুলিতে দেখিলেন একটি নৌকা ক্রমশঃ বকুল তলার ঘাটে মাজি অর্থাৎ নৌকা চালক নৌকাটি বাঁধিয়া রাখিল। ৪৪।৪৫

সেই নৌকার মধ্যে তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ জটাজুট ধারিণী ললাটে সুদীর্ঘ সিন্দুরের তিলক বাম হস্তে ত্রিশূল দক্ষিণ হস্তে রুদ্রাক্ষমালা ভৈরবী বেশ ধারিণী একটি রমণী বসিয়া আছেন। ৪৬

তিনি নৌকা হতে নামিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে চাহিয়া সেই গজ গামিনী দেবী মন্দিরের দিকে যাইতে আরম্ভ করিলেন। ৪৭

अवलोक्य तदा देवी चलिता गजगामिनी ।
चत्वारिंशद्वर्षमिता यद्यपि वयसाधिका ॥ ४८
तथापि ब्रह्मचर्यस्य प्रभाववशतः सदा ।
युवत्याः पूर्णसौन्दर्यं शरीरे प्रतिभाति हि ॥ ४९
तामेवमवलोक्यैव महायोगी गदाधरः ।
एषा कापि ममात्मीया मिलिता दक्षिणेश्वरे ॥ ५०
त्यक्त्वोद्यानं विचिन्त्यैवं प्रविश्य स्वालयं मुदा ।
प्रोवाचाहूय हृदयं गच्छ देवालयं द्रुतं ॥ ५१
तत्रैका भैरवी देवी दर्शनार्थं समागता ।
तामानय सम्मानं मदीये क्षुद्र वेश्मनि ॥ ५२
मातुलस्यादिमां वार्त्तां श्रुत्वा श्रीहृदयस्तदा ।
परिप्लुतो विस्मयाब्धौ मनस्येतदचिन्तयत् ॥ ५३

Even though she was forty to forty-two year old, she looked youthful by virtue of her holy practices and austerities. Gadadhar took her to

be one of his relatives. He came back to his cottage and asked Hriday to hasten to the temple and bring the Bhairavi to his cottage. At this Hriday became greatly surprised and mused in himself. 48 to 53

বঙ্গানুবাদ :—

যদিও ভৈরবীর বয়স ৪০/৪২ বৎসর তথাপি তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য বশতঃ তাঁহার দেহে যুবতীর পূর্ণ সৌন্দর্য্য লক্ষিত হইতেছিল। ৪৮।৪৯

এইরূপ দেখিয়া মহাযোগী গদাধর ভাবিলেন ইনি বোধ [illegible] আমার কোন আত্মীয় হইবেন। ইনি দক্ষিণেশ্বরে আমার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আসিয়াছেন। ৫০

তৎপরে মহাযোগী পুষ্পোদ্যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ ভবন কুটীরে আসিয়া হৃদয়রামকে বলিয়াছিলেন ওরে হৃদু তুই শীঘ্র মন্দিরে যা! ৫১

মন্দিরে একটি ভৈরবী আমার দর্শন জন্য আসিয়াছেন। সেই ভৈরবী দেবীকে সসম্মানে আমার এই কুটীরে। ৫২

কুটীরে লইয়া এস। মাতুলের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া হৃদয়রাম বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া মনেমনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন ৫৩

जहाति मातुलो यो मे नारीसङ्गं भुजङ्गवत्।
स एव भैरवीं नारीं सगृहं नेतुमिच्छति ॥ ५४
एवमसौ मातुलं दैवमुवाच संशयान्वितः।
आहूता भैरवी देवी कथमत्र गमिष्यति ॥ ५५

गदाधरोऽपि हृदय मुक्तवां स्तत्क्षणादिति ।
मन्नाम श्रवणादेव त्वरयात्रागमिष्यति ॥ ५६

एवं सा भैरवी वचनैः पृच्छतो हृदयस्य च ।
गदाधरालयं प्राप्य दृष्ट्वा तं विस्मिता सती ॥ ५७

स्नेहप्लुतस्वरेणैव प्रोवाच सहसा सुखं ।
त्वमत्र वर्त्तसे तात न जानामि कथञ्चन ॥ ५८

कृते तवानुसन्धाने न प्राप्तमपि दर्शनं ।
श्रुत्वा गदाधरोऽप्याहु महार्त्ता भवसुन्दरि ॥ ५९

"How is it that my uncle who avoids all women like snakes desires to have the Bhairavi in his cottage". He hesitated and said, "Why should she come here at my request?" Gadadhar replied, "She will hasten to this place on hearing my name." Bhairavi followed Hriday and came into the cottage. She became surprised to see Gadadhar and said, "you are here and I did not know it. I travelled far and wide to meet you but could not trace your where abouts. 54 to 59

বঙ্গানুবাদ :—

যে মাতুল নারী সঙ্গকে কাল সর্পের মত ত্যাগ করেন তিনি এই ভৈরবীকে নিজ কুটীরে আসিবার জন্য বলিতেছেন। ৫৪

এইরূপ সন্দেহ যুক্ত হৃদয়রাম মাতুলকে বলিয়াছিলেন ভৈরবী দেবীকে ডাকিলেই বা তিনি কেন এখানে আসিবেন। ৫৫

এই কথা শুনিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ঠাকুর হৃদয়কে বলিয়াছিলেন।

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

ভৈরবী দেবী আমার নাম শুনিবা মাত্র শীঘ্রই এই স্থানে আসিবেন। ৫৬

এইরূপ ভাবে সেই ভৈরবী দেবী হৃদয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ঠাকুরকে কুটীর মধ্যে দর্শন পূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া সহসা স্নেহ সম্বলিত স্বরে বলিয়াছিলেন বাবা ! তুমি এখানে আছ আমি তাহা জানিতে পারি নাই। ৫৭।৫৮

তোমার অনুসন্ধান করিয়া ও কোথাও পাই নাই। ৫৯

জ্ঞাতা त्वया कथं मातः कथ्यतां भक्तवत्सले ।
भैरव्युवाच भोः पुत्र भवद्भिः साधकै स्त्रिभिः ॥ ६०
सम्मेलनार्थमादिष्टा प्रागेव जगदम्बया ।
पूर्व्ववङ्गेषु द्वाभ्यां हि पूर्व्वं सम्मिलितं मया ॥ ६१
अद्याहं त्वां प्रपश्यामि दक्षिणेश्वर मन्दिरे ।
जगदम्बेच्छया मेऽद्य फलितं चिरकाङ्क्षितं ॥ ६२
ततो गदाधरो भक्त्या भैरव्याः सविधेवसन् ।
जनन्याः स्नेहमय्यास्तु सविधे बालको यथा ॥ ६३
सानन्दं प्रभवो वार्त्तामवदद्दहुरूपतः ।
यद्रूपां स्वस्यमनसो ये भावाः साधनोत्थिताः ॥ ६४
ऐश्वरीय प्रसङ्गेन बाह्यज्ञानविलुप्तता ।
गात्रदाहो विनिद्रा च दर्शनाद्यप्यलौकिकं ॥ ६५

Bhairabi said, "I had to visit three holy men at the behest of Goddess Jagadamba. I have already met two of them, in East Bengal. To-day I see you here at Dakshineswar and complete my mission. Gadadhar frankly talked with her like a child with his mother. He told her all about

his moods and feelings, loss of sense of physical reality while meditating, burning sensation on skin, sleeplessness, and unearthly visions.

60 to 65

বঙ্গানুবাদ :—

ভৈরবী বলিয়াছিলেন বাবা তোমার মত তিনটি সাধকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মা জগদম্বা অর্থাৎ আমার ইষ্ট দেবী বহু পূর্বে আদেশ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে দুইটি সাধকের সহিত পূর্ববঙ্গে পূর্বেই সাক্ষাৎ করিয়াছি। ৬০।৬১

আজ আমি এই দক্ষিণেশ্বরে তোমাকে সাক্ষাৎ করিতেছি। জগদম্বার ইচ্ছায় আজ আমার বহু দিনের আশা পরিপূর্ণ হইল।

৬২

তৎপরে বালক পুত্র যেমন স্নেহময়ী মাতার নিকটে বসিয়া থাকে গদাধর সেই মত ভক্তি পূর্ব্বক ভৈরবীর নিকটে বসিয়া আনন্দের সহিত মানসিক ব্যাপার বহুরূপে বলিয়াছিলেন। ৬৩

যে সকল সাধন সমুদ্ভূত ভাব মনো মধ্যে উদ্দিত হয় অর্থাৎ ভগবৎ প্রসঙ্গে বাহ্য জ্ঞান শূন্যতা গাত্র দাহ নিদ্রা ত্যাগ অলৌকিক দর্শন শারীরিক বিকার ইত্যাদি যে সকল ভাব অনুভূত হয় সেই সকল অবস্থা বলিয়াছিলেন। ৬৪।৬৫।৬৬

বিক্রিয়াশ্চ শরীরস্যানুভূতাঃ প্রত্যহঞ্চ যাঃ।
সর্ব্বমেতত্তৎসমীপে প্রকটীকৃতবান্ স:॥ ৬৬

পরন্তু সাগ্রহং সাধুঃ পৃষ্টবান্ তাং পুনঃ পুনঃ।
ভো মাতঃ কিময়ং ভাব উন্মাদস্যৈবলক্ষণং॥ ৬৭

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

कालिकाराधनात् किं मे महाव्याधिरुपस्थित.।
स्वरूपमस्य देवि त्वं प्रकटी कुरु पावने ॥ ६८
गदाधरस्य कुर्व्वत्यास्तत्तद्भाव श्रवं यदा।
नानाभावस्याविर्भावो भैरव्या सम्बभूवह ।६९

'Gadadhar anxiously asked her, "Mother, do you think that these' are all due to my insanity? Will my worship of Goddess Kalika make me mad? Please tell me what it is." Bhairabi was thrilled to hear all this. 66 to 69

বঙ্গানুবাদঃ—

পরন্তু ঠাকুর অতিশয় আগ্রহের সহিত বলিয়াছিলেন হে মাতঃ আমার এই সকল ভাব কি পাগলের লক্ষণ। ৬৭

কালিকার আরাধনা বশতঃই কি আমার এই মহারোগ উপস্থিত হইয়াছে। হে মাতঃ ইহার প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিয়া আমাকে ধন্য করুন। ৬৮

গদাধরের এই সকল অবস্থার বিষয় যে সময়ে ভৈরবী শুনিতে ছিলেন। সেই সময় ভৈরবী দেবীর নানা ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। ৬৯

कदा वोन्नजनाभावः कदा वोन्नासम्भवः।
स्नेहमय्या जनन्या वा कदापि चेष्टित सिव ॥ ७०
गदाधरं समाश्वास्य प्रोवाच भैरवी ततः।
त्वां ते वदन्ति प्रोन्मत्तं तात त्वां न विदन्ति ये ॥ ७१
उन्मत्तस्य दशा नेयं महाभावस्य लक्षणं।
सोऽयं गुड महाभावस्त्वय्येव वर्त्ततेऽधुना ॥ ७२

ग्राम्याः साधनहीना ये दारोदारपरायणाः ।
कथं जानन्ति ते मूढाः संसार बन्धवर्त्तिनः ॥ ७२
वृन्दावने राधिकायास्तवतुल्याभवद्दशा ।
श्रीकृष्णचैतन्यप्रभोर्द्वयोर्ष घटिता तथा ॥ ७४
भक्तिशास्त्रे विलिखिता तच्छास्त्रं विद्यते मम ।
त्वामहं दर्शयिष्यामि दृष्ट्वा त्वं शान्ति मेष्यसि ॥ ७५

She felt excited, cheerful, affectionate and sympathetic. At last she consoled him saying, "Those who do not know you, call you mad. These indicate that Divinity has dawned upon you. Those who are uneducated, devoid of all penance and self centred, are quite incapable of realising your greatness. Only Shri Radhika in Brindavana, and Shri Krishna Chaitanya attained that stage where you are. It is all laid down in the holy books of Devotion which will give you great satisfaction and peace of mind when I shall show them to you. 70 to 75

বঙ্গানুবাদঃ—

কোন সময় ক্রোধ ভাব কোন সময় উল্লাস ভাব বা কখন ও স্নেহময়ী জননীর মত বাৎসল্য ভাব হইয়াছিল। ৭০

তৎপরে ভৈরবী দেবী গদাধরকে আশ্বাস বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন হে পুত্র তোমাকে যাঁহারা জানেন নাই তাঁহারাই পাগল বলেন।

এই সকল ভাব পাগলের লক্ষণ নয় ইহা মহা ভাবের লক্ষণ

কেবল মাত্র তোমাতেই এই সকল বিশুদ্ধ ভাবের লক্ষণ উদিত হইয়াছে। ৭১।৭২

সাধন ভজন হীন দারোদর পরায়ণ মূঢ় জনগণ কিরূপে এই সাধন লভ্য ভাব সকল বুঝিবার জন্য সমর্থ হইবে। ৭৩

বৃন্দাবনে কৃষ্ণকান্তা শ্রীমতী রাধিকার তোমার মত ভাব হইয়াছিল। এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ দেবেরও তোমার মত অবস্থা হইয়াছিল। ৭৪

এই সকল মহাভাবের লক্ষণ ভক্তি শাস্ত্রে বিশেষভাবে বিবৃত আছে। সেইসকল শাস্ত্র আমার নিকটেই আছে। তোমাকে দেখাইব দেখিয়া তুমি শান্তিলাভ করিবে। ৭৫

> যে গোপস্য্য ভক্তিমন্তো নারদ প্রমুখাঃ যুতাঃ।
> সর্ব্বেষা মেব তেষাং বৈ দৃষ্টাস্ত সুবিনিশ্চিতাঃ ॥ ৭৬
> তয়োঃ সংবদতো রেব প্রায়শোর্দ্ধ দিনং গতম্।
> সমীপে ভৈরবী দেব্যাঃ ক্ষুদ্র পেটিকা সন্নিভঃ ॥ ৭৭
> বস্ত্রবন্ধন মধ্যেতু ধর্ম্মগ্রন্থ সমুচ্চয়ঃ।
> বিদ্যতে সাধকবরৈ রীপ্সিতো বহু যত্নতঃ ॥ ৭৮
> কণ্ঠে শালগ্রামশিলা বস্ত্রবদ্ধাতি শোভনা।
> ততঃ সা ভৈরবী দেবী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ॥ ৭৯
> অবস্থিতা যোগযুতা পূজায়ান্তু মনোদধে।
> তদা হৃদয় মাহূয় প্রোবাচ শ্যামগদাধরঃ ॥ ৮০
> ভোজার্থং ভৈরবী দেব্যা সঘৃতং তণ্ডুলাদিকং।
> ভাণ্ডাগারাৎ সমানীয় তত্র দেয়ং সত্বরং ॥ ৮১

"Great devotees like Gopikas, Narada and *Uddhava etc. had all these feelings."* As they

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

ভোগদ্রব্যং সব্যঞ্জনং রঘুবীরায় ভক্তিতঃ।
সানন্দং সন্নিবেদ্যাথ নিমীল্য নয়নদ্বয়ং ॥ ৮২
সহসা হৃৎপদ্ম মধ্যে স্ফুরিতং ভাব গোচরম্।
গদাধরং সমালোক্য তদ্রূপে ন মহোৎসবে ॥ ৮৪
নির্বিকল্প সমাধিং সা প্রাপ যোগেশ্বরী তদা।
প্রেমাশ্রুধারয়া পূর্ণা তস্থৌ স্থাণুরিবাচলা ॥ ৮৫
এতস্মিন্নন্তরে তত্র মহাযোগী গদাধরঃ।
দ্রুতং মত্ত ইবাগত্য ভোগদ্রব্যস্য সম্মুখে ॥ ৮৬
উপবিশ্য সুখং ভুক্তং তদ্দ্রব্যং নির্বিকারতঃ।
ভগ্নে সমাধৌ দদৃশে চক্ষুরুন্মীল্য ভৈরবী ॥ ৮৭

Hriday did so. Bhairabi cooked the rice and curry. Then she sat with her eyes shut to offer them to *God Raghubir*. *In her meditation* she saw Gadadhar shining with divine glory. Tears of joy glided down her cheeks and she remained unconscious for some time. In the meantime Gadadhar appeared on the spot and set himself to eat the rice and curry with great pleasure.

82 to 87

বঙ্গানুবাদ :—

মাতুলের আদেশ মত হৃদয়রাম তৎক্ষণাৎ সেই সকল দ্রব্য ভৈরবীর নিকটে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক দিয়াছিলেন ভৈরবী দেবী ও সেই সকল দ্রব্য লইয়া পাক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করতঃ সাবধানে আনন্দের সহিত ভক্তি পূর্ব্বক সব্যঞ্জন ভোগ দ্রব্য রঘুবীর শিলার উদ্দেশে ভগবানকে নিবেদন করিয়া চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করতঃ সহসা হৃৎপদ্ম

মধ্যে প্রকাশিত ভাব বিগ্রহ গদাধরকে দর্শন করিয়া সেই দর্শনোৎসবে মত্ত হইয়া ভৈরবী দেবী নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াছিলেন। এবং সেই যোগেশ্বরী সেই সময় প্রেমাশ্রু ধারায় প্লাবিত হইয়া অচল কাষ্ঠ খণ্ডের মত স্পন্দন শূন্য অবস্থায় ছিলেন। ৮২।৮৩।৮৪।৮৫

ইত্যবসরে মদ মত্ত ব্যক্তির মত মহাযোগী গদাধর সেই স্থানে আসিয়া ভোগদ্রব্যের সম্মুখে বসিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে আনন্দের সহিত সেই সকল ভোগদ্রব্য ভোজন করিতে ছিলেন। ৮৬

সমাধি ভঙ্গ হইলে ভৈরবী দেবী চক্ষুদ্বয় উন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলেন স্বকীয় ইষ্ট দেবের উদ্দেশে প্রদত্ত ভোগদ্রব্য ভাবাবিষ্ট বাহ্যজ্ঞান শূন্য গদাধর ভক্তি পূর্ব্বক ভোজন করিতেছেন। ৮৭।৮৮

> স্বেষ্টদেবপ্রদত্তান্নমত্তি দেবী গদাধর:।
> ভাবাবিষ্টো বাহ্য জ্ঞানরহিতো বহুভক্তিতঃ॥ ৮৮
> উবাচ প্রকৃতিস্থঃ স স্বৈরাচারবিলজ্জিতঃ।
> ন জানামি কৃতোঽয়ং মে ভাবঃ স্বজ্ঞান বাধকঃ॥ ৮৯
> সমায়াতঃ কৃতস্তেন বিপরীতং ময়াখিলং।
> এবং বিক্ষুব্ধভাবেন সন্তপ্তং তং গদাধরং॥ ৯০
> ভৈরবী সা সমাশ্বাস্য সানন্দং প্রত্যুবাচ তং।
> ইদং সাধুকৃতং বৎস নানুষ্ঠিত মিদং ত্বয়া॥ ৯১
> মদন্তরে বর্ত্ত তে য স্তেনৈবেদং কৃতং ধ্রুবং।
> ধ্যানদৃষ্টং ময়া যন্তু তেন জ্ঞাতং বিশেষত॥ ৯২
> বাহ্য পূজা সমায়াত্য ন পুনস্তৎপ্রয়োজনং।
> কালেন তাবতায়ুষন্ যা পূজা চরিতা ময়া॥ ৯৩

When Bhairabi regained her sense and opened her eyes, she found Gadadhar taking

the rice and curry. Gadadhar at once felt ashamed for his apparent misconduct and said, "I do not know why I do such things which are condemned by all." On seeing Gadadhar afflicted with repentance Bhairabi consoled him saying, "It is all well done. It is not you but the one in you who has done it. I have realised this in my meditation. Such performance of outer worship is not necessary for me any more. What I had been doing so long is now accomplished and completed by your grace. 88 to 93

বঙ্গানুবাদ :—

তখন গদাধর নিজ কৃত অন্যায় আচরণে লজ্জিত হইয়া বলিয়াছিলেন আমি জানি না আমার কি জন্য এইরূপ জ্ঞান বিহীন অবস্থা কোথা হতে আসিয়া উপস্থিত হয়। যে ভাবে ভাবিত হইয়া এইরূপ বিরুদ্ধ আচরণ করি। ৮৯

এইরূপ ভাবে অনুতপ্ত ও দুঃখিত গদাধরকে ভৈরবী দেবী সন্তুষ্ট করিয়া আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন। বাবা এই কার্য্যটি তোমার অতি উত্তম হইয়াছে।

হে বৎস তুমি এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর নাই। ৯০।৯১

তোমার অন্তরে যিনি বিরাজিত আছেন তিনিই এই কার্য্যটি করিয়াছেন। আমি ধ্যানস্থ হইয়া সমাধির অবস্থায় যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতেই বিশেষ ভাবে জানিয়াছি। ৯২

আজ আমার বাহ্য পূজার অবসান হইল আর আমার এমত পূজার আবশ্যক নাই। হে আয়ুষ্মন্ এযাবৎকাল আমি যে পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছি। ৯৩

परिपूर्णं फलं तस्याः प्राप्तं भवदनुग्रहात् ।
एवमुक्त्वा तदा देवी भैरवी हृष्टमानसा ॥ ৫৪
गदाधर भुक्तशेषमन्नं संभुज्य यत्नतः ।
आचमनादिकं कृत्वा शुद्ध भावेन भामिनी ॥ ৫৫
साधनाधाररूपां श्रीरघुवीर शिलां तदा ।
पूजास्थानात् समुत्तोल्य धृत्वा तां करपद्मयोः ॥ ৫৬
आकण्ठ जलमग्ना सा गङ्गागर्भे न्यपातयत् ।
तद्दिनावधि सा देवी बाह्य पूजां समत्यजत् ॥ ৫৭

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां दक्षिण खण्डे भैरवी देव्याः समागमानन्तरं श्रीरामकृष्ण भैरवी संवादरूपो मध्यलीलाया दशमोऽध्यायः । मः१०मः ।

On saying this Bhairabi took gladly the remains of the meal left by Gadadhar. Then she entered into the water of the Ganges and immersed the holy stone. From that day onwards she gave up outer worship. 94 to 97

Here ends the tenth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

আজ আমি তোমার অনুগ্রহে সেই সকল পূজার ফল সম্পূর্ণ রূপে পাইলাম। এই কথা বলিয়া সেই সময়ে সেই ভৈরবী দেবী আনন্দ মনে গদাধরের ভুক্ত অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভোজন করিয়া আচমনাদি কার্য্যান্তে শুদ্ধভাবে ভক্তি পূর্ব্বক ভৈরবীর

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ ।

সাধনার আধার স্থানীয়া সেই রঘুবীর শিলাটিকে পূজাস্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া দুই হস্তে ধারণ পূর্ব্বক আকণ্ঠ জলমগ্না হইয়া গঙ্গা গর্ভে নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এবং সেই দিন হইতেই সেই ভৈরবী দেবী বাহ্য পূজা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৯৪।৯৫।৯৬।৯৭

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত রামকৃষ্ণ ভাগবতে ভৈরবী দেবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহিত সাধন বিষয়ে কথোপকথনাদি মধ্যলীলার দশম অধ্যায়ে বলা হইল। মঃ ১০ অঃ শেষ

মধ্যলীলায়াং ১১ম অঃ ।

दिनानि कतिचित्तत्र भैरवी देवतालये ।
स्थित्वा देवीमण्डलस्य घट्टे योगासनस्य सा ॥ १
प्रतिष्ठामकरोत्तस्य मन्दिरस्य च सन्निधौ ।
तस्या एवोपदेशेन महायोगी गदाधरः ॥ २
तन्त्रोक्त साधनयुक्तो बभूव भूरियत्नतः ।
ततः स परमानन्दं लेभेचैवं व्रते व्रती ॥ ३
साध्यस्य पुत्रतुल्यस्य योगिनो योगसिद्धये ।
साहाय्यं सुविशेषेण कृतवत्यति यत्नतः ॥ ४
मन्त्रसिद्धा शिक्षयित्री भैरवी स्तब्धतां गता ।
दृष्ट्वा साधकवर्यस्य तदलौकिक साधनम् ॥ ५
ये चान्ये साधका दुःखैः साधना क्रमभूमिकां ।
न समर्था विजेतुं यां प्राप्नुवन्ति परिश्रमैः ॥ ६

For some days Bhairabi stayed in the temple and thereafter set up an altar on the bank of the Ganges to perform tantric rites. Gadadhar

performed the rites and felt greatly blessed. Bhairabi helped him in performing these rites like his own mother. On seeing the uncommon performance of the rites by Sri Gadadhar, Bhairabi was greatly astonished. He was passing at ease through the stages which were rarely attained with utmost endeavour by others. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভৈরবী দেবী মন্দিরের মধ্যে কিছুদিন থাকিয়া নিকটবর্ত্তী দেবী মণ্ডলের গঙ্গার ঘাটে একটি যোগাসন স্থাপন করিয়াছিলেন। গদাধর ভৈরবীর আদেশ মত দৃঢ় ভাবে তন্ত্রোক্ত সাধনে ব্রত হইয়াছিলেন। এবং সেই সাধনে পরমানন্দ পাইয়াছিলেন। ১।২।৩

ভৈরবীও পুত্রতুল্য গদাধরের যোগ সিদ্ধির জন্য যত্নের সহিত বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ৪

মন্ত্র শিক্ষা শিক্ষয়িত্রী মাতৃতুল্যা ব্রাহ্মণী ভৈরবী সাধক গদাধরের অলৌকিক সাধন দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। ৫

অন্য যে সকল সাধক প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও অতিকষ্টে সাধনার ক্রম সোপান লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন নাই। ৬

सा भूमिका प्रतिदिन प्रयत्नेनैव दुःखदा ।
जितानेन महाविघ्नकारिणी सुभयावहा ॥ ७
एवं चतुःषष्टिमिता स्तन्त्रोक्ताः साधनक्रमाः ।
सुकरा दुष्करा यापि विविधा विहिताश्च ये ॥ ८
वर्षत्रयान्तरे तासु सिद्धिं लेभे सुखेन सः ।
ततस्तु भैरवी देव्याः पूर्णमयत्नत स्तया ॥ ৯

मध्यलीलायां ११श अः।

पूर्णाभिषेकः पूर्णस्य प्राप्तः सम्पूर्ण पूर्णतां।
या दुर्लभा या दुष्प्राप्या मनसो वा ह्यगोचरा॥ १०

ता अष्टसिद्धीः सम्प्राप्त आनन्दमयमूर्त्ति धृक्।
दृष्ट्वा सिद्धिं स्व शिष्यस्य भैरवी विस्मिताभवत्॥ ११

अनिमाद्यष्टसिद्धीस्ता लब्धापि सुमहामतिः।
तदलौकिक शक्तिना कदापि परिचालनम्॥ १२

Gadadhar passed quite easily through the stages of the process which were extremely difficult, dreadful and fraught with grave risks. There were sixty-four stages which he went through in three years. By this process he acquired the divine power called Asta-Siddhi, which, however, he did not exercise at any time. 9 to 12

বঙ্গানুবাদঃ—

দুঃখদায়িনী অত্যন্ত ভয়াবহ। মহা বিঘ্নকারিণী সেই সকল ভূমিকা গদাধর অনায়াসে প্রতি দিন জয় করিতেছেন। ৭

তন্ত্রোক্ত সুখ সাধ্য দুঃখ সাধ্য চতুঃষষ্ঠি পরিমিত বিবিধ সাধন যাহা তন্ত্র শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ৮

সাধনার স্তর বিশেষ সকল তিন বৎসরের মধ্যে গদাধর সেই সকল সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ৯

তৎপরে ভৈরবী দেবীর পূর্ণ প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ সর্ব্ব শক্তি বিশিষ্ট গদাধরের পূর্ণাভিষেক সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছিল। ১০

মধ্যলীলায়াং ১১শঃ অঃ।

যে সকল সিদ্ধি দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য মনের অগোচর আনন্দ ঘন বিগ্রহ গদাধর সেই সকল অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন পরন্তু প্রিয় শিষ্য গদাধরের সেই সকল সিদ্ধি দেখিয়া ভৈরবী দেবী অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াছিলেন। ১১

গদাধর সেই সকল অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া ও তাহাদের পরিচালনা বা ব্যবহার করেন নাই। ১২

न ज्ञातं तेन तु वरं सिद्धिविघ्न विधायिनीं ।
सर्व्वां विभूतिं मत्वा तां तत्याज स योगीश्वरः । १३
वर्णाश्रमाचारादिकान् तस्य साधन कालतः ।
सर्व्वान् स्तान् त्यक्तवान् साधुः कैवल्याश्रम योगतः ॥ १४
प्राणान्देहं मनश्चापि सर्व्वस्वं मातृ पादयोः ।
समर्प्यस्वीयमात्मानं बाह्याभ्यन्तरयो स्तदा ॥ १५
ज्ञानाग्निना परिध्यातं ददर्श साधकोत्तमः ।
तदा तद्विग्रहमपि तेजःपुञ्जपरिप्लुतं ॥ १६
विस्मितामनुजाः सर्व्वे दृष्ट्वातीवमनोहरं ।
यवन्तद्रूपमाधुर्य्यं कामनाशून्य योगिनः । १७
विरक्तेः कारणं तस्य चित्तस्य समभूत्तदा ।
योगिभिर्देह सौन्दर्य्यं यत्नतः परिह्रियते ॥ १८

As Gadadhar dedicated himself to the will of the Supreme Being, he had no use of the religious codes or his divine power. At that time he looked extra-ordinarily beautiful. But he carefully avoided to expose his physical beauty.

10 to 18

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বরং ইষ্ট সিদ্ধির বিঘ্ন মনে করিয়া সেই সকল বিভূতি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৩

তন্ত্র সাধনার সময় হইতেই কৈবল্যাশ্রমে অবস্থান বশতঃ বর্ণা শ্রমোক্ত আচার ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৪

সেই সময় সাধক গদাধর দেহ মন প্রাণ মাতৃপদে সমর্পন পূর্ব্বক বাহ্যাভ্যন্তরে নিজকে জ্ঞানাগ্নি পরিব্যাপ্ত দেখিয়া ছিলেন। ১৫

এবং গদাধরের তেজঃপুঞ্জ বিশিষ্ট অতীব মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সাধারণ লোক সকল অতিশয় আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া ছিলেন। এই প্রকার রূপ মাধুর্য্য কামনা শূন্য যোগীর পক্ষে চিত্ত চাঞ্চল্যকর হইয়াছিল। ১৬।১৭

অতএব গদাধর দেহ সৌন্দর্য্য যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৮

अस्यायर्थं स्वरूपस्य व्याख्यानावसरे क्वचित् ।
गोष्ठीमध्ये स्वशिष्यानामुवाच सुवेशेपतः ॥ १९
तदा मे रूपमाधुर्यं दृष्ट्वा साधारणा जनाः ।
अथवा वर्त्तयितुं शक्या यत्नेनापि न तु क्वचित् ॥ २०
जवा कुसुम सङ्काशं रक्ताभं सम्मुखं वभौ ।
अभवद्गात्रकान्त्या च रवि कान्तिर्निराकृता ॥ २१
एवं छन्मुखवाह्नह्रि, मध्यतो देहमण्डलात् ।
ज्योतिरुद्गम्य विमलं सुशुभे देव देहवत् ॥ २२
तेन सर्व्वघणः स्थूल वस्त्रेनाच्छाद्य मामयं ।
देहं मातुः समीपेऽहमवदन्नतमस्तकं ॥ २३
मातस्त्वया दत्तमिदं बाह्यरूपं महेश्वरि ।
गृहीत्वान्तर सौन्दर्यं देहि मे जगदम्बिके ॥ २४॥

Once during the course of conversation Gadadhar himself told his disciples that he looked so very beautiful that people could not turn their eyes away from him even if they tried their best to do so. He said, "My face was as reddish as Jaba flower; my body emitted a wonderful lustre, and as such I looked like a god. So I used to keep myself covered with thick cloth and to pray to the Goddess, "Oh Mother, be pleased to take away my physical beauty and to give me the inner beauty of mind and soul instead." 19 to 24

বঙ্গানুবাদঃ—

কোন ও এক সময়ে এই আশ্চর্য্যরূপের কথোপকথন প্রসঙ্গে শিষ্য বর্গের সভায় বিশেষ ভাবে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। ১৯

সেই সময় সাধারণ লোক সকল আমার রূপ মাধুর্য্য দর্শন করিয়া চেষ্টা করিয়াও অন্যত্র চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পারিত না। ২০

তখন আমার মুখখানা জবা ফুলের মত রক্ত বর্ণ হইয়াছিল। এবং গাত্র কান্তি দ্বারা সূর্য্যের কান্তিও নিরস্ত হইত। ২১

আমার হৃদয় মুখ বাহু ও পাদ দেশ প্রভৃতি দেহ মণ্ডল হইতে বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া দেব দেহের মত অপূর্ব্ব শোভা পাইত। ২২

তজ্জন্য আমার দেহটিকে সকল সময় মোটা কাপড়ে ঢাকিয়া অবনত মস্তকে মা জগদম্বার নিকটে বলিতাম। ২৩

হে মাতঃ তোমার প্রদত্ত আমার এই বাহ্য সৌন্দর্য্য লইয়া আমার ভিতরের সৌন্দর্য্য দাও। ২৪

स्वगात्र चर्पटाघातं कृत्वोक्त्वा पुनःपुनः।
बाह्य सौन्दर्यरूप त्व गच्छ शीघ्रं ममान्तरे ॥ ২৫
एवं कृते कियद्दिनात् परतः स्वयमेव हि।
मालिन्यं मे देहकान्तेरभवन्मातुरिच्छया ॥ ২৬
परन्त्वस्मिन्नवसरे भावि वृत्तपरम्परा।
प्रत्यक्षताङ्गतास्तस्य योगिनो योगशक्तितः ॥ ২৭
यत् कार्य्यं साधनार्थाय दिव्य देहस्य धारणम्।
तथा दिव्यासाधना च यदर्थं विहिता शुभा ॥ ২৮
तद्दिनावधि तत् सर्व्वं विज्ञातं सुमहात्मना।
ज्ञातश्चोत्तरकाले तु देवीस्थानेऽत्र साधकाः ॥ ২৯
समेष्यन्ति धर्म्मलाभ कृते नानाविधा जनाः।
तेन त्राणं सज्जनानां दुर्ज्जनानां विशोधनं ॥ ৩০

"I used to strike my own body with my palm and say, "Oh my physical beauty, sink into my body. In a few days my physical lustre faded by the grace of the Goddess." At this stage, Gadadhar could see future events by dint of his great spiritual power. The very purpose for which he was born and he was passing through all these austerities and penance became known to him. He also knew that people of various type would soon come to this temple for religious instructions and thereby good people would be saved and the bad would be reformed. 25 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

এবং নিজ গাত্রে চাপড় মারিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতাম ওহে আমার বাহ্য সৌন্দর্য্য তুমি শীঘ্র আমার ভিতরে প্রবেশ কর। ২৫

এইরূপে দিন কয়েকের পরই জগদম্বার কৃপায় আমার দেহ কান্তির মালিন্য হইয়াছিল। ২৬

পরন্তু এই সময়ে সেই মহাযোগী গদাধরের যোগ শক্তির প্রভাবে ভবিষ্যতের বাহুতর ঘটনার প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। ২৭

যে কার্য্যের সাধনের জন্য ভগবানের দেহ ধারণ এবং যে জন্য অপ্রাকৃত মঙ্গলময়ী সাধনার অনুষ্ঠান সেই দিন হইতে সেই ঠাকুর বিশেষ ভাবে অবগত হইয়াছিলেন। ২৮

এবং শীঘ্রই এই দেবোদ্যানে বহুতর সাধক নানা ভাবের লোক সকল ধর্ম্ম প্রাপ্তির জন্য আসিলে তাহাতে সজ্জনগণের পরিত্রাণ ও দুর্জন জনগণের সংশোধন হইবে। ২৯।৩০

भविष्यति न सन्देहः सद्धर्म्मः प्रचरिष्यति ।
स्वकीयोपलब्धि वाक्यं मथुरानाथ सन्निधौ ॥ ३१
ज्ञातं व्यक्तं ठाकुरेण एकदा तत् कथान्तरे ।
श्रुत्वा श्रीमथुरानाथः सानन्दं प्रत्युवाच सं ॥ ३२
एवमेव र्त्तहि भो तात शोभनं भवति ध्रुवं ।
भगवन्तं गृहीत्वा त्वां सर्व्वेवयमतः परं ॥ ३३
आनन्दसिन्धुमग्नाः स्मो जगतीमङ्गलं भवेत् ।
एकदा नन्दरूपा सा योगारूढ़ा महायसी ॥ ३४
योगासने योगयुक्ता दिव्यभाव समन्विता ।
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य गदाधर महाप्रभोः ॥ ३५
आलोक्यालौकिकीं शक्तिं भैरव्यो तदचिन्तयत् ।
कीदृशं भागवतो शक्तिर्ययायं सर्व्वशक्तिमान् ॥ ३६

There was no doubt that true religion would prevail. Once, in course of conversation Thakur gave out his own feelings to Mathuranath. At this Mathuranath said, "If it so happens it will be all for the best. We shall find ourselves along with you plunged into the sea of joy. The world will also be benefitted. "Once Bhairavi thought, "What is that divine power which has made Gadadhar all-powerful." 31 to 36

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং সদ্ধর্ম্মের প্রচার হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। এই সকল নিজের অনুভবের বিষয় এক সময় কথা বার্ত্তার মধ্যে ঠাকুর মথুরানাথের নিকটে প্রকাশ করিলে মথুরানাথ ঠাকুরের কথা শুনিয়া আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন বাবা যদি এমতই হয় তবে খুব ভালই হইবে। অতঃপর আমরা আপনাকে লইয়া আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইব। এবং জগতের পরম মঙ্গল হইবে। ৩৩

কোন ও এক সময়ে মহামহিমান্বিতা যোগারূঢ়া আনন্দ বিগ্রহ বিশিষ্টা যোগাসনে যোগযুক্তা ভগবদ্ভাবে বিভাবিতা হইয়া ভৈরবী দেবী অচিন্ত্য অপ্রমেয় মহাপ্রভু গদাধরের অলৌকিক শক্তি অবলোকন করিয়া এইরূপ ভাবিয়া ছিলেন। ৩৪।৩৫

গদাধরের এই ভাগবতী শক্তি কিরূপ। যে শক্তি দ্বারা গদাধর সর্ব্বশক্তিমান হইয়াছেন। ৩৬

नोचिन्मयी पदिष्टा या: साधन क्रमभूमिका: ।
श्रुतमात्रेण तत्सिद्धिर्निर्विकल्पसमाधिना ॥ ३७
कथमस्य स्वरूपं वा कथं वा योगयुक्तता ।
स्वयं सिद्ध स्वरूपस्य कथं वा गुरुकाङ्क्षिता ॥ ३८

মধ্যলীলায়াং ১১শঃ অঃ।

भैरवी सा विमृश्यैवं ध्यानस्तिमित लोचना।
चिन्तयती स्वरूपं किं श्रीगदाधर योगिनः ॥ ३९
तत् कण्ठाम्बुजलाची सा हृदम्भोजपत्रददृभूतम्।
नवदूर्व्वादलश्यामं रामं राजीवलोचनं ॥ ४०
सीतया रमया सार्द्धं सच्चिदानन्दरूपिणम्।
एवं राधिकया युक्तं महाभाव स्वरूपया ॥ ४१
कन्दर्प कोटिलावण्यं कृष्णं पीताम्बरं हरिम्।
क्रमात्तौ श्रीरामकृष्णौ विलीनौ श्रीगदाधरे ॥ ४२

"If he is not so, he could not achieve success immediately on hearing the instructions. If the divine power is inherent in him, how is it that he practises yoga, performs rites and plays the role of a disciple to a preceptor ?" When Bhairabi was deeply absorbed in such thoughts, she beheld a wonderful sight in her mind's eye. She saw that Lord Ramachandra with Sita and Lord Krishna with Radhika mingled together and took the shape of Gadadhar. 37 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

তাহা না হইলে আমি যে সকল তন্ত্র সাধনার বিষয় উপদেশ করিয়াছি। সেই সকল শুনিবা মাত্র নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি লাভ করিতেছেন। ৩৭

এই গদাধরের স্বরূপটি কিরূপ কেনই বা ইহাঁর যোগে যোগবান স্বয়ং সিদ্ধ পুরুষের কি জন্যই বা গুরু করেন। ৩৮

মধ্যলীলায়াং ১১শঃ অঃ ।

ভৈরবী এইরূপ বিচার পূর্ব্বক ধ্যান নিমীলিত লোচনে গদাধরের স্বরূপটির চিন্তা করিতে করিতে উৎকণ্ঠা বশতঃ প্রেমাশ্রু পুলকিত চিত্তে হৃৎপদ্ম মধ্যে একটি আশ্চর্য্যরূপ দর্শন করিলেন। ৩৯

ভগবতী জানকীর সহিত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পদ্ম পলাশ লোচন নব দূর্ব্বাদল শ্যাম ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র এবং মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীমতী রাধিকার সহিত অবস্থিত স্বয়ং ভগবান শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইটি স্বরূপকে ক্রমশঃ গদাধরে পরিণত হইতে দেখিয়াছিলেন।
৪০।৪১।৪২

अतो गदाधरो यो ऽसौ श्रीरामकृष्ण एव सः ।
युगावतारः पूर्णोऽयं श्रीरामकृष्ण संज्ञकः ॥ ৪২
अतः कलियुगेघोरे श्रीरामकृष्ण नामतः ।
प्राप्नुवन्ति नरामुक्तिं नान्यनाम सहस्रकात् ॥ ৪৪
एवं समाधियुक्तायां गतं नक्तन्दिवं यदा ।
प्रभाते श्रीरामकृष्ण भैरव्या हृदयाम्बुतः ॥ ৪৫
सहसान्तर्हिता सा च सम्मुखे सन्ददर्श तं ।
तद्दिनावधि भैरव्या हृष्टेन मनसा तया ॥ ৪৬
स्वरूपं तस्य तज्ज्ञात्वा साधनालब्ध चक्षुषा ।
श्रीरामकृष्ण देवो हि तन्नामकरणङ्कृतम् ॥ ৪৭

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां श्रीरामकृष्णदेवस्य भैरवीकृत नामकरण रूपो मध्यलीलाया एकादशोऽध्यायः । मः ১১ ।

"Hence Gadadhar is Sri Ramakrishna who is the incarnation of God in this Kali yuga. So, in this yuga people attains salvation by chanting the name of Sri Ramakrishna." For full one day

and night, Bhairabi remained absorbed in meditating the glory of Shri Ramkrishna. Next morning the image of Shri Ramakrishna disappeared from her mind's eye, but when she opened her eyes she found him standing before him. From that day onward Gadadhar was named as Shri Ramakrishna. 43 to 47

Here ends the eleventh chapter of Madhyalila in Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব যিনি গদাধর তিনিই রামকৃষ্ণ। তজ্জন্যই রামকৃষ্ণ নামধারী পূর্ণ যুগাবতার এক মাত্র এই ভয়ঙ্কর কলিযুগে এই রামকৃষ্ণ নাম জপাদি করিয়া কলি হত জীব সকল মুক্তি লাভ করিবে অন্য নাম জপাদি করিয়া কলিহত জীব সকল মুক্তি লাভ করিবে অন্য নাম শত সহস্র হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। এইরূপে একদিন একরাত্রি নির্বিকল্প সমাধিদ্বারা অবস্থিত হইয়া প্রভাতে ভৈরবী দেবী শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীর হৃৎপদ্ম হইতে সহসা অন্তর্হিত হইলে নিজ সম্মুখে গদাধর রূপধারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৪৩৪৭

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ভৈরবী দেবী ভগবান গদাধরের শ্রীরামকৃষ্ণ। এই নামকরণ-রূপ মধ্যলীলার একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। মঃ ১১ অঃ।

मध्यलीलायां द्वादशोऽध्यायः

श्रीरामकृष्णदेवस्य योगारूढ़स्य सत्वरणात् ।
साधना सिद्धि सम्प्राप्तिरपूर्व्वेयास्य योगिनः ॥ १
अभूदलौकसामान्या भैरव्या आनुकूल्यतः ।
असाध्य साधनासिद्धेः प्राप्ति रेव न पूर्णता ॥ २
देव दानवा गन्धर्व्वा राक्षसा मुनि मानवाः ।
सिद्धिं प्राप्ता स्तदा ते ये यं यं भावं समाश्रिताः ॥ ३
वैष्णवा विष्णुमासाद्य वै सौराः सूर्य्यं शिवं तथा ।
शैवाः शाक्तास्तथा शक्तिं गाणपत्या गजाननं ॥ ४
सर्व्वेऽप्येवं साधकास्ते स्व स्व साधनशालिनः ।
स्वां स्वां सिद्धिं समुत्पाद्य कृतार्थोऽभवं सदा ॥ ५
किन्त्वस्य साधकस्य ठाकुरस्य पृथग्विधा ।
आश्चर्य्यमाश्चर्य्यं साधनानां भेदोनास्ति कदाचन ॥ ६

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

অপূর্ব্ব যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সকলই সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। ১

অন্যান্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করাই পূর্ণতার কারণ নয়। দেবতা দানব রাক্ষস ও মুনিমানবাদি ইহাঁরা প্রত্যেকে যিনি যে ভাবে যে দেবতার উপসনা করেন। তাঁহার সেইরূপই সিদ্ধিলাভ হয়। ২।৩

বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে সৌরগণ সূর্য্যকে শৈবোপাসকগণ শিবকে শাক্ত সকল শক্তিকে গাণপত্য গণেশকে এই সকল সাধক নিজ নিজ শক্তিদ্বারা নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ করেন। ৪।৫

কিন্তু এই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাধনারূপ সম্পূর্ণরূপে রূপান্তর। অর্থাৎ আর্য্য সাধকই হউন বা অনার্য্য সাধকই হউন। ইহাঁর নিকট ইহাঁদের মধ্যে ভাল মন্দ বিবেচনা কিছু মাত্র ছিল না। ৬

नाना साधनमार्गः स देवतानामुपासनम्।
अवलम्ब्य तत्र तत्र सिद्धिलाभं चकारह ॥ ७
एवं साधन वैशिष्ट्यं प्राप्ता सृष्टेरधुना वधि।
नचित न च कुत्रापि केवलन्तद् गदाधरे ॥ ८
असाध्य साधिका माता चिद्रूपा परमेश्वरी।
अद्भुत प्रकृतेरस्य सन्तानस्य सुसाधने ॥ ९
चित्तव्याकुलतां ध्यात्वा नाना साधन सिद्धये।
तत्तदुपासना सिद्ध परिव्राजक सत्तमान्। १०
कृपयै वाचकर्षात्र साधनासिद्ध मन्दिरे।
अष्टपञ्चाधिक द्विषट् शतकाब्दात् मध्यतसो। ११
एकोनाशीत्यधि द्विषट् शतकाब्दावधिं द्विजः।
कालन्तु साधनायुक्तो गङ्गागर्भे समाधिमान् ॥ १२

Thakur followed different paths and achieved success in all his pursuits. Such peculiarity of worship has never been found in anyone but Gadadhar since the times immemorial to this day To fulfil the earnest longing of Gadadhar, Goddes Kali attracted great sages and ascetics to the temples at Dakshineswar. From the Bengali year 1264 to 1276, i.e. for twelve years from the age of twenty six to thirty eight, Thakur performed his holy penance and had his achievements in the spiritual field. 7 to 12

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ঠাকুর বহু দেবতার উপাসনা করিয়া সেই সেই দেবতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ৭

ঠাকুরের স্বতন্ত্র সাধনার মত সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কোন ও একটি সাধকের উপাসনা কোথাও দেখা যায় না কেবল মাত্র ইহা গদাধরেই দেখা যায়। ৮

অসাধ্য সাধিকা চিন্ময়ী পরমেশ্বরী কালী অত্যাশ্চর্য্য সন্তান গদাধরের সাধন বিষয়ে চিত্ত চাঞ্চল্য জানিয়া নানা প্রকার সাধনায় সিদ্ধির জন্য তদুপাসনাসিদ্ধ সর্ব্বোত্তম।

পরিব্রাজক বা সাধু সন্ন্যাসি সকলকে কৃপাপূর্ব্বক এই সাধনা সিদ্ধ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আকর্ষণ্ করিয়াছিলেন। ৯।১০

এবং সন ১২৬৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা সন ১২৭৬ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ঠাকুরের ২৬ বৎসর বয়স হইতে ৩৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ১২ বৎসরকাল সাধনায় রত হইয়াছিলেন। ১১।১২

साधना रम्भकालेतु रौप्यमुद्राय मृत्तिका।
गृहीत्वा मृत्तिका यातु सैवमुद्रा न चापरा॥ १३
स्वर्ण रौप्यादिका मुद्रा मृत्तिका न तथा परा।
पुनः पुनर्वदन्नेव गङ्गागर्भे व्यसर्जयत्॥ १४
इयं प्राथमिकी तस्य साधना सिद्ध योगिनः।
धनरत्न परित्यागरूपा चित्तस्य शुद्धये॥ १५
यस्तुपमाध्यये किन्तु गङ्गागर्भेऽतिनिर्मले।
प्रायोपवेशनं कृत्वा नित्यानित्यविचारणम्॥ १६
स तदैव श्रीभैरव्या तथान्यन्यासिभिः सह।
तथा साधन सम्पत्त्या नारीमात्रं स्वमातृवत्॥ १७
धारणा सुदृढ़ा जाता योगिनो योगसिद्धये।
सिद्धिलाभात् परं साधुः कदापि काममपि ध्रुवं॥ १८

At the beginning of his spiritual pursuits he would take a coin in one hand and some earth in the other, and say that both were one and the same, and lastly throw them into the water of the river. Thus for purification of his mind he had to free himself from temptation of money and riches in the preliminary stage of his spiritual pursuit. He would be deeply absorbed in discussions about the eternal and the transitory with Bhairabi and others He realised that every woman was his mother. He never looked at any woman or gold as things for enjoyment.

13 to 18

বঙ্গানুবাদ :—

সাধনার প্রারম্ভে এক হস্তে রূপার টাকা অন্য হস্তে কিঞ্চিৎ মাটি লইয়া রূপার বা সোনার টাকা ইহারা মাটিরই অন্য মূর্ত্তি অর্থাৎ টাকা মাটি মাটি টাকা এইরূপ বলিতে বলিতে সেই সকল টাকা ও মাটি গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিতেন। ১৩।১৪

এই সাধনা সিদ্ধযোগী ঠাকুরের চিত্ত শুদ্ধির জন্য ধনরত্ন পরিত্যাগরূপ প্রথম সাধনা। ১৫

কিন্তু সচ্চিদানন্দ অখণ্ড ব্রহ্মের অনুভবের নিমিত্ত পরম পবিত্র ত্রিপথগাতীরে প্রায়োপবেশন পূর্ব্বক ভৈরবী এবং অন্যান্য সিদ্ধ সন্ন্যাসিবর্গের সহিত নিত্যানিত্য বস্তুর বিচারে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেন। ১৬

যোগী গদাধরের যোগসিদ্ধির জন্য সাধন সম্পত্তি দ্বারা নারী মাত্রে নিজ গর্ভধারিণী মাতার মত ধারণা সুদৃঢ় হইয়াছিল। ১৭

ঠাকুর সিদ্ধিলাভের পর কখনও কোনও একটি কামিনী বা কাঞ্চনাদিকে ভোগ বুদ্ধিতে দেখেন নাই। ১৮

কামিনীং কাঞ্চনং বাপি ভোগবুদ্ধ্যা ন দৃষ্টবান্।
কামিনী কাঞ্চন ত্যাগশ্চাপি সাধনতঃ পরং ॥ ১৯
দীনতা নিরহঙ্কারং সাধনা পূর্ণতাং গতা।
যত্রাপাবিত্র্যবাহুল্যং স্থানে সাধারণো জনঃ ॥ ২০
পদার্পণে সহ্‌চিতো ন যাতি তত্র কর্হিচিৎ।
ঠাকুরস্তু তদস্পৃশ্য স্থানং মার্জ্জিতবান্ স্বয়ং ॥ ২১
আচণ্ডালোচ্ছিষ্ট পত্রং বিধৃত্য মস্তকে তথা।
গঙ্গাগর্ভে বিনিঃক্ষিপ্য জাত্যভিমান চূর্ণতাং ॥ ২২
কৃত্বা হ্যস্পৃশ্য জাতৌর্নাধিকং মন্যতে সুধীঃ।
অতঃপরং সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞানস্য সাধনা ॥ ২৩

वीरस्यास्य साधकस्य सर्व्वथाभिनवामता ।
भिक्षुकोच्छिष्टकाहारं कृत्वादरपुरःसरं ॥ २४

After he had overcome the temptation of woman and money, he attained humility and selflessness, Thakur himself would cleanse those filthy places where people were averse to step into. He shook off his pride of caste as he carried the leaves containing the remains of meals left by the untouchable classes of people, ane threw them into the river. He never felt that he was superior to one belonging to the lowest classes of humanity. Next, he realised that every living creature was a manifestation of God. He would take the remains of meals left by beggars as a holy gift. 19 to 28

বঙ্গানুবাদ :—

কামিনী কাঞ্চন ত্যাগরূপ সাধনের পর দীনতা ও নিরহঙ্কারিতা সাধনা পূর্ণ হইয়াছিল। যে সকল অপবিত্র বহুল স্থানে পদার্পণে সঙ্কুচিত হইয়া কেহ কখনও যাইত না। সেই সকল অপবিত্র স্থান ঠাকুর স্বয়ং পরিষ্কার করিতেন। ১৯।২০।২১

আচণ্ডালের উচ্ছিষ্ট পত্র স্বয়ং মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক গঙ্গাগর্ভে নিঃক্ষেপ করিয়া জাত্যাভিমান দূর করিয়াছিলেন। কখনও নিজেকে অস্পৃশ্য জাতির অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করিতেন না। ২২

তৎপরে এই বীর সাধকের সর্ব্ব জীবে শিব জ্ঞানের সাধনা ইহা একটি নূতন সাধনা। অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে ভিক্ষুকগণের উচ্ছিষ্টান্ন

मध्यलीलायां द्वादशोऽध्याय :

ভোজন এবং ঐ সকল উচ্ছিষ্টান্নকে মহাপ্রসাদ মনে করিয়া মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতেন। ২৩।২৪

मत्वा महाप्रसादं तान् मूर्ध्नि धृत्वाननर्त्त ह।
आदौ साधनाकाले च चतुर्वर्षान्तरं सुधी.॥ २५
वैष्णवं मतमाश्रित्य दास्य सख्यादि भावत:।
तत्तत् साधन योगेन सिद्धिलाभं चकार स:। २६
श्रीकृष्णस्य मम प्राणा ये स्युः श्रीव्रजबालकाः।
चिन्ता तत्तुल्य सख्यस्य ठाकुरस्य तदा भवत्॥ २७
तथा श्रीरामचन्द्रस्य दास्य भक्ति प्रवर्त्तकः।
महावीर रामदासतुल्योऽभूद्भक्त ठाकुरः॥ २८
तन्त्रोक्त साधनायां हि सिद्धिलाभात् परं तथा।
सख्यरूपा ठाकुरस्य भक्तैः शोधना च सा॥२९
सर्व्वथा पूर्व्वरूपा सा लोकोत्तर चमत्कृतिः।
तदासौ स्वं जगन्मातुः सखीरूपां विभाव्य च॥ ३०

At first for four years Thakur adopted the religion of the *Vaisnavas* and *felt like* those youngsters of Broja who were at one with Sri Krishna in their heart and soul. *Next he became a* devotee of Shri Ramachandra and developed a devotion quite akin to *Mahabir Hanuman.* Thereafter, when he achieved success in his pursuit in the tantric method his *services* as an attending maid to the Goddess, received *great appreciation from the best of devotees.* At this stage he would often serve the Goddess with a chamar. 25 to 30

বঙ্গানুবাদ ঃ—

প্রথম সাধনার সময় ৪ বৎসর বৈষ্ণব মত অবলম্বন পূর্ব্বক দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য্যাদিভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্য যে সকল ব্রজবালক ছিল তাহাদের মত ঠাকুরের সখ্যভাব সিদ্ধ হইয়াছিল। ২৫।২৬ ২৭

তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্রের দাস্য ভক্তির প্রবর্ত্তক মহাবীর রামদাসের মত ঠাকুরের দাস্য ভক্তিতে সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। ২৮

এবং তন্ত্রোক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর ঠাকুরের সখ্যভাবে যে সাধনা। ২৯

তাহা অপূর্ব্ব ও মহা ভক্তগণেরও আনন্দদায়ক। সেই সময় ঠাকুর নিজেকে জগদম্বার সখীরূপে ভাবনা করিয়া প্রায়ই চামর হস্তে কালিকাকে ব্যজন করিতেন। ৩০

> प्रायश्चामरहस्तेन कालिकां समवीजयत् ।
> कदापि वा भूषणाद्यैर्वस्त्रादैरपि वा तथा ॥ ३१
> परिधेयं कृतं तेन रमण्या इव सर्व्वदा ।
> देवी सेवाचिन्तयत् स्वं स्त्रीमूर्त्त्या चान्यया सम ॥ ३२
> तद् भक्तो मथुरानाथ ठाकुरस्याभिलाषतः ।
> प्रकृतेः साधने यद् यद् द्रव्यमावश्यकं भवेत् ॥ ३३
> तत्तद् द्रव्यस्य सेवार्थे दत्वा धन्योऽभवत्तदा ।
> एवं प्रकृतिभावस्य पावस्याद्धि तदन्तरे ॥ ३४
> स्वस्यपुम्भावरूपस्य सर्व्वथा विस्मृतिं ययौ ।
> तदा श्रीरामकृष्णस्य सान्निध्यात् सर्व्वतो दिशि ॥ ३५
> सुतीर्थ इव सुख्यातिर्जातास्य देवसद्मनः ।
> तीर्थपर्यटने मग्नैः परिव्राजक सत्तमैः ॥ ३६

Again he would wear ornaments like a woman and serve the Goddess as such. He lost sense of his own sex. Mathuranath also gladly supplied all the requisites to get Thakur dressed like a woman. The fame of the temples at Dakshineswar as a holy place extended far and wide, due to the presence of Sri Ramakrishna. 31 to 36

বঙ্গানুবাদ :—

কখনও বা স্ত্রীলোকের মত বস্ত্র অলঙ্কারাদি পরিধান করিতেন এবং নিজকে অন্য একটি স্ত্রীলোক মনে করিয়া কালিকার সেবা করিতেন। ৩১।৩২

সেই সময় ঠাকুর নিজের অন্তরে স্ত্রী ভাবের প্রবণতা বশতঃ নিজের যে পুরুষ মূর্ত্তি অর্থাৎ আমি যে পুরুষ ইহা একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ৩৩

শ্রেষ্ঠ ভক্ত মথুরানাথ ঠাকুরের ইচ্ছামত শক্তি সাধনায় যে সকল দ্রব্য আবশ্যক হইত সেই সকল দ্রব্য ঠাকুরের বেশভূষার জন্য দিয়া ধন্য হইতেন। ৩৪

এবং সেই সময়ে রাণী রাসমণির ঠাকুর বাড়ীর পরমহংস ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যবশতঃ চতুর্দ্দিকে পুণ্যতীর্থের মত সুখ্যাতি হইয়াছিল। ৩৫।৩৬

যাবাধ্বনি তদানীন্তৈর্যদা দৃষ্টো হৃদম্মতঃ।
প্রবিশ্য তৌ যাত্মগেহে সাধু নামতিথীমমাম্॥ ৩৭

সুব্যবস্থাং সমালোক্য সানন্দাস্তত্র তৌ্যবসন্।
দিনানি কতিচিত্তত্রখ্যাতুমায়ঙ্গালিনঃ॥ ৩৮

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

আতিথ্য কৃত্য প্রাচুর্য্যাৎ সাধবঃ সুখ সংস্থিতাঃ।
মথুরঃ সাধুসেবায়াং সর্ব্বদা মুক্তহস্তকঃ॥ ৩৯
নিত্যস্থাতিথি সেবার্থং দ্রব্যজাতানরচয়ৎ।
এবং শ্রীমথুরানাথস্তাতস্য তুষ্টিসাধনে॥ ৪০
ঘূর্ণমানো তদিচ্ছায়াঃ সর্ব্বদায়ং সুচেতনঃ।
তদাদেশং প্রতীক্ষ্যৈব তন্মুখং বীক্ষ্য ভক্তিতঃ॥ ৪১
চিন্তাযুতঃ শ্রী মথুরঃ কিমাদিষ্টো ভবাম্যহং।
যদ্যসৌ গৃহ্ণীয়াদ্মত্তো ধনরত্নাদি বৈভবান্॥ ৪২

Due to very fine arrangements of hospitality pilgrims would be glad to stay at the guest-house of Dakshineswar for some days on their way to distant holy places. Mathuranath also spent generously to bring every comfort to pilgrims and guests. He was also very eager to bring every satisfaction to Thakur, and waited for orders. He thought, "If Thakur accepts any riches from me, I shall be blessed and free from all bondages of this world." 37 to 42

বঙ্গানুবাদ:—

তীর্থপর্য্যটনকারি সর্ব্বোত্তম সন্ন্যাসিগণ যাইবার পথে রাণী রাসমণির বৃহৎ দেবালয় দেখিয়া তাঁহারা রাণীর পান্থশালায় প্রবেশ পূর্ব্বক সাধুগণের প্রতি সুন্দর সুব্যবস্থা আছে দেখিয়া আমরা এই স্থানেই কিছু দিন থাকিব এইরূপ ভাবিয়া আনন্দের সহিত সেই কালী বাড়ীতে থাকিতেন। ৩৭।৩৮

मध्यलीलायां १२मः अः ।

অতিথিগণ উত্তম ভাবে আতিথ্য সৎকার লাভে সুখী হইতেন। মথুরবাবু সর্ব্বদা সাধু সেবায় মুক্ত হস্ত ছিলেন। ৩৯

এবং সর্ব্বদা অতিথি সৎকার জন্য বহু দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। এইরূপভাবে মথুরানাথ বাবার সন্তোষের জন্য এবং বাবার ইচ্ছা পূরণে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন। ৪০

এবং বাবার আদেশের অপেক্ষা করিয়া বাবার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেন কখন কি আদেশ করিবেন। ৪১

বাবা যদি আমার নিকটে ধন সম্পত্তি গ্রহণ করেন তবে আমার জন্ম সার্থক মনে করিব। বা আমার আর জন্ম হইবে না। ৪২

तदाहं जन्म साफल्यं प्राप्स्यामि जन्मखण्डनं ।
नैहक् चिन्ता मया कार्य्या भ्रमाद्यापि कथञ्चन ॥ ४३
स्वर्णं रौप्यादि मुद्रां यो मृद्रूपां गणयेत् सुधीः ।
तस्य प्रार्थनीयं द्रव्यं न किञ्चिदपि सम्भवेत् ॥ ४४
तथापि मथुरानाथे दानार्थमाग्रहान्विते ।
उक्तं श्रीरामकृष्णेन न मे किञ्चित् प्रयोजनं ॥ ४५
कमण्डलुन् कम्बलान् वा पट्टवस्त्रादिकां तथा ।
देयार्थेऽस्मन्यते तर्हि साधुभ्यः सर्व्वमर्प्यताम् ॥ ४६
श्रुत्वैवं मथुरस्तत्र बहुलं कम्बलादिकं ।
तत्तद्द्रव्यं समानीय भाण्डागाराण्यपूरयत् ॥ ४७
एवमादिष्टवांश्चैव तत्रस्थान् कर्म्मचारिणः ।
भवन्तो वितरिष्यन्ति तातादेशानुसारतः ॥ ४८

"I should not indulge in such thoughts for he has *no sense of difference* between gold and earth, and so nothing to ask for." Yet Mathuranath made an offer but Thakur refused *to accept*

anything for his own self. However he said, "If You are really eager to make gifts, give kamandalu, rug and cloth to the holy men." At once Mathuranath made a huge stock of all these things and ordered the managiug staff of the temples to distribute them according as Thakur liked. 43 to 48

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ চিন্তা আমার কোন প্রকারে ভ্রম বশতঃ ও মনে করা উচিৎ নহে। কারণ যে মহাপুরুষ স্বর্ণ রৌপ্যাদি মুদ্রাকে মাটি বলিয়া মনে করেন তাঁহার প্রার্থনা দ্রব্য কিছুই নাই। ৪৩.৪৪

তথাপি মথুরানাথ মহামূল্য ভূসম্পত্তি ঠাকুরকে দিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন আমার কিছুই আবশ্যক নাই।

যদি কিছু দানীয় দ্রব্য দিতে ইচ্ছা কর তবে কমণ্ডলু বা পট্টবস্ত্রাদি সাধুদিগকে দাও। ৪৫।৪৬

বাবার এইরূপ আদেশ শুনিয়া মথুরানাথ বহুতর কম্বলাদি দ্রব্য সকল আনিয়া ভাঁড়ারে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৪৭

এবং মথুরানাথ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কর্মচারি সকলকে বলিয়া ছিলেন। আপনারা বাবার আদেশ মত এই সকল দ্রব্য বিতরণ করিবেন। ৪৮

पङ्गून्स्व बधिरान् वापि साधून् वा सज्जनांस्तथा ।
यान् कामपि वदेद्वो देयं तेभ्योऽनियमतः ॥ ४९
यदेदं भजने लिप्तो रामकृष्णः स्वयं हृदि ।
तदैव मन्दिरे तव सिद्ध साधक सत्तमः ॥ ५०

मध्यलीलायां १२शः अः ।

आविर्भूतो जटाधारी रामलाला सुसेवकः ।
वात्सल्य भावपूर्णोऽयं सुन्दरो रामविग्रहः ॥ ५१
यत् प्रसादाठ्ठाकुरस्य वात्सल्यभाव साधना ।
अत्याश्चर्य साधनेयं जीवता विग्रहेन वै ॥ ५२
श्रीरामस्य धातुमयः शोभनो बालविग्रहः ।
सिद्ध साधोः समीपेऽसौ विद्यतेऽहर्निशं मुदा ॥ ५३
साधोः श्रीविग्रहे सेवा विग्रहाचरणं तथा ।
सर्वथा पूर्वहृ॑॑॑॑य परं विस्मयहेतुका ॥ ५४

"Every care should be taken to give these things to the lame, the blind, the deaf, the sadhu, or to anyone according as Thakur likes." At that time, *a holy man named Jatadhari who was a devotee of a living image called Ramalala*, came to the temples at *Dakshineswar. It was an image of Ramachandra as a boy. It was made* of metals. The mode of services rendered to the image was wonderful. During the day or the night Jatadhari always kept it with him. 49 to 54

বঙ্গানুবাদঃ—

পঙ্গু অন্ধ বধির সাধু সজ্জন অথবা যে কোনও ব্যক্তিকে দিতে বলিবেন বাবার আদেশ মত তাঁহাদিগকেই যত্ন পূর্ব্বক দিবে। ৪৯

ঠাকুর এইরূপ ভাবে প্রকৃতি সাধনে যখন ব্রতী হইয়াছিলেন ঠিক সেই সময়ে এই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে শ্রীরামলালা নামক জীবন্ত বিগ্রহ সেবক সিদ্ধ সাধক জটাধারী নামে একটী সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। ৫০।৫১

রামলালা অর্থাৎ বাৎসল্য ভাবপূর্ণ একটি বাল গোপালের মত সুন্দর মূর্ত্তি ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের জীবন্ত বিগ্রহ। ৫২

যে বাল বিগ্রহের কৃপায় ঠাকুরের বাৎসল্যভাব সাধনা পূর্ণ হইয়াছিল। জীবন্ত বিগ্রহের সহিত এই সাধনা অত্যাশ্চর্য্যরূপ। শ্রীরামচন্দ্রের ধাতুময় সুন্দর একটি বাল বিগ্রহ সিদ্ধ সাধু জটাধারীর নিকটে দিবা রাত্রি আনন্দের সহিত থাকিতেন। সাধুর বিগ্রহ সেবা এবং বিগ্রহের সহিত ব্যবহার অভূত পূর্ব্ব বিস্ময় কর। ৫৩৫৪

सपुत्रं विग्रहं मत्वा स्वहस्तेन स्व भोजयत्।
स्नेहाधीनं स्वसन्तानं मत्वा वा भूषयत् क्वचित्॥ ५५
कदापि तच्चञ्चलतां दृष्ट्वातमत्य भर्त्सयत्।
साधोरेवं साधनन्तद्दृष्ट्वा श्रीहृदयः सुधीः॥ ५६
वाक्यहीन मुस्तयैवं सातङ्कं समाचिन्तयत्।
एकतो मातुलस्यास्य नानाभावेन सर्व्वदा॥ ५७
व्याकुलीकृतवन्तं मामधीरं कुरुते तथा।
कोऽन्यः पुनः समुन्मत्तो मन्दिरेऽस्तामुपस्थितः॥ ५८
एवमद्भूत भावस्य तरङ्गै र्नाभिघातितः।
हृदयः साधुतत्यन्तदवलोक्याति विस्मितिः॥ ५८
नास्ति साधो र्विग्रहस्य स्नान पूजादिकाः क्रियाः।
तपो नास्ति जपो नास्ति साधनं भजनं तथा॥ ६०

Sadhu Jatadhari used to feed the image as if it was his son, and sometimes have it dressed. Again, at other times on seeing its fickleness or irregular movement, he would abuse it. Hridayram was taken aback at this uncommon mode and method of worship of Ramlala by Jatadhari and

thought with great fear, "I am always troubled with worries caused by the changes of mood and temper of my uncle. Here comes another mad man with new problems." Hriday was, however, greatly astonished to see the peculiar habits of Jatadhari, who did not follow the usual method of worship. 55 to 60

বঙ্গানুবাদঃ—

সাধু বিগ্রহটিকে নিজের পুত্র মনে করিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে খাওয়াইতেন। স্নেহাধীন পুত্র মনে করিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে সাজাইতেন। কোন সময়ে বা বিগ্রহের চাঞ্চল্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত নিন্দিত বাক্য প্রয়োগ করিতেন। এইরূপ ভাবে সেই জটাধারী সাধুর অলৌকিক সাধনা দেখিয়া হৃদয়রাম নির্ব্বাক হইয়া সভয়ে এইরূপ চিন্তা করিতেন। ৫৫।৫৬

একদিকে কনিষ্ঠ মাতুলের নানা প্রকার ভাবে সর্ব্বদা ব্যাকুলিত হইয়া অত্যন্ত চঞ্চল বা সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছি। তার উপর এ আবার আর একটি মহাপাগল কোথা হতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইরূপ আশ্চর্য্যভাবে বিভাবিত হইয়া হৃদয়রাম অতিশয় বিস্মিত হইয়া ছিলেন। ৫৭।৫৮।৫৯

পরন্তু সাধুর সেই সকল ব্যাপার দেখিয়া অর্থাৎ সাধুর বিগ্রহটির স্নান পূজা এবং নিজের জপ তপ সাধন ভজন কিছুই ছিল নাই। ৬০

तद्विषयकमहोरात्रं चिन्त्य हृदि भक्तिमान् ।
साधुस्तन्मयतां प्राप्य समाहूय सुविग्रहं ॥ ६१
आगच्छ रे रामलाला क्व गतश्चञ्चलः सुतः ।
एवमादृभाषणं श्रुत्वा रामलालातिप्रहर्षितः ॥ ६२

मध्यलीलायां १२शः अः ।

तत्क्षणात्तत्समीपे स पुत्रवत् समुपस्थितः ।
साधुदत्तं भोज्य द्रव्यं भुक्तवान् विग्रहः स्वयं ॥ ६३
कदा वा विग्रहः खाद्यद्रव्यं दृष्ट्वा जगाद तं ।
नाहं भोक्ष्ये द्रव्य मिदममिष्टं चीरिकाफलं ॥ ६४
श्रुत्वा तद्विग्रह वचो नानारूपेन तं तदा ।
मिष्टवाक्येन सन्तोष्य भुङ्क्ष्व भुङ्क्ष्वाधुनात्विदं ॥ ६५
मा क्रोधं कुरु पुत्र त्वं चर्व्येयं भुङ्क्ष्व सादरं ।
आगामि दिवसे वत्स दास्यामि चीर लड्डुकम् ॥ ६६

The Sadhu used to hold the image on his breast with great devotion day and night. Sometimes he would call out, "Oh my dis obedient son, where are you ? come back." On hearing his call, the image would come back to him at once like a son to his father. The image itself used to eat the food offered to him by the Sadhu. Sometimes the image would say, "I will not take this sour cu-cumber." At this sadhu made very humble entreaties and persuaded it to take the cu-cumber with promise to give it sweets next day. 61 to 66

সাধুর প্রদত্ত খাদ্য দ্রব্য খাইতেন। কখনও বা খাদ্য দ্রব্য দেখিয়া বিগ্রহ সাধুকে বলিতেন। এই তেতো শশা আমি খাইব না।

৬১।৬২।৬৩।৬৪

সাধু রামলালার এইরূপ কথা শুনিয়া নানা প্রকার মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট করতঃ বলিতেন। খাও বাবা এখন এইটিই খাও? ৬৫

দেখ বাবা তুমি রাগ করিও না আমি এখন যাহা দিচ্ছি আজ তুমি তাহাই খাও? কল্য তোমাকে ক্ষীরের নাড়ু আনিয়া দিব। ৬৬

कदाप्युक्तो रामलाला विग्रहः प्राणसन्निभः ।
मा गच्छ गच्छ पुत्र त्वं कण्टकारण्य मध्यतः ॥ ६७
द्रुतं कुत्र गच्छसि त्वं विद्धाङ्गं कण्टकैर्भवेः ।
प्रत्यागच्छाशु भो शीघ्रमसह्यं स्यात् त्वदविधिः ॥ ६८
कदा चातिविरक्तेन साधुना बालविग्रहः ।
उक्तः स्वार्थमत्युग्र वह्निदग्धो भवाम्यहं ॥ ६९
त्वयेव धारणा ध्यानं तपः पूजा जपादिकं ।
त्वं संन्यासिनो यद् यत् सर्व्वं नास्ति मम ॥ ७०
सर्व्वस्वं संपरित्यज्य त्वां नीत्वाहं बहिर्गतः ।
धनं धान्यं गृहं द्रव्यं यत्किञ्चित् पैतृवैभवं ॥ ७१
भिक्षा लब्धान्नमात्रं त्वां वै नित्यं पुष्णामि यत्नतः ।
तथापि त्वन्मनः प्राप्तुं नार्हामि वै कथञ्चन ॥ ७२

Sometimes again, the Sadhu would say. "Oh my son, don't run into thorny bushes. You will get your body pricked with thorns. Make haste to come back. It pains me much if I don't have you close to me." At other times, he would say

with great annoyance, "I suffer so much only for you It is for your sake that I cannot do my holy duties. I have left my home with all my paternal properties, and have come out with you only. I feed you with whatever I get by begging Yet I have not been able to win your favour. 67 to 73

বঙ্গানুবাদ :—

কখন ও বা প্রাণের তুল্য রামলালাকে সাধু বলিতেন হে পুত্র তুমি কাঁটা বনে যাইও না কাঁটার বনে কি এমন করে ছুট যেতে আছে পায়ে কাঁটা ফুটবে যে। হে পুত্র তুমি শীঘ্র আমার কাছে এস। দেখ তুমি আমার নিকট হইতে অন্যত্র যাইলে বড়ই কষ্ট হয়। ৬৭,৬৮

কখনও বা সাধু অত্যন্ত বিরক্তির সহিত রামলালাকে বলিতেন তোমার জন্য আমি ভীষণ ভাবে জলে পুড়ে মরিলাম।

সন্ন্যাসীগণের ধ্যান ধারণা জপ তপ ও পূজাদি যে সকল কর্তব্য কার্য্য তোমার জন্য আমার সেই সকল গেল। ৭০

ধন ধান্য গৃহ দ্রব্য যা কিছু আমার পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র তোমাকে লইয়া বহির্গত হইয়াছি। ৭১

এখন ভিক্ষা করিয়া তণ্ডুলাদি যাহা পাই সেই সকল দ্রব্য দ্বারা তোমার মন পাইলাম না। অর্থাৎ তুমি সন্তুষ্ট হইতেছ না। ৭২

এমত সময়ে ঠাকুরও স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শক্তি সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। ৭৩

অথ শ্রীঠাকুরশ্চাপি রমণীরূপধৃক্ তদা।
প্রকৃতি সাধনায়াং স লিপ্তোঽভূদ্ ভগবান্ স্বয়ং। ৩১

मध्यलीलायां १२शः अ.।

श्रीजटाधारिणः साधोरपूर्व्वं भाव साधना।
सर्व्व भावमयस्यास्य श्रीरामकृष्ण योगिनः॥ ৩৪
हृदयं वात्सल्यरसैः परिपूर्णं चकार सा।
एवं श्रीरामकृष्णस्तु श्रीरामलाला विग्रहं॥ ৩৫
प्राणवन्तं दिव्यमूर्त्तिं दिव्यभाव समन्वितं।
दृष्ट्वा चाचरणं तस्यालौकिकं सर्व्वमेव तत्॥ ৩৬
कदा वा पुष्पमानेतुं कण्टकारण्ये धावनं।
बह्वमिष्टमाचरति भोजनावसरेऽपि च॥ ৩৭
नानाभावैस्त्वं साधुसुहृं जयति विग्रहः।
बभूव विस्मितो देवो दृष्ट्वास्य प्रेमकार्यम्॥ ৩৮

At that time Thakur dressed like a woman was engaged in doing services to the Goddess Kalika. On seeing the peculiar devotion of Jatadhari, Thakur was also greatly astonished and his heart was filled with fathery affection. The living divine image, and its wonderful behavior, playful pranks, acts of misconduct causing great annoyance to the Sadhu. and devotional love of the Sadhu, were deeply appreciated by Thakur.

73 to 78

বঙ্গানুবাদ :—

শ্রীজটাধারী সাধুর অত্যাশ্চর্য্যময় বাৎসল্য ভাবের সাধনা দেখিয়া সর্ব্বভাব সমন্বিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ও হৃদয় বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৭৪।

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

পবন্ত ঠাকুর দিব্য ভাব বিশিষ্ট জীবন্ত শ্রীরামলালা বিগ্রহকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং বিগ্রহের অলৌকিক আচরণ অর্থাৎ কখন ও পুষ্প লইবার জন্য কন্টকারণ্যে ছুটোছুটি কখনও খাবার সময়ে বিপরীত আচরণ করিতেছে অর্থাৎ নানা প্রকারে সাধুকে অত্যন্ত উদ্বেজিত করিতেছেন এইরূপ ভাবে বিগ্রহের প্রেমের আকর্ষণ দেখিয়া ঠাকুর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ৭৫।৭৬।৭৭।৭৮

শিশুপুত্রস্যাচরণং দৃষ্ট্বা মাতুর্যথা ভবেৎ।
অপূর্ব্বং প্রীত্যনুভবো রামকৃষ্ণস্য চাভবৎ॥ ৭৯
ব্যাপারৈস্তৈশ্চ ঠাকুরস্য শ্রীজটাধারিণা সহ।
প্রীত্যাধিক্যং মহজ্জাতং যেন তৎ সন্নিধৌ সদা॥ ৮০
উপবিশ্য বিগ্রহস্য তাং তাং লীলাং দদর্শ সঃ।
তথা তন্ময়তাং যাতাবতিমাত্র মুভৌ সদা॥ ৮১
নানুভূতৌ তদা তৌ তু মগ্নভাব পরিপ্লুতৌ।
গতোঽয়ং দিবসঃ কিম্বা গতা বা যামিনী কদা॥ ৮২
চিদানন্দঃ শিশুরয়ং বাৎসল্য ভাববিগ্রহঃ।
সর্ব্বদা রামকৃষ্ণস্য সন্নিধিং সমপেক্ষতে॥ ৮৩
ঠাকুরোঽস্মিন্নবসরে শ্রীজটাধারিণো গুরোঃ।
দীক্ষাং গৃহীত্বা বাৎসল্যভাব সাধনসংরতঃ॥ ৮৪

Just as the mother gets delighted at the playful activities of her child, so also Ramakrishna got delighted by the activities of Ramalala. There grew up a very close intimacy between Thakur and Jatadhari, as a result of which Thakur spent most of his time enjoying the activities of living

Ramalala. Both of them would be so engrossed that they would lose all sense of day and night. On the other hand Ramalala liked to be constantly near to Ramakrishna. In the mean time Thakur became initiated in filial devotion by Jatadhari. 79 to 84

বঙ্গানুবাদঃ—

শিশু পুত্রের আচরণ দেখিয়া মাতার যেরূপ আনন্দ অনুভব হয়। ঠাকুরেরও সেইরূপ হইয়াছিল। ৭৯

বহু প্রকার ঘটনায় ঠাকুরের জটাধারীর সহিত অত্যন্ত প্রণয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। যাহার ফলে ঠাকুর জটাধারীর নিকটে সর্বদা থাকিয়া রামলালার জীবন্ত লীলা দর্শন করিয়াছিলেন। যে লীলা দেখিয়া ঠাকুর এবং জটাধারী তন্ময় হইয়া উভয়েই সমাধিস্থ হইতেন। ৮০। ৮১

अतःपरं ठाकुरेणानुभूतमिदमेव तत्।
क्षणार्द्धं रामकृष्णन्तु त्यक्तुं नेच्छति विग्रहः॥ ৮৫
सर्वदा रामकृष्णस्य कण्ठलग्नो भवाम्यहं।
श्रीजटाधारिणः पार्श्वे यावत्तिष्ठति ठाकुरः॥ ৮৬
तावत् कालं शान्तमूर्त्ति र्विग्रहः किल खेलति।
यदा श्रीरामकृष्णस्तु गमनायोपचक्रमे॥ ৮৭
तदैव रामलालात् क्रीड़ां सन्त्यज्य ठाकुरं।
धावं सहसा प्रान्तं सः समाकृष्य स्वहस्ततः। ৮৮
निवारयामास तस्य गमनमन्यतो दिशि।
एवं श्रीरामलालाया चपलतां ठाकुरस्य तां। ৮৯
दृष्ट्वाश्रुपूर्णं चक्षुर्भ्यां साधुः श्वसिति दारुणं।
एवं श्रीरामकृष्णस्य अद्य सङ्कट मध्यगः॥ ৯০

Then Thakur felt that Ramalala did not like to be separated from him even for a moment. So long Thakur remained seated by Jatadhari, Ramalala used to play happily. But as soon as Thakur was about to leave the place, Ramalala would cease to play and catch hold of his cloth to prevent him to go elsewhere. At this Jatadhari heaved a heavy sigh and his eyes became full of tears. Thakur found himself between horns of a dilema. 85 to 90

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে উভয়ে তন্ময়তা লাভ করিতেন যাহাতে তাঁহাদের দিবা রাত্রির অনুভব হইত না। তাহার কারণ সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবে বিভাবিত হইয়া থাকিতেন। তজ্জন্যই দিবারাত্র জ্ঞান ছিলনা। ৮২

বাৎসল্যভাবের মূর্ত্তি এই চিদানন্দ বালবিগ্রহ সর্ব্বদাই ঠাকুরের নিকটে থাকিতে চাহিতেন। ৮৩

এইসময় সদ্‌গুরু জটাধারীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ঠাকুর বাৎসল্য ভাবসাধনায় রত হইয়াছিলেন। ৮৪

তৎপরে ঠাকুর ইহা বেশ ভালভাবে বুঝিয়াছিলেন যে রামলালা বিগ্রহ ক্ষণকালের জন্যও আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। ৮৫

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

যখন ঠাকুর সন্ন্যাসীর নিকট হইতে যাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া দুই চারিটি পাদ অগ্রসর হইতেন সেই সময় রামলালা নিজের খেলা-ধুলা ফেলিয়া দিয়া নিজহস্তে ঠাকুরের কাপড়ের খুঁট টানিয়া অন্যত্র যাইতে নিষেধ করিতেন। ৮৭। ৮৮

এইরূপে ঠাকুরের প্রতি রামলালার বশ্যতা দেখিয়া সাধু অশ্রু-পূর্ণলোচনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। এইরূপভাবে ঠাকুর উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন। ৮৯।৯০

चिन्तयन् येन स तस्य सर्व्ववस्तु विरागिनः ।
सर्व्वस्वं साधनधनमेकमेवावलम्बनम् ॥ ८१
बलात् प्रसह्य तं देयं नेतुमिच्छति ठाकुरः ।
अपूर्व्वे सिद्धपीठेऽस्मिन् प्राचीन नवीनद्वयं ॥ ८२
भक्तं गृहीत्वा वात्सल्यभावस्याधार रूपकः ।
रामलाला व्यधात् क्रीड़ां तत्र प्रायेन वत्सरं ॥ ८३
दृष्ट्वा लीलां जटाधारी किं करोमीति चिन्तितः ।
रामलालां रामकृष्णसकाशात्र कदाचन ॥ ८४
नेतुं शक्तो भविष्यामि तत् प्रेमाधिक्य हेतुतः ।
इत्येवं महती चिन्ता सदा मे हृदि वर्त्तते ॥ ८५
रामलालां विनान्यत्र गमनं मरणं मम ।
विचिन्त्यैवं जटाधारी कदाचित्तं सुविग्रहं ॥ ८६

Thakur felt as if he was forcibly robbing Jatadhari of his all, ie. Ramalala which was the only supporting prop of his life. For one year Ramalala played with these two devotees of

which one was young and the other was old. Jatadhari became much dejected with the thought that he would not be able to take away Ramlala from Ramakrishna. As it now liked Ramakrishna more than him ; and on the other hand if he would go away without Ramalala it would be as good as death to him. So, one day, Jatadhari with Ramalala in his arms approached Ramakrishna and handing over Ramalala to him said. 91 to 96

বঙ্গানুবাদ :—

সর্ব্বস্বত্যাগী সাধু জটাধারীর একমাত্র সর্ব্বস্ব সাধনের ধন বা অবলম্বনের বস্তু হঠাৎ বলপূর্ব্বক আমি লইতেছি। বাৎসল্য ভাবের আশ্রয় শ্রীরামলালা বিগ্রহ প্রবীন ও নবীন দুইটি ভক্তকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরের অপূর্ব্ব সিদ্ধপীঠে প্রায় একবৎসর ক্রীড়া করিয়াছিলেন । ৯১ ৯২ ৯৩

সাধু জটাধারী রামলালার সেইরূপ ক্রীড়া দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে আমি এখন কি করি ?

উপস্থিত রামলালার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবে প্রেমের আধিক্য বশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে রামলালাকে লইয়া যাইতে পারিব না। এই মহাচিন্তা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা হইতেছে। ৯৪।৯৫

রাম লালাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার অন্যত্রগমন মৃত্যুতুল্য। এইরূপ ভাবিয়া একদিন সেই রামলালা বিগ্রহটিকে। ৯৬

कक्षौ कृत्वा रामकृष्ण सम्मुखे समुपस्थितः।
श्रीरामकृष्णहस्ते स समर्प्य बालविग्रहं ॥ ८०

मध्यलीलायां १२शः अः।

गद्गदेन स्वरेणैव योगी योगीशमभ्यधात्।
तव सङ्गं परित्यक्तुं रामलाला हि नेच्छति ॥ ९८
अत्रैवास्य स्थातुमिच्छा नान्यत्र गमने स्पृहा।
चिराराध्य नित्यशुद्ध सच्चिदानन्द विग्रहं ॥ ९९
प्रदर्श्य कृपया मह्यं स्वरूपं साधुसत्तमः।
उवाचाहं सुखास्था वै स्थास्यामि चैतदन्तिके ॥ १००
कृतकृत्यो भवाम्यद्य तेनाहं त्वत् समीपगः।
अस्यानन्दो ममानन्दः प्रागहं नाव बुद्धवान् ॥ १०१
जानेऽधुना त्वत् कृपया ममाधारस्य वस्तुनः।
आराध्य विग्रहस्यास्य सुखमेव सुखं मम ॥ १०२॥

"Ramalala does not like to leave your company, and also to go else where, It has showed its real self to me and expressed its desire to remain with you. I have now realised that his pleasure is my pleasure and what makes my diety happy cannot but make me also happy."
97 to 102

বঙ্গানুবাদ : —

দুইহস্তে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক রামকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে বালবিগ্রহ রামলালাকে সমর্পন পূর্ব্বক গদগদ স্বরে যোগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে যোগী জটাধারী বলিয়াছিলেন। আমার রামলালা তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। ৯৭ ৯৮

এই স্থানেই ইহাঁর থাকিবার ইচ্ছা অন্যত্রগমনে ইচ্ছা নাই

আমার বহুকালের আরাধ্য নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ সাধুবৎসল সুবিগ্রহ কৃপাপূর্বক আমাকে নিজের স্বরূপ দর্শন করাইয়া বলিয়াছেন আমি যদি রামকৃষ্ণের নিকটে থাকি তবে বড়ই সুখী হইব। ৯৯। ১০০

অদ্য আমার সাধনা সফল হইল। তজ্জন্যই তোমার নিকটে আসিয়াছি বিগ্রহের আনন্দই আমার আনন্দ ইহা আমি পূর্বে বুঝিতে পারি নাই। ১০১

আজ আমি তোমার কৃপায় বিশেষ ভাবে বুঝিলাম। অর্থাৎ প্রেমের আধার স্বরূপ আমার এই বিগ্রহের আনন্দই আমার আনন্দ। ১০২

अतोऽहं मम सर्व्वस्वं समर्प्य भवतः करे।
अद्यान्यत्र गमिष्यामि तद्‌ भवाननुमोदताम्‌ ॥ १०३
गृहाण मे ममाराध्यं वात्सल्याधाररूपकं।
जानन्तं विग्रहं नाम चक्षुः द्रष्टुं न शक्यते ॥ १०४
वाष्पैः यत्कण्ठोऽविरुद्धो मे चक्षुरम्बुभिराप्लुतं।
प्राणाराम रामराम राममाला गतिर्मम ॥ १०५
गतोऽन्यत्र जटाधारी मुक्तकण्ठं वदन्‌ मुहुः।
भगवान्‌ रामकृष्णस्तु तमस्तं विष्णुमन्दिरे ॥ १०६

So I now hand over my all to you and beg to leave this place. Ramalala is be all and end all of my life" Jatadhari's voice became choked and he could not speak any more. He cried out bitterly and left the place with tearful eyes.

Then Ramakrishna kept the image in the temple of Lord Vishnu, with great joy and devotion.

103 to 106

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব সর্ব্বস্ব স্বরূপ একমাত্র আবাধ্য দেবতা এই বিগ্রহটিকে আপনার হস্তে সমর্পন পূর্ব্বক অদ্যই আমি অন্যত্র গমন করিব আপনি এ বিষয়ে অনুমতি দিন। ১০৩

বাৎসল্য ভাবের আধার আমার এই জীবন্ত বিগ্রহটিকে অতি মহৎ আপনি গ্রহণ করুন। আমি আর কিছু বলিতেও পারিতেছি না এবং আমার চক্ষুর্দ্বয়ও দেখিতে পাইতেছে না। ১০৪

বাষ্পদ্বারা আমার কণ্ঠরোধ হইতেছে। চক্ষুর্দ্বয় অশ্রু প্লাবিত হইল। হে প্রাণারাম রাম রাম রামলালা তুমিই আমার একমাত্র গতি। এই কথা পুনঃ পুনঃ মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে সিদ্ধ সাধু জটাধারী দক্ষিণেশ্বরের মন্দির হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন। ১০৫

তৎপরে ভগবান 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও' বাসমনির গোবিন্দমন্দিরে সেই রামলালা বিগ্রহটিকে স্থাপন করিয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ১০৬।১০৭

বিগ্রহটিও কলিযুগ পাবনাবতার নিজেরই অন্যতম মূর্ত্তি শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবকে পাইয়া পরমানন্দিত হইয়া ছিলেন। ১০৮

বিগ্রহং বৈ সুখং স্থাপ্য ব্রহ্মানন্দমবাপবান্ ।
বিগ্রহোঽপি সুখং প্রাপ্য স্বস্যৈবাপরূপকং ॥ ১০৩ ১
পাবনং কলিযুগস্য ভুক্তিমুক্তি প্রদায়কং ।
শ্রীরামকৃষ্ণদেবন্তং পরমানন্দমাপ সঃ ॥ ১০৮

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতঃপর মধ্যলীলার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তোতাপুরী সন্ন্যাসীর সঙ্গবশতঃ অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। ১

এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসাদে গুরুরূপী বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর ও সর্বোত্তম দিব্যদর্শন বা ভগবতীর সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ২

ঠাকুর বাৎসল্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াও সাধনার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন নাই। ৩

সেই সময় তাঁহার মনের বাসনা ভক্তবর্গের নিকট এইরূপভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সাধকগণ প্রত্যেকে তাঁহাদের উপাস্য দেবতার সিদ্ধির জন্যই সাধন করেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একটি সাধকও বহু দেবতার সাধনার জন্য চেষ্টা করেন নাই। ৪

দেখ রত্নাকর সমুদ্রের গর্ভে বহুপ্রকার রত্ন সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কারণ ইহা বৈজ্ঞানিকগণের স্বীকৃত বিষয়। সমুদ্রতীর বাসী জনগণ যন্ত্রের দ্বারা উদ্ধৃত সেই সকল রত্ন দেখিলেও তৃপ্তিলাভ করেন নাই। ৫।৬

শিল্পযন্ত্রি ন রত্নানি পশ্যন্তোঽপি মুহুর্জনাঃ।
ব্যগ্রা ভবন্তি সততং নবদর্শন হেতবে ॥ ৭
তথাহমপি বৈ তত্তত্ সাধনেষু বহুষ্বপি।
সর্ব্বদা সিদ্ধিলাভায় যতিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৮
অত্রান্তরে জগন্মাতুর্মূর্ত্য এবানুকম্পয়া।
নির্বিশেষ পরব্রহ্মাদ্বৈত সাধন সিদ্ধিমান্॥ ৯

मध्यलीलायां १६शः अः

श्रीपरिव्राजकाचार्य्य स्तोतापुरीति नामतः ।
श्रीरामकृष्णदेवस्य ब्रह्मज्ञानार्थ मेव सः ॥ १०
आविर्भूतो महायोगो सन्यासी शाङ्करस्तदा ।
बहुकालं पुन्यतोय श्रीनर्म्मदा नदीतटे ॥ ११
जनशून्येऽरण्यग्रामे उषित्वाऽर्द्धशतं समाः ।
सिद्धःसाधनसम्पन्नो निर्व्विकल्प समाधिना ॥ १२

"Similarly I also make repeated endeavours to attain success through different ways prevalent among cultured as well as uncultured communities." Thereafter, another ascetic, named Totapuri, came to Dokshineswar to impart knowledge of Bramha (Supreme being) to Sri Ramakrishna. For more than fifty years he lived all alone and dedicated himself to holy pursuit in a forest on the bank of the Narmada. 7 to 12

বঙ্গানুবাদঃ—

পরন্তু নূতন নূতন বস্তু দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন। ৭

সেইরূপ আমিও আর্য্যানার্য্য ভেদে বহু দেবতার বহুপ্রকার সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করি। এইরূপভাবে শিষ্য-বর্গকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। ৮

অতঃপর জগদম্বার কৃপায় পুনর্ব্বার একটি অদ্বৈত ব্রহ্মসাধনে সিদ্ধ সন্ন্যাসীচূড়ামণি শঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত মহাযোগী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনের জন্যই দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৯,১০

এই সাধু তোতাপুরী বহুকাল নর্ম্মদা নদীর তীরে নির্জন কুটীরে প্রায় পঞ্চাশদ্বর্ষ বাস করিয়া সাধনসম্পত্তিতে লিপ্ত হইয়া সমাধি সিদ্ধ হয়েন। বা নির্বিকল্প সমাধি দর্শন করেন ১১।১২

कृतोऽनेन ब्रह्मसाक्षात्कारी योगी सुदुर्लभः ।
ततस्तोतानन्दमना बभूव योगसिद्धितः ॥ १३
एवं तोतापुरीसाधो ब्रह्मब्रह्म मनस्त्वभूत् ।
नानादेश पर्य्यटने सङ्कल्पः सुमहत्तरः । १४
ततः स्वाश्रमतः साधुर्बहिर्यातो यथाविधि ।
उत्तरायण संक्रान्त्यां गङ्गासागर सङ्गमे ॥ १५
तीर्थे स्नात्वा तथा दृष्ट्वा तत्र तं कपिलं मुनिं ।
दृष्ट्वा प्रभुं जगन्नाथमुत्कलेषु विराजितं ॥ १६
मध्यभारत पर्य्यन्तं कृत्वा पर्य्यटनं सुधीः ।
वङ्गदेशं समासाद्य यत्र गङ्गा सरिद्वरा ॥ १७
तस्याः पूर्व्वतटे रम्या कलिकाता महापुरी ।
तत्र श्रीकालिकां दृष्ट्वा दक्षिणेश्वर मागतः ॥ १८

He attained success in his pursuit and realised Brmha, the supreme Being. Then he left his lonely cottage and set out to travel far and wide. He went to Gana sagar where he took his bath and saw the temple of the Kapila. He went to the temple of Jagannath at Puri. Thereafter he came to Bengal and after paying a visit to the temple at Kalighat in Calcutta he came to temples at Dakshineswar. 13 to 18

বঙ্গানুবাদ :—

এই জন্য তোতা যোগিগণেরও দুর্লভ ব্রহ্মসাক্ষাৎ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। ১৩

এই নর্ম্মদা নদী পশ্চিমে বিন্ধ্যাচল হইতে বিনির্গতা হইয়া তমসা নদীতে মিশ্রিত হইয়াছেন। এই নর্ম্মদা নদীর জল গঙ্গাজলের মত পবিত্র। এইরূপ শাস্ত্রবাক্য যথা—

নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্র দেহাদ্বিনিঃসৃতা।
তারয়েৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ॥
সর্ব্ব পাপহরা নিত্যং সর্ব্বদেব নমস্কৃতা॥

এই নর্ম্মদার জল দশমাস পর্য্যন্ত উদরে অবস্থান করে।

ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তভির্যথামুনং।
নার্ম্মদং দশভির্মাসৈ গাঙ্গং বর্ষেণ জীর্য্যতে॥

অর্থাৎ সরস্বতীর জল তিন মাস, যমুনার জল দশমাস, নর্ম্মদার জল দশ মাস। এবং গঙ্গার জল ১ বৎসর পর্য্যন্ত উদরে অবস্থান করেন। তৎপরে জীর্ণ হয়েন। সেই নর্ম্মদা নদীর তীরে নির্জ্জন কুটীরে সাধন দ্বারা তোতাপুরী নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎ করিয়া সর্ব্বদা আনন্দ মনে অবস্থিত ছিলেন। ১৩এ

তৎপরে কোন সময়ে তোতাপুরীর দেশ পর্য্যটন জন্য সঙ্কল্প হইলে আশ্রম হইতে শুভদিনে বহির্গত হইয়া উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে গঙ্গাসাগর তীর্থে স্নান করিয়া কপিল মুনি দর্শনের পর উৎকলে প্রভু জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মধ্যভারত পর্য্যন্ত পর্য্যটন পূর্ব্বক বঙ্গদেশে আসিয়া ভাগীরথী গঙ্গার তীরে :কলিকাতা মহানগরী ও কালিঘাটে কালিকাদেবীকে দর্শন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৪।১৫।১৬।১৭।১৮

मध्यलीलायां १३शः अः।

अस्यैवातिथिशालायां प्रविश्यातिथ्यमाश्रितः।
अत्र तोता रामकृष्णं दृष्ट्वैव भाव विग्रहं॥ १९
तेनाकृष्टो भृशं योगी मनस्येवं तदचिन्तयत्।
अयमेव निर्विकार पुरुषो भावयुग प्रभुः॥ २०
मन्येऽद्वैत ब्रह्म सिद्धि साधन स्याधिकारवान्।
भवेदेव न सन्देह स्तूत्तमं ब्रह्मसाधनं॥ २१
सामन्यालाप मात्रे यान्लौकिकं शक्तिसाधकं।
बुबोध तं तपोदीप्तभावोज्ज्वल मुखं द्विजं॥ २२
दृष्टान्तर्बोधयाऽविशा वीक्ष्य तोता ववोद्वयः।
वेदान्त साधनाकांक्षा विद्यते किं भवद्हृदि॥ २३
दीर्घीकृते जटाजूटधारिणो दीप्त चक्षुष।
सन्न्यासिन स्तेजोमय नग्नदेहस्य योगिनः॥ २४

There he put up in the guest-house. He was greatly attracted by the divine appearance of Sri Ramakrishna. By exchange of a few words with Sri Ramakrishna, Totapuri became convinced that he was capable of uncommon achievements in the spiritual field. So he asked Sri Ramakrishna, "Do you like to realise Bramha as propounded in the Vedanta philosophy?" Sri Ramakrishna looked at the stalwart figure of Totapuri with matted hair and bright eyes and replied. 19 to 24

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই জন্য তোতা যোগিগণেরও দুর্ল ভ ব্রহ্মসাক্ষাৎ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। ১৩

এই নর্মদা নদী পশ্চিমে বিন্ধ্যাচল হইতে বিনির্গতা হইয়া তমসা নদীতে মিশ্রিত হইয়াছেন। এই নর্মদা নদীর জল গঙ্গাজলের মত পবিত্র। এইরূপ শাস্ত্রবাক্য যথা—

নর্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্র দেহাদ্বিনিঃসৃতা।
তারয়েৎ সর্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ॥
সর্ব পাপহরা নিত্যং সর্বদেব নমস্কৃতা॥

এই নর্মদার জল দশমাস পর্যান্ত উদরে অবস্থান করে।

ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তভিস্তথযামুনং।
নার্মদং দশাভির্মাসৈ র্গাঙ্গং বর্ষেণ জীর্য্যতে॥

অর্থাৎ সরস্বতীর জল তিন মাস, যমুনার জল দশমাস, নর্মদার জল দশ মাস। এবং গঙ্গার জল ১ বৎসর পর্য্যন্ত উদরে অবস্থান করেন। তৎপরে জীর্ণ হয়েন। সেই নর্মদা নদীর তীরে নির্জন কুটীরে সাধন দ্বারা তোতাপুরী নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎ করিয়া সর্বদা আনন্দ মনে অবস্থিত ছিলেন। ১৩এ

তৎপরে কোন সময়ে তোতাপুরীর দেশ পর্য্যটন জন্য সঙ্কল্প হইলে আশ্রম হইতে শুভদিনে বহির্গত হইয়া উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে গঙ্গাসাগর তীর্থে স্নান করিয়া কপিল মুনি দর্শনের পর উৎকলে প্রভু জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মধ্যভারত পর্য্যন্ত পর্য্যটন পূর্ব্বক বঙ্গদেশে আসিয়া ভাগীরথী গঙ্গার তীরে কলিকাতা মহানগরী ও কালিঘাটে কালিকাদেবীকে দর্শন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৪।১৫।১৬।১৭।১৮

मध्यलीलायां १२शः अः ।

अस्यैवातिथिशालायां प्रविश्यातिथ्यमाश्रितः ।
अत्र तोता रामकृष्णं दृष्ट्वैव भाव विग्रहं ॥ १९
तेनाकृष्टो भृशं योगी मनस्ये तदचिन्तयत् ।
अयमेव निर्विकार पुरुषो भावयुग्ध्रुवं ॥ २०
मन्येऽद्वैत ब्रह्म सिद्धि साधन स्याधिकारवान् ।
भवेदेव न सन्देह स्तूत्तमं ब्रह्मसाधनं ॥ २१
सामन्यालाप मात्रे णालौकिकं शक्तिसाधकं ।
बुबोध तं ततोदीसभाषोक्तवन्त सुखं द्विजं ॥ २२
दृष्टान्तर्बन्धकाविद्या वीक्ष्य तोता ब्रवीद्वचः ।
वेदान्त साधनाकांक्षा विद्यते किं भवद्धृदि ॥ २३
दीर्घाकृति जटाजूटधारिणो दीप्त चक्षुषः ।
सन्न्यासिन स्तेजोमय नग्नदेहस्य योगिनः ॥ २४

There he put up in the guest-house. He was greatly attracted by the divine appearance of Sri Ramakrishna. By exchange of a few words with Sri Ramakrishna, Totapuri became convinced that he was capable of uncommon achievements in the spiritual field. So he asked Sri Ramakrishna, "Do you like to realise Bramha as propounded in the Vedanta philosophy ?" Sri Ramakrishna looked at the stalwart figure of Totapuri with matted hair and bright eyes and replied. 19 to 24

বঙ্গানুবাদঃ—

এই দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির মন্দিরের অতিথিশালায় আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। এবং মন্দিরস্থ পবিত্র দেহ-

ধারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে দেখিয়া এবং ঠাকুর কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া যোগী তোতাপুরীর মনে মনে এইরূপ চিন্তা হইয়াছিল যে আমার মনে হয় এই আত্মারাম নির্বিকার পুরুষই অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনের একমাত্র অধিকারী। ইহা নিঃসন্দেহ যেহেতু অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনই সর্বোত্তম সাধন। ১৯।২০।২১

তোতাপুরী ঠাকুরের সহিত সামন্য আলাপমাত্রে বুঝিয়াছিলেন যে ইনি একটি শক্তি সাধক। ঠাকুরের তপোদীপ্ত ভাবোজ্বল মুখ দেখিয়া এবং অন্তরে আঘাত করে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা ঠাকুরকে দেখিয়া তোতা বলিয়াছিলেন তোমার কি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম সাধনার ইচ্ছা আছে ? ২২।২৩

দীর্ঘাকার জটাজুটধারী প্রজ্বলিত চক্ষুদ্বয় তেঃপুঞ্জ নগ্ন দেহ মহা-যোগী তোতপুরী সন্ন্যাসীর। ২৪

श्रुत्वा वाचं तदा रामकृष्णेनोक्तमिदं वचः ।
किं कर्त्तव्यमकर्त्तव्यं नाहं वेद्मि कथञ्चन ॥ ২৫
वेत्ति सर्वं जगन्माता यदेव तत्करोम्यहं ।
श्रुत्वा वद ततस्तोता गच्छ पृच्छ स्वमातरं ॥ ২৬
श्रुत्वैवं श्रीरामकृष्णो भावगद्गद चेतसा ।
जगदम्बा मन्दिरे संप्रविश्य सुमहामतिः ॥ ২৭
भावाविष्टो मातृवाक्यं सुश्राव तत्क्षणाद्ध्रुवौ ।
त्वदर्थमेव सन्न्यासी दक्षिणेश्वरमागतः ॥ ২৮
कुरु शिक्षामसङ्कोचं समीपे तस्य योगिनः ।
ब्रह्मरूपां मत्तनुमां तुभ्यं दास्यति निश्चितं ॥ ২৯
इत्येवं मातुराज्ञां स प्राप्य तत्क्षणतः सुधीः ।
प्रायेण लुप्तसंज्ञः स कम्पान्वित कलेवरः ॥ ৩০

"I do not know at all what to do or not to do. That is known to the Mother of the universe. I will do if She asks me to do" At this Totapuri said, "Go and ask your mother." As Sri Ramakrishna entered the temple of the Goddess Jagadamba, he heard the divine words of the Goddess, "The great ascetic has come over here only for you. Don't hesitate to receive instructions from him." On being so ordered by the Goddess, Sri Ramakrishna a'most lost his consciousness and returned to Totapuri in a very agitated mood, 25 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, আমি কি করিব কি না করিব কিছুই জানি না। ২৫

জগদম্বা জানেন। তিনি যদি বলেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয় করিব। এই কথা শুনিয়া তোতা বলিয়াছিলেন তোমার মাকে তুমি জিজ্ঞাসা কর। ২৬

তখন ঠাকুর ভাবপ্রবণ চিত্তে মাতৃমন্দিরে প্রবেশপূর্বক তন্ময় হইয়া তৎক্ষণাৎ ঠাকুর অত্যাশ্চর্য্য মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই সন্ন্যাসী তোমার জন্যই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়াছেন। ২৭।২৮

তুমি এই সন্ন্যাসীর নিকটে অসঙ্কুচিত চিত্তে স্বচ্ছন্দে শিক্ষা কর। আমারই দেহ জ্যোতি স্বরূপা ব্রহ্মরূপা শক্তিকে তোমাকে জানাইয়া দিবেন। ২৯

এইরূপে জগদম্বার আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রায় চৈতন্য শূন্য কলেবরে। ৩০

मध्यलीलायां १४शः अः ।

ततस्तोतापुरी साधोः समीपं पुनरागमत् ।
भावाविष्टः प्रत्युवाच देवस्तं गुरुरूपिणं ॥ ৩১
भवतः कृपया चाज्ञां मातादिष्टोऽभवं प्रभो ।
शिष्य भावातिशय्यन्तद्दृष्ट्वा तोता चमत्कृतः ॥ ৩২
अश्रुनादभूत शिष्योऽयं देवीं मूर्त्तिं मठस्थिताम् ।
मातृ सम्बोधनं कृत्वा करोत्यभिनयन्त्विमं ॥ ৩৩
एवं तोतापुरी ज्ञात्वा रामकृष्णं पुनःपुनः ।
सदयमवलोक्यैवमवज्ञायुक्त सुखस्तदा ॥ ৩৪
हास्येन स्फुरितयाभूद्वदन् स ज्ञान हेतुतः ।
अज्ञानबन्धना न्मुक्ति लाभार्थं साधकस्य च ॥ ৩৫
नास्त्यन्यः पुरुषाकारा दुपायः शास्त्र सम्मतः ।
ईश्वरस्याथवा शक्तिसंयुक्त ब्रह्मणोऽपि वा ॥ ৩৬

Shi Ramakrishna said, "Oh Lord, by your grace, I have got the orders from my mother." Totapuri became much surprised at the uncommon devotion of his disciple. Even then, he suspected some theatrical gesture in his disciple who called the image of the temple, his Mother. So he said in a very disparaging manner. "It is enjoined in the holy scriptures that nothing but intelligent efforts can make one free the bondage which is due to ignorance of Truth. Here, divine grace or assistance is of no avail. 31 to 36.

বঙ্গানুবাদ :—

তোতাপুরী সাধুর নিকটে আসিয়া ভাবাবিষ্ট ঠাকুর পুনর্বার

গুরুমূর্তিধারী তোতাপুরীকে বলিয়াছিলেন। হে প্রভো আপনার কৃপায় আজ আমি জগদম্বার আদেশ পাইয়াছি। তোতাপুরী শিষ্যের ভক্তির আতিশয্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ৩১।৩২

এবং ভাবিয়াছিলেন সম্প্রতি এই আশ্চর্য্য শিষ্যটি মঠস্থিতা দেবী মূর্তিকে মাতৃসম্বোধন পূর্ব্বক একপ্রকার ভাবাবিষ্ট হইয়া অভিনয়ের মত করিতেছেন। ৩৩

তোতাপুরী এইরূপ ভাবিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পুনঃ পুনর্ব্বার অবলোকন পূর্ব্বক অদ্বৈত ভাবাপন্ন বশতঃ অত্যন্ত অবজ্ঞাযুক্ত মুখে পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। ৩৪

সাধকের অজ্ঞানজনিত বন্ধনের মোচনের জন্য পুরুষাকার ভিন্ন অন্য উপায় কিছুমাত্র নাই। এইরূপই শাস্ত্রবাক্য। ঈশ্বরের অথবা শক্তিসংযুক্ত ব্রহ্মের দয়া বা সাহায্য দ্বারা কেহ কোনরূপ ফলভাগী হয় না। ৩৫।৩৬

कृपया वानुकूल्येन न कोऽपि फलभाग् भवेत् ।
परन्तु भ्रान्त संस्काराद् ये चैवं भावमाश्रिताः ३७
कृपां कुरु भो भगवन् वदन्तः कीर्तनं सदा ।
तेऽल्पज्ञा दुर्बला ज्ञेयाः शास्त्रार्थं न विदन्ति हि । ३८
यतोऽस्य रामकृष्णस्य दृष्टा निष्ठा हृदस्य च ।
अवस्था तस्य साधो हि स्वाभाविकी सुनिश्चिता ॥ ३९
तथाप्यसौ तदा तोता मनस्येवं व्यचिन्तयत् ।
निम्नाधिकारिणोऽप्यस्य यदा दास्या भविष्यति ॥ ४०
मम माता देवीभावः समूलं हि विनश्यति ।
ज्ञानाग्निप्रभावेन नाम मन्ये विनोमतां ॥ ४१
यास्यत्यत्र न सन्देहो यत्र मार्गं वनस्विनः ।
ततः पतरटो मध्ये ब्रह्मस्थापन पूर्वकं ॥ ४२

"Those who solicit the favour of gods or goddesses, are very weak and ignorant of the correct meaning of the holy scriptures". Hence, it was natural that this ascetic should hold Sri Ramakrishna's devotion to the Goddess in contempt. So Tatapuri thought that even though his disciple was of a very low order, yet when he would be initiated into the divine knowledge of Bramha he would certainly lose his propensity for names by virtue of all pervading knowledge.

37 to 42.

বঙ্গানুবাদঃ—

পরন্তু ভ্রান্ত সংস্কার বশতঃ যে সকল ব্যক্তি এইরূপ ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক হে ভগবান আমায় কৃপা করুন সর্ব্বদা এইরূপ বলেন তাঁহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং শাস্ত্র বিষয়ে তাঁদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। ৩৭।৩৮

অতএব কালীর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ঠাকুরের প্রতি তোতা-পুরীর তুচ্ছতা ভাব কঠোর সন্ন্যাসীর স্বাভাবিক ভাব। ৩৯

তথাপি তোতাপুরী সেই সময় এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে নিম্নাধিকারী এই সাধক যখন আমার নিকটে দীক্ষা লাভ করিবে তখন আর এরূপ দেবীভাব থাকিবে না। ৪০

এবং জ্ঞানশক্তির প্রভাবে নামাদি শক্তি নিশ্চয় নষ্ট হইবে। ৪১

বিশেষতঃ ব্রহ্মোপাসনাকারী সাধকের কোনরূপ ভাব ভক্তি নামরূপ কিছুমাত্র থাকে না। ইহা আমার যথেষ্ট অনুভূতি হইয়াছে। ৪২

कृत्वा योगासनं तोता तत्रस्थान मकल्पयत् ।
ततः प्राचीन ब्रह्मज्ञ गुरोरादेशत स्तदा ॥ ৪২
रामकृष्णः स्व पितॄणां कृत्वा वै सलिल क्रियां ।
पिण्डान् निर्व्वापयामास स्वपिण्डमपि दत्तवान् ॥ ৪৪
सन्न्यासदीक्षा समये स्वर्लोक गति कामनां ।
वर्णाश्रमाधिकार ञ्च निःशेषं परिवर्जयेत् ॥ ৪৫
तथा शास्त्रविधानाद्धि मन्त्र ग्रहणपूर्व्वतः ।
साधकः स्व प्रेतपिण्डं स्वहस्तेन प्रयच्छति ॥ ৪৬
एवं स्व पूर्व्वकृत्ये च सुसमाप्ते परेऽहनि ।
शुभ्र ब्राह्ममुहूर्त्ते श्रीरामकृष्णस्य धीमतः ॥ ৪৭
साधनायतने पञ्चवट्यां होमाग्निरुत्थितः ।

एवं स्व सर्व्वस्व त्याग प्रथम मन्त्र ग्रहे तदा ॥ ৪৮

At Panchabati a seat for the yoga was prepared. At the outset, Sri Ramakrishna performed water giving and rice-giving ceremonies relating to his dead father and forefathers and also his own sradh ceremonies for his own well being after death. He also gave up all his religious rights in this mortal world. Next day at dawn he kindled the holy fire at Panchabati. 43 to 48

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে তোতা ঠাকুরের পঞ্চবটীর নিকটেই ব্রহ্ম স্থাপনপূর্ব্বক যোগাসন করিয়া সেই স্থানেই সাধনার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৪৩

এবং সেই সময়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞ প্রাচীন গুরুর

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

আদেশমত নিজের পিতা পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণের পিতৃকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়া নিজেরও পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। ৪৪

কারণ সন্ন্যাস দীক্ষায় স্বর্গ গমনাদি কামনা এবং বর্ণাশ্রমাচারাদি সর্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ৪৫

এইরূপ শাস্ত্রের বিধানবশতঃ ব্রহ্মসাধক ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণের পূর্ব্বে নিজের প্রেত পিণ্ড নিজহাতে গ্রহণ ও আস্বাদন করিতে হয়। ৪৬

এইরূপে মন্ত্র গ্রহণের পূর্বদিনে পূর্বকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়া পরদিনে ঠাকুরের পঞ্চবটীর সাধনাগৃহে হোমাগ্নি উথিত হইলে সর্ব বিষয়ে কামনাশূন্য ব্যক্তির ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ সময়ে প্রণবাদির সহিত স্বাহা স্বধা বষট্‌কারাদি পবিত্র সর্বোচ্চ সুগম্ভীর ব্রহ্মমন্ত্রের দ্বারা সেই পঞ্চবটীর সাধন গৃহ ব্রহ্মমন্ত্রের প্রভাবে বিশেষভাবে পবিত্র হইয়াছিল।
৪৭।৪৮।৪৯

स्वाहा स्वधा वषट्‌कार प्रणवोच्चारणादिना ।
पूतोदात्त सुगम्भीर ब्रह्म मन्त्रेण तद्‌ गृहं ॥ ४८
पूतञ्चाभूद्विशेषेण ब्राह्म मन्त्र प्रभावतः ।
होमधूम परिव्याप्तं यथास्विव नभो घनैः ॥ ५०
विद्युद्‌द्युतेव संभाति सदा पञ्चवटौ तथा ।
अपूर्व्वाऽथ ब्रह्मगुरुः शिष्यवाङ्‌ख्यं कपथ्‌क्‌ ॥ ५१
दीक्षा पूर्व्वाप्यूर्व्वरूपं तयोः सम्मिलनं तथा ।
स्वयं सिद्धस्य शिष्यस्य हृत्पद्म द्वार सन्निधौ ॥ ५२
दण्डायमानां तां वीक्ष्य चिन्मयीं भवसुन्दरीं ।
अपमार्य्य वामभयो मध्ये त ब्राह्म चिन्तने ॥ ५३
शिष्यं समाहितं वास्तुं प्रयासं प्राप्तवान्‌ गुरुः ।
किन्त्वस्य मातृसर्वस्व शिष्यस्य हृतमावनः ॥ ५४

He chanted mantras as he threw his offerings into the fire. Somke covered the sky and the flames shot up like lightning. Both the preceptor *and the disciple were wonderful. Observing* that the Goddess was standing in the mind's eye of his disciple, the preceptor made efforts to remove the Goddess that hampered the meditation on Bramha. But due to strong devotion to the Goddess, his disciple was not being able to do away with his sense of duality. 49 to 54

বঙ্গানুবাদ :—

হোমাগ্নি ও হোমীয় ধূমাদি দ্বারা পরিপূর্ণ সেই গৃহ বর্ষাকালীন বিদ্যুদ্‌যুক্ত মেঘের মত প্রকাশিত হইয়াছিল। ৫০

আশ্চর্য্য ব্রহ্মজ্ঞ গুরু এবং সাধনাসিদ্ধ অত্যাশ্চর্য্য শিষ্য অতএব এরূপ দীক্ষা কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। এরূপ দীক্ষাও আশ্চর্য্য এবং এইরূপ গুরুশিষ্যের সম্মেলনও আশ্চর্য্য তৎপরে তোতা ব্রহ্ম মন্ত্রদানের পর স্বয়ংসিদ্ধ শিষ্যের হৃৎকমলের দ্বার দেশে দণ্ডায়মানা ব্রহ্মরূপিনী চিন্ময়ী ভবসুন্দরীকে দেখিয়া সেই ব্রহ্মময়ীকে অপসারিত করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মভাবনায় শিষ্যকে সমাধিস্থ করিবার জন্য তোতা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৫১'৫২।৫৩

কিন্তু মাতৃসর্ব্বস্ব শিষ্যের দ্বৈত ভাব অর্থাৎ সাধ্যসাধক ভাবের প্রাবল্যবশতঃ সেই সময়ে ঠাকুরের মনোমধ্যে বিশেষভাবে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। ৫৪

संशयोऽस्य मनो मध्ये सुदृढ़यामवत्तदा ।
दीक्षादानात्परं शिष्यं नेतुं ब्रह्मैक्य भावनां ॥ ५५

मध्यलीलायां १६शः अः

नाना वेदान्त वाक्यानां सुपदेशं प्रदत्तवान् ।
एकमेवाद्वितीयं वै नेह नानास्ति किञ्चनं ॥ ५६
सर्व्वं खलु ब्रह्मवस्तु जगदेतच्चराचरम् ।
वहुना या किमुक्तेन शृणु सत्यमिदं वचः ॥ ५७
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ।
सर्व्वतो मन आकृष्य निर्व्विकल्प स्वरूपकं ॥ ५८
छत्वात्मध्यान जलधौ निमग्नो भव सर्व्वदा ।
एवं दिगम्बर गुरु मांमुवाच पुनःपुनः ॥ ५९
किन्तु मे मनसोऽवस्था सञ्जाते हक् तदा ध्रुवं ।
ध्यानार्थमुपविष्टाहं बहु यत्ने कृतेऽपि च ॥ ६०

The preceptor recited the sayings from the Vedanta philosophy to get his disciple initiated into the meditation on Bramha. "There exists only one without any second." "Diversity does not exist" "This universe with all its diversities is a part and parcel of Bramha." "Bramha is the only reality; the world with all its diversities is unreal, the living creatures are nothing but Bramha." "Restrain your mind from everything and get into the sea of profound meditation on Bramha." In spite of all these instructions and all my efforts I could not settle my mind on the meditation of Bramha. 55 to 60

বঙ্গানুবাদ :—

অর্থাৎ জগদম্বাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কি সাধন করিব ?

এইরূপ মনোমধ্যে হইয়াছিল। কিন্তু তোতা দীক্ষাদানের পর শিষ্যকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিয়াছিলেন। ৫৫

এই ব্রহ্মে একমাত্র অদ্বয় তত্ত্বই আছে অন্য কিছুই নাই। ৫৬

এই চরাচর বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্ম বস্তু এ বিষয়ে অধিক বলার প্রয়োজন নাই ইহাই ধ্রুব সত্য। ৫৭

ব্রহ্মই সত্য পদার্থ জীবই ব্রহ্ম জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। অতএব মনকে সর্ব্ববিষয় হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক নির্বিকল্প স্বরূপ করিয়া সর্ব্বদা ব্রহ্ম চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হও। ৫৮

এইরূপভাবে সেই দিগম্বর গুরু আমাকে পুনঃপুনর্ব্বার সেইসকল বেদান্ত বাক্য বলিয়াছিলেন কিন্তু তখন আমার মনের অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল যে আমি ব্রহ্ম চিন্তায় বসিয়া বহুতর চেষ্টা করিলেও মনকে নির্ব্বিকার করিতে সমর্থ হই নাই। ৫৯।৬০

कर्त्तुं मनो निर्विकारं मयका नामरूपयोः।
ध्यानञ्च सम्परित्यक्तुं न शक्नोमि कथञ्चन ॥ ६१
यद्यपि विषयेभ्योऽहं कृत्वाप्युपरतिं सदा।
नो समर्थः समानेतुं मनसो निर्व्विकल्पताम् ॥ ६२
चिराराध्या मातृमूर्त्तिर्जीवन्ती सा प्रभास्वरा।
समुद्भूता मनोमध्ये सर्व्वथा नामरूपयोः ॥ ६३
त्यागवार्त्तां स्मृतिं माता विमोच्य मम चण्डिका।
दण्डायमाना सा देवी वामरूपा सनातनी ॥ ६४
एवं ध्यानमिमग्नस्य मम प्रत्यक्षतां गता।
गुरोः सिद्धान्त वाक्यानि श्रुत्वा ध्येयं पुनःपुनः ॥ ६५
गतोऽप्यहं ध्याननिष्ठां समाधिं निर्व्विकल्पकम्।
पुनःपुनः कृते यत्ने प्राप्तवान् कथञ्चन ॥ ६६

মধ্যলীলায়াং ৭ম: অ: ।

"*Nor I* was able to raise myself above the plane of names and forms. Even though I restrained my senses I was not able to attain the desired end. In my meditation I found my Mother standing before my mind's eye. The instructions of my preceptor and my *efforts* were all in vain. 61 to 66

বঙ্গানুবাদ :—

অর্থাৎ নামরূপের আসক্তিকে কিছুতেই ছাড়িতে পারি নাই। এখন আমার ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে নিবৃত্তি করিয়া ও মনোমধ্যে নির্বিকল্পভাব আনিতে পারি নাই। ৬১

এখন জীবন্ত প্রজ্বলিত চিরারাধ্য মাতৃমূর্ত্তি আমার মনোমধ্যে আবির্ভূতা হইয়া ত্যাগবার্ত্তা স্মৃতি দেখিয়া ব্রহ্মরূপা সনাতনী মাতা মহেশ্বরী বিদলে দাঁড়াইয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে ধ্যান নিমগ্নচিত্তে দেবী প্রত্যক্ষা হইয়াছিলেন। ৬২ ৬৩ ৬৪

এইরূপ ভাবে গুরুর সিদ্ধান্ত বাক্য সকল শুনিয়াও ধ্যানের দ্বারা নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইলেও পুনঃ পুনর্ব্বার বিশেষভাবে চেষ্টা করিলেও নির্বিকল্প সমাধি লাভে আশা শূন্য হইয়াছিলাম। ৬৫।৬৬

निर्व्विकल्प समाधौ हि नैराश्यमगाम' यदा ।
तदाहं चतुरम्भोध्य गुरु' सन्न्यासिनं ततः ॥ ६७
अथद' न समर्थोऽस्मि कदापि तव वाक्यतः ।
निर्व्विकल्पं मनः कृत्वा ग्राम ध्यानानुगोऽम्बने ॥ ६८
चेष्टा मे विफला जाता भस्मन्याहुतयो यथा ।
एवं दिगम्बर गुरुः शुश्राव मम भाषणं ॥ ६९

প্রাণ্ চঞ্চলতাং সাধুবর্য্যো যোগিন প্রচণ্ডবৎ।
কিং করোমি কথং হ্যস্য ব্রহ্মৈক্যং সম্ভবেদিতি ॥ ৭০

অত্যন্তমুক্তে জিতভাবযুক্তো তীব্রং তিরস্কারবচঃ সমুচ্চরন্।
কথং ভবেন্নেতিবদন্ মুহুর্মুহুর্মধ্যে কুটীরস্য চলন্নিতস্ততঃ ॥ ৭১

ভগ্নং কাচখণ্ডং সুবিলোক্যকাচং
স্বয়ং সমুত্তোল্য তদা করেণ।
সূচ্যা যথা তোদন তদগ্রভাগতঃ
কৃত্বাতিবিদ্ধং মম ভালমধ্যে ॥ ৭২

When I lost all hope, I opened my eyes and regretted my inability. At this my preceptor became greatly agitated and pierced my forehead with a piece of broken glass. 67 to 72

বঙ্গানুবাদঃ—

যখন আমার এইরূপ অবস্থা হইল তখন আমি চক্ষুঃ চাহিয়া গুরুকে বলিয়াছিলাম। ৬৭

আপনার কথামত ব্রহ্ম চিন্তন বিষয়ে মনকে নির্বিকল্প করিতে পারিতেছি না। ৬৮

অতএব ভস্মে আহুতির ন্যায় আমার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইতেছে। এখন সেই দিগম্বর গুরু আমার কথা শুনিয়া বায়ুর বেগে বৃক্ষের মত চঞ্চল হইয়া বলিয়াছিলেন, কি করি কিরূপে ইহার ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। ৬৯।৭০

এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন সহকারে তীব্রভাবে তিরস্কার বাক্য বলিতে বলিতে কেন হইবে না এইকথা পুনঃ পুনর্ব্বার বলিয়া কুটিরের মধ্যে এদিকে ওদিকে যাইতে যাইতে ভগ্ন একখণ্ড কাঁচ দেখিয়া তাহা

मध्यलीलायां १२शः अः ।

স্বহস্তে তুলিয়া লইয়া ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ কাঁচের অগ্রভাগ দিয়া আমার ললাটের মধ্যভাগে সজোরে বিদ্ধ করিলেন। ৭১।৭২

ततः स मां क्रोधयुतो महात्मा
प्रोवाच चात्रप्रति बिद्ध बिन्दौ ।
संयम्य सम्यग् विषयान्तरात्मनः
स्थिरीकुरु त्वं निजबोध सिद्धये ॥ ৭৩
एवं तदा तस्य गुरोः प्रसादा
छिद्रे ललाटेऽपि च मे महासुखं ।
बभूव धैर्येन युतः पुनस्तदा
ध्यानं दृढं स्वासनमास्थितो मुदा । ৭৪
तद्बिन्दु मध्ये हि दधे मनः स्थिरं
कृत्वा निमग्नो गुरु मन्त्र चिन्तने ।
पुनः स्वमूर्त्तिं जगदम्बिकायाः
स्वयुद्ध चित्तोपरि पूर्ववत्तथा ॥ ৭৫

"He said in great fury, "Concentrate your mind at the point where you have been pierced." By the grace of my preceptor, the wound did nct pain me. According to the instructions of my preceptor I again tried to concentrate my mind at the point between my brows. But, as before, I again saw the figure of the Goddess in my mind. 73 to 75

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে সেই মহাত্মা আমাকে ক্রুদ্ধভাবে বলিয়াছিলেন। তুমি

তোমার জ্ঞান সিদ্ধির জন্য এই প্রতিবিদ্ধ বিন্দুতে মনকে অন্য বিষয় হইতে সম্যকরূপে সংযত করতঃ স্থির কর। ৭৩

এইরূপ ভাবে সেই সময় গুরুর চেষ্টা বশতঃ ললাট দেশে অত্যন্ত বিদ্ধ হইলেও আমার অপার আনন্দ হইয়াছিল। এখন পুনরায় ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক আমি দৃঢ়ভাবে আনন্দের সহিত নিজ আসনে উপবেশন করতঃ বিদ্ধ বিন্দুমধ্যে বিদলে মনঃস্থির করিয়া গুরুমন্ত্রের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলাম। পুনর্ব্বার আমার বিশুদ্ধান্তঃকরণে পূর্ব্বের মত জগজ্জননীর আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াই। ৭৪।৭৫

दृष्ट्वैव तां ज्ञान महासिना तदा
छिन्नं द्विखण्डं मम मातृरूपं ।
निर्व्वाण निष्कम्प प्रदीपवन्मनो
बभूव चात्यन्त सुनिर्म्मल मम ॥ ৩৬
विकल्प सङ्कल्प मनः स्वधर्म्मो
दूरे गतस्तत् सकलं नामरूपं ।
ब्रह्माण्ड सम्बन्धि कटाह भेदं
कृत्वा पारंगमथ तत् परस्मात् । ৩৭
मग्नो थिवेऽद्वैत महासमुद्रे
निमज्जनाच्छुद्ध चिदात्मरूपे ।
चित्तस्य वृत्तेः सुविलीन भावा
दवाप निर्लेप समाधिभावं ॥ ৩৮

*This time I instantly cut the image of the Goddess into two with the great sword of divine knowledge; and my mind became calm and serene like a flame untroubled by any wind. I

felt myself merged in the ocean of eternal peace and joy, and lost all sense of my moral, physical and spiritual existence. 76 to 78

বঙ্গানুবাদঃ—

অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ তরবারি দ্বারা মাতার অঙ্গটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া বায়ুশূন্য প্রদেশে নিশ্চল দীপ শিখার মত আমার মন সুনির্ম্মল হইয়াছিল। ৭৬

এখন সমাধি যোগ বশতঃ সঙ্কল্প বিকল্পাদি মনের ধর্ম্ম এবং নাম রূপাদি দেহের ধর্ম্ম সমস্ত বিলীন হইলে অত্যুচ্চ ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ভেদ পূর্ব্বক সর্ব্বোর্দ্ধে পরম ব্রহ্ম স্বরূপ শান্ত শিব অদ্বৈত মহা সমুদ্রে নিমগ্ন জন্য শুদ্ধ চিদাত্মরূপে চিত্ত বৃত্তির লয় পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সমাধি স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে তোতাপুরী গুরু নিমীলিত নেত্রে অচল অটল ভাবে সুসমাধিযুক্ত যোগাসনে যোগযুক্ত তরঙ্গহীন সমুদ্রের মত প্রশান্ত আমাকে দেখিয়া বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চ যুক্ত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ৭৭।৭৮।৭৯

तोतापुरी तं सुसमाध्यवस्थं
निमीलिताक्षन्त्वचलं प्रतिष्ठं ।
योगासने योगयुतं प्रशान्तं
तरङ्गहीनाम्बुधि तुल्यरूपं ॥ ७९
दृष्ट्वा च कृत्वा सुपरीक्षणं मुदा
रोमाञ्चयुक्तः खलु विस्मितोऽभवत् ।
एवं पुरो तत्र बहुक्षणं वसन्
तस्यान्तिके तस्य समाधिभावं ॥ ८०

मध्यलीलायां १३शः अः।

श्रीरामकृष्णं सुसमाध्यवस्थं ।
ददर्श चैकाग्रमनाः स साधुः।
ततः पुरी शिष्य समाधि चिन्तया
गतः स्वयञ्चापि समाधिमग्नताम् ॥ ८१

Totapuri was extremely delighted to find his disciple lost in profound meditation of the Absolute. Seeing the attainment of his disciple, Totapuri himself lost all consciousness of his own existence   79 to 81

বঙ্গানুবাদ:—

এইরূপ ভাবে সেই কুটীরে শিষ্যের নিকটে বহুক্ষণ অবস্থান পূর্ব্বক সমাধি স্বরূপ একাগ্রভাব বা তন্ময়তা অনিমিশ লোচনে দেখিয়াছিলেন। ৮০

এইরূপ ভাবে পুরী শিষ্যের সমাধি চিন্তা দ্বারা নিজেও সমাধি মগ্ন হইয়াছিলেন। ৮১

मग्ने समाधौ घटिका चतुष्टयात्
परं स्वशिष्यन्त्ववलोक्य पूर्ववत् ।
न चालिता तस्य शरीर दण्डिका
तत् प्राणनाड्यां सकलं विलीनं ॥ ८२
ततः स्वदण्डोपरि देहभारं
सन्न्यस्य साधुः सुसमुत्थितः सन् ।
निःशब्दभावेन कुटीर मध्यतो
वहिर्गतः शिष्य समाधियोगतः ॥ ८३

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

परन्तु चेत् कोऽपि कुटीर मध्ये
प्रविश्य शिष्यस्य समाधिभङ्गं।
करोति शङ्कायुत साधुरित्थं
कृत्वावबद्धं सुदृढ़ं सदालयं॥ ८४

Totapuri regained his consciousness after a lapse of four hours. He found his disciple still sitting serene without any sign of life. He got up leaning on his stick and came out of the cottage. He closed the door very tightly lest somebody should enter and disturb his disciple.

82 to 84

বঙ্গানুবাদ :—

প্রায় ৪ ঘণ্টা পরে পুরীর সমাধি ভঙ্গ হইলে ও নিজ শিষ্যকে পূর্ব্বের মত নিশ্চল অবস্থা দেখিয়া শিষ্যের দেহ-যন্ত্রের স্পন্দন শূন্যতা এবং প্রাণ নাড়ীর সর্ব্বতোভাবে বিলীনতা অবলোকন পূর্ব্বক নিজ যষ্টির উপর ভর দিয়া আনন্দের সহিত দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কুটীর মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন। ৮২ ৮৩

পরন্তু যদি কেহ কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শিষ্যের সমাধি ভঙ্গ করেন এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সেই গৃহটি সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ৮৪

स्थाने कुटीरस्य समीपवर्त्तिनि
स्वस्यासने पञ्चवटी सुरङ्गके।
तन्मूलदेशे सुखसुसिन्धुमग्न
आस्ते कुटीरं सुविलोक्य योगी॥ ८५

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

দাস্যং মুক্তৌ সদনস্য তস্য
শিষ্যস্য চাঞ্চল্যমপেক্ষমানঃ।
মধ্যন্দিনাদ্রাত্রি সমাগমেঽপি
ন স্পন্দনং নাপি সমাধিভঙ্গঃ॥ ৮৬
কিন্ত্বত্র সর্ব্বক্ষণ মুন্মুখঃ স
যোগী চমৎকারযুতস্তদানীং।
দীক্ষা দ্বিতীয়েঽহ্নি গতেঽপি তস্থৌ
ন চঞ্চলো ধৈর্য্য বিশেষ যুক্তঃ॥ ৮৭

Just in front of the cottage Tatapuri seated himself under the trees at Panchabati with his eyes watching the cottage carefully. He waited and waited but his disciple did not move. Two days had passed and there was no stir or movement.

85 to 87

বঙ্গানুবাদ :—

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কুটীরের সামনে পঞ্চবটীর মূলদেশে নিজ আসনে উপবেশন পূর্ব্বক কুটীরের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া যোগী তোতাপুরী আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৮৫

সেই কুটীরের দ্বার মুক্তির জন্য শিষ্যের চঞ্চলতা অপেক্ষা করিয়া প্রায় রাত্রি আগত হইলেও শিষ্যের চাঞ্চল্য বা সমাধিভঙ্গ হয় নাই। ৮৬

কিন্তু যোগী তোতাপুরী ঐ স্থানে সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া অত্যাশ্চর্য্য ভাবে দীক্ষার দ্বিতীয় দিন গত হইলেও শিষ্যের সমাধির কোনরূপ চাঞ্চল্য না দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ৮৭

मध्यलीलायां १३शः अः

अलौकिकत्वं सुविलोक्य योगी
समाधियुक्तं पुरुषं महान्तं।
गवाक्षरन्ध्रे कृतदृष्टिपातः
सुविस्मृत स्तत्र तृतीय घस्रे ॥ ৮৮
गतेऽपि नो तस्य शरीर विक्रिया
माभूत्तदा तस्य समाधिभङ्गः।
अगाधगम्भीर समुद्रवत्तदा
ददर्श देवं त्वचल स्वरूपं ॥ ৮৯
तदा गुरो स्तस्य सुदीर्घ धैर्य्यं
साधोः सुभग्नं बहु विस्मयेन।
ततः परित्यज्य निजं हि पीठं
तद्द्वारमुद्घाट्य कुटीर मध्ये ॥ ৯০

Totapuri did not find any change in his disciple even though three days had passed. He lost his patience and went inside the cottage

88 to 90

বঙ্গানুবাদ :—

যোগী তোতাপুরি মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক সমাধি দেখিয়া দীক্ষার তৃতীয় দিবসে জানালার ছিদ্র দিয়া দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অত্যন্ত বিস্মিত হইলে পর আর তৃতীয় দিবসের শেষেও শিষ্যের সমাধি ভঙ্গ হইল না দেখিয়া সেই সময় অচঞ্চল অগাধ গম্ভীর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়া গুরুর সুদৃঢ় ধৈর্য্য বিস্ময়ের সহিত ভগ্ন হইয়াছিল। ৮৮।৮৯।৯০

মধ্যলীলায়াং ১৩শঃ অঃ।

তৎপরে তোতাপুরী নিজাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুটীরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পূর্ব্বের মত শিষ্যের সুস্থির ভাব দর্শন করিয়া শিষ্যের আশ্চর্য্য সমাধিভাব এবং দেহে প্রাণের প্রকাশশূন্য দেখিলেও প্রশান্ত গম্ভীর শিষ্যের মুখমণ্ডলের পূর্ণতা দেখিয়া তোতাপুরী বিচারপূর্ব্বক শিব শান্ত মূর্ত্তি সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। ৯০।৯১।৯২

প্রবিশ্য শিষ্যস্য দদর্শ ভাবং
স্থৈর্য্যং ত্বথাপূর্ব্বমিবাবভাসং।
আশ্চর্য্য শিষ্যস্য সমাধিযোগং
দেহে তথা প্রাণবিকাশ হানিং ॥ ৫১
তথাপি তস্যাননমণ্ডলস্য
প্রশান্ত গম্ভীর যুতস্য ভাবং।
বিলোক্য যোগী স্ববিচার যোগাৎ
পস্পর্শ দেবং শিবশান্তমূর্ত্তিং ॥ ৫২

এবঞ্চানুমিতস্তেন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেণ হি।
মদীয়োঽয়ং মহাশিষ্যোঽধুনা বাহ্যজগত্সু চ ॥ ৫৩
সম্পূর্ণং মৃতকল্পোঽস্তি নির্ব্বিকল্প সমাধিনা।
চিত্তং প্রশান্তি লীনন্তু নিস্কম্পেব প্রদীপিকা ॥ ৫৪

Totapuri touched the body of his disciple and found him still lost in profound meditation. 91 to 94

বঙ্গানুবাদঃ—

এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ অনুমান করিয়াছিলেন যে আমার এই মহাশিষ্য নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা বাহ্য জগতে সম্পূর্ণ মৃত কল্পরূপে

অবস্থান করিতেছেন। এবং নিষ্কম্প প্রদীপতুল্য শিষ্যের চিত্ত ব্রহ্মে বিলীন হইয়াছে। ৯৩৯৪

तोतापुरी समाधिज्ञः श्रीरामकृष्ण योगिनः।
दृष्ट्वाद्भुतं निर्व्विकल्प समाधिं समचिन्तयत् ॥ ९५
चत्वारिंशद्वर्षमित कठोर साधनाफलं।
उपलब्धं मया यत्तत् किमनेनैक वासरे ॥ ९६
वङ्गदेश भुवायुना स्वायत्तीकृत मेव हि।
ततो यौगिक शक्तया स ध्यानमग्नस्य योगिनः ॥ ९७
समाधिं दर्शयित्वातिविस्मयानन्दसंप्लुतः।
ततः सुस्वरेणाथ शिष्यं प्रोवाच ब्रह्मवित् ॥ ९८
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं समाधौ ब्रह्मदर्शनं।
ब्रह्म विचाराख्य शास्त्रवेदान्ते यो निरूपितः॥ ९९
एकेनाह्ना स समाधि स्तव सम्पूर्णतां गतः।
कथमेवं न जानामि भो शिष्य ब्रूहि तद्धि मां ॥ १००

On seeing this wonderful achievement of *Sri Ramakrishna, Totapuri mused in himself.* "How is it that he has achieved in a day what cost me forty years' hard and austere penance !" He then brought his disciple to consciousness and said to him, "Oh my disciple, tell me how you have been able to realise Erahma in a day." *95 to 100*

বঙ্গানুবাদ :—

সমাধির তত্ত্ব বিশেষভাবে অবগত তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণ যোগীর অপূর্ব্ব নির্বিকল্প সমাধি দর্শন করিয়া এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। ৯৫

যে আমি উপস্থিত যাহা দেখিতেছি ইহা কি সত্য ? আমি ৪০ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত যাহা অত্যন্ত কষ্টকর সাধনার ফল সম্যক্‌রূপে অনুভব করিয়াছি তাহা বঙ্গদেশীয় একটি যুবক এক দিনেই আয়ত্ত করিয়াছে। ৯৫।৯৬

তৎপরে তোতাপুরী যোগী ধ্যাননিমগ্ন শিষ্যের নির্ব্বিকল্প সমাধিটি যৌগিক শক্তিবলে অপসারিত করিয়া বিস্ময়ানন্দে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ তোতা অতি উচ্চৈস্বরে শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলিয়াছিলেন। ৯৭।৯৮

সমাধি দ্বারা ব্রহ্ম দর্শন সত্য সত্য ধ্রুব সত্য ব্রহ্মবিচারাখ্য ব্রহ্ম-সূত্রে যাহা নিরূপিত হইয়াছে। একদিনেই তোমার সেই সমাধি পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হইল। এইরূপ কিরূপে সম্ভব হয় তাহা আমি জানিনা। হে শিষ্য তুমি আমাকে তাহা বল। ৯৯।১০০

स्तुत्वैवं श्रीगुरोर्वाक्यं प्रत्युवाच समोश्वरः ।
अस्ति पौराणिकी वार्त्ता खट्वाङ्गो नृपतिर्वरः ॥ १०१
उपदेशाद्देवगुरोर्मुहूर्त्तं समयेन हि ।
ममत्वं सम्परित्यज्य देहादौ विषयेषु च ॥ १०२
स्वस्यायुषः क्षणं ज्ञात्वा गतवानभयं हरिं ।
भरतस्याम्बरीषस्य गयस्य नहुषस्य च ॥ १०३
ईश्वरनस्य राजर्षेर्विष्णुरामादिकस्य च ।
भक्त रामप्रसादस्य कृष्णराम नृपस्य च ॥ १०४
श्रीमद् तुलसीदास स्वामिनोऽपि वा तथा ।
सर्वेषां सिद्धिलाभोऽभूर्निर्विकल्प समाधिना ॥ १०५
तथैव मामकं विद्धि निर्विकल्प समाधिजं ।
झटितिप्रापलसिद्धिं संन्देहः प्रमादतः ॥ १०६

মধ্যলীলায়াং ৭ম্যঃ স্বঃ।

ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদীনামারাধ্যা শক্তিরেব সা।
নৈবাস্ত বিস্ময়ঃ কার্য্যৌ যতঃ সৈব গুরোর্গুরুঃ॥ ১০৩

At this, Sri Ramakrishna replied, "There are many instances of realisaton of Brahma in a very short time. King Khattanga realised in less than two hours. Bharat, Ambarisa, Gaya, Debabrata, Parikshit, Ramprosad, Krishnaram, Trailanga, Tulsidas etc—all of them realised Brahma.
101 to 105

I have also achieved success in a very short time by the grace of the Goddess, who is worshipped even by Bramha. Vishnu and Shiva.
10 to 107

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এইরূপ গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন। হে গুরু এ বিষয়ে পৌরাণিক বার্ত্তা অনেক আছে। তন্মধ্যে খট্টাঙ্গ নামে একটি রাজর্ষি দেবগুরু বৃহস্পতির উপদেশমত দুইদণ্ড সময়ের মধ্যে দেহাদিতে মমত্ব ও দেহাদিতে আসক্তিশূন্য হইয়া এবং নিজের আয়ু মাত্র এক মুহূর্ত্ত অর্থাৎ দুই দণ্ড জানিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা ভগবানকে পাইয়াছিলেন। ১০১।১০২

এইরূপ ভরত রাজা অম্বরীষ, গয়াসুর, নহুষ, ভীষ্মদেব এবং রাজর্ষি পরীক্ষিত প্রভৃতিরও অত্যল্প সময়ের মধ্যে সমাধিদ্বারা ভগবানকে পাইয়াছিলেন। ১০৩

এবং অল্পদিনের কথা ভক্তচূড়ামণি রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ,

মধ্যলীলায়াং ১৩শঃ অঃ।

ত্রৈলঙ্গস্বামী, তুলসীদাস প্রভৃতি ইঁহারা সকলেই নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ১০৪।১০৫

তদ্রূপ জগদম্বার কৃপায় আমার শীঘ্রই নির্বিকল্প সমাধি আবির্ভূত হইয়াছে। এইরূপভাবেই আপনি অবগত হউন। অতএব এ স্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই যেহেতু সেই জগদম্বাই গুরুর গুরু।
১০৬।১০৭

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য তোতাপুরী নামক দিগম্বর সন্ন্যাসি সকাশাদ্ সন্ন্যাস গ্রহণাৎপরমেব ত্রিদিনং যাবৎ নির্বিকল্প সমাধিস্বরূপো মধ্যলীলায়াস্ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ। অঃ ১৩।

Here ends the thirtenth chapter of Srí Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ:—

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতের পরমহংস সংহিতার তোতাপুরী নামক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ নির্বিকল্প সমাধির বিষয় মধ্যলীলার ত্রয়োদশ অধ্যায় বর্ণিত হইল। অঃ ১৩ সমাপ্ত।

মধ্য লীলায়াশ্চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

এবং শ্রীরামকৃষ্ণস্য শিষ্যস্য সুখসন্ততা।
শ্রুত্বা তোতা বিমুগ্ধোঽভূৎ প্রভাবদর্শনেন চ ॥ ১

विरावं कुत्रापि न स तिष्ठति स्मेति निश्चितं ।
क्रोधी कठोर सन्यासी निजाश्रम मठाद्बहिः ॥ २
मुक्ताम्बरात् किञ्चिदन्यत् मस्तकाच्छादनं नहि ।
किन्तु श्रीरामकृष्णस्य शिष्यस्याश्चर्यं शक्तिभिः ॥ ३
भूत्वाऽत्यन्त समाकृष्टो दक्षिणेश्वर मन्दिरे ।
एकादशमासकालं एकादिक्रमतस्तथा ॥ ४
भगवन्तं समासाद्य परमानन्द निर्वृतः ।
यापयामास हर्षेण शिष्येण सह सङ्गतः । ५
क्षणं शिष्यं परित्यज्यान्यत्र गन्तुं न शक्यते ।
मनोऽपि नेच्छति त्यक्तुं पादौ न चलितुं क्षमौ ॥ ६

On hearing these words from Sri Ramakrishna and also seeing his uncommon spiritual attainment, Totapuri was greatly charmed. He never stayed anywhere for three nights since he had left his abode; and he would not use anything to cover his head. But he was so attached by Sri Ramakrishna that he continued to stay at Dakshineswar for eleven months. He never thought to part with his disciple for a moment.

1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় শিষ্য রামকৃষ্ণের মুখ হইতে এইসকল কথা শুনিয়া এবং শিষ্যের প্রভাব দেখিয়া তোতা বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১

मध्यलीलायां १४शः अः ।

অত্যন্ত ক্রোধী কঠোর সন্ন্যাসী নিজের আশ্রমের কুটীর হইতে অন্যত্র কোথাও তিন রাত্রি বাস করেন নাই।

এবং মস্তকের আচ্ছাদনমুক্ত আকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। কিন্তু শিষ্য রামকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য্য শক্তিতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া একাদিক্রমে একাদশ মাসকাল শিষ্যের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ৩।৪।৫

ক্ষণকাল শিষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনে সমর্থ হইতেন না। মনও শিষ্যকে ভুলিত না। দুটি পাও সেইরূপ চলিতে সমর্থ হয় নাই। ৬

ज्ञानध्याननिमग्नस्तं स्वयं सफलतां गतः ।
किन्त्वलौकिकं शिष्येण ब्रह्मज्ञस्य यतेरपि ॥ ७
वेदान्त साधनासिद्धा वसमोर्ह्वं गुरोस्तथा ।
स्वे पार्यद्योतककथ वाक्योक्ष्य उद्दीरितः ॥ ८
तद्वाचाने गुरुः क्रुद्धः किन्तु विस्मयमास्थितः ।
शिष्य वाक्योपलब्ध्यर्थं प्रयासं प्राप्तवान् मुहुः ॥ ९
तत् कथा खण्डने साधुर्वेदवेदान्तपारगः ।
असमर्थो ब्रह्मवादी मुह्यत्यत्र न संशयः ॥ १०
रामकृष्णस्य सिद्धान्त वचोभिर्न्यासिनो मनं ।
सर्व्वं मन्त्रुर्णनामिति केवलं शास्त्रचक्षुषः ॥ ११
दृष्ट्वा साधोः सुकम्पोऽभूच्छिष्यस्य योगवैभवं ।
आध्यात्मिक जीवनस्य समाधापि प्रयोजनम् ॥ १२

Both Totapuri and Sri Ramakrisona were profited each other- Sometimes Sri Ramakrishna

would use very coarse words sarcastically at Totapuri who was a follower of Vedanta philosophy. But Totapuri would not be angered rather he would be surprised, and try to realise the significance underlying the sayings of his disciple. His knowledge of philosophy did not help Totapuri to prove the sayings of his disciple insignificant. On the other hand Sri Ramakishna shattered the knowledge of Totapuri, who felt that he had many things to learn from Sri Ramakrishna. 7 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

গুরু শিষ্যকে অতি ধন্য করিয়াছিলেন এবং নিজেও সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ যতি বেদান্ত সাধনাসিদ্ধি সম্বন্ধে অসমোর্দ্ধ গুরুত্ব সম্বন্ধে সেইরূপভাবে অলৌকিক শিষ্য শ্লেষ ও রুক্ষ বাক্য বলিলেও তোতাপুরী গুরু ক্রুদ্ধ হইতেন না। বরং বিস্মিত হইতেন। এবং শিষ্যের বাক্যসকল বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। ৭।৮।৯

বেদ বেদান্ত বাক্যের উপলব্ধি কারী ব্রহ্মবাদী সাধু তোতাপুরী শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার খণ্ডনে অসমর্থ হইয়া মুগ্ধ হইতেন। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার অর্থ বিশেষভাবে বুঝিতে পারিতেন না। ১০

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধান্ত বাক্য দ্বারা কেবলমাত্র শাস্ত্র চঞ্চু সন্ন্যাসীর সকল শক্তি নষ্ট হইয়াছিল। ১১

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ ।

সাধু তোতাপুরীর শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া হৃৎকম্প হইত। এবং ভাবিতেন আমার এইরূপ আধ্যাত্মিক জীবনেরও শিষ্যের নিকটে জানিবার বিষয় বহু আছে। ১২

অস্ত্যস্য শাস্ত্রবাক্যে শিক্ষায়া বহুবিস্তরং ।
শিষ্য স্বত্যাভিবিজ্ঞোঽয়ং সর্ব্বদর্শী বিচক্ষণঃ ॥ ১৩
আধারঃ সর্ব্বশক্তীনাং মহীয়ান্ মহতোঽপি চ ।
আসনোপরি সংবিশ্য তোতা নামা যথাবিধি ॥ ১৪
প্রত্যহং ধ্যানমগ্নোঽভূদ্ ব্রহ্মচিন্তা পুরঃসরং ।
একদা শ্রীরামকৃষ্ণো গুরুং পপ্রচ্ছ সাদরং ॥ ১৫
পুংসো ব্রহ্মজ্ঞস্য তব নিত্যধ্যান মনর্থকং ।
শ্রুত্বৈবোবাচ শ্রীরামকৃষ্ণং তোতা সুযুক্তিকং ॥ ১৬
শুদ্ধয়ে মনসো বৎস নিত্য ধ্যান প্রয়োজনং ।
পরন্তু তেন মালিন্যং মনসঃ সুবিনশ্যতি । ১৭

Totapuri thought, "Who is Shri Ramakrishna, his disciple. He seems to be well-versed in all the Sashtras and the wisest of the wise." He thought and thought. One day Sri Ramakrishna said to Totapuri, "Possessed with the knowledge of Brahma as you are, it is quite unnecessary for you to sit for meditation every day." Totapuri replied, "It is necessary to purify the mind."

13 to 17

কলেবরে । ৩০

এবং ভাবিতেন মহৎ হইতে মহত্তর সর্ব্বশক্তিযুক্ত বিচক্ষণ সর্ব্ব-দর্শী আমার শিষ্যরূপে অধিষ্ঠিত এই মহাপুরুষ কে ? ১৩

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

এইরূপভাবে তোতাপুরী প্রতিদিন নিজ আসনে বসিয়া যথাবিধি ধ্যান মগ্ন হইতেন। ১৪

এইরূপভাবে ব্রহ্ম চিন্তায় অধিষ্ঠিত তোতাপুরীর নিকটে কোন এক সময়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব গুরুকে সমাদরপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আপনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আপনার প্রতিদিন ধ্যানের প্রয়োজন কি? রামকৃষ্ণের বাক্যার্থ বেত্তা তোতা সেইরূপ কথা শুনিয়া বলিলেন বৎস! মনের শুদ্ধির জন্য নিত্য ধ্যান প্রয়োজন। নিত্য ধ্যান করিলে মনের মালিন্য দূরীভূত হয়। ১৫।১৬।১৭

यथेदं पित्तलं पात्रं प्रत्यहं मार्जितं यदि।
मालिन्येन न लिप्येत शुद्धरूपेण तिष्ठति॥ १८
श्रुत्वेदं श्रीरामकृष्ण ईषद्धास्य पुरःसरं।
प्रोवाच यदि तत् पात्रं काम्बुनदमयं भवेत्॥ १९
तत्र नित्य शुद्धरूपे मालिन्यं सम्भवेत् कुतः।
सर्व्वदा शुद्धरूपत्वान्मालिन्येन न युज्यते॥ २०
तोता श्रीरमकृष्णस्य श्रुत्वा प्रत्युत्तरं वचः।
क्षणं वाक्शून्यतामाप सत्यमस्तदिति निश्चितम्॥ २१
पुनरन्यदिने ब्रह्म विचार समये तयोः।
प्रज्वलित होमवह्नेः ज्वलन्तं काष्ठखण्डकं॥ २२

"Just as this brass utensil requires rubbing and cleaning to keep it free from impurities" At this Sri Ramakrishna smiled and said. "If the

utensil is made of gold, the question of impurities, rubbing and cleaning cannot arise. You have purified your mind for all times by your knowledge of Bramha. Hence the process of purification in your case is quite unnecessary." Totapuri had nothing to say further. Another day when both of them were discussing on Bramha before the holy fire. 18 to 22

বঙ্গানুবাদ :—

যেরূপ এই পিতলের ঘটী যদি প্রতিদিন মার্জিত হয় তবে তাহাতে মালিন্য হয় না। পরন্তু পাত্রটি পরিষ্কারই থাকে। ১৮

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব গুরু তোতাপুরীর এইরূপ কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন। যদি এই লোটাটি সোণার হয়, তবে ইহা সর্ব্বদাই শুদ্ধভাবে থাকিবে। তাহাতে ময়লা ধরে না। ১৯।২০

তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেইরূপ প্রত্যুত্তর শুনিয়া অবাক হইয়াছিলেন এবং ইহা ধ্রুব সত্য এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। ২১

পুনরায় অন্য একদিন গুরু শিষ্যের ব্রহ্মবিচার সময়ে সম্মুখস্থ প্রজ্বলিত হোমাগ্নির একটি জলন্ত কাষ্ঠখণ্ড। ২২

देवालयस्य सहसा भृत्यो लगाह तं यदा।
तदा तत्साहसं दृष्ट्वा तोता वह्निरिव ज्वलन् ॥ २३
सक्रोधं प्राह तं भृत्यं कथं त्वमग्निमस्पृशः।
यत्र पवित्राग्नि मध्ये सर्व्वे देवाः समासते॥ २४

বঙ্গানুবাদঃ—

মর্য্যাদাশূন্য গুরুরূপী ব্রহ্মজ্ঞ আপনাকে ধিক্। যেহেতু আপনি এই এখনই বলিতেছিলেন জগৎ ব্রহ্মময়, এই পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা দেখা যাইতেছে সমস্তই ব্রহ্ম হইা ধ্রুব সত্য। সেই ব্রহ্মই সত্যবস্তু তিনিই আত্মা। এইসকল বেদবাক্যের অনুকূল সাধনের কি এই ফল। ২৮|২৯

এইরূপভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা শুনিয়া তোতাপুরী ত্রিশূল ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া শুদ্ধভাবে পুনর্ব্বার আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন। ওহে রামকৃষ্ণ তুমি যাহা বলিলে তাহা অতি উপাদেয় আমার পরম মঙ্গলদায়ক ও ক্রোধ শান্তির বাক্য। এই ক্রোধই আমার মহা শত্রু এবং সদসৎ ভাবের নাশকারী। ৩০|৩১|৩২

अद्यैवाहं संत्यजामि पापक्रोधं सुनिश्चितम् ।
येन मे योगयुक्तस्य स्खलनं भवति ध्रुवं ॥ ३३
अग्नेस्तद्दाहिकाशक्तेरभेदः शास्त्रसम्मतः ।
ब्राह्मणो ब्रह्मशक्तेश्च ह्यभेदं श्रुतिस्तथा ॥ ३४
आजन्म पुरुषाकारालम्बो तोता न तु क्वचित् ।
शक्ति शक्तिमतो रेवमभेदं स्वीकरत्यसौ ॥ ३५
ब्रह्मनिर्विशेषं वस्तु तोता वदति सन्ततं ।
श्रीरामकृष्णो वदति पूर्णं ब्रह्म सशक्तिकं ॥ ३६
एवं ब्रह्म विचारे तु गुरोः शिष्यस्य च द्वयोः ।
संघर्षः सुमहान् जातो ब्रह्म सिद्धान्ततस्तयोः ॥ ३७

"From this day onwards I - shall not allow myself to be overcome by anger, which causes set-back in my penance." It is said in the holy books that fire and its power of burning is one and the same and that Bramha and its power is one and the same. Totapuri did not agree that power and the powerful was one and the same. He maintained that Bramha was devoid of any quality or virtue. Shri Ramakrishna held that Bramha was allpowerful. In this way a very wide difference of opinion between the two developed.

33 to 37.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আজ হতে আমি পাপরূপী ক্রোধকে সুনিশ্চিতভাবে সম্যক্ প্রকারে ত্যাগ করিলাম। এই ক্রোধের দ্বারাই যোগযুক্ত আমার পতন অনিবার্য্য। ৩৩

যেরূপ অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তির শাস্ত্রসম্মত অভেদ। সেইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির অভেদ বেদে বলা হইয়াছে। ৩৪

কিন্তু আজন্ম পুরুষাকারের পক্ষপাতী তোতাপুরী যোগী সেই শক্তি এবং শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করেন নাই। ৩৫

তোতা সর্ব্বদাই বলেন ব্রহ্ম নির্বিশেষ বস্তু। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন পূর্ণব্রহ্ম শক্তিযুক্ত বা সধর্ম্মক বস্তু। ৩৬

এইরূপে ব্রহ্ম বিচার সময়ে গুরু শিষ্যেরও পরস্পর অত্যন্ত বাদানুবাদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ব্রহ্মশিক্ষার বিষয়ে উভয়ের পৃথক মত। ৩৭

কিন্তু যে ভগবান জগদ্বাসী সকলের সর্বপ্রকার বিষয়ের সর্ববিধান কর্তা স্বামী, মাতা, পিতা, প্রিয় ও সুহৃৎ ইত্যাদি ভাবে সেই সেই সাধন দ্বারা সর্বোত্তম সাধকগণ শ্রুতিগণেরও আরাধ্য, সর্বানন্দপ্রদ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ এক অদ্বয় তত্ত্বস্বরূপ মুক্তিদাতা ভগবানকেই নিশ্চয়রূপে পাইয়া থাকেন। ০।৮১।৪২

ज्ञानिनो यं न विन्दन्ति केवलं ज्ञान चक्षुषा ।
विन्दन्ति सततं ते हि ये हि तच्छरणं गताः ॥ ४३
तोताः श्रीरामकृष्णस्य वाक्यं सर्व्वाङ्गसुन्दरं ।
श्रुत्वाप्याह विज्ञानस्य प्रलापोऽयं सुनिश्चितः ॥ ४४
श्रुत्वैवं रामकृष्णस्तु प्रोवाच तं गुरुं पुनः ।
ज्ञास्यसि त्वं तदा साधो यदा मातुः कृपा भवेत् ॥ ४५
तत्प्रसादं विना कोऽपि ब्रह्मरूपां सनातनीं ।
न वेत्ति ज्ञान वैराग्ययुक्तेन मनसा क्वचित् ॥ ४६
एतस्मिन्नन्तरे साधू रक्तातिसार पीड़या ।
कठोर यन्त्रणायुक्तो बभूव पीड़ितो भृशं ॥ ४७

"God cannot be known by intellectual efforts. Those who pray and await his grace can know him." Tota said, "What you say is very sweet to hear but is at bottom void of any reason or rhyme." Ramakrishna replied, "You will know the truth only when my Mother will be kind to you." In the meantime Totapuri was suffering from painful dysentery. 43 to 47.

বঙ্গানুবাদ :—

জ্ঞানিগণ কেবলমাত্র জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তাঁকে জানিতে পারেন নাই। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার শরণ লয় তাঁহারাই তাঁহাকে জানিতে পারেন। ৪৩

তোতাপুরী ঠাকুরের সর্বার্থসুন্দর বাক্য শ্রবণ করিয়াও বলিয়াছিলেন ইহা পাগলের প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ৪৪

ঠাকুর পুরীর এইরূপ কথা শুনিয়া গুরুরূপী সন্ন্যাসীকে পুনর্বার বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন। হে সাধু আপনি তখন জানিবেন যখন মায়ের কৃপা পাইবেন। ৪৫

কৃপাময়ীর কৃপা ভিন্ন কেবলমাত্র জ্ঞান বা বৈরাগ্যের দ্বারা সেই ব্রহ্মরূপী সনাতনী ভগবতীকে কোনও ব্যক্তি কখনও জানিতে সমর্থ হন নাই। ৪৬

তৎপরে দুই একদিনের মধ্যেই সাধু তোতাপুরী রক্তাতিসার বা রক্ত আমাশা রোগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভীষণভাবে যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। ৪৭

सोदरस्य महानाया: कर्त्तनादिव भीषणा ।
जाताऽसह्य यातनाहि ध्यान ज्ञान विलोपिका ॥ ४८
अभूदस्वस्थरूपेण ह्यत्तोऽपि वदन् मुहुः ।
एवं चित्तस्य वैकल्यं ब्रह्मनिष्ठस्य योगिनः ॥ ४९
किं कर्त्तव्य विमूढस्य देहानित्यत्व वादिनः ।
जगन्मोहादिकं सम्मुमन्ये मिथ्येति तन्मतम् ॥ ५०
किन्तु देहस्य पीडायाः कथमस्योन्नतिर्भवेत् ।
वेदान्तवादी सन्न्यासी निर्मोय समयी स्वयं ॥ ५१

রোগচিন্তা ব্যাকুলিতো মনস্যেনদচিন্তয়ৎ।
পঞ্চভূতোত্থ দেহোঽয়ং যন্ত্রণাধাররূপকঃ ॥ ৫২

Very acute stomach trouble accompained with unbearable pain maid him too restless to observe his holy practice. He repeatedly exclaimed, "Alas, I am in the jaws of death." Such was the unbalanced state of mind. He who held that Brahma was the only reality and the world with all animate and inaimate things was as false as a mirage, now could not deny the reality of his physical pain. The ascetic felt that this physical body made of five elemnts was the abode of all pains. 48 to 52.

বঙ্গানুবাদ :—

উদরের নাড়ীসকল কাটিয়া ফেলার মত যন্ত্রণা, ধ্যান ও জ্ঞানের নষ্টসাধনরূপা অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়াছিল। ৪৮

এবং হায় আমি মরিলাম এইরূপ পুনঃপুনর্বার বলিতে বলিতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় যোগী তোতাপুরী দেহ বলিয়া কিছুই নাই এইরূপ সিদ্ধান্তবাদী যোগীর মত জীবাদি সমস্ত জগৎ মিথ্যা হইলেও দেহের যাতনার অস্বীকার কিরূপে করেন। ৪৯।৫০

সেই সন্ন্যাসী তখন রোগচিন্তায় অস্থির হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে এই দৃশ্যমান দেহ পঞ্চভূত হইতে উদ্ভব হইয়াছে। অতএব এই দেহটি যন্ত্রণার আধারস্বরূপ ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ৫১।৫২

मध्यलीलायां १३शः षः ।

को विद्वानात्मसात् कृत्वा देहं पुष्णाति यत्नतः ।
रात्रावस्यामिमं देहं गङ्गागर्भे सुनिश्चितं ॥ ५३
विसृज्याखिल दुःखानामवसानं करोम्यहं ।
सङ्कल्पमात्रं तत् कर्म कर्त्तुं तोसा व्यवस्थितः ॥ ५४
स्वमनो ब्रह्म चिन्तायां पूर्व्वाभ्यास वशेन हि ।
नियुज्य धीरभावेन गङ्गायामवतीर्य्य च ॥ ५५
जानुदघ्नं जलं वीक्ष्य क्रमशोऽग्रे सरत्यसौ ।
किन्त्वत्र महदाश्चर्य्यं बहु दूरगतोऽपि सः ॥ ५६
कुत्रापि न जलं प्राप जानोरुपरि सन्नतम् ।
प्रायेण क्रमशः साधुः परपारस्य सन्निधिं ॥ ५७

"Who is that wise man who thinks that his body is his own and sets himself to nourish it carefully. This night I shall throw my body into the Ganges and thus make an end to all my pains." With his mind meditating on Bramha, he slowly stepped into the river. He was a long long way off from the bank, yet the water was only knee-deep. He moved onwards for the desired depth. But he was surprised to see that no-where the water rose above his thigh. He had almost crossed the river and come very near to the opposite bank. 53 to 57.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব কোন পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের দেহকে আমার বলিয়া যত্ন-পূর্ব্বক পোষণ করেন। আমি এই দেহটি গঙ্গা গর্ভে নিমজ্জিত

করিয়া পরিত্যাগ করিব। তাহা হইলে আমার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হইবে। এইরূপ সঙ্কল্পমাত্রে সেই কার্য্য করিবার জন্য তোতা প্রস্তুত হইলেন। ৫৩।৫৪

পূর্ব্বের অভ্যাসের বলে নিজের মনকে ব্রহ্ম চিন্তায় নিমগ্ন করতঃ ধীরে ধীরে গঙ্গাগর্ভে যাইলেন। ৫৫

গঙ্গায় জানু পরিমিত জল দেখিয়া ক্রমশঃই তোতা গঙ্গার মাঝখানে যাইলেও অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেখানেও গঙ্গার জল জানুর উপরিভাগ উঠিল না দেখিয়া সাধু ক্রমশঃ প্রায় গঙ্গার পরপারের নিকটবর্ত্তী হইয়া গঙ্গা পার হইয়া রাত্রির অন্ধকারে গঙ্গার তীরবর্ত্তী গৃহ বৃক্ষ এবং তীরস্থ গো মহিষাদি ছায়ার মত দেখিয়াছিলেন। ৫৬।৫৭।৫৮

প্রাপ্তো নিশান্ধকারেণ দূরস্থান্ গৃহপাদপান্।
তথা তত্রস্থ দ্রব্যাণি চ্ছায়ামিব স দৃষ্টবান্॥ ৫৮
বিস্ময় স্তব্ধভাবেন তদা তোতা পরিপ্লুতঃ।
প্রায়েন ঘটিকা যাবত্ তত্র স্থিত্বাপ্যচিন্তয়ত্॥ ৫৯
মায়াকেয়ং কুতো বেয় মায়াতো বিশ্বমোহিনী।
আসুরী বাথ দৈবী বাথবা কালী পরীক্ষণম্॥ ৬০
ধ্রিয্য মাতা জগদ্ধাত্রী ত্রৈলোক্য জননী শিবা।
অনুকম্পা বলাদ যস্যা মৃত্যুর্মে ন ভবিষ্যতি॥ ৬১
কলেবরং তুচ্ছমিদং ন নিমজ্জয়িতুং ক্ষমঃ।
ভাগীরথ্যা জলং নাস্তি জানুমাত্রাধিকং কিল॥ ৬২

In the darkness of the night, the dwellings trees and and all other things on the bank were

seen like shadows He remained there wonder-struck for about an hour and began to brood over the matter. "Is it due to some evil influence or godly power or a test by the Goddes Kali, by whose grace even death would not lay his hand upon me. I have not been able to drown myself as the water dose not rise anywhere above my thigh. 58 to 62.

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় তোতাপুরী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্তব্ধভাবে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাল সেই পরপারে গঙ্গাগর্ভে অবস্থানপূর্ব্বক এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। ৫৯

ইহা কি মায়া? কোথা হইতেই বা এই বিশ্ববিমোহিনী মায়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা কি আসুরী মায়া কিংবা দেব মায়া অথবা কালীমাতার পরীক্ষা। ৬০

বোধহয় শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতা ত্রৈলোক্য জননী ব্রহ্মময়ী শিবাণী যাঁহার কৃপা বলে মৃত্যু আমাকে গ্রাস করিল না। ৬১

এই সুত্রে দেহটাকে গঙ্গার জলে ডুবাইতে পারিলাম না। মনুষ্য দেহ প্রমাণ গঙ্গায় জল নাই। ৬২

असौ तोयस्योऽस्थित दुर्विभाव्या शरीरिणाम्।
मोचेद्भागीरथ्यो गर्भे ह्रदन् वीताः महसृगः। ६३
मौलोपरि सदा भाति समायान्त्वदर्थवासया।
एवं सत्याकारवस्तुवस्मासितमभूत्तदा। ६४

मोहोनष्टः स्मृतिर्लब्धो भगवत्याः प्रसादतः ।
अपरूपो ज्वलालोकसम्पातैर्दिक् प्रकाशिता ॥ ६५
तत्रापश्यन्मातृ मूर्त्तिं ज्योतिषामन्तरे स्थितां ।
विश्वस्य जननीं साक्षादचिन्त्य शक्तिरूपिणीं ॥ ६६
जले स्थलेचान्तरीक्षे शरीरे स्वे मनस्यपि ।
सुक्ष्मतायां यातनायां स्थानेऽस्थानेश्वस्थितां ॥ ६७

He realised that such miracles were ever a mystery to man. Surely the river was deep enough to float thousands of ships sailing to and from the sea. He perceived the all-pervading glory of the Goddess, in the earth, water and the sky, inside and outside his own body.

63 to 67

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব এই ঐশ্বরিকীলীলা দেহধারী মানবগণের অচিন্তনীয়া ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। তা যদি না হয় তবে ভাগীরথী গঙ্গার গর্ভে অসংখ্য বৃহত্তর জলযান ভাসমান হইয়া সর্ব্বদা রহিয়াছে। এবং সমুদ্র হইতে কত অসংখ্য জলযান আসিতেছে। এইরূপভাবে সেই সময় তোতাপুরীর অন্তরের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। ৬৩।৬৪

মাতা বিশ্বজনীর অনুগ্রহে তোতাপুরীর অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট ও জ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছিল। এবং সেই সময় বর্ণনাতীত অত্যুজ্জ্বল আলোক পতনে দিকসকল জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছিল। ৬৫

সেই জ্যোতির্মধ্যে সাক্ষাৎ জগম্বার অচিন্ত্যস্বরূপিনী মাতৃ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। ৬৬

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

যে মাতা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার স্বরূপা সনাতনী জলে স্থলে অন্তরীক্ষে স্বকীয় শরীরে যাতনায় সুস্থতায় জ্ঞানে ও অজ্ঞানে সর্বত্র বিরাজিতা। ৬৭

जीवितेऽप्यथवा मृत्यौ यद्दृष्टं यत् श्रुतेऽपि च ।
सा माताखिल विश्वस्याधाररूपा सनातनी ॥ ৬৮
नयति ध्रुवमध्रौव्यमध्रुवं ध्रौव्यमप्यसौ ।
अन्तर्यामि स्वरूपेण जीवानामन्तरे स्थिता ॥ ৬৯
तस्या इच्छां विना कोऽपि स्वप्रभावेन सुव्रतां ।
प्राप्तुं कदापि नो शक्तो मर्तुं चापि न शक्यते ॥ ৭০
शरीर वुद्धि मनसामतीते च सदास्थितिः ।
तुरीया निर्गुणा शुद्धा चिदानन्दस्वरूपिणी ॥ ৭১
माता ब्रह्ममयी ज्ञाताधुना प्रत्यक्षरूपतः ।
तया मृत्युमुखग्रस्तो ह्यहं सम्पूर्ण सुस्थतां ॥ ৭২

"She is the Eternal Being who is the creator, preserver and destroyer of this universe. It is she who can make the truth untruth and the untruth truth. She is the source of life. None can do anything against Her will. She is beyond all knowledge and intelligence. She has made me free from the disease which would have caused death to me. 68 to 72

বঙ্গানুবাদ:—

অথবা যিনি জীবিতাবস্থায় মৃত্যু সময়ে দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়ে সেই মাতাই সমগ্র জগতের আধার স্বরূপা নিত্যা। ৭৮

মধ্যলীলায়াং ১৪শ: অ: ।

এবং যিনি ধ্রুবকে অধ্রুবে অধ্রুবকে ধ্রুবে পরিণত করেন অর্থাৎ সমস্ত জীবের অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করেন। ৬৯

এবং কোনও একটি জীব ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ভিন্ন নিজ শক্তিতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। এবং এরূপ শক্তি কাহারও নাই যাহাতে সে ইচ্ছা করিয়া মরিতে পারে। ৭০

শরীর বুদ্ধি ও মনের অগোচরে তাঁহার স্থিতি। সেই তুরীয়া নির্গুণা সচ্চিদানন্দরূপা বিশুদ্ধা ব্রহ্মময়ী মাতা সম্প্রতি প্রত্যক্ষরূপে আমার পরিচিতা হইলেন। সেই ব্রহ্মময়ী দ্বারা মৃত্যুর গ্রাসে পতিত আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা প্রাপ্ত হইলাম। সম্পূর্ণরূপে রোগশূন্য হইয়াছি রোগ যন্ত্রণা কোথায় গেল। ৭১,৭২

नीतो रोगो गतः कुत्र गता सा रोगयातना।
नास्ति तथा विधो रोगः श्रीकी यादि शरीरिणां ॥ ७३

न नाशयसि यं काली कृपादृष्टेव केवलं।
प्रायेन सतति सम। वाङ्मनसामगोचरं ॥ ७४

ब्रह्मेत्युपासनायुक्त स्तस्मै सर्व्वं समर्पितम्।
देहप्राणमनथापि तस्मै दत्तं मया ध्रुवं॥ ७५

प्रत्यमैव सा जगन्माता मम प्रत्यक्षतां गता।
श्वरगौरी स्वरूपेण मत्समीपे स्फुरत्यसौ ॥ ७६

ब्रह्मणो ब्रह्म शक्तेश्च भेदो नास्ति कथञ्चन।
साक्षाद्दृष्टा मयाद्य महामाया प्रसादतः॥ ७७

Her kind look alone can cure all diseases. I have dedicated my life and all to Bramha. I

have now realised that she is Bramha aad that Bramha and its power is one and the same.

73 to 77

বঙ্গানুবাদ:—

দেহধারী জীবসকলের যত বড়ই রোগ বা শোক হউক না কেন কালীর কৃপাদৃষ্টি হইলে সমস্ত দূরীভূত হইয়া যায়। ৭৩

আমি প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ ব্রহ্মের উপাসনা বা সাধনপূর্ব্বক ব্রহ্মেই সকল সমর্পন করিয়াছি। দেহ মন প্রাণ এই সকলও ব্রহ্মেই সমর্পন করিয়াছি। ৭৪।৭৫

সেই ব্রহ্মই জগদম্বা তিনিই আমার প্রত্যক্ষ হইলেন। আমার নিকটে সম্প্রতি ষড়গোষ্ঠীরূপে প্রকাশিতা হইয়া ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির ভেদ কিছুমাত্র নাই এই বেদ বিহিত সিদ্ধান্ত মহামায়ার কৃপায় আজ আমি প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিলাম। ৭৬।৭৭

पुनः पुनः स्वोदरे स कृत्वा तु करताडनं ।
सम्पूर्णं यातनाभावं रोगमुक्तिं विलोक्य च ॥ ८२

Totapuri again crossed the river on foot and came back to Dakshineswar. He seated himself at Panchabati by the side of the holy fire and felt himself quite recovered. 78 to 82.

বঙ্গানুবাদ :—

সেই গভীর রাত্রে জগদম্বা কালী ব্রহ্মময়ী শিবানী তোতাপুরী সাধুর ভক্তি গদগদচিত্তে প্রকাশিতা হইয়াছিলেন। ৭৮

সেই অব্যক্ত ও অচিন্ত্যস্বরূপা মহামায়ার দর্শন করিতে করিতে তোতা পুনর্ব্বার জানুপরিমিত গঙ্গার জল লঙ্ঘনপূর্ব্বক পরপার হইতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৭৯

ভাগীরথী গঙ্গাকে নমস্কার করিয়া গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গিমা দর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ৮০

তৎপরে ধীরে ধীরে পঞ্চবটীর মূলদেশে নিজ হোমাগ্নি সমীপে অত্যন্ত আনন্দের সহিত স্বাসনাসনে উপবেশনপূর্ব্বক পুনঃপুনর্ব্বার উদরে হাত দিয়া পরমানন্দে রোগমুক্তি জন্য সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রণাশূন্য দেখিয়া রাত্রিকালে গঙ্গাগর্ভে নূতন সমাধি আবির্ভূত হইয়াছিল তখনও তাহা মনের প্রীতিপ্রদ হইতেছে। ৮১৮।৮৩

गङ्गागर्भे निशायां यः समाधिर्नवरूपकः ।
आविर्भूतोऽधुना सोऽपि मनसः प्रीतिदायकः । ८३
तचिन्तया तत्प्रोता विनिद्र नयनेन वै ।
सुमधुरं रात्रिशेषं मातुर्नाम जपेन च ॥ ८४

मध्यलीलायां १४शः सः

ध्यानेनापि जगन्मातृरूपप्रत्यक्षपूर्व्वकं ।
क्षपयित्वा क्षपामानन्दात् कृतकृत्य ममन्यत ॥ ८५
एवं ब्रह्ममयी भावं प्रापः पूर्व्वतपोबलात् ।
सर्व्वमेव रामकृष्णप्रभावान्नात्र संशयः ॥ ८६
प्रत्युषे श्रीरामकृष्णो रोगातुरं गुरोरथ ।
दैहिकं कुशलं ज्ञातुमागत्य गुरु सन्निधौ ॥ ८७

He passed the rest of the night brooding over his divine experience. In the morning Sri Ramakrishna come to Tota to enquire about his health. 83 to 87.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপে তোতা সেই ঘটনাটির চিন্তায় এবং বিনিদ্র নয়নে সুমধুর রাত্রির অবশিষ্ট সময় জগদম্বার নাম জপ এবং ধ্যানের দ্বারা জগদম্বার স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করিয়া পরমানন্দে রাত্রি যাপনপূর্ব্বক নিজকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। ৮৪।৮৫

পূর্ব্বের তপস্যাশক্তিতে এইরূপভাবে ব্রহ্মময়ীর ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গায় এক হাঁটু জল দেবীর দর্শন রোগ মুক্তি এবং সমাধি এই সকল অবস্থা এই সকল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবেই হইয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহ। ৮৬

অতঃপর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রোগাতুর গুরু তোতাপুরীর দেহ সম্বন্ধে কুশলাকুশল জানিবার জন্য ঠাকুর গুরুর নিকটে যাইয়া সেই স্থানে সেই সময়ে সেই গুরুকে অন্যরূপ দেখিয়াছিলেন। ৮৭

मध्यलीलायां १४शः अः ।

अपश्यत् स गुरुं तत्र रूपान्तरमवस्थितं ।
न रोगलक्षणं किञ्चिज्जातैव पृथगात्मता ॥ ८८
हास्यहीनस्य मुखस्य सर्व्वतः परिवर्त्तनं ।
आनन्दप्लुतदेहोऽयं रोगमुक्तोऽभवत्तदा ॥ ८९
स शिष्यं श्रीरामकृष्णं स्वपार्श्वेऽप्यतियत्नतः ।
उपवेश्य व्यतीतायां यामिन्यां या ह्यलौकिकी ॥ ९०
घटनाघटिता तां हि सर्व्वां स समवर्णयत् ।
एवञ्चोक्तं कयामेऽपि कालो मे निष्फलो गतः ॥ ९१
ब्रह्ममय्या यतो मातुर्नाहं वेद्मि स्वरूपकं ।
अज्ञोऽस्मृता बाधते मां ब्रह्मशक्ति र्विमानिता ॥ ९२

He found Tota quite hale and hearty. No symptom of any disease was visible. Tota cordially welcomed his disciple and narated all that happened in the night. He further said. "I have wasted so many years of my life in vain, as I was quite ignorant of the glory of the Goddess. I have been too foolish to attach any importance to the power of Bramha (the Supreme being)

88 to 92

বঙ্গানুবাদঃ—

অর্থাৎ ঠাকুর পুরীর রোগলক্ষণ কিছুই দেখিতে পাইয়াছিলেন না সম্পূর্ণরূপে অন্য ভাব। ৮৮

পুরীর বদনমণ্ডল হাস্যযুক্ত অতএব রোগমুক্ত হইয়াছেন এইরূপই ঠাকুর ভাবিয়াছিলেন। ৭৯

मध्यलीलायां १४शः अः।

পুরী গিয়া রামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে সযতনে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া রাত্রিকালে যেসকল অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছিলেন এবং কথার শেষে বলিলেন আমার এত কাল নিস্ফলে গিয়াছে। ৯০-৯২

যেহেতু সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী কালীমাতার স্বরূপ জানিতে পারি নাই। আজ আমার বুদ্ধিহীনতা আমাকে দুঃখ দিতেছে। যেহেতু আমি ব্রহ্মশক্তির অবমাননা করিয়াছি। ৯২

वत्साद्य दिव्यचक्षुर्मे स्फुटितं त्वत्प्रसादतः ।
श्रुत्वैव श्रीगुरोर्वाक्यं प्रत्युवाच पुरीं प्रभुः ॥ ৮৩
ज्ञातमेतद्भवद्भिस्तु संशयः कर्णचक्षुषोः ।
गतोऽद्य सविशेषं हि कृपामय्याः कृपाबलात् । ৮৪
मायैवाहमिदंमात्रा स्थापितं बहुरूपतः ।
ब्रह्मणो ब्रह्मशक्तेश्च भेदो नास्ति कथञ्चन ॥ ৮৫
वह्नेस्तद्दाहिकायाश्च नानात्वं नास्ति निश्चितं ।
साहमिमं ब्रह्मशक्तिं ब्रह्मरूपामतामम ॥ ৮৬
ततस्तोता रामकृष्णमुवाच यतिपुङ्गव ।
या ममाध्यात्मिकी शक्तिः स्फूर्ता विद्यते हृदि ॥ ৮৭

"Oh, my son, it is due to your kindness that I have realised the truth" On hearing these words of Totapuri, Sri Ramkrishna replied. "All this was known to you Your eyes and ears did not believe it. Now by the grace of Goddess all your doubts are cleared. In various ways I had

sought to impress upon you that there was absolutly no difference between Bramha and its power, just like fire and heat. Totapuri said, "It is due to your kind help that I have been able to attain the ultimate knowledge in the spiritual field. 93 to 97.

বঙ্গানুবাদঃ—

হে বৎস তোমার অনুগ্রহে আজ আমার দিব্যচক্ষুঃ উন্মীলিত হইয়াছে।

ঠাকুর এইরূপ শুনিয়া পুরীকে বলিয়াছিলেন। ৯৩

এখন আপনার চক্ষুঃ ও কর্ণের সন্দেহ ভঞ্জন হইল ত। পূর্ব্বেই মা আমাকে ইহা জানাইয়া দিয়াছেন যে ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম শক্তির ভেদ কিছুমাত্র নাই। ৯৪।৯৫

অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি যেরূপ অগ্নি হইতে পৃথক হয় না। সেইরূপ এই ব্রহ্ম শক্তিই ব্রহ্মরূপা সনাতনী মাতা জগদম্বা ইহাই যথার্থ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বাক্য। ৯৬

তৎপরে তোতা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে বলিয়াছিলেন যে আমার হৃদয়ে যে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি অসম্পূর্ণ ছিল। সেই সিদ্ধি আজ তোমার সঙ্গ বশতঃ সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ হইল। ৯৭

সাধুনা ত্বৎ সহায়স্য সিদ্ধিঃ পূর্ণতাং গতা।
কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং দৃষ্ট্বা মাতুঃ কৃপাকণাং ॥ ৫৮
এবমতৌ গুরুশিষ্যৌ দ্বৌ সমসিদ্ধিযুতৌ সদা।
প্রবিশ্য জগদম্বায়া মন্দিরং ভক্তিপূর্ব্বকং ॥ ৫৫

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অ:।

পুরী শিষ্য রামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে সযতনে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া রাত্রিকালে যেসকল অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছিলেন এবং কথার শেষে বলিলেন আমার এত কাল নিষ্ফলে গিয়াছে। ৯০-৯২

যেহেতু সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী কালীমাতার স্বরূপ জানিতে পারি নাই। আজ আমার বুদ্ধিহীনতা আমাকে দুঃখ দিতেছে। যেহেতু আমি ব্রহ্মশক্তির অবমাননা করিয়াছি। ৯২

वत्साद्य दिव्यचक्षु र्मे स्फुटितं त्वत्प्रसादतः ।
श्रुत्वैव श्रीगुरोर्वाक्यं प्रत्युवाच पुरीं प्रभुः ॥ ८३
ज्ञातमेतद्भवद्भिस्तु संशयः कर्णचक्षुषोः ।
गतोऽद्य सविशेषं हि कृपामय्याः कृपाबलात् । ८४
प्रागेवाहमिदंमात्रा ज्ञापितं वस्तुरूपतः ।
ब्रह्मणो ब्रह्मशक्तेश्च भेदो नास्ति कथञ्चन ॥ ८५
अग्नेस्तद्दाहिकाशक्ते र्नानात्वं नास्ति निश्चितं ।
तादृगियं ब्रह्मशक्ति र्ब्रह्मरूपामतामम ॥ ८६
मत स्तोता रामकृष्णमुवाच परपूरुषं ।
या ममाध्यात्मिकी शक्ति स्वपूर्णा विद्यते हृदि ॥ ८७

"Oh, my son, it is due to your kindness that I have realised the truth" On hearing these words of Totapuri, Sri Ramkrishna replied. "All this was known to you Your eyes and ears did not believe it. Now by the grace of Goddess all your doubts are cleared. In various ways I had

sought to impress upon you that there was absolutly no difference between Bramha and its power, just like fire and heat. Totapuri said, "It is due to your kind help that I have been able to attain the ultimate knowledge in the spiritual field. 93 to 97.

বঙ্গানুবাদঃ—

হে বৎস তোমার অনুগ্রহে আজ আমার দিব্যচক্ষুঃ উন্মীলিত হইয়াছে।

ঠাকুর এইরূপ শুনিয়া পুরীকে বলিয়াছিলেন। ৯৩

এখন আপনার চক্ষুঃ ও কর্ণের সন্দেহ ভঞ্জন হইল ত। পূর্ব্বেই মা আমাকে ইহা জানাইয়া দিয়াছেন যে ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম শক্তির ভেদ কিছুমাত্র নাই। ৯৪।৯৫

অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি যেরূপ অগ্নি হইতে পৃথক হয় না। সেইরূপ এই ব্রহ্ম শক্তিই ব্রহ্মরূপা সনাতনী মাতা জগদম্বা ইহাই যথার্থ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বাক্য। ৯৬

তৎপরে তোতা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে বলিয়াছিলেন যে আমার হৃদয়ে যে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি অসম্পূর্ণ ছিল। সেই সিদ্ধি আজ তোমার সঙ্গ বশতঃ সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ হইল। ৯৭

সাম্প্রতং ত্বৎ সহায়স্য পরিতঃ পূর্ণতাং গতা।
কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং দৃষ্ট্বা মাতুঃ কৃপাকণাং ॥ ৯৮
এবন্তৌ গুরুশিষ্যৌ দ্বৌ সমসিদ্ধিযুতৌ তদা।
প্রবিশ্য জগদম্বায়া মন্দিরং ভক্তিপূর্ব্বকং ॥ ৯৯

मध्यलीलायां १४मः अः ।

नेमतुर्दण्डवद्भूमौ तावुभौ सिद्ध साधकौ ।
प्रत्यक्षा सा तदा माता मस्तके योगिनोर्द्वयोः ॥ १००
करौ दत्वावदद्देवो पश्य मे योगमैश्वरं ।
मत्तः परतरं नास्ति भूतं भव्यं भवच्च यत् ॥ १०१
अहमेव हरिः साक्षाद्वैकुण्ठाधिपतिर्महान् ।
रामःकृष्णो हरिर्विष्णुर्जिष्णुर्नारायणोऽव्ययः ॥ १०२

"I feel myself blessed by the grace of the Goddess." Then both of them entered the temple of the Goddess who placed her hands on their heads and said, "Nothing except me in this world exists. I am Hari, Rama, Krishna, Vishnu, Jishnu and Narayana" 93 to 102.

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

योगोयाग स्तथा सिद्धिर्देवता मन्त्र एव वा।
मद्भक्तियोगमाश्रित्य भक्ता जानन्ति तत्त्वतः ॥ १०३

ज्ञानेन कर्म्मणा वापि वैराग्येन दृढ़ेन च।
न विन्दन्ति स्वरूपं मे भक्तिरेव हि कारणम् ॥ १०४

एवं काली विश्वरूपं दर्शयामास तौ तदा।
पुरी दृष्ट्वैव तद्रूपं निमज्ज्यानन्दसागरे ॥ १०५
स्तोत्रं पानेन तां देवीं तुष्टाव जगदम्बिकां।
देवी त्वं जगतां मातः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥ १०६

सर्व्वाधारे सदानन्दमयि दुर्गे नमोऽस्तुते।
कालिके कृष्णवर्णे त्वं कामादि क्षयविग्रहे ॥ १०७

"My grace cannot be acquired by knowledge, work, service or renunciation, but by devotion." The joy of Totapuri knew no bounds on seeing the Goddess and hearing Her words. They chanted hymns to please Her. 103 to 107.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং যোগ যাগ সিদ্ধি দেবতা ও মন্ত্র একমাত্র আমিই। আমার ভক্তি যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ভক্তগণ যথার্থরূপে আমাকে জানেন।

জ্ঞান কর্ম্ম বা দৃঢ় বৈরাগ্য দ্বারা আমার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন্ নাই একমাত্র ভক্তিই আমাকে জানিবার উপায়। ১০৪

এইরূপভাবে জগদম্বা দুইটি সাধককে আনন্দের সহিত বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। ১০৫

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ ।

পুরী সেই অপূর্ব্বরূপ দর্শন পূর্ব্বক আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া এইরূপ ভাবে স্তব করিয়াছিলেন ॥ ১০৬

হে মাতঃ কালিকে অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিণী কাম নাশিনী কৃষ্ণ স্বরূপা সদানন্দময়ী দুর্গা তোমাকে নমস্কার। ১০৭

त्वत् पादपद्मयुगले सुरतिर्ममास्तु
मातः प्रसीद भवदुःखहरा त्वमाद्या ।
देवी प्रसीद वरदे सुखशान्तिदात्री
छायोऽब्ज' वितर हे मम मूर्द्ध्नि नित्यं ॥ १०८

त्वमेव सर्व्वस्य सुबोजरूपा
त्वमेव सिद्धिः सुखबोधदात्री ।
त्वमेव धात्री जगतुक्ति हेतु
स्त्वमेव नित्या परतः परासि ॥ १०९

विमोहितास्ते जड़बुद्धयः सदा
दाराङ्गजार्थेषु निमग्नमानसाः ।
सदासदानन्द मयार्थं सम्पदं
त्वत् पादपद्मं परिहाय पामराः ॥ ११०

"Oh Goddess, be pleased to shower your blessings on our head. Thou art the root cause of everything of this world. Thou art the giver of all knowledge and happiness. Thou art the Mother of this universe. Man becomes free from all bondages of this world by your grace. Woe

to those who serve Mamon and Cupid and never looks for the enternal bliss. 108 to 110.

বঙ্গানুবাদঃ—

হে মাতঃ কালিকে তুমি আমার প্রতি সুপ্রসন্না ও তুঃখ হরা হও। তোমার পাদপদ্মযুগলে যেন আমার সুমতি হয়। হে সুখশান্তি দাত্রী বরদে দেবি আমার প্রতি কৃপা কর। সর্ব্বদা আমার মস্তকে আশীর্ব্বাদীয় পুষ্প বিতরণ করুন। ১০৮

তুমিই জগতের একমাত্র কারণ স্বরূপা তুমিই সিদ্ধি স্বরূপা জ্ঞানানন্দ প্রদায়িনী জননী। তুমিই জনগণের একমাত্র মুক্তির কারণরূপা। তুমিই নিত্যা এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতরা। ১০৯

পত্নী পুত্র গৃহ ও বিষয়াদিতে অত্যন্ত আসক্ত জড়বুদ্ধি জনগণ সর্ব্বদা নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম সম্পদ তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া মোহান্ধকারে পতিত হয়। ১১০

ধন্যোঽহমদ্য মহত্ত্বৎপাদপদ্ম
সম্পর্কলেশপরিপূত গদাধরস্য।
সদ্ভাবদৃষ্টৌ সকল শান্তিময়ীং ভবাব্ধেঃ
পারায় পাদতরণীং পরমাং প্রযাতঃ॥ ১১১
যদি গমনমধস্তাৎ পূর্ব্বকর্ম্মপ্রভাবাৎ
ভবতি কুলবিহীনে জন্ম কোটানুকোটি।
হর হর হরকান্তে দুর্গতিং ত্বং মদীয়াং
ভবতু মম হৃদিস্থা ত্বৎ পদে ভক্তিরেকা॥ ১১২
এবং পুরো সদা স্তোত্রং বিধায় ভবতারিণীং।
মন্দিরাদ্বহিরাগত্য পঞ্চবট্যামুপাবিশৎ॥ ১১৩

"To-day I have been blessed by virtue of my company with Gadadhar. I have got your feet which will take me across this world of sorrows. Oh Goddess, be pleased to give me devotion to you, even if I may happen to take my birth as the meanest of all living things because of my misdeeds in previous births." After praying so, Totapuri came out of the temple and returned to the Panchabati. 111 to 113.

বঙ্গানুবাদ :—

তোমার সম্পর্ককণায় পরিশুদ্ধ মহান্ গদাধরের সঙ্গ হেতু আজ আমি ধন্য হইলাম।

অহো ভব সমুদ্র পারের নিমিত্ত সকল শান্তিময় অত্যুত্তম জলযান স্বরূপ আপনার পাদপদ্ম পাইলাম॥ ১১১

যদি পূর্ব্বকর্ম্ম প্রভাবে নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ হয়। অথবা কুলবিহীন কীটাদ্যকীটে গতি হয়। হে হরবল্লভে আমার দুর্গতি হরণ কর। হরণ কর॥ এবং তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি আমার হৃদয়ে অবস্থান করুক॥ ১১২

এইরূপভাবে পুরী সেই সময় ভবতারিণীকে স্তব শ্রবণ করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া পঞ্চবটীর আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। ১১৩

ततः कतिपयाहानि तत्र स्थित्वामुदायुतः।
शिष्यैः सह जगन्मातुः प्रसादं परिगृह्य सः॥ ११४
लब्ध्वा श्रीभवतारिण्याः सदनुज्ञां महामतिः।
भूत्वा देव्या महाभक्तो गतः स दक्षिणेश्वरात्॥ ११५

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য তোতাপুরী সন্ন্যাসী সকাশাৎ ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহনানন্তরং তৎ কৃপাকরণরূপো মধ্যলীলায়াং চতুর্দশোऽধ্যায়ঃ।

Thus Totapuri became a great devotee to the Goddess, and left Dakshineswar after a few days. 114 to 115.

Here ends the fourteenth chapter of Madhya-lila in the Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে সেই দক্ষিণেশ্বরে কিছুদিন আনন্দের সহিত অবস্থান করিয়া শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত আনন্দময়ীর প্রসাদ পরিগ্রহ পূর্ব্বক মহামতি তোতাপুরী মাতা ভবতারিণীর অত্যুত্তম অনুমতি লাভ করিয়া দেবীর মহা ভক্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দির হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন॥ ১১৪।১১৫

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের মধ্য লীলার চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তোতাপুরী সাধুর নিকটে অদ্বৈত ব্রহ্ম মন্ত্র গ্রহণ। এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় তোতাপুরী সাধুর ব্রহ্মময়ী কালীর কৃপালাভে তোতাপুরী ধন্য হইয়া বিশ্বরূপ দর্শন ও ভবতারিণীর স্তবাদি করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন।

(মঃ ১৪ অঃ সমাপ্ত)

मध्यलीलायां १५शः अः ।

मन्दिरस्य कियद्दूरेऽवस्थितस्य सुयोगिनः ।
अत्यन्तमाग्रहश्चाभूदैस्लामधर्म्मसाधने ॥ १
अद्वैत साधना सिद्धेः परं तस्यैव योगिनः ।
धर्म्मान्तर साधनायां वासनाभूद्गरीयसी ॥ २
आर्य्याचारमार्य्यधर्म्म मतिक्रम्य महामतिः ।
विभिन्न धर्म्मशीलानां तत्तद्धर्म्मानुवर्त्तिनां ॥ ३
परमेश्वर लाभाय सान्निध्यं यतते सदा ।
महासाधक वर्य्योऽयं सच्चिन्त्यातः परं वस्तु ॥ ४
तत्तत् सिद्धि प्राप्तिहेतोरुद्युक्तो नवसाधने ।
यदृच्छयागत स्तत्र दक्षिणेश्वर पत्तने ॥ ५

Even though Shri Ramakrishna had attained success in his penance for realisation of Brahma, he desired to undergo penance according to the practice and process followed in Islam and other religions. For this purpose he dwelt at a place at a distance beyond the temple premises. Just at that time there appeared Govinda Roy, a preacher of Islam religion at the village of Dakshineswar. 1 to 5.

মধ্যলীলায়াং ১৭শঃ অঃ।

গ্রামে ইসলামী সুফী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক গোবিন্দ রায় নামে একটি আল্লামন্ত্রের সাধক আসিয়াছিলেন। ১।২।৩।৪।৫।৬

কালেঽস্মিন্নিসলামীসুফী সম্প্রদায় প্রচারকঃ।
শ্রীগোবিন্দ রায় নামা আল্লা সাধক সত্তমঃ॥ ৬
তস্মাদেব রামকৃষ্ণো দীক্ষিতো হ্যভবন্ মুদা।
যাবনিকস্য ধর্মস্য সাধনা সময়ে প্রভুঃ॥ ৭
ত্যক্ত্বা মথুরসম্পর্কং মন্দিরস্য চ সন্নিধিং।
বহির্ভাগে মন্দিরস্য সর্ব্বদা সমবস্থিতঃ॥ ৮
তদ্ধর্মানুগুণং পানং ভোজনঞ্চ তথা করোৎ।
ইদমুক্তং ঠাকুরেণ সাধনায়াঃ প্রসঙ্গতঃ॥ ৯
শিষ্যাণাং শ্রবণেচ্ছায়াং কৌতূহলবশাৎ কদা।
আল্লামন্ত্রং সদাহস্তমজপং প্রীতিপূর্ব্বকং॥ ১০

Sri Ramkrishna was very glad to be initiated in the Islamic religion. At the time of his penance according to Islamic process, he cut off all his connections with Mathuranath and remained always outside the temple premises. It was so said by him to his disciples to satisfy their curiosity regarding his ways of penance that he drank and ate and chanted the names of Allah with great pleasure. 6 to 10.

বঙ্গানুবাদঃ—

ঠাকুর সেই রায়ের নিকট হইতে আগ্রহের সহিত আল্লা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এবং সেই সময়ে যাবনিক ধর্ম্ম বিহিত পান ও ভোজন করিতেন। ৭৮

মধ্যলীলায়াং ৭মঃ অঃ।

কোন সময়ে শিষ্যবর্গের কৌতূহল বশতঃ ঐ বিষয়ে শ্রবণের ইচ্ছা হইলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। আমি যাবনিক ধর্ম্মের সাধন সময়ে মন্দিরের সম্পর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহির্ভাগে মথুরানাথের কোনও একটি ঘরে সর্ব্বদা থাকিতাম এবং সেই সময়ে যবন শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পান ও ভোজনাদি করিতাম। এবং আল্লা মন্ত্রটি প্রীতি পূর্ব্বক একাগ্র চিত্তে জপ করিতাম। ৯।১০

परिधेयं यवनवदग्रहीतमतियत्नतः।
नामाज विधिना सन्ध्या वन्दनं विधिवत् कृतं ॥ ११
तदाहंभावो मनसः सम्पूर्णं लुप्ततां गतः।
हिन्दु प्रतिष्ठितां मूर्त्तिं देवदेवी मयादिवा ॥ १२
तदानीं नानमत्राहं द्रष्टुं नैच्छापि नो मम।
दिनत्रयगते चैवं रूपे भाव पुरःसरं ॥ १३
साधनस्य फलं सम्यगुपलब्धो कृतं मया।
परमेव सिद्धिमाप्ता इस्लाम धर्म्मसाधने ॥ १४
ज्योतिर्म्मय दीर्घश्मश्रुविशिष्ट पुरुषस्य हि।
दिव्यदर्शनमात्रेन धन्योऽहमभवं तदा ॥ १५

He carefully clad himself just like Jabanas and prayed in the morning and in the evening according as they did. He forgot all Hindu rites and also never desired to pay his obeisance to gods and goddesses. He gained the fruit of his Islamic penance after three days, when he felt blessed at the sight of a godly person with long beard.

11 to 15.

বঙ্গানুবাদ :—

অতি যত্নের সহিত মুসলমানদের মত কাপড় পরিতাম। যাবনিক বিধিমত ত্রৈকালিক নামাজ পাঠ করিতাম। ১১

সেই সময় আমার মন হইতে আর্য্য সনাতন ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছিল। পরন্তু হিন্দু প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারিতাম না।

বা প্রণামাদি করিতে ও ইচ্ছা হইত না॥ ১২

এইরূপে যবনভাবে ভাবিত হইয়া তিন দিন গত হইলে সাধনার ফল সম্যক রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলাম॥ ১৩

ইসলামী ধর্ম্ম সাধনের সিদ্ধি সময়ে একটি জ্যোতির্ম্ময় দীর্ঘ শ্মশ্রু বিশিষ্ট পুরুষের দিব্য দর্শন লাভে ধন্য হইয়াছিলাম। ১৪।১৫

ততো বিরাট পুরুষস্য রূপ দৃষ্ট্বা নপূর্ব্বকং।
গুণাতীতে তুরীয়াখ্যে ওঁ তৎ সদিতি শব্দিতে॥ ১৬
লীনং ব্রহ্মস্বভূমিত্বে নির্ব্বিকল্প সমাধিনা।
এবমানন্দরূপস্য জীবানন্দ প্রদায়িনঃ॥ ১৭
পরমব্রহ্মভূতস্য সাধনাচিন্ত্য গোচরা।
স্বলুণ্ঠিতানন্তরূপা যয়া তং সমুপৈষ্যতি ১৮।
শাক্ত বৈষ্ণব গাণেশ সৌর শৈবাদি সাধনং।
বৌদ্ধ জৈন খৃষ্টীয়াদি সাধনান্যকরোৎ প্রভুঃ॥ ১৯
অতৈব তস্য মহতঃ পুরুষস্য সাধোঃ
শ্রীরামকৃষ্ণ গুরু গৌরব বিগ্রহস্য।
ধর্ম্মাত্মনঃ সকল ধর্ম্ম সুসিদ্ধিলাভং
মাসস্য যোগতয়সামভবৎ সমাধিঃ॥ ২০

He also felt himself lost in eternal life and bliss. Thereafter he underwent penance of the Saktas, the Vaishnabas, the Ganeshas, the Sauras, the Shaivas, the Buddhists, the Jains, and the Christians etc. Shri Ramakrishna is unique among all the figures in the religious world for his searching curiosity in attaining the end through various avenues. 16 to 20.

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে বিরাট পুরুষের স্বরূপ দর্শন পূর্ব্বক ওঁ তৎসৎ শব্দের বাচ্য গুণাতীত তুরীয়াখ্য ব্রহ্মে চিত্ত বিলীন হইয়াছিল। ১৬

এইরূপ পরব্রহ্ম ঘনানন্দ বিগ্রহ জীব জগতের পরমানন্দ প্রদাতা ভগবান রামকৃষ্ণের সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত অচিন্ত্য ও অনন্ত প্রকার সাধনা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ১৭।১৮

যে সকল সাধনা দ্বারা জীবগণ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। সেই সকল সাধনাই ভগবানের সাধনা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব গণেশ, সূর্য্য, শিব, শক্তি, বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, বৌদ্ধ, জৈন ও খৃষ্টীয়াদি সাধনাতেও সম্যক্ রূপে সিদ্ধি লাভ করেন।

এইরূপে সর্ব্বধর্ম্মে সিদ্ধি লাভ বিশিষ্ট গুরু গৌরবান্বিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সময়েই সর্ব্ব সাধনার সমাপ্তি হইয়াছিল। ২০

यदा श्रीरामकृष्णस्तु सर्वसिद्धि युतोऽभवत् ।
तदा तद्वयसः संख्या द्वात्रिंशद्वर्ष सम्मिता ॥ २१

मध्यलीलाया'१४श: अ:।

एवञ्चासौ स्वल्पकाल' विभिन्नमार्ग' साधने।
भूत्वावतीर्णो भगवां स्तां स्तां सिद्धिमवाप्तवान्॥ २२

त्याग एव परोधर्म्मः सर्व्व धर्म्म प्रवर्त्त कः।
एकमेवाद्वितीय' यत्तत्त्व' साधक सत्तमैः॥ २३

साध्यते बहुभिर्दुःखै स्तत्तत्त्व' ठाकुरेण हि।
स्वल्पायासेनोपलब्धं सर्व्व' निरवशेषतः॥ २४

एवमुक्त' भगवता श्रीमुखेन स्वयं तदा।
धार्म्मिकानां धर्म्ममते बहुरूप गतेऽपि च॥ २५

When he completed his penance his age was only thirty-two years. In this early age he attained success in different ways with ease. He said later on that although the ways were different in different religions, the result was the same. 21 to 25.

বঙ্গানুবাদ :—

যে সময় ঠাকুর সর্ব্বধর্ম্মে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স বত্রিশ ৩২ বৎসর। ২১

ঠাকুর এই অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন ধর্ম্ম সাধনে যোগদান করিয়া সেই সেই ধর্ম্মে সিদ্ধি লাভ করেন। ২২

সর্ব্ব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ত্যাগই উত্তম ধর্ম্ম। এবং এক মাত্র অদ্বয় ব্রহ্ম তত্ত্বই যথার্থ তত্ত্ব। যে তত্ত্বকে সাধকোত্তমগণ বহু দুঃখে সাধন করিতে সমর্থ হন। ঠাকুর অকিঞ্চিৎকর পরিশ্রমে সেই সকল তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ২৩২৪

মধ্যলীলায়াং ২৭শ: অ:

জীবানামিব মিশ্রং ন মৎস্বরূপং কদাচন।
জীব: কর্ম্মফলভুং ক্তা কর্ম্মাতীতো ভবাম্যহং ॥ ২৫

"I am an incarnation of God. I have manifested myself for the good of the suffering humanity. In this Kali yuga when people are not capable of doing austere religious rites and are given to selfishness and sexual pleasure, all my activities tend to bring salvation to them, to purge them of their sins. *I am not a mortal being who enjoys the fruit of his own doings. I am not affected by the result of my actions."*
31 to 35.

বঙ্গানুবাদ :—

আমি ঈশ্বর, আমার সাধন সাধারণ জীবের জন্য। এই ঘোর কলিযুগে স্ত্রীসঙ্গ আর উদর পূরণ এই দুইটিকেই প্রধান অবলম্বন বলিয়া মনে করিয়া জপ হোমাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন সেই সকল জনগণের উদ্ধারের জন্যই আমি এইসকল সাধন করিয়াছি। সে সকল সাধনের ফলে অধর্ম্মোৎপন্ন নরনারীগণ এই ভয়ঙ্কর সময়ে আমার নাম উচ্চারণমাত্রে পাপমুক্তি পাইবে।

৩১।৩২।৩৩

জীবসকলের মঙ্গলার্থে আমি এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছি। নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ঈশ্বর হইতে আমার স্বরূপ ভিন্ন নয়। জীব-কর্ম্মফল ভোগ করে আমি কর্ম্মাতীত এইসকল ঈশ্বরের ধর্ম্ম আমার দেহে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে। অতএব আমার বন্ধন বা মুক্তি কিছুই নাই। ৩৪।৩৫।৩৬

मध्यलीलायां १४म अः

एवमोश्वर धर्म्मोऽयं मम देहे प्रवर्त्तते ।
अतो मे नास्ति मुक्तिश्च बन्धनं वा कुतो भवेत् ॥ ३७
किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरं पोडयाम्यहं ।
एवं निर्लिप्तभावेऽपि कर्त्तव्यं मयि विद्यते ॥ ३७
युगे युगेवतीर्य्याहं युगधर्म्मं चरामि हि ।
यथा राजा स्वराष्ट्रे षु यत्र राजद्रोहाः प्रजाः ॥ ३८
तत्र गत्वा प्रजा शास्त्यैव करोति शासनं महत् ।
तद्वदेवात्र भगवानाविर्भवति सन्ततं ॥ ३९
पृथिव्यामधुना तद्धर्म्मोत्थानि विवर्त्तते ।
धर्म्मबाधां विधास्यन्ति ये भोक्ता धनिनो जनाः ॥ ४०

All those godly qualities are there in my body. I have no bondage, and as such I need no salvation. I have nothing to strive for. Even though I have no attachment, I have my duties. I manifest myself in every yuga and establish the rules of that age, just as a king comes forth to quench rebellion, control his subjects and establish his rule. Now the earth is fested with wild growth of impiety. Rich men creates hindrances to religious practice and usages. 36 to 40.

বঙ্গানুবাদঃ—

আমি কি ইচ্ছা করিয়া কাহার জন্ত শরীরকে পীড়িত করিব।
এইরূপভাবে আমি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইলেও আমার কর্তব্য আছে

আমি প্রতি যুগে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকি। অর্থাৎ যে যুগে যেরূপ আচরণে জগতের জীবগণ শান্তিলাভ করে সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকি। ৩৭ ৩৮

যেমন রাজা নিজের রাজ্য মধ্যে যেখানে রাজদ্রোহী প্রজা থাকে সেই স্থানে যাইয়া প্রজাবর্গের শান্তি রক্ষার জন্য বিশেষভাবে শাসন করেন। সেইরূপ ইহ জগতে ভগবান প্রায়ই আবির্ভূত হয়েন। ৩৯

সম্প্রতি এই জগতে ধর্ম্মগ্লানি ও ধর্ম্মবিরোধ বৃদ্ধি পাইতেছে যে সকল ভোগী ধনীগণ ধর্ম্ম ধ্বংশ করিতেছেন সেইসকল ধর্ম্মনাশের নিবৃত্তির জন্য এই কলিযুগে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। ৪০

तस्याः संरोधनार्थाय ह्यवतीर्णोऽभवं कलौ।
जनिष्यमान जीवानां तथास्मदनुवर्त्तिनां ॥ ४१
सन्मार्गदर्शनार्थाय साधनेयमनुष्ठिता।
ठाकुरः श्रीरामकृष्णो व्रतो वेदान्त साधने ॥ ४२
चन्द्रादेवी तदा तत्र कामारपुकुरालयात्।
दक्षिण स्वर आगत्य स्थिता मन्दिर कोष्ठके ॥ ४३
सस्त्रीको मथुरानाथो मात्वात्तां जगदम्बिकां।
मत्वा चैकान्तिकीं सेवां कृत्वा धन्यो बभूव ह ॥ ४४
ठाकुरोऽपि प्रतिदिनं निद्राभङ्गे खलूषसि।
सर्व्वं कर्म्म परित्यज्य सर्व्वाग्रे मातृसन्निधौ ॥ ४५
गत्वा श्रद्धान्वितो भक्ति विनयादि पुरःसरं।
पादपूजां विधायाथपीत्वाच चरणोदकं ॥ ४६

"All my penance is intended to show the way to them who are now my followers and who

will follow my steps after my demise." When Thakur was undergoing penance to realise unity in diversity, Chandra Devi came down from Kamarpukur to Dakshineswar and put up in a room in the temple premises. Mathuranath with his wife regarded her as the Goddess and offered their services accordingly. Thakur also would come to her every morning and worship her feet. 41 to 46.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

উপস্থিত যাঁহারা আমার মতাবলম্বী হইয়াছেন। পরে অর্থাৎ আমার অবর্তমানে যাঁহারা আমার মতানুবর্ত্তী হইবেন এইসকল বিশুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে সৎপথ দেখাইবার জন্য আমি সাধনসকলের অনুষ্ঠান করিয়াছি। ৪১

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যে সময়ে বেদান্ত সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন সেই সময়ে তাঁহার গর্ভধারিণী চন্দ্রাদেবী কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া মন্দিরস্থ কোনও একটি ক্ষুদ্র কুটীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৪২।৪৩

মথুরানাথ পত্নীর সহিত চন্দ্রাদেবীকে সাক্ষাৎ ভগবতী মনে করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ৪৪

ঠাকুর প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে মাতৃসন্দর্শনে গমন করিয়া অতুলনীয় শ্রদ্ধা ভক্তি বিনয়াদি পুরঃসর গর্ভধারিণীর যুগল পাদপদ্মের পূজা করিয়া চরণোদক

मध्यलीलायां १५श अः

পান পূর্ব্বক আমি ধন্য হইলাম কৃতকৃতার্থ হইলাম আমার জন্ম সফল হইল ইত্যাদি স্তবস্তুতি করিয়া সর্ব্বারাধ্যা মাতৃপদে বিলুণ্ঠিত হইতেন। ৪৫।৪৬।৪৭

धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं फलवांश्चैव मे भवः ।
एवमुक्त्वा पदे मातुर्लुण्ठितस्त्वभवन्मुदा ॥ ४७
दृष्ट्वैतत् श्रीमथुरो हृष्टवानति भक्तितः ।
अथान्तरे श्रीमथुरो मनस्यैतदचिन्तयत् ॥ ४८
पित्रे श्रीरामकृष्णाय दास्यामि बहु विस्तरं ।
भूखण्डं तत् प्रोति कामौ येन तस्य सुखं भवेत् ॥ ४९
श्रुत्वै तद्रामकृष्णस्तु सर्व्वं हृदय वक्तृत. ।
घृताहुत्या यथा वह्नेः शिखासंवर्धिता भवेत् ॥ ५०
तद्वदेव तदैवासौ क्रोधाग्नि परिपूरितः ।
मथुरमनुसन्धाय यष्टिमुत्तोल्य तं प्रति ॥ ५१

Thakur would place his head at the feet of his mother and say, "I am blessed. My life has been worth-living." Mathuranath observed all this with great devotion. He proposed to Hriday to give enough property to Sri Ramakrishna so that he would not be troubled with poverty and scarcity. On hearing this from Hriday Sri Ramakishna became very furious and ran up to Mathuranath with a stick in his hand, 47 to 51.

বঙ্গানুবাদ :—

প্রিয় ভক্ত মথুরানাথ এই সকল দৃশ্য অতি ভক্তিসহকারে দর্শন করিয়া ধন্য হইতেন। এই সময় মথুরানাথ মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। যে বাবাকে তাঁহার প্রীতির জন্য বহুতর সম্পত্তি দান করিব। তাহাহইলে বাবার আনন্দ হইবে। ৪৮।৪৯

ঠাকুর এইসকল সম্পত্তি দানের কথা হৃদয়রামের মুখে শুনিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। ৫০

পরন্তু মথুরানাথের অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে যাইয়া যষ্ঠি উত্তোলন পূর্ব্বক বীরভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন রে দুষ্ট আমকে তুমি বিষয় বিষে জর্জরিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ। ৫১।৫২

> वीरभावं समाश्रित्य प्रोवाचोच्चैः स्वरेण तं ।
> विषय विषलिप्तं मां किञ्चित्कोपं सिदुष्टधीः ॥ ५२
> विषयेषु महाप्रीतिः पशूनामेव दृश्यते ।
> ठाकुरस्येदृग्भावं तं दृष्ट्वा नो वाच किञ्चन ॥ ५३
> परन्तु मथुरानाथो भयेना हृयतां गतः :
> एवं तद्भाव विक्षोऽपि न किञ्चिदपि चालितः । ५४
> स्वहृदय सुस्थिरार्थं चन्द्रादेव्याः समीपगः ।
> प्रणतश्चरणोपान्त इदं वचनमब्रवीत् ॥ ५५
> भवत्या यद्यहं कोऽपि स्वात्मीयो मन्यते ततः ।
> पितामहि समीपे मे भवती प्रार्थिनी भव ॥ ५६

He said to Mathuranath in a very forceful voice, "Oh, the worst of all sinners, do you like me to drink the venom of worldly pleasure ? The

beasts are found to be fond of earthly pleasure," Mathuranath had no answer. On the other hand he disappeared with great fear. He however did not lose his heart. He approached Chandra Devi, with great respect and humility and said, "Oh grandmother, if you really take me as one of your well-wishers, be pleased to have your desire fulfilled by me." 52 to 56.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বিষয় প্রাপ্তিতে পরমানন্দ পশুদিগেরই দেখা যায়। মথুরানাথ ঠাকুরের সেইরূপ উগ্রভাব দেখিয়া কিছু না বলিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ৫৩

এইরূপভাবে ঠাকুরের মনোভাব জানিয়াও বিচলিত হন নাই। পরন্তু নিজ সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য ঠাকুর মা চন্দ্রাদেবীর নিকটে গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণোপান্তে প্রণতঃ হইয়া বলিয়াছিলেন। ৫৪।৫৫

ঠাকুরমা আমাকে যদি কোনও একটি হিতৈষী বলিয়া মনে করেন তবে আপনি আমার নিকটে কিছু প্রার্থনা করুন। ৫৬

त्वमसि बहुतरां देवि महत्तां मत्प्रयाभिनीं ।
गृहाणेदं कामना मे पूर्य्यतां पुत्र वत्सले ॥ ५७
श्रुत्वा ठाकुरमाता तां मथुरोक्तिं पुनः पुनः ।
प्रत्युवाच श्रीमथुरं ईशहास्य पुरःसरम् ॥ ५८
भो पुत्र तव कल्याणात् सर्वदा कुशलं मम ।
प्रसादं भवतारिण्याः प्रत्यहं दैव दुर्लभं ॥ ५९

প্রাপ্নোমি চ তথা দ্রব্যং যদ্‌যদস্তা দিকস্থ যত্‌।
ততঃ সর্ব্বং ময়া প্রাপ্তং নাস্ত্যিভাবঃ কথঞ্চন ॥ ৬০
অতোঽধুনা প্রার্থনীয়ং নাস্তিকিঞ্চিন্মতং মম।
স্থুল্বাপৌত্রং শ্রীমথুরঃ পিতামহ্যাবচ স্তথা ॥ ৬১

I pray that you will be kind enough to accept my gift of a big area of cultivated land. On hearing this, the mother of Thakur replied, "By your goodwill we have no trouble. We are being daily served with the holy food, and supplied with all our daily necessities. So I have no want and nothing to ask for." 57 to 61.

বঙ্গানুবাদ :—

হে দেবি! আপনি অনুমোদন করিলে আমার প্রদত্ত বহু শস্য প্রসবিনী বহুতরা ভূসম্পত্তি গ্রহন করুণ। হে পুত্রবৎসলে! আমার আমার এই বাসনাটি পূরণ করুন। ৫৭

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের গর্ভধারিণী চন্দ্রাদেবী মথুরানাথের তাদৃশ প্রার্থনা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে মথুরানাথকে প্রত্যুত্তর বাক্য বলিয়াছিলেন। ৫৮

ওহে নাতি! তোমার কল্যাণে আমার সর্ব্বদাই কোন অভাব নাই। প্রতিদিন মাতা ভবতারিণীর দেবদুর্লভ প্রসাদীয়ান্ন এবং বস্ত্রাদি দ্রব্যসকল যাহা কিছু তোমার নিকট হইতে পাইতেছি তাহাতে আমার কোনরূপ অভাব নাই। ৫৯|৬৬

অতএব সম্প্রতি তোমার নিকট হইতে আমার চাহিবার কিছুই নাই ইহাই আমার মত। মথুরানাথ এইরূপ ভাবে ঠাকুমার কথা শুনিয়াও। ৬১

दानाग्रहमपरित्यज्य दृढ़ भावेन चाब्रवीत् ।
मया पितुर्भगवतः श्रीरामकृष्ण रूपिणः ॥ ६२
दास्यामि निश्चितं किञ्चित् सम्पत्तिं सुखहेतवे ।
वंशोद्भव जनानां हि नाभावाभावो भविष्यति ॥ ६३
एवमुक्तः पुनस्तेन दृढ़भावेन सा तदा ।
दानार्थं मनुरुद्धा हि प्रत्युवाच पुनश्च तं ॥ ६४
अभावोऽस्ति हि मे पौत्र यदि त्वं पूरयिष्यसि ।
तदाहं सुखिनी स्यां वै दानेच्छा यदि विद्यते ॥ ६५
तर्हि चतुरानमुद्राम्ल्या तामाकु पत्रिका ।
देहि मे मुखशुद्ध्यर्थं याभिपूर्णं भविष्यति ॥ ६६

On hearing these words of the grand-mother, Mathuranath still hoped to persuade her and said, "I desire to give some property to my holy father, Sri Ramakrishna, to bring him peace of mind and happiness, and also to remove want and scarcity so far as his discendants are concerned. Being so pressed by Mathuranath to accept his gifts, she said, "Oh my grand-son, I have my want which, if you so desire, you may fulfil. I shall be very happy if yo give me a quantity of

tobacco at the cost of four copper coins, to prepare my tooth.powder." 62 to 66.

বঙ্গানুবাদ :—

সম্পত্তিদানের আশা পরিত্যাগ না করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিয়াছিলেন আমি নিশ্চয়ই কিছু ভূসম্পত্তি দিব। যে সম্পত্তিতে আমার বাবা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বংশোদ্ভব পুত্রপৌত্রাদি সকলের অন্নাভাব দূরীভূত হইবে। ৬২।৬৩

এইরূপে মথুরানাথ পুনরায় দৃঢ়ভাবে অনুরোধ করিলে ঠাকুরমা চন্দ্রাদেবী পুনরায় মথুরানাথকে বলিয়াছিলেন। ৬৪

ওহে নাতি আমার একটি অভাব আছে যদি তুমি তাহা পালন কর তাহা হইলে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত হইব। ৬৫

যদি তোমার সম্প্রতি দানের ইচ্ছাই প্রবল হইয়া থাকে তাহা হইলে তুমি চারিটি পয়সা দিয়া তামাকু পত্র অর্থাৎ বিষপাত দোক্তা খরিদ করিয়া দাও যাহা দিয়া আমার মুখ ধুইবার গুল প্রস্তুত হইবে। ৬৬

सत् प्राप्तावुत्तमा प्रीतिरधुना मे ध्रुवं भवेत्।
एवमाकर्ण्य मद्गुरु पितामह्यावचस्तदा॥ ६७

विस्मित स्तब्धतामाप प्रायेन हतचेतनः।
किमिदमिति चोक्त्वा स दानेच्छा विपययस्य हि॥ ६८

सम्पूर्णां तां परित्यज्य पादपांशुं स्वमस्तके।
प्रगृह्यैव पितामह्या विनीत स्तमुवाच सः॥ ६९

মধ্যলীলায়াং ১৭শ অ:

पितामहि मया ज्ञातं भ्रान्तोऽवेदं सुनिश्चितं ।
यत् पितु र्जननी त्वं हि सत्यमेतन्नसंशयः ॥ ৭০
एवमलौकिकी माता यदि न स्यात्तदा कथं ।
सतां धर्मस्थापनाय प्रथमायितरस्य च ॥ ৭১

Hearing these words of the grandmother Mathuranath became stunt with wonder. He ceased to pursue the matter further. He humbly said, "Oh my grandmother, I have been foolish to forget that you are the mother of my father. Had you not been such, how could you give birth to the Saviour of mankind." 67 to 71.

বঙ্গানুবাদ :—

সম্প্রতি যদি আমি সেই তামাক পাতা পাই তবে আমার উত্তম-রূপে আনন্দ হইবে ইহাই ধ্রুব নিশ্চিত। এইরূপভাব ঠাকুরমার কথা শুনিয়া মথুরানাথ বিস্মিত বা সংজ্ঞাহীন হইয়া একখণ্ড কাষ্ঠের মত হইয়াছিলেন। ৬৭

কিছুক্ষণ পরে চৈতন্যলাভ করিয়া বলিয়াছিলেন ইহা কি ? এই-রূপ ভাবে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সম্পত্তি দানের আকাঙ্খা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুরমার পদধূলি মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন হে দেবী! আমি এখন বিশেষভাবে বুঝিতে পারিলাম যাহা সম্পত্তি দিব ইত্যাদি বলিয়াছি, তাহা আমি অত্যন্ত ভুল করিয়াছি। আমার বাবার উপযুক্ত মাতা আপনিই ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।

মধ্যলীলায়াং ১৫শ অঃ

আমার বাবার এইরূপ মা যদি না হবেন তাহলে কি সাধুগণের পরিত্রাণার্থে অসাধুগণের দূরীকরণার্থে ও কলিজীবের উদ্ধারের জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে আপনার গর্ভে আবির্ভূত হইবেন ? ৭১।৭২

যোঽয়স্মিন্ সময়ে দেবি তব গর্ভং সমাশ্রিতঃ।
কলির্জীবান্ সমুদ্ধর্ত্তুং প্রকটোঽভুদ্ধরিঃ স্বয়ং ॥ ৭৩

ইত্যেবং মথুরানাথ উভয়ো স্ত্যাগশীলতাং।
নৈতৌনরা দেবরূপাঃ সর্ব্বে লীলার্থমাগতাঃ ॥ ৭২

ইত্যেবং মন্যমানস্য মথুরস্য মহাত্মনঃ।
দিব্যজ্ঞান মভূত্তস্য রামকৃষ্ণ প্রসাদতঃ ॥ ৭৪

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য বহুবিধ ধর্ম্মসাধনে সিদ্ধি-লাভাদনন্তরং মথুরস্য ভূমিদান প্রার্থনা দূরীকরণরূপো মধ্য লীলায়াং পঞ্চদশোঽধ্যায়ং ॥ মঃ ১৫

On seeing this aversion to earthly pleasure in both of them, Mathuranath realised that they were divine beings who had come down to this mortal world to serve their own will. 72 to 74

Here ends the fifteenth chapter of Madhyalila in the "Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam" written by Pandit Ramendra Sunder Bhaktitirtha. মঃ ১৫

বঙ্গানুবাদ ঃ—

মথুরানাথ এইরূপভাবে মাতা ও পুত্রের ত্যাগশীলতা দর্শন করিয়া ভাবিয়াছিলেন। ইহাঁরা মানুষ নয় দেবতাদিগেরও দেবতা লীলার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই সময়ে এইরূপভাবে তাঁহাদের স্বরূপ অবগত হইলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুগ্রহে মথুরানাথের দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। ৭৩।৭৪

রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতের মধ্য লীলার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বহুপ্রকার সাধন এবং মথুরানাথের ঠাকুরকে ভূমিদান প্রসঙ্গে দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। ১৫ অঃ সমাপ্ত।

मध्यलीलायां १६श अः

पूर्व्वोक्ता भैरवी देवी गङ्गातीरेऽति निर्म्मले ।
तदारभ्याद्यपर्य्यन्तं स्थिता भजनसाधने ॥ १

रता स्व पुत्रमिवतं रामकृष्णं चदर्शं सा ।
एकदान्तरिकी तस्याः सञ्जातेच्छाशुभप्रदा ॥ २

श्रीरामकृष्णदेवस्य जन्मस्थानावलोकने ।
तातानुमोदनञ्चास्ति श्रुतं तन्मथुरेण तु ॥ ३

हृदयेन समालोच्य तत्रैवमवधारितं ।
पिता मे याति भैरव्या सममुदग्रनोत्सुकः ॥ ४

ततस्तत्परिचर्य्यार्थं हृदयोऽप्यनुगच्छतु ।
एवं श्रीमथुरानाथो गमने यत् प्रयोजनम् ॥ ५

Bhairabi Devi had been still residing at Dakshineswar and looking after Sri Ramakrishna as her own son. Once she desired to visit the birth place of Sri Ramakrishna. When Mathuranath came to know of this and also that Sri Ramakrishna also desired to accompany her, he allowed Hridaya to accompany Sri Ramakrishna and made all arrangements for the journey. 1 to 5.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতঃপর মধ্যলীলার ষোড়শ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বে যে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর বিষয় বলা হইয়াছে সেই ভৈরবী দেবী তখন হইতে এ পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সাধনভজনে লিপ্ত হইয়া নিজ পুত্রবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে উপদেশ দিতেন। একদিন ভৈরবী দেবীর মনো মধ্যে রামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমিদর্শনে শুভ ইচ্ছা হইয়াছিল। মথুরানাথও শুনিয়াছিলেন যে বাবা রামকৃষ্ণেরও জন্মভূমি দর্শনে আগ্রহ আছে।

১।২।৩

তখন মথুরানাথ হৃদয়রামের সহিত আলোচনা করিয়া এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে বাবা ভৈরবীর সহিত কামারপুকুরে যাইতেছেন অতএব বাবার পরিচর্য্যার জন্য হৃদয়ও বাবার সঙ্গে গমন করুন। ৪

এবং বাবার যাইবার জন্য যে সকল দ্রব্য আবশ্যক সেই সকল দ্রব্য এবং নগদ টাকাকড়িও কিছু দিয়াছিলেন।৫

तत्तद्द्रव्याणि वित्तानि दत्तवान् विधिपूर्वकं ।
तथा तत्र स्थितानान्तु येन स्यात् परिपोषणं ॥ ६
मथुरानाथ पत्नी श्रीजगदम्बा पतिव्रता ।
द्विरागमे यथा कन्यां नाना द्रव्यैः सुसंयुतां ॥ ७
ज्ञात्वा माता प्रेरयति तथा तद्द्रव्यमाहृतं ।
बहु गो शकटैः सज्जीकृत्यादाद् गुरवे यथा ॥ ८
श्रीरामकृष्णदेवस्य ज्येष्ठ भ्रातृ सुतस्तदा ।
अक्षयो भवतारिण्याः पूजाकार्येऽभवद्रतो ॥ ९
अति प्रियमक्षयं तमुपदिश्य यथाविधि ।
साङ्गोपाङ्गादिभिः सार्द्धं दक्षिणेश्वर मन्दिरात् ॥ १०

He also gave sufficient money and things to remove want and scarcity of his relatives at Kamarpukur. Jagadamba, wife of Mathuranath also supplied huge stores loaded in many bullock-carts. Sri Ramakrishna gave necessary advice to Akshaya, the son of his eldest brother in the matter of doing his services as priest to the Goddess, and set out with all his attendents and followers for Kamarpukur. 6 *to* 10

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই স্থানে বাবার আত্মীয় স্বজনের যাহাতে কোনরূপ অভাব বোধ না হয় সেইরূপ দ্রব্যাদিও দিয়াছিলেন। ৬

যেরূপ কন্যার বিবাহের পর পতিগৃহে দ্বিরাগমন সময়ে গৃহস্থ ব্যক্তি নানাপ্রকার দ্রব্য অর্থাৎ শয্যা বস্ত্র ও তৈজসাদি দিয়া কন্যাটিকে স্বামী গৃহে পাঠাইয়া থাকেন সেইরূপ পতিব্রতা সাধ্বী মথুরানাথের পত্নী জগদম্বা ও বহুতর দ্রব্য দিয়াছিলেন। সেই সকল দ্রব্য বহু গোযানে সজ্জিত করিয়া পরিপূর্ণরূপে ভক্তিপূর্ব্বক বাবা শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে কামারপুকুরে পাঠাইয়াছিলেন। ৭।৮

ঠাকুর যখন কামারপুকুর গমন করেন তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের পুত্র শ্রীমান অক্ষয় ভবতারিণীর পূজাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র অক্ষয়কে যথাশাস্ত্র ভবতারিণী কালীর পূজা বিষয়ে উপদেশ দিয়া প্রায় ৮ বৎসর পরে নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত দক্ষিণেশ্বর হইতে কামারপুকুরে গমন করিয়াছিলেন। ১০

चिदानन्द स्वरूपोऽयं कामारपुकुरं गतः ।
वर्षाष्टकात् परं तत्र स्व जन्मभूमि सद्मनः ॥ ११
प्रविवेश परमानन्दं प्राप्तवान् परमेश्वरः ।
तत्रस्थ जनसंघोऽपि मुदमापतदागमात् ॥ १२
चन्द्रादेवी स्नुषां स्वीयां पितृगेहाच्च तत्पदा ।
यूनों हितस्य वर्षीयां भव्यामानाययत्तदा ॥ १३
योगीश्वरी श्रीभैरवी कठोरा ब्रह्मचारिणी ।
ब्राह्मणी श्रीरामकृष्णं प्रोवाचश्चारकं वचः १४
नारी सम्बन्ध गन्धोऽपि सन्न्यासाश्रम सेविनः ।
सर्व्वथापरिहर्त्तव्यः सावधानस्ततो भव ।' १५

As Shri Ramakrishna came back to his native village after a lapse of eight years, his joy knew no bounds, and the villagers also became very glad to see him again in their midst. Chandra Devi brought her daughter-in-law back from her father's house to Kamarpukur. Shri Bhairabi, who observed stern austerity remind Sri Ramakrishna of his of his voice as an ascetic and said, "Be careful to keep yourselves aloof from women"

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে নিজ গৃহে প্রবেশের সময়ে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং কামারপুকুর নিবাসী জনগণ ও গদাধরের আগমনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। ১১।১২

সেই সময়ে গদাধরের গর্ভধারিণী চন্দ্রাদেবী চতুর্দ্দশ বয়স্কা যুবতী বধূমাতা সারদাদেবীকে পিতৃ গৃহ হইতে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়াছিলেন। ১৩

অত্যন্ত কঠোর যোগেশ্বরী ব্রহ্মচারিণী ভৈরবীদেবী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে স্মরণীয় বাক্য বলিয়াছিলেন। ১৪

অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমী যোগীর নারীর সহিত আলাপ করাও সর্ব্বতোভাবে বর্জনীয়। অতএব তুমি সাবধান হও। ১৫

गार्हस्थ्यलीलायां १६श अः

श्रीरामकृष्ण स्तच्छ्रुत्वा भैरव्या यदुदीरितं ।
गुरोर्ब्रह्मज्ञस्य तथा चाद्वैत ब्रह्मवादिनः ॥ १६
तोतापूर्य्या दृढ़ं वाक्यं कर्णयोः प्रति नादितं ।
योगिनो न प्रतिष्ठास्यात् स्त्रीपुंसो र्भेददर्शने ॥ १७
अतोऽधुना भगवतः श्रीरामकृष्ण योगिनः ।
सम्मुखे वर्त्तते सेयं परीक्षाति भयङ्करी ॥ १८
तथापि श्रीरामकृष्णः कठोरतर संयमी ।
शुभार्थं सहधर्म्मिण्या इहामुत्र च सर्व्वदा ॥ १९
तया शिक्षा साहचर्य्यं विधेयमिति चिन्तयन् ।
मन्त्रमिमं सुपवित्रं स्नेहमत्युच्च रूपकं ॥ २०

On hearing the words of Bhairabi, Shri Ramakrishna remembered the saying of his preceptor, Totapuri, who held that the devotee who had not lost his sense of sex had not achieved anything in his holy pursuit. Now Shri Ramakrishna found himself in the threshold of that formidable test. Yet for the sake of good will in this life and in the life after death, he took it as his bounden duty to impart instructions to her and accordingly he initiated her with holy utterings. 16 to 24

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে ভৈরবী দেবীর কথা শুনিয়া এবং অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মজ্ঞসাধক তোতাপুরীর স্ত্রী পুরুষের ভেদদর্শনে যোগীগণের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ৩।১৭

এইরূপ কথাটিও বর্গে প্রতি নাদিত হইলে সেই সময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও অতি ভয়ঙ্কর পরীক্ষা সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮

তথাপি কঠোরতর সংযমী শ্রীরামকৃষ্ণদেব পত্নী সারদার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনার শিক্ষা সাহায্য কর্তব্য মনে করিয়া অতি উচ্চস্তরের অকৃত্রিম সুনির্মল স্নেহের পাত্র বশতঃ পত্নীর কর্ণমূলে বীজমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯।২০

ज्ञात्वा पत्न्याः कर्णमूले बीजमन्त्रं प्रदत्तवान् ।
देवदेव प्रसादात्, महा गुरोरनुग्रहात ॥ २१
सद्य सादद् बोजातो विद्युत क्रमुसरीवहे ।
येन सा सारदादेवी सारदेति प्रगीयते ॥ २२
श्रीरामकृष्ण देवस्य तद् वाचरणं तदा ।
अवलोक्य शङ्कितस्य महासिद्धा तपस्विनी ॥ २३
न लेभे भैरवी तुष्टिं गंजिता घनवन्दवत् ।
दृष्ट्वैवं भैरवी देव्याः कठोराचरणं तदा ॥ २४
कम्पिता सारदा देवी व्याघ्रं दृष्ट्वा यथा मृगी ।
येन केन साधकेन यदि सम्मेलनं भवेत् ॥ २५

By ihe grace of Sri Ramakrishna, Sarada Devi attained divine knowledge and power. Bhairabi, however. was not satisfied by this act of Shri Ramakrishna. On seeing the stern attitude of Bhairabi Devi, Saradadevi would tremble like a deer at the sight of a tiger. Bhairabi used to

get furious in case Shri Ramakrishna came in touch with any oiher yogi devotee, 21 to 25.

বঙ্গানুবাদ :—

দেবতা এবং দৈবের আনুকূল্যবশতঃ মহাগুরু স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কৃপায় শ্রীমতী সারদাদেবীর বিশুদ্ধ হৃৎকমলে সত্বর সেই বীজমন্ত্রস্বরূপ বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। অর্থাৎ সারদাদেবী অতি শীঘ্রই মন্ত্রময় দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যাঁহার প্রভাবে সারদাদেবী সারদা অর্থাৎ দুর্গা বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন।

২১।২২

শক্তিতন্ত্র সাধনে সিদ্ধা ভৈরবী দেবী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তাদৃশ অপূর্ব্বভাব দর্শন করিয়াও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন না। পরন্তু মধ্যে মধ্যে মেঘতুল্য গর্জন করিতেন। ২৩

এইরূপে ভৈরবীদেবীর কঠোর ভাব দেখিয়া সেই সময় সারদাদেবী ব্যাঘ্র দেখিয়া হরিণীর মত অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। ২৪

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যদি কোনও সাধকের সহিত সম্মিলন হইত তাহা দেখিয়া ভৈরবী দেবী অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিতেন। ২৫

श्रीरामकृष्ण देवस्य भैरव्यग्नि समाभवत् ।
किन्त्वलौकिक भावत्वार्त्त्विकार स्वभावत: ॥ २६
अप्यत्युग्र साधिकाया अभूद्भ्रमापनोदनं ।
श्रीभैरव्या परन्त्वेवं निश्चितं सविशेषत: ॥ २७
नित्यशुद्धस्वरूपस्य स्वभाव ब्रह्मचारिणि ।
श्रीरामकृष्ण देवे हि म्लान्यै यदं कृतं मया ॥ २८
स्वभावशुद्धमुक्तादौ यथा मालिन्य शून्यता ।
तथास्मिन् पुरुषश्रेष्ठे नैर्मल्यं विद्यते सदा ॥ २९

एवं सा भैरवी देवी स्व भ्रान्तिमवगम्य च।
आत्मग्लानियुता स्वस्वमर्ह यामास सर्व्वथा। ३०

At last, on seeing unaudulterated purity of mind and heart of Sri Ramakrishna, Bhairabi realised her own mistake and bitterly repented 26 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক ভাব বা সর্ব্বদা দিব্যভাবে বিভাবিত নির্ব্বিকারবশতঃ অতি উচ্চ সাধিকা ভৈরবী দেবীরও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি সন্দেহ ভ্রম দূরীভূত হইয়াছিল। ২৬

পরন্তু শ্রীভৈরবী দেবী বিশেষভাবে জানিয়াছিলেন যে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ব্রহ্মচারী এই রামকৃষ্ণদেবের প্রতি ভুলবশতঃ আমি এইরূপ আচরণ করিয়াছি। ২৭।২৮

স্বভাবতঃই সর্ব্বদা নির্ম্মল মুক্তাদি রত্নে যেরূপ কখনও মালিন্য সম্ভব হয় না। সেইরূপ এই রামকৃষ্ণদেবে সর্ব্বদাই মালিন্য হীনতা বিদ্যমান আছে। ২৯

এইরূপভাবে সেই ভৈরবীদেবী নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া নিজেকে বুদ্ধিহীনা ভাবিয়া সর্ব্বতোভাবে নিন্দা করিয়াছিলেন ॥ ৩০

अतःपरमेकदा सा साचाद् गौराङ्गस्नानतः।
श्रीरामकृष्ण देवन्त पुष्पचन्दनचर्च्चितं ॥ ३१
कृत्वा पुष्पाञ्जलिं दत्ता पादयो विंधिपूर्व्वकं।
तदनुज्ञां गृहीत्वेव काशीचैव जगाम सा ॥ ३२
स्थित्वा स्व सम्भवस्थित्यां षन्मासान् भगवां स्ततः।
पुनः प्रत्यागत स्तस्मिन् दक्षिणेश्वर धामनि ॥ ३३

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য দক্ষিণেশ্বরাৎ কামার-পুকুর গমনানন্তরং ব্রাহ্মণী শ্রীভৈরবী দেব্যাঃ কাশীক্ষেত্র-গমনাৎ পরমেব ঠাকুরস্য দক্ষিণেশ্বর প্রত্যাগমনরূপো মধ্যলীলায়াঃ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

মঃ ১৬

অতীব মধ্যলীলা সমাপ্ত।

Thereafter one day Bhairabi paid due obesience to Ramakrishna and with his permission set out for holy Benaras. After staying in his native village for six months, Sri Ramakrishna came back to Dakshineswar. 31 to 33.

Here ends the Madhyalila in Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে সেই ভৈরবীদেবী একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মনে করিয়া পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করত ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদারবিন্দে বহুতর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুমতি লইয়া মুক্তি ক্ষেত্রে বারানসী ধামে গমন করিয়াছিলেন। ৩১।৩২

শ্রীভৈরবীদেবীর কাশীক্ষেত্রে গমনের পর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ জন্মভূমিতে প্রায় ৬ মাস কাল অবস্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দক্ষিণেশ্বর ধামে গমন করিয়াছিলেন। ৩৩

মধ্যলীলায়াং ১৬শ অঃ

ভক্তিতীর্থ শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর হইতে জন্মভূমি কামারপুকুরে আগমনের পর সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মনী ভৈরবীদেবীর কাশীক্ষেত্রে গমনের পর ঠাকুরের পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমনাদি মধ্য লীলার ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইল।

এইখানেই ঠাকুরের মধ্যলীলার সমাপ্তি হইল। মঃ ১৬ অঃ।

अन्त्य लीलायाः प्रथमोऽध्यायः

अः १ मः

कामारपुकुरे तत्र चैकदा बहवो जनाः।
पायेनार्द्ध शतं यावज्जनार्थैः सुसङ्गताः। १
मधुकृष्णा त्रयोदश्यां वारुण्यां जाह्नवीजले।
वारुण स्नान सिद्ध्यर्थं गन्तुं तत धिय स्थया ॥ २
एतस्मिन्नन्तरे देवी सारदा सारदायिनी।
साक्षात् श्रीरामकृष्णस्य गेहिनी जगदम्बिका ॥ ३
तेषां समीपमागत्य भावमद् गदचेतसा।
साहं भवद्भिर्यास्यामीत्युवाच ललितं वचः ॥ ४
तत्र भागीरथी तीरे दक्षिणेश्वर मन्दिरे।
कालिका भवने भाति सर्व्वस्व समवल्लभः। ५
सच्चिदानन्दरूपोऽसौ साधकाभीष्टदायकः।
द्रष्टा सम्पूज्यतं देवं पुनरेष्यामि मद्गृहं ॥ ६

Once about fifty persons assembled at Kamarpukur with a view to set out for an ablution in the holy Ganges on the occasion of Baruni on the thir-

teenth day of waning moon. Sarada told that she also desired to accompany them in their journey to the Ganges and return after she had seen and paid homage to her husband at Dakshineswar.

1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

কামারপুকুরে প্রায় অর্দ্ধশত নরনারী চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে অর্থাৎ বারুণী যোগে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে একত্র সম্মিলিত হইলে ভগবান রামকৃষ্ণের পত্নী সারদাদেবী তাঁহাদের নিকট যাইয়া বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন আমি আপনাদের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইব। ১।২।৩।৪

সেই ভাগীরথীর তীরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে কালিকাদেবীর গৃহে আমার স্বামী আছেন। ৫

সেই সচ্চিদানন্দময় সাধকগণের প্রার্থনা পূরণকারী আমার একমাত্র দেবতা সেই স্বামীকে দর্শন ও পূজন করিয়া পুনরায় আপনাদের সঙ্গেই গৃহে আসিব। ৬

अतो मामपि तं देवं प्रापयध्वं महात्मनः ।
एवं श्रीसारदा देव्याः श्रुत्वैकान्तिक भाषणं ॥ ৭
सानन्दं तां ससम्मानं समानीय गता बहिः ।
दिवसद्वयमध्वानं गत्वा ते तृतीयेऽहनि ॥ ৮
प्रायेणास्तं गते सूर्य्ये सारदा ज्वरपीड़िता ।
अध्वनातिक्रमेऽशक्ता सारदा ज्वरपीड़िता । ৯

अन्त्यलीलायां १म अः

प्रान्तरे पतिता देवी संज्ञाहीना बभूव ह ।
कियत्कालमपेक्षैव सङ्गिनस्ते दुराशयाः ॥ १०
आगच्छागच्छ भो देवी नात्र स्थेयं कदाचन ।
प्राणापगमशङ्का च दस्यु दुर्ज्जनतः सदा ॥ ११
अधुनैव वयं सर्व्वे गच्छामोनात्र संशयः ।
एकस्यार्थे बहून् जीवान्घातयति बुद्धिमान ॥ १२

They acceded to her request and took her with them. On the third day of the journey in the afternoon she felt down unconscious with fever, on a vast waste land. Her companions thought it wise to leave her there and go ahead as the place was infested with dacoits and there was every chance to lose life and all of so many.

9 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব হে মহাভাগগণ আপনারা আমাকে সেই গঙ্গাতীরে আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন। এইরূপভাবে সারদাদেবীর অত্যন্ত আগ্রহান্বিত বাক্য শুনিয়া তাঁহারা সসম্ভ্রমে সম্মানের সহিত শ্রীমতী সারদাদেবীকে সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। ৭

পথিমধ্যে দুইদিন যাইয়া তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার পূর্ব্বে জ্বররোগে আক্রান্তা হইয়া পথ চলিতে না পারিয়া সেই ভয়ঙ্কর মাঠের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। ৮৯

তজ্জন্য সেইসকল দুষ্ট সঙ্গীগণ শবরূপ অপেক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন। ১০

হে সারদে এস এস এই স্থানে দস্যু দুর্জনের ভয়বশতঃ থাকা উচিত নয়। এমন কি এখানে থাকিলে প্রাণ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। ১১

আমরা এখনই এই স্থান হইতে চলিয়া যাইতেছি। এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কারণ এক ব্যক্তির জন্য বহু ব্যক্তিকে নাশ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য নয়। ১২

एवमुक्त्वा ततः सर्व्वे सारदां निःसहायकां ।
शवोपमां परित्यज्य तं देशञ्च भयाद्गताः ॥१३
परित्यक्ता पथि भ्रष्टा वृक्षमूलमुपाश्रिता ।
निशीथे हतचैतन्या पतिता सा शवोपमा ॥ १४
स्वप्नदेकां सुश्यामां सम्मुखे मुक्त मूर्द्धजां ।
कामपि स्त्रीं सिञ्चमानां ददर्श प्रमोदोत्तमा ॥ १५
तत् कारान्जामल सर्व्वाङ्गमस्तके तत्स्पादशो ।
सर्व्वरोग विमुक्ता सा सुस्थतामाप सारदा ॥ १६
परन्तु चिद्घनश्यामा सारदामवदत्तदा ।
भो भगिनि यास्यसित्वं पागलस्थामिदं ने ॥ १७
तत् स्वरूपं न जानन्ति ये तं पागलमब्रुवन् ।
मत्यहं तमहं देवि पश्यामि चन्द्रवेश्मनि ॥ १८

So they left her there all alone and helpless in the dying condition. In the dead of the night she gained her consciousness and felt herself cured of all her ailments by the touch of a woman

who was black in complexion and had long untrimmed hair, She said to Sarada, "Dear sister, are you going to meet your mad husband? They who call your hushand mad do not know his real self. I however, call at his cottage everyday to see him. 13 to 18

বঙ্গানুবাদঃ—

এইরূপ বলিয়া জ্ঞানশূন্যা নিঃসহায়া সারদা দেবীকে এবং সেই স্থানকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ১৩

বৃক্ষের মূলে পতিতা পথভ্রষ্টা জ্বর রোগে মূর্চ্ছিতা সারদা রাত্রি দ্বিপ্রহরে স্বপ্নাবস্থায় যেন একটি অতি কৃষ্ণবর্ণা একটি স্ত্রীলোক সারদার ক্রোড়দেশে বসিয়া সারদার গাত্রে ও মস্তকে করপদ্মদানে ক্লান্তিদূর করিতেছেন। এইরূপ একটি আলুলায়িত কেশা হাস্যমুখী জ্যোতিঃস্বরূপা স্ত্রলোক দেখিয়াছিলেন। ১৪।১৫

অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই স্ত্রীলোকটির করপদ্ম স্পর্শ মাত্রে সারদাদেবী সর্ব্বরোগ বিমুক্তা হইয়া তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছিলেন। ১৬

পরন্তু জ্ঞানানন্দ ঘনশ্যামাদেবী সারদাদেবীকে বলিয়াছিলেন। হে ভগিনি তুমি কি তোমার পাগলা পতিকে দর্শনের জন্য যাইতেছ? ১৭

যাঁহারা তোমার পতির স্বরূপ না জানেন তাঁহারাই পাগল বলেন। হে দেবি আমি তোমার স্বামীকে দর্শনের জন্য তাঁহার পঞ্চবটীর কুটীরে প্রতিদিন যাইয়া থাকি। ১৮

अन्त्यलीलायां १म अः

तव तुल्यो मम स्वामी महायोगी महेश्वरः ।
तमुन्मत्तं वदन्त्यज्ञाः किन्त्व स्नेहं तेन चाद्भुता । १९
तथापि मादृशः स्वामी योगारूढः सदा शिवः ।
तव सम्भोग पुष्ट्यर्थं योगमार्गरतः सदा ॥ २०
मृदु गत्वागच्छ देवि तव स्वामिनमीश्वरं ।
क्षिप्रं सन्देशदानार्थं गच्छामि दक्षिणेश्वरे ॥ २१
एवमुक्त्वा तदा देवी तत्रैवान्तरधीयत ।
कृपया जगदम्बाया रोगमुक्ता मनस्विनी ॥ २२
आनन्द संप्लवे लीना दृष्ट्वा तां भवसुन्दरीं ।
चिन्तयामास केयं स्त्री कथमत्र समागता ॥ २३
यहोज्ञाता मया सा तु काली कैवल्यदायिनी ।
कृपयात्र गता माता मम रक्षण हेतवे ॥ २४

"Like yours my husband is also a great yogi. Fools calls him a lunatic. But he loves me very dearly. Like mine your husband is a great devotee, and dedicated himself to holy services to bring pleasure to you. Dear lady, you may proceed slowly to reach your husband." On saying this she disappeared. Sarada Devi found herslf cured of all her ailments her felt herself blessed by this divine sight. As she thought over the matter she felt that the Goddess appeared to save her.

19 to 24

বঙ্গানুবাদ :—

তোমার মতই আমার স্বামী মহাযোগী মহেশ্বর। মূর্খলোকসকল তাঁহাকে পাগল বলে। কিন্তু তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। ১৯

আমার মত তোমার স্বামীও সদাশিব যোগারূঢ় তোমার প্রণয় বৃদ্ধির জন্যই তিনি সর্ব্বদা যোগাসনে অবস্থান করেন। ২০

হে দেবি তুমি ধীরে ধীরে এস। আমি তোমার স্বামীকে আগমন বার্ত্তা দিবার জন্য এখনই দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছি। ২১

এই বলিয়া মহাদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। এইরূপভাবে জগদম্বার কৃপায় সারদাদেবী রোগমুক্তা হইয়াছিলেন। ২২

তখন সারদাদেবী সেই ভবমুক্ময়ী কালিকাদেবীকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া আনন্দসমুদ্রে নিমগ্না হইয়া এইরূপ ভাবিয়াছিলেন ইনি কে কি জন্যইবা এখানে আসিয়াছিলেন। ২৩

এখন আমি বিশেষ ভাবে জানিলাম মুক্তিপ্রদায়িনী মাতা কালিকা দেবী আমার রক্ষার জন্য দয়া করিয়া এই স্থানে আসিয়াছিলেন। ২৪

ততো মহানিশায়াং সা চৈতন্যোপগতা সতী।
সুস্থতামুপলভ্যৈ বা স্নোক্য শ্রীমাদ্বর্ত্তুর্হৃদয়ঃ ॥ ২৫
দূরে দৃষ্টিং প্রসার্য্যৈকং দদর্শ সা জলাশয়ং।
স্ব গাত্রকান্ত্যা তং দেশং যশ্মৌ বিতিমিরং তদা ॥ ২৬
বিঘূর্ণিতা দেহতাপাত্ শুষ্ককণ্ঠা পিপাসয়া।
প্রতিক্ষণং মন্যমানা প্রাণেষু ময়শিথিলা ২৭
অহ্যাতিক্রমণেঽধুনা প্রাপ্তা ক্ষিং যমবাটিকা।
এবং বিচিন্তয় সা দেবী সম্মুখেঽতি ভয়ানকং ॥ ২৮
দদর্শ দস্যু প্রবরং যমদণ্ডমিবা পরং।

धृत दण्डं महाबाहुं ललाटे रक्तवस्त्रकं ॥ २८
दीर्घश्मश्रु समायुक्त भीषणास्यं वनव्याघ्रवत् ।
विचित्र मूर्द्धजान् मूर्ध्नि रक्ताभं नयनद्वयं ॥ ३०

In the dead of the night she felt that a mysterious awe reigned all around. She found a tank at a distance and the darkness thinned down by the lustre of her own body. She felt unbalanced due to fever and thirst, and became afraid of imminent death, as she felt herself unable to walk. Just at that time she came accross a dreadful robber with a rod in his hand, red cloth tied round his forehead, long beard, tiger-like face, rough and untrimmed hair on head and blood-shot eyes. 25 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে সেই মহানিশায় সতী সারদা সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়া সেই স্থানে অতি ভয়ঙ্কর ভাব দেখিয়া নিকটে একটী পুষ্করিণী দেখিয়াছিলেন এবং নিজ গাত্র কান্তি দ্বারা সেই সময়ে সেই স্থানটি আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ২৫।২৬

দেহের উত্তাপে মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ক্ষণে ক্ষণে প্রাণনাশের আশঙ্কায় অধীরা পথলঙ্ঘনে অসমর্থা আমি যমের ঘরে আসিয়াছি। মাতা সারদাদেবী এইরূপ চিন্তা করিয়া সম্মুখে একটি অতি ভয়ানক দস্যুকে দেখিয়াছিলেন। ২৭

মধ্যলীলায়াং ৫ম অ:

যমদণ্ডসদৃশ মৃত দণ্ড মহাবাহু ললাটে রক্তবস্ত্র আবদ্ধ দীর্ঘশ্মশ্রু ব্যাঘ্রের মত ভয়ঙ্কর মুখ অতি দীর্ঘ দেহ মস্তকের কেশসকল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ দুইটি হস্তে রৌপ্য বলয় এইরূপ কালান্তক যমের মত সেই দস্যুকে দেখিয়াবাবা এই কথাটি মাত্র বলিয়া সারদাদেবী ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ৫৯৷৩০৷৩১

वृहद् रौप्यवलययुतं हस्तद्वयं तथा ।
सुदीर्घं भीषणाकारं कालान्तकं यमोपमम् ॥ २१
विलोक्यैनां मूर्च्छिताभूत् पतिता धरणीतले ।
दस्युरेवंविधां देवीं जगदम्बास्वरूपिणीम् ॥ २२
कालिकां पतितां दृष्ट्वा स्तम्भित स्तत्क्षणादसौ ।
मा मेत्युक्त्वा तदा देव्याः पतितश्चरणान्तिके ॥ २३
रक्ष रक्ष महादेवि रक्ष मां त्रिदशेश्वरि ।
पुनं दस्युं जगन्मातः प्रोवाचायं कृताञ्जलिः ॥ २४
एवं सा जाग्रती देवी पादालङ्कारमोचनं ।
कृत्वा दस्युकरे दत्वा प्रोवाच विनयान्विता ॥ २५
भो पित स्तव कन्याहं या मि जामातुरन्तिके ।
किन्तु मार्गोपरि भ्रष्टा भ्रमामि तिमिरे निशि ॥ २६

He looked terrible like Death. Sarada Devi fell unconscious at the sight of this robber, who became overpowered by a divine influence and fell at the feet of Sarada Devi, addressing her "Mother", "Mother", and begged her grace with folded hands. On regaining her sense she put

off the ornaments of her feet and handed it over to the robber. Then she said, "Oh my father, I am yor daughter on the way to meet your son-in-law. But I have lost my way in the darkness of the night." 31 to 36.

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু এ স্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দস্যু দেখিলেন সাক্ষাৎ জগদম্বিকা কালিকাদেবীই ধরণীতলে পতিতা হইলেন। এবং এ কি বলিয়া মাতা সারদা দেবীর পাদপদ্মের সমীপে মামা বলিয়া পতিত হইয়াছিল। ৩২'৩২

এবং বলিয়াছিল হে দেবারাধ্যা মহাদেবি আমাকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন। আমি আপনার দস্যু পুত্র এইরূপ ভাবে করজোড়ে প্রার্থনা করিয়াছিল। ৩৪

তখন মাতা সারদা চৈতন্যলাভ করিয়া পায়ের অলঙ্কার খুলিয়া দস্যুর হস্তে দিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিয়াছিলেন। ৪৫

হে পিতঃ আমি তোমার কন্যা তোমার জামাতার নিকটে যাইতেছি। কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রিতে পথ ভুলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ৩৬

मार्गं दर्शय भो मह्यं येन मे दक्षिणेश्वरे।
रात्र्या रामकृष्णमनेः कालीमन्दिरे सुगतिर्भवेत् ॥ ३७
एतस्मिन्नन्तरे कापि स्त्री मूर्त्तिं दस्युं मबिश्री।
आगता सङ्गिनी तस्य मन्यमाना तदन्तिके ॥ ३८

गत्वा तस्या स्तदा देवी धृत्वा द्वौ करपल्लवौ ।
सारदा तव कन्याहमवदत् करुणं स्वरं ॥ ३९
प्राप्याद्याहं मातरं त्वां पितरञ्च महामतिं ।
भयादस्मात् समुत्तीर्णा निशायां प्राणसङ्कटात् ॥ ४०
रोगक्लान्ति पथ भ्रान्ति भोज्याप्राप्ति वशान्मम ।
नाद्युना भाषणे शक्तिर्नान्यत्रगमनेऽपिवा ॥ ४१
निद्रा मां बाधतेऽत्यर्थं क्षमस्वा पितरावहं ॥
एवमुक्त्वा दस्यु पत्नी क्रोडे संस्थाप्यमस्तकं ॥ ४२

"Please get me the way to the temples of Rani Rasmoni at Dakshineswar." Just then a woman appeared by the side of the robber, and so she caught hold of her hands and said sorrowfully, "Oh Mother, on seeing you and my father I have become free from all fear in this dreadful night. I am unable to speak further or go away from here due to my physical weakness, loss of of my way, and starvation. Sleep overcomes me. Oh my parents forgive me" On saying this, Sarada Devi placed her head on the lap of the wife of the robber and fell asleep. 37 to 42.

বঙ্গানুবাদ :—

হে মহাশয় ? আমাকে পথ দেখাইয়া দাও। যহাতে আমি রাণী রাসমনির দক্ষিনেশ্বরের কালী বাড়ীতে যাইতে পারি। ৩৭

এমত সময়ে কোন একটি স্ত্রীলোক দস্যুর নিকটে আসিলে তাঁহাকে সেই দস্যুর পত্নী মনে করিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া মা সারদা তাহার দুইটি হস্ত ধারণপূর্বক বলিয়াছিলেন মা আমি তোমার কন্যা সারদা এই কথাটি অতি করুণ স্বরে বলিয়াছিলেন। ৩৮।৩৯

দেখ মা আমার রোগযন্ত্রণা পথশ্রান্তি ও অনাহারে কথা বলিতেও কষ্ট হইতেছে এবং যাইতেও পারিতেছি না অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। বাবা মা আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। এই কথা বলিয়া সেই দস্যু পত্নীর কোলে মাথা রাখিয়া নির্ভয়ে নিদ্রিতাহইয়াছিলেন। ৪০।৪১।৪২

निद्रिता सारदादेवी निर्भयेनान्तरात्मना।
ऐहिकामुष्मिकात् पापान्मे पुण्यस्य सम्भवः॥ ४३
दुर्भगायाः कथं सौख्यं फलदर्शनजं भवेत्।
अथवा मे किञ्चिदस्ति सौभाग्यं पूर्वं पुण्यजं॥ ४४
येनेयं देवकन्या मां मामित्युक्त्वा ममोरसि।
सुखं स्वपिति निःशङ्कं यथा कन्या स्वगर्भजा॥ ४५
एवं चिन्तयती साध्वी दस्युपत्नी पतिं तदा।
निषण्णं शङ्कं सहसा विलोक्योवाच सत्वरं॥ ४६
सुस्वादु भोजनीयं यत् पानीयमपि वा तथा।
शीघ्रमानय भो स्वामिन् कन्या भोजन हेतवे॥ ४७
श्रुत्वैव तत्क्षणाद् गत्वा ग्रामं मोदक वाटिकां।
प्रविश्य विपुलं भोज्यं समादायागतोऽपि सः॥ ४८

The wife of the robber thought, "Due to sins committed by me in my previous lives, no child has been born to me. But I find myself fortunate enough to be called mother by this divine woman, who sleeps here fearlessly as if she is my own daughter." With this thought she asked the robber to bring some food and drink. He at once brought a huge quantity of sweets from a shop in the village. 43 to 48.

বঙ্গানুবাদ : —

তখন দস্যুপত্নী ভাবিয়াছিলেন আমি অত্যন্ত হতভাগিনী আমার জন্ম জন্মান্তরের পাপ বশতঃ পুষ্পোদগমই হয় নাই অর্থাৎ আমার আর্ত্ত ঋতু হয় নাই অতএব ফলের আশা কিরূপে হইবে। অর্থাৎ স্ত্রীলোক পুষ্পবতী না হইলে তাহার গর্ভে পুত্র কন্যা হয় নাই। অতএব আমার পুত্র কন্যা বলিয়া কি কিছু আছে। ৪৩

অথবা আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সৌভাগ্য বা পুণ্য আছে তাহার ফলে আজ এই দেবকন্যা আমাকে মা মা বলিয়া ডাকিয়া আমার কোলে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন।

যেরূপ নিজের গর্ভজাত কন্যা গর্ভধারিণীর ক্রোড়ে সুখে ঘুমায় সেইরূপ ॥ ৪৪।৪৫

পতিব্রতা দস্যু পত্নী তখন এইরূপভাবে চিন্তা করিয়া সম্মুখে শুষ্ক কাষ্ঠের মত অচল স্বামীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন ॥ ৪৬

অন্ত্যলীলায়াং ২য় খঃ

তুমি কি দেখছ আমাদের এই কন্যাটির খাইবার জন্য উত্তম খাদ্য দ্রব্য ও বিশুদ্ধ জল শীঘ্র আন। ৪৭

দস্যু প্রবর পত্নীর কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ গ্রামে যাইয়া ময়রার ঘরে প্রবেশ পূর্বক বিশুদ্ধ মিষ্ট দ্রব্য লইয়া আসিয়া পত্নীকে দিয়াছিলেন॥ ৪৮

> उक्तश्च पत्न्यै त्वत् कन्यां भोजय त्वं सयत्नतः।
> आनयामि जलं स्वच्छं शीघ्र मिव सुनिश्चितं॥ ५८
> एवं सा सारदादेवी सुस्थता सुपलभ्य च।
> सं दस्युं सुजनं दृष्ट्वा परमानन्द निर्वृता॥ ५०
> ततः स दस्युप्रवरो महामतिः
> संस्थाप्य देवीं शिविकान्तरे मुदा।
> तद् भृत्य सत्यानुचर स्वरूपक
> स्तस्याः प्रियस्थानमदर्शयच्च तां॥ ५१
> तस्मिन्दर्शाखिल लोकनाथं
> त्रिलोकनाथानत पादपीठं।
> कन्या कृपा भासि वशात् सकन्यो।
> दस्यु स्तदा पश्चवटी गृहस्थं॥ ५२

He asked his wife to feed the daughter well. Then he went off to bring drinking water. Sarada Devi became quite well very soon and also very glad to see that the robber was kind and generous. The robber showed the way and took her

to Dakshineswar. He became blessed by the sight of Sri Ramakrishna. 49 to 52.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং বলিলেন তোমার কন্যাকে যত্ন পূর্ব্বক ভোজন করাও আমি শীঘ্রই ভাল জল আনিতেছি ॥ ৪৯

এইরূপভাবে মাতা সারদা দেবী সুস্থ হইয়া দস্যু এবং তৎ পত্নীকে তাহাদের আচরণ দেখিয়া সুজন বলিয়া মনে করিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইয়াছিলেন ॥ ৫০

তৎপরে সেই দস্যুরাজ অতি নিকৃষ্ট ভৃত্যের মত হইয়া মাতা সারদাকে একটি শিবিকায় আরোহণ করাইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া তাঁহার অতিপ্রিয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে তাঁহার পাদস্থলে কন্যাটিকে অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৫১

তখন সেই কন্যার অনুগ্রহে সেই দস্যু প্রবর দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী গৃহে ইন্দ্র চন্দ্রাদি পূজিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ৫২

भयेन भक्त्या विनयेन वाचा
समर्प्य कन्या महतः समीपे ।
प्रसन्नतां तस्य प्रलब्धु कामः
सवेपथुः पादतले पपात ॥ ५३
ज्ञात्वास्य सत्कर्म्म दयार्द्र चेतसः
श्रीसारदा भौति विमुक्ति हेतुकं ।
स्वयं तमुत्तोल्य गदाधरो महान्
सदार दस्योः सुकृपाञ्चकार ॥ ५४

अन्त्यलीलायां १म अः

प्रकाशितेयं जगतो जनन्या
लीला ययासौ बहवः सुविज्ञाः।
मातुः स्वरूपाधिगमे विमोहं
वदन्ति चाचिन्त्य महाप्रभावा॥ ५५

एवं सा सारदादेवी साधनस्य सुसिद्धये।
श्रीरामकृष्ण लीलायाः परिपूर्त्ति प्रदायिनी॥ ५६

The robber made over Sarada Devi to Sri Ramakrishna with fear, devotion and humble submission and fell at his feet. Gadadhar blessed the robber and his wife, as he came to know of his good and kind services towards Sarada Devi. Thereafter Sarada Devi stayed at Dakshineswar rendering her services to her husband and helping him in his holy pursuit.

53 to 56.

বঙ্গানুবাদ :—

ভয় ভক্তি ও বিনয় বাক্যে ভগবানের নিকটে কন্যা স্থানীয়া মাতা সারদা দেবীকে অর্পণ করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা পূর্ব্বক দস্যু রাজ কম্পান্বিত কলেবরে ভগবানের পাদমূলে পতিত হইয়াছিল। ৫৩

দয়ার্দ্র চিত্ত দস্যু রাজের সারদার ভয়মুক্তিরূপ সৎকর্ম্ম অবগত

অন্ত্যলীলায়াং ৭ম অ:

হইয়া ভগবান গদাধর স্বয়ং সেই দস্যু প্রবরকে দয়া করিয়াছিলেন ॥ ৫৪

জগজ্জননী সারদা দেবীই দস্যু কৃপা লীলা প্রথম প্রকাশ করেন যাঁহার লীলা যোগিগণও বহুতর চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারেন নাই। পরন্তু শক্তি প্রভাব অচিন্তনীয় ॥ ৫৫

ঠাকুরের লীলা সম্পূর্ণ বিধায়িণী মাতা সারদা দেবী সাধনা সিদ্ধির জন্য কিছুকাল অবস্থান পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভাবে উত্তমা ভক্তি সহকারে পতি সেবা করিয়াছিলেন। ৫৬।৫৭

कियत्कालं स्थिता तत्र स्वामिनः सन्निधौ सती।
श्री माता सारदादेवी पतिभक्ति परायणा ॥ ५७
चकार परया भक्त्या पतिसेवां मनस्विनी।
शून्याष्ट पञ्चचन्द्राब्दे नाम्ना या फलहारिणी ॥ ५८
तत् पूजा दिवसे रात्रौ स्वपत्नीं सारदां शिवां।
षोड़शीं षोड़शसमां सर्व्वानन्दप्रदः शिवः ॥ ५९
पूजयामास तां देवीं पूर्व्वयुगानुसारतः।
बालार्कमण्डलाभासां चतुर्व्वर्ग फलप्रदां ॥ ६०
एकान्ते तां समाहूय षोड़शीं सहधर्म्मिणीं।
उवाच परया प्रीत्या योगिश्वर महागुरुः ॥ ६१
अहं सम्पूजयाम्यद्य रात्रौ त्वां तिथिचर्य्ये।
स्नान सन्ध्या वन्दनादि समाप्य कुलकामिनि ॥ ६२

In the Bengali year 1280, Sri Ramkrishna worshipped Sarada Devi in a moon-less night at

the time of Falaharini Kalika Puja He advised her to fast and observe all austerities and stay in the cottage at Panchabati till she is worshipped. 57 to 62.

বঙ্গানুবাদ :—

বাংলা সন ১২ শত ৮০ আশী সালে-ফলহারিণী কালিকা পূজার দিন রাত্রিতে সর্ব্বানন্দ প্রদাতা সর্ব্ব মঙ্গলালয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব নবোদিত সূর্য্যের মত দেহ কান্তি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল দায়িনী মঙ্গলময়ী ষোড়শী নিজপত্নী শ্রীমতী সারদা দেবীকে দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মত পূজা করিয়াছিলেন। ৫৮।৫৯

অর্থাৎ সেইদিনে ঠাকুর পত্নীকে নির্জনে ডাকিয়া অতি কোমল স্বরে বলিয়াছিলেন। আজ আমি অমাবস্যা তিথিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে তোমাকে পূজা করিব। অতএব হে কুলকামিনি তুমি প্রাতঃকালে স্নান সন্ধ্যা পূজা ও স্তব পাঠাদি সমাপন পূর্ব্বক কিছু না খাইয়া শুদ্ধ ভাবে এই পঞ্চবটী গৃহে অবস্থান কর। ৬০।৬১।৬২

तिष्ठ पञ्चवटी गेहे सोपवासा सुसंयता ।
एवमुक्त्वा स्वपत्निं तां भगवान् भक्तभक्तिमान् ॥ ६३
पूजाया द्रव्यसम्भार संपत्त्यर्थं समुत्सुकः ।
भाण्डागारं सम्प्रविश्य सिन्दूराम्बरभूषणम् ॥ ६४
संगृह्य फलपुष्पादीन् पञ्चवट्यामुपागतः ।
सायाह्ने स्नान सन्ध्यादिं समाप्य विधिवत्तदा ॥ ६५

শ্রীসারদাং স্বহস্তেন বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাং ।
কৃত্বোচ্চ পীঠকে ন্যস্য পাদপীঠে পদদ্বয়ং ॥ ৬৫
অলক্তরঞ্জিতং কৃত্বা বিনিবেশ্য প্রযত্নতঃ ।
অমায়াং অর্দ্ধরাত্রৌ তাং ষোড়শীং জগদম্বিকাং ॥ ৬৬
তেন পাদ্যাদিভিঃ পূজা তন্ত্রোক্ত বিধিনা কৃতা ।
প্রার্থনা চ কৃতা তত্র বিঘ্ননাশেন যাদৃশী ॥ ৬৮
অত্র ভিক্ষা কৃতা সর্ব্বজীবানামস্য হেতবে ।
ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ কৃষ্ণো যথা বৃন্দাবনে বনে ॥ ৬৯

During the day-time he remained busy collecting all requisite things. In the evening after performing usual rites, he decorated Sarada Devi with holy cloth and ornaments. In the mid-night he worshipped her as if she was the Goddess Kalika Lord Krishna did the same thing in the Dwapar yuga by worshipping the feet of Sri Radhika in Brindaban. 63 to 69,

বঙ্গানুবাদ :—

সর্ব্বশক্তিমান ঠাকুর পত্নী সারদাকে পূজার বিষয়ে বলিয়া পূজার দ্রব্য সংগ্রহার্থে ভাঁড়ারে প্রবেশ করতঃ বস্ত্র সিঁদুর শঙ্খ ও আলতা এবং ফল মূলাদি লইয়া পঞ্চবটীর গৃহে সেই সকল দ্রব্য রাখিয়া সায়াহ্নে স্নান সন্ধ্যাদি সমাপন পূর্ব্বক রাত্রিকালে যথাশাস্ত্র স্বহস্তে সারদা দেবীকে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত করতঃ

अन्त्यलीलायां १म अः

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां मातुः श्रीसारदादेव्या गङ्गास्नान गमन पथि रात्री दस्यु कृता पूजा दक्षिणेश्वर गमनं तत्र ठाकुरेण षोड़शी पूजानन्तरं पुनर्देव्याः कामारपुकुरे प्रत्यागमनरूपान्त्यलीलायाः प्रथमोऽध्यायः। श्लः ৭ ম:।

Shri Ramakrishna held the feet fo Sarada Devi in his hands and bowed down to her. He worshipped her in various ways. He also revealed to her that in their previous births they appeared as Lord Krishna and Sri Radhika. According to the advice of Sri Ramakrishna Sarada Devi left her husband and went to Kamarpukur. 70 to 73.

Here ends the first chapter in the Antyalila of Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. ১ম অঃ অন্ত্যলীলা।

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এইরূপভাবে তান্ত্রিক ও বৈদিক মতে নানা বিধ পূজা করিয়াছিলেন যে সকল যোগিগণ ও জানেন না। ৭২

তৎপরে মাতা-সারদা দেবী ঠাকুরের আদেশ মত দক্ষিণেশ্বর হইতে কামার পুকুরে গমন করিয়াছিলেন। ৭৩

অন্ত্যলীলায়া ১ম অঃ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দরের রচিত পরমহংস সংহিতা নামক শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের শেষ লীলায় প্রথমাধ্যায়ে সারদা দেবীর গঙ্গা স্নান উপলক্ষে দস্যু কৃপা দক্ষিণেশ্বরে গমন এবং তথায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সারদা দেবীকে ষোড়শী পূজা করেন তৎপরে ঠাকুরের আদেশে পুনর্ব্বার সারদা দেবী কামার পুকুরে প্রত্যাগমন করেন। অঃ ১ সঃ

অন্ত্যলীলায়াঃ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

কালেঽস্মিন্ সহধর্ম্মিণ্যা সহিতো মথুরো মহান্।
চকার যোজনং নানাতীর্থেষু গমনোন্মুখঃ॥ ১
যানবাহন ভোজ্যাদি নানাদ্রব্যাণি যত্নতঃ।
বিধিবৎ সংগৃহীতানি তীর্থে দেয়ানি যানি চ॥ ২
তীর্থ গতিঃ সুসম্পূর্ণা শ্রীরামকৃষ্ণ যোগতঃ।
অভূৎ শ্রীমথুরানাথঃ শুভকালে শুভে দিনে॥ ৩
সস্ত্রী ঠাকুর হৃদয় স্তীর্থযাত্রাং চকার সঃ।
হৃষ্টাহৃষ্টিণতাঃ সর্ব্বে মহভাব পুরঃসরম্॥ ৪
ভগবনঃ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য তীর্থযাত্রেয়ং সর্ব্বোত্তম
সাধনা বস্যাং খলু যোগবলেন জগতীতলে
সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞানং দরিদ্রনারায়ণ সেবা চ।
ঠাকুরেণৈব নূতনরূপেণ প্রকটী কৃতা আসীৎ॥ ৫

Mathuranath set out on pilgrimage to various holy places with his wife, Thakur and Hridaya. He took with him all requisite things. This

pilgrimage had been the best of all holy pursuits ever followed by Sri Ramakrishna. Here he took a new turn and preached divine manifestation in all living things, and holy services to the poor. 1 to 5.

বঙ্গানুবাদঃ—

অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ হইতেছে এই সময় মথুরানাথ পত্নীর সহিত কয়েকটি তীর্থ গমনের জন্য তদুপযোগি দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়াছিলেন অর্থাৎ যান বাহন ভোজ্য ভোজ্য বা তীর্থেদের দ্রব্য সকল যোগাড় করিয়াছিলেন। এবং তীর্থ গমনে ঠাকুরের যোগদান জন্য মথুরবাবুর তীর্থ যাত্রা সুষ্ঠুরূপে হইয়াছিল। ১।২।৩

শুভদিনে শুভক্ষণে সপত্নীক মথুর বাবু ঠাকুর ও হৃদয়ের সহিত তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। এবং সকলেই যথাবিধি শুদ্ধভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তীর্থ গমন একটি উত্তম সাধনা। কারণ যে তীর্থ যাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞান। এই জগতে দরিদ্রনারায়ণ সেবা কার্য্য ইনিই যোগ বলে প্রকাশ করেন পূর্ব্বে ইহা ছিল না॥ ৫

आदौ श्रीवैद्यनाथ धाम गत्वा तत्रस्थ क्षुधातुर धृतकङ्काल मात्र देह दरिद्रदर्शने दयार्द्रहृदय दरिद्रदेवता दरिद्र सेवार्थं सकातरं

मथुरानाथ सुक्तवान्। भो मथुर! केवलमेकदिनमेतेषां भवा दानेनोदरं परिपूरय। ६

ददस्व प्रचुरतरं तैलं मस्तकेषु। तथा प्रत्येकं परिधेय वस्त्रमपि प्रयच्छ। ७

एवं भगवता कथ्यमानवचांसि सुत्वाऽपि तदा वाराणसी यात्रा समुत्सुको मथुरो वाराणस्यामेव दरिद्रभोजनादि व्यवस्था विधेयेति संवाद सुक्तवान्। ८

श्रुत्वैवं दरिद्र प्रत्यक्षदेवता सरोषमवदत्। नाहं यास्यसि वाराणस्यां एभिरेवावसामि। दरिद्राणामेषां नास्तिकि, कोऽपि दाता? ९

ततो मथुरेण दरिद्रान्सर्गत भगवन्त मवलक्य सद्य स्तदाज्ञा पूरणे कृते ठाकुर ईश्वरस्य पुरःसरं परमानन्दमवाप। १०

At first they visited the tepmles of Vaidyanath. Shri Ramakrishna was greatly moved by the sight of emaciated bodies of the poor hungry people and so he requested Mathuranath to give them enough food for a day, sufficient oil for their heads and a piece of cloth to each of them. But Mathuranath in his eagerness to start Varanasi replied that necessary arrangements to feed and clothe the poor would be made at Varanasi. On hearing this Thakur became very furious and said that he would remain with the starving people here and see if

any kind and generous hearted man be available. Al this Mathuranath did as he was asked to do. Thakur became much delighted and smiled with great satisfaction.

বঙ্গানুবাদ :—

বৈদ্যনাথ ধামে যাইয়া ক্ষুধায় কাতর কঙ্কাল মাত্র সার জীবন্মৃতের ন্যায় দেহধারী দরিদ্র সকলকে দেখিয়া দীনবন্ধু ঠাকুর দয়ার্দ্র হৃদয়ে দরিদ্রগণের সেবার জন্য অতি কাতর বাক্যে মথুরানাথকে বলিয়াছিলেন হে মথুর কেবল মাত্র একদিনের মত এই সকল দরিদ্রদিগকে উদর পূরণ করিয়া খাওয়াও। ৬

ইহাদের মাথায় তৈল দাও। এবং প্রত্যেকটি দরিদ্রকে এক একটি করিয়া বস্ত্র দাও। ৭

ঠাকুর এইরূপ উত্তম কথা বলিলে ও ৺কাশীধামে যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত মথুরানাথ বলিলেন ৺কাশীধামেই দরিদ্র ভোজনের ব্যবস্থা করিব। ৮

अन्त्यलीलायां २य अः

एवं गयासुर क्षेत्रे भगवान श्रीगदाधरः ।
अपरोक्षी कृत स्तेन साक्षाद् गदाधरेण हि ॥ ১১
ततो वाराणसी क्षेत्रं प्राप्य श्रीभगवान् स्वयं ।
ददर्श श्रीविश्वनाथ मन्नपूर्णाञ्च मातरं ॥ ১২
मुक्ति क्षेत्रस्यावनतिं दृष्ट्वा भूदति दुःखितः ।
उक्तं भगवता तेन परमार्त्तेन तत्र च । ১৩
कथमवाहमानीतः स्थानादस्मादपि ध्रुवं ।
स्थितोऽत्यन्तं सुखी भूत्वा तत्र श्रीदक्षिणेश्वरे ॥ ১৪
किन्तु श्रीमणिकर्णिकाश्मशानं मुक्तिपदा राजते
गत्वा तत्र महाश्मशान निलयं श्रीशङ्करं शङ्करम् ।
दृष्ट्वा तं शव सङ्कुलं पुरहरं प्राप्तः पुराणोदितां
दृष्ट्वैवं शिवलोक सङ्गत जनानन्दमासी हरिः ॥ ১৫
ततो वृन्दावनं गत्वा गोविन्द मन्दिरे प्रभुः ।
श्रीराधया श्रीगोविन्द दृष्ट्वैव भुवि लुण्ठितः ॥ ১৬

Thereafter Sri Ramakrishna went to Gaya and visited Gadadhar. Then he went to the temples of Biswanath and Annapurna in Varanasi. But on seeing the unholy condition of the city he said sorrowfully, "Why have I been brought to this place from Dakshineswar where I had been very happy". When he visited the famous burning ghat of Shri Monikarnika, he was glad to see the souls transported to the abode of Lord Siva as

the dead bodies were touched by Sri Sankar. Then he went to Vrindavana and paid his obesience to Sri Radha with Sri Govinda. 11 to 16

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে সাক্ষাৎ গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণদেব গয়াক্ষেত্রে ভগবান গদাধরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন অতঃপর ঠাকুর ৺কাশী ধামে যাইয়া দেবাদিদেব বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিয়াছিলেন মুক্তি ক্ষেত্র বারাণসীর বিশুদ্ধ ভাব না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন।

কি জন্য আমাকে এখানে আনিলে ইহার অপেক্ষায় আমি দক্ষিণেশ্বরে অতি আনন্দের সহিত ছিলাম। ১৩।১৪

কিন্তু পাপ নাশিনী মুক্তি দাত্রী মণিকর্ণিকায় যাইয়া দেখিলেন সেখানে মহাশ্মশানে যে সকল শব দেহ আছে ভগবান শঙ্কর সেই সকল প্রত্যেকটিকে স্পর্শ করিবা মাত্র তাঁহারা দিব্য মূর্তি ধারণ করিয়া কৈলাস ধামে গমন করিতেছেন। এই রূপ দেখিয়া ঠাকুর অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ১৫

তৎপরে ঠাকুর কাশী ক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবনে যাইয়া গোবিন্দ মন্দিরে রাধা গোবিন্দ দর্শন করিয়া ভগবদ্ভাবে বিভোর অলৌকিক প্রেমের সহিত কৃষ্ণকীর্তন করিতে করিতে কাতর বাক্য বলিয়াছিলেন। ১৬।১৭

भावाकुलितचित्तोऽपूर्वं प्रेम पुरःसरम् ।
महोत्सवम् उच्चनाम मोवाच कातरं वचः ॥ १८

अन्त्यलीलायां २य अ:

भो कृष्ण सर्व्वमेवास्ति यमुना तीर सन्निधौ ।
गोवर्द्धनं रासभूश्च वनं वृन्दावनं तव ॥ १८
तथा निधुवनञ्चास्ति निकुञ्जवन मेव च ।
किन्त्वहं त्वां न पश्यामि पश्यामि केवलं रजः ॥ १९
काद्रवेयस्य घट्टन्तु भगवान् भक्तरूपधृक् ।
यातो यदा तदा तेन दृष्टः श्रीभगवान् स्वयं ॥
यमुनान्तर्जले महासर्प मूर्द्ध्नि विराजितः ।
कालीयःसह पत्नीभि स्तौति तं नन्दनन्दनम् ॥ २१
जय गोपीमुखाम्भोज मधुपान मधुव्रत ।
निराकार निराधार निर्गुण पाहि कृष्ण मां ॥ २२
ततो महाभाव वशात् वाह्यज्ञान परिच्युत ।
प्राप्यतद्धाम माहात्म्यं वर्णयामास ठाकुरः ॥ २३

In a divine mood he chanted the name of Krishna and said sorrowfully. "Oh Lord Krishna, I find on this bank of Jamuna every thing viz. Gobardhan Hill, the place of Rashalila, Brindaban, Nidhuban and Nikunjaban etc. But I don't find you. I see the dust of your feet only." When he stood on Kaliyadaman Ghat, he found in the water of the river Sri Krishna standing on the head of the great serpent Kaliyanag with his wives praying for mercy of Sri Krishna. In his divine mood Thakur would describe the glory of that holy place. 17 to 23.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

হে কৃষ্ণ তোমার সবই আছে অর্থাৎ, যমুনাতীর গোবর্দ্ধন পর্ব্বত রাসস্থলী বৃন্দাবন নিধুবন নিকুঞ্জবন প্রভৃতি সকলই আছে কিন্তু তোমাকেই প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাইতেছি না। কেবলমাত্র তোমার পদরজই প্রত্যক্ষ হইতেছে।১৮।১৯

কিন্তু ভক্তরূপধারী ভগবান ঠাকুর যে সময়ে কালীয়দমনের ঘাটে যাইয়াছিলেন। সেইস্থানে অর্থাৎ যমুনার জলের মধ্যে কালীয় সর্পের মস্তকোপরি বিরাজিত শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং পত্নীগণের সহিত কালীয়নাগ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতিকরিতেছেন সেই সকল স্তববাক্য এইরূপ।২০।২২ হেনিরাকারনিরাধার মধুব্রত গোপী মুখপদ্ম মধুপায়ী তোমার জয় হৌক আমার কিছু মাত্রগুণ নাই আমাকে রক্ষা করুন।২২

এইরূপ সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্বরূপ দর্শনে মহাভাব-বশতঃ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া বৃন্দাবানধামের মাহাত্ম্য প্রচুরভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন।২৩

एवं तत्तत्तीर्थमध्ये तत्तद्रूपं स दृष्टवान् ।
मत्तः श्रीरामकृष्णो न कृष्णाकुलित चेतसा ॥ २४
दीर्घकालात् परं वृन्दारण्ये प्रेमाप्रवाञ्छितः ।
तद्ग्रामवासिनां येन कृष्णः प्रत्यक्षतां गतः ॥ २५
तत्तत्तीर्थं पर्य्यटनात्परं श्रीदक्षिणेश्वरे ।
पुनः प्रत्यागतो रामकृष्णः स्व सिद्ध धामनि ॥ २६
वृन्दावनस्थ श्रीराधाश्याम कुण्डोद्धृतं रजः ।
यदानीतं भगवता यत्नतः परमं प्रियं ॥ २७

अन्त्यलीलायां २य अः

गङ्गोदकेन तत् सर्व्वं कृत्वा सम्मिश्रणं प्रभुः ।
पञ्चवट्याश्चतुर्दिक्षु रभिषेक पुरःसरं ॥ २८
उवाचेयं क्षितिर्मूना वृन्दावन समाद्यतः ।
उवाच च महायोगी महायोगयुतः स्वयं ॥ २९
तीर्थयात्रा भगवती स्तीर्थं मङ्गल हेतवे ।
सर्व्वतीर्थपदस्याप्य तीर्थं यात्रा विडम्बना ॥ ३०

In the same way, Thakur had seen the presiding diety of the respective holy places. The intense devotion to Lord Krishna, which he displayed in the holy Brindavana, bestowed upon him a divine glamour which made him an idol among the people of the locality After his pilgrimage to vairous holy places, he came back to Dakshineswar and sprinkled the holy dust collected from Shyamkunda and Radhakunda in Brindavana, mixed with the water of the Ganga, all around Panchavati, to make the place as holy as Brindavana. The purpose of pilgrimage on his part was to add holiness to holy places and not to acquire any merit for himself who was the Divinity itself. 24 to 30.

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর প্রত্যেক তীর্থে ভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন কিন্তু বৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া এইরূপভাবে প্রেমের বন্যা

অন্ত্যলীলায়াং ২য় অঃ

প্রবাহিত করিয়াছিলেন যাহাতে বৃন্দাবনবাসী ঠাকুরকেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ২৪।২৫

ঠাকুর তীর্থপর্য্যটনের পর স্বকীয় সিদ্ধধাম দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া বৃন্দাবনের শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড হইতে যে সকল রজ আনিয়াছিলেন সেই সকল পরম মঙ্গলময় মৃত্তিকা গঙ্গা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পঞ্চবটীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন আজ হতে ঐ স্থান বৃন্দাবন সদৃশ হইল। এইরূপ ভাবে মহাযোগী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নির্বিকল্প সমাধি পুরঃসর বাস করিয়াছিলেন। ২৬।২৭ ২৮।২৯

সর্ব্বতীর্থময় ঠাকুরের তীর্থ গমন লোকানুকরণ বা তীর্থকে পবিত্র করাই মূল উদ্দেশ্য। ৩০

পশ্চিমদিকের প্রসিদ্ধ বিবিধ ভারতীয় তীর্থ দেখিয়াছি। কিন্তু গৌড়দেশবাসী বৈষ্ণব মহাজনগণের পরম পবিত্রতীর্থ শ্রীমন্নবদ্বীপধাম আমাদের বঙ্গদেশে সুবিরাজিত আছেন। ৩০।৩১.৩২

कृच्छ्रगम्य भारतीय तीर्थानि विविधानि च ।
पाचयां दिशि सिद्धानि मया दृष्टानि तानि च ॥ ३१
नवद्वीपेति गौडानां वैष्णवानां महात्मनां ।
तीर्थानां परमं तीर्थं वङ्गदेशे विराजते ॥ ३२
यत्र श्रीकृष्ण चैतन्य आविर्भूय स्वयं हरिः ।
हरिनाममहामन्त्रं सर्व्वेभ्यः सम्प्रदत्तवान् ॥ ३३
कालि जीवान् समुद्धर्तुं कृपया करुणानिधिः ।
समासेनात्र तीर्थे ऽन्यतीर्थं दर्शनजं फलं ॥ ३४
भविष्यति न चास्माकं यतो वङ्गोद्भवावयं ।
मत्वेदं श्रीनवद्वीप गमनाय मतिं दधे ॥ ३५

अन्त्यलीलायां २य स्कः

ठाकुरस्याभिलाषोऽयं ज्ञात्वा श्रीमथुरोमहान् ।
बहुकोष्ठ समायुक्तं वासगेहनिभं शुभं ॥ ३६
जलयानं समानीय ठाकुरं भक्ति पूर्व्वकं ।
तत्रोत्थाप्य ठाकुरेण गतवान् मथुरोऽपि च ॥ ३७

There are various holy places in the West. But Navadwip in Bengal is the holiest of all. There appeared Sri Kishna Chaitanya who initiated all with holy names irrespective of caste and creed, to bring salvation to the suffering humanity of this Kali yuga. The Bengalees must visit this holy place to make themselves worthy of the merit derived from pilgrimage to other holy places. With this thought in his mind Thakur desired to visit Navadwip. When Mathuranath came to know of this, he took Thakur in a huge boat and started for Navadwip. 31 to 37.

বঙ্গানুবাদ :—

যেনবদ্বীপেস্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া দয়ার সাগর দয়া করিয়া কলিহত জীব সকলের উদ্ধারের জন্য আচণ্ডাল মনুষ্যকে হরিনাম রূপ মহামন্ত্র দিয়াছেন। সেই নবদ্বীপ তীর্থে যদি আমি না যাই তবে আমার অন্যান্য তীর্থদর্শনের ফল হইবে না। যে হেতু আমরা বঙ্গদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ঠাকুর এইরূপ মনে করিয়া নবদ্বীপে যাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন। ৩৩,৩৪

अन्त्यलीलायां २य पः

কৃপাধন্য মথুরানাথ ঠাকুরের ইচ্ছা জানিয়া বহুকোষ্ঠ সমাযুক্ত বাসগৃহ সদৃশ একটি সুবিস্তৃত নৌকা আনয়ন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই জলযানে ঠাকুরকে বসাইয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিয়াছিলেন। ৩৫।৩৬।

पथिमध्ये च प्राङ्ग्याग्रामोऽस्त्यम्बिकाकालनी तटे ।
अम्बिका कालना नाम्ना ग्रामः सज्जन वेष्टितः ॥ ३८
वर्द्धमान नरपते रस्ति देवालयोमहान् ।
समाज भवनस्तावद्विद्यते तेन सुन्दरं ॥ ३९
तत्र श्रीभगवान् दास नाम्ना प्राचीन वैष्णवः ।
सिद्ध भक्तः सदाचारी गौडीयो गौर सेवकः ॥ ४०
यदव्ययं हरिनाम नाम ब्रह्मेति बोधतः ।
नाम ब्रह्म जपेनैव सिद्धिलाभं चकार सः ॥ ४१
भक्तः प्राचीन वैष्णवः कुलपति गौडीयचूडामणि
स्तस्माद्वैष्णवसम्प्रदाय सदसः सर्व्वाधिपत्यं गतः ।
एतस्यास्य समीप एव सदसद् यद्यद्यदानुष्ठितं
भक्तैस्तत् सकलं विचार विषये भक्तोऽयमेकागतिः ॥ ४२
अनेन यत् सदितुक्तं प्रशंसनीयमेवतत् ।
असदसत् कथितं तद्धै वैष्णवैर्निन्दितं भवेत् ॥ [illegible]

On the way to Navadwip there is a village known as Ambika Kalna inhabited by many well-to-do persons. There is a big temple erected by the king of Burdwan. There is also a society building to add to the beauty of the village. In

that building there lived an aged Vaisnava who was a follower of Sri Gouranga. He was regarded as the Head of Vaisnava community. Accordingly all matters concerning Vaisnava cult and practice were placed before him for decision. What he would accept would be accepted by all and what he would condemn would be condemned by all. 38 to 43.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যাইতে যাইতে পথিমধ্যে গঙ্গার পশ্চিম তীরে বহুতর সজ্জনের বাসভূমি অম্বিকা কালনা নামে একটি বিশিষ্টজনপদ আছে। সেই গ্রামে বর্দ্ধমানের মহারাজার একটি সুবৃহৎ দেবালয় আছে। পরন্তু একটি অতি সুন্দর পবিত্র সমাজ বাটিকা শোভিত বশতঃ যথার্থই গ্রামটি অতি মনোহর।৩৭ ৩৮

সেই সমাজবাটিতে গৌড়ীয় ভক্ত গৌরাঙ্গ সেবক সদাচারী সিদ্ধ-ভক্ত ভগবান দাস নামক একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণব বাস করেন। ৩৯

এই বাবাজী হরিনাম মন্ত্রটিকে নামব্রহ্মজ্ঞানে জপের দ্বারাই সিদ্ধিপ্রাপ্ত করেন। ৪০

যেহেতু ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মস্তকের ভূষণ সদৃশ কুলপতি অতএব ইনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব্বাধিকার লাভকরিয়াছিলেন। এবং এই বাবাজীর নিকটেই ভক্তবর্গ যে সকল ভালমন্দ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন সকলের বিচার ইনিই করিতেন।৪১।৪২

অন্ত্যলীলায়াং ২য় অঃ

এই বাবাজী যে সকল বৈষ্ণবদিগের কার্য্য ভাল বলিতেন বৈষ্ণবগণও তাহাকে ভাল বলিতেন। এবং যে সকল কার্য্য মন্দ বলিতেন। বৈষ্ণবগণ ও তাহাকে নিন্দনীয় বলিত। ৪৩

ठाकुरो गतवां स्तत्र बाबाजो वैष्णवाश्रमं ।
सहृदयो दर्शनार्थं सर्व्वाङ्ग वसनावृतः ॥ ৪৪
द्वारदेशे गतो देवो वैष्णवस्य गृहान्तरे ।
हृदयं प्रेरयामास वदत्व मह मागतः ॥ ৪৫
दर्शनार्थं भगवतो दासस्य सुमहात्मनः ।
प्राप्यानुज्ञां तस्य देवस्तत् समीप मुपागतः ॥ ৪৬
तदा श्रीभगवान् दासो वैष्णवानां कृतागसां ।
विचार कार्य्ये निरतः कस्यापि वैष्णवस्य वै ॥ ৪৭
सर्वदण्डं विधत्ते स कण्ठीं जग्राह वैरुषा ।
एवं विचारक मुख्य आदेशं प्रददाति च ॥ ৪৮
कलिकाता कलुटोलास्थितस्य स्वर्ण वणिजः ।
तदीय भवने चास्ति हरिभक्ति प्रदा सभा ॥ ৪৯
तस्यां सभायां श्रीकृष्ण चैतन्यस्य महाप्रभोः ।
कल्पितं वैष्णवैरेकमधिष्ठानार्थमासनं ॥ ৫০

Shri Ramakrishna with Hridaya went to see Bhagabandas Babaji. He asked Hridaya to go inside and tell Babaji that Sri Ramakrishna was waiting outside to see him. Babaji allowed Shri Ramakrishna to come in. On entering the house he found that Babaji was meting out various sorts

বঙ্গানুবাদ :—

of punishment to the members of his community for their misconduct. There was a holy seat of Sri Krishna Chaitanya in the house of a Subarna Banik at Colootolla in Calcutta. It was not accessible to the devotees. 44 to 50.

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্ব্বদেহে বস্ত্রাবৃত করতঃ হৃদয়ের সহিত ভগবানদাস বাবাজীকে দেখিবার জন্য তাঁহার সমাজ বাটীতে গিয়াছিলেন। ৪৪

ঠাকুর গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া হৃদয়রামকে বলিয়াছিলেন তুমি বাবাজীর ঘরের ভিতরে যাইয়া বল অতি পবিত্র মহাপুরুষ ভগবান দাস বাবাজীর দর্শন জন্য আমি রামকৃষ্ণদেব আসিয়াছি এই বলিয়া হৃদয়রামকে পাঠাইয়াছিলেন।৪৫

তৎপরে বাবাজীর আদেশমত ঠাকুর যে সময়ে তাঁহার নিকটে যাইয়াছিলেন। তখন বাবাজী অপরাধী বৈষ্ণবগণের বিচার কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন অর্থাৎ কোনও বৈষ্ণবের অর্থদণ্ড করিতেছেন কাহারও বা গলার মালা জোরপূর্ব্বক ফেলিয়া দিতেছেন। এইরূপভাবে বিচারকের মত দণ্ডাদেশ দিতেছেন। ৪৬।৪৭

কলিকাতার কলুটোলায় একজন বিশিষ্ট সুবর্ণ বণিকের বাড়ীতে হরিভক্তিদায়িনী নামে সভাগৃহ ছিল তথায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি স্বতন্ত্র আসন ছিল বৈষ্ণবগণ সেই আসনটিকে মহাপ্রভুর আসন মনে করিয়া পূজা করিতেন। এমন কি সেই আসনটিকে যে কোনও সদাচারী বৈষ্ণবও যখন তখন স্পর্শ করিতে সমর্থ হইতেন না। ৪৮।৪৯।৫০,৫১

अन्त्यलीलायां २य अ.

मत्वा महाप्रभोरेवासनं तदति पूजितम् ।
कश्चित्तदासनस्पर्शंकर्त्तुं न शेषाम: चम: ॥ ५१

कतिभक्ताद्याठाकुरस्य ठाकुरं श्रीमहाप्रभुं ।
साक्षाद्रूपेनजानन्तितैस्तत्रसुसभा गृहे ॥ ५२

समानीतः स भगवान् रामकृष्णस्तदालये ।
भक्ताभ्यान्निर्गतं शुद्धं हरिनाम यदाशृणोत् ॥ ५३

भावाविष्टः स ठाकुरः श्रीचैतन्य वरासने ।
ज्ञातोपविश्य स्वाङ्गत्वाः साक्षा चैतन्य विग्रहं ॥ ५४

मत्वातं पूजयामासुःस्थिता ये भावर्वर्जिताः ।
यच्चाल्पाठाकुरभावमन्य साधारणा जनाः ॥ ५५

चमत्कृता बभूवुस्ते सदाचार विलङ्घनात् ।
श्रुत्वेदं रामकृष्णस्य व्यापारं वैष्णवास्ततः ॥ ५६

भगवान् दास बाबाजी सरोषमवदत्तदा ।
तत्रयद्यहमस्थास्यं चाट्यं येन कृतं स्थितम् ॥ ५७

When Thakur was taken into the room, he lost himself in his divine mood and sat on the holy seat. At this, those who had no khowledge of the glory of Thakur became much displeased with him. When Babaji was told of this incident, he grew angry and said that he would have punished Thakur :on the spot, if he had been present there. 51 to 57.

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুরের একটি ভক্ত ঠাকুরকেই সাক্ষাৎ মহাপ্রভু মনে করিয়া সেই সভাগৃহে আনিলে ঠাকুর ভক্তবৃন্দের মুখ নিঃসৃত হরিনাম শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্ট অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর উত্তম আসনে উপবেশন করিলে ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ ঠাকুরকেই মহাপ্রভুরূপে দেখিয়া পূজা করিয়াছিলেন কিন্তু অতি দুর্ভাগ্য যে সকল সাধারণ জন ছিল তাঁহারা ঠাকুরের অন্যায় আচরণ মনে করিয়া অর্থাৎ ঠাকুরের যথাযথ স্বরূপ না জানিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। ৫২।৫৩।৫৪।৫৫

ঠাকুরের এই ঘটনাটি বৈষ্ণবগণের মুখে শুনিয়া ভগবান দাস বাবাজী অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন। সেই সময় আমি যদি সেইস্থানে থাকিতাম তবে সেইরূপ আচরণ যিনি করিয়াছিলেন তাঁহাকে আমি নিশ্চয়বিশেষভাবে দণ্ড দিতাম।৫৬।৫৭

तस्मैदण्ड विशेषेण प्रादास्य मिति निश्चितं ।
भक्त सद्गुलदानाय यस्य भगवतो हरेः ॥ ५८
आविर्भाव स्तदर्थं स प्राचीन भक्त वैष्णवं ।
मोहयुक्तं सन्निकोपुं रुद्धं वाह्य यशोरकः ॥ ५९
ठाकुरो दण्डवत्स्थित्वा बाबाजी मिदमब्रवीत् ।
ज्ञानाम्यहं जगत्कर्त्ता भगवानिति निश्चितं ॥ ६०
तदन्यः कोऽपिनोकर्त्ता संसारेऽस्मिन्सर्वसंश्रय ।
अहङ्कार स्तवे हृद्ये कर्त्ताहमेव केवलं ॥ ६१
तेनाहं सर्व्व लोकानां कर्त्ताहं दण्डमण्डयोः ।
तदामोहह बाबाजी ठाकुरस्य सुभर्त्सनात् ॥ ६२

अन्त्यलीलायां २य अः

लब्धाज्ञानं दण्डवत्तं प्रणम्य भक्तिभावतः।
पादधूलिं प्रगृह्यास्य कृताञ्जलिपुरःसरम् ॥ ६२
भवतः कृपयाद्याहं पश्यामि दिव्य चक्षुषा।
श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुर्भवानिव न चापरः ॥ ६४

Thakur who manifested himself to bring good to humanity desired to impart good sense to this aged Babaji and said to him, "I know it for certain that God alone is the supreme authority to inflict punishment, You are proud enough to think that there is none but you to dispense justice and punishment." On hearing these words, Babaji came to his good sense and repented his ignorance and folly. 58 to 64.

বঙ্গানুবাদ ঃ

ঠাকুরের আবির্ভাব কেবলমাত্র ভক্তবর্গের মঙ্গল বিধানের জন্যই অতএব এই বৃদ্ধ ভগবান দাস বাবাজীকেও অজ্ঞান মুক্ত করিবার জন্য ঠাকুর অর্দ্ধপ্রকাশিত দেহে একটি কাষ্ঠখণ্ডের মত দণ্ডায়মান হইয়া বাবাজীকে বলিয়াছিলেন। আমি ইহা নিশ্চিত রূপে জানি যে ভগবানই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দণ্ডমুণ্ড বিধানেরই একমাত্র কর্ত্তা।

তিনি ভিন্ন জগতের দ্বিতীয় কেহ কর্ত্তা নাই। কিন্তু তোমার এইরূপ অহঙ্কার যে আমি ভিন্ন জগতে দণ্ড মুণ্ডের বিধান কর্ত্তা অন্য আর কেহ নাই। ৫৮।৬১।৬০।৬১

অতএব আপনি পূর্ব্বে কলুটোলায় যে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়াছিলেন তাহা কিছু মাত্র অযথা হয় নাই। আপনার আসনেই আপনি বসিয়াছেন। ৬৫

আপনি যখন আমার আশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখনই আপনার পাদপদ্মের অলৌকিক সদ্‌গন্ধ অনুভব করিয়া ভক্তবর্গকে বলিয়াছিলাম। দেখ কোনও দেবতা বা সাক্ষাৎ ভগবান্ আমাকে কৃপা করিবার জন্য এই আশ্রমে আসিয়াছেন। অতএব আজ আমি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনে ধন্য হইলাম। ৬৬।৬৭

তৎপরে ঠাকুর নবদ্বীপধামে যাইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে কোন সময়ে ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। সেই নবদ্বীপধামে যাইয়া কাষ্ঠ নির্ম্মিত অতি সুন্দর মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দণ্ডায়মান হইয়া অবস্থান করিতেছেন দেখিয়াছিলাম। ৬৮।৬৯

এবং সেই মহাপ্রভুর মন্দিরেই আমার মনঃকষ্ট মা জগদম্বাকে জানাইয়া পুনর্ব্বার গঙ্গায় আসিয়া নৌকায় বসিয়াছিলাম। ৭০

তখন আকাশে সঙ্কীর্ত্তনমগ্ন স্বর্ণবর্ণ ভাব মগ্ন বিগ্রহ ভক্ত বেষ্টিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন দেখিয়াই এলো রে ঐ এলো রে বলিতে বলিতে ভক্তগণের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব বুঝিয়াছিলাম শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান। ৭১

অতএব উপস্থিত আমার দেহে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত তিনটি মূর্ত্তিই। ৭২।৭৩

বিরাজিত। পুনর্ব্বার এই নির্ব্বিকল্পে সমাধিস্থ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন কি সম্ভব হইবে? ৭৪।৭৫

অন্ত্যলীলায়াং ২য় অঃ

সাঙ্গোপাঙ্গাদিভিঃ সার্দ্ধং গৌরাঙ্গ সম্প্রবিষ্টবান্।
অনেনেদং ময়াজ্ঞাতং গৌরাঙ্গো ভগবান্ স্বয়ং ॥ ৭৩

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দাদ্যৈস্তৎকৃপাঃ সুবিষয়া-
সাম্প্রতং মমদেহেতি ত্রয়ঃ মন্তোতিনিশ্চিতং ॥ ৭৪

পুনরস্য ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণযোগিনঃ।
প্রত্যাগতিঃ সুসম্ভাব্যামবেৎ কিং দক্ষিণেশ্বরে ॥ ৭৫

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ঠাকুরস্য নবদ্বীপগমনাদি রূপ শেষ লীলায়াং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ য ॥

Babaji said, "Now I realise the truth and understand, how you could take the holy seat. I also rightly guessed immediately on your arrival here that a great man has come to bless me with his grace. I have been blessed by your kind visit." Thereafter, Thakur went to Navadwip. Later, in course of conversation, Thakur told that Sri Gouranga with his devotees and followers entered his body and still they were inside his person. 65 to 75.

Here ends the second chapter of Antyalila (last part) of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam.

অতএব আপনি পূর্ব্বে কলুটোলায় যে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়াছিলেন তাহা কিছু মাত্র অযথা হয় নাই। আপনার আসনেই আপনি বসিয়াছেন। ৬৫

আপনি যখন আমার আশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখনই আপনার পাদপদ্মের অলৌকিক সদ্‌গন্ধ অনুভব করিয়া ভক্তবর্গকে বলিয়াছিলাম। দেখ কোনও দেবতা বা সাক্ষাৎ ভগবান্ আমাকে কৃপা করিবার জন্য এই আশ্রমে আসিয়াছেন। অতএব আজ আমি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনে ধন্য হইলাম। ৬৬।৬৭

তৎপরে ঠাকুর নবদ্বীপধামে যাইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে কোন সময়ে ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। সেই নবদ্বীপধামে যাইয়া কাষ্ঠ নির্ম্মিত অতি সুন্দর মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দণ্ডায়মান হইয়া অবস্থান করিতেছেন দেখিয়াছিলাম। ৬৮।৬৯

এবং সেই মহাপ্রভুর মন্দিরেই আমার মনঃকষ্ট মা জগদম্বাকে জানাইয়া পুনর্ব্বার গঙ্গায় আসিয়া নৌকায় বসিয়াছিলাম। ৭০

তখন আকাশে সঙ্কীর্তনমগ্ন স্বর্ণবর্ণ ভাব ময় বিগ্রহ ভক্ত বেষ্টিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন দেখিয়াই এলো রে ঐ এলো রে বলিতে বলিতে ভক্তগণের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব বুঝিয়াছিলাম শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান। ৭১

অতএব উপস্থিত আমার দেহে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত তিনটি মূর্ত্তিই। ৭২।৭৩

বিরাজিত। পুনর্ব্বার এই নির্ব্বিকল্পে সমাধিস্থ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন কি সম্ভব হইবে? ৭৪।৭৫

अन्त्यलीलायां २य अः

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ঠাকুরের মথুরানাথের সহিত নবদ্বীপ তীর্থে গমন পথিমধ্যে বাবাজীকে স্বরূপ দর্শন নবদ্বীপে নৌকায় শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনাদি অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় অধ্যায় বর্ণিত হইল। অঃ ২ অঃ

अन्त्यलीलाया स्तृतीयोऽध्याय अः ३य

तीर्थं प्रत्यागमादूर्द्ध्वं कियत्काले गते सति।
भगवद्रामकृष्णस्य ज्येष्ठभ्रातुः सुतस्य हि ॥ १
देहपीड़ा विशेषेण सञ्जाता दक्षिणेश्वरे।
मत्वा मृत्युस्थितिर्मां पीड़ां भगवान् करुणानिधिः ॥ २
किञ्चित् कालमपि तस्य सान्निध्यं न जहात्यसौ।
अक्षयस्यान्तसमये तस्यास्थे योगदृष्टि तः ॥ ३
ददर्श देवतुल्यस्य प्राण संयाम मुत्तमं।
तर्हि देवोमुदं लेभे तत्काले नात्र संशयः ॥ ४
किन्तु दिनत्रयातीते शोकेना कुलितोभृशं।
शोकदुःखातीतो योगी तदैव समवदत् प्रभुः ॥ ५
ममापि मन्त्रे स्थानानि नियमानिमुवान्य ये।
मया न कालमेतत्त शोकाधिपत्य मुभोयथ ॥ ६

After some time on his return from pilgrimage, the son of his eldest brother fell seriously ill at Dakshineswar. Understanding that his illness was fatal, Shri Ramkrishna attended on him with constant care, and was delighted to see that Akshaya left this moral world for Heaven

But after three days he felt himself greatly afflicted with bereavement even though no earthly attachment could prevail upon him. He said that he could not guess that the pangs of bereavement would be so severe. 1 to 6.

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর নবদ্বীপ হতে প্রত্যাগমনের কিছুদিন পরে রামকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র অক্ষয় বিশেষ ভাবে পীড়িত হইলে ঠাকুর অক্ষয়ের শেষ পীড়া জানিয়া তাহার নিকটে সর্ব্বদাই থাকিতেন এবং মৃত্যুকালে ঠাকুর যোগদৃষ্টিতে অক্ষয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেবতুল্য ভ্রাতুষ্পুত্রের পরলোক গমন অতি উত্তম হইল জানিয়া সেই সময় ঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১।২।৩।৪

কিন্তু শোক দুঃখের পরপারে অবস্থিত ঠাকুর অক্ষয়ের মৃত্যুর তিন দিন পরে অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া সেই সময় বলিয়াছিলেন। শোকের জন্য আজ আমারও মর্ম্মস্থলে অত্যন্ত আঘাত হইতেছে। শোকের প্রবলতা এত ভয়ঙ্কর ইহা আমি জানিতাম না। ৫।৬

वियोगे दारपुत्राणां गृहस्थानां कीदृग्भवेत्।
एव मत्वय स्वर्गाय यत्यस्याच्चयो हरिः ॥ ७

भगवान् रामकृष्णस्तु योगशक्तिं न्ययोजयत्।
एत मत्वय संयानं सर्वयालौकिकं मत ॥ ८

इतःपर मासतोऽय द्वितीयवियोगो महान्।
ठाकुरस्योसमोमश्चो मथुरानाथ संज्ञकः ॥ ९

অন্ত্যলীলায়াং ৪র্থ স্কঃ

মথুরানাথ তুল্য শ্রীঠাকুর সম বৈষ্ণত।
সর্ব্বং যস্যাত্মবোস্য দেহ দৈহিকমাত্মনঃ ॥ ১০
কৃতকৃত্য মন্যমানোয়ত্ সেবা প্রাপ্তবান্ সুধী।
তদ্বিয়োগাদ্ভগবত শোকোঽভূদতি দারুণ ॥ ১১
জিজ্ঞাসিতায়া তদ্গত্যাং ঠাকুরঃ স্বয়মব্রবীত্।
মথুরো মুক্তি লাভার্থং ন কদাপি বিচেষ্টিত ॥ ১২

He wondered to think what could be the intensity of sorrow on the part of the people who lived with family He had another great shock at the death of Mathuranath *When he was asked* about the life after death of Mathuranath, he said that Mathuranath *never longed for salvation* 11 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ ভাবে ঠাকুর অক্ষয়ের অক্ষয় স্বর্গ কামনায় যোগশক্তির পরিচালনা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য অক্ষয়ের পরলোক গমন সর্বতোভাবে অলৌকিক হইয়াছিল। ৭।৮

অক্ষয়ের স্বর্গ গমনের পরই আর একটি খুব বড় শোক উপস্থিত হইয়াছিল। সেই শোকটি হইল ঠাকুরের অতি প্রিয় ভক্ত মথুরানাথের শোক। ৯

अन्त्यलीलायां ৩য় सः

যে মথুরানাথ ঠাকুরকে সাক্ষাৎ মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের মত দেখিতেন। এবং যিনি নিজের দেহ ও দৈহিক সম্বন্ধ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করিয়া নিজকে কৃতার্থ ভাবিয়া ঐকান্তিক ভাবে ঠাকুরের সেবাকার্য্য করিতেন। সেই মথুরানাথের মৃত্যুতে ঠাকুরের অতি ভয়ঙ্কর শোকাগ্নি উত্থিত হইয়াছিল। ১০।১১

আমরা তখন মথুরানাথের মৃত্যুর পর তাঁহার গতি কিরূপ হইল এইরূপ ভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন মথুর নিজের মুক্তির জন্য কখনও কোনরূপ কামনা করেন নাই। ১২

केवलं प्रार्थयामास सान्निध्यं मम भाग्यवान् ।
येनाहं भगवत् सेवां प्राप्स्यामि जन्मजन्मनि ॥ १३

भक्तानामपि वा सेवां वासनैवामतिर्म्मम ।
मद्वाञ्छापूरणं माताकरिष्यत्येव कालिका ॥ १४

मनोराजपिदेहं स प्राप्य श्रीमथुरोमहान् ।
श्रीभवतारिणीमातुः सेवाकार्ये सदासवान् ॥ १५

जननी रामकृष्णस्य तदात्र दक्षिणेश्वरे ।
स्वर्गोद्यानमवगाहार्थं पुत्र सान्निध्यहेतवे ॥ १६

स्थित्वा देवीगृहे देवीसाधनायां सदारता ।
सदा वामेश्वरी रामकृष्णस्यमध्यमाग्रजः ॥ १७

स्वर्गतोऽभूज्जन्मभूमौ हित्वा देहं जरायुजं ।
एवं निदारुणः शोकोऽहमातुर्हृदि ॥ १८

He desired to be fortunate enough to render holy services to gods and devotees. Goddess

Kalika had fulfilled his desire. The mother of Sri Ramakrishna was then staying at Dakshineswar. At that time the elder brother of Sri Ramakrishna, called Rameswar breathed his last at Kamarpukur. Understanding that this sad news would be a formidable shock to his mother, he prayed to the Goddess to save his mother from the shock. 13 to 18.

বঙ্গানুবাদঃ—

ভাগ্যবান মথুরাথ আমার নিকটে কেবল এই প্রার্থনা করিতেন। আমি যেন জন্মে জন্মে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি। অথবা ভগবানের ভক্তের সেবা করিতে পারি। ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। অতএব মাতা জগদম্বা, মথুরানাথের মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূরণ করিবেন। ১৩।১৪

অতএব মথুরানাথ সম্প্রতি রাজর্ষি দেহ পাইয়া মাতা ভবতারিণী কালিকার সেবাকার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। ১৫

সেই সময় এই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের গর্ভধারিণী মাতা চন্দ্রাদেবী গঙ্গাস্নান এবং গদাধরের নিকটে অবস্থান জন্য এই মন্দিরের মধ্যেই অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বদা সাধন ভজনে রতা হইয়াছিলন। ১৬

এই সময়ে ঠাকুরের মধ্যম সহোদর রামেশ্বর কামারপুকুরে ভৌতিক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেব দেহ প্রাপ্ত হইয়া দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন। ১৭

আমি জানি আমার বৃদ্ধা মাতা চন্দ্রাদেবীর অত্যুচ্চ হৃদয়ে এই ভয়ঙ্কর পুত্রশোক নির্দয়ভাবে বিশেষরূপে প্রহার করিবে, কষ্ট দিবে।

जानाम्यहं विशेषेण निर्दयं प्रहरिष्यति ।
एवं विचिन्त्य स देवो जनन्याः शोकशान्तये ॥ १८

मातुः शोकगदम्लाया सकाशे च सकातरं ।
प्रार्थयामास बहुशः शोकयस्तो गदाधरः ॥ २०

व्यर्थान प्रार्थना तस्य सफलाभूत सुनिश्चितं ।
पुत्र शोकातुरामाता यतस्तं श्रीगदाधरं ॥ २१

स्वीयशोकातिमग्नस्तं सान्त्वयामास सात्वदा ।
स्वकीर्ङेन्यस्यदेषो तमाशीर्वाद पुरःसरम् ॥ २२

उवाचशेषपुत्रत्वं शेषे मेऽग्निं प्रदास्यसि ।
एवं रामेश्वरे देवेकालधर्ममुपेयुषि ॥ २३

तस्य ज्येष्ठ सुतो रामलालः पण्डित उत्तमः ।
दक्षिणेश्वर आगत्य पूजाकार्येऽभवद्रतो ॥ २४ ॥

Goddess heard the prayer. The mother of Gadadhar took him to be sorely hit and came forward with words of solace and said that Gadadhar was only left to perform her funeral rites. The eldest son of Rameswar called Ramalal who was a great scholar was appointed to serve as a priest. 19 to 24.

বঙ্গানুবাদঃ—

এইরূপ ভাবিয়া ঠাকুর গর্ভধারিণীর শোক শান্তির জন্য শোকাতুর গদাধর জগদম্বা কালিকামাতার নিকটে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বহুতর ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৯।২০

বস্তুত ঠাকুরের প্রার্থনা জগদম্বা বিশেষ ভাবে পূরণ করিয়াছিলেন। বা প্রার্থনা সফল হইয়াছিল। কারণ ঠিক সেই সময়ে পুত্র শোকাতুরা চন্দ্রাদেবীই গদাধরকে শোকগ্রস্ত মনে করিয়া বহু প্রকারে সান্ত্বনা বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

পরন্তু মাতা চন্দ্রাদেবী পুত্র গদাধরকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া বলিয়াছিলেন। বাবা তুমি আমার কনিষ্ঠ পুত্র আশীর্ব্বাদ করি তুমি আমার শেষকৃত্য সুখাগ্নি করিবে।

এইরূপ ভাবে রামেশ্বরের পরলোক গমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ভবতারিণী কালিকার পূজা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ২৩।২৪

যুগ্মবস্বধিকে সূর্য্য শতাব্দে ঘটরেরবৌ।
ষোড়শ্যাহ্নি জন্মতিথৌ রামকৃষ্ণস্য ধীমতঃ॥ ২৫

শ্রীরাম ইতিকামাতা প্রস্থ নবতি বৎসরে।
মিবামৃত জলস্থাহি প্রযুক্তো জাহ্নবী তিনা॥ ২৬

গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্মেত্যুক্তাঞ্জলিপুরঃসরম্।
রবভালে ন্যস্তহস্তাথা রাম নামীশ্বরস্ত্যপি॥ ২৭

হিত্বান্তে লৌকিকং দেহং যদ্ধ বিস্ময়রূপকম্।
দেহং লব্ধা গতামাতা বৈকুণ্ঠাখ্যং পরপদং॥ ২৮

अन्त्यलीलायां ३य अः

ततः श्रीरामकृष्णस्तु मातु रन्त्येष्टिकां क्रियां ।
तदौर्द्ध देहिकं तद्वत् कृत्यं सर्व्वं यथा विधि ॥ २९
शोकात्तत्वादथ स्मार्त्तकर्म्मणां परिवर्जनात् ।
कैवल्यात्मयोगाद्वा गलिताखिलितास्तथा ॥ ३०

On the 16th Falgun in the Bengali year 1282, at the age of 95 years, Chandra Devi, mother of Sri Ramakrishna, left this mortal world as she stood in the holy Ganges with folded hands over her head and uttering holy names. Shri Ramakrishna got all funeral rites and sradh ceremonies duly performed by Ramlal, the eldest son of his elder brother Rameswar. *It might be that he did* not do them himself due to profound sorrow, or his not being entitled to perform such rites. 25 to 30.

বঙ্গানুবাদ :—

সন ১২ শত ৮২ সালে ১৬ ফাল্গুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্ম তিথি দিনে ৯৫ বর্ষে মাতা চন্দ্রাদেবী গঙ্গার জলে অর্দ্ধজলী অবস্থায় মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম বলিয়া গঙ্গাকে দর্শন করিয়া আজন্ম ভগবান রঘুবীর শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় প্রাণপাত পরিশ্রম কারিণী অন্তকালে শ্রীরামচন্দ্রের আরাধ্য নাম রাম রাম নাম বদনে উচ্চারণ করিতে করিতে পাঞ্চভৌতিক এই নশ্বর দেহ পরি-

अन्त्यलीलायां ३य अ

ত্যাগ পূর্ব্বক চিন্ময় বিশুদ্ধ ভগদ্দেহ লাভ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য ধাম বৈকুণ্ঠে স্বামী ক্ষুদীরামের সহিত মিলিতা হইয়াছিলেন। ২৭।২৮

এইরূপ ভাবে মাতার মৃত্যুর পর ঠাকুর শ্মশান কার্য চিতা পিণ্ডাদি আদ্য শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য অচিন্ত্য জ্ঞানাধার ঠাকুর শোকার্ত্তবশতঃই হোক স্মার্ত্তকর্ম্মের পরিত্যাগ জন্য অথবা সন্ন্যাসাশ্রমে যোগদান বশতঃ গলিতাঞ্জলি হেতু জানিনা যে কারণেই হোক ঠাকুর মাতা চন্দ্রাদেবীর মুখাগ্নি প্রভৃতি যাবদীয় কার্য্য মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের পুত্র রামলালের দ্বারা সুসম্পন্ন করাইয়া ছিলেন। ২৯।৩০।৩১।৩২

हेतुना येन केनापि ह्यचिन्त्यज्ञानगोचर ।
भगवान् रामकृष्णस्तु सुश्लोक्का दान पूर्व्वकं ॥ ३१

मातृकृत्य सुसम्पन्न कारया मास सुव्रत ।
मध्यमाग्रजपुत्रे ण रामलालेन वैतदा ॥ ३२

ब्राह्मणादीन्भोजयित्वा दानमानादिभिश्च स ।
नानास्थानागतान् सर्व्वान् पण्डितान् परितोष्य च ॥ ३३

मातुर्वैकुण्ठगमन प्रति सम्मेलनञ्च स ।
ददर्श भगवान रामकृष्णस्तु स्वय मेव हि ॥ ३४

योऽसौ केशव सेन नाम विदितो वेदेषुनिष्ठः सुधी
वेदान्तप्रतिपाद्यवस्तु प्रियदं जीवाय यच्छाम्यह ।
यत् सत्य परम परात्परतर ब्रह्मै व कैवल्यद
मत्वै व समिति चकार परमां ब्राह्मे तिनाम्नामहान् ॥ ३५

On this occasion he fed bramhins and distri buted gifts among them Keshab Chandra Sen

was the founder of Bramha religion, which aimed at the realisation of the Supreme Being. 31 to 35.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং দক্ষিণেশ্বরস্থ ব্রাহ্মণাদি ভোজন যথাসম্ভব পণ্ডিতবর্গের দান মানাদির দ্বারা সন্তুষ্ট করাইয়া ছিলেন। মাতা চন্দ্রাদেবীর বৈকুণ্ঠ গমন এবং সেই স্থানে পতির সহিত মিলনাদি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৩৩।৩৪

বিশ্ববিখ্যাত কেশব সেন নামে যে বেদজ্ঞ পণ্ডিত সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ বেদের সার বস্তু যাহা পরম সত্য মোক্ষপ্রদ ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম বস্তুকে আমি জগতের নরনারী সাধারণকে জানাইয়া দিব এইরূপ ভাবিয়া একটি সুমহান ব্রাহ্মসমাজ নামক স্থাপিত করিয়াছিলেন। ৩৫

> অস্য কেশব সেনস্য প্রয়াণ শ্রবণং যদা।
> জ্ঞাতং শ্রীরামকৃষ্ণেন ব্যথিতং বহুলং তদা ॥ ৩৬
> শোকযুক্তঃ শ্রীভগবানুবাচ করুণানিধিঃ
> মমাদ্য স অঙ্গমিদং প্রধানাঙ্গং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭
> শ্রীঠাকুরো গদিত্বৈবং কম্পজ্বরযুতোঽভবত্.
> প্রায়েণতিদ্দিনং যাবদাচ্ছাদ্যস্থূলবাসসা ॥ ৩৮
> কায়ং তন্যহীনস্তু পতিতো ধরণীতলে।
> কেশব সেন নির্যানাদ্‌ভবত্ শোক সাগরং ॥ ৩৯

ইতি শ্রীরামেন্দ্রবেন্দর- ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বিয়োগ পর্ব্বনি অন্ত্যলীলায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ন্তঃ ৪ তঃ ৫

Shri Ramakrishna was greatly pained to know of his death, and felt as if he had lost an active part of his own body. He was down with fever for three days. 36 to 39.

Here ends the third chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর এই কেশব সেনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছিলেন তখন তিনি অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া বলিয়াছিলেন আজ আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া গেল এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩৬।৩৭

এই কথা বলিয়া ভগবান কম্পস্বরে কাতর হইয়া তিন দিন দেহটিকে কম্বলাদি দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে শয়ন করিয়াছিলেন। এই কেশব সেনের পরলোক গমনের জন্য ঠাকুরের শোকসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। ৩৮।৩৯

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের অন্ত্যলীলার তৃতীয় অধ্যায়ে বিয়োগ পর্ব্ব বর্ণিত হইল ॥ অ ৩য়: ।

अथ अन्त्यलीलायाश्चतुर्थोऽध्याय: ।

इत परमतीतेषु त्रिपुवर्षेषु सा सदा।
पत्नी श्रीरामकृष्णस्य सारदा शारदा यथा ॥ १
पितालय समायाता शुभे दक्षवटी वटे ।
यत्रविराजितो देवोपति पूज्य परोगुरुः ॥ २
कदाचे श्रीरामकृष्णः सत्वा शय्यासने पृथक् ।

स्वपत्न्यै स्थानमददात कृपया करुणानिधिः ॥ २ ॥

पतिव्रता महाभागा रामकृष्णैक,मानसा ।

स्वामि सन्दर्शनात् साध्वी सत कृत्यावभूवह ॥ ४ ॥

पति शुश्रूषणपरा नियतं ब्रह्मचारिणी ।

अलौकिक मनोभावापति भावविभाविता ॥ ५ ॥

ममस्वामी जगत् स्वामीनास्य स्त्रीषु मिदायतः ।

जगदुद्धारणार्थायं सदात्मंयतां गतः ॥ ६ ॥

After three years Sarada Devi come to Dakshineswar with her father. Sri Ramakrishna made separate arrangements for her stay in his own room. She was not only devoted to her husband but also held him in a very high esteem because of his uncommon spiritual achievements and holy mission for the humanity. 1 to 6.

বঙ্গানুবাদ :—

ইহার পর প্রায় ৩ বৎসর অতীত হইলে সাক্ষাৎ মা দুর্গার মত ঠাকুরের পত্নী সারদা দেবী যে স্থানে পূজনীয় পরম গুরু স্বামী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিত্য বিরাজিত আছেন সেই মঙ্গলালয় পঞ্চবটী গৃহে পিতার সহিত আসিয়াছিলেন। ১।২

দয়াময় ঠাকুর পত্নী সারদা দেবীকে কৃপা পূর্ব্বক নিজ গৃহ মধ্যেই পৃথক্ ভাবে শয্যা ও আসনাদি দিয়া স্থান দিয়াছিলেন। ৩

কেবল মাত্র ঠাকুরে মনঃ স্থির পূর্ব্বক সেই মহাভাগ্যবতী পতিব্রতা সতী স্বামি সন্দর্শনে চরিতার্থা হইয়াছিলেন॥ ৪

अन्त्यलीलायां ४थ स्कः

সর্ব্বদা পতি সেবা পরায়ণা আলৌকিক মনোভাবা পতি ভাবে বিভাবিতা সেই ব্রহ্মচারিণী সারদা দেবী ভাবিতেন আমার স্বামী জগৎ স্বামী ভগবান্ ইহার স্ত্রী বা পুরুষে ভেদবুদ্ধি নাই। এবং সর্ব্বদা সর্ব্বজীবের মঙ্গলার্থে তন্ময়তা বা নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় অবস্থিত। ৫।৬

त्रेतायां योमयासार्द्धं रामोराजीवलोचनः ।
रक्ष कुल विनाशार्थमाविर्भूतःस्वयं हरि. ॥ ७
स एव द्वापरयुगेऽकरोत् क्रीडांमया सह ।
जातो यदुकुलाम्भोधौ कृष्णचन्द्रः कृपानिधिः ॥ ८
युगेऽधुनाधर्म्मंहीने कलौसोऽयं सनातनः ।
सन्मार्गदर्शनार्थाय जातो ब्रह्मकुले हरिः ॥ ९
भवदित्यव्ययमानेव ·कामारपुकुराम्बुधेः ।
उदितं तत् पर ब्रह्म नराकृति न संशयः ॥ १०
एवं श्रीरामकृष्णस्य स्वस्थाय सारदातदा ।
स्वरूपं सम्प्राप्तवतो स्वामिनः सुप्रसादतः ॥ ११
गतेचैवं कियत्कालेपत्यु पादतलेस्थिता ।
तत् पादयुगलं क्रोडे न्यस्य संवाहनादिना ॥ १२

"Sri Ramakrishna was Ramachandra who appeared with me in the Treta Yuga to kill Rakshasas, and Sri Krishna who played with me in the Dwapara yuga. He has now manifested himself as a Bramhin in this Kali Yuga to show the way to bliss and salvation to the suffering

humanity. He has deidcated himself to holy services but has not discarded me." Such was the thought of Sarada Devi about her husband. After some time one day she sat at the feet of her husband. 7 to 12.

বঙ্গানুবাদঃ—

ত্রেতাযুগে পদ্মপলাশলোচন স্বয়ং ভগবান যে দাশরথি রাম রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য আমার সহিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং দ্বাপর যুগে যিনি কৃষ্ণচন্দ্ররূপে যদু বংশে অবতীর্ণ হইয়া আমার সহিত লীলা করিয়াছিলেন। ৮

সেই সনাতন ভগবানই অধর্ম্ম প্রচুর কলিযুগে সম্প্রতি বেদোদিত সনাতন ধর্ম্মপথ দেখাইবার জন্য ব্রহ্ম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া কামারপুকুর নামক সমুদ্র হইতে নরাকৃতি পরব্রহ্মই উদিত হইয়াছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৯।১০

এইরূপে সেই সময়ে সারদা দেবী স্বামী ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুগ্রহে নিজের এবং স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন। ১১

এইরূপ ভাবে কিছুদিন গত হইলে কোন সময়ে সারদা দেবী স্বামীর পদতলে বসিয়া পাদপদ্ম দুইটি নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহার তুষ্টি সাধন পূর্ব্বক অতি নম্র ভাবে বলিয়াছিলেন। আপনি আমাকে কিরূপ ভাবে জানেন যদি আমার এই কথাটি আপনার রুচিকর হয় তবে আমার এই জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরদানে আমাকে কৃতার্থ করুন। ১২।১৩

मन्दाक्रान्तायां ४र्थ अ

परितोष्यपति माध्वी पप्रच्छविनयान्विता ।
वेत्सिमां कीदृशी त्वं हि प्रब्रूहि यदिरोचते ॥ १३

पृष्टश्चैव स भगवानुवाचालौकिकं वच ।
स्त्रीमात्रे मातृबुद्धिर्मेभोगेच्छाभावहेतुत ॥ १४

यामाता भवतारिणी सुखयुता श्रीमन्दिरेऽवस्थिता ।
या माता जननी स्वगर्भकुहरे धृत्वा प्रसूयापि मां
कल्याण मम कारयती स्वकसुखंत्यक्त्वाधितुच्छं सदा ।
निद्रायाति सुखेन याशुक तमादेवालये साम्प्रत ॥ १५

सैवाशीपद सेवन कृतवती मे चाद्य चित्ताद्भुत—
यामाता सकलार्थ साधन विधौ संसिद्धिदात्रीमता ।
सार या जगती मता सुखमयं विज्ञानक सुस्थिर
यच्छत्येव सदा ततस्तु महतागीतासदा सारदा ॥ १६

She asked her husband with great humility, "If you so like I request you kindly to tell me how you think of me" He replied "Anyone who is a female is my mother Goddess Bhabatarini who is now sleeping in the temple is my Mother who gave birth to me and it is she who is now very kindly and affectionately serving my feet She is the giver of all bliss and wisdom and hence she is called Sarada" 13 to 16

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুরকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর অলৌকিক অর্থাৎ জগতের কোন জীব কখনও তাহা বলিতে পারে না। সেইরূপ বাক্য ঠকুর বলিয়াছিলেন। ১৪

সেই বাক্যটি এইরূপ—আনন্দময়ী যে মাতা ভবতারিণী নাম ধারণ করিয়া মন্দির মধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং যে মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ পূর্বক প্রসব করিয়া নিজ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল মাত্র আমার কল্যাণ কামনা পূর্বক জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুরু যে মাতা সম্প্রতি দেবালয়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। ১৫

এবং যে মাতা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সাধনায় সিদ্ধদান করেন। সেই মাতাই দয়া পরবশ হইয়া আমার পদ সেবা করিতেছেন। এবং যিনি জগতের সর্ব জীবকে পরমানন্দময় বিজ্ঞান জনিত অচল অটল সারবস্তু সর্ব্বদা দিতেছেন এজন্যই তাঁহাকে শিব ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ সারদা বলিয়া নাম দিয়াছেন। ১৬

মাতস্ত্বং হি জগন্মাতৃ কৃপান্তরমবস্থিতা।
মৎপাদৌ ত্বদ্বদিন্যস্য সেবাকার্য্যং কারোষি হি॥ ১৭
যথাপিপত্নীরূপেণ জাতঃ পানিগ্রহস্তব ?
তদ্রূপা বরণা মাতস্তৎ মাতস্ত্বাধুনা মম॥ ১৮

মমৈব পত্নীত্বং দেবিযাস্বতী বেদসম্মতা।
তেনত্বামিহ সম্প্রাপ্তঃ সাম্প্রতং সুস্থিরা ভব॥ ১৯
বিস্মৃত্য পত্নীরূপাং ত্বাং জনামি মাতৃরূপিণীং।
যুগীত্যস্মিস্ত্বাং ন পশ্যামি পত্নীরূপেণ নিশ্চিতং॥ ২০

एव स्वतत्त्व सुज्ञाय सारदा स्वामि सन्निधौ।
ज्ञान विज्ञान सम्पन्ना बभूव पारमार्थिकी ॥ २१

अत पर तत्र समागतास्ते
वै पण्डिता भारत वासिमुख्या।
श्रीरामकृष्णस्य कृपाप्तये च
तथावतारत्व परीक्षणाय ॥ २२

"Thou art the Mother in another form Even if *I have married you, I am unable to behave like* a husband According to the codes of religion you are my wife and in this life I have got you as such I can only *advise you to restrain* yourselves and have patience I don't see you as my wife but I see you as my mother' Sarada felt herself *blessed with the truth and wisdom* imparted to her by her husband Thereafter some eminent pandits come to Dakshineswar to *test the divine power of Shri Ramakrishna* and to have his blessing 17 to 22

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব তুমিই জগদম্বার অন্যতম রূপ অবস্থান করিয়া আমার দুইটি পা নিজ হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক সেবা কার্য্য করিতেছ। ১৭

যদিও আমি অর্দ্ধাঙ্গিনীর প পাণিগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ তোমাকে বিবাহ করিয়াছি তথাপি সাধারণ পতি পত্নীর মত তোমার সহিত ব্যবহার করিতে পারিতেছিনা। তজ্জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ১৮

হে দেবি তুমিই আমার পত্নী ইহা বেদপুরাণে প্রসিদ্ধ। এজন্যই তোমাকে ইহলোকে এই জীবনেই পাইয়াছি। সম্প্রতি তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান কর ॥ ১৯

সম্প্রতি আমি তোমাকে পত্নীরূপে বিস্মৃত হইয়া মাতৃরূপে দেখিতেছি। বিশেষতঃ এই যুগে তোমাকে আমি পত্নীরূপে দেখিব না ইহাই আমার ধ্রুব নিশ্চিত ব্রত ॥ ২০

এইরূপে মাতা সারদা দেবী স্বামীর নিকটে নিজের যথার্থ স্বরূপের পরিচয় পাইয়া যথার্থ জ্ঞান বিজ্ঞান বিশিষ্টা হইয়াছিলেন ॥ ২১

তৎপরে এই দক্ষিণেশ্বরে ভারতবাসি কয়েকটি পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভগবদবতার কি না পরীক্ষা করিবার জন্য এবং বাস্তবিক যদি তিনি ভগবদবতার হন তবে তাঁহার কৃপা পাইবার জন্য ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন্ ॥ ২২

রত্নানি যৈঃ সুবিপুলানি সমুদ্ভৃতানি
রত্নানি যৈঃ সুলিখিতানি সুভাষ্যজানি।
রত্নৈস্তু যে দ্বিজগণা দুরিতানি যান্তি
রত্নানি তানি বিহ্নতানি দ্বিতর্করত্নৈঃ ॥ ২৩
দৃষ্ট্বা মহারত্নদ রামকৃষ্ণং
পরীক্ষ্য রত্নং সমুবাচ রত্নে।
যদ্যস্তি লিপ্সা পরমার্থ রত্নে
সদাসুতুষ্টং ধর রত্ন রত্নং ॥ ২৪
দৃষ্টানি তীর্থানি বহূনি ভূমৌ
স্থিতাঃ সদা তত্র সুসাধুবর্গাঃ।

ईदृग्विध किन्तु सुसाधुमध्ये
साधुर्नदृष्टो भगवत् स्वरूप ॥ २५

Amongst those pandits there was one called Tarkaratna who had given up all his wealth and treasure to get rid of all sins and to be blessed with divine knowledge After he had seen and tested "Sri Ramakrishna, he said, 'If anyone is desirous of gaining divine knowledge, he should submit himself at the feet of Sri Rama krishna I have seen many saints and ascetics in many holy places but none of them can be compared with Sri Ramakrishna who is the very embodiment of *Divinity* 23 to 25

বঙ্গানুবাদ :—

তন্মধ্যে তর্করত্ন নামে কোনও একটি পণ্ডিত যিনি বহুতর ধন রত্ন পরিত্যাগ করিয়া যে রত্নের দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই ত্রিলোকের জীবের সর্ব্ব প্রকার পাপ নাশ হয় সেই সকল পরম রত্ন স্বরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া সেই সকল রত্নই ভূষণ স্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। ২৩

তিনি অর্থাৎ সেই তর্করত্ন যদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রত্ন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি রূপ মহা রত্ন দানে সমর্থ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে দেখিয়া এবং পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন। যদ্যপি কোনও ব্যক্তির পরম পুরুষার্থ রূপ মহারত্ন লাভের ইচ্ছা থাকে তবে কাল বিলম্ব না করিয়া এই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শরণাপন্ন হন। ২৪

India. Another great pandit named Shashadhar was a famous speaker and his speech was as soft and pleasing as the light and lustre of the moon. Thakur went to hear his speech. At the end of his speech Thakur asked him, "Do you deliver your speech with the grace of the Goddess. You are gaining name and fame by pleasing your learned audience with your speech. 26 to 30.

বঙ্গানুবাদ :—

এই দক্ষিণেশ্বরের গুরুর গুরুর দেখিয়া এবং পাদপদ্মের সৌরভ পাইয়া আজ আমার জীবনের একটি মহান বস্তু লাভ হইল। যাহাতে আমি ইহাঁর দর্শন পাইয়াছি। অতএব আমি এই পুরুষোত্তমের নিকট প্রর্থনা করি আমাকে ভক্তিদানে কৃতার্থ করুন। ২৬

ভারত বিখ্যাত পরম পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে স্তব করিয়া স্বস্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং যে তর্করত্নের উপদেশে ভারতীয় পণ্ডিতগণের জ্ঞান দান করেন। ২৭

যে শশধর নির্মল আকাশে অবস্থান করিয়া স্নিগ্ধ কিরণদানে জগতের পূজনীয় হইয়াছেন। তদ্রূপ যিনি বাক্‌পটুতায় বা বক্তৃতা দ্বারা সাধারণের অন্তঃকরণে আনন্দ দান করেন এবং যে পণ্ডিত শশধর নামে বিখ্যাত এবং যিনি ন্যায় শাস্ত্রে চূড়ামণি উপাধি পাইয়াছেন। সেই শশধর তর্ক চূড়ামণির বক্তৃতা শুনিবার জন্য তাঁহার নিকটে যাইয়া ঠাকুর সেই চূড়ামণির সহিত আলাপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আপনি কি কৃপাময়ীর কিছু কৃপাকণা লাভ করিয়া এইরূপ বক্তৃতা দিতেছেন। ২৮।২৯

अन्त्यलीलायां ४र्थांशः

যেহেতু শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া লোকরঞ্জন কার্য্য করিতেছ এবং ইহা দ্বারা শান্তি পাইতেছ ত। শিক্ষিত লোক সকল আপনাকে খুব বড় পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। ৩০

प्रशं सन्ति विशेषेण भवन्तं बहु पण्डिताः ।
जगदम्बा कृपाबिन्दु मलब्ध्वा चेद्वदिष्यति ॥ ३१
न तेन कस्यापि भवेदल्पल्पमुपकारकं ।
वक्तृता च भवेद्व्यर्था सूक्ष चित्कारकल्पिका ॥ २
इत्युक्ता श्रीशशधर तर्कचूड़ामणिं प्रभुः ।
गतः स्वमालयं तस्य तस्थ ज्ञान मभूत्ततः ॥ ३३
आसीद्वाराणसी धाम्नि विजयी पण्डितो महान् ।
श्रीविशुद्धानन्दनामा वेदान्ते परिनिष्ठितः ॥ ३४
वेदान्ताध्यापनकारो बहु छात्र समन्वितः ।
तस्यासौ ब्रह्मानुभवी शास्त्रामोदी सुनैष्ठिकः ॥ ३५
वेदान्त वागीशोपाधिधारो तस्य सुबुद्धिमान् ।
छात्रो वङ्गोद्भवो ब्रह्मकुलेजातः सुपण्डितः ॥ ३६

"But all your eloquence will bring no good to any body if you have no grace of God." At these words Shashadhar Tarkachuramoni came to his senses and felt himself blessed. In the City of Benaras there was a famous pandit named Bishuddhananda who had many students. One of his students was Kalibar Vedantabagish who was a Bengalee bramhin. 31 to 36.

বঙ্গানুবাদ :—

যদি জগদম্বার করুণা লাভ না করিয়া শুষ্ক বক্তৃতা দাও তবে তাহাতে কিছুমাত্রও কাহারও উপকার হইবে না। ৩১

কেবলমাত্র তোমার চীৎকরাই সার হইবে। বক্তৃতার ফল কিছু মাত্র হইবে না। ঠাকুর এই কথা চূড়ামণিকে বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর ঠাকুরের সেই উপদেশেই চূড়ামণি পণ্ডিতের তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি লাভ হইয়াছিল। ৩২।৩৩

বারাণসীধামে বেদান্ত দর্শনে ঐকান্তিক অনুরক্ত বিশুদ্ধানন্দ নামে একটি খুব দার্শনিক বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু ছাত্রযুক্ত বেদান্ত দর্শনের অধ্যাপনায় রত শাস্ত্রানুশীলন কারী অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মানুভবী সন্ন্যাসী ছিলেন। ৩৪ ৩৫

সেইকাশীবাসী সন্ন্যাসী পণ্ডিত বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর অতিশয় বুদ্ধিমান্ বাঙালী ব্রাহ্মণ কালীবরবেদান্তবাগীশ নামে একটি পণ্ডিত ছাত্র ছিলেন। ৩৬

> যেন ব্রহ্ম সূত্র ভাষ্যং ব্যাখ্যাতং বঙ্গভাষয়া।
> স দক্ষিণেশ্বর আগত্য স্বয়ং ভগবতা সহ ॥ ৩৭
> যাস্তালাপাত্ পরম্প্রোক্তং বেদান্তবাগীশেন হি।
> বহুপুণ্যবলেনাদ্য শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনং ॥ ৩৮
> জাতং যেন সুজটিলং যাস্য সিদ্ধান্তজালকং।
> ধর্মা তত্ত্ব সমাধানস্তাস্য প্রাকৃত ভাষয়া ॥ ৩৯
> কর্তুং শক্নোমি কৃপয়া যেদমূর্তে মহাত্মনঃ।
> ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি সফলং জীবনং মম ॥ ৪০

अन्त्यलीलायां ४र्थं अः

एवमुक्त्वा भगवतः पादरेणुन प्रगृह्य सः ।
गतो वेदान्त वागीशो दृष्ट्वास्य योग वैभवं ॥ ४१
विद्यासागर संज्ञकोगुणवतां श्रेष्ठो महापण्डित
स्तं द्रष्टुं गत वानसौसुखतनुः श्रीरामकृष्णो हरिः ।
दृष्ट्वातं समुवाच सागरमहो कालोगतः क्षुल्लके
खातेऽस्मिन्नधुनाप्यगाधसलिले सम्मिलितः सागरे ॥ ४२

He explained Vedanta Philosophy in Bengali. Once he came to Dakshineswar and had a discussion with Sri Ramakrishna on the most complicated points of philosophy. Sri Ramakrishna unknotted the points very easily in a very simple language. Pandit Kalibar was astound with wonder at the profound knowledge and wisdom of Sri Ramakrishna. One day Sri Ramakrishna called upon the famous Pandit Iswarchandra Vidyasagar at his residence. As he saw Vidyasagar, he said, "So long I had been in a narrow canal. Now I find myself in the sea." 37 to 42.

বঙ্গানুবাদ :—

এই কালীবর পণ্ডিতই বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম বেদান্ত দর্শনের ব্রহ্ম সূত্রের বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রচার করেন। এই বেদান্তবাগীশ পণ্ডিতও ঠাকুরের বিষয় অবগত হইয়া স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহিত বেদান্তদর্শনের কঠিন কঠিন বিষয় আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন আজ আমি জল সমুদ্রের সহিত বহুতর পুণ্যের

ফলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের দর্শনলাভ করিলাম যাহার ফলে আর্য্য শাস্ত্রের অত্যন্ত জটিল বিষয়েরও এই মহাপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাধারণ ভাষায় মীমাংসা শুনিয়া ধন্য হইয়াম কৃতার্থ হইলাম। আজ আমার জীবন সফল হইল। এইকথা বলিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের যোগশক্তি দেখিয়া পদধূলী গ্রহণ পূর্ব্বক পণ্ডিত বেদান্তবাগীশ অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন। ৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১

সর্ব্বোত্তম সদগুণ বিভূষিত জগদ্বিখ্যাত মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিবার জন্য আনন্দঘন বিগ্রহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার গৃহে যাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া বলিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতকাল আমি খালে বা ডোবায় ছিলাম। আজ আমি অগাধ জলের আধার সাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছি। অতএব সম্প্রতি আমার আনন্দের সীমা নাই। ৪২

श्रुत्वोवाच स सागरः स सुजन' पीत्वाजल' वारिधे
र्लंघयाम्नितिमितः स्वधामपरम' गच्छाम्यहमासत्तम।
श्रीविद्याम्बुधिमापय' स भगवांश्छ्रुत्वाऽवदत्' तदा
ना विद्याजलधिर्भवांस्त्वयि कथ' घार' जल' सम्भवेत्॥ ৪৩
पीयुष सागरनिभ' पश्यामि दिव्यचक्षुषा।
भवन्त' वसुधादेव्याः पूर्णानन्दकर' सुत'॥ ৪৪
दन्तिनां बाह्य दन्तौ तु शोभार्थमेव केवल'।
दन्तान्तराणि खादार्थ विद्यन्ते मुख गह्वरे॥ ৪৫
तद्वल्लोक हितार्थाय वहिर्वि'द्योद्य सम्भव।
किन्तु त्वदन्तरे भाति भगवद्भक्ति सागरः॥ ৪৬

अन्त्यलीलायां ४र्थं अः

तदर्थमेव जगति सुप्रतिष्ठा मता तव ।
ततो विद्या सागरेण प्युक्तस्तत् सम्भवेत् कथं ॥ ४७

At this Vidyasagar sharply replied, "Oh respectable Sir, the taste of salt water of the sea will bring no satisfaction to you and so you shall have to go back to your place with great disappointment." In reply Sri Ramakrishna said, "You are not the sea of natural water, so how can salt water exist there. In my intellectual eye I find you to be the sea of milk, as you are a child of joy of our mother Earth. The tasks of an elephant are for show only but the teeth which are used for eating remain inside and are not seen. Likewise all your outward knowledge and learning are for the good of others but inwardly you are a sea of devotion to God. That is why your reputation has become firmly established in the world." Vidysagar said, "How is it ?" 43 to 47.

বঙ্গানুবাদঃ—

বিদ্যাসাগর মহাশয় পরমহংস ঠাকুরের এইরূপ কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন। হে সজ্জনাগ্রগণ্য মহাপুরুষ সম্প্রতি সাগরের নোনা জল খাইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া এই স্থান হইতে সর্বোত্তম নিজ ভবনে গমন করুণ। বিদ্যাসাগরের কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন। তুমি ত প্রাকৃত জলের সমুদ্র নয় অতএব তোমাতে ক্ষার জল কি সম্ভব হয়। ৪৩

अन्त्यलीलाया ४र्थ अः

আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দ্বারা পৃথিবীর পূর্ণানন্দ দাতা পুত্র অমৃতের সাগরের মত দেখিতেছি। ৪৪

হাতির বাহিরে দুইটি দাঁত শোভার জন্য থাকে কিন্তু অন্য সকল দন্ত খাইবার জন্য মুখের ভিতর থাকে। ৪৫

সেইরূপ বাহিরে তোমার সাধারণের উপকারার্থে বিদ্যার প্রভাব প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু তোমার ভিতরে অগাধ ভগবদ্ভক্তি আছে তজ্জন্যই তোমার জগতে খুব বড় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

তৎপরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? ৪৬।৪৭

तमुवाच ठाकुरस्तु ईषद्धास्य पुरः सरम ।
पटोल मालुकं वापि सिद्ध कोमलतां व्रजेत् ॥ ४८
अतीव कोमलं त्वान्तु पश्यामि ज्ञान सागर ।
ततस्तस्माद्विनिष्क्रम्य ठाकुरः शिष्यमुक्तवान् ॥ ४९
पुरुषोऽयं महात्यागी विद्यासागर नामकः ।
दर्शयित्वा निजं देहमुवाच परमार्थ वित् ॥ ५०
कर्ममुक्त्यस्य संयोगाद्विद्यादानस्य कर्मणः ।
नष्ट सम्भावनायैवानेन मुक्ति रुपेक्षिता ॥ ५१
बहूनां जन्मनामन्ते सागरो मुक्ति मेष्यति ।
एव मुक्ता सशिष्यः स प्रासवान्निज मन्दिरं ॥ ५२
अन्यं कः सिद्धपुरुषोवर्द्धमानाधिपस्यहि ।
सभापण्डितरूपेण विख्यातः पण्डितो महान् ॥ ५३

Thakur said with a smile, "When boiled, hard vegetables like potato etc. become soft. By

virtue of your vast knowledge I find you to be extremely soft." On his way back Thakur told his disciple that Vidyasagar was a great charitable person. "He has however, avcided contact with me who have renounced the wcrld because freedom from all earthly bondages may impoir his activities towards advancement cf knowledge and learning. He will attain salvation after many births," There was a famous pandit who was the king's scholar in the Court of the Maharaja of Burdwan, 48 to 53.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর একটু হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন দেখুন মহাশয় আলু বা পটোল স্বভাবতঃই কঠিন বা শক্ত কিন্তু সেই দুটিকে যদি সিদ্ধ করা হয় তবে অতিশয় কোমল হয়। সেইরূপ তোমার ভিতরে জ্ঞানের প্রভাব বিশেষ ভাবে বিদ্যমান আছে। অতএব তোমাকে অতিশয় কোমল ভাবেই দেখিতেছি। এই কথা বলিয়া ঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া শিষ্যকে বলিয়াছিলেন। ৪৮।৪৯

এই বিদ্যাসাগর মহাশয় মহা ত্যাগী পুরুষ এই কথা বলিয়া শিষ্যকে নিজ দেহটিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন। কর্ম্ম শূন্য আমি আমার সহিত মিলিত হইলে বিদ্যাসাগরের বিদ্যাদান কর্ম্ম নষ্ট হইবে এইরূপ মনে করিয়া আমার নিকট হইতে মুক্তি লইল না। বহু জন্মের পর বিদ্যাসাগর মুক্তি লাভ করিবে। এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর পঞ্চবটী গৃহে আসিয়াছিলেন। ৫০।৫১।৫২

अन्त्यलीलायां ४र्थ .ध्यः

ঠাকুরের জন্মভূমি কামার পুকুরে অবস্থান কালীন আর একটি সিদ্ধপুরুষ মহাপণ্ডিত ইঁহার নাম পদ্মলোচন ইনি বর্দ্ধমানের মহারাজার সভা পণ্ডিত বশতঃ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিলেন ইঁহার আকৃতি অতি সুন্দর স্বভাব অতি নির্ম্মলসর্ব্বদা শাস্ত্র ভাব শাস্ত্র চর্চ্চায় পরমানন্দিত হইতেন। ,৫৩৫৪

श्रीपद्मलोचनः शुद्धस्वभावोऽप्यतिसुन्दरः ।
नीचभावः कदाप्यस्य शास्त्रानन्देन नन्दितः ॥ ५४
अनेनैव सिद्धेश वरप्राप्तो महात्मना ।
पूर्व्वं शास्त्र विचारस्य सम्मुखं चालितं यदि ॥ ५५
भवेत्तर्हि सभायां वैजयीभवसि निश्चितः ।
सर्व्वत्रभाजयी चासौ तद्रूपेणाभवद्द्विजः ॥ ५६
मद्गेहा गमनस्यास्य निश्चाय ठाकुरस्तदा ।
पात्राणि जलशून्यानि कृत्वा तिष्ठन् सुखायुतः ॥ ५७
प्रविश्य पण्डित ख्यातो रामकृष्णस्य सद्मनि ।
निर्जलं सकलं पात्रं दृष्ट्वातिविस्मितोऽभवत् ॥ ५८
ममेष्ट देवता वरोऽस्माती मद् भार्य्ययापि च ।
यतोऽनेन सुविख्यातः स्वेष्टदेवस्ततो मम ॥ ५९
मत्वा विधायमत्तयास्य स्तवं स पण्डितोमहान् ।
कृपालब्धा यतोधीमान् रामकृष्णाख्यसद्मनः ॥ ६०

This pandit Padmalochana, was very gentle, honest and agreeable by nature and loved study and teaching of shastras. He was given a boon that he would surely defeat his opponents in a

debate if he had washed his face before the commencement of the debate. Accordingly he was always the winner. When Thakur came to know that the pandit was coming to hold a discussion with him, he kept all the pots empty and waited to have the fun. On entering the room of Thakur, the pandit became surprised to find all the pots empty. He wondered how the secret of his success which was not known even to his wife could not be known to Thakur. So he felt himself defeated and left the place with all humility and respect to Thakur. 54 to 60,

বঙ্গানুবাদ :—

এই পণ্ডিত ইষ্টদেবের নিকট হইতে এইরূপভাবে একটি বর পাইয়াছিলেন যে তুমি পণ্ডিতবর্গের সহিত শাস্ত্র বিচারের পূর্বে যদি নিজের মুখমণ্ডল বিধৌত করিয়া সভাস্থলে যাও তবে তুমি সভাস্থ সকল পণ্ডিতকে পরাজয় করিতে পারিবে। অতএব এই পদ্মলোচন পণ্ডিত পূর্বোক্তরূপে সর্বসভায় জয়ী হইতেন। ৫৫ ৫৬

ঠাকুর পদ্মলোচন পণ্ডিত আমার গৃহে আসিতেছেন জানিয়া গাড়ু ঘটী কলসী প্রভৃতি যাবদীয় জলপাত্র জল শূন্য করিয়া আনন্দ মনে অবস্থান করিতেছিলেন। এমত সময়ে পদ্মলোচন পণ্ডিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহে প্রবেশ করিয়া জল পাত্র সকল শূন্য দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। ৫৭,৫৮

षष्टाशीत्यायां ध्यं यः

এবং ভাবিয়াছিলেন আমার ইষ্টদেবতার প্রেমও বা আমার পত্নী পর্যন্তও জানেন না অতএব যে ব্যাপারই লোক ইনি বলেন ভাবিয়াছেন অতএব আমার নিশ্চিত রূপে ইহাই ধারণা হইয়াছে [illegible] ইনিই আমার ইষ্টদেব। ৫৯

তৎপরে সেই মহাপণ্ডিত ঠাকুরকে ইষ্টদেবতা জ্ঞানে স্তব স্তুতি করিয়া ঠাকুরের অনুগ্রহ লাভে কৃতার্থ হইয়া নিজ গৃহে যাইয়াছিলেন। ৬০

राढे इन्दास इत्याख्ये ग्रामे गौरोति पण्डितः।
मन्त्र चेतन्य पुरुषोविख्यातो दैव शक्तितः ॥ ६१
श्रीदुर्गाभ्यर्च्य नकाले स्वपत्नीं भव सुन्दरीं।
तस्याः तां पूजयामास भक्ति पूर्णं दिनत्रयं ॥ ६२
तपसा जगदम्बायाः तपसा योग शक्तितः।
हैतुना येन केनापि ग्रामेश्वरतले स्वयं ॥ ६३
प्रज्वाल्य काष्ठराशिञ्च धृत्वा होमं चकार सः।
किन्तु तदग्निनाऽस्य कोऽपि दग्धो नचाभवत् ॥ ६४
पण्डित पर्षदि तथा ग्राम गवेशमूर्त्ति धृक्।
पण्डितोऽयं हारि रे रे वदन्मुखैर्भयानकं ॥ ६५
ध्वनिं कृत्वा सभायां वै स तदा समुपाविशत्।
तदा पण्डित वर्गानां हृत्कम्पः समजायत ॥ ६६

In the village of Indas near Kamarpukur there was a pandit named Gouri who was famous for charms and spiritual power. He used to worship his own wife as Goddess Durga for three days

during Durga Puja Festival He also could hold burning wood on his palm without being afflicted by fire. When he would take his seat with the loud shout of "Hare Re Re," in the assembly of pandits all would tremble with fear. 61 to 66.

বঙ্গানুবাদ :—

রাঢ় দেশে অর্থাৎ কামার পুকুরের অনতি দূরে ইন্দাস গ্রামে গৌরীপণ্ডিত নামে দৈবশক্তিতে মন্ত্রসিদ্ধ বিখ্যাত সুপণ্ডিত বাস করিতেন। ৬১

এই গৌরীপণ্ডিত ৺শারদীয়া দুর্গা পূজার সময় সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী তিথিতে নিজ পত্নীকে দুর্গা ভাবিয়া পূজা করিতেন। ৬২

জগদম্বার কৃপায় অথবা যোগশক্তি বশতঃ কিম্বা যে কোনও যোগ শক্তিতেই হোক নিজ বাম হস্ততলে কাষ্ঠরাশি ধারণ পূর্ব্বক সেই সকল কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিয়া ঘৃত দিয়া যথাশাস্ত্র হোম করিতেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তথাপি তাঁহার হস্ত সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইত না। ৬৩।৬৪

এবং এই গৌরীপণ্ডিত পণ্ডিতগণের সভায় জ্ঞান গণেশের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হারে রে রে এই শব্দটি উচ্চারণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে সভায় বসিলে সেই সময় পণ্ডিতবর্গের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। ৬৫।৬৬

যতোঽস্যৈব জয়স্তত্র সভায়াং ভবতি ধ্রুবং।
এবং সর্ব্বে সভায়াং স স্মৈ হ সম্মান মানবান্ ॥ ৬৭

अन्त्यलीलायां ४र्थ घः

सोऽयं श्रीरामकृष्णस्य तद्गृहेण यदा विशत् ।
गर्ज तस्मादपि स्वोच्चरवं कृत्वा यतीश्वरः ॥ ৬৮
पण्डित स्कन्धमारुह्य सुकृपां कृतवानति ।
एवं भगवतः स्पर्शा दिष्टदेव स्वरूपकं ॥ ৬৯
मत्वा गौरी द्रुतं तत्त्वं विघ्नायतं गजाननं
गललग्नो भवद्वासा साष्टाङ्गं प्रणिपत्यतं ॥ ৭০
नमो विघ्नविनाशाय नमो मङ्गल हेतवे ।
नमो भगवते तुभ्यं गणाधिपतये नमः ॥ ৭১
पाशाङ्कुशौ कल्पलताविषाणं
दधत् स्वशुण्डाहित बीजपूरः ।
रक्तस्त्रिणेत्र स्तव नेन्दु मौलि
हारोज्ज्वलोहस्ति मुखोऽवतान्वः ॥ ৭২

Hence, he had always the undisputed superiority in every meeting and would win the highest honour. But when he entered the room of Thakur with his loud shout, Thakur pressed his shoulders with a more louder shout. By the touch of Thakur, Pandit Gouri felt that Thakur was none but his own presiding deity, Gajanan. So he fell at the feet of Thakur and prayed, "Oh lord, I bow down to you who relieve us of all our difficulties and give us all happiness." 67 to 72.

অতএব সকল সভাতেই গৌরী পন্ডিতের জয়লাভ হইত। এই রূপভাবে তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিতেন। ৬৭

কিন্তু গৌরী পণ্ডিত যেসময়ে ঠাকুরের গৃহে জ্ঞানগণেশের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রবেশ করিয়া ছিলেন সেই সময়ে ঠাকুর পণ্ডিতের অপেক্ষা আরও উচ্চৈঃস্বরে হারে রে রে ধ্বনি করিয়া পণ্ডিতের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক পণ্ডিতকে কৃপা করিয়াছিলেন। ৬৮

এইরূপভাবে ঠাকুরের অনুগ্রহে এবং তাঁহার স্পর্শমাত্রে ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ইষ্টদেব স্বরূপ গণপতি জানিয়া গলদেশে বস্ত্রের সহিত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক এইরূপভাবে স্তব করিয়াছিলেন। ৬৯।৭০

হে সর্ব্বমঙ্গলের আধার বিঘ্নবিনাশন গণাধিপতি আপনাকে পুনঃ পুনর্ব্বার নমস্কার করি। ৭১

হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব আপনিই পাশ অঙ্কুশ কল্পলতা ও একটি গজদন্ত ধারণ পূর্ব্বক বিরাজিত আছেন। এবং আপনার শিরোদেশে যাবদীয় সাধন ফলের বীজ দ্বারা পরিপূরিত রক্তবর্ণ বিগ্রহ ত্রিনয়ন মস্তকে নবোদিত চন্দ্র, হারাদি ভূষণে বিভূষিত জ্যোতির্ম্ময় হস্তিমুণ্ড আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ৭২

> नमो भगवते तुभ्यं वेद वेद्याय वेधसे ।
> जीवानामनुकम्पार्थं जातोऽसि पृथिवीतले ॥ ৭৩
> स्तुत्वैवं श्रीरामकृष्णं भक्त्या गदगदया गिरा ।
> जगाम स्वप्रियगणैः श्रीगौरी पण्डितोत्तमः ॥ ৭৪
> पण्डितानां गुणवतां साधुनां समवेतसां ।
> सर्वेषामेव सन्निधौ रामकृष्णः स्वयं हरिः ॥ ৭৫

यातितेषां दर्शनार्थं तत्तद्गेहे महामति ।
यदिकश्चिद्विज जन ठाकुर परिपृच्छति ॥ ७६
भवद्विध जनस्यैवमयाचित गति कथ ।
श्रुत्वैवं भाषणं तस्य ठाकुर स्मासुवाच ह ॥ ७७
भोवत्स यस्यास्ति गुणो विपुल स गुणी मत ।
धनस्य मान्य बाधकन्तु गुण पुत्र यथोदितम् ॥ ७८

Thus, after paying all homage to Thakur, Pandit Gouri left the place with his followers Thakur used to go to visit all talented persons If somebody would protest against such visits and say that for prestige's sake Thakur should not call at any body's house without invitation, Thakur would reply that men of lasting qualities and virtues were always honoured 73 to 74

বঙ্গানুবাদ :—

হে বেদ গোচর ভগবান জগৎ কর্তা আপনাকে নমস্কার করি। আপনি জীব সকলের উদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপ ভাবে গদগদ বাক্যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে স্তব করিয়া শিষ্যবর্গের সহিত গৌরী পণ্ডিত নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন।
৭৩।৭৪

সদগুণান্বিত সাধু সমদর্শী পণ্ডিতগণের দর্শনার্থে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব স্বয়ং প্রত্যেকের গৃহে যাইতেন। ৭৫

এজন্য যদি কোন মিত্র বা আত্মীয় ঠাকুরকে কহিতেন যে আপনার মত লোক এরূপভাবে অনাহূত হইয়া অন্যের গৃহে গমন

করা 'আমাদের কেমন মনে হয়। এইরূপ কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিতেন।

দেখ হে বাপু যাঁর প্রচুর সদ্‌গুণ আছে তাহাকে গুণী বলে। ■ বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য যাহা আছে তাহা বলছি শোন। ৭৮

मुक्ता हि जवया रक्ता जवा शुभ्रा न मुक्तया ।
भवेत् परगुणग्राही महीयानेव नेतरः ॥ ७९
अतोऽहं सज्जनगुणान् ग्रहीतुं व्यग्रतां गतः ।
तस्मान्महर्षि देवेन्द्र.केशव सागरादयः ॥ ८०
एतेषां कीदृशश्चास्ति गुणरत्नं सदाचितुं ।
तत्तत् सकाशं गच्छामि रत्नलाभाय निश्चितं ॥ ८१
अतः सत्सङ्गलाभाय मानवैर्यत्यतां सदा ।
सत् सङ्गेन विना कोऽपि मानुष्यं नाभि विन्दति ॥ ८२
अत्रोक्तं श्रीभगवता भक्त सुहृद्युद्धवं ।
सत्सङ्गे नहि दैतेया यातुधानाः खगामृगाः ॥ ८३
गन्धर्वाप्सरसोनागाः सिद्धाश्चारण गुह्यकाः ।
विद्याधरामनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियोऽन्त्यजाः ॥ ८४

He also said, "Pearl can take in the red complexion of Jaba flower but the latter cannot imbibe the whiteness of the former. It is only the great man who can appreciate the virtues of others. I am eager to appreciate the talents of talented men. It is why I go to see such great personalities as Maharshi Debendra Nath, Keshab Vidyasagar and others. Without good companion-

অন্ত্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ

সর্প সমূহ সিদ্ধ চারণ গুহ্যক ও বিদ্যাধরাদি এবং মানুষের মধ্যে ধর্ম্ম বণিক ধর্ম্ম ব্যাধ ব্রাহ্মণ পত্নীগণ রাজসিক বা তামসিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন অতি নীচ জাতি রুহিদাস প্রভৃতি চর্ম্মকারগণ সেই সেই যুগে ত্বষ্টা বা কয়াধুর পুত্রগণ বৃষ পর্ব্বা বলিরাজ বাণরাজময় দানব সুগ্রীব হনুমান ব্যাধ কুব্জা গোপীগণ ইহাদের মধ্যে একটি ও বেদ বা বেদান্ত শাস্ত্র পড়েন নি বা গুরু কূলে বাসও করেননি এবং ব্রত তপস্যার কিছু মাত্র অনুষ্ঠান না করিয়া কেবলমাত্র আমার সঙ্গ বশতঃই আমাকে পাইয়াছেন। এইরূপভাবে সৎসঙ্গ মহিমা শাস্ত্রে বলিয়াছেন॥ ৮৩।৮৪।৮৫।৮৬।৮৭।৮৮

রজ স্তমঃ প্রকৃতয় স্তস্মিং স্তস্মিন্ যুগে যুগে।
বহবোমৎ পদং প্রাপ্তা স্ত্বাষ্ট্র কায়াধবাদয়ঃ॥ ৮৫
বৃষপর্ব্বা বলির্বাণোময়শ্চাথ বিভীষণঃ।
সুগ্রীবোহনুমান্ ঋক্ষোগজোগৃধ্রো বণিকপথঃ॥ ৮৬
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজেগোপ্যোযজ্ঞ পত্ন্যস্তথাপরে।
তেনাধীতাঃ শ্রুতিগণা নোপাসীত মহত্তমাঃ॥ ৮৭
অব্রতাস্তাম তপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ।
এবং মৎসঙ্গমহিমাধর্ম্মশাস্ত্রে নিরূপিতঃ॥ ৮৮
অতঃপরং লক্ষণঞ্চ সাধোঃশৃণুবদামি ভোঃ।
যচ্ছ্রুত্বামুচ্যতে জন্তুর্জগদ্ঘোরাপার যাতনাৎ॥ ৮৯
ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানেন কুপ্যতি।
ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূতেহ্য তৎ সাধোস্তু লক্ষণম্॥ ৯০

"Twastra, Kayadhu Brisaparba, Bali, Bana, Maya: Vibhishana, Sugrib, Hanumana, Riksha, Gaja,

Gridhra, Kubja, woman of Brajadham and others who had not studied the Vedas, nor acquired any merit through austerity or penance attained salvation by the virtue of their companionship with me only. Such is the fruit of good companionship. Now I tell you the virtues of a holy man. He who never feels himself elated by honour, nor gets angry when insulted, nor utters harsh words in anger is a good or holy man. 85 to 90

বঙ্গানুবাদ :—

ইহার পর তোমাদিগকে সাধু বা সজ্জনের লক্ষণ বলিতেছি শোন। যাহা শুনিলে সংসার যাতনা সমূলে বিনাশ হয়। ৮৯

যাঁহাকে সম্মান করিলেও আনন্দিত হন না। অপমান করিলেও ক্রোধ করেন না বা ক্রুদ্ধ হইয়া কখনও কঠিন কঠিন কথা বলেন না। ইহাই সর্ব্বোত্তম সাধুর লক্ষণ। ৯০

आत्मानं पीडयित्वापि साधुः सुखयते परं।
ह्रादयन्नाश्रितान् हन्यो दुःखञ्च सहते स्वयं ॥ ৫१
यत् पूजायां भवेत् पुण्योत्थान यमदयां न।
पापसंघः सर्व नाश्च किमहो साधुसङ्गमः ॥ ৫२
साधूनां हृदयो धर्मो वाचोवीनः सनातनाः।
कर्मक्षयानि कर्माणि यतः साधुर्हरिः स्वयं ॥ ৫३
अतो दुःसङ्गमुत्सृज्यसत्सुसज्जेत बुद्धिमान्।
सन्त एवास्य छिन्दन्तिमनोव्यासङ्गमुक्तिभिः ॥ ৫४

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते

अन्त्यलीलायां ४र्थ अः

परमहंस्यां संहितायां अन्त्यलीलायां चतुर्थोऽध्याये श्रीसारदा देव्या, स्वामि सान्निध्यलाभ स्तथा विद्यासागरादि बहु पण्डितैर्वार्त्ता सत्सङ्गोपदेशश्च वर्णितः ॥ अः ४ र्थः ॥

He troubles himself to bring pleasure to others, just as a tree suffers to do good to its parasite creepers. A man becomes respectable, immortal and free from all sin by virtue of good companionship. Therefore, all wise men avoid bad companions and accompany the good. 91 to 94

Here ends the fourth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

अन्त्यलीलायाः पञ्चमोऽध्यायः ॥ अः ५ ॥

वदन्ति चैवं बहवो विचक्षणाः
श्रीरामकृष्णस्य न चास्ति शिक्षणम् ।
वेदे पुराणे खलु तन्त्र मन्त्रयो
स्तदयं मेतच्चरितं मयोच्यते ॥ १
कमी न ते वै जगतां परं गुरुं
दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः ।
विदन्ति वेद पुराणवाग् यतः
प्रकाशिता लोकहितार्थ मेव सा ॥ २
यदं शविहाः सुर मानवादयो
यल्लब्धबुद्ध्या प्रचरन्ति कर्मसु ।
स एव विज्ञानघनो हि संस्कृतां
वाचं न विन्दन्ति वदन्ति वातुलाः ॥ ३

It was said by some pandits that Sri Ramakrishna was not conversant with the Vedas, the Puranas and the Tantras etc. It was not correct. Those who are fond of earthly pleasure cannot know God from whom the Vedas, the Puranas etc. have emanated for the well-fare of humanity. They are void of intellect who can say that the Divinity whose a particle of intelligence can animate the world to move and work is ignorant of Sanskrit language. 1 to 3

অধ্যায়ে ঠাকুরের পুরাণাদিতে কিরূপ জ্ঞান ছিল তাহা বলা হইতেছে। ১

এই কলি যুগে দূষিত অন্তঃকরণ যে সকল ব্যক্তি কেবলমাত্র বাহ্য বিষয় সকলকে অর্থাৎ স্রক্ চন্দন ও বনিতাদি ভোগ্য বস্তু সকলকেই অতি প্রিয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ভগবান হইতে জগতের মঙ্গলের জন্যই বেদ পুরাণাদি প্রকাশিত হইয়াছে সেই পরম গুরু পরমেশ্বর ভগবানকে জানিতে পারেনা। ২

এবং ভগবানের অতি সূক্ষ্ম চৈতন্যাংশ বিদ্ধ হইয়া জীবগণ বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করতঃ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইতেছেন। সেই বিজ্ঞান ঘন স্বরূপ ভগবান সংস্কৃত বাক্য জানেন না এইরূপ বাক্য পাগলেরাই বলিয়া থাকে। ৩

वैकुण्ठं ठाकुरोऽप्याहभक्त मेकान्तिनं क्वचित् ।
मित्र भक्त भवध्यायार्थितं पठभोऽधुना ॥ ४
भक्तैरुक्तं पठ्यते किं मूलं वाल्मीकिरेव वा ।
ततः श्रीठाकुरेणोक्तं मूलमेव पठस्व भो ॥ ५
तच्छ्रुत्वा प्रवरः शिष्य मनस्येवं व्यचिन्तयत् ।
यत्किञ्चिद्देव भाषायां ज्ञानं मेऽस्तिसुनिश्चितं ॥ ६
ठाकुरस्यापितद्रूपं संस्कृते शास्त्र सागरे ।
यत्किञ्चिदेव पाण्डित्यं भाति नास्त्यत्र संशयः ॥ ७
किन्तु शास्त्र पठने शक्तिर्नास्ति मम ध्रुवं ।
तथापि ठाकुरस्याश्रालम्बन मत्यमङ्गलं ॥ ८
अतोऽहं पाठयामोदं मूलं संस्कृत मेवहि ।
अन्तर्यामी सुविज्ञाय चिन्त्यस्य त्ति विक्रियां ॥९

Once Thakur asked his favorite disciple, Baikuntha, to read out the episode depicting the life of Sabari, a holy devotee. Baikunth asked, "Should I read the original in Sanskrit or its translation in Bengali?" Thakur asked him to read out the original story in Sanskrit. At this, Baikuntha thought, "I, and so also Thakur, have little knowledge in Sanskrit. However it will not be wise to disobey Thakur. So I should read out the original in Sanskrit." Thakur understood the mind of Baikuntha. 4 to 9

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর একদিন প্রিয় ভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে বলিয়াছিলেন। ওহে সান্যাল এখন সিদ্ধ ভক্ত শবরীর চরিত্র পাঠ কর। সান্যাল বলিয়াছিলেন মূল সংস্কৃত পাঠ করিব না বাংলা অনুবাদ পাঠ করিব। ঠাকুর বলিয়াছিলেন তুমি মূল সংস্কৃতটিই পাঠ কর। ৫

শিষ্য প্রবর ঠাকুরের কথা শুনিয়া মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন দেব ভাষায় আমার জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র ইহা নিশ্চিত। অত্যন্ত দুর্বোধ্য সংস্কৃত শাস্ত্রে ঠাকুরেরও তদ্রূপ অতএব আমাদের উভয়েরই যে এ বিষয়ে অতি অল্প জ্ঞান এবিষয়ে নিঃসন্দেহ। বিশুদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে শক্তি নাই ইহা যথার্থ সত্য। তথাপি ঠাকুরের আদেশ যদি পালন না করি তাহাতে ভাল হইবে না। ৬।৭।৮

অতএব আমি মূল সংস্কৃতটিই পাঠ করি। এইরূপ নিশ্চয় করিলে অন্তর্যামী ঠাকুর অতি প্রিয় শিষ্য বৈকুণ্ঠনাথকে বলিয়াছিলেন ওহে বৎস আজ তোমার নিকটে আমার পরীক্ষা উপস্থিত হইল। ৯।১০

বঙ্গানুবাদ :—

এই পরম পবিত্র রামযণে ভয়ঙ্কর অরণ্য কাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ে মহর্ষি বাল্মিকী মুনি শবরীর সর্বোত্তম সাধন ও বিশুদ্ধ চরিত্র বলিয়াছেন যে সাধনার ফলে সেই সময় শবরী শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় অত্যন্ত দুর্লভ বিশিষ্ট পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গেরই বাসভূমি দেবালয়ে গমন করিয়াছিলেন। ১১।১২

সেই অধ্যায়ে যে সকল শ্লোক আছে সেইগুলি আমার মুখ হতে শোন। যে রামায়ণ শঙ্করের মুখ হইতে শবরী শ্রবণ করিয়া শ্রবণের ফলে সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ১৩।১৪

সেই শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবের অনুসন্ধানে যাইতে যাইতে পম্পা নামে পুষ্করিনীর পশ্চিম তীরে যাইয়া সেই স্থানে শবরীর পবিত্র আশ্রম দেখিয়াছিলেন। ১৫

तौतमाश्रम मासाद्य द्रुमै र्बहुभिरावृतं ।
सुरम्य मभिपश्यन्तौ शवरी मभ्युपेयतुः ॥ ১৬
तौदृष्ट्वातु तदासिद्धा समुत्थाय कृताञ्जलिः ।
पादौजग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ ১৭
पाद्यमाचमनीयञ्च सर्व्वं प्रादाद् यथाविधि ।
तमुवाचततोरामः श्रमणीं धर्म्म संस्थितां ॥ ১৮
कच्चित्ते निर्जिताविघ्नाः कच्चित्ते वर्द्धते तपः ।
कच्चित्ते गुरु शुश्रूषासफला चारु भाषिनि ॥ ১৯
कच्चित्ते नियतः कोप आहारश्च तपोधने ।
कच्चित्ते नियमाः प्राप्ताः कच्चित्ते मनसः सुखं ॥ ২০
रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्ध सम्मता ।
शशंस शवरी वृद्धा रामाय प्रत्युपस्थिता ॥ ২১

अन्त्यलीलाया ४म अः

Rama and Lakshmana approached Shabari as they passed through enjoying the beautiful scenery of the place. Sabari fell at their feet and welcomed them cordially. Sri Ramachandra enquired, "Have you any grievance? Are you doing well with your penance? Have your services to your superiors been fruitful? Are your habits moderate and controlled? Have you gained your peace of mind?" On hearing this. Shabari replied. 16 to 21

বঙ্গানুবাদঃ—

বহুতর বৃক্ষ বেষ্টিত পবিত্র আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ প্রবেশ পূর্ব্বক আশ্রমের চতুর্দ্দিকে অতি মনোরম দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে শবরীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৬

তখন সিদ্ধা শবরী তাঁহাদের দুই জনকে দেখিয়া উঠে দাঁড়াইয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের এবং জ্ঞানাবতার লক্ষ্মণের পাদপদ্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭

এবং যথা শাস্ত্র পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয়াদি দিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে পূজিত শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্মচারিণী সন্ন্যাসিণী শবরীকে বলিয়াছিলেন। ১৮

হে শবরী তোমার বিঘ্ন সকল দূরীভূত হইয়াছে ত। তোমার তপস্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে ত।

তোমার ক্রোধ উপশমিত হইয়াছে ত। আহারের সংযম করিতেছ ত। তোমার তপস্যার নিয়ম অর্থাৎ যখন যে অনুষ্ঠান

করা কর্ত্তব্য তাহা হইতেছে ত। তোমার মন সর্ব্বদা আনন্দে আছে, ত। হে সুন্দর ভাষিণী তুমি গুরু সেবার ফল ভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছ ত। ১৯ ২০

সিদ্ধ যোগীদিগের ও সমাদরণীয়া সিদ্ধা শবরীকে শ্রীরামচন্দ্র এইরূপভাবে জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধা শবরী শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। ২১

अद्यप्राप्ता तपःसिद्धि स्तव सन्दर्शनान्मया।
अद्य मे सफलं जन्म गुरवश्च सुपूजिताः २२
अद्य मे सफलं तप्तं स्वर्गश्चैव भविष्यति।
त्वयिदेव वरे राम पूजिते पुरुषर्षभ ॥ २३
तवाहं चक्षुषा सौम्य पूता सौम्येन मानद।
गमिष्याम्यक्षया ल्लोकान् त्वत् प्रसादादरिन्दम ॥ २४
चतुर्थ श्लोक मारभ्य यावत् स्यात्तु त्रयोदश।
शबरी रामसंवाद श्लोकाश्चैते मयोदिताः ॥ २५
अन्तराबहवः श्लोकाः सन्तितान्नाधुना वयं।
भोः पुत्र त्वां वदिष्यामः शेषं यत्तदुपदाम्यहं ॥ २६
कार्य्यैकाग्र मनसा सर्व्वलोक मलापहं।
द्वात्रिंशश्लोकादारभ्य षट् त्रिंशावधि पुत्रक ॥ २७

"To day I have attained the end of penance by your appearance before me. My life have been worth living, and I feel myself blessed." I have now told you from the fourth to thirteenth verses narrating the conversation between Ramachandra and Sabari. There are many other

verses of which I shall now tell you the concluding ones, extending from thirty-second to thirty-sixth verses." 22 to 28

বঙ্গানুবাদ :—

হে ভগবান আপনার দর্শনেই আজ আমি সিদ্ধি লাভ করিলাম। আমার জন্ম সার্থক হইল। গুরু পূজার ফল পাইলাম। তপস্যা সফল হইল। আজ আমি নিশ্চয় স্বর্গে যাইব। হে পূর্ণ ব্রহ্ম রাম তুমি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেবতা। তোমার দর্শন মাত্রে জীব মুক্ত হয়। ২২।২৩

হে সম্মান দাতা শুভ দর্শন রাম। তোমার মঙ্গলময় দৃষ্টিতে আজ আমি পবিত্র হইলাম। হে শত্রু তাপন রাম আজ আমি তোমার অনুগ্রহে ভগবল্লোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করিব। ২৪

আমি তোমাকে চতুর্থ শ্লোক হতে ১৩ ত্রয়োদশটি শ্লোক পর্যন্ত শবরীর সহিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কথোপকথন বলিলাম। ২৫

হে পুত্র তোমাকে যে সকল শ্লোক বলিলাম তাহার মধ্যেও অনেক শ্লোক আছে সেগুলি এখন বলিব না। সর্গের শেষে যে সকল শ্লোক আছে সেইগুলি বলিতেছি তুমি শোন। ২৬

যে সকল শ্লোক শুনিলে পাপ নাশ হয়। সেই শ্লোকগুলি ৩২ বত্রিশ শ্লোক হতে আরম্ভ করিয়া ছত্রিশটি শ্লোক পর্য্যন্ত। ২৭

তপোবলাৎ শবর্য্যা হি স্বর্গারোহণমুত্তমং।
যস্মিন্ শ্রুতে নরাণাং বৈ স্বর্গঃ সুনিশ্চিতোভবেৎ ॥ ২৮
তামুবাচ ততোরামঃ শবরীং সংশিতব্রতাং।
অর্চ্চিতোঽহং ত্বয়াভদ্রে গচ্ছকামং যথা সুখং ॥ ২৯

इत्येवमुक्ता जटिला चीरकृष्णाजिनाम्बरा।
अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वात्मानं हुताशने॥ ३०
ज्वलत्पावकसङ्काशा स्वर्गमेव जगाम सा।
दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना॥
दिव्याम्बरधरा तत्र बभूव प्रियदर्शना।
विराजयन्ती तं देशं विद्युत् सौदामनी यथा॥ ३२
यत्र ते सुकृतात्मानो विचरन्ति महर्षयः।
तत् पुण्यं शबरीस्थानं जगामात्मसमाधिना॥ ३३

"By virtue of her penance Shabari attained eternal bliss. Those who listen to this story become also blessed. Rama said to her, "Dear lady, I am very pleased with you. You may take your course as you like." At this Shabari cast herself into fire. She became transformed into a heavenly body and went to the heavens,"

28 to 33

নিজ দেহটিকে হোমাগ্নিতে বিসর্জ্জন দিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির মত দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। ৩০

পরন্তু স্বর্গীয় বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য ও চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিতা শবরী অতি সুন্দর দেহ ধারণ পূর্ব্বক সেই প্রদেশটিকে বিদ্যুতের আলোকের মত আলোকিত করিয়াছিল। এবং পুণ্যাত্মা মহর্ষিগনের স্থানে অর্থাৎ স্বর্গে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপই শবরীর অলৌকিক তপস্যা। ৩১।৩২।৩৩

ठाकुरस्य मुखात् श्रुत्वा शिष्यो वाक्यशून्यतां गतः ।
चरन् कथ मिमेषां संख्या सहित पूर्व्वकं ॥ २४
श्रीरामकृष्ण संस्थाच ठाकुरः स वदत्यहो ।
शास्त्राण्य 'मद मया न दृष्टं केन कुत्रचित् ॥ २५
यथा न शक्ता मात्स्यै शारदानिःस्रवत्तथा ।
समास्य नाहमश्वाय नाहं वस्तु समुत्सहे ॥ २६
एवं चिन्तापरीतं तं ठाकुरः पुनरब्रवीत् ।
इयं वैज्ञलभावानां युष्माकं मानतिः पुरा ॥ २७
स्थानेऽस्मिन्नागताः सर्व्वे स्थिताश्च बहुपण्डिताः ।
तेषामास्यान्मयाश्रुत्तेदं वेदान्त संहिता ॥ २८
रामायण भागवत धर्म्मशास्त्रादिकं श्रुतं ।
तत्सर्व्वंमङ्कितयासान्मम चित्तपटेध्रुवं ॥ २८

Hearing all these from Thakur, his disciple was struck dumb. He wondered how Thkur could recite so easily the Sanskrit verses with their numbers. Thakur again said to him, "I have kept

in my memory all these Shastras including the Vedas, Samhita, the Ramayona, the Bhagabat etc. which I have heard from Pandits who had come here." 34 to 39

অবানুবাদ :—

ঠাকুরের মুখ হইতে এইরূপ সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়া শিষ্য অবাক্ অর্থাৎ বোবার মত হইয়া ভাবিয়াছিল। ঠাকুর এই সকল শ্লোক অভ্যাস করার মত বিশুদ্ধভাবে পাঠ করিলেন। পরন্তু শ্লোক সকলের সংখ্যাই বা কিরূপে জানিতে পারিলেন ইহা অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। এরূপভাবে শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া মনে রাখা কেহ কখনও পারে নাই বা শুনেও নাই॥ ৩৪।৩৫

জোঁক নামক জলীয় কীটের মুখে চুন পড়িলে বা দিলে যেমন তার তৎক্ষণাৎ মুখ বন্ধ হইয়া যায় সেইরূপ আমার মুখ আর কথা বলিতে পারিতেছে না। ৩৬

ঠাকুর বলিলেন দেখ হে বাবু! এই দক্ষিণেশ্বরে তোমাদের মত ইংরেজী শিক্ষিত আসিবার পূর্ব্বে যে সকল পণ্ডিত আসিয়া থাকিতেন তাহাদের মুখ হইতে বেদ বেদান্ত সংহিতা রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র যে সকল শুনিয়াছি। সেই সকল আমার মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া আছে। ৩৭।৩৮।৩৯

ततः पुन रिदं वाक्य मुवाच ठाकुर स्तदा ।
इदं पुराण शास्त्राणि शृणुयात् कर्णवर्त्मना ॥ ४०
परन्तु तन्त्रोक्तदिशा साधयेत् साधकोत्तमः ।
प्रायेणास्मिन् कलियुगे सर्व्वे देवाः सुखासनाः ॥ ४१

अन्त्यलीलायां [illegible] थः

निद्रिता ह्यभवन् किन्तु द्वावेतौ जाग्रतः सदा ।
जगदम्बा मम माता काली कैवल्यदायिनी ॥ ४२
श्रीरामकृष्णो भगवानिति मे निश्चितं मतम् ।
साधका समनुध्यानात् पश्येयुर्नात्र संशयः ॥ ४३
पुनरप्येवमुक्तोऽहं ठाकुरेण महात्मना ।
पितुः करं प्रगृह्यैव बालको यदि गच्छति ॥ ४४
न तस्य पतनाद्भीतिरस्ति तेन स रक्षितः ।
दृष्टैवं श्रीठाकुरस्य साक्षात् श्रुतिधरस्य च ॥ ४५

"Those who worship the Goddess with undiverted concentration do not listen to the Shastras. In this Kali yuya, all gods and goddesses except Goddess Kali and Lo rd Ramkrishna are asleep. So those who are devoted to these two beome blessed. The child who goes along holding the hand of his father has no fear of falling down." 40 to 45

বঙ্গানুবাদঃ—

পুনরায় ঠাকুর বলিলেন উত্তম সাধকগণ বেদ পুরাণের কথা কাণে শুনিবে আর তন্ত্র মন্ত্র মতে সাধন করিবে। ৪০

এই কলিযুগে ইন্দ্রাদি দেবতা সকল প্রায়ই নিদ্রিত থাকেন। কেবলমাত্র আমার মাতা জগদম্বা কৈবল্যদায়িনী কালী আর রামকৃষ্ণ ইহাঁরাই জাগ্রত আছেন। ইহাই আমার সিদ্ধান্ত মত। ৪১।৪২

সাধকগণ আজ পর্য্যন্ত সাধনা দ্বারা ইহাঁদিগকেই প্রত্যক্ষ করিতে-

ছেন। ইহাতে বিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৪৩

ঠাকুর পুনরায় আমাকে বলিয়াছিলেন। বালক যদি পিতার হাত ধরিয়া যায় তবে সেই বালকের পতন জন্য ভয় থাকে না। যেহেতু পিতাই বালকের রক্ষক। ৪৪

সাক্ষাৎ শ্রুতিধর ঠাকুরের এইরূপ দিব্যশক্তি দেখিয়া প্রিয় শিষ্য বৈকুণ্ঠ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। ৪৫

अलौकिकीं महाशक्तिं शिष्यो विस्मयमाप्तवान् ।
एतेनास्य ठाकुरस्य शास्त्रज्ञानं कीदृग्विधं ॥ ४६
ये जानन्ति ठाकुरस्य ज्ञानविज्ञानवैभवं ।
तैरेव तस्य भक्तैर्हि सम्यक् तेनानुमीयते ॥ ४७
साक्षाद्भगवतो यस्य लीलालीलातिगाहियतिः ।
आचार पालनन्तस्य लोकशिक्षण हेतवे ॥ ४८
शौचात् परं ठाकुरस्तु युवकं कञ्चिदब्रवीत् ।
अधुना जलमानीय मत् पादक्षालनं कुरु ॥ ४९
तेनाप्युक्तं क्षयस्थं तत् गृहस्य नास्ति शोधनम् ।
श्रुत्वैवन्तद् युवकस्य भाषणं हास्यपूर्व्वकं ॥ ५०
उवाच यद्यहं ह्यद्य मूत्रयामि समुत्थितः ।
तर्हि भो स्यालका यूयं मूत्रयन्ति पदम्पदं ॥ ५१
यतो वो मङ्गलार्थं मे आचार प्रतिपालनम् ।
सदाचार शिक्षणस्य सूपायमत्र पश्य च ॥ ५२

The disciple became very much surprised to see such divine power of Thakur. This showed how profound was the knowledge of shastras of

Srt Ramakrishna. He who had raised himself far above purities and impurities abided by the rules and regulations only to set examples to teach the ways to others. One day after nature's call Thakur came back to the door of his cottage and asked a young man to wash his feet. At this, the young man said, "How is it that you who are free from all impurities need purification?" Thakur replied with a smile, "I abide by rules to bring good to you so that you may not have any reason to defy them. Indeed one who does not abide by rules is sure to be unhappy here and hereafter." 46 to 52

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ ব্যাপারে এই ভগবান ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শাস্ত্রজ্ঞান কিরূপ যেসকল ভক্ত জানেন তাঁহারাই সহজে অনুমান করিতে পারিবেন। ৪৬ ৪৭

যে ভগবানের শুদ্ধি এবং অশুদ্ধির পরপারে অবস্থান। তাঁহার সদাচার পালন কেবলমাত্র লোকশিক্ষা দিবার জন্য। ৪৮

ঠাকুর কোন একদিন শৌচকার্য্য শেষ করিয়া গৃহের নিকটে আসিয়া একটি যুবক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন তুমি জল আনিয়া আমার পা ধুইয়া দাও। ৪৯

যুবক শিষ্য ঠাকুরের কথা শুনিয়া বলিল যাঁহার নামে লোক শুদ্ধ হয় সেই নিত্য শুদ্ধ বস্তুর আবার শুদ্ধি হইা কিরূপ? সেই যুবক শিষ্যের কথা শুনিয়া ঠাকুর হাস্য পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। ৫০

অন্ত্যলীলায়াং ৭ম অঃ

ওহে চঞ্চল যুবক দেখ যদি আমি দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করি তাহলে তোমরা শালারা ঘুরে ঘুরে মুতবে। ৫১

অতএব তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমার এই সদাচার পালন। কারণ সদাচার শূন্য ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোকে সুখ হয় না। ৫২

अथान्यस्मिन्दिने भक्तो बलराम वसुः शुचिः ।
शौचशेषे सदाचारो देहशुद्धिं प्रकल्पयन् ॥ ५२
दूरे दण्डायमानस्तं दृष्ट्वान्तर्यामी ठाकुरः ।
तत्करं स्वकरेणैव विधृत्य सहसा प्रभुः ॥ ५४
समानीय स्व सान्निध्य मुवाच त्वं सदा शुचिः ।
ये काम्य कर्म्मिणो लोकाः संसार पथवर्त्तिनः ॥ ५५
तेषामेवसदाचार पालनं शास्त्रसम्मतम् ।
सत्सङ्गेन विशुद्धा ये भगवन्तं समाश्रिताः ॥ ५६
तेषां शुद्ध शरीराणां शौचाशौचेन तिष्ठतः ।
भगवच्चरणाच्छुद्धिः सर्वावस्थासु सर्वदा ॥ ५७
श्रीकण्ठ स्वयमेवाह भक्तप्रवरसुव्रतं ।
शुकदेवास्य गलित श्रीमद्भागवतान्तरे ॥ ५८

One day Balaram Basu who was a very good devotee and a man of good manners and habits, was found to be waiting to wash himself. Thakur caught him by the hand and dragged him near to himself saying, "All these processes of purification are for them who live a family

life and serve the will of others. But those who purified themselves by holy companionship need not think of purities and impurities. In any state you are always pure as you remember God. In the Srimath Bhagabat of Sukadev, Lord Krishna told his devotee Uddhab." 53 to 58

বঙ্গানুবাদ :—

অন্য আর একদিন অতি পবিত্র সদাচারী ভক্ত বলরাম বসু শৌচ কার্য্য সমাপন করিয়া বস্ত্র ও গাত্র ধৌত করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া কিঞ্চিদ্দূরে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া অন্তর্যামী ঠাকুর হঠাৎ নিজ হস্তে বলরামের হস্ত ধারণ করিয়া নিজের কাছে বসাইয়া বলিয়াছিলেন ওহে বলরাম তুমি সর্ব্বদাই শুচি। অতএব তোমার শুদ্ধ দেহ অশুচি হইতে পারে না। যে সকল সংসারী বা সৎকর্ম্মে আসক্ত তাঁহাদেরই সদাচার পালন করা কর্ত্তব্য। ৫৪।৫৫

যে সকল লোক সৎসঙ্গ বশতঃ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ হইয়া ভগবানকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেন সেইসকল বিশুদ্ধ দেহধারী ভক্তের শুচি অশুচি বলিয়া কিছুমাত্র থাকে না। তাঁহাদের সর্বদাই ভগবৎ স্মৃতি থাকায় সকল অবস্থায় সর্বদা শুচি থাকেন। ৫৬।৫৭

মুক্ত পুরুষ শুকদেবের মুখনির্গত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ভক্ত-চূড়ামণি উদ্ধবকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। ৫৮

ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वा नपेक्ष कः ।
सलिङ्गानाश्रमां स्त्यक्त्वाचरेदविधि गोचरः ॥ ५९

अन्त्यलीलायां पञ्चमः

तावत् कर्म्माणि कुर्व्वीत न निर्विद्येत यावता ।
मत् कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ ६०
अतोऽत्रठाकुरेणैव कृतः सिद्धान्त उत्तमः ।
अधिकारि विभेदेन सदाचारः प्रदर्शितः ॥ ६१
युवकस्य सदाचारं समान्यं नोक्तवान् प्रभुः ।
बलराम सदाचारो विशेषेण प्रदर्शितः ॥ ६२

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्ण देवपत्नी सारदाया स्वतत्त्व विज्ञानं पण्डित वर्णानां कृतार्थी करणं अतिथिसत्कारादि विज्ञापनं शौचाशौच स्वरूप कथनादिरूपोऽन्त्यलीलायाः पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५मः ।

"Those who have attained divine wisdom, or have given up all attachments or have dedicated themselves to God, have nothing to obey or abide by. Rules and regulations are for them who have attachments and no profound faith in God. *The rules of the shastras vary according to* the merit, and as such the rules which the aforesaid young man should follow do not hold good in the case of Balaram." 59 to 62

Here ends the fifth chapter of Antyolila of Shri Shri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

জ্ঞানী সন্ন্যাসী বা আমার নিকাম ভক্ত হইয়া, যাঁহারা বহির্ভূত হইয়া 'বিধি-নিষেধ' মানিয়া পূর্বক বিচরণ করিবেন। ৫৯

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

যতদিন পর্য্যন্ত বৈরাগ্যের উদয় না হয় অথবা ভগবৎ কথায় ঐকান্তিক বিশ্বাস না জন্মে ততদিনই মানুষ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিবেন। ৬০

এখানে ঠাকুর এইরূপ সিদ্ধান্তই উত্তম বলিয়া মনে করেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তির অধিকার যেরূপ তিনি সেই মত শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালন করিবেন। ৬১

ঠাকুর যুবক শিষ্যের সদাচারটিকে সাধারণের মত দেখাইয়াছেন। এবং বলরাম বসুর সদাচার বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন। ৬২

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে অন্ত্যলীলার পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাক্ষাৎ শ্রুতিধরত্ব ও সদাচারাদি বলা হইল। অঃ ৫ অঃ।

अन्त्यलीलायां षष्ठोऽध्यायः

अथ मातृवियोगात् स पूर्व्वस्मिन् वत्सरे प्रभुः ।
मधुमाससमध्यमार्थे प्राप्त धर्म्मावलम्बिना ॥ १
नेतारं पवित्रतरं महाभाग सदाशयम् ।
श्रीकेशवचन्द्र सेनं वरेण्यं लोकविश्रुतं ॥ २
द्रष्टुमत्यन्तमुद्विग्नो बभूव भक्तवत्सलः ।
तदा केशव सेनस्तु कलिकाता समोपत. ॥ ३
जयगोपाल सेनस्य विल्वघरिया ग्रामके ।
उद्यान वाटिका मध्येस्थितः परम यत्नतः ॥ ४
ठाकुरोऽपि तदुद्यानं जगाम हृदयेनवै ।
एवं श्रीरामकृष्णस्य देवस्य शुभ दर्शनं ॥ ५

अन्त्यलीलायां ६৪ अः

प्राप्त' केशव सेनेन पुण्यपुञ्जप्रभावतः ।
भावभावित वाक्येषु ठाकुरस्य स केशवः ॥ ६

A year before the death of his mother, Thakur was very anxious to see Keshab Chandra Sen who was the famons scholar and leader of Brahma religion. At that time Keshab was residing in the house of Joy Gopal Sen in Belghoria near Calcutta. Thakur went to that place with Hriday. Keshab was much impressed by the divine and devotional words of Thakur. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর মাতৃবিয়োগের এক বৎসর পূর্ব্বে চৈত্র মাসে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের নেতা বিশিষ্ট পণ্ডিত মহাভাগ্যবান্ অতি উচ্চহৃদয় জগদ্বিখ্যাত কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়কে দেখিবার জন্য ভক্তবৎসল ঠাকুর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। ১।২

সেই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন কলিকাতার সন্নিকটে বেলঘরিয়া গ্রামে জয়গোপাল সেনের বাগান বাটীতে পরম সুখে অবস্থান করিতেছিলেন। ৩.৪

ঠাকুর হৃদয়ের সহিত সেই বাগান বাটীতে উপস্থিত হইলে কেশব সেনও বহু পুণ্যফলে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। ৫

এবং ঠাকুরের ভক্তিভাবিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মবাদী কেশব সেনও ভক্তিধারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছিলেন। ৬।৭

अन्त्यलीलायां ६४ अः

अभेद ब्रह्मवादी च भक्त्या सृष्टो बभूव ह ।
परन्तु श्रीरामकृष्णं पूजयामास भक्तितः ॥ ৭
तेन सर्व्वैः कलिकाता वास्तव्यै र्मानवै स्तदा ।
विदितो रामकृष्णस्तु केशवेन प्रपूजितः ॥ ৮
अपूर्व्व साधकत्तम उदितो दक्षिणेश्वरे ।
एवं नानादिग्विदिक्षु प्रभावस्य प्रभोस्तदा ॥ ৯
प्रचारः पूर्णतां प्राप्तः प्राज्ञानां पूर्णसङ्गमात् ।
एवं ब्रह्म समाजस्योपरि श्रीठाकुरस्य च ॥ ১০
प्रभुत्वस्य प्रकाशोऽभूद्विशिष्टय समादरः ।
प्रकाशकेष्वन्यतमो ब्राह्म धर्म्मस्य येन सः ॥ ১১
विजयकृष्ण गोस्वामी स्व मतं परिवर्त्तितं ।
ज्ञात्वा ब्राह्मसमाजश्च तत्याज यदनुग्रहात् ॥ ১২

Keshab sen who believed in one undivided entity was much attracted by devotional approach to God as enunciated by Sri Ramkrishna, and thereupon he appreciated the greatness of Sri Ramkrishna with great regard. Soon the news that Keshab Sen had worshipped Sri Ramakrishna with great devotion spread all over Calcutta, and the fame of Sri Ramakrishna as agreat saint spread far and wide. Thakur secured a great influence over Brahma community. Bijoy Krishna Goswami who was one of the greatest exponent of Brahma religion became converted to Hindu religion, by the grace of Sri Ramakrishna. 9 to 12

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তজ্জন্য কলিকাতা বাসী জনসাধারণ সেই সময়ে জানিয়াছিলেন যে কেশব সেনের মত একজন মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া পূজা করিয়াছেন। ৮

অতএব দক্ষিণেশ্বরে একটি ভগবতুল্য অত্যুচ্চ সাধক উদিত হইয়াছেন। এইরূপভাবে ঠাকুরের প্রভাব নানাদিকে পূর্ণরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার বিশেষ কারণ এই যে সেই সময়ে ঠাকুরের দর্শনার্থে পণ্ডিতগণ প্রায় দক্ষিণেশ্বরে গমনের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেন। এইরূপভাবে ব্রাহ্মসমাজেও ঠাকুরের বিশেষ ভাবে প্রতিপত্তি হইয়াছিল; এবং তাঁহাদের দ্বারা পূজিতও হইতেন। ৯।১০

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকের মধ্যে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরের সংসর্গে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক সনাতন কুলধর্ম ভগবদ্ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১১।১২

श्रीदक्षिणेश्वरोद्यानि तदारभ्य महात्मनः।
अभुत पूर्व्व भावस्य महाशक्ति युतस्य च ॥ १३
साधकस्य सुप्रभावी व्याप्तो नाना कदुप्सुहि।
दक्षिणेश्वर धाम्नोऽभो नाना जन समागमी ॥ १४
महातीर्थ स्वरूपोऽभूत्ताघ पाद समाश्रयात्।
ब्राह्मण: क्षत्रियो वैश्य शूद्रः शङ्कर जातय: ॥ १५
ब्रह्मज्ञानी धनी मानी पण्डितो व्यवसायका:।
सन्न्यासी ब्रह्मचारी च वैद्या वैज्ञानिका स्तथा ॥ १६
विचारका राजभृत्या न्यायुक्त पदधारिण:।
सर्व्वेऽप्यत्र समायाता: नृ स्व हृति पन्नग्न च ॥ १७

अन्त्यलीलायां ६४ श्लः

कोऽपि वा वित्तदानाय विशेषेण समुत्सुकः ।
तथान्ये वित्तलाभार्थमागता बहुदूरतः ॥ १८

From that time onwards the glory of Sri Ramakrishna radiated far and wide, and due to constant pouring in of large number of visitors Dakshineswar temples became one of the holiest places of the world. People irrespective of caste or creed flocked to Dakshineswar from far off places, some to spend money on holy services and some to earn money from pilgrims. 13 to 18

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় হইতেই ঠাকুরের মহাভাব বা মহাশক্তির প্রভাব চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সান্নিধ্য বশতঃ দক্ষিণেশ্বরের বাগানটি মহা তীর্থে পরিণত হইয়াছিল। ১৩।১৪

এমন কি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নীচ উচ্চজ্ঞানী ধনী মানী পণ্ডিত ব্রহ্মচারী ব্যবসায়ী সন্ন্যাসী বৈদ্য বৈজ্ঞানিক বিচারক রাজদূত ও অন্যান্য পদধারী ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ কামনা পূরণার্থে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। ১৫।১৬।১৭

কেহবা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ঠাকুরকে অর্থ দিবার জন্য কেহবা বহু দূর হতে অর্থ প্রাপ্তির আশায়, কেহবা রোগ মুক্তির জন্য কেহবা পুত্রকে বশীভূত করিবার জন্য কেহবা মোকদ্দমায় জয় লাভের জন্য কেহ পুত্র লাভার্থে এইভাবে বহুতর ব্যক্তি বহুতর কামনা পরিপূরণার্থে অগাধ গম্ভীর অর্থাৎ অচঞ্চল ঠাকুরকে অতিশয় চঞ্চল করিয়াছিল। ১৮।১৯।২০

रोगनाशार्थं मन्ये वा स्त्रीपुत्र वश्यतेच्छया ।
राजद्वारे जयार्थं वा पुत्र प्राप्त्यर्थमथवा ॥ १९
एवं नाना जना नाना कामना पूर्त्ति हेतवे ।
अनाथ गम्भीरमपि चञ्चलं चक्रुरेवतं ॥ २०

सदैव माया परिमुक्त चेतसः ।
श्रीरामकृष्णस्य मुखारविन्दतः ।
उदात्त शब्दः सुमहान् समुत्थितो
ह्यहं सुदग्धो विषयस्य वार्त्तया ॥ २१

देहीतिमन्त्रं सुख भोगरूपे
स्त्रीकाञ्चने वाक्यचयेन सर्व्वदा ।
दग्धीकृतो तैः श्रवणे निरन्तरं
एतान्न मां पान्तु मदीय किङ्कराः २२

कुत्रस्थिता स्ते विषयादिरागिणो
मदीय भक्ताः खलु ते सुसत्वरं ।
आगत्य सर्व्वं मम कार्य्य भारं
संप्रहरन्तु दुराशयादितः ॥ २३

Some came to be cured of their disease, or to tide over family troubles, or to have a favorable decree of the Court of Law, or to have a child born to them. Thus people came there to have their various desires fulfilled. Thakur became very much perturbed and said, "I am greatly afflicted with all these prayers for

earthly comfort and pleasure. Oh my devotees and followers, come quickly to relieve me of my troublesome task." 19 to 23

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় সর্ব্ব কামনা শূন্য বিশুদ্ধান্তঃকরণ ঠাকুরের মুখারবিন্দ হইতে জগতের মঙ্গলের জন্য যে অত্যুচ্চ শব্দ উদিত হইয়াছিল তাহা এইরূপ অর্থাৎ আমি বিষয় বিষের জ্বালায় পরিদগ্ধ হইতেছি কেবল মাত্র এইরূপ বার্ত্তাই শুনিতেছি যে আমাদিগকে স্ত্রী দাও কাঞ্চন দাও তাহাতেই আমরা সুখী হইব এই সকল বার্ত্তায় আমার কর্ণদ্বয় দগ্ধ হইতেছে। অতএব এমত সময়ে আমার ভক্তবৃন্দ আমার কাছে আসিয়া আমায় রক্ষা কর। ২১।২২

বিষয়মুক্ত আমার শিষ্যবর্গ এখন কে কোথায় আছ। তোমরা শীঘ্র আমার নিকটে আসিয়া আমার কার্য্যভার গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে এইরূপ দুষ্ট ভাব হতে পরিত্রাণ কর। ২৩

एव स्वप्रभाव विभावितात्मनः
प्रपद्येच्छयाकृष्ट तदीय पार्षदाः ।
जगद्धितायैव गृहीत सत्त्वयः
प्राप्नुवते श्रीगुरुपाद सन्निधिं ॥ २४
तेनैव लभ्यं विमलं विशिष्टं
स्थानं समत्वाधिगमं पुराणं
नीत्वाञ्जलौ ते समुपस्थिता स्तदा
ये चास्य भक्ता जगतो वरेण्याः ॥
नरेन्द्रनाथः परमार्थ वेदी काली शशी तारकनाथ भक्तः ।
निरोध गङ्गाधर रामदत्ता राखाल लाटुनाम भक्तवर्गाः ॥ २५

अन्त्यलीलायां ६४ षः

श्रीबाबुरामादिश्च एव सर्व्वे देहो मनः प्राण वचांसि वै सदा ।
गुरोः पदाब्जे सकलं समर्प्य जनौघ चाशुश्रूषयोऽभवन् गुरोः ॥ २७

To relieve Thakúr of his worriers, there came forward many an able and wise devotee in response to his call. Among them most noteworthly were Norendranath, Kashinath, Shashi, Taraknath, Girish, Gangadhar, Ramdatta, Rakhal, Latu and Baouram. who dedicated themselves to serve the will of Thakur and pacified the people crying for earthly pleasure and comfort. 24 to 27

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ ভাবে চিন্তান্বিত পবিত্র কামনায় আকৃষ্ট ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ জগতের মঙ্গল কামনায় অশেষ শক্তিশালী শিষ্যগণ ভগবানের পদারবিন্দে প্রণত হইয়াছিলেন। ২৭

এবং ঠাকুরের অনুগ্রহেই বিশুদ্ধ ভগবানের শক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারা সেই সকল বিশুদ্ধ জ্ঞান লইয়া পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ২৫

अन्त्यलीलायां ६४ अः

देवस्य तस्यैव सुमङ्गलोक्तीः
श्रीरामकृष्णस्य मुखारविन्दात् ।
श्रुतिःस्मृतं वेदपुराण सिद्धं
कथामृतं येन तरन्ति भव्याः ॥ २८
सदैव विश्वस्य जनस्य मङ्गलं
सुमङ्गलं यत् परमं प्रगीयते ।
तेनैव लभ्यं पुरुषार्थं जातं
धर्मार्थकामाः परमो हि मोक्षः ॥ २९
भव्या युवक वर्गा ये भक्ताः सन्ति प्रभोः प्रियाः ।
तदीयैः सह सं गन्तु मवागच्छत् स ठाकुरः ॥ ३०
यत्रा वैष्णवानां जातः महोत्सव सङ्कीर्तनः ।
श्रादक्षिणेश्वर स्थानाद्गव्यूतौ यत्र वाङ् दिशि ॥ ३१

At that time, the wise sayings Thakur uttered in consonance with the Vedas and the Puranas beckon the way to eternal bliss, and mean to fulfil the earnest desires of the suffering humanity. Once Thakur went with his young disciples to participate in the great musical festival of the Vaishnavas held at a place about four miles off from Dakshineswer. 28 to 31

কথামৃত বহির্গত হইয়াছিল সেই সকল কথামৃত পান করিয়া সাধকগণ ভব সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হন ইহা ধ্রুব সত্য। ২৮

সেই কথামৃতই জগদ্বাসি জনগণের পরম মঙ্গল স্বরূপ।

যে কথামৃত বেদ পুরাণাদিতে পরম মঙ্গল বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং এই কলিযুগে সেই কথামৃত দ্বারাই ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল কামনানুসারে লাভ হইয়া থাকে। ২৯

ঠাকুর কোন সময়ে তাঁহার অতি প্রিয় নূতন ভক্ত যুবকবৃন্দের সহিত সেই স্থানে যাইয়াছিলেন। যে স্থানে বৈষ্ণবগণের সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসব হয়।

দক্ষিণেশ্বরের দুই ক্রোশ দূরে। ৩০।৩১

दूरे संग्रोभति कश्चित् संवसथो महत्तमः ।
पानिहाटीति नाम्नायं तत्रैको वैष्णवोमहान ॥ ३२

श्रीमच्चैतन्य देवस्य पादार्पण प्रभावतः ।
हरौ जातरतिर्ह्यासः श्रीरघुनाथ नामकः ॥ ३३

राजःकुमार एकैकस्तस्य भार्य्यातिसुन्दरी ।
राजकन्या वरारोहारूपेना प्रतिमा भुवि ॥ ३४

लक्षाधिकानां मुद्राणां आयो भवति वार्षिकः ।
किन्त्वर्थे निज पत्न्याञ्च नासक्तिस्तस्य विद्यते ॥ ३५

दृढ़ वैराग्य योगाच्च हरिभक्ति समाश्रयात् ।
गौराङ्ग कृपया कृष्णभजनैकाभिलाषवान् ॥ ३६

संसार बन्धनञ्चासौ कामिनीकाञ्चनादिकं ।
परित्यज्य स पिबति हरिनामामृतं सदा ३७

The place was called Panihati. There lived a famous Vaishnava devotee named Raghunath Das. He was a prince and his wife was a paragon of beauty. The annual income of his estate was more than a lakh of rupees. But he had no attraction for money or woman. He dedicated himself to the holy services to Lord Krishna. He lived only to sing hymns to God. 32 to 37.

বঙ্গানুবাদ :—

পাণিহাটী গ্রামে কায়স্থকুলজাত রঘুনাথ দাস নামে একটি পরম বৈষ্ণবের জন্মভূমি।

ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের সেই গ্রামে পদার্পণের প্রভাব বশতঃ ভগবানে জাতরতি বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ভজনে একমাত্র অভিলাষী ছিলেন। এই রঘুনাথ একমাত্র রাজকুমার ইঁহার পত্নী ও রাজ কন্যা পৃথিবীতে একরূপ পরমা সুন্দরী কন্যা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ৩২।৩৩।৩৪

এবং প্রতি বর্ষে বহু লক্ষ টাকা আয় ছিল। কিন্তু রঘুনাথ দাসের এইরূপ পত্নী এবং কুবেরের মত অর্থাদিতে কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না। ৩৫

বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তিবশতঃ কামিনী কাঞ্চনাদিকে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা হরিনামামৃত পান করিতেন। ৩৬।৩৭

रघुनाथं समुद्दिश्य पितृ बन्धुगणैर्यदि।
नानोपदेश वाक्यानि गदितान्यपि तत् पिता ॥ ३८
बन्धुवर्गान् वदन्त्येवं धैर्य्यमानस्वर बुद्धिमान्।
अप्सरः सदृशी भार्य्यां कुवेर सदृशं धनम् ॥ ३९

अन्त्यलीलायां ६४ अः

यं बन्धुं न च शक्तोस्तः किमुतवान्यचेष्टया ।
एवमुक्तं तस्य पित्रा सुदुःखमनसाभृशं ॥ ४०

वैराग्यं रघुनाथ दास कृतिनो गोस्वामिचूड़ामने
र्भक्तिश्चापि हरेरलौकिकविधां गौराङ्गदेवो हरिः ।
श्रुत्वा प्रीतमनाः स्व भक्त ममलङ्कर्तुं स्व धन्यं तथा
भक्तान् शिक्षयितुं निजानपि परां भक्तिं स नीलाचलात् ॥४१
ज्यैष्ठे पक्ष परे त्रयोदश तिथौ मत्यागमे ठाकुर
स्तत्र श्रीरघुनाथ दास भवने प्राकट्यमाप स्वयं ।
दृष्ट्वा तं सुर सुन्दरं भगवतः प्रेमैकमूर्त्तिं हरिं
श्रीचैतन्यमहाप्रभोः पदतले संलुण्ठितः प्रेमवान् ॥ ४२

If the friends of the father of Raghunath would ask him to take steps to prevent Raghunath from keeping himself aloof from his family, he would say, "All this vast property of mine and his wife who is a paragon of beauty have not been able to attract him Hence I don't think that he can be rectified by any strong and forcible steps. On coming to know of the uncommon devotion and aversion to earthly pleasure Lord Gouranga himself appeared at the residence of Raghunath on the thirteenth lunar day in the month of Jaistha to bless him and also to present an inspiring example to his disciples. On seeing the holy appearance of Sri Gouranga, Raghunath fell at his feet. 38 to 42

বঙ্গানুবাদ ঃ—

রঘুনাথ দাসের পিতাকে বন্ধুবর্গ যদি বলিতেন তবে তাঁহাদিগকে পিতা বলিতেন যে রঘুনাথকে অপসরার মত স্ত্রী এবং কুবেরের মত ধন বন্ধন করিতে পারিল না তাহাকে অন্যরূপ শাসনাদি বা বন্ধনাদি দ্বারা সাংসারিক বিষয়ে প্রবিষ্ট করান কি সম্ভব হইবে এইরূপ ভাবে অত্যন্ত দুঃখের সহিত সেই সকল বন্ধুবর্গকে বলিতেন। ৩৮।৩৯।৪০

মহাপুণ্যবান গোস্বামী চূড়ামণি রঘুনাথ দাসের বৈরাগ্য ও উত্তমা ভগবদ্ভক্তি শুনিয়া রঘুনাথকে অত্যন্ত কৃতার্থ করিবার মানসে এবং অন্যান্য নিজ ভক্ত বর্গকে বিশুদ্ধাভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু নীলাচল হইতে জৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রঘুনাথ দাসের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৪১

এবং ভক্ত রঘুনাথ দাস প্রেমের মূর্ত্তি দেবোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনে কৃতার্থ হইয়া তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। ৪২

एवमुक्तं रघुनाथ दास ममलम्बोत्थाप्य तन्मस्तके
दत्वा श्रीकरपल्लवं मधुरयावाचावदत् स प्रभुः ।
यस्त्वं श्रीपितरौ कलत्रविभवौ हित्वा सुखन्तिष्ठसि
तस्मात्ते करुणां करोमि नितरां दन्डच्छले नात्र भोः ॥ ४३

नातो दण्डस्वरूपस्य सभक्तस्य मम त्वया ।
सेवाकार्य्या तेन तव मङ्गलं सम्भविष्यति ॥ ४४

रघुनाथ स्तुत स्तस्य श्रुत्वा मधुर भाषनं ।
मन्यमुल्लसितो भूत्वा तात्कालिक मुखोड्यक । ४५

अन्त्यलीलायां ६४ थः

चिपिटक दधि मिष्टफलादिकमनुत्तमं ।
प्रायश्चित्त स्वरूपन्ततृक्षतवानुत्सवं शुभं ॥ ४६

स एव वैष्णवैः सर्व्वैं चिपिटक महोत्सवः ।
दण्डमहोत्सवो वाय' प्रसिद्धो गदितश्च तैः ॥ ४७

Sri Gouranga lifted him up and said, "Dear Son, as *you are living in great peace of* mind by making yourselves free from all earthty bondages, I shall bless you as if with a punishment. Just arrange to feed me with my followers and have my blessing." A great feasting as well as a festival was arranged, and all of them was well fed with flatened rice and sweets. The Vaisnavas called it the Festival of flatened rice, or the Festival of punishment. 43 to 47.

বঙ্গানুবাদঃ—

এইভাবে পাদতলে পতিত রঘুনাথের মস্তকে করপদ্ম দান পূর্ব্বক উঠাইয়া মধুর বাক্যে বলিয়াছিলেন ওহে রঘুনাথ তুমি যেহেতু পিতা-মাতা পত্নী ঐশ্বর্য্যাদি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আনন্দে অবস্থান করিতেছ অতএব আজ আমি দণ্ডচ্ছলে বিশেষ ভাবে কৃপা করিব। ৪৩

অতএব ভক্ত বৃন্দের সহিত আমার সেবা কর এই দণ্ড যেসেবার ফলে তুমি মঙ্গল লাভ করিবে। ৪৪

রঘুনাথ প্রভুর কৃপারূপ শাসনে বিশেষ ভাবে আনন্দিত হইয়া সময়োপযোগী সুমধুর খাদ্য চিপিটকাদি ফল মূল ও মিষ্টান্নাদি সংগ্রহ

পূর্ব্বক ভগবানের প্রীতির জন্য সেই সকল দ্রব্য দ্বারা একটি বিশেষ-ভাবে মহোৎসব করিয়াছিলেন। ৪৫।৪৬

সেই দণ্ডস্বরূপ মহোৎসবের নাম সেই দিন হইতেই দণ্ড মহোৎসব বা চিপিটক মহোৎসব বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বিখ্যাত হইয়াছিল। ৪৭

भूतपूर्व्वं यथा सापि तस्य पुण्यस्मृतिः पुनः ।
सम्यगुद्दीपनेच्छायां तस्मिन्नेव दिने शुभे ॥ ৪৮
गौड़ीय वैष्णवास्तत्र हरिनाम सुकीर्त्तने ।
एतादृशोन्मत्ततां यान्ति येन न तिष्ठति ॥ ৪৯
भवकामो वैषयिकचिन्ताया स्तत्र वै ध्रुवं ।
अत स्तदुत्सवः पुण्य ठाकुरो वदति स्वयं ॥ ৫০
हरिनाम क्षयस्थान वैष्णवानां सुनिश्चितम् ।
परन्तु कृष्णचैतन्यावधि भावधारया ॥ ৫১
विद्यते हरिभक्तेश्च स्रोतः प्रवाहितं तथा ।
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दाद्वैत कृपयाः ॥ ৫২
स्वयं त्रिमूर्त्तिको भूत्वा ठाकुरो लिप्सया मया ।
तत्राविर्भूय भक्तेभ्यः शुद्ध प्रेम प्रदत्तवान् ॥ ৫৩

From that time onwards the Vaisnavas offer flatend rice to Sri Gouranga on all festive occasions. Every year on that day they hold the Festival at that place and become so much absorbed in singing the holy names that they forget their earthly attachments. Thakur also

held that this festival was the holiest of all Vaisnava festivals. Thakur also participated in that Festival and displayed, the divine moods of Sri Krishna Chaitanya, Nityananda and Adwaita. 48 to 53.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব বৈষ্ণবগণ আজ পর্য্যন্ত ভক্তিভাবে মহাপ্রভুর উদ্দেশে চিপিটক ভোগ দিয়া থাকেন।

এই ব্যাপারটি অনেক দিনের কথা অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল। সেই পুণ্য স্মৃতির উদ্দীপনেচ্ছায় সেই তিথিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সকল সেই স্থানে এইরূপভাবে সঙ্কীর্তনে আত্মহারা হইতেন যাহাতে অত্যল্প সাংসারিক ভাব কিছু মাত্র আসিতে পারিত না।

এজন্য ঠাকুরও এই উৎসবটিকে একটি পবিত্র উৎসব বলিতেন। পরন্তু পৃথিবীতে গঙ্গা ধারা যেরূপ প্রবাহিত হয় সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সঙ্কীর্তনরূপে আচরিত হরিভক্তির ভাব ধারা সেই স্থানে বিরাজিত হইত বলিয়া বৈষ্ণবগণের হরিনাম সংগ্রহের একমাত্র স্থান বলিয়া এই স্থানটিকে ঠাকুর বলিতেন। ৪৮.৪ ।৫০

আমাদের ভাব বিগ্রহ ঠাকুর একাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত মহাপ্রভুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অর্থাৎ ইহাদের যে সকল ভাব-স্ফুরিত হইত সেইরূপভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সেই মহোৎসবে যোগদান করিয়া অতিশয় আনন্দের সহিত ভক্তবর্গকে বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেম দান করিয়াছিলেন। ৫১।৫২।৫৩

अन्त्यलीलायां ६४ अः

ततो युवक सङ्घैः स मिलित्वा भगवान् स्वयं ।
पूर्व्वेनदधुना तत्र हरिनाम महोत्सवे ॥ ५४
योगदानं कृतं तेन भक्तानुग्रहकारिणा ।
तत्रस्था वैष्णवाः सर्व्वे प्रभोः पुण्यपदार्पणात् ॥ ५५
प्रोल्लासिताः प्रोक्षयन्तः सम्मुखे तस्य आगतः ।
एवं ठाकुरमाविष्टा महानन्दं पुरःसरं ॥ ५६
उच्चैः महोत्तनं कृत्वा नित्यानन्द परिप्लुतः ।
भक्तानां श्रीभगवति रतिहृद्धार्य्य मेव सः । ५७
मग्नोऽभूत् कीर्त्तनानन्दे प्रायः सर्व्वदिनन्तदा ।
मेघवर्षणात स्नात तद्दिने मिश्र ठाकुरः ॥ ५८
नृत्यात् परमाद्भूमौ नग्नपद्भ्यां गतेः पथि ।
पीतारोहनतयापि स्वक्षेत्रे देवमन्दिरे ॥ ५९

In that Festival Thakur appeared to be no other than Sri Krishna Chaitanya himself. For nearly the whole day he sang the holy songs greatly adding to the joy of the devotees. It was a rainy day and he sang and danced barefooted. Consequently he felt very cold on his way back to Dakshineswar. 54 to 59.

ঠাকুরের পুণ্য পদার্পণে প্রোৎসাহিত হইয়া আমাদের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যই আসিয়াছেন এইরূপ প্রমাণ করিয়া ঠাকুরকে বেষ্টনপূর্ব্বক উচ্চৈস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া নিত্যানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। ঠাকুরও ভক্তবর্গের ভগবানে ভক্তি বাড়াইয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই স্থানে কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন ছিলেন। সেই দিন সেই স্থানে বারি বর্ষণের আধিক্য বশতঃ ঠাকুর জলে ভিজিয়া নৃত্য কীর্ত্তনাদির পর ভিজে মাটিতে খালি পায় পথে গমন এবং নৌকায় জলে বসিয়া অনেকক্ষণ থাকিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনের জন্য খুব ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল।

৫৪।৫৫।৫৬।৫৭।৫৮।৫৯

प्रत्यागमनवेलायां शीततामुपलब्धवान् ॥
तद्धेतो स्तद्भगवतो वेदनागलगह्वरे ॥ ६०
पूर्व्वं जलोपलं भुक्त्वा वेदनासूचिता भवत् ।
अधुना शैत्ययोगेन प्रबला सम जायत ॥ ६१
प्रभूदस्मत्कपेणास्माकं भाग्यविपर्य्ययात् ।
असाध्य गलरोगोऽयं रोगविद्भिर्निरूपितः ॥ ६२
यद्यपि भक्तवर्गेषु ये वैद्याः प्रवराः स्थिताः ।
कलिकाता नगर्य्यास्ते गत्वा देवालयं प्रभोः ॥ ६३
कुर्व्वन्तोऽपि सुचिकित्सां नालं शमयितुं रुजं ।
तदोवाच समभ्यक्ष्य ठाकुरो भक्तवत्सलः ॥ ६४
निर्दिष्ट कालपर्य्यन्तं पीड़ा स्थास्यति निश्चितं ।
तद्धेतोः क्रिमनो रसपत्नालाप पराङ्मुखः ॥ ६५

He became much afflicted with a pain in his throat. Previously he had a similar attack as he

took some ice-cre3m. Now the poin became growingly unbearable. Experienced physicians declared that the disease was incurable. Among his devotees there was many a great physician. In spite of every effort disease could not be cured. At this Thakur said, "The disease will take its own course. This, however, should not hamper my holy discouse with my disciples.

60 to 65.

বঙ্গানুবাদ :—

আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময় ঠাকুরের গলার ভিতরে বিশেষভাবে বেদনা হইয়াছিল। ৬০

চিকিৎসকগণও এই রোগটিকে অসাধ্য গলরোগ বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই কুলপী বরফ খাইয়া গলদেশে বেদনা হইয়াছিল তার উপর এই ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। ৬১।৬২

যদিও ঠাকুরের ভক্তগণের মধ্যে সুচিকিৎসক অনেকেই ছিলেন। তাঁহারা কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া চিকিৎসা করিলেও রোগের কিছুমাত্র উপশম হইয়াছিল না।

এইরূপ দেখিয়া ঠাকুর ভক্ত সকলকে বলিয়াছিলেন আমার এই রোগ নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ রোগের ভোগকাল যতদিন ততদিন নিশ্চয় থাকিবে। তজ্জন্য কি আমি শিষ্যবর্গকে সৎ শিক্ষাদানে পরাঙ্মুখ হইব। ৬৩,৬৪,৬৫

অবিদ্যামোহিত মত্বা ঠাকুরো নিজ দেহকং।
রোগারোগ্যমুপেক্ষ্যৈব শাস্ত্রমন্ত্রং নহৈতবে ॥ ৬৬

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

पूर्व्ववद्भगवत्तत्त्वकथनात् ठाकुरस्य हि ।
सहसा वेदना स्थानाद्रक्त निःसरणं बभौ ॥ ৬৭
भगवत् साधनासिद्धा योगेन्द्र जननी तदा ।
तद्रूपा गोपालमाता स्त्रीमत्ते परे च ते ॥ ৬৮
मातुः श्रीसारदा देव्या नितान्तं वश्यतां गते ।
ते द्वे श्रीठाकुरो जया विजयेत्यब्रवीन्मुदा ॥ ৬৯
गोपाल जनन्या स्तस्या गृहे गुरु महोत्सवे ।
समायाता भक्तवर्गाः श्रुत्वा रक्तं बहिर्गतं ॥ ৭০
प्रभोरुद्विग्न चित्तास्ते देवालयमुपागमन् ।
सुचिकित्सा भवेदस्य कलिकाता स्थितस्य हि ॥ ৭১

But as he started to impart tnstuctions to his devotees without taking any care for recovery from his disease, blood came out of the aching part of his throat. Among his devotees there were two women who were lovingly called by him Jaya and Vijaya, as they were very obedient to Sarada Devi. They were the mothers of Jogendra and Gopal respectively. Many devotees assembled in the house of the mother of Jogendra on the occasion of Guru Puja Festival. When they heard of this bleeding of Thakur, they immediately came to see him and advised him to stay at Calcutta for medical treatment. 66 to 71.

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अ:

न मे समुपयुक्तन्तु भक्तवर्गैः सहस्थितेः ।
तच्छ्रुत्वा भक्तवर्गा यत् प्रभोरत्यधिकं प्रियं ॥ ৩৭
मन्दिरं बलरामस्य वसो स्तदानयन् प्रभुं ।
बलराम वसुयापि प्राप्यतं ठाकुरं तथा ॥ ৩৮

They also assured good nursing arrangements. Thakur cosented to their proposal. At the village of Bagbazar which was near to the holy river, a small two-storeyed house was hired. Thakur stayed there for a few days and refused to stay there longer. He said, "This house is quite suitable for them whose days are numbered and who like to breathe their last on the bank of the holy Ganga. I like to be constantly associated with my devotees who can hardly be accommodated here." So he was shifted to the house of Balaram Bose who was very glad to receive him. 72 to 78.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপভাবে ভক্তবর্গের ইচ্ছা ঠাকুর অনুমোদন করিলে বাগবাজার গঙ্গাতীরে একটি ক্ষুদ্র দোতালা ঘর ভাড়া করিলে ঠাকুর সেই ঘরে যাইয়া বলিয়াছিলেন ভগবান শঙ্কর জীবগণের রোগ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ঔষধের সৃষ্টি করিয়াছেন।

অতএব মানবগণ রোগমুক্তির জন্যই ঔষধ সেবন করেন।

ঠাকুর সেই ঘরে ২।৪ দিন থাকিয়া বলিয়াছিলেন। এই বাড়ীটি গঙ্গাযাত্রীদিগের ভাল। ৭২ ৭৩।৭৪।৭৫।৭৬

अन्त्यलीलायां ५म पः

আমার মত সর্ব্বদা শিষ্যাদিবেষ্টিত মানুষের পক্ষে সুবিধাজনক নয়।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভক্ত সকল অতি প্রীতির স্থান মহাত্মা বলরাম বসুর গৃহ স্থির করিয়া তথায় ঠাকুরকে আনিয়াছিলেন।

৭৭।৭৮

यथार्थित प्रकारेण भक्तवर्गेण वेष्टितं ।
भगवन्तं समासाद्य परमानन्दमाप्तवान् ॥ ৭৯
रोगोपशमलिप्सास्तु तिष्ठतु वा न तिष्ठतु
भवामय विनाशूनां दाने वाक्यामृतस्य च ॥ ৮০
भूयिष्ठमिमदोसेभ्यो विस्मृत्य स्वामयं प्रभुः ।
तत् कथामृत पानादि सर्व्वं मानुषतां गतः ॥ ৮১
अत्रैका घटना काचिदुल्लेख्यानन्ददायिनी ।
यस्य संस्मरणात् पुंसां सद्यः कुण्ठो विनश्यति ॥ ৮২
प्रभोः सन्दनार्थाय बलरामस्य मन्दिरे ।
कर्म्मयोगाभाववशाद्विदामर योगतः ॥ ৮৩
समागता भक्तवर्गास्तत्रैकः पण्डितो महान् ।
ढाका महाविद्यालयाध्यापक पदगे शुभे ॥ ৮৪
नित्यगोपाल गोस्वामी कृपालु ठाकुरस्य हि ।
मुखाम्भोजाद्विनिर्यातां वाचं श्रुत्वा तदन्तरे ॥ ৮৫

rable incident took place. It was a Sunday, the day of recreation and rest. Hence many devotees had the opportunity to meet Thakur at the house of Balaram. Among them Nitya Gopal Goswami, a professor of Dacca University, was present there to listen to the sayings of Thakur. 79 to 85.

বঙ্গানুবাদ :—

বলরাম বসু ও ভক্তবর্গবেষ্টিত ঠাকুরকে স্বগৃহে পাইয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। ৭৯

আমি রোগমুক্ত হই বা না হই তাহাতে আবশ্যক নাই নবাগত ঠাকুরের কথামৃত পানার্থী ব্যক্তিবর্গকে শিক্ষা দিয়া নিজের রোগ যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

ঠাকুরের কথামৃত পান করিয়া শরণাগত ভক্তবৃন্দ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ৮০।৮১

এই সময় একটি অতিশয় আনন্দদায়িনী ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাহার স্মরণমাত্রে মানুষ পবিত্র হয়।

রবিবারে অবসর বশতঃ বহু ব্যক্তি বলরাম বসুর গৃহে ঠাকুরের দর্শনার্থে আসিয়াছিলেন।

তন্মধ্যে একজন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ধার্মিক ও মহাপণ্ডিত ঠাকুরের মুখপদ্ম বিনির্গত কথামৃত শ্রবণ করিয়া নিত্যগোপাল গোস্বামী মহাশয় নিজের সন্দেহ মোচনের জন্য ভক্তিপূর্বক ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। ৮২।৮৩।৮৪।৮৫

अन्त्यलीलायां ६४ अः

उवाच ठाकुरं भक्त्या स्वसन्देह चयाय हि ।
हार केयूर कुण्डल किरीट वलयादिभिः ॥ ८६
भूषणै र्भूषितो भाति भगवान् भक्तवत्सलः ।
कथमेवम्बिधो वेशः स्वयं भगवत स्तव ॥ ८७
नास्त्येकमपि सर्व्वेषां तुच्छ रौप्याङ्गुरीयकम् ।
किं कारणमत्रैव ब्रूहि कृपया करुणानिधे ॥ ८८
न ह्येकन्तं भवांस्तु भूषणस्यातिशोभनं ।
भवद्धेतोर्मयानीतं भूषणं प्रतिगृह्यताम् ॥ ८९
गुर्व्वीचेयं वासना मे त्वद्देहे तस्य शोभतां ।
भूषणै र्भूषितं त्वां हि दृष्ट्वा यामि कृतार्थताम् ॥ ९०
श्रुत्वेवं गोस्वामि मुखा ठाकुरः प्रत्युवाच तं ।
भो गोस्वामिन्निदं सत्यं यदुक्तं भवता वचः ॥ ९१
भगवां स्त्रिषु कालेषु भूषणं स्वीचकार ह ।
युगादौ भगवान् साक्षाद्धरिर्नारायणः प्रभुः ॥ ९२

He soid. "It is told that God shines with ornaments like neck-lace, ear-ring. crown and bangles etc. How is it that thou are bereft of all ornaments, even the silver ring which is used by all holy men ? I have brought a little piece of ornament for you and I shall be glad if you kindly accept my offer and wear it." At this Thakur replied, "Dear sir, you are right to say so. In the three yugas God appeared with ornaments. In the Satya yuga God appeared as Narayana." 86 to 92.

বঙ্গানুবাদ :—

ভক্ত বৎসল ভগবান নারায়ণ সর্বদা হার কেয়ূর কুণ্ডল ও বস্ত্রাদি ভূষণে অলঙ্কৃত থাকেন। কিন্তু প্রভু ভগবান আপনার এরূপ বেশ কেন অর্থাৎ সামান্য একটি রূপার আংটিও আপনার অঙ্গুলিতে নাই? হে দয়ানিধি ইহার কারণ কি আমাকে বলুন।

আপনি কি কোনও অলঙ্কার বা বস্ত্রাদি গ্রহণ করেন নাই।

আমি আপনার জন্য বহু সামান্য অলঙ্কার আনিয়াছি আপনি অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করুণ। আমার প্রদত্ত অলঙ্কার আপনার দেহে শোভিত হউক। ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

প্রভু আপনাকে অলঙ্কার দ্বারা শোভিত দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইব। ৮৬ ৮৭।৮৮ ৮৯ ৯০

গোস্বামীর কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন। হে গোস্বামী চূড়ামণি আপনি যাহা বলিলেন তাহা ধ্রুব সত্য।

ভগবান তিনটি যুগে অলঙ্কার পরিধান করেন। সত্যযুগে ভগবান নারায়ণ প্রভু। ৯১।৯২

पद्मासने चोपविष्टः किरीटादिभिरन्वितः ।
तं सदामनुगाः सर्वे ध्यायन्ति भक्तिभावतः ॥ ९३
नारायण परावेदा नारायण परात्परा ।
नारायण परामुक्ति नारायण परागतिः ॥ ९४
त्रेते चेयं भगवता स्वनाम प्रकटो कृतः ।
स तोयाद्य तथा साक्षात् श्रीरामो भगवान् स्वयं ॥ ९५
अयोध्यायामभूद्राजा मुकुटाङ्गद भूषितः ।
त्रिलोक वासिनः सर्वे देवाश्च वासवादयः ॥ ९६

অন্ত্যলীলায়াং ৫৪ অঃ

সারকব্রহ্মরূপেণ ধ্যায়ন্তি সততঞ্চ তং।
রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন ॥ ৫৩
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন।
শোভা শ্রীরামচন্দ্রেণ জাতা বৈ ত্রেতাযুগে স্বয়ং ॥ ৫৮
দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসাদি সংহতঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম কৌস্তুভাদি বিভূষিতঃ ॥ ৫৫

"He decorated with ornaments, was seated on a lotus. In the Treta yuga He appeared as Ramchandra king of Ayodhya, and had his crown and ornaments. In the Dwapara yuga He appeared as Sri Krishna who had his ornaments in addition to a conch, a wheel, a club and a lotus in his four hands." 93 to 99.

বঙ্গানুবাদ :—

পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া কিরীট কটক কুণ্ডলাদি নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত থাকেন। সেই ভগবানকে সত্যযুগবাসী মানবগণ এইরূপভাবে ধ্যান করেন বা আরাধনা করেন।

যথা। নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ষরা।

নারায়ণ পরামুক্তি নারায়ণ পরাগতিঃ ॥

সত্যযুগে ভগবান এইরূপভাবে নিজ তারক ব্রহ্ম নাম প্রকাশ করিয়াছেন। ৯৩-৯৪

ত্রেতা যুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মুকুট ও অস্ত্রাদি বহুতর অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া অযোধ্যার রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাকে

मन्त्रलीलायां ६४ अः

ইন্দ্রাদি দেবতা এবং ত্রিলোকবাসী সকলেই তারক ব্রহ্ম নামে উপাসনা করিতেন সেই নাম এইরূপ। রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥

এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত লীলা করিয়াছিলেন।
৯৫।৯৬।৯৭।৯৮

দ্বাপর যুগে ভগবান শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ পীত বস্ত্র পরিধান করিয়া শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ও কৌস্তুভাদি বস্তু ধারণ পূর্ব্বক ভক্ত বর্গকে বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি বিতরণ এবং পৃথিবীর ভার অপনোদনের জন্য যদুবংশ সাগরে উদিত হইয়াছিলেন ॥ ৯৯।১০০

स्वभक्त प्रेमदानाय भूभार हरणाय च।
जातो यदुकुलाम्भोधौ कृष्णचन्द्रः कृपानिधिः ॥ १००

यस्यैव तारकब्रह्म नाम जल्पन्ति ये जनाः।
तत्प्रसादात् प्रगच्छन्ति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ १०१

हरेमुरारे मधुकैटभारे गोपाल गोविन्द मुकुन्द सौरे।
यज्ञेश नारायण कृष्णविष्णो निराश्रयं मां जगदीश रक्ष ॥ १०२

स्वयमेव श्रीकृष्णेन तृतीये युगपर्य्यये।
प्रेमलीला कृता तेन यदुपत्नीयुतेन वै ॥ १०३

तद्वत् कलौ सम्प्राप्ते चतुर्थे युगपर्य्यये।
हरिभक्ति विहीना ये नराः पुण्य विवर्जिताः ॥ १०४

दुराचार रताः सर्व्वे सत्यवार्त्ता पराङ्मुखाः।
परदारापहर्त्तारो हिंसा द्वेष समन्विताः ॥ १०५

माता पितृ हत द्वेषाः स्त्री देवाः काम किङ्कराः।
महापातकिनामेषां पावनाय स्वयं हरिः ॥ १०६

"He appeared to teach devotion and love and also to purge the earth of sins. In the fourth yuga which is Kali yuga, God appeared to save mankind from engulfing sins and to protect religion and piety." 100 to 106.

বঙ্গানুবাদ :—

সেই ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের তারকব্রহ্ম নাম যাঁহারা জপ করেন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুর পরম পদ লাভে কৃতার্থ হন। ১০১

সেই তারক ব্রহ্ম নাম এইরূপ হরে মুরারে মধু কৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় যুগে এইরূপ প্রেমলীলা করিয়া দ্বাপরবাসী জীব সকলকে কৃষ্ণ ভক্তিদানে চরিতার্থ করেন। ১০২।১০৩

ক্রমশঃ চতুর্থ যুগ কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে দুরাচাররত সত্য কথা শূন্য পর পত্নী হরণ হিংসাদিদ্বেষযুক্ত পুণ্য বিবর্জিত হরিভক্তি বিহীন পিতৃমাতৃদ্বেষী স্ত্রী দেবতা কামের দাস এই সকল মহাপাতকীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি ॥ ১০৪।১০৫।১০৬

জাতো শচী গর্ভসিন্ধৌ শ্রীনবদ্বীপধামনি।
শ্রীচৈতন্য কৃপাসিন্ধুর্ভগবান্ ভক্তরূপকঃ ॥ ১০৭
কলিকল্মষ নাশায় জীবেভ্যঃ সম্প্রদত্তবান্।
হরিনাম মহামন্ত্রং দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মকং ॥ ১০৮
তারকব্রহ্ম নামৈতৎ কলিযুগে বিমুক্তিদং।
যন্নামতো ধ্রুবামুক্তিঃ লপ্যমন্ত্রিয় লক্ষ্যতে ॥ ১০৯

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ ११०
स्वर्ण रौप्य वज्र मुक्ता रत्नानि विविधानि च।
पुष्प चन्दन माल्यानि वर्जितानि महात्मना ॥ १११
तेन स्वीकृत सन्न्यास त्याग सन्दर्श नाय मे।
त्याग लीला कलौ येनैव तन्यः समदर्शयत् ॥ ११२
तस्मात् सुदूरी कृत्य कामिनी काञ्चनादिकं।
वर्जयित्वा महानन्द सुधाब्धौ मज्जितोऽहं ॥ ११३

"He appeared as Sri Chaitanya at Nabadwip. He had no ornaments, not even a garland of flowers. He showed the way to bliss by renunciation. I have thought it wise to follow him by avoiding gold and woman, and thereby attained peace and happiness." 107 to 113.

বঙ্গানুবাদ :—

শচীগর্ভে নবদ্বীপ ধামে ভক্তরূপধারী ভগবান জীব সকলের কলির পাপ নাশের জন্য আবির্ভূত হইয়া বত্রিশ অক্ষর তারক ব্রহ্ম নাম যে নাম হতে জীব সকল মুক্তি লাভ করিয়া অন্তে শ্রীকৃষ্ণ সেবা লাভ করে। ১০৭।১০৮।১০৯

সেই নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই এই ঘোর কলিযুগে বিতরণ করিয়াছেন। সেই নাম এই—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ১১০

সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বর্ণ রৌপ্য মণি মাণিক্য প্রভৃতি বিবিধ রত্নালঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া ত্যাগ ধর্ম্ম দেখাইয়াছেন এবং আমিও তাঁহার মত গ্রহণ পূর্ব্বক মহানন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছি। অতএব আমি যদি পিত্তল বা লৌহাদি যে কোন ও ধাতু দ্রব্য স্পর্শ করি। তাহাতে উত্তপ্ত লৌহ স্পর্শ মাত্রে যেরূপ হাত পুড়িয়া যায়, তদ্রূপ যে কোন ধাতু স্পর্শমাত্রে আমার মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

১১১।১১২।১১৩।১১৪

अतः पित्तल लौहादेः स्पर्शनं यदि जायते ।
देहो मे तेन दग्धः स्यात्तप्त लौहस्पृष्टवत् ॥ ११४
एवं नाना सत् प्रसङ्गात् परं कविवरोत्तमान् ।
श्रीगिरीशचन्द्र घोषः कालोपदः सुबुद्धिमान् ॥ ११५
गीतमेकं सुमधुरं श्रीगौर प्रेमसंयुक्तं ।
प्रगायतां भावयुक्तं तूभौ गायकसत्तमौ ॥ ११६
भावप्रवण गीतन्तु श्रुत्वा भावमयो हरिः ।
संगृह्य गान तात्पर्य्यं स्वैवं समचिन्तयत् ॥ ११७
जीवानां परमं श्रेयो त्यागादेवात्र भूतले ।
आविर्भूय जीव रूपं बोधितुं न क्षमो ह्यहं ॥ ११८
परन्तु तेन स्पर्शेन भवामि विकृतः क्षितौ ।
अथवा प्राप पातस्य लत्वापि सुफलं यथा ॥ ११९
न मन्ये येन संवासो भगवत् प्रेम सागरं ।
मज्जिता मा भवन् सर्व्वे दारवित्तैषणातुराः ॥ १२०

"So the very touch of metallic ornaments burns me like red-hot iron." After such other

holy discourses. the great poet Girish Chandra Ghosh and the most intellectually gifted Ka'ipada sang together a very sweet song about devotion to Sri Gouranga. The purport of the song was that Sri Gouranga lamented his inability to fulfil the mission of his life as the people could not be purged of their sins due to their proneness to earthly pleasure and aversion to holy pursuits.

114 to 120.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে নানাবিধ সৎ প্রসঙ্গের পর মহাকবি গিরীশ এবং বুদ্ধিমান কালীপদ এই দুইজনে গৌরাঙ্গ প্রেম সূচক গান গাহিয়াছিলেন। ভাবময় ঠাকুর গানের ভাবার্থ এইরূপভাবে বুঝিয়াছিলেন যে আমি জগতের জীবের মুক্তি দিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছি কিন্তু জীব সকলের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেছি না। পরন্তু সেই ঋণের দায়ে আমি আত্ম বিক্রীত হইতেছি।

অথবা প্রাণপাত করিয়াও সুফল লাভ করিতে পারিতেছি না। যেহেতু জীব সকল ভগবৎ প্রেম সাগরে মজ্জিত না হইয়া কেবলমাত্র স্ত্রী এবং অর্থে আসক্তি বাড়াইতেছে। ১১৫।১১৬।১১৭।১১৮।১১৯।১২০

एवं बाह्यज्ञानशून्यो महाभावेन संयुतः ।
नित्यगोपाल गोस्वामि क्रोड़े स्वं दक्षिणं पदं ॥ १२१
ददौ यदा स गोस्वामी तत्क्षणात्तत्पदं हृदि ।
धृत्वाश्रुतोयैनाभिषेकं चकारासदा १२२

प्रभोर्भावावसाने तं नित्यगोपाल पण्डितं ।
तत्रस्थानन्यमक्ताय सर्व्वानप्यवदत् प्रभुः ॥ १२२
उच्यतामुच्यतामुच्चैर्भवद्भिः सर्व्वसत्तमैः ।
मिष्टमिष्टमिदं गानं हरिनामैव केवलं ॥ १२४
तथा श्रीकृष्णचैतन्य नामोच्चारयतामलम् ।
प्रभो श्रीकृष्णचैतन्य कृष्णचैतन्य हे प्रभो ॥ १२५
निरन्तरं वदन्तूच्चैः स्तेन शान्तिर्भवेद्ध्रुवा ।
तत्र कोऽप्येवमवद स्त्रिवारोच्चारणद्वयम् ॥ १२६
एकैमेवोच्चारणेन सर्व्वं सम्पद्यते यतः ।
नैतत् सुसङ्गतं वाक्यं शिष्याणां सद्गुरोर्भवेत् ॥ १२७

When Thakur in his divine mood extended his right leg towards Goswami, the latter held it on his breast and washed it with his tears. When Thakur regained his balance of mind, he said to his devotees, "Sing aloud the holy names of Sri Krishna Chaitanya, which will bring you all joy and happiness." At this, one of the devotees said, "When uttering the holy name once only is sufficient to dispel all our sins, repeated recital of holy names should not be advised by any holy man." 121 to 127.

বঙ্গানুবাদ :—

মহাভাবে ভাবিত বাহ্যজ্ঞান শূন্য ঠাকুর নিজের দক্ষিণ চরণটি গোস্বামীর সামনে বাড়াইয়া দিলে পবিত্র পণ্ডিত গোস্বামী ঠাকুরের পাদ পদ্মটি হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক অশ্রুসিক্ত করিয়াছিলেন। ১২১।১২২

ঠাকুরের ভাবাবেশের অবসান হইলে গোস্বামী এবং অন্য ভক্তবৃন্দ সকলকেই বলিয়াছিলেন।

হে মহাভাগ সত্তম! আপনারা সকলে অভিলষিত ফল দাতা সুমধুর হরিনাম গান করুণ। এবং ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করুন। বলুন প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অনবরত এই নাম উচ্চারণ করিলে আপনাদের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। ইহা ধ্রুব সত্য। ঠাকুর এইরূপ বলিলে সেই সময় কোন একটি শিষ্য বলিয়াছিলেন।

একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেই জীবের মুক্তি হয় তবে তিনবারের উচ্চারণ কেন।

আমরা গুরুর এইরূপ বাক্য ভাল বলিয়া মনে করি না।।

১২৩।১২৪ ১২৫।১২৬।১২৭

दार्ढ्यार्थं देह मनसां जाग्रदादि प्रभेदतः ।
त्रयवस्थानां वा शुद्ध्यर्थं त्रिवारं हरिकीर्त्तनम् ॥ १२८

शास्त्रीयं विधि माश्रित्य कर्त्तव्यं सज्जनैः सदा ।
प्रश्नेदं ठाकुरेणोक्तं यूयं किं तन्न पश्यत । १२९

नौचालकै र्यदा नौका बन्धनार्थं धृतं मुदा ।
प्रोथनार्थं वंशदण्डं नद्यास्तीरे विशेषतः ॥ १३०

वारम्वारं सर्व्वशक्त्या प्रोथितं निश्चलं कृतं ।
येन नद्यां जलोच्छ्वासे वर्द्धिते न चलत्यसौ ॥ १३१

एवं संसार जलधेः सन्तानं नित्य विग्रहान् ।
शोक मोह जरा मृत्यु क्षुत्पिपासा षड़ूर्मितः ॥ १३२

रक्षां कुर्व्वन्ति भक्ता स्ते वदन्त स्तत् पुनःपुनः ।
योऽहरे मंङ्गलं नाम न निमज्जन्ति सागरे ॥ १३३
एवन्तत्र शिष्यगणान् कृतार्थान करोत् प्रभुः ।
उषित्वा बलरामस्य बसोः शिष्यस्य सद्मनि ॥ १३४

On hearing this Thakur said, "Such remarks of my discip'es about a good preceptor are not wise. To attain soundness of body and mind and also to purify mind in its three states of wake, drowsiness and deep steep, it is necessary to utter holy names repeatedly. You might have observed that boatsmen try repeatedly to fix the bamboo pole in the river at the time of rest to get their boat tied to the pole so that the tides of the river cannot meke them restless. Just in the same way men can save themselves from the six worldly waves, viz. bereavement, undue attachment, age, death, hunger and thirst, by repeated chanting of holy names. Thus, during his stay in the house of Balaram Basu, Thakur blessed his disciples with his wise sayings. 128 to 134.

বঙ্গানুবাদ :—

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন। সদ্‌গুরুর সম্বন্ধে শিষ্য বর্গের এরূপ বলা ঠিক হয় না। দেহ এবং মনের দৃঢ়তার জন্য অথবা জাগ্রৎ-স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার বিশুদ্ধির জন্য তিনবার বা

বহুবার হরিনাম কীর্ত্তন শাস্ত্রীয় বিধিমত সাধকগণ করিবেন। এবং আরও বলিয়াছিলেন। তোমরা কি দেখনি নৌকার দাঁড়ী মাঝী যখন নৌকা বাঁধিয়া রাখে সেই সময় বংশদণ্ডকে প্রোথিত করিবার জন্য গর্ত্তমধ্যে আপ্রাণ চেষ্টায় পুনঃ পুনর্ব্বার প্রোথিতকরে যাহাতে নদীর জল বাড়িলেও নৌকা ঠিক থাকে সেইরূপ সংসার সমুদ্রে পতিত দেহ তরণীকে শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা এই ছয় প্রকার উর্ম্মি অর্থাৎ তরঙ্গ হইতে রক্ষার জন্য পুনঃ পুনঃ ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলে, কিছুমাত্র যন্ত্রণা হয় না। সমুদ্রে ভেলার মত তাঁহাকে রক্ষা করে, বা সমুদ্রে ডুবে যায় নাই।

এইরূপভাবে বলরাম বসুর গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক শিষ্য বর্গকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ১২৮ হইতে ১৩৪।

समर्प्य स्वेष्ट देवस्य सेवार्थं सर्व्वमेभवान् ।
धन्योऽहं वै भविष्यामि सच्चिन्तोऽयं महामतिः ॥ १२५
बलराम वसु स्तस्य सेवां चक्रे दृढव्रतः ।
मिष्टाचार सुरम्यार्थं विस्मितं ठाकुरेण तु ॥ १२६
यद्यपि मम भक्तोऽयं बलराम वसु र्महान् ।
सुखस्वाच्छन्द्य रक्षार्थमानन्द मनसा सदा ॥ १२७
सर्व्वदा सहते सर्व्वं प्रतिकूलं तथाप्यहं ।
सर्व्वदास्य शुभाकांक्षी सुखशान्ति प्रियस्य च ॥ १२८
स्वगस्य धनिनः स्निग्ध देहस्य व्यग्रतां सदा ।
बहुकार्य्यवशादत्र न करिष्यामि मे मतिः ॥ १२९
ततोऽन्यस्मि चक्रस्मि स्थित् स्थास्यामि भवने सुखं ।
ठाकुरेच्छामिमां ज्ञात्वा कालीपदः सुधीमान् ॥ १३०

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

श्यामपुष्करिणी मध्ये स्वगृहस्य समीपतः।
श्रीगोकुल भट्टाचार्य्य गृहं तेन प्रकल्पितं ॥ १४१

Balaram longed to be blessed by dedicating his life and property to the service of Thakur. On the other hand Thakur thought, "Balaram is taking great pains to bring me comforts. Being a rich man, he is not accustomed to such troubles and worries. It is therefore desireable that I should leave his house and restore his easiness of body and mind." Understanding thedesire of Thakur, Kalipada made arrangements to take Thakur to the house of Gakul Bhattacharya near to his own house in Shyam-pukur. 135 to 141.

অবানুবাদ :—

মহামতি বলরাম বসু নিজ ইষ্টদেব ঠাকুরের সেবায় সমস্ত ধন সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া আমি ধন্য হইব এইরূপ ভাবিয়া বিশেষভাবে ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর শিষ্টাচার রক্ষার্থে মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে যদিও আমার পরম ভক্ত বলরাম আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার জন্য সর্ব্বদা আনন্দ মনে নানা প্রকার দুঃখ সহ্য করিতেছে। তাহা হইলেও শিষ্যের সর্ব্বদা শুভাকাঙ্খী আমি এই ধনীর পুত্র অতএব সুকোমল দেহ সুখ শান্তি প্রিয় ইহাকে আমার সেবার জন্য ব্যতিব্যস্ত করা আমার উচিত নয়।

অতএব আমি অন্য স্থানে যাইলে ইহার একপ উদ্বেগ হইবে না। ঠাকুরের এইরূপ মনোভাব জানিয়া অতি প্রিয় ভক্ত বুদ্ধিমান কালীপদ

নিজ গৃহের নিকটে শ্যামপুকুর নামক স্থানে গোকুল ভট্টাচার্য্যের গৃহ ঠাকুরের থাকিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৩৫ হইতে ১৪১।

श्रीप्रताप मजुम्दारो होमियोपैथि वैद्यकः ।
ठाकुरस्य चिकित्सार्थं ठाकुरेण नियोजितः ॥ १४२
सोऽपि तं ठाकुरं मत्वा सच्चिदानन्द विग्रहं ।
चिकित्सामकरोत्तस्य विशुद्ध मनसा महान् ॥ १४३
भक्ता युवक वर्गास्तं पर्याय क्रमतः प्रभोः ।
सेवा कार्यं यथान्याय मकुर्व्वन्नति यत्नतः ॥ १४४
मातापि सारदादेवी दक्षिणेश्वर पत्तनात् ।
आगत्यात्र पथ्यभारं ठाकुरस्य समग्रहीत् । ॥ १४५
अन्तरङ्ग भक्तास्तस्य ठाकुरस्य परं प्रियाः ।
राखालराज पूर्व्वास्तं भक्तवर्गाः सहस्रशः ॥ १४६
यथाकाले यथारीति चक्रुः सेवां महत्तरां ।
प्रियभक्त गिरीशेन विख्यातः सुचिकित्सकः ॥ १४७
महेन्द्रलाल सरकार आनीतो रोगमुक्तये ।
औषधस्य सुपथ्यस्य संग्रहार्थं समुत्सुकाः ॥ १४८

He also appointed the famous Homeopathic doctor. Pratap Mazumder for medical treatment of Thakur. The doctor treated Thakur with great care, and the young disciples also nursed him very carefully. Sarada Devi used to bring food and diet from Dakshineswar. The devotees like Rakhal Raj and others were busy in rendering all services to Thakur. His most favorite

disciple Girish brought the famous physician Mahendra lal Sarkar to cure Thakur of his disease. 142 148.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং ঠাকুর হোমিও ডাঃ প্রতাপ মজুমদারকে নিযুক্ত করেন ডাক্তারও ঠাকুরকে ভগবান জানিয়া চিকিৎসা করেন। ঠাকুরের তরুণ ভক্তবৃন্দ পর্য্যায় ক্রমে অতি সাবধানের সহিত বিশেষভাবে সেবা করিয়াছিলেন। এবং আমাদের পরমারাধ্যা মাতা সারদা দেবী দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া ঠাকুরের পথ্য ভার গ্রহণ করেন। ১৪২ হইতে ১৪৫।

এবং ঠাকুরের অতি প্রিয় শিষ্য রাখাল রায় প্রভৃতি যথারীতি অর্থাৎ যে সময়ে যাহা ঔষধ বা পথ্য ঠিক সময়ে সেই সকল দ্রব্য সুষ্ঠু ভাবে সুসম্পন্ন করিতেন।

ইত্যবসরে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত গিরীশচন্দ্র বিখ্যাত সুচিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠাকুরের রোগ মুক্তির জন্য আনিয়াছিলেন।

১৪৬।১৪৭।১৪৮

अपरे भक्तवर्गा ये स्नानाहार विवर्जिताः ।
कुत्र लभ्यं सुपथ्यन्तु कुत्र तदौषधोत्तमं ॥ १४९
धावन्तो हि दिशः सर्व्वा नाविन्दन् ये जलस्थलम् ।
भक्तोऽन्योन्यमनस स्तुष्टैर रोगनिर्णय हेतवे ॥ १५०
पाश्चात्यभिषजं सवानो तवान् सुविचक्षणम् ।
होमियो मत माश्रित्य चिकित्सा सम्बभूव ह ॥ १५१

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

सत्ये युगे यथा दक्षप्रजापति कनिष्ठका ।
सती दाक्षायणी कन्या पितृयज्ञ महोत्सवे ॥ १५२
तत्र गत्वा पितृ मुखात् पतिनिन्दां निशम्य सा ।
कलेवरं परित्यज्य सतीधर्म्मं महत्तरं ॥ १५३
पृथिव्यां दर्शयामास तथा श्रीसारदाधुना ।
सा साक्षाद्भगवती सेयं करुणामूर्त्तिधारिणी ॥ १५४
आविर्भूता पूर्व्वं सती श्रीरामचन्द्र कन्यका ।
विश्वमाता जगद्धात्री स्वकीयानवधानतः ॥ १५५

Some other disciples took utmost pains to gather diet and medicine from far off places. One of his disciples brought one European doctor for the treatment of Thakur, who, however, preferred to remain under Homeopathic treatment. Just as the youngest daughter of king Daksha set an example of devotion of a wife to her husband by sacrificing her life on her husband being abused by her father, so also Sarada Devi, who was the wife of Ramchandra in her previous birth, rescr ed to utmost austerity and penance lest the reputation of her husband be impaired by her own carelessness.

149 to 155.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং অন্যান্য শিষ্যগণ স্নান আহার বর্জ্জন করিয়া পথ্য ও ঔষধের জন্য জলপথ বা স্থলপথ দূর নিকট কিছুমাত্র না ভাবিয়া জ্ঞান শূন্য হইয়া পথ্য বা ঔষধের অনুসন্ধানে মত্ত হইয়াছিল।

এবং অন্য এক ভক্ত নিজের মনস্তুষ্টির জন্য ইংরাজ ডাক্তার আনিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার রোগ পরীক্ষা ভালভাবেই করেন। চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক মতেই হইয়াছিল।

সত্যযুগে যেমন দক্ষ প্রজাপতির কনিষ্ঠা কন্যা দাক্ষায়ণী সতী দেবী পিতৃযজ্ঞে গমন করিয়া পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম সতী ধর্ম্ম জগতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৪৯।১৫০।১৫১।১৫২।১৫৩

সেইরূপ সাক্ষাৎ করুণার মূর্ত্তি ধারিণী ভগবতী মাতা সারদা দেবী সম্প্রতি সর্ব্বকল্যান কারিণী বিশ্বমাতা জগদ্ধাত্রী পূর্ব্ব সতী আবির্ভূতা হইয়া নিজের অসাবধানতা বশতঃ স্বামীর বিপুল যশের হানি আশঙ্কা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যেরূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিতেন। এখানেও সর্ব্বদা সেইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১৫৪।১৫৫।১৫৬।১৫৭

स्वामिनो गुरु गौरवहानि माशङ्क्य भामिनी।
दक्षिणेश्वर संवासे कठोर व्रतधारिणी ॥ ७५६
यथास्थिता निर्विकारा तथात्रापि महीयसी।
कठोराचरणं देवी सर्व्वदासौ समाचरत् ॥ ७५७
अतः स्वयं भगवतः सेवार्थं स्वामिनः सती।
प्राणपातं स्वीचकार नेदमाश्चर्य्यं कारणं ॥ ७५८
परन्त्वत्र बहुजनैः परिपूर्णे गृहान्तरे।
विद्यमानापि सा देवी शौचस्नानादिकाः क्रियाः ॥ ७५९
कदा केन प्रकारेण समाप्ता जगदम्बिका।
यत्रस्था बहवो भक्ता न जानन्तीति निश्चितं ॥ ७६०

तथा मातुः स्थिते वार्त्ता न ज्ञाता बहुभिर्जनैः।
स्थितापि तत्र सा देवी जनदृष्टेरगोचरा ॥ १६१

महेन्द्रलाल सरकार चिकित्सक शिरोमणिः।
चिकित्सार्थं समागम्य प्रत्यहं ठाकुरस्य सः ॥ १६२

It is no wonder that she would take so much pains to serve her husband. Even though the house was full of people, none could know how and when she would take her bath and meal. Even many of the visitors did not know that she was there in the house. The great physician Mahendra Lal Sarkar would remain for hours together everyday and carry on with holy discourse. 156 162.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব জগৎ স্বামী স্বামীর সেবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম ইঁহার পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। পরন্তু এই গৃহ বহুলোকে পরিপূর্ণ হইলেও মাতা শৌচ স্নান পূজা ও ভোজনাদি কখন কি ভাবে সমাধা করিতেন। অথবা এখানে অবস্থান করেন যে সকল ভক্তবৃন্দ তাঁহারা কেহ কিছুমাত্র জানিতে পারিতেন না। একথা ধ্রুব সত্য। এবং বহিরাগত ব্যক্তি সকলও কেহই জানিতেন না যে মাতা সারদা দেবী এইস্থানে আছেন।

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

চিকিৎসক চূড়ামণি মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য প্রত্যহ আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিয়া প্রায় ২।৩ ঘণ্টাকাল ভগবৎ কথা প্রসঙ্গে থাকিতেন।

এবং বলিতেন আমি জানিনা আপনার উপরে আমার এরূপ ভক্তি কেন হয়। ১৫৮ হইতে ১৬৪

समीपे समुपाविश्य प्रायेण घटिका त्रयं।
ऐश्वरीय प्रसङ्गेन तत्काल स्तेन यापितः ॥ १६३

उवाच न जानामीत्थमहवदुपरि मे तथा।
अनुरागोऽभवद्‌धुये न दृष्ट्वा त्वां गतवानपि ॥ १६४

स्वगेहे सुखभावेन स्थातुं न पारयाम्यहं।
केवलं भवतोभावं भावयामि पुनः पुनः ॥ १६५

गेहगम्यं वित्तवन्तं कदाचिदपि रोगिनं।
प्रभूत वित्तदातारं न चिन्तयामि निश्चितं ॥ १६६

मन्येऽहं मोहितश्चास्मि भवद्भिर्भगवत् परैः।
अथवा त्वयि मे भक्तिर्जाता सद्‌गुण दर्शनात् ॥ १६७

यद्याधुना दिनस्यास्य कालो भूयान् गतोलयं।
त्यक्त्वा त्वां स्वगृहे गन्तुं नेच्छामि च तथाप्यहं ॥ १६८

पीत्वा कथामृतं तेऽहं सम्प्रविष्टः सुधार्णवे।
मन्ये त्वां देवदेवानामीश्वरं जगतां गुरुं ॥ १६९

He would say, "I cannot explain how and why I have been so much devoted to you that I do not find rest even after my return to my own

house, as I think of you again and again. I never think of rich patients who give me lots of money. I think, I have been overpowered by your divine influence, or I have developed devotion to you for your godly qualities. You may please see that even the greater part of the day is passed, yet I do not like to leave you and go back to my house. *Your utterings have opened* up a world of joy to me, and I regard you as Divinity itself." 163 to 169.

বঙ্গানুবাদ :—

যাহাতে আপনাকে দেখিয়া গৃহে যাইয়াও আমি সুস্থভাবে থাকিতে পারি নাই। কেবলমাত্র আপনার অবস্থাই বারম্বার চিন্তা করি। অন্য ধনী রোগীকে অর্থাৎ প্রচুর অর্থ দেয় একরূপ রোগীর জন্য এমত ভাবি নাই। আমার মনে হয় আপনার ভগবৎপরতাই আমাকে মোহিত করে। অথবা আপনাতে ভগবানের লক্ষণ দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছি।

এখনই দেখুন এই দিনের অধিক সময় গত হইলেও আপনাকে ছাড়িয়া আমার নিজগৃহে যাইবার ইচ্ছাও হইতেছে না।

পরন্তু আপনার মুখনির্গত কথামৃতপান করিয়াই সম্প্রতি আমি আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছি।

অতএব আমি নিশ্চয় বুঝিলাম আপনি ভগবান দেবতাদিগেরও দেবতা জগদ্গুরু। ১৬৩।১৬৯.

आशङ्कया रोगवृद्धे र्बहुभिः सह भाषणं ।
न कर्त्तव्यं भवद्भिस्तु सुनिर्दिष्टमिदं मया ॥ ১৭০
किन्त्वस्माभिः कथालापे रोगवृद्धि र्न सम्भवेत् ।
स्वल्प वाक्येन वाक्यानां तात्पर्य्यार्थं सुगृह्यते ॥ ১৭১
यत्र चिकित्सकोऽहं वै विचिन्त्य कथयामि ते ।
अयं महेन्द्रलालस्तु मथुरस्योत्तमः सुहृत् ॥ ১৭২
ठाकुरेणापि विदितः सरकारः पूर्व्वत स्तथा ।
यत्र त्वमिति संबोध्य ठाकुरं संवदत्यसौ ॥ ১৭৩
ठाकुरोऽपि बन्धुतुल्यं सरकारं समुदीयते ।
तथान्यस्मिन्दिने सोऽयं ठाकुरमब्रवीत् स्वयं ॥ ১৭৪
भवान् भगवतो वार्त्तां यामवदत् सुखेन तां ।
श्रवणं समर्थोऽस्मि प्राप्नोम्यानन्दमुत्तमं ॥ ১৭৫
किन्तु ते नन्दन भक्ताः सर्व्वधर्म्म विघट्टिताः ।
वदन्ति केचन जनाः शचीनन्दनमाश्रय ॥ ১৭৬

"However, I advise you not to talk much as it may aggravate your disease. Exchange of a few words as between ourselves is not harmful." Mahendra Lal was a friend of Mathuranath and so he was already known to Thakur since long, and talked in a very familiar way. Thakur also talked to him like a friend. One day Mahendra Lal said, "What you tell me about religion

and God is quite understood by me, and brings me great joy. There is, however, a group of people who bring about great confusion in our holy thoughts. Some advise worship of the son of Sachi." 170 to 176.

বঙ্গানুবাদ :—

যাহাহৌক আমি আপনাকে বিশেষভাবে বলিতেছি যে আপনি বহু লোকের সহিত বহু কথা বলিবেন না। তাহাতে রোগবৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা। ১৭০

কিন্তু আমাদের মত লোকের সহিত কথোপকথনে রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কারন আমরা অত্যল্প কথার দ্বারাই তাৎপর্য্য লইতে পারি।

যেহেতু আমি সুচিকিৎসক অতএব সুচিন্তিত বাক্যই বলিয়া থাকি। এই মহেন্দ্র লাল সরকার মথুরানাথ বাবুর প্রিয় বন্ধু তজ্জন্য ঠাকুরও পূর্ব্ব হইতেই ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারকে জানিতেন। এই জন্য সরকারও ঠাকুরকে তুমি বলিয়া বলিয়াছিলেন। ১৭১।১৭২।১৭৩

ঠাকুরও সরকারকে বন্ধুর মতই দেখিতেন। তৎপরে আর একদিন সরকার ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। আপনি ভগবৎ কথা যাহা বলেন আমি তাহা ভালভাবে বুঝিতে পারি এবং পরমানন্দ উপলব্ধি করি। কিন্তু কতকগুলি নন্দনের দল আছে তাহারা ধর্ম্মের সম্বন্ধে গোলোযোগ উপস্থিত করে। কতকগুলি লোক বলে শচীনন্দনের সেবা কর। কেহ কেহ বলে কৌশল্যানন্দন ভজ। ১৭৪।১৭৫।১৭৬

अन्त्यलीलायां षष्ठः

कौशल्या नन्दनं केऽपि यशोदानन्दनं तथा ।
मेरी नन्दन मित्यन्ये ह्येते सन्देह सागरे ॥ ১৭৭

सन्ताविमज्जितान् कृत्वा श्वासरोधान कुर्व्वत ।
किन्त्वहं स्वविशुद्धार्थमीश्वरानुभवाय च ॥ ১৭৮

विज्ञानालोचनेनैव प्राप्स्यामि भगवत् कृपां ।
भवत् कथामृतेन च मया धर्मो विनिश्चितः ॥ ১৭৯

वाक्यव्ययम कृत्वैव प्रभुर्मास्टारमब्रवीत् ।
कृतार्थीकरणार्थाय केवलं कृपया तदा ॥ ১৮০

तस्य शान्त स्वभावत्वादुच्चैर्गानादुपक्षव ।
मत्वा स शिक्षकस्तत्र गानं नहातवान् सुधीः ॥ ১৮১

दौर्ब्बल्यं तस्य तद्दृष्ट्वाप्यादेशेन तदा प्रभुः ।
आहूय युवकञ्चैकं भक्तं प्रोवाच गीतवित् ॥ ১৮২

त्वमेवोच्चैःस्वरयुक्तो गानं कुरु सुपुत्रक ।
भगवदाज्ञया भक्तश्चकार गीतमुत्तमं ॥ ১৮৩

"Some others plead for the son of Kaushallya, some again for the son of Jasoda. Again others shout for the son of Mary. Thus we are thrown into the sea of doubts and feel strangled. I am, however, sure that I shall win the grace of God by knowledge and learning and also by your wise guidance." Without giving any reply to Sarkar, Thakur asked master to sing a song.

Considering that Sarkar would feel very uneasy by a loud song, Master remained mute. Thakur then asked a young disciple to sing aloud. He did it very nicely. 177 to 183.

বঙ্গানুবাদ :—

কেহবা বলে যশোদানন্দনের সেবা কর। কেহবা বলে মেরী নন্দনের আশ্রয় লও। এইরূপ নানাজনের নানা মতে সন্দেহসাগরে ডুবিয়া শ্বাসরোধ হইয়া থাকে। কিন্তু আমার মনে হয় আমি আমার বিশুদ্ধির জন্য এবং ভগবদনুভূতির জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারাই ভগবৎ কৃপা লাভ করিব। আপনার কথামৃতের উপদেশেই ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছি বা ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিয়াছি। ১৭৭।১৭৮।১৭৯

সরকারের মনোভাব জানিয়া ঠাকুর আর বেশী কথা না বলিয়া সরকারকে কৃপাপূর্ব্বক কৃতার্থ করিবার জন্য মাষ্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন একটি গান করত। মাষ্টার মহাশয় ডাক্তারবাবুকে অতি শান্ত প্রকৃতির লোক জানিয়া উচ্চৈঃস্বরে গানে অশান্তি হইবে। অতএব মাষ্টার মহাশয়ের গানে অসম্মতি দেখিয়া গীতজ্ঞ ঠাকুর একটি যুবক ভক্তকে বলিয়াছিলেন তুমিই একটি গান কর। সেই যুবকটি ঠাকুরের আদেশ লইয়া একটি অতি মধুর গান করিয়াছিলেন। ১৮০।১৮২।১৮৩

को जानाति किदृक् कालो यद्‌दयं नैरदर्यं नं
ब्रह्माण्डभाण्डसुदरं मत्याः कीदृक् प्रकाण्डसी ॥ १८४
पादाधःपतितो यस्तु व्योमहेश्वर संज्ञकः।
भगवान् शङ्करः किञ्चिज्जानात्यन्यो न चेपन ॥ १८५

लोकहास्यकरञ्चेदं रामप्रसाद भाषणं ।
बाहुचालनशक्त्यैव समुद्रतरणं यथा ॥ १८६
अथवा वामनेनापिधार्य्यते किं निशाकरः ।
मनः शक्नोति तां बोद्धुं प्राप्नोनीति कथञ्चन ॥ १८७
यदेदं गानमभवठठाकुरस्य च सन्निधौ ।
श्रीमुणीन्द्र गुप्त नामा तत्पार्श्वं यॉसिवेश्मनि ॥ १८८
तद् गानमुत्तमं श्रुत्वा समाधिं स तदा विशत् ।
तद्दण्डायमानस्य लाटु भक्तस्य वै तदा ॥ १८९
आशङ्क्य पतनं तस्य भावावेशादगत स्मृतेः ।
बाहुभ्यां तं विधृत्यैव श्रीनिरञ्जन नामकः ॥ १९०

The purport of the song was this, "Who knows what is Kali like? She is not realised by the six branches of Philosophy. How big is She who carries these endless universe in Her belly? Lord Sankara who lies at the feet of Kali may know something about Her. but none else. Just as any attempt to swim across the sea or to catch the Moon by a dwarf is ludicrous so also it is quite futile to realise the Goddess by our mind and intelligence." On hearing this song Munindra Gupta lost his sense. Latu babu who was standing became also unconscious. Niranjan who attempted to hold Latu babu, became also senseless. 184 to 190.

বঙ্গানুবাদ :—

গানটি এইরূপ। কে জানেরে কালী কেমন।
যাঁর ছয় দর্শনে না পায় দর্শন।
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
কালীপদ্ম বনে হংস সনে হংসী হয়ে করে রমণ ॥
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
কালী ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড তাঁর প্রকাণ্ডতা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কিছু কালীর মর্ম্ম অন্যে কেবা জানে তেমন ॥
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু যেমন,
আমার প্রাণ বোঝেছে মন বোঝেনা ধরবে শশী হয়ে বামন ॥

১৮৪ হইতে ১৮৭.

ঠাকুরের নিকট যখন এই গানটি হইতেছিল ঠিক সেই সময়ে পাশের ঘরে ভক্ত মুনীন্দ্র গুপ্ত এই গানটি শুনিবার সময় সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। সেইরূপ ভাবাবেশ বশতঃ হতচৈতন্য দণ্ডায়মান লাটু ভক্তের পতন জানিয়া দুই বাহু দ্বারা ধারণ করিয়া ভক্তপ্রবর নিরঞ্জনও সমাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এরূপ আশ্চর্য্য দৃশ্য প্রায় দেখা যায় না।

১৮৮ হইতে ১৯১.

মক্তানাং প্রবরঃ সোঽপি তদবস্থা মুপাগমত্।
অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যোঽয়ং ন দাগিনাদিগোচরঃ ॥ ১৮৭
যতো ভগবতী নাম গান শ্রবণমাত্রত।
সমাধিঃ সম্ভবো দ্বৌ দৃষ্ট্ মক্তানামমবদ্দৃতম্ ॥ ১৮৮

अन्तरलीलायां ६४ षः

ततः श्रीठाकुरः प्राह सरकारं देह संविदं ।
त्वन्तु चिकित्सकश्रेष्ठः पश्य तेषां हठात् कथं ॥ १९३
सुमासंज्ञा मुनि पुनं परीक्ष्य सत्वरं वद ।
ठाकुरेणैवमुक्तः स सरकारयाज्ञया तदा ॥ १९४
परीक्ष्य प्राक् प्राणनाड़ीं धादनाड़ीं ततः परं ।
यन्त्रयोगेन हृतपिण्डं चक्षुषो च कराङ्गुलीन् ॥ १९५
दत्वा तेषां सर्व्वविधां परीक्षां सुसमाप्य सः ।
ठाकुरान्तिकमागम्य विस्मितस्तमुवाच ह ॥ १९६
विज्ञान शास्त्रविदुषामध्यात्कमिति निश्चय ।
सुसम्प्राना भवन्ता मृताश्चैते न संशयः ॥ १९७

It was very surprising that three devotees would become senseless on hearing a song. Thakur asked Sarkar to examine their condition. Sarkar instantly examined each of them as thoroughly as he could. He came back to Thakur and said, "According to the laws of medical science, they are dead." 191 to 197.

ইহারা চৈতন্যশূন্য হইল ইহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া বিশেষভাবে দেখিয়া আমাকে ব'ল। ঠাকুর এইরূপ বলিবামাত্র সরকার তৎক্ষণাৎ সসব্যস্তে সেইসকল ভক্তের প্রাণনাড়ী পাদনাড়ী হৃৎপিণ্ড যন্ত্র দ্বারা হস্ত দ্বারা চক্ষুর ভিতরে অঙ্গুলি দিয়া সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষা করিয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে আমাদিগের মতে আপনার এইসকল ভক্তের মৃত্যু হইয়াছে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাই আমার যথার্থ ধারণা। ১৯২—১৯৭

ठाकुरस्य जन्मभूमे र्निकटस्थालये क्वचित् ।
कीर्त्तनानन्द मग्नस्य चेतनालुप्ततां गता ॥ १९८

कदापि चेतनायुक्तो मनस्तं हरिकीर्त्तने ।
दृष्ट्वैव तत्र स्वजना अवदन् विस्मिता स्तदा ॥ १९९

ईदृगाश्चर्य्यं पुरुषः समायातो महोत्सवे ।
मरणं जीवितञ्चास्य भवेदेव क्षणे क्षणे ॥ २००

अत स्त्वविच्छयैवे ते कपाताः सेवका जनाः ।
दृष्ट्वा ये भविष्यन्ति नैतदाश्चर्य्यं कारणम् ॥ २०१

ततः समाधियुक्तास्ते ठाकुरस्य पदाम्बुजे ।
प्रणामार्थं यदायाता स्तदासौ सुचिकित्सकः ॥ २०२

विज्ञानविदतिशयं विस्मित स्तमुवाच ह ।
पश्यामि सर्व्वमेवैतत् क्रीड़नं तव निश्चितं ॥ २०३

सकाशे भवताऽद्याहं निःशेषेण पराजितः ।
अहङ्कारो बलं विद्या चिकित्साभिज्ञता मम ॥ २०४

Once near the native village Thakur lost his senses in his joy in singing holy names. After a while he regained his senses and began to sing. People who were present there became very much surprised to see him dead and alive alternatively. It is therefore, no wonder that his disciples came back to life and gathered at the feet of Thakur. The famous physician became greatly astonished and said to Thakur, "I feel myself utterly defeated by your divine power, and my pride in the knowledge of medical science is now qiute shattered." 198 to 204.

বঙ্গানুবাদ :—

কোন এক সময়ে ঠাকুরের নিজ বাড়ীর নিকটে সঙ্কীর্ত্তনানন্দে ঠাকুরের জ্ঞান লোপ হয়। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্যলাভ করিয়া পুনর্ব্বার সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিয়া নৃত্য করেন। ঠাকুরের এইরূপ ভাব দেখিয়া সেই সকল লোক আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। আমাদের এই হরিসঙ্কীর্ত্তন সভায় এমন একটি আশ্চার্য্য লোক আসিয়াছেন যাঁহার ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে বাঁচিয়া উঠেন। অতএব আপনার ইচ্ছানুসারেই আপনার কৃপা প্রাপ্ত হইয়া আপনার বহুতর সুসন্তানগণ এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নয়। ১৯৮ হইতে ২০১

তৎপরে সেইসকল শিষ্যবৃন্দ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানলাভ করতঃ ঠাকুরের পদতলে আসিয়া প্রণাম করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে তখন বিজ্ঞানবিৎ ডাঃ সরকার অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন আমি দেখিতেছি যে ইহা আপনারই ক্রীড়া ভিন্ন আর কিছুই নয়। আজ আমি আপনার নিকট বিশেষভাবে পরাজিত হইলাম। আমার অহঙ্কার বিদ্যাবল চিকিৎসা ও অভিজ্ঞতা প্রভৃতিতে যাহা কিছু অভিমান ছিল আজ সেইসকল সম্পূর্ণরূপে বিচূর্ণ হইল। ২০২।২০৩।২০৪

यत्किञ्चिदस्ति द्रष्टव्यं सर्व्वं सम्यङ् मया गतम्।
भवान् यदि वदेन्मह्यं ये चात्र तव दर्शने ॥ २०५

समायाता स्तत् पादुका माल्यं धृत्वा स्वमस्तके।
स्वच्छन्दं राजमार्गेऽहं सञ्चरामि सगौरवं ॥ २०६

श्रुत्वेदं ठाकुरःप्राह स्वल्पहास्य पुरःसरं।
त्वमतीव महोदय जनो विद्वान् विचक्षणः ॥ २०७

भिषक् श्रेष्ठतमत्वात्ते प्रतिष्ठाभूद्गरीयसी।
याचिषे कथं समा यतस्त्वं सज्जनो महान् ॥ २०८

कृतार्थी कृत एवासौ ठाकुरेण चिकित्सकः।
मत्वा श्रीभगवन्तं तं न नामदण्डवद्भुवि ॥ २०९

"If you so like, I can walk along the streets of the city with the garland of your visitors' shoes on my head, and take it as a matter of great honour." On hearing this Thakur said with a smile, "You are a great scholar and the best of

physicians of modern times. What you have said is as good as what you would have done." Thus Thakūr blessed tha physician who fell flat before Thakur with utter submission and great devotion. 205 to 209.

বঙ্গানুবাদ :—

আপনি যদি বলেন যে আমার দর্শনার্থে যাহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের পাদুকার মালা গলদেশে ধারণ পূর্ব্বক আমি স্বচ্ছন্দে রাজপথে সগৌরবে বিচরণ করিতে পারি। সরকারের কথা শুনিয়া ঠাকুর ঈষৎ হাস্য-সহকারে বলিয়াছিলেন। আপনি অতিশয় ধার্ম্মিক বিদ্বান্ মহাশয় ব্যক্তি এবং চিকিৎসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বশতঃ আপনার প্রতিষ্ঠা বড়। আপনার বাক্যই কার্য্য যেহেতু আপনি অতিশয় সজ্জন।

এইরূপে ঠাকুর মহেন্দ্রলাল সরকারকে কৃতার্থ করিলে ডাঃ ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান্ মনে করিয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিলেন। ২০৫—২০৯

स्वरूपं दर्शयामास भगवानपि तं सदा।
पुनरागमनन्तस्य किं भविष्यति भूतले ॥ २१०
ये स्वदा श्रीभगवतः सान्निध्यं वाचिगोचरं।
कृतन्ते स्नाप्य कृपया स्वरूपमवलोकितं ॥ २११

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां श्रीरामकृष्ण देवस्य केशव सेन समागम

স্তথা পানিহাটী গ্রাম গমনে রোগারম্ভাৎ পরং বাগবাজার বলরাম মন্দির শ্যামপুষ্করিণী স্থানে ক্রমাদ্গতে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক মহেন্দ্র লাল সরকারং প্রতি স্বরূপ দর্শনাদিনা কৃতার্থীকরণ রূপোঽন্ত্যলীলায়াং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ অঃ ৬ ।

Thakur showed his divine self to that physician. Will it be possible in this Kali Yuga to have such occurence repeated ?

210 to 211

Here ends the sixth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrshna Bhagabatam written by Shri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. (অঃ ৬)

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান ঠাকুর ও ডাঃ মহাশয়কে নিজের স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। এই ঘোর কলি যুগে আর কি এরূপ ভক্ত ও ভগবানের সাক্ষাৎ সম্মিলন পৃথিবীতে কখনও কি সম্ভব হইবে। ২১০।২১১

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত এই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ঠাকুরের কেশব সেনের সহিত সম্মিলন।

পানিহাটী গমনে রোগোৎপত্তি। দক্ষিণেশ্বর হইতে বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে শ্যামপুকুরে আগমনান্তে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে কৃপাকরণ প্রভৃতি অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইল।

অঃ ৬ অঃ ॥

अन्त्यलीलायां ७म अः

ठाकुरस्य महाभक्तः सुरेन्द्र मित्र नामकः ।
लब्ध्वागुरोः कृपारूपामाज्ञां ससाधको महान् ॥ १
कल्पावश्वमेधतुल्या दुर्गापूजेतियां विदुः ।
बहु बाधामतिक्रम्य पूजांचक्रे यथाविधि ॥ २
दुर्गेव श्रीरामकृष्णः साक्षात् श्रीभगवान् स्वयं ॥
साधकानां हितार्थाय भक्तमूर्त्ति परिग्रह' ॥ ३
कृत्वाविर्भूय भगवान् लीलामानन्ददायिनीं ।
युगे युगे प्रकरोति मर्त्त्य लोके विशेषतः ॥ ४
अखण्डानन्दरूपोऽयं भगवान् भक्तवत्सलः ।
शुभे महाष्टमीदिने मन्दिपूजा समागमे ॥ ५
पूजामण्डप आगत्य दिव्यदृष्ट्या स ठाकुरः ।
अपश्यत् सुरेन्द्रस्य भक्तियोग प्रभावतः ॥ ६
प्रतिमायां जगन्मातुः साक्षादुदयमात्मनः ।
भक्ति गद्गदरूपेण साश्रुसिक्ताननमुखं ॥ ७

With the permission of Thakur. Surendra Nath Mitra celebrated Durga Puja after overcoming great impediments. Like Durga, Sri Ramakrishna also manifests himself in different yugas for the well-fare of devotees. Thakur went to see the Puja on the Mahastami day, and found that the Goddess had appeared in the image and Surendra Nath was shedding tears of joy with his eyes fixed on the Goddess. 1 to 7

अन्त्यलीलायां ७म अः

বঙ্গানুবাদ :—

সাধক চূড়ামণি মহাভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ঠাকুরের কৃপাদেশ পাইয়া কলিযুগে যে পূজাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ বলে, বহু বাধা অতিক্রম করিয়া সেই দুর্গা পূজা করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই সাধকগণের মঙ্গলের জন্য সেই সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া প্রতি যুগে আনন্দময়ী লীলা এই মর্ত্তালোকে প্রকাশ করেন।

পূর্ণানন্দ স্বরূপ ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং মঙ্গলময় মহাষ্টমী দিনে সন্ধি পূজার সময়ে সুরেন্ বাবুর পূজা মণ্ডপে যাইয়া দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র নাথের ভক্তির প্রভাবে প্রতিমাতে জগন্মাতা দুর্গার সাক্ষাৎ আবির্ভাব হইয়াছে। এবং সুরেন্দ্রনাথ ভক্তি গদগদ চিত্তে মা মা বলিয়া পুনঃ পুনর্ব্বার রোদন পূর্ব্বক গলদেশে বস্ত্রের সহিত করযোড়ে মা দুর্গার পাদপদ্মে একাগ্র-চিত্তে দৃষ্টি পূর্ব্বক অশ্রু জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া মহাভাবে বিভাবিত হইয়াছেন। ১ হইতে ৭

मातुः पदे न्यस्तदृष्टिर्गलबद्धकृताञ्जलिः ।
अश्रुभिः संसिक्तवक्षा महाभावं गतश्च सः ॥ ८
दृष्ट्वैवं ठाकुरस्तस्य दुर्गाभक्तिमुवाच ह ।
शास्त्र सिद्धान्त वाक्यन्तद्भक्तिशास्त्रोदितं महत् ॥ ८
भक्तस्य तपोयोगादत्र मन्त्रातिशयनात् ।
आभिरूप्याच्च बिम्बानां देवः सान्निध्यमिच्छति ॥ १०
सर्वमेतत् सुरेन्द्रस्य लक्षितं प्रभुना तदा ।
भक्त्या सुरेन्द्रनाथस्य सुप्रीतष्ठाकुरो महान् ॥ ११
परन्त्वलौकिकोऽस्यस्य पूजां संदृश्य यत्नतः ।
प्रत्यागम्य स्व कं धाम नरेन्द्र प्रमुखां स्तदा ॥ १२

सुसम्पन्नगणौ स्तस्य सुरेन्द्रस्य कृतार्थतां ।
यथापूर्व्वं पूजाव्यापारसुक्ता च सविशेषतः ॥ १३
जगन्मातुः प्रसादाय ग्रहणार्थं स ठाकुरः ।
प्रेषयामास तान् सर्व्वान् सुरेन्द्र भवनं तदा ॥ १४

Thakur was pleased to see that the Puja was grandly successful inasmuchas everything was arranged according to prescribed procedure and the worship was performed with great devotion. On coming back to Dakshineswar Thakur told his disciples what he had seen, and sent them to the house of Surendra Nath to take the offered rice. 8 to 14

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর সুরেন্দ্রনাথের এইরূপ ভক্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন ভক্তিশাস্ত্রে যে সকল মঙ্গলময় সিদ্ধান্ত বাক্য বর্ণিত হইয়াছে। সেই অর্থাৎ পূজকের সাধনার যোগ পূজোপকরণের ঠিক ভাবে আয়োজন। এবং প্রতিমার মূর্ত্তি ধ্যানানুসারে গঠন হইলে সেইস্থলে দেবতার আগমন নিশ্চয় হয়। ঠাকুরের কৃপায় সুরেন্দ্রনাথের কোনটিরই ত্রুটি হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথের ভক্তি দ্বারাই ঠাকুর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

পরন্তু ঠাকুর সুরেন্দ্রনাথের নিকট বিশেষভাবে পূজা গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সন্তানসকলকে

সুরেন্দ্রনাথের পূজার সাফল্য এবং পূজার পারিপাট্য অত্যাশ্চর্যরূপে বলিয়া জগদম্বার প্রসাদ-গ্রহণের জন্য সকলকে সুরেশবাবুর গৃহে পাঠাইয়াছিলেন। ৮ হইতে ১৪

ततः परं स भगवान्, चिन्मयीं भवसुन्दरीं ।
कालिकां दर्शयां देवीं सम्य्‌गर्चयितुमुद्यतः ॥ १५
कालीपूजादिने प्रात भक्तानाहूय यत्नतः ।
उवाचाद्यास्ति मातुरद्याविर्भाव वासरे ॥ १६
अहोऽहं कालिकां देवीमर्चयामितिथिक्षयी ।
सात्विकाम्यर्चन द्रव्याण्यानयेत सुसत्वरं ॥ १७
निशायां भक्तवर्गास्ते पूजोपचारमुत्तमं ।
ठाकुराय समानीय दत्तवन्तोमुदान्विताः ॥ १८
पूजाकाले स भगवान् दिव्यभाव पुरःसरं ।
पुष्पं दत्वा स्व शिरसि प्रोवाच तानिदं वचः ॥ १९
सर्व्वे यूयं जगन्मातुः कालिकायाः स्वरूपकं ।
चिन्तयत चित्तपटे भक्तिभावेन भाविताः ॥ २०
ते सर्व्वे तत्तथा ज्ञात्वा यथोक्तं गुरुणा तदा ।
परं सपादमुद्राया भक्तं यं वेत्ति ठाकुरः ॥ २१

Thereafter Thakur intended to perform Kali Puja on the day of the new moon, and asked his disciples to bring the requisite things on that night. The things which were required for the puja were collected nicely. At the time of

worship Thakur advised his disciples to meditate upon the image of the Goddess. All his disciples did so. But the devotee who was called by Thakur as worth one Rupee and a quarter thought within himself. 15 to 21

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব চিন্ময়ী ভব সুন্দরী মাতা দক্ষিণা কালিকার পূজার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া কালী পূজার দিনে প্রাতঃকালে ভক্তবর্গ সকলকে যত্ন পূর্ব্বক ডাকিয়া বলিয়াছিলেন। আজ আদ্যা মহাশক্তির আবির্ভাবের দিন অতএব এই অমাবস্যার দিনে আমি কালী পূজা করিব। তোমরা পূজার উপযোগী সাত্বিক দ্রব্য সকল শীঘ্র আয়োজন কর।

ভক্তবর্গ আনন্দিত হইয়া সন্ধ্যার পর অত্যুত্তম পূজার দ্রব্যসকল আনয়ন পূর্ব্বক ঠাকুরকে দিয়াছিলেন। ১৫।১৬।১৭।১৮

পূজার সময় ঠাকুর দিব্যভাবে ভাবিত হইয়া সেই সকল ভক্ত বর্গকে বলিয়াছিলেন। তোমরা সকলে ভক্তি ভাবে জগন্মাতা কালিকার মূর্ত্তি মনোমধ্যে চিন্তাকর। গুরুর উপদেশ মত সেই সকল ভক্ত সেই ভাবে চিন্তা করিয়াছিল। কিন্তু ঠাকুর যাঁহাকে পাঁচ সিকার ভক্ত বলিয়া বলেন। ১৯।২০।২১

তেনৈব শ্রীগিরীশেন মনসেদং বিচিন্তিতং।
প্রত্যক্ষদৈবতাং হিত্বা কথমন্যাং ভজাম্যহং ॥ ২২
এবং মাত্বাগিরয়াম্বামেস্যুক্তা সদাহি সঃ।
দদৌ পুষ্পাঞ্জলিং ভক্ত্যা ঠাকুরস্য পদাব্জয়োঃ ॥ ২৩

अन्त्यलीलायां ७म अः

ठाकुर स्ततक्षणादेव दिव्यभाव विभावितः ।
भूत्वा प्रसन्नवदना वराभयकरा तदा ॥ २४
अपूर्व्वज्योतिषां मध्ये कालिकायाः स्वरूपकं ।
स्वात्मानं दर्शयामास भक्तेभ्यः कृपया प्रभुः ॥ २५
श्रीरामकृष्ण रूपाया स्तदा ते भक्त सत्तमाः ।
कालिकाया जगन्मातुः सच्चिन्मय्याः पदाम्बुजे ॥ २६
पुष्पाञ्जलिं सम्प्रदाय कृतार्थाह्यभवं स्तदा ।
श्रीरामकृष्ण लीलेयं कालीरूपा सनातनी ॥ २७
पश्चं श्यामपुष्करिण्यां यत्किञ्चित् सुस्थतां गते ।
प्रभौ तदासरकारेण स्थानादस्मात् सञ्चारवात् ॥ २८

"Why should I worship the Goddess disregarding the living God I see before me?" Being inspired with this thought Sri Girish Sen worshipped with great ardour the the feet of Thakur. At once Thakur transformed himself into the shape and appearance of the Goddess with divine brilliance, and showed his Divine self to his disciples who felt themselves blessed and worshipped the feet of Thakur in the shape of Kali. When Thakur felt a little better at Shampukur, Sarkar thought that it would be better if Thakur be removed from that house which was so full of *noise and lacking in the ventilation, 22 to 28*

অন্তলীলায়াং ৩য় অ

সেই ভক্ত গিরীশ মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে প্রত্যক্ষ দেবতা ভগবান ঠাকুরকে পরিত্যাগ করিয়া কেন অন্য দেবতা কালীর ভজন করিব। এইরূপ প্রাণের আবেগ বশতঃ সেই সময়ে গিরীশ মা মা এই কথা বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে ভক্তি পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তৎক্ষণাৎ দিব্য ভাবে বিভাবিত চতুর্ভুজে খড়্গমুণ্ড বর এবং অভয় করা হইয়া প্রসন্ন বদনা প্রভু নিজকে অপূর্ব্ব জ্যোতির মধ্যে কৃপা পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দকে কালিকার মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন। তখন সেই সকল ভক্তবৃন্দ রামকৃষ্ণ রূপিনী কালিকাকেই স্ব স্ব ইষ্টদেবী মনে করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ২২।২৩ ২৪ ২৫।২৬

ঠাকুরের কালী মূর্ত্তি ধারণ ইহা একটি সনাতনী লীলা হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে শ্যাম পুকুরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে সরকার বলিয়াছিলেন এই স্থান কোলাহল পূর্ণ বশতঃ। ২৭।২৮

তস্মাত্ত বায়ুগন্ধাত্যাত্মাদ্যস্য বায়ুসঙ্গতি
স্থানে গতি যুক্তা মন্যে প্রবযুক্তা চিকিৎসতঃ ॥ ২৯
কলিকাতা বহির্ভাগে গমনং সুখ রোচতে।
রোগারোগ্য মন্যমান স্যাদ্ভক্তাবিষয়ে ম: ॥ ৩০
শ্রুত্বৈবং ভক্তঃগোষ্ঠী স্থানান্বেষণতৎপরা।
চিন্তয়ন্তো মাত্মসরে নু নির্দিষ্ট স্থানমুত্তম ॥ ৩১
উত্তরস্যাং কলিকাতায়াঃ কাশীপুরাখ্য পত্তনে।
গ্রামসৌন্দর্যসম্পন্না উদ্যান মন্দিরস্য সমীপতঃ। ৩
গোপালাখ্যস্য গ্রামাৎ কাত্যায়ন্যা সমেত সঃ।
প্রধান ভাটিকায়াঃ পশ্চাৎ সা মন্দিরঃ পরিকল্পিতা ॥ ৩২

पञ्चमलीलायां ७म अः

वासाय श्रीभगवतो रोगोपशम हेतवे ।
फलपुष्प सुशोभाढ्या बहुस्वच्छ समन्विता ॥ ३४
हृद्यञ्च बहुगृहयुता सुप्रशस्ताङ्गना ।
श्रीरामकृष्ण भक्तानां मादृशानामपि संस्थितिः ॥ ३५

So he advised that Thakur should be removed outside Calcutta to a place with sufficient light and air. In a few days the disciples searched out a house at Cossipore. The house was owned by Gopal, son-in-law of Maharani Katyayani. It was a two-storeyed house with several spacious rooms, surrounded with a garden, quite suitable for his disciples to stay in and also for Sri Ramkrishna to live a quite, happy and peaceful life. 29 to 35

বঙ্গানুবাদ :—

এবং উন্মুক্ত বায়ু না থাকায় যে স্থানে সূর্য্য কিরণাদিতে উদ্ভাষিত অর্থাৎ খোলা জায়গা মাঠ বা বাগানাদিতে অবস্থান করা আমি ভাল বলিয়া মনে করি। আমার মতে কলিকাতার অনতি দূরে থাকাই ভাল। এই মত করিলে রোগ মুক্তির সম্ভাবনা মনে করি। ২৯।৩০

ভক্তবৃন্দ ডাক্তারের কথা শুনিয়া সেইরূপ গৃহের সন্ধানে ২।৩ দিনের মধ্যেই একটি উত্তম স্থান পাইয়া ছিলেন। কলিকাতার উত্তরাংশে কাশীপুর নামক স্থানে ৺সর্ব্বমঙ্গলাদেবীর মন্দিরের নিকটে মহারাণী কাত্যায়নীর জামাতা গোপালবাবুর বাগান বাড়ীটিই ভক্তগণ

স্থির করিয়াছিলেন এই বাগানের মধ্যে দ্বিতল বিস্তৃত বাড়ীতে ঠাকুরের অবস্থান হইলে রোগ মুক্তির বিশেষ সম্ভাবনা বাগানটি ফল পুষ্প সুশোভিত বৃক্ষ সকল এবং বড় বড় বহু গৃহ গৃহাঙ্গন প্রশস্ত উন্মুক্ত বায়ু নির্জ্জন শান্তভাব অতএব স্থানটি অতীব রমণীয় ঠাকুর সেবক ও সেবিকা প্রভৃতির সকলেরই অবস্থান অতি উত্তম হইবে। ৫১ হইতে ৫৫

अयिदयश्चानन्दमयी तदुद्यानं मनोहरं ।
'सर्व्वोपरि ठाकुरस्य वासगेहं सुशोभितं ॥ ३६
ततः कोदण्ड संक्रान्त्याः पूर्व्वेऽह्नि शुभचण्डिका ।
श्रीसारदां पुरस्कृत्य श्यामपुष्करिणी गृहात् ॥ ३७
सर्व्वमङ्गल दातारं प्रभुं तं शिविकान्तरं ।
नीत्वा कुर्व्वत वै यात्रां काशीपुर गृहं प्रति ॥ ३८
सुखपोषित सन्तानाधनिनां युवकाश्च ये ।
साक्षात् श्रीभूतनाथस्य सेवां भूतगणैर्यथा ॥ ३९
तथा तत् सेवनेच्छवः स्नानाहार विवर्ज्जिताः ।
कुर्व्वन्ति भक्तिभावेन भूतमुक्तयै कपिप्सवः ॥ ४०
दृष्ट्वैवं श्रीनरेन्द्र स्तानाहूय सविधे महान् ।
गीतगाथादिना सर्व्वान् परितोष्य महामतिः ॥ ४१
तत्साहवर्द्धनं तेषां कारयामास सुव्रतः ।
ध्यानमेवं श्रीनरेन्द्रनाथेन त्रिदितात्मना ॥ ४२

On the day before the last day of the moinh of Agrahayana, with Sarada Devi going ahead, and Shri Ramakrishna inside a palankin. all the disciples left the house at Shyampukur for

Cossipore. The young men who were born and brought up in wealth and luxury were always eager to serve Thakur without the least care for themselves. On seeing this Narendranath encouraged them by pleasing them with songs and music. For Narendranath felt that if the young men would find joy in doing their service his end would be achieved. 36 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

সেই বাগান বাড়ীর উপরিস্থ গৃহে ঠাকুরের অবস্থান হইবে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইলে অগ্রহায়ণ মাসের ২।১ দিন থাকিতে সর্ব্বমঙ্গলা মাতা সারদাদেবীকে অগ্রে লইয়া সর্ব্বমঙ্গলময় ঠাকুরকে ভক্ত সকল শিবিকা মধ্যে আরোহন করাইয়া কাশীপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। ধনীর সন্তান অতএব সুখ লালিত যুবক ভক্ত সকল সাক্ষাৎ ভূতনাথের সেবা ভূতগণ যেরূপ করিয়া থাকেন। ভূতভাব মুক্তির জন্য কৃপা প্রার্থী হইয়া যেরূপ সেবা করেন। সেইরূপ যুবক ভক্তগণ ঠাকুরের সেবায় সসব্যস্তে স্নান আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

৩৬ হইতে ৪০

सर्वाणि आनन्दयुक्तानि युवकानां भवन्ति चेत्।
तर्ह्यस्माकं कार्यसिद्धिर्भवेदेव न संशयः ॥ ४३ ॥
एकोपरि बहुकार्यभारदाने कृते सति।
नैकमपि सुसम्पन्नं भवेत् कार्यं सुनिश्चितं ॥ ४४

अतः सर्व्वकर्म्मविज्ञो नरेन्द्रः श्रेष्ठ साधकः ।
एकं चिकित्सकागारेष्वौषधानयनाय वा ॥ ४५
अन्यः पथ्य संग्रहार्थं वित्तार्थं मन्य एव वा ।
एवं नियोजिताः सर्व्वे युवकास्ते महात्मना ॥ ४६
घटीयन्त्रं यात्रिकं चालितव्येद जनैर्यदि ।
नहि बहुक्षणं यावत् गतिस्तस्य भवेदिति ॥ ४७
तद्वदत्र भगवतः सेवा तेन प्रचालिता ।
तत्रस्था स्वमिनः सर्व्वे कुर्व्वन्त्यर्थं सहायताम् ॥ ४८
तदोक्तः श्रीबलरामष्ठाकुरेण कृपालुना ।
त्वमेव मम पथ्यादिद्रव्यं संयोजयिष्यसि ॥ ४९

Narendranath was wise enough to give different charges to each of them. One was employed to get the medicine, another to get the diet and some other to collect money. Thus everything was managed smoothly and peacefully. The people of the locality donated generously for the purpose. Thakur asked Balaram to procure his diet. 43 to 49

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ দেখিয়া সেবক চূড়ামণি নরেন্দ্রনাথ নিজ নিকটে আনিয়া গীতবাদ্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করাইয়াছিলেন। ৪১।৪২

অন্ত্যলীলায়াং ৩ম অঃ

নরেন্দ্রনাথ জানিতেন যদি যুবকগণের মন আনন্দে থাকে তবে, আমাদের কার্য্য সিদ্ধির কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। একজনের উপর বহুতর কার্য্য ভার অর্পণ করিলে একটি কার্য্য ও সুসম্পন্ন হইবে না। ইহা ধ্রুব সত্য অতএব সর্ব্ব কার্য্যে অভিজ্ঞ নরেন্দ্রনাথ কোনও একটি যুবককে ডাক্তারের গৃহে ঔষধ আনিবার জন্য কাহাকেও বা পথ্য সংগ্রহের জন্য অন্য একজনকে অর্থ সংগ্রহের জন্য এইরূপ ভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ যুবক বর্গকে যথারীতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৪৩ হইতে ৪৬

যেমন ঘড়ীতে একবার দম দিলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলে। সেইরূপ এখানে ঠাকুরের সেবা ঠিক ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। এবং কাশীপুর নিবাসী বহু গৃহস্থ বহু প্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন।

এবংদয়াল ঠাকুর সেই সময় বলরাম বসুকে বলিয়াছিলেন তুমি আমার পথ্য সংগ্রহ কর। ৪৭।৪৮।৪৯

तथोदारबुद्धियुत सुरेन्द्रनाथ सेवकः।
तन्न त्वमस्य गेहस्य स्वामिनं परितोषय ॥ ५०
गृहीतं सुख सानन्दं ताभ्यामपि गुरोर्वचः।
एवं श्रीठाकुरेनैव व्यावस्था सुनिरुपिता ॥ ५१
तत्र काशीपुरोद्याने पूर्व्वतः परमात्मनः।
सुस्थतामवलोक्यैव भक्तास्तेऽतीव नान्दिताः ॥ ५२
परन्तु परिचर्य्यान्ते लिप्ता भजनसाधने।
नरेन्द्रनाथ प्रमुखा भक्ताः कतिपयास्तते ॥ ५३
एकत्र मिलिताः सर्व्वे भजनीय कथान्तरे।
भक्तचूडामणिः प्राह भक्तमङ्गल हेतवे ॥ ५४

अन्त्यलीलायां ६४ अः

नित्यध्यानं वयं कुर्मो गेहाभ्यन्तर संस्थिताः ।
अद्य भस्मविलिप्तानां नागासन्यासिनां मतम् ॥ ५५
भजामः श्रीभगवन्तं वासनेण समोदिता ।
भस्म वा कुत्र प्राप्स्यामः संस्कृतं साधुसम्मतं ॥ ५६

Surendranath was asked to pay rent of the house. Both of them gladly accepted their charges. The disciples were happy to see Thakur improving in his health. Some of them headed by Narendranath devoted themselves to holy pursuits after discharging their services to Thakur. In course of holy discussions Narendranath said, "Usually we meditate in a room. Today I intend to emulate the practice of naked ascetics with bodies smeared with ashes. But, how can the holy ashes be available ?" 50 to 56

বঙ্গানুবাদ :—

এবং উদার বুদ্ধিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভক্তকে বলিয়াছিলেন তুমি ঘর ভাড়া দাও। নরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ইহারা দুইজনে আনন্দের সহিত গুরু বাক্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫০

এইরূপভাবে ঠাকুর নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিয়াছিলেন। সেই স্থানে ঠাকুরের পূর্ব্বাপেক্ষা রোগের উপশম দেখিয়া ভক্তবর্গ আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৫১৫২

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

পরন্তু ঠাকুরের সেবা ও শুশ্রূষায় শ্রেষ্ঠ ভক্ত নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্ত বৃন্দ সাধন ভজনে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ৫৩

ভক্ত সকলে ভজন বিষয়ের কথা বার্ত্তার মধ্যে ভক্ত শ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র নাথ ভক্ত সকলের মঙ্গলের জন্য বলিয়াছিলেন আমরা প্রতিদিন গৃহের মধ্যে থাকিয়া ভজন সাধন করিয়া থাকি। অদ্য আমরা নাগা সন্ন্যাসীদের মত ছাই মাখিয়া ভজন করি। আমার মনে আজ এইরূপ একটি ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ সাধুগণের অনুমোদিত ভস্মই বা আমরা কোথায় পাইব। ৫৪।৫৫।৫৬

एवं विचिन्त्य ते सर्व्वे भक्ता बाल स्वभावकाः ।
तामाकु भस्मं गृह्य कृत्वा गात्रे विलेपनम् ॥ ५७
आनीय शुष्कपत्राणि प्रज्वाल्याग्निं समुज्ज्वलं ।
पद्मासनेनोपविश्य कौपीनमात्र धारिणः ॥ ५८
नेत्रे निमील्य ते सर्व्वे ध्यानमग्ना स्तदा भवन् ।
तत्राज्याहुति योगात् साप्यग्निरिन्धाप्यवर्द्धत ॥ ५९
एवं पूर्व्वसंस्कारात्मा योगिना दृढतां गताः ॥
तथापि श्रीठाकुरस्य कृपया क्रामिग्न्यतां ॥ ६०
प्राग्वस्थः शिवकाश्रो नित्यशुद्ध चिदात्मनां ।
मायया देहसम्बन्धो जीवानां सम्भवेदिति ॥ ६१
अपरोक्षेण ज्ञात्वापि स्वनरेन्द्रोऽयमात्मवान् ।
जनकवत् व्यवहारजीविनः स्वर्गमात् परं ॥ ६२
चिकिर्षुं स्तां विचार्यतामस्यमायायात्मकान्वितः ।
आनीय तदुपयोगि वस्तु विक्रीय सर्व्वाणि ॥ ६३

They collected ashes left after smoking tobacco and smeared their bodies with it. They also made fire with dried leaves and wore a piece of cloth to gird their loins. Then they sat all around the fire and meditated with closed eyes. By doing so they purged themselves of all impurities and attained divine wisdom. After the death of his father Narendranath began to study books of Law with a view to take up the profession of a lawyer like his father. 57 to 63

বঙ্গানুবাদ ঃ

এইরূপ ভাবিয়া বালকের মত উদার স্বভাব ভক্ত সকল তামাক খাইলে যে সকল ছাই হয় সেই সকল ভস্ম সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ গাত্রে লেপন পূর্ব্বক শুষ্ক পত্র সকলকে ধুনী স্থানীয়রূপে অগ্নি সংযোগ করতঃ প্রত্যেকে পদ্মাসনে বসিয়া কেবলমাত্র কোপীন ধারণ করতঃ চক্ষু‍‌র্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া সকলেই ধ্যান মগ্ন হইয়াছিলেন। ৫৭।৫৮

ঘৃতাহুতি বশতঃ সেই অগ্নি শিখা বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে ভক্ত বর্গের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারজাত বাসনা সকল দগ্ধ হইয়াছিল। এই স্থানে সেইরূপ সেবক সকল ঠাকুরের কৃপায় নিষ্কাম হইয়া নিত্য শুদ্ধ পরব্রহ্মের মায়া দ্বারা জীব সকলের এইটি সাক্ষাৎ রূপে জানিয়াও এই আত্মারাম নরেন্দ্র ব্যবহারজীবী পিতার স্বর্গ গমনের পর নিজেও ওকালতি বৃত্তি করিবেন বলিয়া তদুপযোগী বহি

সকল আনিয়া ঠাকুরের সেবা শুশ্রূষার সমাপনান্তে নিজ গৃহে যাইয়া সংসারের অভাব মোচনের জন্য সেই সকল গ্রন্থ পড়িতেন।

৫৯ হইতে ৬৩

सेवावकाशे समयेचकार पठनं प्रभोः ।
संसाराभावमुक्तिश्च तयाशक्त्या भविष्यति ॥ ६४
इतः पूर्वं नरेन्द्रस्य दक्षिणेश्वर संस्थितिः ।
तदैकस्मिन्दिने देवो नरेन्द्र मिदमब्रवीत् ॥ ६५
त्वमादौ मातृ भ्रात्रादेरर्थस्य स पदं कुरु ।
ततोऽहन्त्वां करिष्यामि ब्रह्मानन्द स्वरूपकं ॥ ६६
यो मरौ भीमकान्तारे पर्वते पथिदुर्गमे ।
नौकां चालयितुं शक्तः को वेत्ति तस्य कौशलं ॥ ६७
दुर्बोध्या भगवल्लीला इति शास्त्रस्य भाषणं ।
एवं श्रीठाकुरेणोक्तः सेवकानां हिताय वै ॥ ६८
एकस्मिन्दिवसेऽकस्मादुन्मत्तेन समो महान् ।
श्रीनरेन्द्रः समयात श्रीगिरायस्य सद्मनि ॥ ६९
एकवस्त्र नग्नपादः पृष्टोऽपितु तदावदत् ।
मायामातुर्वियोगित्वाद्दिवंस पुत्र सम्भवात् ॥ ७०

In liesure hours he would study the law books with a view to maintaining his dependents by earning money by the profession of a lawyer. During his stay at Dakshineswar Thakur once said to Narendranath, "You should arrange first for the maintenance of your dependent mother,

brother and others. Thereafter I shall impart divine knowledge and wisdom. Inscrutable are the ways of God by whose grace we can safely pass through deserts, vast expanse of waste land, inaccessible mountains and troubled waters." One day Narendranath appeared like a mad man in the house of Girishchandra and said that his mother had breathed her last and a child was born to him. 64 to 70

বঙ্গানুবাদ :—

ইহার পূর্ব্বে নরেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান সময়ে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন। তুমি সর্ব্বাগ্রে মা ও ভাই বোনদের অন্ন সংস্থান কর। পরে আমি তোমাকে আমার জ্ঞানানন্দ স্বরূপটি দিব। যিনি মরু ভূমিতে, ভয়ঙ্কর বনে, পর্ব্বতে, বা দুর্গম পথে নৌকা চালাইতে পারেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যে কি কে জানিতে পারে। ৬৪ হইতে ৬৭

অত্যন্ত কষ্ট করিয়াও কেহ ভগবানের লীলা বুঝিতে পারে নাই। ইহা শাস্ত্রের কথা। ঠাকুর শিষ্য বর্গের শিক্ষার জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন। ৬৮

হঠাৎ একদিন খালি পায়ে এক বস্ত্রে নরেন্দ্র পাগলের মত হইয়া ঠাকুরের পরম ভক্ত গিরীশচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এইরূপ অবস্থার কারণ কি গিরীশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলে নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন আমার অজ্ঞানরূপিনী মাতার মৃত্যু এবং বিবেক সদৃশ পুত্রের আবির্ভাব হওয়ায় সম্প্রতি আমার অশৌচ হওয়ায় আমি এইরূপ বেশ ধারণ করিয়াছি। ৬৯।৭০

अन्त्यलीलायां ९म अः

अधुना श्रीचयुतंत्वा देवं येगोमया धृतः ।
गिरीशस्यानुरोधेन विश्रम्य तद गृहे चिरं ॥ ৩১
काशीपुरस्थमुद्यानं गत्वा श्रीगुरवे तदा ।
विनिवेद्य स्वमात्मानं प्रभोः श्रीपादपद्मयोः ॥ ৩২
अग्निकेदण्डवद्भूमौ यावज्जीवं पपात सः ।
श्रीनरेन्द्रो गृहं त्यक्त्वा कैवल्याश्रममाविशत् ॥ ৩৩
अधिष्ठानं भगवतो यतो भक्तहृदि ध्रुवं ॥
तेषां जाति विचारो न कर्त्तव्यं धार्म्मिकैर्जनैः ॥ ৩৪
देवतैरपि पूज्यास्ते भक्ताहि भगवत् पराः ।
अतोऽत्र श्रीनरेन्द्रः श्रीराखालराज सेवकः ॥ ৩৫
बाबुरामो योगीन्द्रश्च नित्यसिद्धा भवन्तामी ।
ईश्वरकोटयो ह्येते मुक्तमुक्त स्वरूपकाः ॥ ৩৬
उत्तरायण संक्रान्त्यां गङ्गासागर संगमे ।
स्नात्वा श्रीकपिलं देवं दृष्ट्वा नीलाचले प्रभुं ॥ ৩৭

From the house of Girishchandra, Narendranath went to Cossipore and met Thakur. He dedicated himself to holy pursuits and left his family life for good. The heart of a holy man is the abode of God. Hence, all devotees are regarded as caste-less and adored even by gods for their holiness. Narendra, Rakhalraj, Baburam and Jogindra were endowed with *divine wisdom* and *freedom from all bondages.*

अन्त्यलीलायां ७म अः

Brother Gopal took his holy bath at Gangasagar, visited the temple of Jagannath at Puri.

71 to 77

বঙ্গানুবাদ ঃ—

গিরিশ বাবুর অনুরোধে কিছুক্ষণ তাঁহার গৃহে থাকিয়া তৎপরে কাশীপুরের বাগান বাটিতে গুরুপাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত হইয়া যাবজ্জীবনের মত আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। ৭১।৭২

সেইদিন হইতে শ্রীনরেন্দ্রগৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ৭৩

যেহেতু ভক্ত হৃদয়ে ভগবানের অবস্থান বিশেষভাবে হয়। ইহা ধ্রুব সত্য। এবং সেইসকল ভক্তের জাতি বিচার ধার্ম্মিকগণ করেন নাই। ভক্ত দেবতাদেরও পূজ্য এবং ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র। ৭৪

অতএব ঠাকুরের লীলাক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ, রাখালরাজ, বাবুরাম, যোগীন্দ্র প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ হইারা নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি। এবং ইহারা মুক্তপুরুষ স্বরূপ। ৭৫।৭৬

উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান ও কপিলমুনি দর্শন পরে নীলাচলে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রভু জগন্নাথ দেবের দর্শনার্থে। ৭৭

जगन्नाथमभ्यर्चयित्वा कलिकातारव्य पत्तने।
दृष्टानन्दमयीं कालीं कालीघट्टे सभक्तिकं ॥ ৭৮
अत्र भागीरथी तीरे साधुमण्डराशि भिक्षुकाः।
स्थित्वा कियद्दिनं सर्व्वे स्व स्व स्थानं पुनर्गताः ॥ ৭৯
भ्राता गोपाल दृष्टैवं पभौविमिष्ट सेवकः।
गैरिक वस्त्र रुद्राच माला कमण्डलुं स्तथा ॥ ৮০

अन्त्यलीलायां ৭ম अः

दातुकामः सन्न्यासिभ्यो जिज्ञासिते सदा प्रभो ।
प्रभुनोक्तं युवका मे सन्तानाः सन्ति साधकाः ॥ ৮১
सन्न्यासि सहस्रनिभं प्रत्येकं नात्र संशय ;
त्वया सम्पूजितेष्वेषु सिद्धिं प्राप्स्यसि त्वं ध्रुवं ॥ ৮২
गोपाल भ्राता श्रुत्वैवं ठाकुरस्य वच स्तदा ।
आहूय युवकान् भक्तान सकलानपि यत्नतः ॥ ৮৩
त्याग पवित्रता चिह्नं गैरिकं वसनादिकं ।
शाङ्करं भूषणं दत्वा तोषितश्च करैः प्रभोः ॥ ৮৪

He also visited the temple of Goddess Kalt at Kalighat in Calcutta. On seeing many mendicants and saints on the bank of the Ganges he desired to give them cloth, water pans and beads. On learning his desire Thakur advised him to give all things to his young disciples, each of whom was equal to thousand of holy men. Accordingly Gopal welcomed the young disciples and distributed all those things among them. 78 to 84

বঙ্গানুবাদ :—

কলিকাতায় কালীঘাটে কালী দর্শন করিয়া ভাগীরথী তীরে সাধু সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকগণ দিন কয়েক অবস্থান করিয়া পুনরায় নিজ নিজ আশ্রমে গমন করেন। প্রভুর বিশিষ্ট সেবক আমাদের গোপাল দাদা গঙ্গতীরে সেই সকল সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহাদিগকে গৈরিক বস্ত্র,

রুদ্রাক্ষের মালা ও কমণ্ডলু দিবার জন্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন। আমার পরম সাধক যুবক সন্তানগণ আছেন। ইহাদের প্রত্যেকটি যুবক সহস্র সন্ন্যাসী সদৃশ। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি ঐসকল দ্রব্য দিয়া উঁহাদিগকে সম্মান করিলে তুমি নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ করিবে ইহা ধ্রুব সত্য। ৭৮-৮২

ঠাকুরের কথা শুনিয়া গোপালদাদা যত্নপূর্ব্বক যুবক ভক্তসকলকে আহ্বান পূর্ব্বক সাদরে ত্যাগ ও পবিত্রতার চিহ্নস্বরূপ সেইসকল গৈরিক বস্ত্রাদি ঠাকুরের হস্তে সংশোধিত ভস্মলিপ্ত যুবক সন্ন্যাসীদিগকে দান করিয়া গোপালদাদা কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ৮৩।৮৪

ঠাকুর গোপালের কার্য্য দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৮৫

ते सन्न्यासितमाः सर्व्वे द्रव्यै स्तैः परितोषिताः ।
दृष्ट्वा गोपाल मत्यन्तमुदमाप स ठाकुरः ॥ ৮৫
किञ्चित्त्वहङ्कार निधनं सुदुष्करं मतं मम ।
श्रीठाकुरो विचिन्त्यैवं चिकीर्षया मान वर्जिताम् ॥ ৮৬
भिक्षाटने प्रेरितवान् शिष्यांस्ठाकुरो महान् ।
सन्न्यासि वेशमाश्रित्य यदा सर्व्वे बहिर्गताः ॥ ৮৭
सह ग्रजाः सुमिथिताः सन्ताननिचयाः प्रभोः ।
पादुकाना भगवन्तं सेवा वैराग्यमाश्रिताः ॥ ৮৮
विश्वस्य जननी साक्षादन्नपूर्णेव सारदा ।
दृष्ट्वा पादनतान् पुत्रानाशीर्व्वाद स्वरूपकं ॥ ৮৯
धनमर्यंच तेभ्योऽदान्माता किञ्चिन्महेश्वरी ।
भिक्षुकानां न मर्य्यादा नास्ति मानापमानको ॥ ৯০

অন্ত্যলীলায়াং ৭ম সঃ

কটূক্তিঃ সাদরোক্তির্বা জনানাং সমতা গতে।
দীনহীননিভা যান্তি ভিক্ষুকাস্তে গৃহে গৃহে ॥ ৮৭
ময়া তে তাড়িতাঃ ক্বচ ক্বচাসন্ সপূজিতাঃ।
ভিক্ষালব্ধান্ধসা মাতাপ্যন্নং সম্পাদ্য যত্নতঃ ॥ ৮৮

Thakur became much pleased to see that Gopal had done as he was asked to do. With a view to curbing the egoism of his disciples. Thakur sent them out to beg alms from door to door, in the guise of ascetics. At first they approached Sarada Devi with their heads bent down to her feet. Sarada blessed them with alms. Beggars have no dignity, prestige or respect. They move from door to door with all humility. They receive harsh words and kind greetings with equanimity. Sometimes they are driven out and sometimes cordially welcomed. They thus collected some rice and gave it to Sarada Devi who cooked it carefully. 85 to 92

বঙ্গানুবাদ :—

সুশিক্ষিত সদ্বংশজাত ধনীর সন্তান যুবক ভক্তবৃন্দসকলের সেবা ও দৃঢ়তর বৈরাগ্য দর্শনে ঠাকুর এইরূপ ভাবিয়াছিলেন উপস্থিত ইহাদের অভিমানশূন্য প্রয়োজনে ভিক্ষার জন্য বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভক্তবর্গ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণপূর্বক বহির্গত হইবার সময়

জগজ্জননী অন্নপূর্ণা সদৃশী বিশ্বেশ্বরী মাতা সারদাদেবী পাদনত গর্ভজাত পুত্রতুল্য সন্তানগণকে আশীর্বাদ স্বরূপ কিঞ্চিৎ তণ্ডুল ও ২।১টি পয়সা তাঁহাদের ভিক্ষার ঝুলি মধ্যে দিয়াছিলেন। ভিক্ষুকদিগের মান অপমান ও মর্য্যাদা কিছুই নাই। লোকসকলের কটু কথা বা সাদর সম্ভাষণ সমান দীন হীন ভিক্ষুকসকল প্রতিগৃহেই যাইয়া থাকেন। কোথাওবা তাড়িত হয়েন কোথাওবা পূজিত হয়েন। এইরূপ ভাবে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল দ্বারা মাতা সারদা শ্রদ্ধা সহকারে অন্ন প্রস্তুত করিয়া। ৮৬ ৯২

ठाकुराय ददौ देवी स्वेष्टदेवाय भक्तितः।
सानन्दं ठाकुरोऽप्यस्य गृहीत्वा भागमग्रिमं ॥ ९३
तदन्न सम्वर्द्धनार्थं धृतवान् मस्तके प्रभुः।
लीलेयं श्रीभगवतः सन्तानानर्थ मोचना ॥ ९४

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां प्रियभक्त श्रीसुरेन्द्रस्य दुर्गापूजा तथा ठाकुरस्य कालीपूजायां कालीरूप धारणं नरेन्द्रस्य सन्न्यास धर्म्म ग्रहणं तथान्य-भक्तानामपि मानापमान दूरीकरणरूपोऽन्त्यलीलायाः सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

Sarada Devi offered it to Thakur who gladly accepted it and held it on his head. Thus Thakur got his disciples rid of spiritual evils.
93 to 94

Here ends the seventh chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Shri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. অঃ ৭ম.

অন্ত্যলীলায়াং ৭ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

ভক্তিপূর্বক নিজ ইষ্ট দেবতা ঠাকুরকে অর্পণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরও সেই অন্নের অগ্রভাগ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া জগতের অন্নবৃদ্ধির জন্য মস্তকে ধারণ করিলেন এবং সন্তানগণের কামনাশূন্য জন্যই এই লীলা করিয়াছিলেন। ৯৩।৯৪

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত রামকৃষ্ণভগবতে অন্ত্যলীলার সপ্তম অধ্যায়ে সেবক সুরেন্দ্রনাথের দুর্গাপূজা ঠাকুরের কালী পূজায় কালী মূর্ত্তি ধারণ নরেন্দ্রাদি ভক্তবৃন্দের সন্ন্যাস গ্রহণ এবং অন্যান্য ভক্তগণের অভিমান দূরীকরণ বলা হইল। অঃ ৭ অঃ॥

अन्त्यलीलायां ८म अः

अथाकं क्षुद्रबुद्धीनां चिन्ताकर्षं च हे तवे ।
बालवदाचार युतः स्वयं सर्वेश्वरोमहान् ॥ १
तस्याभासं ददौ देवः कदचान कदाचन ।
प्रभाते वा दिनान्ते वा भोजने शयनेऽपि वा ॥ २
भगच्चरणं कुर्यादित्युक्ते ठाकुरेण हि ।
उक्तं गिरीशचन्द्रेण स्वभावदोषतो यदि ॥ ३
नाहं स्मर्तुं समर्थःस्यां मत तत्पदमाश्यलक्षने ।
अपराधी भविष्यामि न सम्भवेदिदं मयि ॥ ४
एवन्तस्य गिरीशस्य प्रभुः सरलया गिरा ।
प्रीतश्च समुवाचेदं यदि स्मर्तुं न शक्यते ॥ ५
तर्हि प्रतिनिधित्वेन वरय मां हि साम्प्रतं ।
मत्यहं त्वत् स्वरूपोऽहं भूत्वा स्मरामिहीश्वर ॥ ६
एवमुक्ते भगवति गिरीशेनानुमोदितं ।
तस्य यत् करणीयन्तत् सर्वमस्मै समर्पितं ॥ ७

For spiritual amelioration Thakur would sometimes advise to remember God at sun-rise and sun-set and also at the time of taking meals and going to bed. At this Girish chandra said, "It is not possible for me to abide by this instruction as I am sure to be guilty of violating your instruction due to my bad habits." Thakur became much pleased with such straightforward confession and said, "Well if you cannot do it, I may be authorised to do it for you." Girish chandra agreed and made over all the charges of memorable things to Thakur.

1 to 7

বঙ্গানুবাদ :—

অতি অল্পবুদ্ধি আমাদের মনের আকর্ষণ জন্য বালক স্বভাব এবং ঠাকুর সর্বজ্ঞ হইলেও মনের শুদ্ধির জন্য কিছু কিছু আভাস কখন কখন আমাদের মঙ্গল কামনা করিয়া বলিতেন। সকালে বা সন্ধ্যায় ভোজনে বা শয়নে ভগবানের স্মরণ করা একান্ত কর্তব্য। ঠাকুর এই কথা বলিলে ভক্ত গিরিশ এইরূপ বলিয়াছিলেন। স্বভাবের দোষে যদি আপনার কথা স্মরণ করিতে না পারি তবে আপনার বাক্যলঙ্ঘনে নিশ্চয় অপরাধী হইব। অতএব প্রতিদিন স্মরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। ১।২।৩৪

তবে সম্প্রতি আমাকে প্রতিনিধি দাও। আমি তোমার হইয়া প্রত্যহ স্মরণ করিব। ঠাকুর এইরূপ বলিলে গিরীশ বলিয়াছিলেন তাহাই হউক। নিজের স্মরণীয় যা কিছু ঠাকুরকে গিরীশ দিয়াছিলেন।

৫।৬।৭।

किन्तु किञ्चिद्विचिन्त्यैव गिरीशस्तत्परक्षणे ।
उवाच ठाकुरं तेन यद्यधःपतनं मम ॥ ८
भवेत्तर्हि तदा कस्य स्मरणं यामि तद्वद ।
तं तदा ठाकुरः प्राह स्मितहास्य पुरःसरं ॥ ९
विषहीनस्य सर्पस्य दंशने न विषक्रिया ।
भवेत्ततो नरः कोऽपि मृत्युं नाप्नोति निश्चितं ॥ १०
किन्तु महा विषधरो यदि जन्तुं प्रदंशति ।
तद्दंशनात्तस्य मृत्युःस्यादत्युग्र विषप्रभितः ॥ ११
इत्थं मत् कृपया पुत्र तव वैषयिकी क्रियाः ।
सर्व्वाः प्रयाम मायाग्निस्तम्भनीमयि मच्छति ॥ १२
एवं कियद्दिने याते श्रीगिरीशोऽब्रवीद्वचः ।
यातने हृक् प्रतिनिधौ प्रागहं नावबुद्धवान् ॥ १३
अधुनाहं प्रपश्यामि सर्व्वकार्य्यानुशीलने ।
मदर्थं ठाकुरो नित्यं क्रियत्यामयवान् यथा ॥ १४

After a little deliberation Grish chandra said, "In case my spiritual degradation take place, whom shall I remember ?" Thakur replied, "The biting of a poisonous snake can. only cause death. Just remember me and I.

shall rid you, of all your impious habits." After some days Girish chandra said to Thakur, "I could not guess before that to discharge duties through a representative would pain me so much. I now see that you are suffering like a sick man for my sake in everything you do."
8 to 14

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু গিরীশ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়াই পরক্ষণে বলিয়াছিলেন যদি আমার অধঃপতন হয় ? ৮

তাহা হইলে তখন আমি কার স্মরণ লইব তাহা বলুন। ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া গিরীশকে বলিয়াছিলেন। দেখ বিষহীন বিষধরের দংশনে কেহ মরে নাই বা কোনরূপ বিষক্রিয়া হয় নাই। কিন্তু যদি মহা বিষধর সর্প দংশন করে তবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। কারণ অতি উগ্র শক্তিবশতঃ কেহই বাঁচে না। ৮-১১

হে পুত্র তোমার বিষয়ভাব সমূলে বিনষ্ট হইয়া আমাতে মন প্রবিষ্ট হইবে। এইভাবে কিছুদিন গত হইলে গিরীশচন্দ্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। প্রতিনিধি দেওয়ায় এত যাতনা হয় ইহা আমি পূর্ব্বে বুঝি নাই। এখন আমি যে কিছু কার্য্য করি তাহাতেই দেখিতে পাই ঠাকুর যেন রোগীর মত আমার জন্য কষ্ট পান। ১২।১৩।১৪

धिङमां विगर्हितं मद्दुष्कृतं कुलकज्जलं ।
योऽहं श्रीगुरवेदत्वा कलुषं नन्दितोऽभवं ॥ १५
कदिन्द्रियैः कदाचार रत बन्धुगणैः सह ।
करोमि कुत्सितं कर्म्म बहते नोपशाम्यते ॥ १६

यदि वैषयिकानन्दमुपभोक्तुं न शक्यते ।
तस्मात् प्रतिनिधेः श्रेयः प्रातः सायं वरं यदि ॥ १७

भगवत्स्मरणं यामि तत् सुखमिति मे मतं ।
शिष्यस्य सद्गुरोः कृपालाभं शीघ्रं भवेत्ततः ॥ १८

अनौरस प्रजाः सर्वा गुरोस्तुल्या भवन्ति वै ।
अयत्नवान् गुरुर्नित्यं शिष्याभ्युदय हेतवे ॥ १९

ज्ञातवांष्ठाकुरश्चैष्यं दिक्पाला भवेयुर्ध्रुवं ।
शिष्या मे ध्यानयोगेन यतस्तन्मयतां गताः ॥ २०

तथाप्येषां कमप्येकं सर्वश्रेष्ठ गुणान्वितम् ।
अत्युच्च साधनासिद्धं कर्त्तुं शक्नोमि चेदहं ॥ २१

"Fie upon me. I am so mean and vicious that I have made my preceptor suffer for my abominable habits and conduct. I never think of abstaining myself from bad practices. I now find peace of mind in remembering God in the morning and evening, and I am sure to be blessed by my preceptor if I do so. The preceptor treats impartially all his disciples and has the same good wishes for all." Thakur knew that his disciples who had attained profound spiritual concentration would rise to the summit of divine glory. Still he desired to make one of them the greatest of all holy men

in order that many others might be benefitted by him. 15 to 21

বঙ্গানুবাদ :—

সজ্জনগণের দ্বারা অতিনিন্দিত বংশের কুলাঙ্গার মহা পাপী আমাকে ধিক্। আমি এমন হতভাগ্য যে গুরুকে পাপ দিয়া বিষয়ভোগে চরিতার্থ হইতেছি। এখন আমি দুরাচাররত বন্ধুবর্গের সহিত প্রতিদিন কুৎসিত ইন্দ্রিয় দ্বারা আমার মন সুখ ভোগ করিতেছে। এবং পূর্ব্বে আমি যে সকল কার্য্যে ঘৃণা করিতাম, তাহাকে ভাল বলিয়া মনে করিতেছি। অর্থাৎ পাপপুণ্যের ভার যখন গুরুর উপরে ন্যস্ত করিয়াছি তখন আমি যাহা ইচ্ছা করিতে পারি এইরূপ দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছি, অতএব আমাকে শতধিক। বরং আমি প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যার সময়ে ভগবানকে ডাকি তাহাই আমার পরম মঙ্গলদায়ক প্রতিনিধির অপেক্ষা খুব ভাল। এইরূপ করিলে শিষ্যের সদ্গুরুর কৃপা শীঘ্রই হয়। ১৫-১৮

শিষ্য সকল গুরুর মত হউক তজ্জন্যই গুরু সর্ব্বদা শিষ্য সকলের গুরু ভক্তির বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন। ঠাকুর জানিতেন যেহেতু আমার শিষ্যগণ ধ্যান দ্বারা নির্বিকল্প সমাধি লাভ করে ইহারা প্রত্যেকে এক একটি দিক্‌পাল বা জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু বলিয়া নিশ্চয় পরিচিত হইবে। তাহা হইলেও ইহাদিগের মধ্যে কোনও একটি সর্ব্বোত্তম গুণান্বিত শিষ্যকে যদি আমি অতি উচ্চ সাধনায় সিদ্ধ করিতে পারি তবে আমার অবর্ত্তমানে বহু শিষ্যের মঙ্গল হইবে। ১৯।২০।২১

भाविनि समये तेन वङ्गानां मङ्गलं भवेत् ।
तस्मादाजन्मवैराग्य ध्यानवन्तं नरोत्तमं ॥ २२

श्रीनरेन्द्रनाथ शिष्यं विशेषेणोपदिष्टवान् ।
यैः साधनैः सिद्धिलाभं चकार भगवान् स्वयं ॥ २३

तत् सर्व्वं साधनामार्गं नरेन्द्राय प्रदत्तवान् ।
यदा श्रीठाकुर श्चासीद्दक्षिणेश्वरधामनि ॥ २४

मातृभावोपलब्ध्यर्थं शक्तिमन्त्रेण दीक्षितं ।
अकरोद् यं श्रीठाकुरः सोऽयमद्याप्यरूपकः ॥ २५

भगवतः पितृभावोपलब्धिकाम्यया तदा ।
जना यदा सुप्तिमग्नानिशीथेऽति भयङ्करे ॥ २६

उद्यानस्य चतुर्दिक्षु सदासौ रामनामभिः ।
तदुद्यानं सुखरितं कृत्वा नरेन्द्र साधकः ॥ २७

उन्मत्तवद्विचरतिविज्ञायेदं प्रभु सदा ।
स्व सकाशे समानीय भावाविष्टित चेतसे ॥ २८

With this object Thakur imparted the best of his advice and guidance to Narendranath. Thakur initiated Narendranath with the holy name of the Goddess Kali. A change came over Narendranath. Once in the dead of night he ran to and fro in the garden shouting the holy name of Rama like a mad man. Thakur brought him near to himself. 22 to 28

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ চিন্তা করিয়া ঠাকুর আজন্ম বৈরাগ্য ও ধ্যাননিষ্ঠ নরোত্তম শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ শিষ্যকেই বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছিলেন। যে সকল সাধনায় ঠাকুর নিজে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সাধনার সেই সকল পথ নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়াছিলেন। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন সেই সময় শক্তি সাধনায় সিদ্ধির জন্য যে নরেন্দ্রকে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আর সেই নরেন্দ্র অনুরূপ অর্থাৎ দাস্য ভক্তির উপলব্ধির জন্য যে সময় লোক সকল গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত সেই রাত্রি দ্বিপ্রহরে ভয়ঙ্কর সময়ে বাগানের চতুর্দিকে রাম রাম এই নামের দ্বারা উদ্যান পরিপূরিত করিয়া সাধক চূড়ামণি নরেন্দ্র পাগলের মত বেড়াইতেছেন। ঠাকুর এই ব্যাপারটি জানিয়া নরেন্দ্রকে নিজের নিকটে বসাইয়া ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময় তারক ব্রহ্ম রাম নাম কর্ণমূলে দিয়াছিলেন। যে তারক ব্রহ্ম রাম নাম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সেই নাম বিশুদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ অসাধারণ শিষ্য একমাত্র নরেন্দ্রকেই দিয়াছিলেন। ২২-২৯

प्रददौ तारकमन्त्रं रामनाम चिदात्मकं ।
असाधारण शिष्याय नरेन्द्राय सुयोगिने ॥ २९
वैराग्यमवतारस्य गुरुदेवस्य चैकदा ।
श्रीनरेन्द्रः समालोच्य सुचिन्त्य सततानिशं ॥ ३०
ममो परि ठाकुरस्य स्नेहोऽपि बन्धनं मम ।
यत्र स्नेहो भयं तत्र स्नेहो दुःखस्य कारणम् ॥ ३१
स्नेह मूलानि दुःखानि तस्मिंस्त्यक्ते महत् सुखं ।
सन्त्यज्यठाकुरस्नेहं स्थित्वान्यत्र सुनिर्जने ॥ ३२

तत्र तपश्चरिष्यामि ठाकुरं प्राणघातिकं ।
यदि दृग्गोचरीनस्यादीश्वरो मे तपस्यया ॥ ३३
जीवनान्तं करिष्यामि तदैवाहं न संशयः ।
एवं व्यवसाय मतिः श्रीनरेन्द्रः प्रभोः प्रियः ॥ ३४
बुद्धगयां गतः साधुर्नोक्त्वा कमपि किञ्चन ।
सिद्धचेत्रं मन्यमानस्त्यक्त्वा तं गुरुसन्निधिं ॥ ३५

He brought home to Narendranath the inner significance of the holy name of Rama. On studying the life and character of Buddha, Narendranath thought, "I feel myself tied to Thakur by his affection. Love or affection is the root of all misery. So I should cut off all connection with Thakur and get on with my holy pursuits in a lonely place. In spite of this if I fail to see God I shall cease to breathe." With this thought, Narendranath went to Buddha Gaya without disclosing his intention to anybody. 29 to 35

বঙ্গানুবাদ :—

একদিন নরেন্দ্র বৈরাগ্যের অবতার ভগবান বুদ্ধদেবের চরিত্র আলোচনা করিয়া এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। আমার উপরে ঠাকুরের অত্যধিক ভালবাসাই আমার বন্ধনের জন্য হইতেছে। কারণ যেখানে স্নেহ সেইখানেই ভয় অতএব ভালবাসাই দুঃখের কারণ

অন্ত্যলীলায়াং দশমঃ

দুঃখ সকলের মূল স্নেহ সেই স্নেহকে যদি ত্যাগ করিতে পারা যায় তাহাহইলেই যথার্থ আনন্দ হয়। অতএব ঠাকুরের স্নেহ পরিত্যাগ পূর্বক নির্জনে যাইয়া সেইখানে কঠোর প্রাণপাত তপস্যা করিব।

৩০।৩১।৩২

তাহাতেও যদি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ না হয়। তবে তপস্যার দ্বারাই জীবনান্ত করিব। ইহা নিঃসন্দেহ এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধিযুক্ত ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য শ্রীনরেন্দ্র কাহাকেও কিছু না বলিয়া গুরুর সান্নিধ্য ত্যাগ পূর্বক সিদ্ধ ক্ষেত্র মনে করিয়া বুদ্ধগয়াতে গমন করিয়াছিলেন।

৩৩।৩৪।৩৫

तेन काशीतारकस्य सोदर्यं प्रतिमा सुधी।
साधुसङ्गं मन्यमानौ गतवन्तौ मुदान्वितौ ॥ ३६
बुद्धगयां गतास्तेतु दिनानि कतिचित् सुखं।
स्थित्वाहैतमतेनैव चक्रुस्ते ब्रह्मसाधनं ॥ ३७
यदातैः श्रीठाकुरस्याकर्णणं विदितं महत्।
श्रीनरेन्द्र स्तदीक्षाच दुःखाकुलित चेतसा ॥ ३८
सिद्धिं न विन्दते कोऽपि बहुयत्नयुतोऽपि सन्।
प्रभोः कृपा विनान्यत्र कुत्रापि कामपि ध्रुवं ॥ ३९
एवं सलज्जितोभूत्वा त्यक्त्वा बुद्धगयां सुधीः।
पुनः प्रत्यागतस्तत्र यत्र देवो विराजितः ॥ ४०
अथैकस्मिन दिनेऽप्यत्र दुःखान्तकरण प्रभुः।
स्व सन्निध्यौ स्थितं कश्चिद् युवकं मिथ्यमब्रवीत् ॥ ४१
पश्य भोः श्रीनरेन्द्रोऽयमति चाञ्चल्यभाग् यतः।
पीड़ितं सम्परित्यज्य नोक्ता मामपि किञ्चन ॥ ४२

अन्त्यलीलायां ८म अः

Kashi and Tarak, who were like brothers to Narendranath, accompanied him to Buddha Gaya. For some days they stayed there happily. Narendranath, in spite of all concentration in his penance, felt that the attraction of Thakur was too great to be avoided. He said that in spite of every effor none could attain success without the favour of one's preceptor. He became ashamed of his conduct and came back to Thakur from Buddha Gaya. Once, when Narendranath left Thakur for Buddha Gaya, Thakur said sorrowfully to one of his young disciples, "You see, Narendra is so impatient that he has left me in my sick bed without my knowledge. 36 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

সহোদর সদৃশ কাশী এবং তারক এই দুইটি গুরু ভাই উত্তম সব মনে করিয়া আনন্দের সহিত নরেন্দ্রের সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহারা তিন জনে বুদ্ধ গয়াতে যাইয়া কিছুদিন সুখে অবস্থান করিয়া শুদ্ধাদ্বৈত মতে ব্রহ্ম সাধন করিয়াছিলেন। ৩৬৩৭

যখন সেই নরেন্দ্র ঠাকুরের আকর্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন। সাধক বহু চেষ্টা করিলেও গুরু কৃপা ভিন্ন অন্যত্র কোথাও অর্থাৎ যত নির্জন স্থানেই থাকুক না কেন কিছু মাত্র সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

৩৮।৩৯।৪০।৪১

এইরূপভাবে নরেন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বুদ্ধ গয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভগবান যে স্থানে বিরাজিত আছেন সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিয়া ছিলেন অর্থাৎ সেই কাশীপুরের উদ্যান গৃহে আসিয়াছিলেন। ৪০

যখন নরেন বুদ্ধ গয়া যাইয়াছিলেন। সেই সময় ঠাকুর অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে একটি যুবক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন দেখ হে নরেন্দ্র বড়ই চঞ্চল আমাকে পীড়িত অবস্থায় কিছু না বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া কাশী এবং তারকের সহিত চলিয়া গিয়াছে। এই কথা আমি শুনিয়াছি। ৪১।৪২

काशीं तारकयुक्तोऽसौ गतवानिति मे श्रुतं ।
अर्भकमिव तं देवं युवकः श्रान्तवानसौ ॥ ৪৩
प्रोवाच परमानन्दं हित्वा त्वां कुत्र यास्यति ।
श्रीनरेन्द्रो महाभागः शीघ्रमेष्यति निश्चितं ॥ ৪৪
नोचिन्ता नापिसद्भाव भवत स्तात् कृते ध्रुवं ।
सर्व्वानन्दप्रदं पादपद्मं तव सन्त्यक्ष्यति ? ৪৫
श्रुत्वा श्रीभगवान् तस्य युवकस्य सुभाषितं ।
आनन्दसिन्धु मग्नोऽभूदीषद्धास्य पुरःसरम् ॥ ৪৬
उवाच पुनरेवेदं सत्यमुक्तं त्वया सुत ।
आम्रतले विल्वतले पनसस्यतलेऽथवा ॥ ৪৭
यत्र कुत्रस्थितिर्वापि सा स्थितिर्नास्ति कुत्रचित् ।
गुरो स्तस्य पादमूले स्थितिरेव भवेद्ध्रुवा ॥ ৪৮
मत् कर्म्म साधनार्थाय चानीतो जगदम्बया ।
यः स कथं परित्यज्य मामन्यत्र गमिष्यति ॥ ৪৯

"I am told that he has gone with Kashi and Tarak." The young disciple comforted Thakur saying, "How can he leave you? Surely he will soon come back. You need not be worried for him." Thakur smiled and felt comforted. "Dear child," said Thakur, you are right. He may sit under a mango tree or any other tree which bears fruit. But he must sit at the feet of his preceptor for the divine wisdom. Moreover, the Goddess brought him to me to serve my purpose and so he cannot leave me and go elsewhere." 43 to 49

বঙ্গানুবাদ :—

এই কথা শুনিয়া সেই যুবক শিষ্য বালককে যেরূপ সান্ত্বনা বাক্য বলে ঠাকুরকে সেইরূপ ভাবে বলিয়াছিল। মহাভাগ শ্রীনরেন্দ্র পরমানন্দ স্বরূপ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে তিনি শীঘ্রই আসিবেন। আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

৪৩।৪৪

নরেনের জন্য আপনি কোনরূপ চিন্তা বা আশঙ্কা করিবেন না। সর্ব্বানন্দপ্রদ আপনার পাদপদ্ম সে কি পরিত্যাগ করিতে পারে। ঠাকুর সেই যুবক শিষ্যের মধুর বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য সহকারে আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৪৫।৪৬

এবং বলিয়াছিলেন হে পুত্র তুমি যাহা বলিলে তাহা অতীব সত্য। আমতলা বেলতলা কাঁঠাল তলা যেখানেই যাউক না কেন তার সেরূপভাবে অবস্থান কোথাও হইবে না সেই নরেন্দ্রের গুরু পাদ মূলেই অবস্থান নিশ্চয়ই হইবে। আমার কার্য্য সাধনের জন্য জগদম্বা যাহাকে আনিয়াছেন সে কি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে। ৪৭।৪৮।৪৯

अत स्तस्य गतिः पद्याम्ममैव सर्व्वदा भवेत् ।
यस्मिन्नरेन्द्रस्य गते युष्मकेनाह्नि प्रभोः ॥ ५०
कथोपकथनस्यासीत्तच्चतुर्दिनतः परं ।
यथा कठिन दण्डार्होऽपराधमात सज्जनः ।
तादृक् प्रभोः समीपे स नरेन्द्रो मुख्य सेवकः ॥ ५१
पादमूले गुरोस्तस्य पतितः सम्बभूव ह ।
एवमस्य नरेन्द्रस्य स्वाश्वद्वारे गते सति ।
सुनिर्म्मलमभूत्तस्य ह्यान्तःकरणं सुयोगिनः ५२
प्रात श्रीठाकुरेणेदं श्रीनरेन्द्रो गते मयि ।
मदीयामृतवाक्यानां संरक्षिष्यत्ययं युवा ॥ ५४
ब्राह्म समाज सम्पर्कात्देवीमूर्त्तिः सुधिन्तनं ।
पूजनं वा नरेन्द्रस्य कदापि नैव संभवेत् ॥ ५५
किन्तु ठाकुर सम्पर्कान्मातृ मूर्त्तेः समीपयात् ।
मातृ भक्तिः समुत्पन्ना कालिकायां विशेषतः ॥ ५६

"Hence Narendra cannot but follow me." Just after four days Narendra came and surrendered himself at the feet of Thakur like a culprit

trembling with the fear of rigorous punishment. *Narendranath had lost his pride in his own* ability and his mind had become free from all impurities. Thakur knew that Narendranath would be one of his best disciples after his demise. As a member of Bramha Samaj Narendra cannot worship the Goddess. But due to close touch with Thakur and frequent visit to the temple, a devotion to the Goddess had developed in him. 50 to 56

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব নরেন সর্ব্বদাই আমার পশ্চাতে থাকিবে যেদিনে যুবক শিষ্যের সহিত ঠাকুরের নরেন্দ্রের অন্যত্র গমন বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল সেইদিন হইতে চতুর্থ দিনের পর অর্থাৎ পঞ্চম দিনে যেমন বিচারকের নিকটে কঠিন দণ্ড যোগ্য অপরাধী ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয় তদ্রূপ ঠাকুরের মুখ্য সেবক শ্রীনরেন্দ্র ঠাকুরের সমীপে যাইয়া পাদমূলে পতিত হইয়াছিল। ৫০।৫১।৫২

এইরূপভাবে নরেন্দ্র অহমিকা শূন্য হইয়া বিশুদ্ধ স্বরূপ হইয়াছিলেন। ঠাকুর জানিয়াছিলেন আমার অবর্ত্তমানে কথামৃতের রক্ষক একমাত্র নরেন্দ্রই হইবে। নরেন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য বশতঃ দেবী মূর্ত্তির ধ্যান বা পূজাদি অসম্ভব হইলেও ঠাকুরের সম্পর্কবশতঃ প্রায় মাতৃমূর্ত্তি দর্শন জন্য মাতা কালিকাতে বিশেষভাবে মাতৃভক্তি হইয়াছিল। ৫৩।৫৪।৫৫।৫৬

अन्त्यलीलायां पञ्चमः

परन्तु कालिका मातु रूपविग्रहान्तिके हि सः ।
प्रार्थनामकरोन्नित्यं नम्रवक्षःकृताञ्जलिः ॥ ५७
देहि विवेक वैराग्ये मातर्मह्यं महेश्वरि ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ५८
पुत्रं सूच पदारूढ़ं यथाप्नोति पिता सुखं ।
श्रीनरेन्द्रे तथादेव्याः प्रपन्ने ठाकुरोऽपि च ॥ ५९
प्राप्तवान परमानन्दं ननर्त्त चौत्सवं गतः ।
एवमलौकिकीं शक्तिं दर्शयामास तं तदा ॥ ६०
ठाकुरेण यदा दृष्टो नरेन्द्रः साधनोद्यमी ।
यत्र यद्रूप साधनमकरोद्भगवान् स्वयं ॥ ६१
तद्रूपं साधनं तं वै कर्त्तुमुपदिदेश सः ।
श्रीमन्नरेन्द्रस्य तदा षट्चक्र भेदन धारणं ॥ ६२
योगसिद्धैर धारणीयमिति मत्वा महाप्रभुः ।
ज्ञात्वा कालात्ययं देवः षट्चक्रभेदन संवदे ॥ ६३

He would sit before the Goddess and pray to Her with all humility and earnestness, "Oh Mother, be pleased to give me wisdom and freedom from all earthly attachments. Just as a father gets delighted with his son's attainment of the most dignified position so also Thakur was much pleased to see Narendra seeking the grace of the Goddess. He danced in joy and showed the divine power to Narendranath. He

also gave him all instructions as to the ways to attain success in his holy pursuits. Narendranath desired to wear ear-rings made of conch.

57 to 63

বঙ্গানুবাদ :—

পরন্তু মাতা কালিকাদেবীর সম্মুখে বসিয়া প্রতিদিন গলবস্ত্রকৃতাঞ্জলি পুরঃসর প্রার্থনা করিতেন।

হে মহেশ্বরী আমাকে বিবেক ও বৈরাগ্য দাও হে মাতঃ তোমাকে পুনঃ পুনর্বার নমস্কার করি। ৫৭।৫৮

পুত্র উক্ত পদস্থ হইলে পিতা যেরূপ আনন্দিত হয়েন। সেইরূপ নরেন্দ্র মাতা কালিকা দেবীর শরণাপন্ন হইলে ঠাকুর ও পরমানন্দ লাভ করিতেন, এবং আনন্দে অধৈর্য্য হইয়া নৃত্য করিতেন। সেই সময়ে ঠাকুর নরেন্দ্রকে দিব্য দর্শন করাইয়াছিলেন। ৫৯।৬০

কিন্তু গভীর রাত্রে পঞ্চ বটীর নিম্নে পঞ্চ মুণ্ডীর আসনে বসিয়া সাধন করা দুঃখদায়ক হইবে। অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর মহা শ্মশান সাধক-গণের ভয় ও বিঘ্ন সঙ্কুল এবং যেখানে সাক্ষাৎ ভগবতী শ্মশান

मृत्कुण्डलं घटयित्वा कर्णयोरतिशोभनं ।
धारणं कारयामास बुद्धदेवानुसारतः ॥ ६४
आशीर्व्वादः ततस्तेन प्रभुनामिन्द चेतसा ।
बुद्धवद् योगसिद्धिः स्यात्तवमे सुप्रसादतः ॥ ६५
किन्तु घोर निशाकाले तत्र पञ्चवटी तले ।
पञ्चमुण्डासने स्थित्वा साधनं दुःखदं भवेत् ॥ ६६
भीति विघ्नमये स्थाने दक्षिणेश्वरधामनि
यत्र श्रीजगदम्बायाः पीठरक्षक भैरवः ॥ ६७
विराजितः सर्व्वदैव साधकानां भयावहः ।
अतः [illegible] प्राप्ततुल्यन्तो नरेन्द्रं हि तदा प्रभुः ॥ ६८
साद्धं हृद्को गोपालेन निर्भीक सेवकेन हि ।
तत्र महापीठ मध्ये प्रेरयामास तं तदा ॥ ६९
गत्वा यत्र नरेन्द्रोऽपि महापीठे यथाविधि ।
सिद्धासने चोपविश्य समाहाभ्यन्तरे सुधीः ॥ ७०

On seeing that it would take long time to procure the conch ring, Thakur made him wear earthen rings, like the Buddhists, and blessed him. However; considering that it would be very difficult for Narendra to practise holy rites in the dead of night at *Panchavati*, Thakur sent

Narendra with Hootaka Gopal to the place. In a week Narendra attained success in his penance. 64 to 70

বঙ্গানুবাদ :—

কালিকার অতি ভয়ঙ্কর পীঠ রক্ষক ভৈরব সর্ব্বদাই বিরাজ করেন এইরূপ ভাবিয়া ঠাকুর নিজের প্রাণতুল্য নরেন্দ্রকে নির্ভীক সেবক হুটকো গোপালের সহিত সেই পঞ্চ মুণ্ডীর মহা পীঠে নরেন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন। ৬৬,৬৭।৬৮।৬৯

ঠাকুরের উপদেশ মত নরেন্দ্রও সেই মহা পীঠে যাইয়া সিদ্ধ পঞ্চ মুণ্ডীর মহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সপ্তাহ মধ্যে সিদ্ধি লাভ করিয়া পুনরায় প্রভুর পাদ মূলে সাধনের বিষয় যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ৭০।৭১

ठाकुरस्यानुग्रहे न सिद्धिं लब्ध्वा महामतिः ।
पुनः प्रभोः पादमूले तत् सर्वं समवर्णयत् ॥ ৭১
वार्त्तास्तिकाश्चिदेवं सा भूरिभीष्यति यः सुतः ।
ततोऽधिकं प्रार्थयति स्थातुं पितुरन्तिके ॥ ৭২
तदवधि नरेन्द्रोऽयं ठाकुरस्यान्तिके सदा ।
साधनासिद्धि मासोऽपि वदत्येवं पुनः पुनः ॥ ৭৩
अहं ब्रह्मोत्यभिध्यानं समाधिरिति गीयते ।
स्वरूपमस्य कृपया वद मां भक्तवत्सल ॥ ৭৪
यदनुष्ठानतो मे स्यात् समाधि र्निर्विकल्पकः ।
श्रुतं मया साधकस्य स एव मोक्षरूपकः ॥ ৭৫
सर्वोच्च साधना सा तु यया स्यादपरोक्षकं ।
महादर्शं नरूपमाद् वशिष्ठ व्यास सम्मतं ॥ ৭৬

শ্রুত্বৈবং ঠাকুরঃ প্রাহ নরেন্দ্রং শ্রেষ্ঠ সাধকং।
ভবিষ্যতি যথাকালে সাম্প্রতং সুস্থিরো ভব ॥ ৩৩

After that, Narendranath requested Thakur to impart the instructions as to how to lose oneself in God. Thakur asked him to have patience for the time being. 71 to 77

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ প্রবাদ আছে যে যাহার পুত্র যত খায় তাহার পুত্র তত চায় এ স্থলে সাধন সিদ্ধ নরেন্দ্র ও ঠাকুরের নিকট প্রায়ই পুনঃ পুনঃ বলিতেন শাস্ত্রে অহং ব্রহ্মাস্মিরূপে সাধনে সমাধি লাভ হয়। অতএব হে ভক্ত বৎসল সেই সমাধির স্বরূপটি কিরূপ তাহা আমাকে বলুন। যে অনুষ্ঠান করিলে আমার নির্বিকল্প সমাধি লাভ হইবে। শুনিয়াছি সাধকের সেই নির্বিকল্প সমাধিই মোক্ষ স্বরূপ।

৭২ ৭৩।৭৪।৭৫

তাহাই সর্বোচ্চ সাধন যে সাধনা হতে ব্রহ্ম স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়। সেই সমাধিই ব্যাস বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি সম্মত। এই কথা শুনিয়া ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। ঠিক সময়ে হইবে। যেহেতু তুমি শ্রেষ্ঠ সাধক উপস্থিত তুমি চঞ্চল হইও না। ৭৬।৭৭

কিন্তু ভবিষ্যতিকদা কথং বা তত্ প্রকারকং।
ন কিঞ্চিত্ ঠাকুরেণোক্তমাশ্বাস বাক্য কেবলং ॥ ৩৮
যথৈকস্মিন্দিনে যোগীধ্যানমগ্নো যদা ভবত্।
তদা তস্য নরেন্দ্রস্য স্থূলদেহাদ্বিনির্গতঃ ॥ ৩৫

अन्त्यलीलायां ८म श्लः

सूक्ष्म देहो गत स्तस्य सूक्ष्मे चित्सुखधामनि।
काष्ठपुत्तलिकातुल्यं तदा जड़वपुः स्थितं ॥ ८०
दृष्ट्वैवं भ्राता गोपा लः सत्वरं यत्र ठाकुरः।
तत्र गत्वावदत् सर्व्वं ठाकुरं भक्तिपूर्व्वकं ॥ ८१
नरेन्द्रस्य निर्विकल्प समाधिं श्रुतवान् यदा ।
तदा परममानन्दं लेभे परमठाकुरः ॥ ८२
उवाच चोत्तमं भूतं यूयं सर्व्वे पपश्यत।
न तस्य कोऽपि चाञ्चल्यं जनयेद् योगिनोऽधुना ॥ ८३
एतदर्थं चञ्चलं मां श्रीनरेन्द्रो यदा तदा।
सा मातास्यकरोत्तस्मै काली कैवल्यदायिनी ॥ ८४

But Thakur did not say how and when Narendra would achieve his desired end. One day when Narendra was in profound meditation his soul came out of his body which remained stiff like a piece of wood. Brother Gopal brought it to the notice of Thakur, who advised Gopal to see that none should cause any disturbance to Narendra. "My Mother," said Thakur, "has now been kind to Narendranath." 78 to 84

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু কোন সময়ে কিরূপে নির্ব্বিকল্প সমাধি হইবে ঠাকুর তাহা কিছুই বলিলেন না কেবলমাত্র হবে হবে বলিয়া আশ্বাস বাক্য দিলেন। ৭৮

अन्त्यलीलायां पञ्चम स्कः

পরে একদিন মহাযোগী নরেন্দ্র যে সময় ধ্যান মগ্ন হইয়াছিলেন। সেই সময়ে নরেন্দ্রের স্থূল দেহ হইতে একটি সূক্ষ্ম দেহ বহির্গত হইয়া অলৌকিক চিদানন্দময় ধামে গিয়াছিলেন। এবং স্থূল দেহটি একটি কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত অসাড় হইয়াছিল। ৭৯।৮০

নরেন্দ্রের এইরূপ অবস্থাটি গুরু ভাই গোপাল দাদা দেখিয়া যেখানে ঠাকুর আছেন সেই স্থানে যাইয়া ভক্তি পূর্ব্বক সেই সকল ব্যাপার বলিয়াছিলেন, এবং নরেন্দ্রের নির্ব্বিকল্প সমাধি শুনিয়া পরম গুরু ঠাকুর অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৮১।৮২

এবং বলিয়াছিলেন বেশ ভালই হইয়াছে। তোমরা নরেন্দ্রকে দেখ উপস্থিত যেন কোন লোক তাহার চঞ্চলতা না আনে, এই নির্ব্বিকল্প সমাধির জন্য নরেন্দ্র আমাকে যখন তখন চঞ্চল করিত।

৮৩,৮৪

निर्विकल्प समाधिं तं दत्तवत्यनुकम्पया ।
येन मे वासना पूर्णा जाता जगदम्बया ॥ ८५
वर्धमानेन रूपेण तिष्ठतु मम पुत्रकः ।
लोकवत् स्वप्नलीलां तां दर्शयामास ठाकुरः ॥ ८६
भगवन् कृपया वापि प्रार्थयामि तवाज्ञया ।
वारमेकं यदि भवेत् समाधिर्निर्विकल्पकः । ८७
योगिनो घोरसंसारे मनस्तस्य न मज्जति ।
परन्तु शुष्ककाष्ठवत् देहयष्ट निम्नं भवेत् ८८ ॥
योगिनः श्रीनरेन्द्रस्य तद्रूपसमयस्तदा ।
स्वयं भगवतो यस्य यदर्थमिह सङ्गतिः ॥ ८९
तपस्यया यथा यस्य नरेन्द्रोऽद्वैत सिद्धिमान् ।
यत स्यादिष्टवेशस्थो दण्डवत्र पतो यथा ॥ ९०

If a devotee can once realise the all pervading Being no earthly thing can have any attraction *for him.* Just as *iron is attracted* by magnet, so also Narendra was attracted and lost himself in the Supreme Being. Yet by the will of God he moved about in this mortal world disinterestedly like one with a cloth burnt out. 85 to 90

বঙ্গানুবাদ :—

আজ আমার ব্রহ্মময়ী মা নরেন্দ্রকে কৃপা করিয়া নির্বিকল্প সমাধি দিয়াছেন। আজ শিব সুন্দরী আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। ৮৫

এক্ষণে নরেন্দ্র এই ভাবেই থাকুক, এইরূপ ভাবে ঠাকুর সাধারণ মানুষের মত লীলা দেখাইয়াছিলেন। ৮৬

প্রাণপাত তপস্যা দ্বারাই হোক অথবা গুরু কৃপা বশতঃই হোক যদি একবার নির্বিকল্প সমাধি হয় তবে সেই যোগীর, মন আর সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন হয় না। পরন্তু চুম্বক দ্বারা যেরূপ লৌহ খণ্ড আকৃষ্ট হয় সেই যোগীর মন ও সেইরূপ হইয়া থাকে আমাদের মহা যোগী নরেন্দ্রের তাহাই হইয়াছিল। ৮৭।৮৮

যে ভগবানের সহিত নরেন্দ্রের জীবগণের উদ্ধারের জন্য ইহ জগতে সম্মিলন। সেই ভগবানের কৃপা কনা হইতেই আজ সেই নরেন্দ্র অদ্বৈত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন, এবং ভগবানের ইচ্ছাতেই শ্রীনরেন্দ্র দগ্ধ বস্ত্র পরিধানের মত পুনর্ব্বার বাহ্য বিষয়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ৮৯।৯০

अन्त्यलीलायां ৮म अः

श्रीनरेन्द्रः पुनर्बाह्यविषये लिप्ततां गतः ।
प्राप्तयर्थं पादरेणूनां पदप्रान्तं प्रभोर्यदा ॥ ৯১
समागतः श्रीनरेन्द्रं ठाकुरं प्राह सस्मितः ।
तत्त्वमस्यादि वाक्यस्य तात्पर्यं यत् परम्पदं ॥ ৯২
तूरीय ब्रह्मशब्दितमवाङ्‌ मनसगोचरं ।
यतो वाचोनिवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ ৯৩
केवलानुभवानन्द स्वरूप ब्रह्मवस्तुनः ।
आनन्दं त्वामहं चास्वाद पूर्णमलम्भयं ॥ ৯৪
त्वदर्थमेव मान्याथं मयावानन्दरसराट् ।
हार्दाकाश पेटिकाया अन्तरे यत्नतः सुत ॥ ৯৫
संरक्षितो मयाचाद्य जानीहि त्वं सुनिश्चितं ।
पुनर्यदा मदीयेच्छा भविष्यति पुनः ध्रुवं ॥ ৯৬
तुभ्यं समाधिं दास्यामि निर्विकल्पस्वरूपकं ।
अस्यां दशायां कर्त्तव्यं विशुद्धाचरणं बुधैः ॥ ৯৭

When Norendra came to Thakur to offer his obesience to him. Thakur received him cordially and said. "I have made you realise the Supreme Being who is not knowable through our senses including mind and who has been described as Divine Joy in the shastras. I treasured that Joy in my heart only for your sake. I shall again give you another taste of it when I shall so desire. At this stage it is wise to keep yourselves free from all impurities. 91 to 97

বাঙ্গনুবাদ ঃ—

নরেন্দ্র ঠাকুরের পদধূলি লইবার জন্য নিকটে আসিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। বেদে যে ব্রহ্ম বস্তুকে মনের দ্বারা না পাইয়া যাহা হইতে বাক্য নিবর্ত্তিত হয়। কেবল অনুভব স্বরূপ সেই ব্রহ্ম বস্তুর বাক্য মনের অতীত তুরীয় ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা অভিহিত তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য যে পরম পদ আজ আমি তোমাকে সেই আনন্দটি আস্বাদযুক্ত করিয়াছি। হে পুত্র সেই আনন্দের রাজা অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ কেবল তোমার জন্যই আমার হৃদয় আকাশ রূপ পেটিকার মধ্যে যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়াছি। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে, অতএব পুনরায় যখন আমার ইচ্ছা হইবে তখন আমি তোমাকে নিশ্চয় সাদরে সেই নির্বিকল্প সমাধিটি দিব, জ্ঞানীগণ এইরূপ অবস্থায় বিশুদ্ধাচারণ অর্থাৎ বিশেষভাবে সদাচার পালন করেন। তোমরা বোধ হয় দেখিয়াছ জটা ভস্ম বিভূষিত সন্ন্যাসী সকল সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ অগ্নি সমীপে অবস্থান করেন। ৯১ হইতে ৯৮

किं न पश्यथ यूयं भो जटाभस्मविभूषिताः ।
सन्न्यासिनः सदा सन्ति विशुद्ध शुचिवह्निषौ ॥ ९८
विशुद्ध फलमूलादिसत्ताहाराः सुयोगिनः ।
तेन तेषां चित्तशुद्धिः सुलभा भवति ध्रुवं ॥ ९९
ततो ध्रुवा स्फूर्ति प्राप्तिर्यया स्यान्निर्विकल्पकः ।
समाधिः सर्व्वधर्म्माणां विपमोक्षस्ततो भवेत् ॥ १००
अथैवं श्रीनरेन्द्रस्तु केवलं पौरुष प्रियः ।
तत्र तेन बहुतरा कृताचेष्टा प्रयत्नतः ॥ १०१
न लेभे तं समाधिन्तु नरेन्द्रो मुख्यसेवकः ।
एवं गते बहुतिथे तिरोधानात् परं प्रभोः ॥ १०२

अन्त्यलीलायां नवमः

तीर्थं श्रेष्ठ हृषीकेशचैत्र कुञ्जाम्रके यदा ।
स्थितो योगी तपस्यार्थं तत्र कस्मिन्दिने तदा ॥ १०३
ध्यानैक मनसस्तस्य बाह्यज्ञान विलुप्तता ।
गतस्य देहधन्वस्य भूतले पतितस्य च ॥ १०४

"You must have seen holy men with matted hair and bodies smeared with ashes sitting by the fire and living upon fruits only to maintain purity of mind and soul, which causes merit for realisation of Divinity and salvation.' Of all the disciples only Naredra made utmost efforts to have the Divine joy once again but in vain. Some time after Thakur had left this mortal world, Narendra went to the holy place of Hrishikesh. Once during his stay there while in deep meditation he lost his consciousness. 89 to 104

বহু প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তথাপি প্রভুর মুখ্য সেবক নরেন্দ্র সমাধি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে প্রভুর তিরোভাবের পর সে সময়ে যোগী নরেন্দ্র তপস্যার জন্য হৃষীকেশ তীর্থের মধ্যে সুজাত্র নামক ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। সেই সময় সেই স্থানে একদিন একমাত্র ধ্যানান্তঃকরণ নরেন্দ্রের বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইলে ভূতলে পতিত দেহের। ৯৯ হইতে ১০৪

निस्पन्दाङ्गं मुनिरपि न स्पन्दते नेत्रयुग्मं
नासाग्रामानिल विरहितं जीवनं नोपलब्धं ।
गङ्गाम्भ्राकं सम भवदिदं मृत्यु नापेक्ष्यमाने
त्यक्त्वा देहं परमभवनं याति यन्त्री यशस्वी । १०५
सर्व्वं चैवं पदनखरतो जानु जङ्घोदरादिं
वक्षः कण्ठः सुनयनयुगं भाल नासादिकाये ।
उद्दोक्ष्यैताव खलु विकृमान् मन्यमानास्तदेवं
भव्युर्व्वै स्म खलु भगवतो रामकृष्णस्य नाम ॥ १०६
घस्रे रात्रौ श्रवणकुहरे भूय एवाल्पकल्पं
सम्यालब्धा खलु परदिने सर्व्वलोकां स्तदीयान् ।
प्रोवाचैवं मम भगवतो भूय एवा शिवाप्य
नीवाकोऽयममदहो निर्व्विकल्प स्वरूपः ॥१०७

He appeared to be dead. But his followers observed that his body was however not distorted or decomposed like other dead bodies. So they loudly chanted the holy name of Ramakrishna all the night long till next day Narendra regained

his senses, and said, "By the grace of Thakur I attained the Divine consumation, once again."

105 to 107

বঙ্গানুবাদ :—

তাঁহার প্রাণ নাড়ীর স্পন্দন শূন্য হইয়াছিল। এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সকল বা চক্ষুর্দ্বয় স্পন্দন শূন্য হইয়াছিল। নাসিকার শ্বাস প্রশ্বাস জনিত বায়ু শূন্য বশতঃ প্রাণহীন বা মৃত বলিয়া নিশ্চয় করাইয়াছিল। অতএব আমাদের এইরূপ ভীতিপ্রদ আশঙ্কা উপস্থিত হইলে একমাত্র কর্ণ ধারক বা চালক মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়া স্থূল দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবল্লোকে গমন করিয়াছেন। এইরূপ ভাবনা করিয়া আমরা সকলে তাঁহার পায়ের নখ হইতে আরম্ভ করিয়া বাহু জঙ্ঘা ও উদরাদি বক্ষঃ স্থল কণ্ঠদেশ ও চক্ষু দুইটি ললাট কণ্ঠদেশ ও নাসিকাদি এই সকল বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম কোন ইন্দ্রিয়ই নষ্ট হয় নাই অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সবলের ক্রিয়া না থাকিলেও কিছু মাত্র বৈপরীত্য হয় নাই। তখন আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া সকলে একত্রিত হইয়া অতি উচ্চ কণ্ঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নাম তাঁহার কর্ণকুহরে পুনঃ পুনর্ব্বার দিবারাত্র বলিতে বলিতে প্রভাত হইলে পরদিনে চৈতন্য লাভ করিয়া তাঁহারই আশ্রিত আমাদের সকলকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। শ্রীগুরু ভগবান ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে আজ আমার পুনর্ব্বার এইরূপ আশ্চর্য্য নির্বিকল্প স্বরূপ সমাধি হইল। ১০৫ হইতে ১০৭

স্কন্দপুরাণস্য মধ্যে কেদারখণ্ড নামকে।
অধ্যায়েঽস্তি পুণ্যকথা বৈন্দুদেবতপস্যয়া॥ ৭ ৮

अम्रालीलायां प्रम यः

सन्तुष्टो भगवानासीद् धौकेशे स्वधामनि ।
आम्रस्याभ्यन्तरे स्थित्वा भगवान् कुब्जरूपकः ॥ १०८
स्वरूपं दर्शयित्वा तं रैभ्युदेवं तपस्विनं ।
तद्वाञ्छितं वरं तस्मै दत्वा चैवमुवाच तं ॥ ११०
क्षेत्रेऽस्मिन् यः मानवास्तं तपचरति सन्मनाः ।
आशुसिद्धिर्भवेत्तस्य ददाम्येतद्वरञ्च भो ॥ १११
तत् कालतो हृषीकेश तीर्थस्याप्य तपस्विनः ।
कुब्जाम्रक क्षेत्रमिदं नाम सुन्दरमाददन् ॥ ११२
बद्रिनारायण द्वाराद्धरिद्वार इति स्मृतः ।
केदारनाथ द्वारत्वाद्धरद्वारोऽपि मन्यते ॥ ११३
यत्र भागीरथी गङ्गा सप्त स्रोतस्वती सती । ११४
निर्मिता सीद् सप्तकुण्डं गङ्गाद्वारोऽपि तं विदुः ॥ ११५

There is the story of Raibhyudev in the chapter named Kedarkhanda in the Skandha Puran. While Raibhyudev was in deep meditation in Hrishikesh God in a very dwarfish figure appeared from a mango fruit and gave him the desired boon. God also said, "It is also a boon to those who will perform holy penance here that they will soon achieve their end." From that time onwards the place is known as Kubjamra Kshetra which is now called Haridwar as it falls on the way to the temple of Badrinath, and also

called Har-dwar as it also leads to Kedarnath. It is also called Ganga-dwar as the seven currents of the Ganga meet here in Bramha-kunda.

108 to 114

বঙ্গানুবাদ :—

স্কন্দ পুরাণের কেদার খণ্ডে একটি পবিত্র কথা বর্ণিত হইয়াছে যে রৈভ্যদেবের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া এই হৃষীকেশধামে ভগবান্ কুব্জ রূপ ধারণ পূর্বক একটি আম্র ফলের ভিতরে থাকিয়া সেই তপস্যাকারী রৈভ্য দেবকে নিজের স্বরূপ দর্শন করাইয়া রৈভ্যদেবকে তাঁহার অভিলষিত বর দান করিয়া বলিয়াছিলেন যে ব্যক্তি এই কুব্জাম্র ক্ষেত্রে আমাতে মনোনিবেশ পূর্বক তপস্যা করিবেন তাহার শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ হইবে। এই বরটিও দিলাম। সেই সময় হইতেই এই হৃষীকেশ তীর্থের কুব্জাম্র ক্ষেত্র বলিয়া সুন্দর নাম সন্ন্যাসী সকল দিয়াছেন। ১ ২

এই স্থানটি বদরিকাশ্রমে যাইবার দ্বার স্বরূপ বলিয়া হরিদ্বার বলে, এবং কেদার যাইবার দ্বার স্বরূপ বলিয়া এই স্থানটিকে হর দোয়ারা বা হর দ্বারও বলে। ১১৩।১১৪

मयैवोक्तं ठाकुरेण शास्त्रसिद्धान्तमुत्तमं।
श्रुत्वा देवसम्विदयं सुसम्बद्ध पटाबले ॥ ११५
यथेष्टाचार निरतोभव तेन न दोषभाक्।
आहार व्यवहारादि जप पूजादिकादि च ॥ ११६
यदि मयैवेदिपरीतं सर्व्वमद्दैतभावतः।
सम्पूर्ण पूर्णतां प्राप्तं योगिनो भवति ध्रुवं ॥ ११७

अन्त्यलीलायां ८म अः

प्रभोः श्रीमुखपद्माच्छ्रुतं सेवकसत्तमैः ।
श्रीनर्मदा नदी तीरे कुटीरे निर्जने सदा ॥ ११८
ध्याननिष्ठः पुरी तोता त्रिचत्वारिंश वत्सरे ।
निर्विकल्प समाधिं स प्राणपाति परिश्रमैः ॥ ११९
अलं बभूव सम्प्राप्तुमतिकष्टं गतोऽपि सः ।
ठाकुरस्य समाधिः स सर्व्वाश्चर्य्यमयस्य तु ॥ १२०
निमिषकालमध्येऽभून्निर्व्विकल्प स्वरूपकः ।
येन दिनत्रयं यावदेकरूपेण संस्थितिः ॥ १२१

Thakur would often say that if a holy man behaved according to his own will, with full knowledge of oneness underlying all this apparent diversity, he could not be guilty of anything. In performing holy rites or daily duties if he would do adversely, he would get the desired merit or fruit because of his divine wisdom. It is said that Totapuri performed penance for long thirty four years in a lonely place on the bank of the river Narmada to attain spiritual sublimity, which Thakur attained in a moment and could retain for long three days at a stretch. 115 to 121

বঙ্গানুবাদ :—

এবং এই স্থানে ভাগীরথী গঙ্গার সাতটি ধারা হওয়ায় কেহ কেহ গঙ্গা সাগরও বলে। গঙ্গা এই স্থানে ব্রহ্ম সুতে মিলিতা হইয়া

তৎপরে অন্যদিকে যাইয়াছেন। ঠাকুর প্রায়ই এইরূপ একটি উত্তম শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বলিতেন। অদ্বৈত জ্ঞান স্বরূপ ধন বা রত্নকে বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া যে কোনও রূপ আচার ব্যবহার কর না কেন তাহাতে কোনরূপ দোষ হয় না। আহার ব্যবহার জপ ও পূজা প্রভৃতি যদি সাধারণের মত অথবা শাস্ত্র সম্মত না হয় তাহা হইলেও অদ্বৈত স্বরূপের প্রকাশে আচারাদি বিষয় সম্পূর্ণরূপে যোগিগণের সুসম্পন্ন হইয়া থাকে ইহা ধ্রুব নিশ্চিত জানিবে। ১১৫।১১৬.১১৭

সেবকগণ আমরা সকলে ঠাকুরের মুখপদ্ম হইতে শুনিয়াছি। নির্জন কুটীরে নর্ম্মদা নদীর তীরে ত্রিচত্বারিংশদ্বৎসর ধ্যান মগ্ন হইয়া তোতাপুরী সন্ন্যাসী প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের সর্ব্বাশ্চর্য্যময় ঠাকুরের নিমেষমাত্র সময়ের মধ্যে সেই সমাধি অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি হইত। যে সমাধি দ্বারা ঠাকুর তিন দিন পর্য্যন্ত নির্ব্বিকারে তন্ময় হইয়াছিলেন ॥ ১১৮ হইতে ১২১

अतीवाश्चर्य्य विषयः सर्व्वेषामदयमुत्तमः ।
वह्निवर प्राणतुल्य नरेन्द्र श्रेष्ठ सेवकं ॥ १२२
समाधे निर्व्विकल्पस्य रसस्यास्वादनं पुनः ।
कारयित्वा श्रीभगवान् कृपया मम ठाकुरः ॥ १२३
सुस्पष्टं दर्शयामास तद्विष्णोः परमं पदं ।
अत्यन्त यत्नशीलानां सेवकानां महात्मनां ॥ १२४
शुश्रूषायां भगवत स्त्रुटिः स्वल्पा न चाभवत्
सपुष्पघ्राण मल्लिकाद्या भावनयायथा ॥ १२५
उद्यानवाटिकामध्ये वर्षा प्राबल्यतोऽपि वा ॥ ।
रोगवृद्धि स्तदा जाता यत् यतस्तान्तरे स्थितं ॥ १२६

अन्त्यलीलायां ८म अः

ततश्च वाह्य देशेऽपि सम्पूर्णं दृश्यताङ्गतं ।
सह तेन च रक्तस्य क्षरणेन तदा प्रभोः । १२७
यातना स्व शरीरस्य सम्पूर्णं वृद्धिमागता ।
चिकित्सकेन विज्ञेन यद्यपि सुचिकित्सितः । १२८

In spite of every care and utmost effort the disease began to aggravate due to weakness of age, anxiety for his disciples, or undried condition of the garden. The' wound spread from inside to the skin outside, Excessive bleeding accompanied wilh acute pain all over his body made him restless 122 to 128

বঙ্গানুবাদ :—

সম্প্রতি সর্ব্বাশ্চর্য্যময় এই একটি অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে ঠাকুরের বহিশ্চর জীবনের মত শ্রেষ্ঠ সেবক নরেন্দ্রকে এই নির্ব্বিকল্প সমাধির উত্তমরূপে রসাস্বাদ করাইয়া বিষ্ণুর পরম পদ দর্শন করাইয়াছেন। মহাত্মা শিষ্য সেবক সকলের পরম যত্নে ঠাকুরের শুশ্রূষার ত্রুটি হয় নাই। ঠাকুরের ক্রমশঃই দেহের ক্ষীণ শক্তি বশতঃ অথবা ভক্ত সকলের জন্য চিন্তা দ্বারা অথবা বাগান বাটীর মধ্যে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বশতঃ রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ ক্ষত ভিতরে ছিল। সেইরূপ ক্ষত বাহিরেও দেখা দিয়াছিল। সেই সময় সেই সকল ক্ষত স্থান হইতে রক্ত নিঃসৃত হওয়ায় শরীরের যাতনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। যদ্যপি সুচিকিৎসকের দ্বারা খুব ভাল ভাবেই চিকিৎসা হইতেছিল।

১২২ হইতে ১২৮

अन्त्यलीलायां दशमः

तथाप्यष्ट मासकाले प्रायेन गतवत्यपि ।
यागानुरूप रोगस्य प्रशमो नोपलभ्यते ॥ १२९

एवमुद्विग्न चेतोभिर्भक्तवर्गैः सुचिन्तितं ।
रोगपरीक्षणञ्चास्य कर्त्तव्यं सुचिकित्सकैः ॥ १३०

विचिन्त्यैवं महाभागाः सेवका भगवत् पराः ।
नगर्याः कलिकातायां रोगारोग्य निकेतनात् ॥ १३१

सर्व्वश्रेष्ठ रोगवेदो कोटस् साहेबेति नामकः ।
तत्रानीतः स सम्मानं सेवकैश्च ठाकुरः ॥ १३२

स श्वेताङ्ग भिषक् तस्य कण्ठनाली परीक्षणे ।
यन्त्रनीभिः समाक्रान्ते ठाकुरस्य गले यदा ॥ १३३

कठोर यातनायुतः श्वेताङ्गं ठाकुरोऽब्रवीत् ।
क्षणं तिष्ठाधुना तात इदमुक्त्वास्वभावजं ॥ १३४

निर्व्विकल्प समाधिं तं तत्क्षणात् प्राप ठाकुरः ।
गतस्तं श्वेताङ्ग भिषक् परीक्ष्येच्छानुसारतः ॥ १३५

How was under treatment of tho best physician for about eight months, yet there was no indication that the disease had been brought under control. His disciples brought Mr. Cots, the best of physicians in Calcutta Hospitals to examine the disease of Thakur. To facilitate examination of his woud, Thakur took his consciousness out of physical plane. 129 to 135

বঙ্গানুবাদ :—

তথাপি রোগের আরম্ভ হইতে প্রায় ৮ মাস কাল গত হইলেও রোগের আরোগ্য আশানুরূপে লক্ষিত হইয়াছিল না। ১২৯

এইরূপে ভক্ত সকল অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিয়াছিলেন ঠাকুরের রোগ পরীক্ষা বিশেষভাবে সুচিকিৎসকের দ্বারা করা কর্ত্তব্য। ১৩০

গুরু ভক্তি পরায়ণ মহাভাগ সেবকগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক অর্থাৎ মেডিকেল কলেজের কোট সাহেব নামক চিকিৎসক মহাশয়কে সসম্মানে ঠাকুরের নিকটে আনিয়াছিলেন। ১৩২

তৎপরে সেই ইংরেজ ডাক্তার ঠাকুরের কণ্ঠনালী পরীক্ষার জন্য গলার ভিতরে অঙ্গুলি প্রবেশ করিলে ঠাকুর অত্যন্ত যাতনা অনুভব করিয়া সাহেব ডাক্তারকে বলিয়াছিলেন মহাশয় আপনি একটু অপেক্ষা করুন এই কথা বলিয়া ঠাকুর তৎক্ষণাৎ স্বভাবযাত নির্ব্বিকল্প সমাধি যুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার নিজের ইচ্ছামত ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন। ১৩৫

उवाच क्यान्सार रोगोऽसाध्य : प्राणविघातकः ।
कण्ठनाली क्षताक्रान्तो नौषधस्त्वास्य विद्यते ॥ १ ३६
अविराममेञ्जरिकौ वार्त्तायां धर्म्मयाजकाः ।
रक्तास्रवादियं पीड़ा सम्वनिष्यति निश्चितं ॥ १३७
गलमध्यस्थ झिल्लीनां शिराणामति सूक्ष्मया ।
उत्तेजनात्समुत्पत्तिर्भवेदस्यामयस्य हि ॥ १३८
देशेऽस्माक मिमं रोगं धक्कुजल्पि महात्मनः ।
धर्म्मयाजकस्य रोगः कण्ठरोगो वदन्ति ते । १३९

उग्रमौषधमस्माकं न प्रयोज्यं कदाचन ।
एतादृश्यामवस्थायां भूयिष्ठो भविष्यति ॥ १४०
अतो यादृक् चिकित्सास्य रोगिनः प्रचलिष्यति ।
सैवशुभकरो ह्यस्य भविष्यति न संशयः ॥ १४१
वक्तव्यं यत्तदुक्तं मे किन्तु किञ्चिद्वदामि वः ।
तच्छृणुध्वं महाभागा भवन्तो गुरु जीवनाः ॥ १४२

After careful examination of the wound, Mr. Cots said, "It is cancer which is incurable. No medicine for this disease has been invented as yet. Usually, priests who are habituated in holy talks are affected by this disease. This disease originates from excessive exertion of the finer tissues of the throat. It is known as throat disease in Western countries. Strong medicine should not be app'ied as it brings but unbearable pain. So mild homeopathic medicine only can be taken. I have told what I had to say about the disease. I have, however, to say something else. Kindly listen to me. 136 to 142

বঙ্গানুবাদ :—

ইহা প্রাণনাশকারী ক্যেনসার রোগ। ইহা গলদেশের শিরা হইতে উৎপন্ন এ রোগের ঔষধ নাই বা এই রোগ মুক্ত হয় না। ধর্ম্মযাজকগণ অনবরত ঈশ্বরের কথায় সর্বদা রত থাকেন তজ্জন্য

ধর্ম্মযাজকগণেরই প্রায় এই রোগ হইয়া থাকে। গলদেশের ভিতরে অতি সূক্ষ্ম শিরা সকলের এবং সেই শিরাতে অতি ক্ষুদ্র কীট সকলের উত্তেজনায় বা আঘাতে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১৩৮

আমাদের দেশে অর্থাৎ ইওরোপে এই রোগটিকে বহুভাষী ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম যাজকগণের কণ্ঠ রোগ নামে অভিহিত হয়। ১৩৯

এইরূপ অবস্থায় আমাদিগের উগ্র ঔষধ প্রয়োগ করা একবারে অবিধেয়। ইহাতে রোগীর ভয়ঙ্কর কষ্ট হইবে। ১৪০

অতএব ইহাঁর যেরূপ ভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলিতেছে তাহাই সুচিকিৎসা। ১৪১

আমার চিকিৎসা বিষয়ে যাহা বলা উচিত তাহা বলিলাম। কিন্তু ইহাঁর সম্বন্ধে আমি যৎ কিঞ্চিৎ বলিতেছি হে ভগবৎ প্রিয় মহাভাগ সকল আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করুণ। ১৪২

अस्याश्चर्य्यमयञ्चेमं रोगिणमोग्ररूपकं ।
प्रथमं दृष्टवानत्र जीविते श्रीमहाजनाः ॥ १४२
बाइबेलाख्य धर्म्मशास्त्रे पठितमेव केवलं ।
तत्र प्रभोरीशामसी नामकस्यार्य्यरूपिनः ॥ १४४
ईश चर्च्चा प्रसङ्गेना भवदी दृक् समाधिजः ।
स्वदेहस्मृति विध्वंशरूपोभावः समुत्थितः ॥ १४५
किन्त्वद्यास्यभगवतः साक्षाद्दृष्टः स्वचक्षुषा ।
अत्यल्प समयेनायं जहौ देहात्मधिषणां १४६
परन्त्वस्य स समाधिरधुनापि न मुञ्चति ।
अस्यैवं दर्शनेनाद्य कृतार्थोऽहं भवामि वै ॥ १४७
परन्तु पारिश्रमिक ग्रहनात् कलुषीकृतं ।
करं न कारयिष्यामि सम्मतिरित्थमेव मे ॥ १४८

"I am quite astonished to see the divine power of this patient. I have read in the Holy Bible about such divine power of transporting the soul of the holy apostle named Ishamoshi from the plane of physical reality. I now feel myself blessed by seeing such a miracle with my own eyes and I don't like to take fees for my services to this holy man. 143 to 148

বঙ্গানুবাদ :—

অতীব আশ্চর্য্যময় এই রোগীকে আমি ঈশ্বর রূপে দেখিতেছি। হে মহাপুরুষগণ আমি জীবনে এরূপ কোথাও দেখি নাই। ১৪৩

আমাদের বাইবেল নামক ধর্ম্ম শাস্ত্রে কেবল মাত্র পড়িয়াছি তাহাতে ঈশামসী নামক ধর্ম্ম যাজক মহাপুরুষের ঈশ্বরের অলৌকিক প্রসঙ্গে নিজ দেহের স্মৃতি শূন্য সমাধিজাত এইরূপ ভাব সমুত্থিত হইয়াছিল। ১৪৪।১৪৫

কিন্তু আজ এই সাক্ষাৎ ভগবানের সম্বন্ধে নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। ইনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেহাত্ম বুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন। ১৪৬

অধিকন্তু ইঁহার সেই সমাধি এখনও যায় নাই। এইরূপ দর্শন বশতঃ আজ আমি ধন্য হইলাম এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ১৪৭

পরন্তু আমি এমত অবস্থায় ইঁহার নিকটে পারিশ্রমিক লইয়া হস্তকে পাপ লিপ্ত করাইব না ইহাই আমার সমীচিন মত। ১৪৮

अन्त्यलीलायां ८म अः

मदुपार्जित वित्तानां किञ्चिद्दातुं प्रभुर्यदि ।
तदाहं नूनमेष्यामि कृपामीशस्य शान्तिदां ॥ १४९
एवमुक्त्वा जगामासौ डाक्तारः श्वेतविग्रहः ।
स्व जन्म सफलं मत्वा भगवद्भाव भावितः ॥ १५०

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां ठाकुरो नरेन्द्रनाथं काशीपुरादृक्षिणेश्वरे तपस्यार्थं प्रेरितवान् तत्र पञ्चमुण्डासने सप्ताह कालमध्ये नरेन्द्रस्य साधनाविधिर्जाता ततष्ठाकुर समीपे निर्विकल्प समाधि प्रसङ्गेन हृषीकेश हस्तामल वर्णनं। ततः श्वेताङ्ग चिकित्सकेस्य कृतार्थता-रूपोऽन्त्यलीलाया अष्टमोध्यायः। अः ८ अः ॥

"*On the other hand I feel that* I shall be blessed by the grace of God if I can give a little of my earning to this holy man." Thus the great physician left the place with his mind absorbed in holy thoughts. 149 to 150

Here ends the eighth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. অ: 8 অ:

বঙ্গানুবাদ :—

আমার উপার্জিত অর্থের যদি কিছুমাত্র ও ইহাকে দিতে পারি তবে আমি নিশ্চয় ভগবানের শান্তিদায়িনী কৃপা লাভে সমর্থ হইব।

১৪৯

তৎপরে শ্বেতাম্বভিষক এইরূপ বলিয়া ভগবদ্ভাব দর্শনে নিজকে ধন্য মনে করিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। ১৫০

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে তপস্যার জন্য দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইলে সেই স্থানে সাতদিনের মধ্যে পঞ্চ মুণ্ডির আসনে বসিয়া তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে ঠাকুরের নিকটে নির্ব্বিকল্প সমাধির আলোচনা সময়ে হৃষীকেশ তীর্থ বলা হইয়াছে। তৎপরে সাহেব ডাক্তারের বিষয় অন্ত্যলীলায় ৮ম অঃ বলা হইল ॥

अथ अन्त्यलीलायां नवमोऽध्यायः

अतःपरं भक्तवर्गैरन्विष्टः सुचिकित्सकः ।
महेन्द्रलाल सरकारं प्राप्यापि सुचिकित्सकं ॥ १
तस्य तु रोगि सान्निध्यं नास्ति ज्ञात्वा समत्यजन् ।
नवीनचन्द्र नामास्ति प्रवीनो वैद्यसत्तमः ॥ २
सर्व्वे गत्वा तत् सकाशं प्रभोः पीड़ामवर्णयन् ।
किन्तु तस्य चिकित्सायां अनुपान सुसंग्रहं ॥ ३
असाध्यं मन्यमानास्ते तत्यजुस्तं चिकित्सकं ।
एवं प्रभोर्भक्तवर्गा वैद्यार्थं चिन्तितोऽभवन् ॥ ४
सर्व्वान्तिमे भगवतः परमस्य पुंसः
सत्सेवकोऽस्त्यनुपमोऽतुल नाम भक्तः ।
राजेन्द्र दत्त इति नाम चिकित्सकस्त
मानीय तत्र भगवन्त मदर्शयत्तं ॥ ५

In search of a good physicn, the disciples approached Mahendra Lal Sarkar who was one

of the most reputed physicians of the times. He, however, was unable to visit the patient at his residence and so he was not considerd suitable. They approached another renowned physician named Nabinchandra. It was, however, too difficult to prepare and administer medicine according to his prescription. So he was also rejected. At last, one of the disciples, named Atul, called in a good physician, Rajendra Dutta, and got Thakur examined by him. 1 to 5

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে ভক্ত সকল সুচিকিৎসকের অনুসন্ধান করিয়া শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারকে পাইয়াও তাঁহার কলিকাতা হইতে কাশীপুরে যাইয়া রোগী দেখা অসম্ভব জানিয়া তাঁহাকে চিকিৎসায় নিযুক্ত না করিয়া নবীনচন্দ্র নামে একটি প্রাচীন বৈদ্যের নিকটে যাইয়া সেবকবৃন্দ তাঁহার নিকটে রোগের অবস্থা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার আদেশ মত ঔষধের উপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করা বা অতি কঠিন মনে করিয়া তাঁহাকেও ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপভাবে ভক্তবর্গ চিকিৎসকের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। ১।২।৩,৪

সর্বশেষে পরম পুরুষ ভগবান পরমহংসদেবের অতুলনীয় সদ্‌গুণ সম্পন্ন অতুল নামক সেবক রাজেন্দ্র দত্ত নামক চিকিৎসককে সেই স্থানে আনিয়া ঠাকুরকে দেখাইয়াছিলেন। ৫

आगत्य सोऽपि गुणराशि युतः सुवैद्यो
दृष्ट्वा परीक्ष्य च गदं सुख चिद्घनस्य ।
प्राप्यापि भीतिबहुलं मनसि प्रहृष्टं
बाह्ये सहास्य वदनः समुवाच किन्तु ॥ ৬
नास्त्यस्य रोगविगमे भवतां हि काचि
च्चिन्ताथवा सुमनसां खलु भीति हेतुः ।
येनैव रोगसृजता प्रकटीकृता हि
तेनैव तद्गद विनाश गदो हि सृष्टः ॥ ৭
उक्त्वैवं प्रभुभक्तान् स राजेन्द्रः सुचिकित्सकः ।
दैनन्दिनं समागम्य रोगिणं रोग सुक्षिदं ॥ ৮
सन्ददर्श सदाप्तस्य रोगिणो हर्षं हेतवे ।
सुपुष्प सुफलादीनि द्रव्याणि विविधानि च ॥ ৯
समानीय ददौ तस्मै परस्मै पुरुषाय हि ।
ठाकुरोऽपि महाप्रीतोऽभवत्तस्मिं चिकित्सके ॥ ১০

The physician was much frightened after examining the patient but he assumed a very cheerful front, and said, "You should not have any fear or doubt about the cure of the disease. The maker of the disease is also the maker of medicine." He paid visit everyday and advised the needful. He would also offer fresh fruits and flowers to bring pleasure to Thakur, who admired the physician for his good treatment and behaviour. 6 to 10

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বহুতর সদ্‌গুণ বিশিষ্ট সেই সদ্বৈদ্য রাজেন্দ্র দত্ত আনন্দ ঘন বিগ্রহ ঠাকুরের রোগ পরীক্ষা পূর্ব্বক অন্তরে অত্যন্ত ভয় পাইয়াও বাহিরে সহাস্য বদনে বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের রোগ মুক্তির জন্য মহামনা আপনাদিগের কোনও চিন্তার কারণ নাই। যে ভগবান কঠিন রোগ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই সেই সুকঠিন রোগের সর্ব্বতোভাবে নিরাময় করিবার জন্য ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬,৭

সেই সুচিকিৎসক রাজেন্দ্রবাবু ঠাকুরের ভক্ত সকলকে এইরূপ বলিয়া প্রতিদিন ঠাকুরের নিকটে আসিয়া সর্ব্বরোগ বিমুক্তিপ্রদ যোগী ঠাকুরকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। এবং ঠাকুরের আনন্দ বর্দ্ধন জন্য উত্তম পুষ্প ও উত্তম উত্তম ফল প্রভৃতি বহুবিধ উপাদেয় দ্রব্য আনয়ন পূর্ব্বক পরম পুরুষ ভগবানকে প্রত্যর্পণ করিতেন। তজ্জন্য ঠাকুরও অত্যন্ত প্রীত হইতেন ॥ ৮।৯।১০

एवन्तदुभयोः प्रीतिवर्द्धनादल्पकालतः ।
दुरन्त यातनायुक्तरोगो ह्रासत्वमाप्तवान् ॥ ११
पादुकाहीन विधाय यः प्रयच्छत्युपानहौ ।
न तस्य मनसो दाहः कदाचिदपि जायते ॥ १२
इति सञ्चिन्त्य राजेन्द्रः प्रभोरर्थं महामतिः ।
सुकोमलेन वस्त्रेण निर्म्मितं पादुकाद्वयं ॥ १३
स्वहस्ताभ्यां प्रभोः पादयुगले पर्य्यधापयत् ।
प्रभो स्तत् पादुकायुगं वेलुड़मठ सद्मनि ॥ १४
अद्यापि पूजितं भाति सद्भक्तैर्भक्तिपूर्व्वकं ।
स्वयं रचितस्यापि जगन्मङ्गल हेतवे ॥ १५

राजेन्द्रनाथ दत्तस्य भक्तिपूर्वं चिकित्सया।
पीड़ाशान्तिं प्रभोर्ज्ञात्वा भक्तायानन्द संप्लुताः॥
यथोष्ट देवता सेवां यनीक्षात्य स्वजीवनं।
कुमार सेवकाश्चक्रु रैकान्त भक्तिसंयुताः॥ ১৭

Thus, due to happy exchange of feelings between Thakur and the physician, the very painful disease subsided very appreciably in a very short time. With the thought that if a bare-footed bramhin would be given a prize of shoes for protection from the heated-earth, he would regain his peace of mind, Rajendra got a pair of shoes prepared of soft cloth and worn by Thakur. This pair of shoes is still preserved in Belur Math, and worshipped by his devotees. It was a matter of great joy that the treatment of Rajendra Nath Dutta had brought a great relief to Thaknr. The young disciples rendered their services to Thakur with all sincerity and devotion. 11 to 17.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপে রোগী ঠাকুর ও চিকিৎসক উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রীতি বর্দ্ধনবশতঃ অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুরন্ত দুঃখদায়ক রোগ কিছু উপশমিত হইয়াছিল। রৌদ্রতাপাদিক্লিষ্ট যদি কোনও ব্রাহ্মণকে

কোনও লোক যদি পাদুকা দান করেন। তবে সেই ব্যক্তির কখনও সন্তাপজনিত দুঃখ হয় না।

এইরূপ চিন্তা করিয়া মহামতি ডাক্তার রাজেন্দ্রবাবু ঠাকুরের জন্য অতি সুকোমল বস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত পাদুকা দুইটি নিজে দুই হস্তে প্রভুর পাদ যুগলে পরাইয়া ছিলেন। ঐ পাদুকা দুইটি আজ পর্য্যন্ত বেলুড় মঠে পূজিত হইয়া থাকে। ১৩।১৪

এবং তাঁহার ভক্তবর্গের মঙ্গলার্থে ভক্তিপূর্ব্বক সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। ১৫

এবং ডাঃ রাজেন্দ্রবাবুর চিকিৎসায় ঠাকুরের পীড়ায় উপশম বা অনেকটা আরোগ্য জানিয়া ভক্ত সকল অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ১৬

কুমার সেবকগণ একান্ত ভক্তি সহকারে ইষ্ট দেবতার সেবা প্রাণপনে করিয়াছিলেন। ১৭

सेवार्थं श्रीभगवताङ्घ्रियुग्मं समर्पिते ।
बाह्याभ्यन्तरशुद्धत्वाल्लेभिरे परमां मुदाम् ॥ १८
परन्तूत्तरकाले ते तद्भक्ता परिवेशने ।
यदि मालिन्य मायान्ति तद्धस्तं घटवारिभिः ॥ १९
शिक्षा तासां ददौ देवो युष्माकं सुपवित्रता ।
ईदृग् यौता यथा यूयं दुर्जनैर्मिलिता यदि ॥ २०
अथवा तैस्तत्समं अवस्थिष्यथ यद्यपि ।
न किञ्चिदपि मालिन्यं युष्मदेहे भविष्यति ॥ २१
स्वभावं स्वस्वमावस्य न तेन सम्भविष्यति ।
सर्वदा स्वस्वरूपेण यूयं स्थास्यथ निश्चितम् ॥ २२

अन्त्यलीलायां ८म अः

भवितव्य विधानेन विधातुरिच्छयाथवा ।
सेवकानां सुदुर्भाग्यात्सुखस्यावसानमागतं ॥ २३
सदा शुचौ ह्यत्ययमभूत् पर्जन्य वर्षणाद्ध्रुवं ।
तेन क्षीणशरीरस्य प्रभोः पीड़ा व्यवर्द्धत ॥ २४

When the devotees touched the body of Thakur by way of services they became purged of their impurities, both inner and outer. Lest devotees would be unable to preach his religion, Thakur sprinkled holy water on them and said, "From now onward such divine purity has been bestowed upon you that bad companionship or the act of taking unholy food will not impair your purity of mind and body. You will ever remain pure and holy under any circumstances." By the will of God the happy days came to an end. The disease aggravated due to cold caused by excessive rains in the month of Ashara 18 to 24.

বঙ্গানুবাদ :—

সেবা সময়ে ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পর্শমাত্রে ভক্ত সকলের বাহ্য ও অভ্যন্তর শুদ্ধি হইয়া পরম কৃপা লাভ তৎক্ষণাৎ হইত। ১৮

কিন্তু আমার অবর্তমানকালে এই সকল ভক্তগণ আমার ধর্ম্ম প্রচারে যদি অসমর্থ হয় তজ্জন্য ভগবান ভক্ত সকলকে পবিত্র জলের

যারা অভিষেক করিয়া বলিতেন আজ হতে তোমাদের এইরূপ পবিত্রতা হইল যাহাতে তোমরা দুর্জন ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলেও অথবা পাপান্ন ভোজন করিলেও তোমাদের দেহে কোনরূপ পাপ বা মালিন্য স্বল্পমাত্রও হইবে না। ১৯।২০।২১

তোমরা সর্ব্বদা পবিত্রভাবে থাকিবে। ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ২২

সেবকগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ ভবিতব্যের বিধান জন্য অথবা ভগবানের ইচ্ছাতেই হউক সুখের অবসান হইয়াছিল। সেই সময় আষাঢ় মাস অত্যধিক বারি বর্ষনের জন্য শীতল বা খুবঠাণ্ডা হইয়াছিল।

এজন্য ক্ষীণ শরীর প্রভুর পীড়া বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল॥ ২৩।২৪

গলাভ্যন্তরদেশস্য ক্ষতাত্ ক্লেদো বিনির্গতঃ।
প্রাসকায় মাবস্যাশ্চ যাতনা হৃদিমাগতা ॥ ২৫
জলবত্তরলং পথ্যং ক্ষুধাধিক্যস্থিতাবপি।
ভোজনে ন সমর্থোঽভূদ্ যদিবা শক্তিচালনাত্ ॥ ২৬
স্বল্পং গলাধঃকরণে যাতনা মতমা ভবত্।
যযা ধৈর্য্যং ভবেন্নষ্টং সাক্ষাদ্ ভগবতোঽপি ॥ ২৭
পরন্তু মসৃণাত্তস্মাত্ ক্ষতস্থানা দ্বিনিঃসৃতঃ।
পূযরক্তাদিসংমিশ্র ক্লেদোঽত্যন্ত ব্যবর্দ্ধত ॥ ২৮
অসাধ্যন্তদ্রোগচিহ্নমবলোক্য মহামনাঃ।
প্রভো স্তত্ সেবকাঃ সর্ব্বে নরেন্দ্র প্রমুখাদযঃ ॥ ২৯
সুতরাং ভযবিভ্রান্তা হ্যভবন্ প্রভু হেতবে।
কিং কর্ত্তব্যবিমূঢাস্তে প্রাযেণ ক্ষুণ্ণচেতনাঃ ॥ ৩০

एकदा मुखनिर्गत क्लेदसंयुक्त पायस ।
प्रभोरस्मत सुधान्तन्मन्यमानो महत्तरः ॥ ३१

Due to painful coughs and vomiting blood which came out of the wound inside the throat, Thakur became restless. In spite of acute appetite he could not eat anything. Even if he took any liquid food, it would cause unbearable pain as soon as it entered his throat, and simultaneously terrible vomiting of blood would take place. At this even Thakur himself lost all patience and hope, and his disciples did not know what to do. One day Narendra held in his hand the blood with all impurities which was vomitted by Thakur as if it was holy nectar.
25 to 31

বঙ্গানুবাদ :—

তজ্জন্য গলদেশের ভিতরের ক্ষত হইতে শ্লেষ্ম অর্থাৎ রক্তপুঁজ বহির্গত হইলে শ্বাস কাসির প্রাবল্যবশতঃ ঠাকুরের যাতনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল ॥ ২৫

বিশেষভাবে ক্ষুধার বৃদ্ধি হইলেও জলের মত তরল পথ্যও ভোজনে অসমর্থ হইয়াছিলেন । ২৬

যদি বা জোর পূর্ব্বক অল্পমাত্র ভোজনীয় দ্রব্য খাইতেন তাহাতেও অত্যন্ত যাতনা হইত যে যন্ত্রণাবশতঃ সাক্ষাৎ ভগবানেরও ধৈর্য্য নষ্ট হইয়াছিল । ২৭

এবং তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষত স্থান হইতে পূযরক্তাদি মিশ্রিত ক্লেদ ভয়ঙ্কর রূপে নির্গত হইত। ২৮

ভগবানের অসাধ্য রোগ চিহ্ন দেখিয়া নরেন্দ্র প্রভৃতি মহামনা প্রভুর সেবক সকল প্রভুর জন্য অত্যন্ত ভয়ে বিহ্বলিত হইয়াছিলেন এবং কি করা কর্তব্য কিছুমাত্র নিশ্চয় করিতে না পারিয়া সকলে এক প্রকার জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল॥ ২৯,৩০

অতি বড় মহৎ শ্রীনরেন্দ্র সর্ব্বোত্তম সাধক একদিন প্রভুর মুখারবিন্দ নির্গত রক্ত পূঁজের সহিত পায়স প্রভুর অমৃততুল্য মনে করিয়া দুই হস্তে ধারণপূর্ব্বক কাতর বাক্যে গুরু ভ্রাতা সকলকে বলিয়াছিলেন। ৩১

उवाच स्वहस्ते धृत्वा श्रीनरेन्द्रः सकातरं।
प्रभोःमुखपद्माद्यत् प्रसाद यद्दत्तेन नः ॥ ३२
चित्तप्रसादः सञ्जातोऽधुना भाग्य विपर्य्ययात्।
तद्रूपस्य प्रसादस्य पुनः प्राप्ति न सम्भवेत् ॥ ३३
आगच्छन्तु महाभागा यैनेदं क्लेदमिश्रणं।
प्रभोः सत्तास्वरूपं यत् पायसममृतोपमं ॥ ३४
अत्स्यामयं तेनास्माकं तदधिष्ठानमुत्तमं।
देहास्थिमज्जा नाड़ीषु भवेदनुभूतं सदा ॥ ३५
एवमुक्त्वा श्रीनरेन्द्रःपीत्वापि स्वयमुत्तमं।
पायसमपि चास्माकमपाययदनुत्तमं ॥ ३६
एवं लीला मनुष्यस्य श्रीनरेन्द्रस्य धीमतः।
किं विदन्तिजना लीलां शिश्नोदर परायणाः ॥ ३७

प्रभुर्नेदं यदा प्राप्तं प्रायो मे काल आगतः ।
अतो मे प्रेमलीलायाः प्राकट्यं नङ्क्ष्यति ध्रुवं ॥ ३८

He said, "We do not now expect to have the same holy residuals from Thakur as was available when he was hale and sound. Let us take this blood as holy nectar so that we shall feel Thakur's divine self in our body, bones and nerves." With this Narendra drank the blood and made all other disciples drink it. Thus, Narendra did a miracle which was beyond comprehension of people addicted to earthly pleasure. When Thakur realised that his days were numbered, he resolved to asbtain himself from all outward activities. 32 to 88.

বঙ্গানুবাদ :—

প্রভুর সুস্থ অবস্থায় যে প্রসাদ ভোজন করিয়া আমাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে সম্প্রতি আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ সেইরূপ প্রসাদের পুনঃ প্রাপ্তির আশা আর নাই। অতএব হে মহাভাগ সেবকবৃন্দ আপনারা আসুন আমরা এই রক্ত ও পুঁজ মিশ্রিত প্রভুর সত্তারূপ এই অমৃততুল্য পায়স যদি আমরা ভোজন করি তাহা হইলে আমাদের শরীরের অস্থি মজ্জা ও নাড়ী সকলের মধ্যে ভগবানের স্থিতি সর্ব্বদা ভালভাবে অনুভূত হইবে। ৩২।৩৩,৩৪,৩৫

এইরূপ বলিয়া শ্রীনরেন্দ্র স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে সেই সুধাতুল্য পায়স পান করিয়া তৎপরে আমাদিগকেও পান করাইয়াছিলেন। ৩৬

अन्त्यलीलायां ৫म अः

ভগবানের লীলার সর্ব্বোত্তম পার্ষদ নররূপী নরেন্দ্রের লীলা পত্নী ও উদর পূরণে আসক্ত অর্থাৎ রসনেন্দ্রিয়কে ও উপস্থকে যাঁহারা জয় করিতে না পারিয়াছেন সেই সকল মনুষ্য কি ভগবানের বা তাঁহার পরিকর বর্গের লীলা বুঝিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি ভগবল্লীলা বা ভক্ত লীলা বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রবেশ করিতে পারেন না। ৩৭

প্রভু যখন জানিয়াছিলেন আমার অন্তর্দ্ধানের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে অতএব প্রকাট্য লীলারও অবসান হইবে। ৩৮

विज्ञायैवं श्रीभगवान् गभीरे निशि चैकदा ।
स्वं स्वरूपं श्रीनरेन्द्रनाथमाहूय यत्नतः ॥ ३९
तद्‌गतं जीवनमपि शक्तिभूषण सेवकं ।
स्वस्थानाद्विजनस्थाने प्रेरयित्वाब्रवीदिदं ॥ ४०
प्रोवाच श्रीनरेन्द्रं तं सुस्पष्टं पश्य भोः प्रिय ।
यच्चास्मिन्नजनः कोऽपि सर्वं मे निष्फलं भवेत् ॥ ४१
यथा कैलासाधिपतिः शङ्करो भगवान् स्वयं ।
निजार्थं प्राणिपुण्यानां शाला हयोग पोठकं ॥ ४२
यर्द्धाङ्गिनी शङ्करी च सावधानतया मम ।
मानसत्त्वमहदयं यदिग्रुद्धं समुपादिशत् ॥ ४३
तथा स प्राणतुल्यस्तं नरेन्द्रं प्रेममूर्त्तिमान् ।
निबद्ध बाहुयुग्मेन सुदृढमालिङ्गन पूर्वकं ॥ ४४
तद्रहस्यं मानसस्य विज्ञापयत् परमं पदं ।
यद्विज्ञानादिदं सर्वं विज्ञातं भवति ध्रुवं ॥ ४५

Knowing this, once in the dead of night Thakur called for Narendra in his room on the upstairs and sent Shasibhusan downstairs. He asked Narendra to see and be sure that nobody was there on the upper floor for otherwise all would go in vain. Lord Shiva also made his place void of any living thing when he imparted the knowledge of one Supreme Being pervading the universe to Goddess Sankari. So also Thakur imparted that divine knowledge to Narendra.

39 to 43.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপে ঠাকুর নিজ লীলায় অপ্রকট অবগত হইয়া একদিন গভীর রাত্রে নিজেরই অন্যতম মূর্ত্তি নরেন্দ্রনাথকে যত্ন পূর্ব্বক ডাকিয়া ঠাকুরগত প্রাণ শশিভূষণ সেবককেও দোতলার গৃহ হইতে নিম্নের ঘরে পাঠাইয়া দেবতাদিগেরও দেবতা ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন। ওহে প্রাণ প্রিয় নরেন্দ্র। তুমি বেশ ভাল করে দেখ আমার এই দোতলায় কোনরূপ প্রাণী আছে কি না। যদি থাকে তবে সব নিষ্ফল হইবে। ৩৯।৪০।৪১

যেমন কৈলাসধামের অধিপতি ভগবান্ শঙ্কর মহানিশাকালে নিজের যোগপীঠ প্রাণীশূন্য করিয়া অর্দ্ধাঙ্গিনী শঙ্করীকে সাবধানপূর্ব্বক যে বিশুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। ৪২।৪৩

সেইরূপ মূর্ত্তিমান্ প্রেম বিগ্রহ ঠাকুর নিজের প্রাণতুল্য সেই

নরেন্দ্রকে দুই বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন পূর্ব্বক সেই অব্যয় জ্ঞানতত্ত্ব বা বিষ্ণুর পরম পদ যাহা জানিলে লৌকিক বা অলৌকিক সর্ব্ববিধ বস্তুর বিজ্ঞান হয় বা জ্ঞানে সমর্থ হয়। ৪৪।৪৫।

असंख्य बुद्बुदोपम ब्रह्माण्डं ब्रह्मसागरे ।
समुद्भूतं पुन स्तस्मिन् ब्रह्मण्येव प्रलीयते ॥ ४६
योऽसौ रूपविहीनोऽपि सर्व्वरूप स्वरूपकः ।
निर्गुणोऽपि सदा योऽसौ गुणानामाकरो महान् ॥ ४७
सर्व्वत्रानुगतो वापि सङ्गहीनो भवत्यसौ ।
सर्व्वचित्तान्तरस्थोऽपि बुद्धिवृत्तेरगोचरः ॥ ४८
चक्षुर्भ्यान्तु न दृष्टोऽसावचलोऽपि चलत्यसौ ।
ईदृक् सर्व्वाश्चर्य्यमयः सच्चिदानन्द ईश्वरः ॥ ४९
पापदेहादिसंश्लिष्टो पूर्व्वं पुण्य बलेन हि ।
श्रीगुरोः कृपया वापि वेत्ति चेत् परमेश्वरं ॥ ५०
सूक्ष्मानुसूक्ष्मरूपोऽपि जीवो याति विमुक्ततां ।
तद्रूपोऽसौ भवेद्वापि यथा स परमेश्वरः ॥ ५१
बहुना वा किमुक्तेन वत्स जानीहि तं सदा ।
सर्व्वं यामात्मजो ह्यात्मा पितामाता स ईश्वरः ॥ ५२

"Innumerable worlds come to existence like bubbles on the surface of the sea, and again lose their existence in the Supreme Being from whom they were born. He who is the maker of shapes is shapeless. *He has no quality or virtue even though all qualities and virtues originate*

from him. He is all alone though He pervades everything. No intelligence can reach him though all thoughts are fed by him. He is not seen with eyes. He is both static and dynamic. He can be known by devotion and by the grace of preceptor. Even though the soul of a man is a very small thing, it can attain salvation and Divinity. Our sons and parents are none but God." 46 to 62.

বঙ্গানুবাদ :—

অসংখ্য জল বুদবুদ সদৃশ ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ ভূ ভুর্বঃ স্বঃ মহজন তপঃ সত্য এবং অতল বিতল সুতল রসাতল তলাতল মহাতল ও পাতাল এই ১৪টি লোক যাহাতে আছে তাহাকেই ব্রহ্মাণ্ড বলে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর পুনরায় অন্তে ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া থাকে। ৪৬

যিনি এই পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপ ভগবান নিরাকার বা রূপ শূন্য হইয়াও সর্ব্বরূপের স্বরূপ। এবং যিনি নির্গুণ হইয়াও সর্ব্ব সদ্‌গুণের আকর।

এই ভগবানই সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থিত হইলেও নির্লিপ্ত এবং সকলের অভ্যন্তরে সর্ব্বদা থাকিলেও মানুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ৪৭।৪৮

এবং আমাদের এই বাহ্য চক্ষু দুইটি দ্বারা তিনি প্রত্যক্ষ হন না। তিনি অচল হইয়াও চলিতে পারেন এই সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ সর্ব্বাশ্চর্য্যময় ঈশ্বরের স্বরূপ। ৪৯

প্রাণযুক্ত দেহবিশিষ্ট জীব পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য বলেই হউক অথবা শ্রীগুরুর কৃপাতেই হউক সেই পরমেশ্বরকে জানা যায়। ৫০

জীব সকলের স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম হইলেও তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত রূপ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অথবা সেই ভগবান যেমন জীবগণও সাধনা দ্বারায় ভগবানের স্বরূপতা লাভ করে। হে বৎস, আর অধিকভাবে ভগবানের স্বরূপ কি বলিব তুমি সর্ব্বদাই জানিবে সেই ঈশ্বরই সকলের আত্মা সকলের পুত্র সকলের পিতা ও সকলের মাতা প্রভৃতি তিনিই সব। ৫১।৫২

ततःपरं स्वस्य समीपवर्त्तस्य
नरेन्द्रनाथस्य नरोत्तमस्य ।
श्रोत्रापसव्ये श्रुतिमूलरन्ध्रे
मुखारविन्दं भगवान्नुवाच ॥ ५३
यद् ब्रह्म तत्त्वं जगतो हिताय
स्रष्टुः पुरा पद्मजनाभ देवः ।
तस्मै ददौ पङ्कज योनयेत
नरेन्द्रनाथाय सगोपनीयं ॥ ५४
परन्तु कारुण्य कटाक्ष दृष्ट्या
नरेन्द्रनाथं पुनराह देवः ।
सार्द्धं त्वया यद्यपि नास्ति भेद
स्तथापि मे वाञ्छा पृथक्त्वमस्ति ॥ ५५

Thakur imparted that divine knowledge to Narendra which was imparted by Lord Narayan to the lotus-born Bramha, before the creation of

this universe. Thakur also said "You and I are one and the same. Yet physically we differ."
53 to 55.

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর ঠাকুর নিজ সমীপে অবস্থিত নরোত্তম নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ কর্ণে মুখারবিন্দ দিয়া বলিয়াছিলেন সৃষ্টির পূর্ব্বে পদ্মনাভ নারায়ণ জগতের মঙ্গলার্থে পদ্মযোনী ব্রহ্মাকে যে ব্রহ্ম তত্ত্বটি দিয়াছিলেন। অত্যন্ত গোপনীয় সেই ব্রহ্ম তত্ত্বটি ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দিয়াছিলেন। ৫৩।৫৪

পরন্তু কৃপাকটাক্ষ দৃষ্টি দ্বারা ঠাকুর নরেন্দ্রকে পুনরায় বলিয়াছিলেন হে নরেন্দ্র যদিও তোমাতে আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই তথাপি বাহিরের লোক সকল তুমি এবং আমি এইরূপ ভেদ দর্শন করে। ৫৫

কিন্ত্বদ্য তুভ্যং সকলং সমিদং
বৈরাগ্য বিজ্ঞান তপো বলাদি।
সমর্প্য নিঃস্বঃ খলু নামমাত্রং
শ্রীরামকৃষ্ণেতি ভবামি বাদ্য ॥ ৫৬
শ্রীরাজরাজেশ্বরতামবাপ্য
মদীয় যত্নয়া জগতামঘোঘং।
হত্বা বিদূরং নররামকৃষ্ণৌ
ভূত্বা গুরুর্মে ভব সেবকানাং ॥ ৫৭
ইত্যেবমুক্ত্বা নিজ দিব্যশক্ত্যা
নরেন্দ্র মধ্যে সমনুপ্রবিশ্য।
সং দিব্যভাবেন বিভাবিতশ্চ
চকার দেবঃ সুগিয়ব রূপং ॥ ৫৮

"To.day I have made over to you all that I know and my name is only left to me. You may now be sole monarch in the spiritual world and the only guide to my followers." Saying this, Thakur transported his spirit into the body of Narendranath and thus bestowed divine power upon him. 56 to 58

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু আজ আমি তোমাকে আমার বৈরাগ্য বিজ্ঞান ও তপো বলাদি যাহা কিছু সেই সকল অর্পণ পূর্ব্বক নিঃস্ব হইয়া কেবল নাম মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া হইলাম। ৫৬

তুমি রাজ রাজেশ্বর হইয়া আমার শক্তি লইয়া জগতের পাপ সমূহ দূরীকরণ পূর্ব্বক নূতন একটি রামকৃষ্ণ হইয়া আমার সেবক-গণের তুমিই গুরু হও। ৫৭

এইরূপ বলিয়া নিজ দিব্য শক্তি দ্বারা নরেন্দ্রের দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুবিশুদ্ধ মূর্ত্তি ঠাকুর সেই নরেন্দ্রকে দিব্য ভাবে বিভাবিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ নরেন্দ্রকে জীবন্মুক্ত স্বরূপ করিয়াছিলেন ॥ ৫৮

धाराच्छलेनाद्य स सागरेय
शोकाम्बु संप्लावित सर्व्वभूमिः।
साध्वी यथा स्वामी वियोगकाले
बभौ धरित्री नमसोऽवसाने ॥ ५८

अन्त्यलीलायां ८म अः

सौभाग्य सूर्य्यस्य विभो स्तथाद्य
प्रायोऽस्तभावं परिपश्यतां वै ।
अश्रु प्रपातस्य सुविद्धराणा
मारब्ध कालः समुपागतो नः ॥ ६०
दैनन्दिनं सेवक सङ्ग वार्त्ता
यादृक् सता तेन तथाद्य नास्ति
भावान्तरस्तन्मनसोऽप्य चिन्त्यः
प्रतिक्षणस्यास्ति समाधि भावः ॥ ६१

On the last day of the month of Sravana the rains set in and the earth appeared to shed tears profusely like a female consort at the death of her beloved husband, The followers and disciples of Thakur felt that the glory of their fortune had lost its glamour and the dark days were ahead. Usual daily practices were no more. The mind of Thakur moved away from his associates and oscilates between consciousness and unconsciousness. 59 to 61.

বঙ্গানুবাদ :—

আজ সসাগরা বসুন্ধরা বর্ষার ধারা উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে শোকাশ্রুরূপে প্লাবিত করতঃ সাধ্বী স্ত্রী স্বামী বিয়োগ সময়ে যেরূপ ক্রন্দন দ্বারা ধরা প্লাবিত করেন সেইরূপ শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিনে পৃথিবী হইয়াছিলেন। ৫৯

সেইরূপ আজ সৌভাগ্য সূর্য্যের প্রায় অস্তাচলে গমন হইতেছে এইরূপ ভাবে পরিলক্ষিত প্রভুর প্রিয় কিঙ্করগণ আমাদের অশ্রুপাতের আরম্ভ হইল এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। ৬০

ঠাকুর প্রতিদিন যেরূপ ভক্তবর্গের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন আজ আর সেরূপ নাই ক্ষণে ক্ষণে সমাধি এবং সেই সময় তাঁহার মনের অন্যরূপ একটি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। ৬১

भुक्तं न किञ्चिद्गदवेनातो
देयं सुखाद्यमुदरस्य मध्ये ।
देहस्य पुष्ट्यै सुविभोज्यरूपं
यदौषधं पथ्य विदो वदन्ति ॥ ६२
मत् सेवकैरित्थमवेक्ष्यमाने
द्रव्यं तदर्थं सकलं गृहीतम् ।
दिनावसानि सुखशान्तमूर्त्ति
र्वाच शिष्यान् भगवांस्तदेवं ॥ ६३
इन्द्रादि देवागमनात्समाप्य
चैवं मदीयैः सह वाक्प्रयोगात् ।
सर्वेन्द्रियं व्यस्त मया गतत्वात्
सार्द्धं भवद्भि र्विरतः कथायां ॥ ६४

Thakur did not take any food due to aggravation of his painful disease. To avoid physical weakness due to starvation, the physicians prescribed suitable diet. His followers were eager to serve Thakur with it. At the end of the day

Thakur said softly. "For the whole day I was busy in talking with Lord Indra and other gods who were here, and so I could not talk to you."

62 to 64

বঙ্গানুবাদ :—

রোগযন্ত্রণার প্রাবল্যতা বশতঃ কিছুই খাইতেন না। অতএব উদরের মধ্যে যেকোনও প্রকারে কিছু বিশুদ্ধ খাদ্যবস্তু দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য চিকিৎসকগণ দেহপুষ্টির জন্য রোগিকে সেইরূপভাবে পথ্য দানের ব্যবস্থা করান। ৬২

প্রভুর সেবকসকল চিকিৎসকের মতে খাদ্য দেওয়া হউক এইরূপ মনে করিয়া তদুপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'কিন্তু আনন্দ ও ধৈর্য্যের বিগ্রহ ঠাকুর শিষ্যবর্গকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। ৬৩

আজ আমার ঘরে ইন্দ্রাদি দেবতার আগমন বশতঃ এবং তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা জন্য প্রায় সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকায় তোমাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে পারি নাই।

भोक्ष्ये हि पुत्राः परमान्नमद्य
प्रभो स्त्वदित्थं वचनं निशम्य।
मातुः समीपे विनिवेदिते तैः
सम्पाद्य माताप्यददात्तदग्रे ॥ ६५

दृष्ट्वा प्रभुः पायसमब्रवीद् भोः
पाप्यामि पद्मासन मविविष्टः।
शुत्वाच ते सत्पृष्णमिव तस्य
क्षीनं षयेनैव कलेवरस्तत् ॥ ६६

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

उष्णोदुग्धान्नादिनियमपूर्वकं
पायेन तद्रूप एतस्मदा गुरोः ।
शान्तिं न लेभे यत्नतोऽपि दर्शना
दासाणतो वै व्यजनं प्रचक्रुः ॥ ६७

"Dear sons," said Thakur, "I shall take to-day rice boiled with milk." At once the disciples asked Sarada Devi to prepare it. When the desired thing was offered to Thakur, he said, "Dear sons, help me to sit in Padmas-ana." They did so and fanned him as he became restless due to exertion. 65 to 67

বঙ্গানুবাদ :—

হে পুত্রগণ আজ আমি পায়সান্ন খাইব। প্রভুর এইরূপ কথা শুনিবামাত্র সেবকগণ তৎক্ষণাৎ মাতা সারদাদেবীকে বলিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরের সামনে দিয়াছিলেন। ৬৫

প্রভু সেই পায়সান্ন দেখিয়া সন্তান সকলকে বলিয়াছিলেন। আমি পদ্মাসনে বসিয়া পায়স খাইব। এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের পার্ষদবৃন্দ তৎক্ষণাৎ তাঁহার অত্যন্ত কৃশ দেহটিকে শয্যা হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক অতি যত্নপূর্ব্বক প্রায় পদ্মাসনে উপবেশন করাইলেও ঠাকুর শান্তিলাভ করিতেছেন না। এইরূপে তাঁহার কষ্ট দেখিয়া শিষ্যবর্গ প্রাণপণে ব্যজন করিয়াছিলেন। ৬৬।৬৭

एवं यदा भोजनलुब्ध भावः
प्रभु स्तदा द्वौ निज शूद्रशिष्यौ।
दृष्ट्वा स्वतल्पं समवस्थितौ तौ
प्रोवाच दृष्ट्वा क्षुभित स्तदानीं ॥ ६८

भो स्त्वं नर श्रेष्ठ नरेन्द्र नाथ
त्यजास्वतल्पं यद शूद्रशिष्यौ।
वाक्यान्तु श्रुत्वा ह्यतदर्थं वेदी
प्रोवाच देवं कथमेतदेवं ॥ ६९

जातेर्विचारस्य भवत् सकाशे
यतो भवानीश्वर एव नान्यः।
एवं कथं स्वाम विदाम देव
भ्रान्ताः स्थिता तेन वयं वदामः ॥ ७०

Thus, when Thakur was about to take the rice, he found that two of his non-bramhin disciples were in touch with his bed. On seeing this Thakur said in vexation, "Oh Narendra, ask these non-bramhins to get themslves away from my bed." Narendra could not understand the intention of Thakur and said, "So far as you who are God's own Self are concerned how the question of caste can arise. We say so due to our ignarnce." 68 to 70

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপভাবে ঠাকুর যখন খাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। তখন দেখিলেন তাঁহার দুইটি শূদ্র শিষ্য বিছানা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে এইরূপ দেখিয়া বিরক্তসহকারে ঠাকুর বলিয়াছিলেন।

ওহে নরোত্তম নরেন্দ্র তুমি ঐ দুইটি শূদ্র শিষ্যকে বল উহারা শীঘ্র যেন আমার বিছানা ত্যাগ করে। এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্র ঠাকুরের কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন কেন এরূপ হবে আপনার নিকটে জাতির বিচার? যেহেতু আপনি স্বয়ং ভগবান্ অতএব এরূপ কেন? আমরা ভ্রান্ত অর্থাৎ অজ্ঞ তজ্জন্যই এইরূপ বলিতেছি। ৬৯।৭০

শ্রুত্বা নরেন্দ্রস্য সুযুক্তিপূর্ণং
বাক্যন্তদা বাক্য বিদামধীশঃ।
উবাচ বেদস্য য এব কর্ত্তা
তদ্বাক্য রক্ষাপি ন তেন কার্য্যা ॥ ৭১
তস্মাত্তদা দৈব বরেণ চৈবং
ভক্তিস্থিতং ভক্তমতস্থিতং ভো।
বর্ণ্যং হি তদ্ব্রাহ্মণ বিগ্রহেন
অবৈদ্যপুত্রং শাস্ত্র নিষেধবাক্যাৎ ॥ ৭২
প্রাগেব তৌ তস্য গুরোঃ সুতল্পং
ত্যক্ত্বা সুবিপ্রায় মনোঽভিলাষং।
প্রজগ্মতুর্দূরত এব তস্মা
দাতঃ সুভুক্তা মহতাদরেণ ॥৭৩

On hearing this well-justified contention of Narendra Thakur replied, "The Author of the

Vedas should also abide by it." He also said, "It is rice which, touched by non-bramhins, is not to be taken by bramhin. This is so enjoined in the shastras." Those two non-bramhin disciples kept themselves aloof from the bed of Thakur knowing the intention of Thakur. Then Thakur took that rice with great relish. 71 to 73

বঙ্গানুবাদ :—

বাক্যজ্ঞানী ঠাকুর নরেন্দ্রের তদ্রূপ সুযুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বলিয়াছিলেন। যিনি বেদের বক্তা তাঁর বেদবাক্য রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থাৎ আমিই নারায়ণ স্বরূপে বেদ বলিয়াছি এখন সেই আমিই রূপান্তরিত হইয়া অবস্থান করিলেও আমার সিদ্ধান্তবাক্য আমার রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ৭১

পরন্তু সেই দেবাদিদেব ঠাকুর আরও বলিয়াছেন ওহে নরেন্দ্র ইহা যে ভাত রে ভাত অর্থাৎ যে ভাত শূদ্র স্পর্শ করে সেই অন্ন ব্রাহ্মণ স্পর্শ করিবে না বা ব্রাহ্মণের সেই অন্ন বর্জনীয়। ইহা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বাক্য বা শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন। ৭২

শূদ্রস্পৃষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণ কদাচ খাইবে না। পায়সান্ন আনিবার পূর্ব্বেই সেই দুইটি শূদ্র শিষ্য ঠাকুরের অভিপ্রায় জানিয়াই তাঁহার শয্যাত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। অতএব ঠাকুর তখন অত্যন্ত আনন্দের সহিত পায়সান্ন ভোজন করিয়াছিলেন। ৭৩

सुखसुप्तिं विधायाथ सुस्थतामुपलभ्य च।
उवाच शास्त्रीयवचः श्रीनरेन्द्रं विशेषतः ॥ ৭৪

शूद्रान्नेन तु भुक्तेन स्वोदरस्थेन यो मृतः ।
स वैखरत्वमुष्ट्रत्वं शूद्रत्वञ्चाधिगच्छति ॥ ৭৫
एवमुक्तं ठाकुरेण गोधूमचूर्णं पिष्टकं ।
भोक्तव्यं शूद्रदत्तञ्चेदभोक्तव्यमनापदि ॥ ৭৬
कलावन्नगतं पापं महापापं विदुर्बुधाः ।
तस्मात् शूद्रस्पृष्टमन्नमस्पृश्यमग्रजन्मनः ॥ ৭৭
पुनर्यदाशनार्थं स पायसान्नं समग्रहीत् ।
तदायातः समाधिः स बाह्यज्ञान विघातकः ॥ ৭৮
गते किञ्चित् क्षणे तत्र पायसान्नं कुतोगतं ।
तदन्नं कोऽभुञ्जीत कस्य वा तत्प्रयोजनं ॥ ৭৯
पुनर्दुरन्त्यान समयेऽसह्य वेदनयार्दिते ।
गलाधःकरणन्तु तदन्नं नैव पारितं ॥ ৮০

Then, after washing his mouth, when Thakur felt himself refreshed, he said to Narendra, "In case of death of a bramhin having in his stomach rice touched by a non-bramhin, he takes his re-birth as an ass, a camel or a non-bramhin. Under unavoidable circumstances a bramhin may take bread and curry offered by a non-brahmin. In absence of compulsion, this is also prohibited. In this Kali Yuga unholy rice begets great sin. So rice touched by non-bramhins is not touched or taken by bramhins." When

Thakur was about to take that rice for the second time he lost his senses. When he regained his senses, he felt so much pain that the rice would not go down his throat. 78 to 80

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক মুখশুদ্ধি করিয়া সুস্থ হইয়া নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রবাক্য বলিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া সেই অন্ন উদরে অবস্থান সময়ে যদি মরেন সেই ব্রাহ্মণ পর জন্মে গর্দ্দভ বা উষ্ট্র হয় অথবা শূদ্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৪।৭৫

এবং ঠাকুর ইহাও বলিয়াছিলেন অভাব হইলেও শূদ্রদত্ত গোধূম চূর্ণ পিষ্টকাদি অর্থাৎ লুচি তরকারি খাইতে পারে ইহাও আপৎকল্পে কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক অনাপৎকালে কোনরূপ বাধা না থাকিলে শূদ্রদত্ত ঐসকল দ্রব্যও খাইবে না। কলিযুগে অন্নগত পাপই মহাপাপ ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের মত। অতএব শূদ্র যে অন্ন স্পর্শ করে সেই অন্ন ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য। ৭৬,৭৭

পুনর্ব্বার খাইবার জন্য কিছু পায়সান্ন হস্তে লইবামাত্র সমাধি দ্বারা তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নষ্ট হইয়াছিল। অতএব সমাধিসময়ে পায়সান্নের খবর কে রাখিবে কেবা খাইবে কারবা আবশ্যক। ৭৮।৭৯

সমাধিভঙ্গ হইলে ঠাকুর রোগযন্ত্রণায় অত্যন্ত পীড়িত হইলে সেই পায়সান্নের গলাধঃ করণ অসম্ভব হইয়াছিল। ৮০

তথাপি তত্রৈবক্রানামায়হ্বানিয়যান্ প্রভুঃ।
হস্তোত্থা স্বল্পমাসন্তদুবাচাল্বন্ত দুঃখিতঃ॥ ৮১

पुत्रा एतादृशी क्षुधा दियते हि ममोदरे ।
खेचरान्न सुसम्पूर्णां बहुस्थाल्यीं यथाधुना ॥ ८२
भोक्तुमिच्छे किन्तु मे माता महामाया महेश्वरी ।
नकिञ्चिदपि मह्यं सा भोक्तुं पुत्राय यच्छति ॥ ८३
एवमत्र सुविज्ञेयं गतावतार सन्तये ।
प्रत्येकस्य प्रियं स्वाद्यं नूतनं नूतनं भवेत् ॥ ८४
सुमिष्टान्न राजभोगः प्रियो दाशरथे रति ।
श्रीवृन्दावन चन्द्रस्य गोरसोत्पन्नमुत्तमं ॥ ८५
श्रीमन्महाप्रभोः प्रीतिर्भोगे चिपिट संज्ञके ।
किन्त्वस्माकं रामकृष्ण देवस्य प्रीतिदायकं ॥ ८६
सुखाद्यं खेचरान्नं हि भवेद् युगानुसारतः ।
कलावन्नगताः प्राणा जीवानां भवति ध्रुवं ॥ ८७
सर्वे केवलमन्नानां तृप्तिमेष्यन्ति भोजनात् ।
अतो मौद्गादि मिश्रान्नं सघृतं मिष्टसंयुतं ॥ ८८

Yet at the most earnest request of his disciples Thakur took a little of that rice and said, "My sons, I have got so strong appetite that I can devour a huge quantity of Khichuri (rice cooked with pulse) but my Mother would not allow me to take anything." Here, it may be remembered that every Incarnation of God had a relish for a special kind of food. In the Treta Yuga Ramachandra liked sweets and royal dishes. In the

Dwapar Yuga Krishnachandra liked milk-made food. In the Kali Yuga Sri Gouranga liked flattend rice. Our Ramkrishna liked rice cooked with pulse. In this Kali Yuga men live upon rice. 81 to 88

বঙ্গানুবাদ :—

তথাপি সেবকবর্গের অনুরোধে স্বল্পমাত্র গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন হে পুত্রগণ আমার ভিতরে এইরূপ ক্ষুধা আছে যাহাদ্বারা আমি হাঁড়া হাঁড়ী পায়স বা খিঁচুড়ি খাইতে পারি। ৮১।৮২

কিন্তু আমার মহামায়া মহেশ্বরী মাতা এই হতভাগ্য পুত্রকে একটুও খাইতে দিতেছেন না। ৮৩

এস্থলে এইরূপ একটি জানিবার বিষয় আছে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে সকল অবতার হইয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি নূতন নূতন প্রিয় খাদ্যদ্রব্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন ত্রেতাবতার ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রাজভোগ নামে মিষ্টান্ন অতিপ্রিয় খাদ্যবস্তু ছিল। ৮৪

দ্বাপরযুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দুগ্ধজাত দ্রব্য অতি প্রিয় খাদ্যবস্তু ছিল। এবং কলিযুগে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চিপিটকের ভোগে পরম প্রীতি ছিল। কিন্তু আমাদের যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের খেচরান্ন বা খিঁচুড়ি ভোগ অতি প্রিয় খাদ্যবস্তু কারণ যুগানুসারে অর্থাৎ এই ঘোর কলিযুগে জীব সকল অন্নগত প্রাণ বা নরনারী সকল অন্ন ভোজন করিয়াই পরিতৃপ্ত হন। ৮৫।৮৬।৮৭।৮৮

অন্ত্যলীলায়াং ৯ম অ:

अमृतास्वाद सम्पन्नं देवभोग्यं भवेत् किल ।
मत्वेवं ठाकुरेणेदं गृहीतं खेचरान्नकं ॥ ৮৯
अद्यापि तद् भक्तवर्गा रामकृष्ण महोत्सवे ।
खेचरान्नेन तद् भोगं तत् प्रीत्यै ददतेमुदा ॥ ৯০

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां श्रीभगवतो रोगवृद्धिः, राजेन्द्र दत्त नामक चिकित्सक नियोगः। तेन प्रदत्त सुकोमल वस्त्राच्छादित पादुका परिधापनं। पारमात्र ग्रहणे मृद्रभिप्सवर्जनं। खेचरान्न ग्रहणादि रूपोऽन्त्यलीलायां नवमोऽध्यायः। अ. ৯ ॥

Hence, rice cooked with pulse, ghee and sugar becomes a holy thing to be offered to gods, and Thakur liked it so much. His disciples always offer this rice to Shri Ramakrishna in all their festivals. 89 to 90

Here ends the nineth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Shri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব ব্রীহিমুদ্গ মসূরাদি মিশ্রিত তণ্ডুল নিষ্পান্ন ঘৃত মিষ্টাদি যুক্ত অন্ন অমৃততুল্য আস্বাদনীয় বা দেবভোগ্য হইয়া থাকে। বোধহয় ঠাকুর এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই তাঁহার অতিপ্রিয় খেচরান্নকেই সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তবৃন্দ মহারাজগণ সেই সময় হইতে আজ পর্যান্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-

দেবের মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রীতির বা তৃপ্তির জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া খিঁচুড়ি ভোগ দিয়া থাকেন। ৮৯।৯০

শ্রীরাযেন্দ্রসুন্দর বিরচিত শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণভাগবতে ঠাকুরের রোগবৃদ্ধি ডাঃ রাজেন্দ্র দত্তের চিকিৎসা এবং ডাঃ প্রদত্ত সুকোমল পাদুকা পরিধান পায়সান্ন গ্রহণে শূদ্রশিষ্যের অনধিকার খেচরান্ন প্রশংসাদি এই অন্ত-লীলার নবম অধ্যায়ে বর্ণিত হইল।

অথ অন্ত্যলীলায়া দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

অষ্টাধিকেঽষ্টাদশসংখ্যকে মনে
শাকে রবৌ চন্দ্র গ্রহ' গতে রবৌ।
চন্দ্রাগ্নিমানে সমযে নিশার্দ্ধে
সংহর্তুমৈচ্ছদিহলোকলীলাং ॥ ১

শ্রীরামকৃষ্ণোগদ পীড্যমানঃ
সমাধিনিষ্ঠঃ সহ শিষ্যবর্গৈঃ।
কাশীপুরীদ্যান গৃহে পবিত্রে
চকার বাস' কতিচিদ্দিনানি।। ২

যস্যা পার্শ্বে শ্রীনরেন্দ্র স্বকীয়াং
সেবাং কুর্ব্ব' স্তম্ভস্তো মহাত্মা।
এব' গুরৌশ্চিন্তয়ামাস নানা
কোঽয়ং জনো মানব রূপধারী ॥ ৩

In the Saka year 1808 and Bengali year 1293 on the 31st day of the month of *Sravana* on Sunday, Thakur desired to pass away from this mortal world at midnight. Thakur lived for some time at the *Rest House* in Cossipore with his

disciples during the period of his illness. Narendra nath seated by the side of Thakur's bed was deeply thinking abcut Thakur's divine self. 1 to 3

বঙ্গানুবাদ :—

১৮০৮ শকাব্দার বাংলা সন ১২৯৩ সালে ৩১শে শ্রাবণ রবিবারে সংক্রান্তির দিনে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরে ঠাকুর নরলীলা সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ১ রোগপীড়িত সমাধিযুক্ত ঠাকুর শিষ্যসকলের সহিত কাশীপুরের পবিত্র বাগানবাটীতে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। শয্যার পার্শ্বে মহাত্মা নরেন্দ্র তন্ময় হইয়া ঠাকুরের পদসম্বাহনাদি করিতে করিতে এই মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহকারী কে। ঠাকুরের সম্বন্ধে এইরূপভাবে নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছিলেন। ৩

यं योगिनो नित्यमनन्य चेताः
स्तुवन्ति नित्यं परमात्मभूतं।
नित्यं विमुक्तं किल शुद्धबुद्धं
सर्वेश्वरत्वं परमं पदश्च ॥ ४
किमेष साक्षाद्भगवान परेशो
जीवान् समुद्धर्त्तुमिहावतीर्णः।
स्वलोकतयामय पीड्यमानः
शेतेऽत्र किं प्राकृतवद् गुरुर्म्मे ॥ ५
किम्वा मदीयोऽवत बुद्धि मोहो
गिरीश गङ्गाधर राम दत्तैः।
उपासितत्वात् परमेश बुद्ध्या
जानामि चेमं भगवन्तमाद्यं ॥ ६

ক্রো বা পরঃ সংশয় নাশকারো ভবেন্মামাত্মন্ত নিমূঢ়বুদ্ধেঃ।
যদ্যত্র দেবো দয়য়া নিজোক্ত্যা ছিন্দ্যাত্ততো যাস্যতি দুষ্টমোহঃ ॥ ৩

"Is he the incarnation of God who came to this mortal world to bring salvation to mankind? If so, how is it that he is lying here like a mortal man afflicted with painful disease. Girish, Gangadhar, Rama Dutta and others worship him as God and so I know him as such. But my doubt in this respect can only be removed by Thakur himself if he so likes. 8 to 9

বঙ্গানুবাদ :—

যোগিগণ যাঁহাকে প্রতিদিন অনন্যমনে বহুপ্রকার বেদবাক্য দ্বারা স্তব করেন। এবং যাঁহাকে নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত বরণীয় বিষ্ণুর পরমপদ পণ্ডিতগণ বলে। ৪

ইনি কি সাক্ষাৎ ভগবান পরমেশ্বর? জীবসকলকে উদ্ধার করিবার জন্যই নিজধাম বৈকুণ্ঠাদি হইতে এই মর্ত্যলোকে আসিয়া সাধারণ মানুষের মত রোগপীড়িত হইয়া আমার পরম গুরু শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। ৫

অথবা আমার বুদ্ধির দোষ বশতঃই এইরূপ ভাবিতেছি। যেহেতু ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য গিরীশ গঙ্গাধর রাম দত্ত প্রভৃতি ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া উপাসনা করেন তজ্জন্য আমিও ইহাঁকে ভগবান্ বলিয়া জানি। ৬

অতএব ঠাকুর যদি কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং আমার এই সন্দেহ মোচন করেন তবেই আমার এই অজ্ঞান দূরীভূত হয়। ৭

অন্ত্যলীলায়াং ১০ম অঃ

এবং নরেন্দ্রান্তর ভাবজাতং
বিজ্ঞায় দেবঃ সহসা সুনেত্রে ।
উন্মীল্য দৃষ্ট্যা সমুবাচ সদ্যো
নরেন্দ্র নাথং পরমং স্বপ্রিয়ং ॥ ৮
নাদ্যাপি জাতা ময়ি তে গভীরা
পূর্ণাবতারে শুদ্ধবোধরূপে ।
বিশ্বাস বীর্যেন মদীয় প্রেষ্ঠে
প্রবেশকালে মম নিত্যধাম্নি ॥ ৯
সন্দিগ্ধভাবো মম ভাষণং প্রতি
নিতান্ত মাকাঙ্ক্ষসি সাম্প্রতং ত্বং ।
মত্তঃ শৃণুষ্বাবহিতঃ প্রিয়োঽসি
যথা গতি র্যেন যতোঽত্র জন্ম ॥ ১০
ত্রেতাযুগে শ্রীহরি রামচন্দ্রো
রক্ষকুলধ্বংসসুকৃত্য হেতোঃ ।
সৌর্যেকুলে দাশরথিঃ স্বয়ং যো
জাতঃ পৃথিব্যামহ মেব নান্য ॥ ১১

Thakur understood the mind of Narendra nath and said, "It really pains me to see that even now when I am about to leave this world you are not convinced about my divinity. However, your curiosity is good for the world. Listen to me as I say about who I am and why I am here. I am that Ramachandra who appeared as the son of King Dasharath in the Treta yuga to kill Rakshasas. 8 to 11

বঙ্গানুবাদ :—

নরেন্দ্রের এইরূপ অন্তরের অবস্থা অবগত হইয়া ঠাকুর হঠাৎ চক্ষু উন্মিলন করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ স্বশিষ্য নরেন্দ্র নাথকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন ওহে নরেন্দ্র পূর্ণাবতার জ্ঞানানন্দস্বরূপ আমাতে তোমার বিশেষ ভাবে বিশ্বাসবুদ্ধি জন্মিল না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। যেহেতু আমার দেহাবসানে নিত্যধামে প্রবেশের সময় তোমার এইরূপ সন্দেহ হইল। ৯

অতএব তোমার এইরূপ আগ্রহ ইহা জগতের মঙ্গলের জন্যই। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় আমি যে জন্য যে স্থান হইতে এখানে আসিয়াছি এবং যে জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি তুমি আমার নিকটে সাবধানে শ্রবণ কর। ১০

ত্রেতাযুগে রাক্ষসকুল বধরূপ সুমহৎ কার্য্যের জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সূর্য্য বংশে দশরথের পুত্ররূপে যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই রাম আমিই। ১১

अतःपरं द्वापर एव कृष्णो
माधुर्य्य लीला परिपूर्त्ति हेतोः।
जातो भुवोभार जिहीर्षया य
स्तमेव मां विद्धि विशुद्ध सत्त्वं ॥ १२
श्रीरामकृष्ण द्वय मेव तत्त्व
मेकी भवन् वै जगतो हितार्थे।
कलौ महो देवकुले विशुद्धे
जातोऽस्मि सन्देहलवोऽत्र नास्ति ॥ १३
एवं नरेन्द्रं प्रतिभाषमानो
देवादिदेवो भगवां स्तदैव।

अन्त्यलीलायां १०म अः

श्रीरामकृष्णैकतनु विधृत्य
स्वतत्त्वमध्ये समदर्शयत्त ॥ १४
रामं धनुर्व्वानधरं द्विहस्तं
कृष्णं तथा वेनुकरं सुखाये ।
स्व सव्यहस्तं विनिवेश्य कुक्षौ
तथान्यहस्तः सुरवर्त्मगामी॥ १५

"I am also the same Krishna chandra who appeared in the Dwapara yuga to remove the burden of sins on the earth. Hence, Ram chandra and Krishna chandra are jointly manifested in me." So saying, Thakur showed Narendranath his Divine self having three heads and six hands with bow and arrow of Ram chandra and the flute of Krishna chandra. 12 to 15

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে দ্বাপর যুগে প্রেম লীলার পরিপূরণার্থে এবং পৃথিবীর পাপ ভার দূরীকরণ জন্য যে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং যদু বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন আমাকে সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ রূপে জানিবে। ১২

এই কলিকালে সেই শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই দুইটি তত্ত্ব অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য রসের একত্র সমাবেশ রূপ মিশ্রিত হইয়া অতি বিশুদ্ধ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ১৩

এই সকল তত্ত্ব কথা নরেন্দ্রনাথকে বলিতে বলিতে সেই সময়ে রাম ও কৃষ্ণের একত্তারূপ দেহ ধারণ করিয়া দেবাদিদেব ভগবান্ নিজের বিছানায় মধ্যেই সেই নরেন্দ্রকে ষড়ভুজ যুক্ত বিরাট রামকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। ১৪

অর্থাৎ ধনুর্ব্বানধারী দ্বিভুজ শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং গদাধরের বাম হস্ত কুক্ষিদেশে বিনিবেশিত এবং দক্ষিণহস্তটি শূন্য বা আকাশদর্শীরূপে ষড়ভুজ ও ত্রিমস্তক নিজ বিগ্রহ স্বরূপটিকে কৃপা পূর্ব্বক শ্রীমান নরেন্দ্রকে দেখাইয়াছিলেন। ১৫

एवं तथा षड्भुज विग्रहं स
रूपं स्वयं स्वं कृपया व्यदर्शयत् ।
यद् योगिभिर्योगबलैर्न दृष्टं
कृपैव तद्दर्शनलाभहेतुः ॥ १६
दृष्ट्वा तदाद्यं पुरुषं पुराणं
तत् पादमूले पतितो विसंज्ञः ।
तन्मस्तकेऽनुग्रहदत्त हस्तो
ज्ञानं ददावात्मसमं स तस्मै ॥ १७
तदोत्थितः स प्रतिबुद्ध मूर्त्तिः
सहाम्नुभि जानुयुगं निधाय ।
भूमौ तदास्ये विनिवेश्य दृष्टिं
कृताञ्जलि स्तं पुरुषं समीडे ॥ १८
क्वाहं महामूर्खतमो दुरात्मा
शिक्षापि दीक्षा न च मे कथञ्चित् ।
सत्कर्म्म सद्भाव सपुण्य लभ्ये
त्वत् पादपद्मे न रति र्ममास्ति ॥ १९

The six-handed appearance of the Divine Being which even the yogis cannot see was seen by Narendranath by the grace of Sri Ramkrishna. Narendra fell unconscious at the feet of Thakur who bestowed divine wisdom upon him by placing his hand on his head. On getting back his senses, he lamented saying, "What a fool I was that I did not dedicate my soul to you.

16 to 19

বঙ্গানুবাদ :—

যে রূপটি যোগিগণও যোগবলে দেখিতে পান না একমাত্র কৃপাই তাঁর বিশুদ্ধ মূর্ত্তির প্রকাশক। ১৬

সেই সর্ব্বাবতারের মূল স্বরূপ পুরাণ পুরুষ ভগবানের বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া নরেন্দ্র ভগবানের পদতলে পতিত হইয়া জ্ঞান শূন্য হইলে ঠাকুর কৃপা পূর্ব্বক নরেন্দ্রের মস্তকে করপদ্ম প্রদান পূর্ব্বক নরেন্দ্রকে নিজের বিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবৎশক্তি অর্পণ করিয়াছিলেন। ১৭

এখন ঠাকুরের কৃপায় সর্ব্বজ্ঞ নরেন্দ্র উত্থিত হইয়া দুইটি জানু ভূমিতে সংলগ্ন পূর্ব্বক ভগবানের মুখারবিন্দে দৃষ্টি রাখিয়া অশ্রুজলে বক্ষ: ভাসাইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। ১৮

আমি অত্যন্ত মহামূর্খ দুর্ব্বুদ্ধি বিশিষ্ট আমার শিক্ষা বা দীক্ষা কিছুমাত্র নাই। সৎকর্ম্ম সদ্ভাব ও উত্তম পুরুষদ্বারা প্রাপ্য আপনার পাদপদ্মে আমার মতি নাই। ১৯

অন্ত্যলীলায়াং ১০ম অঃ

ইত্থং সুদুষ্টাশয় দুষ্টজীবে
তবানুকম্পা বিমলা বিশিষ্টা।
ন শোভতে দেব যথা ভুজঙ্গে
দত্তং পয়স্তৎ গরলং বভুব্যাৎ ॥ ২০
জ্ঞাত্বা ন তে রূপমরূপমাদ্যং
সদা সদানন্দময়ং বরেণ্যং।
অনন্ত কল্যাণ গুণাত্মকস্য
মন্যে পুরা প্রাকৃত বিগ্রহং স্বং ॥ ২১
নমঃ পুরস্তাৎ পুরমঙ্গলায়
পৃষ্ঠে নমস্তে প্রকৃতের্বধায়।
পার্শ্বে নমস্তে পরিপন্থিনো মে
নাশায় পাদে পদভুক্তি হেতুঃ ॥ ২২
সংসার সাগর ভয়ঙ্কর কালচক্র
মধ্যে সদা পতিত খণ্ডিত বিগ্রহস্য।
দীনস্য দেব কৃপয়া পদমাগতস্য
শ্রীরামকৃষ্ণ মম দেহি পদাবলম্বং ॥ ২৩

I am so wicked that I do not deserve your grace just as good nourishment given to a snake only begets poison. As I did not know your real divine self, I took you to be but a mortal man like us. I bow down to you on the east for the well-being of my body. I bow down to you on the back for purification of my mind. I bow

down to you on your sides to overcome my enemies. I bow down at your feet to get rid of honour and dignity. The terrible wheel of time causes all miseries and sorrow. Be pleased to give me shelter at your feet. 20 to 23

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ অত্যন্ত দুষ্ট চিত্ত দুষ্ট ব্যক্তি আমাতে আপনার বিশেষ ভাবে বিশুদ্ধ দয়া শোভা পায় না। হে দেব যেরূপ সর্পকে দুগ্ধ ভোজন করাইলে সেই দুগ্ধ কাল কূটের গরলই বৃদ্ধি করে। সেইরূপ অনধিকারী আমাকে আপনার স্বরূপটি দেখাইয়া ভুল করিতেছেন। ২০

আপনার এই আদিভূত সর্ব্ব ফলের মূল স্বরূপ অসংখ্য মঙ্গলময় গুণের আধার সর্ব্বদা সদানন্দময় প্রাকৃত রূপ বিহীন বরণীয় এবম্বিধ স্বরূপ অবগত না হইয়াই আমি পূর্ব্বে আপনাকে প্রাকৃত বিগ্রহ বলিয়া মনে করিয়াছি। ২১

আমার দেহের মঙ্গলার্থে আপনার পূর্ব্বদিকে নমস্কার করি। দুষ্ট স্বভাব নাশের জন্য আপনার পৃষ্ঠদেশে নমস্কার করি। শত্রুগণের নাশার্থে আপনার পার্শ্বদেশে নমস্কার করি। এবং আমার পদমর্য্যাদার মুক্তির জন্য আপনার চরণ কমলে নমস্কার করি। ২২

হে দেব সংসার সাগররূপ ভয়ঙ্কর কালচক্রে পড়িয়া সর্ব্বদা দেহ সকল খণ্ড খণ্ড রূপে অত্যন্ত দুঃখ গ্রস্ত এবং বিপদে পতিত আমার সম্বন্ধে আপনি পাদপদ্মদানে রক্ষা করুন। ২৩

अन्त्यलीलायां १०म अः

संसार वृक्षमतुलं बहुकर्मबीजं
काण्ड प्रकाण्डमति भीषण लान्मयञ्च ।
आरुह्य दुःखफलदं पततं कृपाब्धो
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २४

संसार कूप पतनोद्रुरुदुःख मूला
दुस्तारणी तव कृपैव गुणस्वरूपा ।
ज्ञात्वापि सा न विधृता कलुष प्रसङ्गात्
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २५

संसार दुःख दहनातुर मूर्च्छितस्य
त्वत् पादसिन्धु सलिलामृत लोलुपस्य ।
दुर्द्दैवमोहग्रमहो कलि कातरस्य
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २६

कैवर्त्तजाल पतितार्त्त झषोपमस्य
संसार जाल पतितस्य तथा दयाब्धो ।
जालं कृपास्त्र निकरेण कुरुष्व कृत्तं
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २७

"Save me from that great tree of the world whose seeds are our doings and whose fruits are our sorrows. Save me who am incapable of availing myself of your grace which is the only rope to drag me out of the deep well of this sorrowful world. Be kind to give a little grace from your ocean of kindness to relieve me of the

fire of this world. Be kind to make me free from the terrible net of this world by the knife of your grace. 24 to 27

বঙ্গানুবাদ :—

অতি ভয়ঙ্কর অনন্ত কামনা যে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা অনন্ত কর্ম্মই যাহার বীজ স্বরূপ ও দুঃখ সকলই যাহার ফল সেই অসীম সংসার বৃক্ষ আরোহনে হতচৈতন্য আমাকে আপনার পাদপদ্ম রূপ কল্প বৃক্ষের ছায়াদানে কৃতার্থ করুন। ২৪

প্রাণান্ত দুঃখের মূল স্বরূপ সংসারকূপে নিমজ্জিত বশতঃ সেই কূপ হইতে উদ্ধার বিষয়ে আপনার কৃপাই রজ্জু স্থানীয় ইহা জানিয়াও পাপ প্রসঙ্গ বশতঃ সেই কৃপা রজ্জু ধারণে সম্পূর্ণ অসমর্থ আমাকে আপনার পাদপদ্মদানে কৃতার্থ করুন। ২৫

বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে আমার এমন দুর্দ্দৈব যে সংসার দুঃখাগ্নি দ্বারা পীড়িত ও মুর্চ্ছিত আপনার পাদপদ্ম রূপ অমৃত সমুদ্রের জল প্রার্থী কলিদোষে দূষিত আমাকে হে রামকৃষ্ণ ঃ আপনি পাদপদ্মের ছায়াদানে উদ্ধার করুন। ২৬

মৎস্যজীবী ধীবরের জালমধ্যে পতিত অতএব মরণান্ত দুঃখে পীড়িত মৎস্য সদৃশ সংসার জালে পতিত আমার সংসার জাল আপনার কৃপা অস্ত্র দিয়া অদ্যই ছেদন করুন হে দয়ালো রামকৃষ্ণ অভয় পাদপদ্ম দানে আমাকে চরিতার্থ করুন। ২৭

নান্যদ্ভূতমহং মন্যে নবৈদং কৃপদর্শনং।
আয়র্য্যানাং বহুনাং হি নিধিঃ পরমকো ভবান্ ॥ ২৮

धन्योऽतिधन्योऽद्य सुधन्य जन्म
कृत्यं सुकृत्यं कृतकृत्यतास्मि ।
दृष्टं सुदृष्टं भवतः स्वरूपं
तथाधुना दर्शय पूर्व्वरूपं ॥ २८

श्रीरामकृष्णं शिरसा नमामि
श्रीरामकृष्णं वचसा गृणामि ।
श्रीरामकृष्णं मनसा स्मरामि
श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये ॥ ३०

एवं नरेन्द्रं प्रति रामकृष्ण
स्संदर्शयित्वा स्वकमेव रूपं ।
मायामयः पश्यत एव तस्य
सद्यः स्वतल्पोपरि संशया नः ॥ ३१

"This six handed appearance of yours is no wonder to me as you are the root cause of all wonders. I now feel myself blessed by your grace. Be pleased to show again your human shape. I bow down my head to Sri Ramakrishna. I utter the name of Sri Ramakrishna by my mouth. I remember him in my mind. I beg his grace." Thus showing his divine self to Narendra, Thakur lay down in his bed in his human shape. 28 to 31

বঙ্গানুবাদ :—

আপনার এইরূপ ষড়ভুজ বিগ্রহের সন্দর্শন আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য মনে করি নাই কারণ একমাত্র আপনিই বহুবিধ আশ্চর্য্যের আশ্রয় স্থানীয় ॥ ২৮

আজ আমি ধন্য বা অতি ধন্য হইলাম আমার জন্মও সুধন্য হইল। আমি যে সকল পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছি তাহার ফল সম্পূর্ণরূপে পাইলাম আপনার ভগবৎ স্বরূপ দেখিলাম বা ভালভাবে দেখিলাম। সম্প্রতি আমাকে আপনার পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ মনুষ্যোচিত রূপটি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখান। ২৯

আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। শ্রীরামকৃষ্ণনাম অনবরত উচ্চারণ করি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মনে মনে স্মরণ করি এইরূপে আমি শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের স্মরণ লইলাম। ৩০

এইরূপ নিজের স্বরূপটি নরেন্দ্রকে দেখাইয়া মায়াময় ঠাকুর তৎক্ষণাৎ দেখিতে দেখিতে নিজ বিছানায় পূর্ব্ববৎ শয়ন করিয়াছিলেন। ৩১

उवाच ठक्कुरेण तदा नरेन्द्रं
भोज्यं सुदेयं किल देहि मह्यं ।
सन्त्यत्र किं मे प्रिय भक्तवर्गा
स्तान् दर्शयत्वं त्वरितं सुपुत्र ॥ ३२
स्वल्पेदं श्रीगुरोर्वाक्य जातं
तत्तत् कार्य्यं साधयित्वा सुखेन ।
चाधीतस्य स्वां समावेश्य दृष्टिं
यस्मीतः संध्यमुत्सन् महीयान् ॥ ३३

अन्त्यलीलायां ८म अः

ततः स तं सर्व्वं विजल्प सुन्नं
दृष्ट्वा तदासौ दयितं नरेन्द्रं ।
अन्ते जनानां स्मरणीय मेकं
जगाद मामेति सकातरं सः ॥ ३४
यस्यां जनः प्राणवियोग काले
क्षणं समाविश्य मनो विशुद्धं ।
निर्हृत्य कर्म्मागयमाशु याति
परां गतिं ब्रह्ममयोऽर्कवर्णः ॥ ३५

Then Thakur said to Narendra, "Bring me something to eat and call for my disciples." It was all done as he desired. Narendra sat with his tearful eyes rivetted upon him. After casting his eyes upon all of them, Thakur uttered, "Mother", "Mother", with great eagerness. If a man can remember Mother for a moment at the time of death, he is sure to attain salvation.

32 to 35

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই সময়ে নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন বাবা নরেন আমাকে কিছু খাবার দাও। হে সুপুত্র। এখানে আমার প্রাণতুল্য ভক্ত সকল আছে কি, যদি থাকে তবে তুমি আমাকে শীঘ্র দেখাও। ৩২

ভগবান শ্রীগুরু রামকৃষ্ণদেবের সেই সকল কথা শুনিয়া এবং নির্বিঘ্নে সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভগবানের মুখারবিন্দে দৃষ্টি রাখিয়া অতি বড় মহান্ নরেন্দ্র অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ৩৩

অন্ত্যলীলায়াং ১০ম অঃ

তৎপরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্ব্ব সন্দেহ মুক্ত অতি প্রিয় নরেন্দ্রকে দেখিয়া জীবনান্তকালে জীব সকলের একমাত্র স্মরণীয় মা মা এই বিশুদ্ধ মাতৃনাম অতি কাতর বাক্যে বলিয়াছিলেন। ৩৪

মানবগণ জীবনান্তকালে যে মাতৃ মূর্ত্তিতে ক্ষণকালের জন্য বিশুদ্ধ মনোনিবেশ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া জ্যোতিঃ স্বরূপ রূপে উত্তমগতি লাভ করেন। ৩৫

काली काली कालिकेति त्रिवारं
जल्पन् देवः सुस्वकण्ठं सुखं सः ।
निःशब्दस्तद्दे हम कंकम्पयित्वा
ध्यायन् पश्यन् श्वासशून्यो बभूव ॥ ३६

ततो महात्मा जगदेक नाथो
नरेन्द्रनाथोऽप्यमरेन्द्रतुल्यः ।
सुविस्मित स्तस्य ददर्श रूपं
विशाल नेत्रस्य विशाल नेत्रः ॥ ३७

तदा वसुस्तत्र सुगन्ध वाता
दिशश्च सर्वा विमला बभूवुः ।
समागता देव मृदङ्गनादा
जाता सुवृष्टिः कुसुमावलीनां ॥ ३৮

देहाद्धि निष्क्रम्य गुरो स्तदानीं
गुप्ताभ्रतः पूर्णशशि प्रभावत् ।
तज्ज्योतिषां ज्योतिरखण्ड रूपं
यं वेदमुख्यं प्रणव स्वरूपं ॥ ३९

Thakur uttered in a very clear and loud voice the name of the Goddess, "Kali", three times, and breathed his last with his eyes looking at his disciples. Narendra saw in great amazement the divine soul of Shri Ramakrishna. At that time sweet and fragrant wind began to blow, all directions became clear, divine music was heard and the sky showered holy flowers. The soul of Shri Ramakrishna, as it came out of his body, shone like the full moon in the clear sky.

36 to 39

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব অত্যুচ্চ কণ্ঠে আনন্দের সহিত কালী কালী কালী এই নাম তিনবার বলিয়া শয়ন গৃহ কম্পিত করাইয়া আর কিছু না বলিয়া শিষ্য বর্গকে দেখিতে দেখিতে গত শ্বাস হইয়াছিলেন। ৩৬

সেই সময় জগতের একমাত্র সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক অমরেন্দ্র তুল্য বিশাল নেত্র মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সুবিশাল নেত্র ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্ত্তিটি দেখিয়াছিলেন। ৩৭

সেই সময় সেই স্থানে সুগন্ধ বায়ু বহন করিয়াছিল। দশদিক নির্ম্মল হইয়াছিল। দেব দুন্দুভি বাজিয়াছিল এবং স্বর্গীয় পুষ্প বৃষ্টি হইয়াছিল। ৩৮

সেই সময় নির্ম্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র প্রকাশের তুল্য সর্ব্বজ্যোতিঃ শ্রেষ্ঠ এবং রূপ বেদের মুখ্য প্রণব স্বরূপ গুরুরূপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহ হইতে বহির্গত হইয়া। ৩৯

তদন্তরে তস্য মহাবিভূতেঃ
শ্রীরামকৃষ্ণাখ্য গদাধরস্য।
দদর্শ রূপং পরম স্বরূপং
বিষ্ণোঃ পদন্তদ্ধ্রুবমক্ষরং যৎ ॥ ৪০
হংসং বিমানং শশি কোটিকান্তি
মারুহ্য সৌম্যং সুরবর্ত্ম মধ্যে।
গচ্ছন্তমেবং নিজধাম দেবং
বিলীয়মানং ক্রমশো দদর্শ ॥ ৪১
স্বরূপশক্তিং কিল যাং তদীয়াং
বিরাজিতাং বিশ্ব জন প্রসূতিং
তদীয় লীলা পরিপূর্ত্তি দাত্রী
মলক্ষিত স্তাং সমবাপ দেবঃ ॥ ৪২
তাং সারদাং সারবিধেয় দায়িনীং
যচ্ছক্তিমাশ্রিত্যজনাঃ সুযোগিনঃ
কুর্বন্তি কার্য্যং মুনি মানবাদয়ঃ ॥ ৪৩

Narendranath saw that divinely briliant soul of Shri Ramakrishna, gradually going up to the Heaven and fading out of sight. It was also beyond the comprehension of anybody that the soul of Shri Ramakrishna attained consumation with the soul of Sarada devi who embodied the eternal power of the Goddess on the Earth. Thakur left her behind for the good of pious souls 11 to 43

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই প্রণবের মধ্যে মহাবিভূতিময় রামকৃষ্ণ গদাধরের যথার্থ স্বরূপ অপ্রাকৃত রূপ নরেন্দ্র দেখিয়াছিলেন যাঁহাকে জ্ঞানীগণ বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া নিশ্চিতরূপে অবগত আছেন। ৪০

কোটি চন্দ্র প্রতীকাশ সেই হংস বিমানে আরোহণ করিয়া অপূর্ব্ব সৌম্যমূর্ত্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব শূন্যমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক নিজ ধামে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদিলোকে যাইতেছেন এইরূপে ক্রমশঃ দৃষ্টির অগোচর হইলেন এইটিও দেখিয়াছিলেন। ৪১

কিন্তু এই মর্ত্যধামে সেই ভগবান রামকৃষ্ণের লীলা সম্পূর্ণকারিণী বিশ্ব জননী হ্লাদিনী শক্তি যিনি বিদ্যমানা আছেন তিনি তাঁহার সেই শক্তিরূপিণী সারদাদেবীকে অন্যের অলক্ষিত ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪২

যে দেবীর কণামাত্র শক্তি আশ্রয় করিয়া পরম যোগীগণ অথবা মুনিমানবাদি সকলেই স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন অর্থাৎ এই কলিযুগে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলদাত্রী মহিয়সী বা সর্ব্ব মহিমান্বিতা সারদাকে ইহ জগতে রাখিয়া গমন করিয়াছিলেন। ৪৩

> প্রভুণা শ্রীনরেন্দ্রস্য যদলৌকিক কল্পনং।
> ভূমং বা স্ব স্বরূপং যদ্যং যামাহ ঠাকুরঃ ॥ ৪৪
> নরেন্দ্রে নৈব বিশ্বাসং নান্য ভক্তৈঃ কথঞ্চন।
> তদা মহানিশাকালাৎ সার্দ্ধৈক ঘটিকাদ্বয়ং ॥ ৪৫
> মোহিতা স্তত্র যে ভক্তা ভগবদিচ্ছয়া ভবন্।
> গতে হি ঘটিকাকালে ভক্তাস্তে প্রাপ্তচেতনাঃ ॥ ৪৬

अन्त्यलीलायां ८म अः

एकीभूय समाधिस्थं प्रभुं मत्वा विचक्षणाः ।
ॐ हरिरिति शब्दस्य समाधेर्भङ्ग हेतवे ॥ ४७
उच्चारयन्ति ते सुच्चैः समाधेर्भञ्जनेऽसति ।
दिव्यतनोःशेष पूजां मत्वोद्यानि प्रविश्यते ॥ ४८
नानाविधानि पुष्पाणि दिव्यानि विपुलानि च ।
ब्राह्मे मुहूर्ते संगृह्य पादपूजां विधायते ॥ ४९
गन्धपुष्पादिभिर्भव्यां शय्यामपि विभूषितां ।
कृत्वा यदा गले माल्य दानार्थं स्वय मानसाः ॥ ५०

The words which Thakur uttered and the divine appearance with six hands which he showed, were known only by Narendranath and none else. During the period from 12 o'clock to 2 A.M. in the night all living things were fast asleep. After 2 A.M. all of his disciples awoke. At first they thought that Thakur might have been in a temporary unconscious state of mind and accordingly they tried for some time to bring him back to life and consciousness by shouting holy names, but in vain. So they brought flowers and worshipped the feet of Shri Ramakrishna for the last time. 44 to 50

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ঠাকুরের সহিত নরেণের যে সকল অলৌকিক কথাবার্তা বা স্তব স্তুতি হইয়াছিল এবং ঠাকুর ষড়্ভুজ মূর্ত্তি নিজ স্বরূপটি যাহা দেখাইয়াছিলেন তাহা কেবলমাত্র নরেন্দ্রনাথই দেখিয়াছিলেন। ৪৪

তা ছাড়া অন্য কোন ভক্তই কিছু মাত্র জানিয়াছিলেন না। সেই সময় রাত্রি ১২টার পর রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের ইচ্ছায় পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলেই গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিল। এবং রাত্রি ২টার পর প্রায় সকল ভক্তই জাগরিত হইয়াছিলেন। ৪৫।৪৬

তৎপরে সেই সকল ভক্ত প্রভুর নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা মনে করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া ওঁ হরি এই শব্দটি বহুক্ষণ উচ্চারণ করিলেও সমাধি ভঙ্গ না হওয়ায় ঠাকুরের দিব্য দেহের শেষ পূজা কর্ত্তব্য এইরূপ মনে করিয়া পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ পূর্ব্বক। ৪৭।৪৮

নানাবিধ সর্ব্বোত্তম প্রচুর পুষ্প সংগ্রহ করিয়া সেই সকল ভক্ত ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ ভোরের সময় ভগবানের পাদ পূজার অবসানে।

৪৯

অত্যুত্তম সুগন্ধ পুষ্পাদি দিয়া ঠাকুরের শয্যাকেও পুষ্প বিভূষিত করতঃ ঠাকুরের গলদেশে মাল্য দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ৫০

স্বদেহমাত্রং সমুত্তাপং বিজ্ঞায় বিগ্রহস্য চ ।
তথা তদঙ্গালোকেন গৃহমালোকিতঞ্চ তং ॥ ৫১
দৃষ্ট্বা সমাধ্যবস্থান্তং মন্যমানাঃ সুনিশ্চিতম্ ।
প্রভোঃ পুনর্বাহ্যভাবো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫২
এবমাশান্বিতাঃ সর্ব্বে ভক্তাস্তেঽত্র ভবন্ যদা ।
তস্মিন্নেব প্রত্যূষসি মহেন্দ্রলাল নামকঃ ॥ ৫৩
ভিষক্তমঃ সমায়াতঃ শ্রীপ্রভোর্দর্শনেচ্ছয়া ।
আনন্দপূর্ণ বদনং রোমাঞ্চিত কলেবরং ৫৪
তদঙ্গ জ্যোতিষাপূর্ণং গৃহং দৃষ্ট্বাতিবিস্মিতঃ ।
উবাচ দিব্যাবস্থায়া ছায়াঃ প্রতিকৃতেঃ প্রভোঃ ॥ ৫৫

अन्त्यलीलायां १०म यः

उत्तोलनं साधु मन्ये पूजादर्शन हेतवे ।
यतोऽहं कलिकाताख्य गेहं गत्वाधुनैव हि ॥ ५६
सम्पादयामि तत् कृत्यमित्युक्त्वा ययौ द्रुतं ।
यत्रान्तरे श्रीनेपालराज प्रतिनिधिर्महान् ॥ ५७

When they were eager to place ■ garland round the neck of Thakur, they felt the divine glow and warmth of the body of Thakur. They again thought that Thakur was temporarily in a swoon. At day-break Doctor Mahendra Lal Sarkar came there, and found Thakur in his death bed. He hurried back to his house to make arrangements to have a photo of Thakur. *51 to 57*

বঙ্গানুবাদ :—

স্পর্শমাত্রেই ঠাকুরের দেহের উত্তাপ অনুভব এবং দেহ জ্যোতিদ্বারা গৃহ আলোকিত দেখিয়া ঠাকুর নিশ্চয় সমাধিস্থ এইরূপ ভাবিয়া এবং কিছুক্ষণ পরে নিশ্চয় বাহ্য জ্ঞান হইবে এইভাবে আশান্বিত হইয়াছিলেন। ৫১।৫২

এবং সেই উষাকালে ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার প্রভুর দর্শনের জন্য সেই স্থানে আসিয়া ঠাকুরের হাস্যযুক্ত মুখারবিন্দ রোমাঞ্চিত দেহ এবং অঙ্গ কান্তিতে গৃহ পরিপূর্ণ দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ৫৩ ৫৪

ঠাকুরের এই দিব্যাবস্থার ছবি (ফটো) উত্তোলন আমি ভাল

বলিয়া মনে করি। কারণ মূর্ত্তি না থাকিলে পূজা ও দর্শনাদির অসুবিধা হয়। ৫৫

অতএব আমি গৃহে গমন করিয়া শীঘ্রই ইহার ব্যবস্থা করিতেছি। এই বলিয়া ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার গৃহে গমন করিয়াছিলেন। ৫৬

এই সময়ে নেপালের রাজ মন্ত্রী বিশ্বনাথ উপাধ্যায় প্রভুর দর্শনার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন ঠাকুর উপাধ্যায় মহাশয়কে ক্যাপ্টেন বলিয়া বলিতেন। ৫৭।৫৮

> उपाध्यायो विश्वनाथ आगतः प्रभु सन्निधौ ।
> क्याप्टेन इति नाम्ना य मवदत् ठाकुरः स्वयं ॥ ५८
> यश्च नारायणं मत्वा ठाकुरं भक्तिपूर्व्वकं ।
> पूजयामास सोऽप्यस्य दिव्यरूप प्रदर्शनात् ॥ ५९
> ठाकुरस्य सम्मोहित उपाधेयं वच स्तदा ।
> महासमाधि मग्नोऽभूदस्य योगीश्वरेश्वरः ॥ ६०
> पश्चादस्यामवस्थायां विचिरस्ति महत्तरः ।
> योगशास्त्रे महाभागाः शृणुध्वं सुविशेषतः ॥ ६१
> ये चात्र ब्राह्मणात्मानः शिष्याः सन्ति प्रभोः प्रियाः ।
> सर्व्वैं स्तैः श्रीभगवतो ग्रीवायामपि वक्षसि ॥ ६२
> मध्याङ्गेन गुल्फयो श्च मर्द्दितेषु कियत्क्षणं ।
> समाधिभङ्ग सम्भव स्यामास्तीति मतं मम ॥ ६३
> भवद्भिरधुनैवास्यानुष्ठानं क्रियतां तथा ।
> तस्याश्वासितवाक्यन्तच्छ्रुत्वा तत्क्षणमेव हि ॥ ६४

In the mean time the Minister to the *King of* Nepal appeared on the spot. His name was

Biswanath Upadhyaya and he was called Captain by Thakur. He was much devoted to Thakur. He thought that Thakur was in his Samadhi, a temporary state of unconsciousness. He advised massage on the breast and heels with ghee by the bramhin disciples. 58 to 64

বঙ্গানুবাদ :—

উপাধ্যায় মহাশয়ও ঠাকুরকে স্বয়ং ভগবান মনে করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিতেন। ইনি আজ ঠাকুরের দিব্য মুর্ত্তি দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন। আজ ভগবান যোগীশ্বর সমাধিমগ্ন হইয়াছেন এমতাবস্থায় একটি করণীয় বিষয় আছে হে মহাভাগ ভক্তবৃন্দ যোগশাস্ত্রে যাহা বলিয়াছেন আপনারা বিশেষ ভাবে তাহা শ্রবণ করুন। ৫৯।৬০।৬১

এই স্থানে ঠাকুরের অত্যন্ত প্রিয় যে সকল ব্রাহ্মণ শিষ্য আছেন। তাঁহারা ভগবানের স্কন্ধ বক্ষঃ ও গুলফ অর্থাৎ গোড়ালিতে গব্য ঘৃত দিয়া কিয়ৎক্ষণ মর্দ্দন করিলে সমাধি ভঙ্গের আশা আছে। আমার এইরূপ মত। ৬২।৬৩

অতএব এই ক্ষণেই এইরূপ অনুষ্ঠান করুণ।

উপাধ্যায় মহাশয়ের এইরূপ আশ্বাস বাক্য শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ। ৬৪

अद्य श्रीवैकुण्ठशर्म्मा गुल्फयोर्यत्नपूर्व्वकं ।
घर्षति श्रीशरच्चन्द्रो ग्रीवायां शशिभूषणः ॥ ६५
प्राय त्रिघटिका कालं कृतवन्त स्तथा क्रियां ।
हा कष्टं व्यर्थतामापतत् कृत्यं भाग्य मद्भुतः ॥ ६६

अन्त्यलीलायां १०म अः

पकान्तये बहुदिनमास्थितापि महेश्वरी ।
महास्माभि र्भगवती श्रीमाता सारदेश्वरी ॥ ৬৭
अलौकिकी ह्रीसम्पन्ना लोकादृश्या महीयसी ।
प्रभोरर्द्धाङ्गिनी सा पि जगदम्बास्वरूपिणी ।
या देवी सर्व्वदा सर्व्वस्वामिनः स्वामिनः शुभा ।
चकार परिचर्य्यां सा चिन्मयी चिन्मयस्य च ॥ ৬৮
कुलस्त्रीणां धनं लज्जा विज्ञायेदं महासती ।
हास्यं प्रविदधे सर्व्वं सर्व्वदा रहसि स्थिता ॥ ৭০
स्वस्याः कण्ठस्वरश्चापि न श्रुतः केन कुत्रचित् ।
साध्वीत् कण्ठायुता माता निष्पन्दाश्चचलोपमा ॥ ৭১

Baikuntha Sherma began to massage the heels, Saratchandra the breast and Shashibhusan the neck. The massage continued for three hours without any reaction. Sarada Devi was staying in the same house but none could see her even though she had been doing services to her husband regularly. None also could hear her voice. 65 to 71

বঙ্গানুবাদ :—

আমি বৈকুণ্ঠ শর্ম্মা যত্ন পূর্ব্বক গুল্‌ফ দেশে শরচ্চন্দ্র বক্ষে এবং শশীভূষণ গ্রীবায় প্রায় তিন ঘণ্টাকাল গব্য ঘৃতে মর্দ্দন করিলেও বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের ভাগ্য বিপর্য্যয় বশতঃ সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ৬৫।৬৬

এই বাগান বাটীতে জগদীশ্বরী ভগবতী মাতা সারদেশ্বরী বহুদিন আমাদের সহিত অবস্থান করিলেও অলৌকিক লজ্জাশীলা অতএব সাধারণের অদৃশ্যা মহামহিমান্বিতা ঠাকুরের অর্দ্ধাঙ্গিনী জগদম্বা স্বরূপিনী। ৬৭।৬৮

চিন্ময় স্বরূপিনী সর্ব্বমঙ্গলা যে দেবী জগৎ স্বামীই নিজের চিন্ময় স্বামীর সর্ব্বদা সেবা করিয়াছিলেন। ৬৯

समग्रां शर्व्वरीं स्थित्वा प्रभाते यावदग्रहीत्।
समाधिं निर्द्दयं तस्य न च भङ्गो भविष्यति ॥ ৭২
घोरामग्न्या तथा भूत्वा यथा वेगवती नदी।
जलोच्छ्रासैः पूर्य्यमाना सेतुं भङ्क्त्वा प्रसर्पति ॥ ৭৩
तथा सर्व्वां परित्यज्य व्रीडां सा खलु लौकिकीं।
उवाच कालिके मातः सर्व्वमङ्गलकारिणि ॥ ৭৪
दृष्ट्वा ममापराधं कं दुःख शोक विनाशिनि।
मां परित्यज्य यासि त्वं कथं वद पति प्रिये ॥ ৭৫
एवमश्रुमुखी मातातुरवक्रन्दनकारिणी।
बाहुद्वयं समुत्तोल्य क्वास त्वमिति लापिनी ॥ ৭৬
पतिता मूर्च्छिताप्याशीद्दरण्यां धरणी समा।
भ्रातुष्पुत्री ठाकुरस्य पूज्यास्माकं स्वसा च या ॥ ৭৭
तथा गोपाल माता या तयोः शुश्रूषया तदा।
चैतन्यापादिता साथि निश्चैतन्यैव लक्षिता ॥ ৭৮

When she came to know in the morning that Thakur would not come back to life, she burst into torrents of tears. "Oh Mother Kalika," she

shouted. "what was my fault that I have been left behind so destitute and wretched?" Thus lamenting loudly she fell unconscious. By careful nursing of Thakur's niece and the mother of Gopal, she regained her senses but lay still like a lifeless thing. 72 to 78

বঙ্গানুবাদ :—

এবং যে মহাসতী সারদাদেবী কুলস্ত্রীদিগের লজ্জাই পরম ধন এইটি জানিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বসমক্ষে বহির্গত না হইয়া নিজেকে গোপন ভাবে রাখিয়া স্নান ও শৌচাদি কার্য্যসকল সম্পাদন করিতেন। ৭০

এমন কি যে দেবীর কণ্ঠস্বরও কেহ কখনও কোথাও কিছুমাত্র ও শ্রবণ করেন নাই। সেই পর্ব্বতোপমা নিষ্পন্দ। মাতা সারদা অধৈর্য্যা হইয়াছিলেন। ৭১

সমগ্র রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে যখন জানিলেন ঠাকুরের নির্দ্দয় সমাধি আর ভঙ্গ হইবে না তখন তিনি আশা শূন্যা হইয়া বারিবেগে পরিপূরিতা বেগবতী নদী যেমন নদীতট ভগ্ন করিয়া দ্রুত বেগে প্রবাহিতা [illegible]। ৭২।৭৩

তখন সেইরূপ ভাবে সারদামাতা সর্ব্বতোভাবে লৌকিক লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন হে মাতঃ সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী কালিকে। ৭৪

এইরূপ ভাবে অশ্রু ধারায় বিগলিত হইয়া অতি উচ্চ স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা সারদেশ্বরী দুই বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক কোথায় তুমি এই কথা বলিতে বলিতে পৃথিবীর মত ক্ষমাশীলা ভূমিতে পতিতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। ৭৬

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী অতএব আমাদের পূজনীয়া ভগিনী এবং গোপাল মাতা এই দুইটি স্ত্রীলোকের শুশ্রূষা দ্বারা সেই সময়ে মাতার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলেও মূর্চ্ছিতের সদৃশই অবস্থা হইয়াছিল॥ ৭৭।৭৮

हरिणी दावदग्धेव विलग्नापाति दुःखिता ।
सुखं सौन्दर्य्यं मायाति यदि छायायिता लता ॥ ৭৯
भग्ने तरौ न लता त्वं तस्या स्तिष्ठति किञ्चन ।
रमन्या रमणीयत्वं पतिमर्त्तरि जीविते ॥ ৮০
ना पतिः शोभते नारी चन्द्रशून्या निशा यथा ।
साध्य ▮ पश्चिमावस्था मृतेव भाति सर्व्वदा ॥ ৮১
पत्र पुष्प फल च्छाया मूल वल्कल दारुभिः ।
हं स्तारमपि सम्मात्रं यो वृक्षः सम्यगर्पति ॥ ৮২
सर्व्वानन्दप्रदः सोऽयं शाखी सोऽद्य विनश्यति ।
शाखिनो न विनाशोऽयं लतायाः मम निश्चितं ॥ ৮৩
यतः शाखी दारुमूर्त्तिर्जनैः संपूजितो भवेत् ।
मूर्त्त्यन्तरेण सततं गृहस्थानां गृहे गृहे ॥ ৮৪
अतोऽस्य निधनं नास्ति परोपकारिणो ध्रुवं ।
यतः सज्जन भावेयं कीर्त्तिर्यस्य स जीवति ॥ ৮৫

She, like a deer burnt in the forest, tossed in agony and said, "Just as the beauty of the creeper is impaired with the break-down of the sheltering tree so also the beauty and sweetness of a woman vanish with the death of her husband. A widow is but a night without the moon. and lives a joyless life. The tree also entertains its cutter with its leaves, flowers, fruits, roots and wood. The tree which sheltered me goes down but is not dead. Its creeper is only destroyed. It will live in wooden shapes in every household. It is also said, "Men live through their achievements." 79 to 85

বঙ্গানুবাদ :—

এবং বনাগ্নি পীড়িতা হরিণীর মত মাতা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন লতা যদি বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে তবেই তাহার সুখ ও সৌন্দর্য্য থাকে কিন্তু বৃক্ষ ভগ্ন হইলে লতার আর কিছুই থাকে না। তদ্রূপ রমণীর রমনীয়ত্ব ততক্ষণ যতক্ষণ স্বামী জীবিত থাকে। ৭৯,৮০

চন্দ্রহীনা রাত্রির মত পতিহীনা নারীর শোভা কিছুমাত্র থাকে না। পরন্তু বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইয়া মৃততুল্যা হইয়া থাকে। ৮১

যে বৃক্ষ নিজের ছেদন কর্ত্তাকেও পত্র পুষ্প ফল ছায়া বল্কল ও কাষ্ঠ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। ৮২

অতএব সকলের আনন্দপ্রদ লতা রূপিনী আমার বৃক্ষ স্বরূপ স্বামী বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু বৃক্ষের বিনাশ কখনই হয় নাই। লতারূপিনী আমারই বিনাশ হইল। যেহেতু বৃক্ষ কাষ্ঠ মূর্ত্তি এবং ত্যাগশীল দাতার মৃত্যু কখনই হইতে পারে না যেহেতু তিনি বৃক্ষরূপে ফল পুষ্পাদি শোভিত না হইলেও কাষ্ঠ মূর্ত্তিতে গৃহস্থদিগের গৃহে কপাট বা গবাক্ষ ইত্যাদি নানাবিধ রূপে সর্ব্বদাই পূজিত হন। ৮৩।৮৪

অতএব এই পরোপকারী বৃক্ষের মৃত্যু নাই কারণ সাধুগণ বলিয়া থাকেন যাঁহার কীর্ত্তি বা চিহ্ন থাকে তিনি নিত্য জীবিত। ৮৫

इति शोक परायणा सती
विललापाति विमोहिता सती ।
खलु देव ममापराधतः
स्तव चित्तेऽपि कठोर वेदना ॥ ८६
अनुभूय गतोऽसि सुह्यतां
वचसां नावसरो यतोऽस्ति ते ।
कुरु मामपराधिनीं प्रभो
तव दासो गत नीच दासिकां ॥ ८७
अथवा मरराजधामत
स्तव सेवाविधि संविधायिनः ।
इह चागत देव सेवका
नुपदेशं कुरु मां विहाय भोः ॥ ८८
नहि देव कदापि मे भवे
तव सङ्गः सुविधान्वितः शुभा ।
इति वाक् समुदीरिता त्वया
अधुना किं वितथाकृताद्य सा ॥ ८९

She again lamented saying, "As you do not speak again I feel that my offerce might have hit you so hard that you have succumbed to it. Place my guilty self at the lowest of all who serve you. Or, setting me aside, give orders to your godly followers who had come down with you to this mortal world from Heaven. You said that I should never lose your company. Should your assurance now prove to be untrue?" 86 to 89

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ শোক নিমগ্না মাতা সারদা একেবারে জ্ঞানশূন্যা হইয়া বিলাপ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন হে দেব! নিশ্চয় আমার অপরাধ বশতঃই আপনার প্রাণে আপনি কঠোর বেদনা অনুভব করিয়া অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৮৬

যেহেতু সম্প্রতি আপনি একটি কথাও বলিতেছেন না। অতএব এই অপরাধিনী আমাকে আপনার অসংখ্য দাসীগণের মধ্যে অতি নিকৃষ্টা দাসী করিয়া রাখুন। ৮৭

অথবা হে দেব! দেবরাজের ধাম অর্থাৎ স্বর্গলোক হইতে এই মর্ত্যলোকে আসিয়াছেন আপনার সেবার পরিজনবর্গকে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল সেবক বর্গকে পূর্বের মত উপদেশ দান করুণ। ৮৮

হে দেব! কখনও আমার সান্নিধ্য তোমার নষ্ট হইবে না।

এইরূপ শুভ বাণী যাহা আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন আপনার সেই সিদ্ধ বাক্য কি আজ মিথ্যায় পরিণত হইল। ৮৯

तव वेद यथा हि नानृतं
मम दुर्भाग्यवशादियं तथा।
उत मानसमेव दुर्बलं
भवतो भाषित संपदोऽक्षमं ॥ ৯০
भवतः शुभदृष्टिरेव मे
सुखशान्तिचिरकालिकी भवेत्।
यद मां मनसाधुना यथं
पतितोन्नामकरोद्भवानिमां ॥ ৯১
रससंख्यकहायनामिमां
परियन्तु स्तव पाणिधारये।
गतवान् मम देह विभ्रमं
चलति त्वद्य न शोकसागरं ॥ ৯২
निजधाम गतस्य पादयोः
पुनरेवापतदस्य कातरा।
लतिका हि तरौ विखण्डिते
पादमूले पतति च्छिन्ना यथा ॥ ৯৩

"What you had promised cannot be untrue. It is due to my misfortune or weakness that I have failed to understand the significance of your saying. Your holy sight would give me peace

and happiness for all times. Tell me why I have been made a widow now. Since I was married to you at the age of six years I became free from all troubles and worries. How is it that my bereavement knows no bound." She fell like a creeper of a felled-down tree at the feet of Thakur. 90 to 93

বঙ্গানুবাদ :—

হে দেব! আপনার এই বেদ বাণী কখনও মিথ্যা হইতে পারে না আমার বিশাল দুর্ভাগ্যবশতঃ অথবা আমার মনের দুর্ব্বলতা বশতঃই আপনার কথা বুঝিতে না পারিয়াই এইরূপ বলিতেছি। ৯০

আপনার শুভ দৃষ্টিই আমাকে চির জীবনের মত সুখ শান্তি দিবে হে দেব বলুন আজ আমার সেই সুখশান্তি হীন আপনিই করিলেন কেন ?আমার ছয় বৎসর বয়সে আপনার পাণিগ্রহণের সময় যাবতীয় শোক দুঃখ যাইয়াছিল। কিন্তু আজ কেন আপনার বিচ্ছেদ জন্য এই মহাশোকের কিছু মাত্র লাঘব হইতেছে না। ৯২

তরুরাজ বিখণ্ডিত হইলে তদাশ্রিতা লতার মত সারদা নিজধাম গত ঠাকুরের পাদ যুগলে পুনর্ব্বার পতিতা হইয়াছিলেন। ৯৩

मदनेऽमरलोकसङ्गते
रतिरार्त्तैवकरोद सारदा।
न तु सा रतिमाव भावना
ज्ञानसौभाग्य रवेरदयं नीत् ॥ ८४

कृपयादिश पूर्व्ववद्गुरो
प्रतिपद्याद्य महत्तरं वचः।
जगतः सुखशान्तिदं परं
गतिरस्याः सुखदापि तद्भवेत् ॥ ९५
ततः स्वभर्त्तुं चरणाम्बुजासवं
विचिन्तयन्ती च गुरोर्न चापरं।
पतिव्रतानां प्रतिलोक संपद्दि
व्रतं हि यत्तु विदधाति नापरं ॥ ९६
तदीय लज्जादय एव भक्ता
दृष्ट्वा तदा शोकपरायणाञ्चां।
पादाब्जयुग्मं शिरसा धृतां ता
आलिङ्ग्य देवी सपरत्र जग्मुः ॥ ९७

Rati lamented at the death of Madan. But Sarada lamented the irreparable loss to the humanity of the world. She said, "Oh my Lord, be pleased to utter immortal sayings for the welfare of the mankind, that will give me eternal joy and happiness." Thereafter she was taken away from the feet of Thakur by the female devotees who were present there. 94 to 97

বঙ্গানুবাদ :—

মদন স্বর্গগত হইলে রতির মত সারদা বিলাপ করিয়াছিলেন, কিন্তু সারদা কেবল মাত্র রতির মত পতি বিচ্ছেদ ভাবে ভাবিতা

না হইয়া জগতের জীবের সৌভাগ্য রবির অস্তাচলে গমন জন্য শোকার্ত্তা হইয়াছিলেন। ২৪

হে প্রিয়তম তুমি অদ্য পুনরায় পূর্ব্বের মত দেহ ধারণ করিয়া জগতের সুখ শান্তি প্রদ সুমহান বাক্য কৃপা পূর্ব্বক উপদেশ কর সেই সকল কথামৃতই এই হতভাগিনীর সুখ প্রদ হইবে। ২৫

এইরূপ ভাবে মাতা সারদা দেবী জগদ্ গুরু নিজ ভর্ত্তার চরণার বিন্দ দুইটি চিন্তা করিতে করিতে দেহ দৈহিক ভাব একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কারণ পতিব্রতাদিগের পতিলোক সংগ্রহার্থে পতির শুভই কামনা করিয়া থাকেন। এইটিই সাধ্বী স্ত্রীগণের একান্ত কর্ত্তব্য॥ ২৬

তৎপরে সেই স্থানে লক্ষ্মী প্রভৃতি যে সকল স্ত্রীলোক ভক্ত ছিলেন তাঁহারা পতির পাদপদ্ম দুইটি মস্তকে ধারণ কারিণী অত্যন্ত শোকাতুরা দেখিয়া মাতা সারদাদেবীকে সেই সকল সেবিকা স্ত্রীলোক আলিঙ্গন পূর্ব্বক গৃহান্তরে লইয়া গিয়াছিলেন। ২৭

স্মৃত্বা প্রভোঃ সারতীং প্রিয়লীলাং
নানা গতাঃ কিঙ্করা দর্শনার্থং।
ভক্তাঃ পরাস্তে ভ্রমশূন্যং শরীরং
ক্ষুব্ধে গেহাদ্ ময়িতং তে রহস্যাত্॥ ২৮

পর্য্যঙ্ক মধ্যস্থিত-বিগ্রহস্য
প্রসূন মাল্যাদিভিরর্চিতস্য।
প্রতিচ্ছবিং প্রাপ্তগতস্য তস্য
প্রদ্যোতযন্তো হি প্রভালয়স্য॥ ২৯

अन्त्यलीलायां १०म घः

अपार कारुण्यगुणैकसिन्धु
र्यः शिष्यवर्गस्य सुखैक बन्धुः।
निशातमोघ्नो भगवान् यथेन्दु
र्विमुक्तिदोयद्भजनस्य विन्दुः॥ १००
यः सेवकानां बहु दुःखदायिनं
भारं स्वयञ्चात्र परम सञ्चिनं।
तथाच लीला परिपुष्टिकारिणं
तमद्य खट्टोपरि शेषशायिनं॥ १०१

Followers and devotees poured in from far off places at the news of Thakur's demise. In the afternoon Thakur's body was brought down from the upper floor to the ground floor, and decorated with flowers and garlands. Photo of the body was taken. He who was the ocean of kindness and the source of all blessings and eternal joy to his devotees. and who took over all miseries from the sufferers, lay dead. 98 to 101

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুরের চিরন্তনী শেষ লীলা শ্রবণ করিয়া বহু স্থান হইতে ভক্তবর্গ দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। অপরাহ্নে ভক্ত সকল তাঁহার সেই ছায়া শরীর উচ্চ গৃহ হইতে নিম্নতলে আনিয়া পর্য্যঙ্ক মধ্যে শয়ন করাইয়া পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ভূষিত করতঃ প্রাণহীন বিগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি লইয়াছিলেন। ৯৮৷৯৯

অন্ত্যলীলায়াং ১০ম অঃ

সর্ব্বশুভালয় অতুলনীয় দয়ার সাগর শিষ্যবর্গের পরমানন্দ দাতের পরম বন্ধু রাত্রির অন্ধকার মোচনে যেমন ভগবান চন্দ্র দেব এবং যাঁর ভজনের কথা মুক্তি দানে যুক্ত হয়। ১০০

যে ভগবান ভক্ত সমূহের ইহকালের এবং পরকালের সঙ্গী বহু দুঃখ দায়ী পাপ ভার স্বয়ং বহন করেন। এবং লীলার জন্য যাঁহার দেহ ধারণ আজ তাঁহাকে পর্য্যঙ্কোপরি অন্তিম শয্যায় শয়ন করিতে দেখিয়া। ১০১

दृष्ट्वा तदा शोकपरायणा स्वगं
भक्ता स्वदीया: परमं सुविग्रहम् ।
स्कन्धे समादाय गताः सुदुःखिता
भागीरथी तीर मश्चोऽसि पावनं ॥ १०२
संस्थाप्य तत्राखिल लोकमङ्गलं
प्रणीयते यत् परमं सुमङ्गलं ।
सत्यं चिदानन्दमयं सुविग्रहं
संवेष्ट्य सर्व्वं समुपाविशन् गुरु ॥ १०३
ततश्च ते स्तव विभोर्वचांसि
श्मशानमालम्ब्य यथोदितानि ।
पूर्व्वं स्वभक्तान् कृपया जगाद
तान्यन्वरन् दाह सरोवरे ते ॥ १०४
श्मशब्देन शवः प्रोक्तः शानं शयनमुच्यते ।
निरुच्यन्ति श्मशानार्थं मुने शब्दार्थकोविदाः ॥ १०५
महान्त्यपि च भूतानि प्रलये समुपस्थिते ।
शेरतेऽत्र शवीभूत्वा श्मशानन्तु ततो भवेत् ॥ १०६

His devotees carried his body on their shoulders and slowly and sadly proceeded to the bank of the holy Ganga. They placed the dead body on the bank and remembered what Thakur told them about the crematory ground. 102 to 106

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময়ে ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া ভগবানের সর্ব্বোত্তম সুবিগ্রহটিকে স্কন্ধে লইয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে অতি পবিত্র ভাগীরথী তীরাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। ১০২

জ্ঞানিগণ যাঁহাকে পরম মঙ্গলময় বলেন সেই অখিললোকপাবন চিদানন্দময় সুবিগ্রহটিকে গঙ্গাতীরে স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তবৃন্দ ভগবানকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছিলেন। ১০৩

এবং সেই গঙ্গাতীরে ঠাকুরের নানাবিধ উপদেশের অনুশীলন পূর্ব্বক তন্মধ্যে পূর্ব্বে শ্মশান সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ বাক্য ভক্ত বৃন্দকে কৃপাপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন ভক্ত বৃন্দ ঠাকুরের সেই সকল কথা শ্মশান মধ্যে আলোচনা করিয়াছিলেন। ১০৪

অর্থাৎ শ্ম শব্দে মৃত ব্যক্তি বা শব দেহ শান শব্দে শয়ন। শব্দার্থ জ্ঞানিগণ শ্মশানের অর্থ এইরূপই বলিয়া থাকেন। ১০৫

ভগবানের সদৃশ জনগণও অন্তকাল উপস্থিত হইলে এই শ্মশানেই শব রূপে শয়ন করেন এই জন্যও ইহার নাম শ্মশান বলিয়া কথিত হয়। ১০৬

नाना सृत सुहृन्नादवीन्द्र कोलाहलैर्युत ।
हा पुत्र मित्र हा बन्धो भ्रातर्भर्तस्त प्रियाद्य मे ॥ १०७

अन्त्यलीलायां १०म पः

हा पते भगिनि मातर्हा मातुल पितामह ।
मातामह पितः पौत्र क्व गतोऽस्येहि बान्धव ॥ १०८
इत्येवं वदतां यत्र ध्वनिः संश्रूयते महान् ।
ज्वलन् मांसवसामेद गन्धक्लमित मद्गुणं ॥ १०९
अर्द्धदग्धाः शवाः श्यामा विकटदन्तपङ्क्तयः ।
हसन्तीवाग्नि मध्यस्थाः कायस्थेयं दशा त्विति ॥ ११०
वैराग्याश्रयरूपं हि श्मशानं स्वर्गदं विदुः ।
एवं स्वशिष्यवर्गान् यः प्रेष्ठान् पूर्व्वमुवाच ह ॥ १११
तस्याद्य छाया देहस्य कर्त्तुं श्माशानिकीं क्रियां ।
चन्दनं काष्ठमादाय गन्धवं देवमं बहु ॥ ११२
चितां सम्पाद्य विधिवत् स्नानं पिण्डक्रियामपि ।
कारयित्वा दयागोपे चितामध्ये न्यवेशयत् ॥ ११३

This crematorium becomes usually resounded with such dreadful cries as "Oh my son," "Oh my husband," etc The dead bodies are placed on the pyre. As they burn they become terrible to look at. All must die and their bodies will be cremated sooner or later. Yet, strangely enough people are fond of earthly attachments. So Thakur would advise his disciples to rise above the earthly level. Now Thakur's body is placed on the pyre. 107 to 113

বঙ্গানুবাদ :—

এই শ্মশানে নানাবিধ আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু জন্য ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ এইরূপ হয় হা পুত্র হা মিত্র হা পিতঃ হা পতি হা মাতুল হা মাতামহ হা ভগিনীপতি ইত্যাদি ক্রন্দন ধ্বনিতে শ্মশান পরিপূর্ণ হয় এবং প্রজ্বলিত শব দেহের মাংস মেদ বসা প্রভৃতি দাহকালে সাঁ সাঁ শব্দ করে অর্দ্ধ দগ্ধ শব দেহ সকল কৃষ্ণ বর্ণ হয় এবং দন্তপঙ্‌ক্তি সকল বাহির হইয়া পড়ে তখন মনে হয় শব দেহ যেন দাহকারি লোক সকলকে হাস্য করিয়া বলিতেছে যে ওহে ভাই সকল সকলেরই দেহের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে অতএব বৈরাগ্যের আশ্রয় একমাত্র শ্মশান সম্বন্ধেই স্বর্গপ্রদভাব হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবেই ঠাকুর নিজ প্রিয়তম শিষ্যবর্গকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন।

১০৭ হইতে ১১১

আজ সেই ঠাকুরের ছায়া মূর্ত্তির দাহ করিবার জন্য গন্ধর্ব দৈবত বহু চন্দন কাষ্ঠ আনয়ন পূর্ব্বক চিতা সম্পাদন পূর্ব্বক যথা শাস্ত্র স্নান ও চিতা পিণ্ডাদি দান করাইয়া দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিয়া চিতার উপরি ভাগে শয়ন করাইয়াছিলেন। ১১২।১১৩

পূতাগ্নি দানন স্তস্মৌ সদ্য নিত্য স্বরীরিণঃ।
চিত্যাদি পঞ্চভূতানি সর্ব্বাণ্যগ্ন্যধমা দদুঃ ॥ ১১৪
যর্কৈকস্যৌ দগ্ধভূত' পঞ্চপঞ্চীকৃতস্য স'।
ব্যাসমতন্ন চর্তুদিক্ষু স্বদ্‌ গাত্রধূম সৌরভ' ॥ ১১৫
মকরন্দ প্রসন্ধাস্তে ১গমন্‌ কোটি মধুব্রতাঃ।
পুষ্পীভূতাগ্নি মধ্যে স' শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ' ॥ ১১৬

শিব ব্রহ্মেন্দ্র চন্দ্রাদি দৈবতৈরপি সংযুত'।
দৃষ্ট্বা গুরুগত প্রাণ শশিভূষণ সেবকঃ ॥ ১১৭
আনন্দসংপ্লবে লীনঃ সাশ্রুনেত্রঃ সমাধিমান্।
সুচ্ছীক্লতাগ্নি তাপন্ত' দুর্দ্ধর্ষ' সর্ব্বমষক' ॥ ১১৮
চকার ব্যজন' প্রেম্না পূর্ব্ববদগ্নি মধ্যগঃ।
ন দগ্ধো নাপি চাঞ্চল্যমাপ ভূষণ ভূষণঃ ॥ ১১৯
একান্তিকী গুরৌর্ভক্তিঃ সর্ব্বশক্তি প্রদায়িনী।
বায়বগ্নি জলশক্তীনাং শক্তির্ভক্তে ন বিদ্যতে ॥ ১২০

The funeral rites were performed and fire was set to the pyre. Huge smoke spread all around, Soon the body was enveloped with huge flames of fire. Shashibhushan in a divine mood entered the fire to bring relief to Thakur from the unbearable heat of the fire. Shashibhushan was not scorched by the fire. In fact, a true devotee is not affected by fire, water or wind. 114 to 120

বঙ্গানুবাদ :—

পরে পবিত্রাগ্নি দানে সেই নিত্য দেহের ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। ১১৪

ঠাকুরের পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত প্রত্যেকে এক একটি করিয়া দগ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে ভগবানের গাত্র সংলগ্ন চিতা ধূমের সৌগন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়া পড়িয়াছিল। ১১৫

পুষ্পরসপানে প্রলুব্ধ কোটি কোটি মধুপ সেই স্থানে আসিয়াছিল। এবং ভয়ঙ্কর অগ্নিমধ্যে শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র বিগ্রহবান্ দেবতাবৃন্দকে স্তব করিতে দেখিয়া গুরুগত প্রাণ শশিভূষণ আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া অশ্রুপ্লাবিত নেত্র সমাধি বিশিষ্ট অতি দুর্দ্ধর্ষ সর্ব্বভক্ষক সেই অগ্নি তাপকে তুচ্ছ বোধ করিয়া ভগবৎ প্রেমে আত্ম হারা হইয়া অগ্নি মধ্যে যাইয়া পূর্ব্বের মত ঠাকুরকে ভজন করিয়াছিলেন।

১১৬।১১৭।১১৮

তৎকালে সেই অগ্নির দাহিকা শক্তি শীতলতায় পরিণত হইয়াছিল। অতএব শশিভূষণ দগ্ধ হন নাই এবং তজ্জন্য কোনরূপ চাঞ্চল্য হয় নাই। কারণ ভক্ত বৃন্দের ভূষণ স্বরূপ শশিভূষণ অর্থাৎ ভক্ত চূড়ামণি এইরূপ আচরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঐকান্তিক গুরু ভক্তি সর্ব্ব শক্তি দানে সর্ব্বদা সমর্থ বা অগ্নি বায়ু জল প্রভৃতির শক্তি ভক্তের নিকটে কোন রূপ শক্তি পরিচালনা করিতে সমর্থ হয় না। ১১৯।১২০

ततः शीघ्र महायज्ञावसानेऽस्थि निमज्जनं ।
गङ्गाम्भसि कारयित्वा श्रीनरेन्द्रो महामतिः ॥ १२१
सुसंगृह्य परिस्थास्थि रक्षितं स्वस्य सन्निधौ ।
आदिष्टवान् तथा चान्यान् गुरुभ्रातॄन् विशेषतः ॥ १२२
भस्मास्थि किञ्चित् किञ्चिच्च प्रत्येकं नय भक्तितः ।
स्व स्व गेहे सुसंस्थाप्य नित्यं सम्पूजयिष्यथ ॥ १२३
तथा ते सेवकाः सर्व्वे पूतास्थि भस्मसंयुतं ।
गृहीत्वा परमानन्दमाश्रिता स्तत्क्षणादहो ॥ १२४

अन्त्यलीलायां १०म अः

श्रीरामकृष्ण देवस्य शेषयज्ञे समाप्यते ।
समवगाह्य गङ्गायां शोकसंभिन्न चेतसः ॥ १:५
प्रत्याहृत्य भक्तवर्गा स्तदुद्यानस्य वाटिकां ।
शिरोधृत' पवित्रास्थियुत पात्र' सुमङ्गल' ॥ १२६
शय्योपरि भगवतोस्तस्य भक्तिपूर्व्वकं ।
यानि कतिपयाहानि दिव्यास्थि तत्र संस्थितं ॥ १२७

When the dead body was burnt out, a portion of the last remains was immersed in the holy water of the Ganges and the other portion was taken by Narendranath who also advised other disciples to take the holy ashes to their homes and worship it everyday They also did so. All of them returned with the holy remains to the Rest House at Cossipore and placed it on the bed of Thakur So long it was there, all the devotees felt that Thakur himself was present there. 121 to 127

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুরের শেষ কার্য্য সমাধা হইলে গঙ্গা গর্ভে অস্থি নিমগ্ন করাইয়া মহামতি নরেন্দ্র ভগবানের কিঞ্চিৎ অস্থি নিজের নিকটে রাখিয়াছিলেন। এবং অন্যান্য গুরু ভাই দিগকে বলিয়াছিলেন আপনারা প্রত্যেকে প্রভুর কিছু কিছু চিতা ভস্ম ও অস্থি ভক্তি পূর্ব্বক গ্রহণ করুন। এবং নিজ নিজ গৃহে স্থাপন পূর্ব্বক প্রতিদিন পূজা করিবেন। ১২১।১২২।১২৩

নরেন্দ্র এইরূপ বলিলে সেই সকল গুরু ভাই ঠাকুরের ভস্মের সহিত পবিত্র অস্থি গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্ব আনন্দ পাইয়াছিলেন। ১২৪

ভক্ত বৃন্দ ঠাকুরের শেষ যজ্ঞ শেষ করিয়া গঙ্গায় স্নান করিয়া শোকার্ত্ত হইয়া সেই বাগান বাটীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মস্তকে ধৃত সুমঙ্গল পবিত্র অস্থি পাত্র ঠাকুরের শয্যার উপরি ভাগে ভক্তি পূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন। ১২৫।১২৬

ঠাকুরের দিব্যাস্থি যতদিন বিছানায় ছিল ভক্ত বৃন্দ ভগবানের সাক্ষাৎ অবস্থিতি মনে করিয়াছিলেন। ১২৭

सान्निध्यं मे स्थिरे साक्षाद्ब्रह्म यत्नतल्पिनः।
श्रीरामकृष्ण देवस्य तथा तदस्थापनं स्मृतं ॥ १२८
मन्येव यथा साक्षादाविर्भूय दयानिधिः।
गृहीत मनसा पूजां तदीयां प्रतिगृह्य सः ॥ १२९
तथा भजन सङ्गीतं श्रुत्वोवाच समादरं।
युवा भो लोक दृष्ट्याहमन्तर्धानं गतो ध्रुवं ॥ १३०
न त्यजामि किन्तु युष्मान् मम ध्यान विहृदये।
वीक्षाय चक्षुषोः युवा गोचरो न भवाम्यहं ॥ १३१
अन्तरालमधिष्ठाय कृपादृष्टिं करोमि हि।
अनुभूता भवद्भार्षो तथैव सेवकैः प्रभोः ॥ १३२
यावज्जीवं प्रभुः प्रायो गङ्गातीरेऽति निर्मले।
स्थित्वा जीवानुद्दिधीर्षुर्व्यकरोत्तप उत्तमं ॥ १३३
अतः प्रभोरस्थियज्ञपडमल भागीरथी तटे।
समाहितं करिष्यामि गुर्वीयं वासना मम ॥ १३४

They could even hear the voice of Thakur. He was much pleased with Narendra and other disciples for their devotion and worship, and appeared before them. He said, "It is true that I am now out of your sight. But I have not left you. Without being seen by you, I am always looking upon you with my blessings and favour." Thakur had spent his life on the bank of the Ganges for the redemption of the suffering humanity. So his last remains should be placed on the bank of this holy river. It was so desired by Narendra. 128 to 134

বাঙ্গানুবাদ :—

এমন কি ঠাকুরের কথাও শোনা যাইত। ১২৮

দয়ানিধি ভগবান ভক্তবর্গের সহিত সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ মনে ভক্তবর্গের পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। হে পুত্রগণ আমি সাধারণ লোকের দৃষ্টির অগোচর হইয়াছি একথা ধ্রুব সত্য। ১২৯।১৩০

কিন্তু আমার ধ্যান বুদ্ধির জন্য তোমাদিগকে আমি ত্যাগ করি নাই। হে পুত্রগণ তোমাদের বাহ্য চক্ষু দুইটির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ না হইলেও আমি তোমাদের অসাক্ষাতে অবস্থান করিয়া কৃপাদৃষ্টি করিতেছি। সেই স্থানে সেই সময় ঠাকুরের এই সকল কথা সেবকগণ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন। ১৩১।১৩২

अन्त्यलीलायां १०म अः

ঠাকুর প্রায় যাবজ্জীবন অতি পবিত্র গঙ্গাতীরে অবস্থান করতঃ জীব সকলের মুক্তি কামনায় সর্ব্বোত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন। ১৩৩

অতএব ঠাকুরের দিব্যাস্থি এই গঙ্গা তীরেই সমাহিত করিব ইহাই আমার ঐকান্তিকী কামনা। ১৩৪

एवमाग्रहयुक्तः स नरेन्द्रो मुख्य सेवकः।
तदुपयुक्त भूखण्ड लाभाय चिन्तितोऽभवत् ॥ १३५
किन्तु श्रील नरेन्द्रस्य तदिच्छा परिपूरणे।
गिरयस्वाहमिकेवात्र प्रत्युहः समजायत ॥ १३६
श्रीकृष्णस्य भगवतः पूर्व्वं जन्माष्टमी तिथेः।
हठाद्गिनहयाद्रक्षोयाने घोरे निशाचणे ॥ १३७
अक्रूर सदृशः क्रूरो दुष्टानुचरवेष्टितः।
नित्यगोपालको राम दत्त मातृस्वसुः सुतः ॥ १३८
आगत्य श्रीनरेन्द्रादि प्रमुखान् प्रभुमन्दिरे।
स्थितान् सर्व्वान् समाहूयोवाचाति गर्व्वया गिरा ॥ १३९
अस्ति दिव्यास्थि यत्तावत् प्रभोः शय्योपरि ध्रुवं।
वाक्यव्ययमकृत्वेव सद्यसमर्पय सत्वरं ॥ १४०
कांकुडगाछि नामके ग्रामे योगोद्याने वयं।
जन्माष्टमी दिने पुण्ये करिष्यामः समाहितम् ॥ १४१

Narendra became anxious for ihe suitable land on the bank of the Ganges. But the audacity of one cf his fellow brothers stood ·in his way. Nitya Gopal, maternal brother of Ramdutta, forcibly entered the bed-room of

श्रुत्वैवं श्रीनरेन्द्रस्तु नित्यगोपाल मुक्तवान् ।
नित्यं भगवतो यस्य गङ्गायामेव संस्थितिः ॥ १४२
तस्य किमस्थि समाधिः शोभते यत्र तत्र च ।
नाहं सुसङ्गतं मन्ये भागीरथ्यास्तटाद् बहिः ॥ १४३
एवं सुयुक्तिपूर्णमस्तं वाक्यं श्रुत्वापि भिवहट्क ।
तर्कस्योपरितर्कोऽस्तीत्युक्त्वास्थि दम्भपूर्वकं ॥ १४४
नीत्वा गच्छद् योगोद्यानं गोपालो राम सन्निधौ ।
श्रीराम भ्रातुरिच्छेयं महोत्सव पुरःसरं ॥ १४५
प्रभोर्देहावशेषं तं पवित्रं परमं शुभं ।
अस्थि समाहितं कार्य्यं योगोद्याने सुनिश्चितं ॥ १४६
किन्त्वेकेन कार्य्यसिद्धि र्विना या सम्भवं सुधीः ।
गृहस्थाश्रमिनो भक्तानुरुध्य यथाविधि ॥ १४७
अर्थं दानार्थमत्यन्तं कार्य्यारम्भं चकार सः ।
किन्तु प्रभोः प्राणनिभः सुरेन्द्रनाथ सेवकः ॥ १४८

At this proposal Narendra protested saying, "I do not consider it advisable to place the holy remains at a place other than the bank of the Ganges where Thakur had spent his life." But Nityagopal was adamant and would not brook any argument. He forcibly took the holy thing and went to the garden at Kakurgachhi. It was the desire of Ram Dutta's brother that the holy remains would be duly founded in the garden

Thakur with some ruffians and commanded Narendra and others to hand over to him the last remains of Thakur, so that it would be duly placed in the garden at Kankurgachhi, on the auspicious day of Srikrishna Janmastami. 135 to 141

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ আগ্রহান্বিত হইয়া ঠাকুরের সর্ব্ব প্রধান শিষ্য মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ সমাধি মন্দিরের উপযুক্ত ভূখণ্ড লাভের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। ১৩৫

কিন্তু মহাভাগ নরেন্দ্রের তদ্রূপ সদিচ্ছা সম্পাদনে ঠাকুরের অন্যতম শিষ্যের অহমিকাই এ বিষয়ে বিঘ্ন জন্মাইয়াছিলেন। ১৩৬

হঠাৎ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মাষ্টমী তিথির দুই দিন পূর্ব্বে অত্যন্ত গভীর রাত্রে এই উদ্যান বাটিকায় একটি দুষ্ট অনুচর বর্গে বেষ্টিত হইয়া অক্রুর সদৃশ ক্রূর রাম দত্তের মাসতুত ভাই নিত্যগোপাল ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে অবস্থিত নরেন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত শিষ্যবর্গকে আহ্বান পূর্ব্বক অত্যন্ত গর্ব্বিত বাক্যে বলিয়াছিলেন। ১৩৭।১৩৮।১৩৯

এই শয্যার উপরিভাগে প্রভুর যাহা দিব্যাস্থি আছে কোনরূপ বাক্যব্যয় না করিয়াই শীঘ্র আমাকে দাও। ১৪০

কাঁকুড়গাছি নামক গ্রামে যোগোদ্যানে পবিত্র জন্মাষ্টমী তিথিতে আমরা ঐ দিব্যাস্থি সমাহিত করিব। অর্থাৎ একটি মন্দির মধ্যে স্থাপিত করিব। ১৪১

with great revelry, pomp and festivity. It was, however, not possible for one individual to bear the entire expenditure. So all earning members of the disciples were requested to contribute their might. 142 to 148

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ নিত্যগোপালবাবুকে বলিয়াছিলেন। যে ভগবানের নিত্য গঙ্গা তীরে অবস্থিতি তাঁর অস্থি সমাধি কি যেখানে সেখানে শোভা পায়? ভাগীরথী তীরের বহির্ভাগে অস্থি সমাধি হোক ইহা আমি সমীচিন বলিয়া মনে করি না।

১৪২।১৪৩

এইরূপ নরেন্দ্রনাথের সুযুক্তি পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ও অন্যভাবাবলম্বী নিত্যগোপাল তর্কের পর আরও তর্ক আছে এই কথা বলিয়া সেই দিব্যাস্থি দম্ভ পূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া যোগোদ্যানে রামদত্তের নিকটে গিয়াছিল। ১৪৪

রামদত্ত ভায়ার এইরূপ ইচ্ছা ছিল যে ঠাকুরের দেহাবশেষ পরম পবিত্র সর্ব্বমঙ্গলদায়ক দিব্যাস্থি সমাহিত কার্য্য মহামহোৎসবের সহিত সুসম্পন্ন করি। ১৪৫।১৪৬

কিন্তু একজনের চেষ্টায় বাহুল্য কার্য্য অসম্ভব বশতঃ ঠাকুরের গৃহী ভক্ত বর্গকে অর্থদানের জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ উপরোধ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৪৭।১৪৮

শ্রীকাশ্যপূর্ব্বং নয়নঃ শ্রীগ্রন্থবাননি ধার্মিকঃ।
বয়মর্থান্ প্রভোরর্থে দাস্যামো বিপুলান্ ধ্রুব ॥ ১৪৯

किन्त्वत्र ये महाभागा भक्ता युवकसत्तमाः ।
बहुकालं भगवतः सेवायामति दारुणं ॥ १५०
चक्रुः स्वात्मार्पणं सर्व्वे निद्राहारविवर्जिताः ।
विशुद्धा भ्रातरस्ते वै सर्व्वे प्राणाधिका मम ॥ १५१
तैः सर्व्वैरत्र सङ्गत्य यथा भगवतो वयं ।
चरितामृतमालोच्य कर्त्तुं कालातिपातनं ॥ १५२
समर्थाः सम्भविष्यामस्तदनुष्ठान कर्म्मणि ।
आत्मपातं करिष्यामी यावज्जीवमितिस्पृहा ॥ १५३
सर्व्वाश्चर्य्यमयस्यास्य लीलाश्चर्य्यं मयी भवेत् ।
देहलीलावसानेऽपि प्रभोर्यदस्थि सञ्चितं ॥ १५४
तन्मया स्थापितं गेहे पूजाश्चास्य करोम्यहं ॥
लीलाविलास समये तदङ्गसौरभेन हि ॥ १५५
गृहं मदाङ्गनं सर्व्वं सुवासितमभूत्तदा ।
तथा तदङ्गसम्पर्कात् गन्ध चन्दन सौरभं ॥ १५६

But at this *proposal, Surendranath*, one *of* the most beloved disciples of Thakur, said sorrowfully *with tearful eyes,*"*I can surely contribute much for* the cause of Thakur's festival. But I desire to be *associated with those young disciples who spared* no pains to render their services to Thakur *during his life time. here in this garden to* perform this festival and also to pass our days by *holy discources about the life and teachings of*

Thakur. I wonder to see that the holy remains of Thakur causes sweet fragrance all over here just in the same way as it happened when he was staying here during his life time." 149 to 156.

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু সেই স্থলে ঠাকুরের প্রাণতুল্য সুরেন্দ্রনাথ নামক শিষ্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শোকাশ্রু পূর্ণ নয়নে বলিয়াছিলেন আমার ঠাকুরের উৎসবের জন্য আমি বহুতর অর্থ দিতে পারি ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।

কিন্তু এখানে যে সকল মহাভাগ বহু যুবক ভক্ত বহুকাল পর্য্যন্ত ভগবানের সেবায় সকলে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অতি কঠোর ভাবে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। সেই সকল যুবক ভ্রাতৃ বৃন্দ সকলেই আমার প্রাণাধিক প্রিয়। ১৫০।১৫১

তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া ভগবানের এই চরম গৃহে উদ্যান বাটিকায় আমরা যাহাতে ভগবানের চরিতামৃত আলোচনা করিয়া আনন্দের সহিত দিন পাত করিতে সমর্থ হই তদ্রূপ অনুষ্ঠান কার্য্যেই আত্ম পাত পর্য্যন্ত যাবজ্জীবন যোগদান করি ইহাই আমার একান্ত বাসনা। ১৫২।১৫৩

সর্ব্বাশ্চর্য্যময় ঠাকুরের লীলাও সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ী। ঠাকুরের দেহাবসান হইলেও আমি (সুরেন্দ্রনাথ) যাহা অস্থি সঞ্চয় করিয়াছিলাম ঠাকুরের সেই অস্থি অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া প্রতিদিন পূজা করিতাম। ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় আমাদের গৃহে আগমন কালে তাঁহার গাত্রের সৌগন্ধে আমাদের গৃহ গৃহাঙ্গন যেরূপ সদ্‌গন্ধ যুক্ত হইত সেইরূপ

अन्त्यलीलायां १०म अः

আজ তাঁহার দিব্যাস্থির অবস্থান বশতঃ পদ্মচম্পকাদি পুষ্পের সদ গন্ধের মত সদ গন্ধে সুবাসিত হইতেছে। ১৫৪।১৫৫।১৫৬

मदीयेऽपि गृहे चास्य विचित्रं भवति ध्रुवं ।
आयान्ति मद् गृहे येऽपि तदा तद्गन्ध मोहिताः ॥ १५७
पृच्छन्ति विस्मितास्ते मां कथमेतद्भवेदिति ।
श्रुत्वा तेषामिदं वाक्यमब्रुवं तोषहेतवे ॥ १५८
साक्षाद् युगावतारस्य किञ्चिदस्थिकणं मम ।
श्रीरामकृष्ण देवस्य मद् गेहे भाति पूजितं ॥ १५९
दिव्यगन्धेन तस्यैव गृहमापूरितं मम ।
भवद्भिरनुभूतस्तद् गन्धेन्द्रिय समाश्रयात् ॥ १६०
श्रृणुध्वं परमात्मीयाः किञ्चिदन्यद् वदाम्यहं ।
लीलां युगावतारस्य ह्यस्थि पात्रानुसारिणीं ॥ १६१
सन्ति शास्त्रगिरश्चैवमन्तः शुद्धि स्तपस्यया ।
बाह्य शुद्धिर्भवेदेव मृज्जलाभ्यां न संशयः ॥ १६२
बाह्य शुद्धि विहीनस्य देव विग्रह पूजने ।
नाधिकारो भवेत्तस्य ऋषिभि र्भाषितम्त्विदं ॥ १६३

"The sweet fragrance is also felt by those who come to see me in my residence. To satisfy their curiosity I tell them that this is due to the presence of the holy remains of Thakur in my residence. It is enjoined in the Sashtras that penance purifies our mind and on the other hand earth and water purify our body. Those whose body is not duly purified are not fit for holy services and worship." 157 to 163

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যে সকল আত্মীয় স্বজন আমার ঘরে আসেন তাঁহারা পদ্ম চম্পক ও গোলাপাদি পুষ্পের মত সদ গন্ধে আমোদিত হইয়া। ১৫৭

আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এরূপ সদ্ গন্ধ কোথা হতে আসে। তাহাদের কথা শুনিয়া মনস্তুষ্টির জন্য বলিতাম। ১৫৭।১৫৮

যুগাবতার সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কিঞ্চিৎ দিব্যাস্থি আমার গৃহে পূজিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহারই সদ গন্ধে আমার গৃহের চতুর্দ্দিকে সৌগন্ধে পরিপূর্ণ হইতেছে এবং আপনাদেরও নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সদ্ গন্ধ অনুভূত হইতেছে।

১৫৯।১৬০

হে পরম আত্মীয় বৃন্দ। আপনারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুণ এই দিব্যাস্থি সম্বন্ধে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অত্যাশ্চর্য্য কিঞ্চিৎ লীলা বলিতেছি। ১৬১

চিত্তশুদ্ধি তপস্যা দ্বারাই হইয়া থাকে এইরূপ শাস্ত্র বাক্য অনেক আছে। বাহ্য শুদ্ধি মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা হয়। বাহ্য শুদ্ধি বিহীন ব্যক্তির দেব পূজায় অধিকার হয় না। ঋষিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। ১৬২।১৬৩

> বেলুড়মঠ সংস্থানে স্বামীজী জ্ঞানবান্ যদা।
> অলিবুলেতি নাম্নৈকা মার্কিন দেশ কন্যকা ॥ ১৬৪
> রমণী লোকবিখ্যাতা রামকৃষ্ণানুরাগিনী।
> বিপুলার্থ প্রদানেন স্বামীজী পর্য্যতোষয়ৎ ॥ ১৬৫
> গঙ্গায়াঃ পশ্চিমভাগে তীরে বেলুড় সংস্থকে।
> বভূব যেন বিত্তেন শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরং ॥ ১৬৬

अन्त्यलीलायां १०म अः

अत्युच्च गगनस्पर्शी सुन्दरः सुमहान मठः ।
तस्याः श्रीस्वामिजी प्रतिष्ठात्सत्य भावमुत्तमं १६७

इष्टानि सारदस्य मतिः सारदानन्द आदरात् ।
श्रीरामकृष्ण देवस्य भस्माया मस्तकोपरि ॥ १६८

प्रभोः पवित्रास्थि पात्रं स्पर्शयामास मुक्तिदं ।
येन तस्या वर्द्धितामूद् गुरोर्भक्तिर्गरीयसी ॥ १६९

पाश्चात्य नरनारीणां वोद्धा शौचं न विद्यते ।
भक्तिमत्यामपिह्या स्यान्नास्ति शौचं मनागपि ॥ १७०

"When Belur Math was founded by Swamiji, an American lady who was much attracted to the life and teachings of Sri Ramakrishna, made a gift of a huge amount of money to the great satisfaction of Swamiji. With this money, the temple at Belur Math with the image of Shri Ramakrishna has been built and founded on the west bank of the Ganges. Saradananda Maharaj made her touch the holy ashes of Thakur to achieve manifold increase of her devotion to Thakur. The people of Western countries do not mind purification of body. Though the American lady was very pious, she did not observe the rules of purification of body. 164 to 170

বঙ্গানুবাদ ,—

স্বামিজী যে সময় বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময় রামকৃষ্ণানু-রাগিনী লোকবিখ্যাতা মার্কিনদেশ বাসিনী ওলিবুল নাম্নী রমণী বিপুল অর্থদানে স্বামিজীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ১৬৪।১৬৫

সেই অর্থেই বেলুড় নামক জনপদে গঙ্গার পশ্চিম তীরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব মন্দির ও উত্তম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
১৬৬

স্বামিজীর প্রতি ওলিবুলের অত্যুত্তম অপত্য স্নেহ দেখিয়া অত্যন্ত সরল মতি সারদানন্দ মহারাজ ঠাকুরের পরম ভক্ত ওলিবুলের মস্তকোপরি সসম্ভ্রমে সমাদরপূর্ব্বক মুক্তিদায়ক পবিত্র অস্থিপাত্র স্পর্শ করাইয়াছিলেন। সারদানন্দ মহারাজের তখন এইরূপ মনে হইয়াছিল যে এই পাশ্চাত্য রমণীর যাহাতে গুরুভক্তি গুরুতরভাবে বর্দ্ধিত হয়।
১৬৭ ১৬৮।১৬৯

পাশ্চাত্য নরনারীদের বাহ্যশুচি বলিয়া কিছুই নাই। অতএব ওলিবুল অত্যন্ত ভক্তিমতী হইলেও ইহার বাহ্যশুদ্ধি বলিয়া অত্যল্পও নাই। ১৭০

यथास्ति भारतीयानां शुचित्वमत्यलौकिकं ।
अत स्वाम्यां निशायां श्रीठाकुरः स्वामिजीं प्रति ॥ १७१
स्वप्नादिष्टं चकारैवं माकुरु त्वं यदा तदा ।
यस्मै तस्मै न देयं मे विग्रहं स्पर्शनं क्वचित् ॥ १७२
तदवधि सत् पुतास्थिपात्रं परमं मङ्गलं ।
जपापूतैः प्रभोर्भक्तै रक्षितं वेदिकान्तरे ॥ १७३

अन्त्यलीलाया' १०म अः

नित्य मद्यापि तत् पात्रमुद्दिश्य वेदिकोपरि ।
तत् स्वरूप' मन्यमानै र्भक्तैः पूजित' भवेत् ॥ १७४
वहिराणीय तत् पात्र' पूजित' प्रतिवत्सर' ।
भवेत् सम्प्रोतये तस्य तज्जन्म तिथि वासरे ॥ १७५
यस्य दर्शनमात्रे ण जनाः सन्ति निरामयाः ।
संसारसागरोत्तीर्णा भक्ता नात्र संशयः ॥ १७६

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्ण देवस्य स्वधाम प्रवेशः तदस्थि स्थापनादिरूपोऽन्त्यलीलायां दशमोऽध्यायः ॥ १०

"The Indians always purify their bodies and clothes before they start their holy services and worship. On that night Thakur himself appeared before Swamiji in his dream and said, "Do not commit such things over again, nor allow one and all to touch my holy remains." From that time onwards it is being carefully preserved inside an altar. The devotees place their offerings on the altar. The holy remains are placed outside only for a day in the year on the occasion of Birth anniversary of Thakur. The very sight of this holy thing removes all sins, worries and troubles and causes salvation. 171 to 175

Here ends the tenth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. 10

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভারতবাসীদিগের যেরূপ অপূর্ব্ব বাহ্যশুদ্ধি দেখা যায় বা আছে তজ্জন্য ঠাকুর সেইদিন রাত্রিকালে স্বয়ং স্বামিজীকে স্বপ্নে আদেশ করিয়াছিলেন। ১৭১

এরূপ আচরণ যখন তখন করিও না। এবং আমার বিগ্রহ যাকে তাকে স্পর্শ করাইবে না। এই জন্য সেই সময় হতে পরম মঙ্গলময় পবিত্র অস্থিপাত্র ঠাকুরের আদেশানুসারে পবিত্র ভক্তবৃন্দ একটি বেদিকার অভ্যন্তরে রক্ষা করিতেছেন। ১৭২।১৭৩

অদ্যাবধি সেই অস্থিপাত্রটিকে ঠাকুরের স্বরূপ মনে করিয়া বেদিকার উপরিভাগে অস্থিপাত্রটির উদ্দেশ্যে ভক্তবৃন্দ নিত্য পূজা করেন। ১৭৪

ঠাকুরের বিশেষভাবে প্রীতির জন্য জন্ম তিথি দিবসে প্রতিবৎসর মাত্র একদিনের জন্য সেই অস্থিপাত্রটিকে বাহিরে আনিয়া পূজা করা হয়। ১৭৫

যে পাত্রটীর দর্শনমাত্রে নরনারীগণ সর্ব্ব সন্তাপ হইতে বিমুক্ত হন। এবং ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ সকল অনায়াসে সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়েন। এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৭৬। ১০ অঃ মঃ।

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বধাম প্রবেশ এবং তাঁহার দিব্যাস্থি স্থাপনাদি অন্ত্যলীলার ১০ম অধ্যায় বলা হইল। অঃ ১০

অন্ত্যলীলায়া ১১শ অধ্যায়

দেব দানব গন্ধর্ব্ব দৈত্য নর রাক্ষসাঃ।
সর্ব্বে তপঃপ্রভাবেন কাম্যং বিন্দন্তি যস্য যৎ ॥ ১
তপসা সৃজতি ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ পালন মন্নিধৃক্।
হরীহরতি নিত্যং হি তপ এব পরং বলং ॥ ২

तपोमयं तपोराशिं तपो मूर्त्तिं तपात्मकं ।
तपसैव सुतस्तेन विन्दन्ति परमं पदं ॥ ३
यशः सौख्यं धनं पुत्रं ज्ञानं विज्ञानमेव च ।
प्राप्नुवन्ति महात्मानो जनाः सर्व्वं तपस्यया ॥ ४
भगवानपि विश्वात्मा सर्व्वेषामपरेश्वरः ।
तपश्चरति नित्यं हि ब्रह्म रुद्रादि दैवतैः ॥ ५
स्व स्वाधिकार रक्षार्थं कुर्व्वन्ति तप उत्तमं ।
कृतादियुगपर्य्यायैऋषीनां पुण्य आश्रमः ॥ ६

Gods, men, demons, Gardharva and Rakshasas achieve their ends through penance. It is through penance that the Creator creates, Vishnu reigns and Hara destroys. So penance is the source of all power. Fame, fortune, friendship, progeny, knowledge, wisdom and even salvation can be acquired through penance. Gods perform penance to maintain their power. The hermitage of the ascetics was the seat of penance in the three Yugas prior to Kali Yuga. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

দেবতা মনুষ্য দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস প্রভৃতি সকলেই তপস্যার প্রভাবে যাহার যে কামনা তাহা পায়। ১

সৃষ্টিকর্ত্তা তপস্যার প্রভাবেই সৃষ্টি করেন। বিষ্ণু তপস্যার প্রভাবে পালন করেন এবং রুদ্রদেবও তপস্যার প্রভাবে সংহার কর্ত্তা হন্। অতএব তপস্যাই পরম বল। ২

উত্তম তপস্যা দ্বারাই তপোময় তপোরাশি তপোমূর্ত্তি স্বরূপ হইয়া ভগবানের পরমপদ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন। ৩

মহাপুরুষগণ তপস্যাদ্বারা যশ আনন্দ ধন পুত্র জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। ৪

সর্ব্ব কামনা পরিপূরণে সমর্থ জগৎ পিতা ভগবান ও নিত্য ব্রহ্ম রুদ্রাদির সহিত তপস্যা করেন। ৫

নিজ নিজ অধিকার রক্ষার জন্যও অন্যান্য দেবতাসকল তপস্যা করেন। সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে জ্ঞান ও সংসারের পরপারে অবস্থিত ঋষিগণের আশ্রমই তপস্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার পবিত্র স্থান ছিল। ৬

तपसो ब्रह्मविद्यायाः चैवमाभात् सुनिर्मलं ।
बौद्ध युगे सौगतानामालयो धर्म मन्दिरं ॥ ७
शङ्करस्य भगवतः ह्याविर्भावतः परं ।
धर्मस्थानं मठ इति ख्यातं ब्रह्मवादिभिः ॥ ८
ततोऽनार्य्य जातायानां राज्ञां शासनतः सुरैः ।
भयभीता. सदासर्व्वे शास्त्राचार सुरक्षणे ॥ ९
शैथिल्यभावमासास्ते प्राणपाति परिश्रमैः ।
धर्म्म संरक्षणार्थाय कैश्चिद् ब्राह्मणपण्डिताः ॥ १०
नवद्वीपे रामनाथ जगदीश गदाधराः
सर्व्वं वैषयिकं भावं त्यक्त्वा शास्त्रानुशीलिनः ॥ ११
चतुष्पाठीति संज्ञां ते प्रदाय वेदरक्षकाः ।
धर्मस्य विमलं स्थानं कृतवन्तस्तत्र पण्डितैः ॥ १२

In the era of Buddhism, the Buddhist institutions were the seat of penance. During the regim e

of Sankaracharya many such institutions called Matha were established. Thereafter, being afraid of non-Hindu rulers great thinkers and pandits like Ramanath, Jagadish and Gadadhar established such institutions called Chatuspathis in Navadwip to preserve Hindu religion and culture. 9 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

বৌদ্ধযুগে সৌগতদিগের অর্থাৎ বৌদ্ধসন্ন্যাসিদিগের বাসস্থানই ধর্ম্ম মন্দির বা তপস্যার স্থান ছিল। ৭

ভগবান শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পর তদবধি সন্ন্যাসি সকল মঠ বলিয়া ধর্ম্মস্থানের নামকরণ করেন। ৮

তৎপরে অনার্য্য জাতীয় রাজন্যবর্গের ভয়ে ভীত হইয়া সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বেদোক্ত ধর্ম্ম ও সদাচার রক্ষার্থে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নবদ্বীপে রামনাথ জগদীশ গদাধর প্রভৃতি ধর্ম্মযাজকগণ বৈষয়িক ভাব বিস্মৃত হইয়া ধর্ম্মের ও শিক্ষার সর্ব্বোত্তম স্থান চতুষ্পাঠী নাম রাখিয়াছিলেন। ৯।১০,১১।১২

तत्र शिष्यावृताः सर्व्वे सर्व्वशास्त्रविशारदाः ।
सर्व्वेषां शान्तिलाभाय स्वधर्म्म पालनाय च ॥ १३
यावज्जीवं पण्डितास्ते शास्त्रचर्च्चा प्रसक्तः ।
भगवन्तं समाश्रित्य परां गतिं समाप्नुयुः ॥ १४
अतः श्रीभगवानाह्वयस्याचिनमाहवे ।
यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्त्तते काम कारत. ॥ १५

अन्त्यलीलायां ११श अः

न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखं नपरां गतिं ।
तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य्याकार्य्यं व्यवस्थितौ ॥ १६
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्मकर्त्तुमिहार्हसि ।
शिक्षादानं भगवता न केवलं कृतं स्वयं ॥ १७
ब्रह्मनारायण रुद्राः सृष्टि स्थित्यन्तकारिणः ।
तत्तत् स्थान स्थिताः सर्व्वे तपश्चरन्तौकिकं ॥ १८

Great pandits devoted themselves to the study and teaching of Shastras for the peace and happiness of humanity. It was said by Lord Krishna to Arjuna in the battle-field, "One who disregards the instructions of the religious codes cannct attain peace and happiness. Everybody should, therefore, act according to the rules and regulations of Shastras" God not.only imparted teachings but also perform penance methodically. 10 to 18

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সকল চতুষ্পাঠীতে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতবর্গ সর্ব্বদা বহু ছাত্র অধ্যাপনা করাইয়া সাধারণের শান্তিলাভ ও সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ভগবদুদ্দেশ্যে যাবজ্জীবন শাস্ত্র চর্চ্চা প্রসঙ্গে উত্তম গতি লাভ করিয়াছেন। ১৩।১৪

এই জন্যই স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নিজের ইচ্ছামত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে সেই ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ সুখশান্তি এবং সদ্গতি লাভও করিতে পারে

না। অতএব সৎ অসৎ কার্য্য যাহা কিছু কর না কেন তাহা শাস্ত্র-সম্মতই করিবে। অতএব শাস্ত্রানুসারে কার্য্য কর। ১৫।১৬

ভগবান কেবলমাত্র শিক্ষাদানই করিয়াছেন তাহা নয় তিনি নিজে ব্রহ্মা ও রুদ্রাদির সহিত সকলেই নিজ নিজ অভিলষিত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক অলৌকিক তপস্যা করিয়াছিলেন। ১৭।১৮

योऽसौ श्रीभगवाननादि निधनः सर्व्वज्ञादिमयः
पूज्यात् पूज्यतमः सुरेशनिलयः सर्व्वार्थदः श्रीहरिः।
सर्व्वांस्तान्विमुखात्मनाम् करुणयादातुं सुभक्त्यन्वितान्
धृत्वा योगतनुं तपश्चरति वै बद्रीं श्रितात्मा चिरः। १९
तद्वद्वाह्य महाश्मशाने वसति कालेश्वरः शङ्करः
जप्त्वा श्रीहरिनाम सन्त समलत्वाभूत्तपस्या रतः।
श्रीदुर्गापि कुमारिकाख्य जलधेस्तीरस्थिताः शाम्भवं
कौमारीं तनुमाश्रिता व्रतवता तीव्रं तपोऽलौकिकं ॥ २०
एकदा ठाकुरेणोक्तं स्वच्छ पर्व्वत सन्निधौ।
लीलाक्षेत्रं भगवतो भविष्येव कदाचन ॥ २१
लीलामयः श्रीभगवान स्वभक्तैः सह सर्व्वदा।
करोति विविधां लीलां जगन्मङ्गल हेतवे ॥ २२

God who is the source of all power and knowledge is observing penance in the shape of Badri Narayana. So also Lord Sankara is chanting holy names in the great burning ghat of Manikarnica; and Goddess Sankari is performing austere penance at Cape Comorin. It was once

said by Thakur that God does not rest on a tree or a mountain but appears among his devotees to serve his own end. 19 to 22

বঙ্গানুবাদ :—

যাঁহার আদি অন্ত নাই এবং যিনি সর্ব্বেশ্বর জ্ঞানস্বরূপ একমাত্র আনন্দের আধার ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মুক্তিদাতা পূজনীয় হইতেও অতি পূজনীয়তম এই ভগবানও বদ্রীনারায়ণরূপে বদরিকাশ্রমে যোগদেহ ধারণ পূর্ব্বক আজ পর্য্যন্তও তপস্যা করিতেছেন ১৯

সেইরূপ ভগবান দেবাদিদেব শঙ্করও মহাশ্মশানে মনিকর্ণিকায় হরিনাম মহামন্ত্র জপ করিয়া তপস্যারত আছেন। এবং আদ্যাশক্তি ভগবতী শঙ্করীও কুমারিকা নামে সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক কন্যাকুমারী মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক অতি কঠোর অলৌকিক শৈব ব্রত করিতেছেন। ২০

ঠাকুর এক সময় বলিয়াছিলেন বৃক্ষে বা পর্ব্বতে ভগবানের লীলা-ক্ষেত্র বলিয়া কিছুই নাই। লীলাময় ভগবান জগতের মঙ্গলের জন্য নিজ ভক্তবৃন্দের সহিত আবির্ভূত হইয়া নানাবিধ লীলা করেন।

২১।২২

रसस्वरूपी भगवान् लीला तस्य रसात्मिका ।
अत स्तद्रससम्भोगी भक्ता एवाधिकारिणः ॥ २३
भगवद्भावनायुक्ता स्तएव महिमान्विताः ।
माहात्म्यस्य भगवतः प्रचारे पटवः सदा ॥ २४
प्रायेन दृश्यतेचैव मानवाः सर्व्वएव हि ।
बर्हिर्विषय संलिप्तान पश्यन्त्यन्तरात्मनं ॥ २५

अन्त्यलीलायां ११श अः

यासुधाभ्यन्तरे भाति मानवानां विशेषतः ।
देहे व्यापत्तिकालेऽपि पातुं नेच्छन्ति तां जनाः ॥ २६
परन्तु न प्रष्टुमपि शक्नुवन्ति दुराशयाः ।
बोधार्थं भक्तवर्गानां पुनरन्यदिने प्रभुः ॥ २७
उद्दिश्य भगवल्लीलामब्रवीदनुकम्पया ।
यदा विरासीद्भगवाल्लीलार्थमवनौ तदा ॥ २८
तदैव देवतावर्ग्यास्तल्लीलास्वाद हेतवे ।
स्वं स्वं लोकं परित्यज्य तत्रैव मिलिताश्चिरं ॥ २९

The devotees can understand the ways of God and can feel and express the glory of God. Men see through their senses and are incapable of realising the unseen ways of mind and soul. Men who are addicted to earthly pleasure do not like to have a taste of the divine joy which is enshrined in the soul of every living being. Thakur once told his disciples that when God manifests Himself with a purpose, Brahma, Shiva, Indra and other gods come down from their respective abodes to associate themselves with God to add to their knowledge of the ways of God, 20 to 29

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান রসস্বরূপ তাঁর লীলাও রসময়ী অতএব শ্রীভগবানের লীলারসের আস্বাদনে ভক্তসকলেই অধিকারী। ২৩

अन्त्यलीलायां ११श अः

भगवद्भक्तसम्भूत आसीत्तत् प्रीति हेतवे ।
मह्यं बभूपवे गानं मातुः श्रावयतोच्छया ॥ ३४
पितास्य विश्वनाथाख्य दत्तवंश समुद्भवः ।
अनाड़म्बर दाता सौ पात्रापात्रं विचार्य्य न ॥ ३५
प्रार्थिभ्यो दत्तवानित्यं वित्तं यत् कष्ट सञ्चितं ।
यदि कश्चिज्जनोऽप्येवमपात्रमवलोक्य च ॥ ३६

Where God appears in human frame, His so-called friends and relations give up their earthly attachments and dedicate themselves to the will of God. Thakur also told that Narendra was no ordinary devotee. He was of divine origin. He was Narayan in human form. He would sing holy songs to me to please the Goddess. The father of Narendra was Biswanath Dutta who was a great philanthropist. He would give away his hard-earned money to the beggars and the needy. 30 to 36

বঙ্গানুবাদ :—

এবং যে স্থানে অবির্ভূত হন সেই সকল আত্মীয় বন্ধুবান্ধব নিজ নিজ নিজ গৃহ বিত্তাদি সমস্ত প্রিয় বস্তু পরিত্যাগপূর্বক ভগবানের সেবক হইয়া বা বিক্রীত দাসবৎ হইয়া একমাত্র ভগবানের পাদপদ্মকেই আশ্রয় করিয়া ধন্য হয়। ৩০

অন্ত্যলীলায়াং ১৭শ অঃ

অতএব এই শেষ যুগে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য অবতার তুল্য লীলা সহচর নরেন্দ্রাদি ভক্তবৃন্দ সকল ইহারা সকলেই দেবতা মানুষ নয় একথা ধ্রুব সত্য। ৩১

ভক্তবৎসল ভগবান আর একদিন বলিয়াছিলেন নরেন সাধারণ ভক্তের মত নয়। ৩২

নরনারায়ণ ঋষির যিনি নররূপি নারায়ণ মহামায়ার অনুগ্রহে সেই নররূপই নারায়ণই এই নরেন্দ্র ইহার ভগবদংশে জন্ম ভগবতীর প্রীতির নিমিত্ত এবং জগদম্বার ইচ্ছায় আমার সেবা এবং আমাকে মায়ের গান শোনাইতেছে। ৩৩।৩৪

এই নরেনের পিতা দত্তবংশোদ্ভব বিশ্বনাথ নামে বিখ্যাত ইনি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া অহঙ্কারশূন্য দাতা ছিলেন। ৩৫

বহুতর কষ্টে যে সকল অর্থ সংগ্রহ করিতেন সেইসকল অর্থ প্রার্থনাকারী বা ভিক্ষুকদিগকে দান করিতেন। ৩৬

যদত্যর্থং কথং দত্তমপাত্রায় ধনং ত্বয়া।
তদা তদুত্তরং বাক্যমুক্তং তেন মহাত্মনা ॥ ৩৭
সমারোপ্যং দুঃখপূর্ণামিহৈতেন স্বথং যদি।
আনন্দং বিন্দতে প্রার্থী ন তত্র বিঘ্নমাচর ॥ ৩৮
ভুবনেশ্বরী মাতা স্য সাক্ষাত্‌ শ্রীভুবনেশ্বরী।
দেবদ্বিজ ভক্তিমতী ভগবদ্ধর্মধারিণী ॥ ৩৯
স্বয়ং নিজঃ পরো চেতি ন জানাতি মহীয়সী।
যস্য মাতুঃ পিতুশ্চৈব ঔদার্য্যং মনসো মহত্‌ ॥ ৪০
তৎ পুত্র যশসা ধন্যা ধরণী হি ভবিষ্যতি।
আবির্ভাব পূর্ব্বাভাসাহেনচিতমস্য মজ্জনঃ ॥ ৪১

नरेन्द्रलीलायां ११श अः

अनेकैरेव विख्यातः वाराणस्यां विराजितः ।
वीरेश्वरो महादेवो ह्यपुत्र पुत्रदायकः ॥ ४२
नावलोक्य पुत्र मुखं माता श्रीभुवनेश्वरी ।
आनीयाऽऽया किमादेशात् कलसशत संख्यकैः ॥ ४३

If anyone of his relatives would say, "Why do you give your money to a person who does not deserve it?" In reply he would say, "The world is full of miseries. If anybody feels happy for a moment with my money, you should not object to it." The mother of Narendranath was Bhubaneswari. She was very pious and unselfish. It is therefore, no wonder that Narendranath whose parents were so pious and generous would rise to the summit of fame tn this world. Before the birth of Narendra it was felt by many that his parents would have a great son born to them. There is the image of Bireswar Mahadev in Benaras. Men and women worship Bireswar Mahadev to have a child born to them. As Bhubaneswari had no son, she poured one hundred jars of Ganges water on Bireswar. 37 to 43

বঙ্গানুবাদ :—

যদি কোন আত্মীয় বলিতেন এ লোকটি অতি অসৎ পাত্র ইহাকে কেন ধন দিতেছেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বিশ্বনাথ বাবু বলিতেন দেখুন সংসার দুঃখময় আমার এই যৎকিঞ্চিৎ অর্থদ্বারা এই লোকটি যদি ক্ষণকাল আনন্দ লাভ করেন এ বিষয়ে আপনি বাধা দিবেন না।

৩৭,৩৮

নরেন্দ্রের মাতা ভুবনেশ্বরী ত্রিলোকের ঈশ্বরী ভগবতী জগদম্বার মত দেবতা ব্রাহ্মণে অচলা ভক্তি ভগবদ্ভক্তধারিণী অলৌকিক গুণবতী। ৩৯

ইনি আমার প্রিয় ইনি আমার অপ্রিয় এরূপ ভেদবুদ্ধি কিছুমাত্র ছিল না অর্থাৎ সকলকেই সমানভাবে দেখিতেন। অতএব যে নরেনের পিতা মাতার এইরূপ উদার স্বভাব তাঁহাদিগের পুত্রের সদ্গুণে পৃথিবী যে ধন্যা হইবেন এ বিষয়ে বলিবার কিছুই নাই। ৪০

এই নরেনের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে সজ্জনগণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং অনেকেই জানেন বারানসী ক্ষেত্রে অপুত্রক জনের পুত্রদায়ক বীরেশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন। ৪১।৪২

गङ्गाजलैः पूर्य्यमानैः श्री वीरेश्वर संज्ञकं ।
शिवलिङ्गं स्नापयित्वा कृतकृत्या बभूव सा ॥ ৪৪
ततः पुत्रोऽभवत्तस्या जगन्मङ्गल कारकः ।
साक्षाद्रुद्रावतारस्य रामदासस्य सन्निभः ॥ ৪৫
नामास्य सादरेनोक्तं वीरेश्वर धीरे विले ।
तथाप्यन्नप्राशनस्य समयेऽस्य महामतिः ॥ ৪৬
श्रीनरेन्द्र नाथ इति शुद्ध नामाकरोत् पिता ।
पुत्रोऽयमुदित स्तस्य कन्या चतुष्टयात् परं ॥ ৪৭
अतोऽयमर्भकः पित्रो र्बभूवादरभाजनं ।
अत्यादर लालितत्वादीप्सितं नो गतो यदि ॥ ৪৮
गृह द्रव्यानि सर्व्वानि निःक्षिप्य चूर्णयिष्यति ।
एवं दौरात्म्ययुक्तोऽपि सुन्दराकृति हेतुतः ॥ ৪৯
केनापि न किञ्चिदुक्तं वचनं भीतिदायकं ।
वीरेश्वरस्य भूतोऽयमित्युक्त्वा जननी यदा ॥ ৫০

'By this her desire was fulfilled and a great son like Mahabir, a great devotee of Ramachandra and incarnation of Rudra, was born to her for the wel-fare of the suffering humanity. Although he was lovingly called as Bireswar, Birey or Biley, he was given the name of Narendranath at the time of rice-taking ceremony. Due to the birth of Narendra after four female issues, he was the most favorite of his parents. In his childhood he was so naughty that he used to break down household things if he was not given what he wanted. He was so beautiful in his appearance that none would utter any threatening words for the mischiefs. His anger would, however, be cooled down when her mother poured water on his head or feet, saying "This is a ghost of Lord Bireswar." 44 to 50

বঙ্গানুবাদ :—

মাতা ভুবনেশ্বরী পুত্রমুখ না দেখিয়া কোন একটি আত্মীয়া স্ত্রী-লোকের আদেশ মত গঙ্গার জলে পরিপূর্ণ একশত কলশ দ্বারা বাবা বীরেশ্বর মহাদেবকে স্নান করাইয়া ভুবনেশ্বরী সফলকাম হইয়াছিলেন। ৪৩।৪৪

অর্থাৎ সেই বীরেশ্বর শিবলিঙ্গের স্নানের পরই তাঁহার কৃপায় মাতা

অন্ত্যলীলায়াং ১১শ অঃ

ভুবনেশ্বরীর সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার রামদাস মহাবীরের তুল্য জগন্মঙ্গলকারক পুত্র নরেন হইয়াছিল। ৪৫

পিতামাতা আদর করিয়া বীরেশ্বর বীরে বিলে বলিয়া ডাকিলেও মহামতি পিতা অন্নপ্রাশনের সময়ে শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ এই নাম করণ করেন। ৪৬

বিশ্বনাথ দত্তের ৪টি কন্যার পর এই পুত্রটি ভূমিষ্ট বশতঃ এই বালক পিতা মাতার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন। ৪৭

অতি আদরের সহিত লালিত পালিত বশতঃ যদি ইচ্ছামত জিনিষ না পাইত তবে গৃহ দ্রব্য সকল ভাঙিয়া ফেলিত। ৪৮

এইরূপ দুষ্ট ভাবান্বিত হইলেও সুন্দর আকৃতিবশতঃ কেহই কিছুমাত্র ভীতিপ্রদ বাক্য বালককে বলিতেন না। ৪৯

गत्वा तत्र रामसीता क्रीता पुत्तलिका रसात् ।
स्वगृहमानीय तां मत्त्वा भगिनीं समपृच्छत ॥ ५७

Learning from what was told by his mother he felt proud that he was a ghost of Lord Bireswar. He would happily move about riding on the shoulder of his father's stabler. There was a temple belonging to a famous rich man near the house of Narendra. Once during the Shiva Puja Festival, Narendra went to see the fair and bought a doll of Ram-Sita. On returning home he asked his sister. 51 to 57

বঙ্গানুবাদ :—

মা যখন নরেন্দ্রের ক্রোধ নিবারণের জন্য এটা বীরেশ্বর ঠাকুরের ভূত বলিয়া মস্তকে বা দুই পায়ে জলঢালিয়া দিতেন। তৎক্ষণাৎ আর কিছুমাত্র ক্রোধ থাকিত না। ৫০।৫১

মাতৃ স্তন্যে দেহপুষ্টি বশতঃই মাতার কথার অনুসারে নরেন্দ্র নিজেকে বীরেশ্বর দেবতার ভূত বলিয়া মনে করিয়া গর্ব্ব করিতেন। ৫২

নরেন্দ্র পিতার অশ্বরক্ষকের স্কন্ধেই চড়িয়া আনন্দে এখানে ওখানে বেড়াইতেন। ৫৩

নরেন্দ্রের বাড়ীর নিকটে সুপ্রসিদ্ধ ধনবানের একটি মন্দির আছে। তিনি কায়স্থ কুলরত্ন বহুতর সৎকর্ম্মকারী মহাত্মা রামদুলাল সরকার ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে গাজন উৎসবের দিনে পঞ্চম বর্ষীয় বালক নরেন্দ্র সেই স্থানে যাইয়া রামসীতার মূর্ত্তি পুতুল খরিদ করিয়া

ভক্তিপূর্ব্বক আনিয়া গৃহে প্রবেশ মাত্রে ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৫৪ ৫৫.৫ ।৫৭

अनयोरस्ति किं पुत्रः कन्या वा यदि चेद्वद ।
नरेन्द्रे नैवमुक्ता सा भगिनी भ्रातृवत्सला ॥ ५८
उवाचास्तिद्वयं पुत्रं कुशीलवेति संज्ञकम् ।
श्रुत्वैवं श्रीनरेन्द्रस्तु भगिनीं पुनरब्रवीत् ॥ ५९
वदेदृग् देवता नाम यस्य नास्ति सुतादयः ।
अथवा पुत्र गेहादिं त्यक्त्वा योगरतः सदा ॥ ६०
श्रुत्वैवं त्यागवार्त्तां सा भगिनी बालकास्यतः ।
कथं वाक्शून्यतामाप किमेतदित्य चिन्तयत् ॥ ६१
ततो धैर्य्ययुता प्राह भ्रातरं सस्मितं वचः ।
अस्ति योगीश्वरो योगी हिमाद्रि तनया पतिः ॥ ६२
सर्व्वस्वं सम्परित्यज्य श्मशानालय मध्यगः ।
अनन्य चेताः सततं करोति हरि चिन्तनं ॥ ६३
भगिन्यामेवमुक्तायां विवाद सम्भवः सुतः ।
तद्वचनात्तो यो वपूर्त्तिमानाय्य महतोमहान ॥ ६४

"Have Ram-Sita any children?" His sister replied, "Oh yes, they have two sons named Kushi and Laba." At this Narendra said, "Tell me the name of such a god as has no issue or has left his family and dedicated himself to holy pursuits." His sister wondered at this strange query of Narendra and patiently said, "There is

Lord Shiva. the husband of Goddess Durga. who lives in the crematary ground dedicating himself to divine thoughts." On hearing this Narendra at once got an image of Shiva purchased from the fair and placed it before him 58 to 64

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই রাম সীতা ঠাকুরের পুত্রকন্যা আছে কি না আমাকে বল। নরেন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রাতৃবৎসলা জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিয়াছিলেন ইহঁাদের কুশী ও লব নামে দুইটি পুত্র আছে। এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্র ভগিনীকে পুনর্বার বলিয়াছিলেন। ৫৮।৫৯

এইরূপ একটি দেবতার নাম কর যাঁহার পুত্র কন্যা কিছুই নাই। অথবা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা যোগযুক্ত থাকেন। ৬০

এইরূপভাবে সেই ভগিনী বালক নরেন্দ্রের মুখ হইতে তদ্রূপ ত্যাগের কথা শুনিয়া ক্ষণকাল অবাক হইয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন ইহা কি। অর্থাৎ বালক নরেন্দ্রের এইরূপ ভাব অত্যাশ্চর্য্য। ৬১

তৎপরে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বালক ভ্রাতাকে ঈষৎ হস্যসহকারে বলিয়াছিলেন। আছেন মহাযোগী শঙ্কর ইনি হিমালয়ের কন্যা দুর্গার স্বামী। ৬১

संस्थाप्य सम्मुखे स्वस्य सद्भाव भावितात्मना।
पद्मासने चोपविश्य निमील्य नयनद्वयं ॥ ६५
भुजाभ्यां क्रोड़माच्छाद्य योगीव ध्यानवान् मुदा।
पूजयित्वा यथाज्ञानं ननाम दण्डवद्भुवि ॥ ६६

यदि कस्मिन्दिनेऽप्यस्य नरेन्द्रस्य शिवार्चने ।
विलम्बो जायते तावत्तज्ज्येष्ठा भगिनी द्रुतं ॥ ৬৭
तत्रागत्य तदीयं सा विधृत्य करपल्लवं ।
गृहाभ्यन्तर मानीय भ्रातरं समभोजयत् ॥ ৬৮
तथा श्रुत्वा नरेन्द्रोऽयं शङ्करं गञ्जिकारतम् ।
धान्यतृणं समानीय तद्धूमं पीतवान् स्वयं ॥ ৬৯
नीतिविद्विदुषः पुत्रो यतोऽयं पण्डितो भवेत् ।
इत्याशया चतुर्वर्षात् परमेव सुपण्डितः ॥ ৭০
विद्यारम्भं कुमारस्य कारयामास तत् पिता ।
विशिष्ट सम्भ्रमवतो विशुद्धवंश सम्भवात् ॥ ৭১

He sat before the image with his eyes closed and hands placed on his breast. He worshipped it and bowed down with great devotior. On the day Narendra would be busy with the image for a very long time, his eldest sister would take him into the room and feed him. Narendra came to know that Lord Shiva smoked ganja. So he would light straw and smoke it. With the hope that Narendra, being the son of a lawyer, would be a great scholar, his father initiated him in reading and writing at the age of five years.

65 to 71

বঙ্গানুবাদ :—

এই মহাযোগী শঙ্কর সর্ব্বস্ব অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র গৃহ বিত্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা শ্মশানে বাস করিয়া অনন্য মনে শ্রীহরি নারায়ণের নাম জপ করেন। ৬৩

ভগিনী এইরূপ বলিলে শিবাংশসম্ভূত নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেই শিব মূর্ত্তি আনাইয়া মহান্ হইতেও অতি মহান নরেন্দ্র। ৬৪

নিজের সম্মুখে সেই শিব মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া শিবভাবে ভাবিত মনে পদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক দুইটি চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া ভুজদ্বয় দ্বারা ক্রোড়দেশ আচ্ছাদিত করতঃ যোগীর মত প্রফুল্লচিত্তে ধ্যানমগ্ন হইত। যথাযোগ্য জ্ঞানানুসারে পূজা করিয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। ৬৫।৬৬

যদি কোন দিন নরেন্দ্রের শিবপূজার জন্য অধিক বিলম্ব হইত জ্যেষ্ঠ সহোদরা সসব্যস্তে সেই পূজা স্থানে আসিয়া নরেন্দ্রনাথের দুইটি হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গৃহমধ্যে লইয়া যাইয়া নরেন্দ্রকে খাওয়াইত।

নরেন্দ্র শুনিয়াছিলেন শঙ্কর গাঁজা খান। তজ্জন্য নরেন্দ্রও ধান্য কাঁটিকায় অগ্নিসংযোগ করিয়া সেই ধূম পান করিতেন। ৫৯

নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পুত্র নরেন্দ্র নিশ্চয় পণ্ডিত হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই পূর্ণ চারিবৎসর পরই পিতা বিশ্বনাথবাবু সুপণ্ডিতের দ্বারা নরেন্দ্রের বিদ্যারম্ভ করিয়াছিলেন। ৭০,৭১

আশঙ্কা নর সংসর্গং পুত্রং বিদ্যালয়ে পিতা।
পাঠার্থং নাদদাত্ বৈ স্বস্য যত্র পরিহর্ষঃ ॥ ৭২
যত্নং শিক্ষয়ামাস বিদ্যালাভায় তস্য বৈ।
শ্রীনরেন্দ্রো বদন্নিত্যং শিবকং প্রতি বালকঃ ॥ ৭৩

अन्त्यलीलायां ११श अः

तिष्ठाम्यहं शयित्वात्र शय्यायामधुना भवान् ।
पाठ्यं यदस्ति मे तद्‌भो द्विवारं पठतु स्वयं ॥ ৭৪
तद्रूप श्रुतिमात्रेणाभ्यसनं मे भविष्यति ।
अनेनास्य श्रुतिधर लक्षणं सूचितं प्रभो ॥ ৭৫
एवं कतिपयाब्देषु गतेषु गुणवत्तरः ।
मेट्रोपलिटनित्याख्ये पाठ गेहेऽतिनिर्म्मले ॥ ৭৬
विश्वविख्यात विदुषः श्रीविद्यासागरस्य हि ।
कियत्कालं पठित्वात्र प्रवेशिका परीक्षणे ॥ ৭৭
श्रीनरेन्द्रः समुत्तीर्य्य तथा तामाकु सेवने ।
अत्यन्तोऽप्यभवत्तस्मात् पाठागारावरोधनं ॥ ৭৮

To avoid company with boys of lower castes in the school, a good teacher was appointed for his education at home. Narendra would lie on his bed and ask the teacher to tell him the lesson twice so that he would commit it to memory. Thus he showed his power of extra-ordinary memory from his childhood. Gradually he passed the Entrance examination from the Metropolitan Institution founded by the great Pandit Iswar Chandra Vidyasagar. In the meantime he also became a habitual smoker, and would smoke in his reading room carefully closed and bolted.

72 to 78

বঙ্গানুবাদ :—

নরেন্দ্রের সম্ভ্রমশালী বিশুদ্ধ বংশে জন্মবশতঃ পিতা সাধারণ পাঠশালায় ইতর বালকের সঙ্গ হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া নরেন্দ্রকে পাঠশালায় শিক্ষার জন্য দেন নাই। নরেন্দ্রের শিক্ষার্থে নিজ গৃহেই পণ্ডিতের দ্বারা যত্নপূর্বক শিক্ষাদান করাইয়াছিলেন। ৭২

বালক নরেন্দ্র পণ্ডিতকে বলিতেন আমি এখন এইখানে বিছানায় শুইয়া থাকি আজ আমার পড়িবার বিষয় যাহা আছে তাহা আপনি নিজে দুইবার বলুন তাহা শুনিলেই আমার অভ্যাস বা মুখস্থ হইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা নরেন্দ্রের শ্রুতিধরের লক্ষণ সূচিত হইয়াছিল। ৭৩।৭৪।৭৫

এইরূপভাবে কয়েক বৎসর গত হইলে মহাগুণশালী নরেন্দ্রের বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন নামক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া কিছুদিন ঐ স্থানে অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ৭৬।৭৭

এবং তামাকু সেবনে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। প্রায়ই নরেন্দ্র যখন তখন নিজের পড়িবার ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তামাক খাইতেন। ৭৮

প্রায়ঃ জাত্বা যদা তদা করোত্তামাকু সেবনং।
বিদ্যায়াস্য পিতা প্রাহ মন্যে মম সুতোঽধুনা ॥ ৭৯
দেবদেবী পূজনার্থং ঘৃতাদি দানকর্মণি।
লিপ্তোঽভূত্তেন সদ্গন্ধোঽপ্যস্মাকং ঘ্রাণগহ্বরে ॥ ৮০
মৃদুমন্দং প্রবহতি হৃদ্যদায়া প্রতোঽপি চ।
তস্য বিদ্যোন্নতিং দৃষ্ট্বা ন কিঞ্চিদবদত্ পিতা ॥ ৮১

अन्त्यलीलाया ११श अः

यानिकानि च शास्त्राणि बहूनि कठिनान्यपि ।
एकाग्रता बलेनैव सुखस्य समयान्तरे ॥ ৮২
अङ्गराग्रसम्भवत्वादभ्यस्तानि महात्मना ।
वयोवृद्धया समं तस्य धर्मभावस्य वृद्धितः ॥ ৮৩
गद्गदितिसूक्ष्मकण्ठं मधुरं प्रीतिदायकं ।
संस्मृत्य श्रीभगवन्तं प्रेम्णा वदति सन्ततं ॥ ৮৪
भगवत्तत्त्वव्याख्यानं ब्राह्मसमाज सद्मनि ।
श्रुतं पण्डितवर्य्यैः यत्तच्छ्रोतुमाग्रहान्वितः ॥ ৮৫

His father would jokingly say, "He must be offering holy smoke to his gods as we understand by the smell which comes to us even though the room is carefully closed from inside." Seeing his proficiency in education his father did not chastise him for his bad habit. He could learn very difficult subjects in a very short time. He became more and more religious-minded with his age. He would utter holy names with great devotion. He was always very eager to listen to the holy discourses of great scholars in the institute of Bramho Samaj. 79 to 85.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ জানিয়া পিতা রহস্য করিয়া বলিতেন। সম্প্রতি নরেন্দ্র দেবদেবী পূজার জন্য ধুপধুনা দিতেছেন তজ্জন্য গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ

হইলেও মৃদুমন্দভাবে আমাদের নাসারন্ধ্রে সদ্‌গন্ধ প্রবিষ্ট হইতেছে। নরেন্দ্রের বিদ্যোন্নতি দেখিয়া বিশ্বনাথবাবু কিছু বলিতেন না। ৭৯।৮০।৮১

শব্দার্থ সম্বন্ধবশতঃ যে কোন কঠিন গ্রন্থ হইলেও একাগ্রতা বলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র সমস্ত অভ্যাস করিয়া ফেলিতেন। বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাবেরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। ৮২।৮৩

মধুর ও প্রীতিদায়ক ভগবানের নাম গড্‌ গড্‌ এইটি উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের নাম প্রায়ই বলিতেন। ৮৪

পণ্ডিতসকল ব্রাহ্মসমাজে ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ে যাহা ব্যাখ্যা করিতেন শ্রীমান নরেন্দ্র সেই সকল পণ্ডিতের ভাষণ শুনিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইতেন। ৮৫

श्रीनरेन्द्र स्तदागत्य स्तुत्वानन्दरसाम्बरा ।
यतस्मात् कारणादस्य प्रमभावोदयो वभौ ॥ ८६
द्वितीय शेऽपि शिवायां योगदानं यदाभवत् ।
तदास्य परमात्मीयो रामदत्तेति संज्ञकः ॥ ८७
ठाकुरस्य समायत्तं नीत्वा गच्छन् महामतिः ।
ठाकुरोऽपि नरेन्द्रं तं स्वात्मीयं सार्व्वकालिकं ॥ ८८
लीलासहचरं दृष्ट्वा हृष्टवानतिसम्भ्रमं ।
स्निग्धवाक्ये नीतवेदं गीतं किं विदितं त्वया ॥ ८९
ठाकुरैरेवमुक्तः श्रीनरेन्द्रः प्रत्युवाच तं ।
गानमेकं विजानामि भवन्तं श्रावयामि तं ॥ ९०
निशम्याध्यात्मिकं गानमति प्रीतोऽभवत् प्रभुः ।
आसने समुपमिव आरोहितस्योपवेशनं ॥ ९१
स्पर्शं हृदय तस्य योगयुक्तेन पाणिना ।
तदा तस्य नरेन्द्रस्य प्रभोपादे योगवैभवात् ॥ ९२

He was so influenced by the preachings of Bhamha Samaj that he lost his faith in idolatry. When he was a student of class II. he was taken to Thakur by one of his relatives, named Ram Dutta. Thakur realised the in-born greatness of the child and took him as one of his favorites. He lovingly asked Narendra if he could sing. Narendra answered affirmatively and sang a song. Thakur became much impressed and placed him on his seat and touched his brest to bestow divine power on him. 86 to 92.

বঙ্গানুবাদ :—

মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মসমাজে যাইয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা মনোযোগের সহিত শুনিতেন। এই জন্যই এই সময় হইতে নরেন্দ্রের ব্রহ্মভাবের স্ফুরণ হইয়াছিল। ৮৬

এবং নরেন্দ্রের দ্বিতীয় শ্রেণী শিক্ষায় যে সময়ে যোগদান হইয়াছিল। সেই সময়ে নরেনের একজন আত্মীয় রাম দত্ত নামক বিচক্ষণ ব্যক্তি নরেন্দ্রকে ঠাকুরের নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। ৭৮

ঠাকুরও নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া এইটি আমার নিজের পুরাতন আত্মীয় এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলার প্রধান সহচর মনে করিয়া অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত সমাদর করিয়াছিলেন। ৮৮

এবং অতি মনোরম বাক্যে বলিয়াছিলেন তুমি কি গান জান? ঠাকুর এইরূপ বলিলে নরেন্দ্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন : আমি একটি গান জানি তাহা আপনাকে শ্রবণ করাইতেছি। ৮৯।৯০

এইরূপ বলিয়া নরেন্দ্র একটি গান গাহিয়াছিলেন। প্রভু নরেন্দ্রের পরমার্থ বিষয়ক গান শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। এবং ঠাকুর নরেন্দ্রকে নিজের পুত্রের মত সিংহাসনে বসাইয়া যোগযুক্ত করকমল দ্বারা নরেন্দ্রের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিলেন। ৯১।৯২

शुद्धचैतन्य सम्पर्कान्मनसो गतिरन्यथा ।
जाता यया जगत्सर्व्वं दृश्यं स्थावर जङ्गमं ॥ ৯৩
विलीनत्वं गतं स्वस्य देहस्यापि तथाभवत् ।
गृहस्याच्छादनं नास्ति सर्व्वं शून्यमिदं जगत् ॥ ৭৪
श्रीगुरोः कृपया लब्धा शुद्धां भागवतीं तनुं ।
ब्रह्मलोक स्योर्द्ध लोकं द्रुतं गत्वा सनातनम् ॥ ৯৫
प्रसन्नं शाश्वतं दिव्यमनन्तं शिवदं शुभं ।
मोक्षप्रदं हिरण्मयं ब्रह्मानन्द सुखात्मकं ॥ ৯৬
एवमादिगुणोपेतं तद्विष्णोः परमं पदं ।
यद्गत्वा न निवर्त्तन्ते तद्धामपरमं हरेः ॥ ৯৭
नहि वर्णयितुं शक्यं व्यासैः कल्पशतैरपि ।
अपि द्रष्टुं न शक्यन्ते ब्रह्मरुद्रादिदैवतैः ॥ ৯৮
ज्ञानेन शास्त्रमार्गेण दृश्यते योगि पुङ्गवैः ।
तत् स्थानमुपभोक्तव्यमस्तत्रब्रह्म सेविना ॥ ৯৯

By the divine influence of Thakur, Narendra turned over a new leaf. The visible world melted away. He felt himself bodyless. There was no ground, no floor, no room. He was in an empty void. Thus he attained divine reality which is rarely attained by life-long penance. 93 to 99.

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময়ে ঠাকুরের যোগপ্রভাবে নরেন্দ্রের শুদ্ধ চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ মনের গতি অন্যরূপ হইয়াছিল। যাহাতে পরিদৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং নিজের দেহেরও অস্তিত্ব ছিলনা। যেখানে বসিয়াছিলেন সেই স্থানের আবরণ বা গৃহাদি কিছুই ছিলনা অধিক বলা বাহুল্য সমগ্র জগৎ শূন্যময় হইয়াছিল। ৯৩।৯৪

শ্রীগুরুঠাকুরের কৃপায় বিশুদ্ধ ভগবদ্দেহ লাভ করিয়া সেই সময়ে ব্রহ্মলোকের ও উর্দ্ধলোকে দ্রুতগতিতে যাইয়া সনাতন অমৃত শাশ্বত নিত্য অনন্ত মোক্ষপদ পরমপদ হিরণ্ময় ব্রহ্মানন্দস্বরূপ এই সকল গুণ-বিশিষ্ট বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ যে স্থানে যাইলে পুনরায় এই নশ্বর জগতে আসিতে হয় না। ৯৫। ৯৬।৯৭

ভগবানের সেই পরম ধামের বর্ণনে কোটিকল্পকালেও কেহ সমর্থ হয় না। ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবতা সকলও যে ধামটি দেখিতে সমর্থ হয় না। ৯৮

যে স্থানকে শাস্ত্র পথাবলম্বনে জ্ঞানের দ্বারা যোগীশ্বরগণই দেখিতে সমর্থ হন। এবং সেই স্থানটি অক্ষর ব্রহ্মসেবকগণেরই সম্ভোগের যোগ্য। ৯৯

भगवद्भक्तियोगेन सर्व्वभोगविवर्जिताः।
प्रपश्यन्ति महाभागा भगवत्पाद सेवकाः ॥ १००
तद्विष्णोः परमं धाम कृपया दृष्टवान् गुरोः।
यं न विदन्त्य धर्म्मिष्ठाः शठाभूमद्रूहः खलाः ॥ १०१
योगारूढ़ा योगिनोऽपि प्रतिष्ठामोलुपा जनाः।
यस्य धाम्न्यमृतस्याप्तिर्नेममप्यभयं वयं ॥ १०२

अन्त्यलीलायां ११श अः

चिदानन्दमयी लीला विभाति तत्र सर्वदा ।
अपूर्वरूपमाधुर्य्या ब्रह्मरूपा सनातनी ॥ १०३
यदाहं दृष्टवांस्तत्र प्रसन्नमुखपङ्कजं ।
गुरुं तत्समविधावस्ति मम पूर्वकलेवरं ॥ १०४
तदाहं भीतिविभ्रान्तो गुरोःपादौ प्रगृह्य वै ।
संक्रन्दयन् भिक्षांशो वदन्नित्थं वचो गुरुं ॥ १०५
अधुना कुत्र तिष्ठामि न जानामि कथंचन ।
कृपया पूर्वरूपं मे देहि त्वं जगद्गुरोः ॥ १०६

It is only by the grace of one's preceptor that such divine experience is possible. The limitless ocean of eternal beauty and joy cannot be seen by the impious, cunning, cruel or crooked-minded, or even by yogis who desire fame or honour. The strangeness of this divine experience overwhelmed Narendra. He cried out to get back his earthly sense. 100 to 106.

বঙ্গানুবাদ :—

অথবা ভগবানের ভক্তিযোগ দ্বারা প্রাকৃতিক সর্ব্ব ভোগ পরিত্যাগী মহাভাগ্যবান ভগবানের পাদপদ্মের সেবকগণ গুরুকৃপায় সেই বিষ্ণুর পরম ধাম প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন। ১০০

এবং যে বিষ্ণুর পরম পদকে অধার্ম্মিক ধূর্ত্ত জীব হিংসাকারী এবং ক্রূর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় নাই। ১০১

अन्त्यलीलायां ११श अः

এমন কি প্রতিষ্ঠালোভি যোগারূঢ় যোগিগণও দেখিতে পান নাই। সে স্থানে অমৃত ক্ষেম ও অভয় এই তিনটি বিদ্যমান আছে এবং চিদানন্দময়ীলীলা যে স্থানে সর্ব্বদা আছে সেই স্থানে অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য আনন্দঘনবিগ্রহ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। ১০৩

এবং প্রসন্ন মুখারবিন্দ গুরুকেও দেখিয়াছিলাম। এবং সেই গুরুর নিকটে আমার পূর্ব্বের দেহও আছে। এই সকল দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভয়ে ভীত হইয়া গুরুর দুইটি পাদপদ্ম গ্রহণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে অশ্রু প্লাবিত হইয়া গুরুদেবকে এইরূপ বলিয়াছিলাম। ১০৪।১০৫

এক্ষণে আমি কোথায় আছি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হে দেব দেব আপনি দয়া করিয়া আমার পূর্ব্বদেহ আমাকে দিন। ১০৬

निःस्वार्थं स्नेहपूर्णास्ति माता मे पुत्रवत्सला ।
यत् सर्वस्वमहं स मे पितास्ति ज्ञानदो गुरुः । १०७
एवं कातर्ययं वचनं निशम्य भगवांस्तदा ।
कृपयोवाच भो पुत्र तिष्ठ तिष्ठेति भारती ॥ १०८
श्रुत्वा पुनर्मद्धृदयं स्पृष्टवान् तदैव मे ।
सञ्जाता चेतना तादृक् प्राग् यादृगस्ति चेतना ॥ १०९
तत्प्रसादीय भोज्यानि भुक्त्वा पीत्वा जलं ततः ।
पुनः श्रीरामदत्तेन सानन्दं गृहमागतः ॥ ११०
साक्षाद्भगवतस्तस्य सर्वदसाद्य दर्शनं ।
पूर्णं पुण्यं पुष्पं वसाद अत्र रोमहर्षणं ॥ १११

অন্ত্যলীলায়াং ৭৭ম অঃ

সত্যনিষ্ঠা নরেন্দ্রস্যঽবর্ত্তিত সকলোপরি।
যদি ভূত ভয়ং কোঽপি শিশুং প্রতি প্রদর্শয়েৎ ॥ ৭৭২
শ্রুত্বোবাচ নরেন্দ্রস্তং মায়ং সুবিতথং বচঃ।
পুনঃ পুনর্ন বোধিত্বং নৈয়ং বদতি মানুষঃ ॥ ৭৭৩

Thakur again touched his breast and Narendra got back his earthly existence. *He took some holy offerings and joyfully returned home with Ramadutta.* This was the first meeting of Narendra with Thakur. Narendra loved truth and truthfulness. If anyone would try to make a child afraid of ghosts, he would at once forbid to speak of such false things. 107 to 113

বঙ্গানুবাদ :—

নিঃস্বার্থস্নেহপূর্ণা পুত্রবৎসলা আমার মাতা আছেন। এবং আমিই যাহার সর্বস্ব সেই আমার জন্মদাতা মহাগুরু পিতা আছেন। ১০৭

তখন ভগবান ঠাকুর নরেন্দ্রের এইরূপ কাতর বাক্য শুনিয়া হে পুত্র তিষ্ঠ তিষ্ঠ অর্থাৎ থাক থাক এইকথা কৃপা পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। ১০৮

এইরূপে পুনর্ব্বার আমার হৃদয় স্পর্শ মাত্রে তৎক্ষণাৎ আমার এই রূপ জ্ঞান হইয়াছিল পূর্ব্বে আমার দেহ দৈহিক সম্বন্ধে যেরূপ জ্ঞান ছিল। ১০৯

তৎপরে ঠাকুরের প্রদত্ত প্রসাদীয় দ্রব্য ভোজন পূর্ব্বক জল খাইয়া পুনর্ব্বার রামদত্তের সহিত উৎফুল্ল হৃদয়ে ঘরে আসিয়াছিলাম। ১১০

আমার জন্ম জন্মান্তরের বহুতর পুণ্যবলে সাক্ষাৎ ভগবানের রোমহর্ষণরূপ এই প্রথম দর্শন হইয়াছিল। ১১১

ক্রমশঃই নরেন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যদি কেহ শিশু সন্তানকে ভূতের ভয় দেখাইত নরেন্দ্র শুনিয়া বলিতেন কেন তুমি অত্যন্ত মিথ্যাকথা পুনঃপুনর্ব্বার বলিতেছ। মানুষে একরূপ কথা কখনও বলে নাই। ১১২।১১৩

ठाकुरोऽप्यवद देवं शिष्यवर्गं समीपतः।
नरेन्द्रः सत्य सङ्कल्पः सत्यस्वरूपमीश्वरं ॥ ११४

करिष्यत्येव प्रत्यक्षं पश्यामि दिव्य चक्षुषा।
एवमयाचित लाभो भगवत्येव सम्भवेत् ॥ ११५

प्रवेशिका परीक्षायां समुत्तीर्णो यदा बभौ।
तदा मयाक्रान्त देहो विद्यागारे यथाक्षणे ॥ ११६

प्रवेष्टुं न समर्थोऽभू नरेन्द्रः सूक्ष्मबुद्धिमान्।
न वृथा क्षपयिष्यामि कालं मत्वेति गायकं ॥ १.७

वेणी घोस्वाद नामक माहूय तस्य सन्निधौ।
अशिक्षत गीतविद्यां स्वर ब्रह्मविभूषितां ॥ ११८

मूर्च्छनाद्यालापवतीं गान्धारादिस्वरात्मिकां।
अनपेक्ष्यान्यविषयं प्राप्यसद्गानमुत्तमं ॥ ११९

लोकातीतैकाग्रतया षण्मासाभ्यन्तरे सुधी।
गायकानां सभामध्ये प्रसिद्ध गायकोऽभवत् ॥ १२०

Thakur also said that Narendra always followed the path of truth, nay he was Truth itself, andhe

would surely realise God. After passing Entrance examinatiion Narendra could not attend College for higher studies due to illness. Without idly wasting his time he began to learn music under the tutorship of Beni Ustad. Within six months he established himself as one of the famous singers of the times. 114 to 120

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর নিজে কোন সময়ে শিষ্যবর্গের নিকটে এইরূপ বলিয়াছিলেন। নরেন্দ্র সত্যসঙ্কল্প আমি দিব্যচক্ষুঃ দ্বারা দেখিতে পাইতেছি যে ১১৪

নরেন্দ্র সত্যস্বরূপ ভগবানকে নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করিবে বা সাক্ষাৎ দেখিতে পাইবে। এইরূপ অযাচিত গুরুকৃপা ভগবানেই সম্ভব হয়। ১১৫

প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণের পর কিছুদিন পীড়িত হইয়া যথা সময়ে কলেজে যাইতে পারেন নাই অত্যুচ্চ বুদ্ধিমান নরেন্দ্র বৃথা সময় নষ্ট করিব এইরূপ ভাবিয়া বেনী ওস্তাদ নামক শ্রেষ্ঠ গায়ককে ঘরে আনাইয়া তাঁহার নিকটে স্বরব্রহ্ম বিভূষিত। ১১৬।১১৭।১১৮

মূর্চ্ছনালাপসংযুক্ত রাগরাগিনীর সহিত গীতবিদ্যা শিক্ষা করেন। এবং গান্ধারাদি রাগস্বরূপা গীতি অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা না করিয়া একাগ্রচিত্তে গান অভ্যাস করিতেন। অলৌকিক একাগ্রতা বশতঃ নরেন্দ্র ছয়মাসের মধ্যে গায়ক সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি উত্তম গায়ক হইয়াছিলেন। ১১৯।১২০

अल्लाक्षोलायां ११श वः

दृष्ट्वैवन्तद् गीतं गुरुरुवाच सादरं वचः ।
सन्ति भो गीत रत्नानि गुप्तानि यानि मद्‌हृदि ॥ १२१

सर्व्वाणि तानि मत्तस्त्वं निःशेषेण गृहीतवान् ।
अद्येदं सुरिभिर्भाष्यं स्वरग्रामं सुदुर्गमं ॥ १२२

ब्रह्मज्ञानी भवेदेव तदायत्तं सुसाधनैः ।
गीत शास्त्रान्तरेचोक्तं नाद स्वरूप लक्षणं ॥ १२३

सच्चिदानन्द विभवात् सकलात् परमेश्वरात् ।
आसीत् शक्ति स्ततो नाद स्तस्माद्बिन्दु समुद्भवः ॥ १२४

नादोबिन्दुश्च बीजञ्च स एव त्रिविधो मतः ।
न नादेन विना गीतं न नादेन विना स्वरः ॥ १२५

न नादेन विना रागस्तस्मान्नादात्मकं जगत् ।
प्रायः शररसघटीकालं भजन गीतिभिः ॥ १२६

श्रोतृवृन्द श्रीनरेन्द्रः कुर्व ते मोहितं तदा ।
ठाकुरेणाप्यविस्मृतं न श्रुतं गानमीदृशं ॥ १२७

His tutor became astonished to see the most extra-ordinary talent of Narendra and said with high appreciation, "Oh Narendra, you have learnt whatever I had to teach you. It is held by great masters that proficiency in the art of singing depends on the knowledge of Bramha, the ultimate reality. In the code of musical art sound has been identified with Bramha. Power comes

from God, sound from power and Vindu from sound. Without sound, no tone or tune is possible. All this visible world is born of sound." Narendra could hold his audience spell-bound for long five to six hours. Thakur also said that he had not heard more finer song than that of Naren.

121 to 127

বঙ্গানুবাদ :—

শিক্ষক মহাশয় নরেন্দ্রের এইরূপ অসাধারণ শক্তি দেখিয়া অত্যন্ত সমাদর করিয়া বলিয়াছিলেন। হে নরেন্দ্র গীতিবিষয়ক মহারত্নস্বরূপ অত্যন্ত গোপনীয় যে সকল আছে তুমি সেই সকল গুপ্তরত্ন আমার নিকট হইতে সকলগুলিই লইয়াছ। ১২১

অতএব পণ্ডিতগণের ইহাই চিন্তনীয় বিষয় যে সুকঠিন স্বরগ্রামের আয়ত্ব কঠোর সাধনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরই হইয়া থাকে। গীত-শাস্ত্রে নাদব্রহ্মের এইরূপভাবেই বলা হইয়াছে। ১২২।১২৩

পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে শক্তি হইয়াছে শক্তি হইতে নাদ হইয়াছে, নাদ হইতে বিন্দু হইয়াছে। নাদবিন্দুও বীজরূপে সেইটি তিন প্রকার প্রকাশিত হইলেও নাদ ভিন্ন রাগ স্বর গান কিছুই হয় না। অতএব সমস্ত জগৎই নাদময়। ১২৪।১২৫

শ্রীমান্ নরেন্দ্র প্রায় ৫।৬ ঘণ্টা কাল ভজনগানে শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। ঠাকুরও বলিতেন নরেন্দ্রের মত গান আমি কখনও শুনি নাই। ১২৬।১২৭

अम्त्यलीलायां ११श अः

श्रुत्वा गीतं नरेन्द्रस्य ममाभ्यन्तर देवता ।
कुलकुण्डलिनी या सौ कुण्डलीरूपधारिणी ॥ १२८
सक्रोधं जाग्रती भाति शान्तिरूपा सनातनी ।
सा शक्ति र्मे सहस्रारे शिवेन मिलिता यदा ॥ १२९
तदा समाधिः सम्भूतः सर्वं ब्रह्मणि लीयते ।
उवाचेदं साग्रहेन साङ्गोपाङ्गादिभि र्हतः ॥ १३०
भविष्यति धर्माचार्य्यः श्रीनरेन्द्रो भविष्यति ।
मन्ये ऽप्येवं नरेन्द्रस्य शास्त्रे दर्शन संज्ञके ॥ १३१
सुमहाननुरागोऽयमभवद् ज्ञानदायके ।
रेभारेण्ड हेष्टिंमिति नामकः साहेबः सुधीः ॥ १३२
पाश्चात्य दर्शने ज्ञानी मानी विद्वत् सभासु च ।
विज्ञायेदं श्रीनरेन्द्रः पाण्डित्यं तस्य धीमतः ॥ १३३
जेनारेलेसेम्ब्ली नाम विद्यागारं प्रविश्य सः ।
अध्ययन प्रभावेन परीक्षास्वहर्योऽपि च ॥ १३४

Thakur also said that Naren's song transported him to higher spiritual world and took away his consciousness of physical reality. He also predicted that Narendra would be a great religious preacher in future. It was also observed that Narendra had developed a special proneness towards Philosophy. Narendra came to know that Reverend Hastings had been honoured for his erudi-

tion in Western philosophy. He got his B. A. degree from the College of the General Assembly. 128 to 134

নরেন্দ্রের গান শুনিয়া আমার কুলকুণ্ডলিনী নামে ভিতরের দেবতা কুণ্ডলিনী রূপধারণ পূর্ব্বক সনাতনীশক্তি সক্রোধে জাগ্রত হইয়া প্রকাশিত হয়। যে সময়ে সেই শক্তি আমার সহস্রকমলে শিবের সহিত মিলিত হয়। ১২৮।১২৯

তৎক্ষণাৎ সমস্ত জগত ব্রহ্মে বিলীন হয়। এবং আমার সমাধি হয়। ঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন বহুলোকের নিকটে শ্রীমান নরেন্দ্র উত্তর কালে ১টি প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য হইবেন। ১৩৭

আমার মনে হয় সমস্ত জ্ঞানের আধার দর্শন শাস্ত্রে নরেন্দ্রের বিশেষভাবে অনুরাগ হইয়াছে। রেভারেণ্ড হেষ্টিং নামে সাহেব পণ্ডিত পাশ্চাত্য দর্শনে অধিকারী পণ্ডিতগণের সভায় সম্মান প্রাপ্ত নরেন্দ্র সেই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য এইরূপভাবে জানিয়া জেনারেল এসেম্ব্রী নামক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া অতি বুদ্ধিমান শ্রীমান্ নরেন্দ্র অধ্যয়ন প্রভাবে বিএ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ১৩১।১৩৪

जनकार्य्यो यमूवासी श्रीनरेन्द्रोऽति बुद्धिमान् ।
प्रतिमायां परस्त्वस्य सुमीताऽध्यापको महा ॥ १२५

स्वकर्चे तं समानीय ग्रानं भूरि श्रमार्जितं ।
ददौ तस्मै स्वकीयं यदनुभूतं सुनिर्मलं ॥ १२६

धूमपान व्यवस्थापि श्रीनरेन्द्रस्य धीमतः ।
यथाराध्यापकस्तस्य प्रियस्य प्रीति हेतवे ॥ १२७

যে সকল শাস্ত্রজ্ঞান অনুভব করিয়াছিলেন সেই সকল নরেন্দ্রকে অকপটে অর্পণ করিয়াছিলেন। এবং প্রিয় নরেন্দ্রের প্রীতির জন্য ধূমপানের ব্যবস্থাও কলেজের মধ্যেই করাইয়াছিলেন। কারণ যে ব্যক্তি যাহার প্রিয় হয় তাহার দোষও তাঁহার নিকটে গুণে পরিণত হয়।

১৩১।১৩ ।১৩৭

এমার্সন্ নামে সাহেব খুব বড় বিখ্যাত কবি ছিলেন। ইনি মহাভাবুক ভগবানে বিশেষভাবে ভক্তি যুক্ত ভগবৎ প্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট হইতেন। ১৩৮,১৩৯

পাশ্চাত্য ভাষাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত ইংরাজী ভাষায় এই ভাবাবেশের নাম ট্রান্স বলিয়া নাম দিয়াছেন। ১৪০

পণ্ডিত হেষ্টিং সাহেব ছাত্রদিগকে পড়াইবার সময় বলিতেন ট্রান্স একটি অন্তররাজ্যের ব্যাপার ইহা ইন্দ্রিয় গোচর হয় না। ১৪১

यतस्तं भाषया वक्तुं समर्थः कोऽपि न भवेत् ।
योगीश्वरो रामकृष्णः परमहंस ईश्वरः । १४२
जगदुद्धरणार्थाय विद्यते दक्षिणेश्वरे ।
ऐश्वरीय प्रसङ्गेन भावभावित चेतसः १४३
तस्य महात्मनो दिव्य भावावेशा भवन्ति वै ।
यूयं यदि तत्र द्रष्टुं रामकृष्णं गमिष्यथ । १४४
तर्हि ट्रान्स भावराज्य विषयं बोद्धुमर्हथ ।
एवमुक्त्वा छात्रवर्गान् दक्षिणेश्वर मन्दिरे । १४५
प्रयत्नं प्रेरयामास नरेन्द्र प्रमुखान् तथा ।
यत्र विराजितः साक्षाद्रामकृष्णः स्वयं हरिः । १४६

पस्तम्भीलायां ११श पः

न केवलं दर्शनशास्त्रवेदी नरेन्द्रनाथो बहु शास्त्रदर्शी ।
विशेषत स्तर्कविशेषशास्त्रे सुदक्षको न्याय पथानुगम्यो ॥ १४७

तथा सुदक्षः खलु नास्तिकेनये नाप्नोति नाप्नोति विकल्पिते सति ।
स्वस्यापि चास्तित्व विधौ महामतिः सन्देहयुक्तोऽभवदेव निश्चितं ॥ १४८

"This trance", said Hastings, "cannot be expressed in language. Sri Ramkrishna has appeared at Dakshineswar to bring salvation to mankind. He sometimes loses himself in a trance. If you visit him at Dakshineswar, you may have an idea of what is called "a trance." Narendra was not only well up in Philosophy and Logic but also in atheism. He would even forget his own existence when he would speak of nothingness.

142 to 148

কয়েকটি ছাত্রকে সেই দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়াছিলেন। যেখানে স্বয়ং ভগবান রামকৃষ্ণ বিরাজিত আছেন। ১৪২।১৪৩-১৪৬

নরেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র যে দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা নয় প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী ছিলেন। বিশেষতঃ ন্যায় দর্শনে সুদক্ষতাবশতঃ তিনি ন্যায় পথাবলম্বী ছিলেন।

এবং নাস্তিক নীতিতেও তাঁহার খুব দক্ষতা ছিল। তিনি যখন বলিতেন কিছুই নাই কিছুই নাই তখন তিনি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও ভুলিয়া যাইতেন। ১৪৭।১৪৮

इयं नरेन्द्र प्रतिभामलौकिकीं
विलोक्य नित्यं सुधियं विमोहिताः।
शास्त्रीय सिद्धान्त बलेन नास्तिका
नास्तिक्य भावे समयोजयत् सुधीः ॥ १४८

विज्ञानमेव महतां परमार्थ वस्तु
विज्ञायतैर्निजजनैर्महतो महीयान्।
संवेष्टितः परमशान्तिसुखं प्रदातुं
गीतात्मकेन तपसा समयोजयत्तान् ॥ ॥ १५०

एवं नरेन्द्रस्य सतीर्थ एक ब्रजाच्च विद्यालय निर्गतस्य।
अस्माकमानन्दविधौ प्रहानिर्जाता सुविद्याधिगमे सदैव ॥ १५१

किन्त्वस्य गानादद्भुतप्रपाना
नानाकथायां मनसः प्रवेशात्।
दैनन्दिनं ज्ञानसमुन्नतिर्या
भ्रातुर्नरेन्द्रस्य भवत्यहो सा ॥ १५२

ठाकुरोऽप्यवददेवं चुम्बक एव केवलं
नाकर्षति लौहदण्डमिति विज्ञानभाषितं ॥ १५३

The genius of Narendra was unquestionable. With the help of the authoritative decisions of the sastras he could convert a non-believer into a believer. The wisdom of the great thinkers beckoned to the ultimate reality. He explained this and brought it home to his fellow brothers through songs. One of them said, "Songs are good but also an hindrance to our studies." It was however a wonder that they advanced in their studies even though they were frequently interrupted by the singing and smoking of Narendra. Thakur also said that it was proved by Science that iron and magnet attract each other.

149 to 153

বঙ্গানুবাদ :—

আমরা প্রায় দৈনন্দিন নরেন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভা দেখিয়া অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইতাম। পণ্ডিত নরেন্দ্র শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত শক্তিতে নাস্তিক সকলকে আস্তিক ভাবে লিপ্ত করিতেন। ১৪৯

অতিবড় মহান্ নরেন্দ্র মহৎ ব্যক্তিসকলের পরানন্দই সার বস্তু এইটি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়া গুরুভ্রাতা সকলের সহিত মিলিত

হইয়া নির্ম্মল শান্তি সুখ দিবার জন্য গানরূপ তপস্যা দ্বারা আমাদের সকলকে পরমানন্দ দান করিতেন। ১৫০

এইরূপ ভাবে বিদ্যালয় হইতে বহির্গত নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী একটি ছাত্র বলিয়াছিলেন গান শোনার জন্য আনন্দ হইলেও পড়াশুনার বিঘ্ন হয় কিন্তু নরেন্দ্রের গান ধূমপানাদি নানা কথায় মন প্রবিষ্ট হইলেও দৈনন্দিন শাস্ত্র জ্ঞানের সমুন্নতি আমাদের বিশেষভাবে হয় ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। ১৫১।৫২

ঠাকুরও এইরূপ বলিতেন কেবলমাত্র চুম্বকই লৌহ খণ্ডকে আকর্ষণ করে তাহা নয় লৌহও চুম্বককে আকর্ষণ করে ইহা পণ্ডিতের কথা। ১৫৩

লৌহঽপি চুম্বকাকর্ষী ভবতীতি সুনিশ্চয়ং।
উভয়োরৈক্যধর্ম্মোত্থাস্মিলনং ভবতি ধ্রুবং ॥ ৭৫৪
প্রায়স্যদর্শনাদেব নরেন্দ্রঃ চুম্বকায়মিতঃ।
প্রেম্না ক্লষ্টঃ প্রভোরাসীদ্ বুস্বকেন যথায়সঃ ॥ ৭৫৫
মজ্জীবন বিদ্যাথ্য কার্য্যার্থং প্রীতিমানসৌ।
তথা তস্য নরেন্দ্রস্য ভক্ত্যাকৃষ্টঃ স ঠাকুরঃ ॥ ৭৫৬
বভূব মিলিতোঽয়ং লৌহেন চুম্বকং যথা।
পরন্তু শ্রীনরেন্দ্রায় দত্বা শক্তিমলৌকিকীং ॥ ৭৫৭
অনন্তরং স্বদেহত্বাবিষয় ভক্তাবাস স্থিতো যদা।
শ্রীনরেন্দ্রং সমাহুয় তত্ত্বজ্ঞানং দদৌ প্রভুঃ ॥ ৭৫৮
এবং ভগবতঃ যত্র কৃপয়া যত্র চেতসঃ।
সঞ্জাতা ভগবদ্ভক্তি ঠাকুরং সুবিশেষতঃ ॥ ৭৫৯

पुन: पुन: स्पर्श न दर्शनाभ्यां
सदोपदेशात् परमार्थ वस्तुनः।
दिने दिने तं प्रति तस्य श्रद्धा
विशुद्ध भावेन सुवर्धिता भूत् ॥ १६०

Both Thakur and Narendra attracted each other. The divine power of Thakur attracted Narendra, and Thakur was also attracted by the devotion of Narendra and also by his instinctive knowledge of the mission of his life. He also bestowed divine power on Narendra. Whenever Thakur would visit a place near to the residence of Narendra, he would call for Narendra and impart divine wisdom. Thus day by day the devotion of Narendra towards Thakur increased more and more. 154 to 160

বঙ্গানুবাদ :—

উভয়ের সমানাধিকরণ্য না থাকিলে পরস্পরের মিলন [illegible] না। বুদ্ধিমান নরেন্দ্র ঠাকুরের প্রথম দর্শন হইতেই প্রেমাকৃষ্ট হইয়াছিলেন৮। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তদ্রূপ নরেন্দ্রের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ঠাকুরও ভাবিয়াছিলেন আমার লীলা বেদের ভাষ্য কর্তা একমাত্র নরেন্দ্রকেই জানাইয়াছিলেন। অর্থাৎ লৌহরূপ নরেন্দ্রের দ্বারা ঠাকুর বিশেষভাবে মিলিত হইয়াছিলেন। পরন্তু ঠাকুর নরেন্দ্রকে অলৌকিক শক্তি দিয়াছিলেন। ১৫৩।১৫৭

এইরূপে ঠাকুর যখন নরেন্দ্রের গৃহের নিকটে কোনও ভক্তের গৃহে

যাইতেন তখন সেইস্থানে নরেন্দ্রকে আনাইয়া তত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ করিতেন। ১৫৮

এইরূপভাবে ঠাকুরের কৃপায় বিশুদ্ধচিত্ত নরেন্দ্রের ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তি জন্মিয়াছিল। ১৫৯

পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের দর্শন ও স্পর্শ জন্য এবং পরমার্থ বস্তুর উপদেশ পাইয়া দিন দিন ঠাকুরের প্রতি নরেন্দ্রের বিশুদ্ধভাবে আন্তরিক শ্রদ্ধা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৬০

अचिन्त्य चास्य विभो र्नरेन्द्र
उन्मत्तवद्विग्रह धारिणोऽपि ।
ऐश्वर्य योगात्मनुजः सुरोऽभू
त्स्वैव मायात् खलु लौकिकं सं ॥ १६१

श्रीरामकृष्ण स्थितिरस्ति यत्र
देवालये भक्तवरो नरेन्द्रः ।
स ठाकुरं भक्तवरः कदापि
पप्रच्छ किं त्वीश्वर दर्शनं स्यात् ॥ १६२

एवं विजिज्ञासित देव देवः
सारल्य वाक्यैः समुवाच शिष्यं ।
प्रत्यक्षतामेति हि नूनमीश्वर
स्तस्यैव यस्यास्ति विशेष साधना ॥ १६३

पश्यामि याद्दङ् मम सन्निधौ त्वां
तथैव पश्याम्यहमीश्वरं भोः ।
किन्त्वस्य साक्षात् परिदर्शनार्थं
समाधियोगं समपेक्ष्यते हि ॥ १६४

Even though Thakur looked like a mad man, he was regarded as a god by Narendra for his divine power and knowledge. Narendra would frequently call upon Thakur at Dakshineswar. Once Narendra asked Thakur whether God could be seen at all. In reply Thakur said, "Yes, God can be seen by a devotee just in the same way as I see you here and now. This, however, requires Samadhi-yoga which is an escape from the world of senses and physical reality." 161 to 164

বঙ্গানুবাদ :—

উন্মত্তের মত দেহধারী হইলেও ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্র এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। ঐশ্বরিকী শক্তিই মানুষকে দেবতা করে এইরূপ ঠাকুরের নিত্য দর্শনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাইত। ১৬১

ভক্তচূড়ামণি নরেন্দ্র একদিন ভক্তিপূর্ব্বক নত হইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ভগবানকে কি সাক্ষাৎ দেখা যায়? এইরূপ ভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর খুব সরল ভাষায় শিষ্যচূড়ামণি নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় যে ব্যক্তি শরণাগত হইয়া বিশুদ্ধভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে।

১৬২।১.৩

আমি যেমন আমার নিকটে তোমাকে দেখিতেছি। ওহে নরেন্দ্র! এইরূপ ভাবে আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য সমাধি যোগ অপেক্ষা করে। ১৬৪

अन्त्यलीलायां ११श अः

यद्दर्शनं तन्मय साधकानां
तथैवच स्यात् सृपयेश्वरस्य ।
उक्त्वैव भावेन वशेन तस्य
पस्पर्श वक्षो भगवां स्तदीयं ॥ १६५
एवं गुरौ राम कृपौ नरेन्द्रः
समाधिभावं गतवान् महात्मा ।
कस्त्वं नरेन्द्रः कुत आगतोऽत्र
किं वा त्वदीयं करणीयमस्ति ॥ १६६
एवं कृतप्रश्न नरेन्द्रनाथो
भावेन तं प्रत्यवददिसुग्धः ।
निमील्य नेत्रे सभयं सकम्पं
विशाल नेत्रः सुविशाल नेत्रं ॥ १६७
नाहं मनुष्यो न च देवयक्षौ
न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः ।
न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो
भिक्षुर्नचाहं निजबोधरूपः ॥ १६८

"When we attain this state of trance we see God." On saying this Thakur touched the breast of Narendra who at once fell into a trance. At this stage Thakur asked Narendra "Who are you? Where you come from? What is your duty?" Narendra replied, "I am not a man with any caste or creed. I am only a bodiless point of consciousness." 165 to 168

বঙ্গানুবাদ :—

তন্ময় সাধকগণ ভগবানের কৃপায় তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে। এই কথা বলিয়া ঠাকুর নিজ হস্ত দ্বারা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবা মাত্র নরেন্দ্র গুরু কৃপায় সমাধি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন নরেন্দ্র তুমি কে? কোথা হতে তুমি এখানে আসিয়াছ? এবং তোমার কর্তব্য বিষয় কি? ১৬৬

এইরূপ ভাবে ঠাকুর নরেন্দ্রকে প্রশ্ন করিলে ভাবাবিষ্ট বিশাল নেত্র নরেন্দ্র সভয়ে কম্পান্বিত কলেবরে চক্ষুঃদুইটি মুদ্রিত করিয়া সুবিশাল নেত্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। ১৬৭

আমি মনুষ্য নয় দেবতা নয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র নয় ব্রহ্মচারী বনবাসী সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু কিছুই নয়। আমি বিজ্ঞান স্বরূপ একটি পদার্থ মাত্র। ১৬৮

आमाधुना विस्मय निमग्नस्य
कृपायया हं सवितुं वरेण्यम्।
विष्णोः पदस्याद्य सुखस्वरूपं
जानामि यद् योगिभिरप्यगम्यं ॥ १६९
सोऽयं ममाद्य हृदि वर्त्तते च
ह्यन्तर्बहिश्चैव विभु स्वरूपः।
विभाति देवो महतो महीयां
अनोरणीयान् परमो गुरूनः ॥ १७०
कस्मै न मत्वा जगतां परं गुरुं
त्रिलोक मायानत पादपङ्कजं।

भक्तलीलायां ११श घः

प्रायेन सर्व्वं भगवन्तमच्युतं
यस्यान्ति पापण्ड विभिन्न बुद्धयः ॥ १७१
विज्ञाय चैवं भगवान् परेशः
स्वलोकतः सर्व्वे विमुक्ति हेतुः।
धराविरासीत् स्वजनैः समेतो
भवामि चैकः खलु मोघदासः ॥ १७२

"I have got the grace of God who is omniscient. I have now known the Unknowable. That pervading eternal Being is now manifest in and around me. He is greater than the greatest and smaller than the smallest. All gods like Shiva, Brahma, Indra etc. worship His feet. Due to utter foolishness and moral and intellectual degradation the people of kali yuga do not worship Him. To purge men of their sins God has now appeared on the Earth. I am an humble servant of the devotees of God. 169 to 172

বঙ্গানুবাদ :—

তন্ময় সাধকগণ ভগবানের কৃপায় তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে। এই কথা বলিয়া ঠাকুর নিজ হস্ত দ্বারা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবা মাত্র নরেন্দ্র গুরু কৃপায় সমাধি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন নরেন্দ্র তুমি কে? কোথা হতে তুমি এখানে আসিয়াছ? এবং তোমার কর্ত্তব্য বিষয় কি? ১৬৬

এইরূপ ভাবে ঠাকুর নরেন্দ্রকে প্রশ্ন করিলে ভাবাবিষ্ট বিশাল নেত্র নরেন্দ্র সভয়ে কম্পান্বিত কলেবরে চক্ষুঃদুইটি মুদ্রিত করিয়া সুবিশাল নেত্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। ১৬৭

আমি মনুষ্য নয় দেবতা নয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র নয় ব্রহ্মচারী বনবাসী সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু কিছুই নয়। আমি বিজ্ঞান স্বরূপ একটি পদার্থ মাত্র। ১৬৮

ममाधुना विस्मय त्रिमहस्य
कृपाययाहं सवितुर्वरेण्यम्।
विष्णोः पदस्थाद्य सुखस्वरूपं
जानामि यद् योगिभिरप्यगम्यं ॥ १६९
सोऽयं ममाद्य हृदि वर्त्तते च
ह्यन्तर्बहिश्चैव विभु स्वरूपः।
विभाति देवो महतो महीयान्
अणोरणीयान् परमो गुरुर्नः ॥ १७०
कलौ न मर्त्या जगतां परं गुरुं
त्रिलोकनाथानतपादपङ्कजं।

প্রযিন সর্ব্বং ভগবন্তমচ্যুতং
যদ্ধ্যন্তি পাষণ্ড বিভিন্ন বুদ্ধয়ঃ ॥ ১৭১
বিধায় চৈবং ভগবান্ পরেশঃ
স্বলোকতঃ সর্ব্বং বিমুক্তি হেতুঃ।
যত্রাবিরাসীত্ স্বজনৈঃ সমেতো
ভবামি চৈকঃ খলু নীচদাসঃ ॥ ১৭২

"I have got the grace of God who is omniscient. I have now known the Unknowable. That pervading eternal Being is now manifest in and around me. He is greater than the greatest and smaller than the smallest. All gods like Shiva, Brahma, Indra etc. worship His feet. Due to utter foolishness and moral and intellectual degradation the people of kali yuga do not worship Him. To purge men of their sins God has now appeared on the Earth. I am an humble servant of the devotees of God. 169 to 172

বঙ্গানুবাদ :—

সম্প্রতি আমি জ্ঞানঘন বিগ্রহের কৃপা পাইয়াছি। যে কৃপায় জগচ্চক্ষুর বরণীয় সুখস্বরূপ যোগিগণেরও দুর্লভ বিষ্ণুর পরম পদ জানিয়াছি। ১৬৯

সেই সর্ব্বব্যাপক স্বরূপ ভগবান একণে আমার সম্মুখে হৃদয়ে ও

বাহিরে ভিতরে প্রকাশিত হইতেছেন। যিনি বড় হইতেও অতি বড় ছোট হইতেও খুব ছোট আমার পরম গুরু তিনিই প্রকাশ পাইতেছেন। ১৭০

ত্রিলোকের নাথ শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি যাঁহার পাদপদ্মে সর্বদা নত হয়েন জগতের একমাত্র গুরু সেই ভগবানকে কলিকালে মর্ত্যবাসী জীবসকল পাষণ্ডভাবে দুর্ববুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া প্রায় লোক সকলেই সেই ভগবানের সেবা করে না। ১৭১

ভগবান পরমেশ্বর জগতের জীবের মন্দবুদ্ধি দেখিয়া সকলের বিমুক্তির জন্য নিজলোক অর্থাৎ গোলোক বা বৈকুণ্ঠাদি ধাম হইতে নিজ পরিবার বর্গের সহিত এই ভূলোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমি সেই ভগবানের ভৃত্যবর্গের অতি নীচ দাস স্বরূপ হই। ১৭২

विवेकहीनाय विचित्र भक्तिं
समर्पयमद्य वत्स मन्यमानः ।
विशुद्ध धर्म ग्रहणाय पुंसां
समादिशन्मे गुरु भूर्तिधारी ॥ १७३

यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनादिप्सन्ति मुक्तिं कलिकालमानवाः ।
स एव साक्षात्ममहत्त्व पर्येस्थितः किं वर्ण्य नेदिष्टमहोदुरात्मनः ॥ १७४

यथैव पूर्वं खलु रामदास
उच्चार्य रामस्य पवित्र नाम ।
उल्लङ्घ्य सिन्धुं शत योजनन्तं
चकार कार्यं प्रभुनिर्दिष्टं यत् ॥ १७५

অন্যাজীবানাং শ্রম যঃ

শ্রীরামকৃষ্ণস্য তথানুনাম
পবিত্র নাম স্মরণেক্ষু সহসা ।
তীর্ত্বাম্বুধিং জগতো জনানাং
বিমুক্তি দর্প কলনাবিধাস্যে ॥ ১৭৬

"God Himself now stands before me in the appearance of Thakur and instructs me to preach devotion to God. Men can attain salvation by chanting holy names of God. I wonder how my most meanest self has been endowed with so much divine grace. I shall bring salvation for the suffering humanity by crossing this woeful world chanting the name of Sri Ramakrishna, just as Hanuman a devotee of Ramachandra, in the treta Yuga crossed over the Sea extending hundreds of miles by the uttering the name of Ramchandra, to accomplish his task. 173 to 176

বঙ্গানুবাদ :—

অতি মূর্খ আমাকে বিচিত্র শক্তি অর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্য ভাবিয়া জগতের জীবের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য আমার সম্মুখে গুরু মূর্ত্তি ধারী ঠাকুর স্বয়ং আমাকে আদেশ করিতেছেন। ১৭৩

যাঁহার নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন হতে কলিকাল জনিত সর্ব্বপাপ নষ্ট হইয়া জীবগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়া অবস্থিত হইতেছেন। অতএব আমার মত

এই দুরাত্মা ব্যক্তির শুভাদৃষ্ট যে কত তাহা বর্ণন করা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। ১৭৪

ত্রেতাযুগে রামদাস হনুমান যেমন শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র উলঙ্ঘন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের অভিলষিত কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। ১৭৫

সেইরূপ এই ঘোর কলিযুগে আমি শ্রীরামকৃষ্ণের একমাত্র পবিত্র নাম স্মরণ শক্তি দ্বারা ভবসমুদ্র পার হইয়া জগতের জীবের বিমুক্তি দান কারী ফল আনয়ন করিব। ১৭৬

আনয় চাণ্ডাল সুনীচ জীবান্
বিরুদ্ধ ধর্মাচরিতান্ খলান্ বা।
সর্ব্বান্ সমানীয় গুরোঃ পদাব্জে
দদামি চার্ঘং মম কার্য্য মেতত্। ১৭৭
এবং নরেন্দ্রস্য সুভাষণাদ্দা
সংস্তুয় দেবো জগতাং সুমঙ্গলং।
স পাদপাংশু সকলার্থ সিদ্ধিং
গ্রীবাকরে মূর্দ্ধি দদৌ মুদাপ্লুতঃ॥ ১৭৮
বিহঙ্গমানাং গগনং যথা প্রিয়
যথা ঝষাণামুদকং হি জীবনং।
তথা নরেন্দ্রস্য বভূব জীবনং
ধ্যানাদিকালে গুরু পাদপঙ্কজং॥ ১৭৯
আদেশতঃ স্বস্য গুরোর্নরেন্দ্রঃ
স্বকীয় কার্য্যং সকলং বিহায়।
ঘর্ষাং মমর্ষা গুরুদত্ত বীজ
ধ্যানে নিমগ্নোঽভব দেবদেবঃ॥ ১৮০

"My duty is to unite people of various race, caste and creed and present them as an humble offering to the feet of my preceptor." On hearing this the joy of Thakur knew no bounds. He placed the dust of his feet on the head of Narendra. The feet of his preceptor were as dear to Narendra as the sky to the flying birds and water to the aquatic animals. According to the advice of his preceptor Narendra chanted the holy names all night long without taking food, rest or sleep. 177 to 180

বঙ্গানুবাদ :—

যাহাতে ব্রাহ্মণাদি উত্তম বর্ণ এবং অতি নীচ চণ্ডালাদি ম্লেচ্ছসকল এবং বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পক্ষিভোজী খস প্রভৃতি সকলকেই আকর্ষণ করিয়া গুরুর পাদপদ্মে অর্ঘ্যরূপে দান করিব ইহাই আমার কর্ত্তব্য বিষয়। ১৭৬

সেই সময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রের এইরূপ অত্যুত্তম বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক জগতের মঙ্গলময় সর্ববসিদ্ধি দাতা নিজ পদ ধূলি হস্তে লইয়া আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া পরম ভাগ্যবান্ নরেন্দ্রর মস্তকে দিয়াছিলেন। ১৭৮

আকাশ যেমন পক্ষিসকলের আনন্দের বস্তু। মৎস্যাদি জলজন্তুগণের জলই জীবন স্বরূপ। সেইরূপ নরেন্দ্রর সাধনা সময়ে একমাত্র গুরু পাদপদ্মই জীবন স্বরূপ হইয়াছিল। ১৭৯

শ্রীমান নরেন্দ্রদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেব গুরুর আদেশ মত একপ্রকার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্তরাত্র গুরুদত্ত বীজ মন্ত্রের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ১৮০

तदा नरेन्द्रस्य समाधि काले
या यानुभूतिः खलु सम्बभूव।
अलौकिकीस्तां परमेश्वराय
निवेद्य तस्मै मुदमाप देवः॥ १८१
एकदोपास्ति समये निशायां साधको महान्।
दृश्यमत्यद्भुतं दृष्ट्वा चमत्कार युतोऽभवत्॥ १८२
नरेन्द्रसदृशाकारः कोऽप्यन्यः साधको महान्॥
नरेन्द्रवदाचरति श्रीनरेन्द्रस्य सम्मुखे॥ १८३
आश्चर्य्यं जनके तस्मिन् व्यापारे विनिवेदिते।
परमानन्द संप्राप्तठाकुरश्चेदमब्रवीत्॥ १८४
न चात्र विस्मयः कार्य्यो यद्येवं दृश्यते मया।
भवेदिदं ध्यान सिद्ध साधकानां सुमङ्गलं॥ १८५
अतःपरं ठाकुरेण धारणा ध्यानकर्म्म यत्।
निःशेषितं कियत्कालं शिष्य विश्राम हेतवे॥ १८६

Narendra would be glad to narrate his experience during his trance to Thakur. One night Narendra had a very wonderful experience while in meditation. He found another Narendra was performing all that he had been doing, before his own self. When he told this to Thakur, Thakur

said joyfully, "It is no wonder. I have also experienced such things many times. This is a good sign on our way to the desired goal," However. Thakur advised Narendra to discontinue meditation for some time. 188 to 186

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপভাবে সাধনা সময়ে নরেন্দ্রের সমাধি জনিত যে সকল অনুভূতি হইত সেইসকল অলৌকিক বিষয় গুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে জানাইয়া অত্যুত্তম আনন্দ লাভ করিতেন। ১৮১

মহাসাধক নরেন্দ্র একদিন রাত্রিকালে সাধনাসময়ে অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া অতি চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ১৮২

অর্থাৎ ঠিক নরেন্দ্রের মত দেহধারী অন্য কোনও একটি মহাসাধক নরেন্দ্রের সম্মুখে নরেন্দ্রের মত ধ্যানাদি করিতেছেন। ১৮৩

নরেন্দ্র সেই অলৌকিক ব্যাপার ঠাকুরকে বলিলে ঠাকুর পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন। ১৮৪

ওহে নরেন ইহাতে আশ্চর্য্যের কারণ কিছুমাত্র নাই। আমি এরূপ বহুবার দেখিয়াছি। এরূপ দৃশ্য সাধকগণের ধ্যান সিদ্ধির সুলক্ষণ হইয়া থাকে। ১৮৫

অতঃপর ঠাকুর নরেন্দ্রের বিশ্রামের জন্য কিছুকাল ধ্যান ধারণা প্রভৃতি সাধন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ১৮৬

উবাচ পুনরপ্যাঙ্গ ভগবান পরমার্থবিৎ।
পূজায়ামু জপো জ্যায়ান্ জপাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে ॥ ১৮৭

अमृतलीलायां ११श पः

ध्यान सिद्धो जनो योऽसौ स मुक्त पुरुषः स्मृतः ।
नास्ति तस्य पृथक् यत्नो न व्रतं नाप्युपोषितं ॥ १८८
यथात्यन्त कठोरेऽस्मिन् धारणा ध्यान कर्मणि ।
सिद्धि लाभान्नरेन्द्रोऽयं जीवन्मुक्तो भवेद्ध्रुवं ॥ १८९

Thakur also said, "Chanting holy names is better than worship but meditation is the best of all. One who has attained success through meditation is free from all bondages and has not to perform any religious rites. Meditation which requires deep concentration of mind is a very difficult affair. Narendra will surely be free from all earthly ties through meditation."

187 to 189

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्ण देवस्य सर्व्व मुख्य सेवकस्य श्रीनरेन्द्रनाथस्य गुरु कृपाप्राप्तिरूपोऽन्त्यलीलाया एकादशोऽध्यायः ॥
अः ११ अः ।

Here ends the eleventh chapter of Antyalila of Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. অন্ত্যঃ ১১শঃ অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

এইটি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের পরমহংস সংহিতায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমস্ত সেবকগণের মধ্যে মুখ্য সেবক শ্রীনরেন্দ্রনাথের গুরুকৃপা প্রাপ্তিরূপ অন্ত্যলীলার একাদশ অধ্যায় বলা হইল। অঃ ১১ অঃ

अथ अन्त्यलीलाया द्वादशोऽध्यायः। अः १२ अः

ज्येष्ठ पुत्र तया तस्य वियोगानन्तरं पितुः।
संसार भारोऽप्यपतन्नरेन्द्रस्योपरि ध्रुवं ॥ १

श्रीनरेन्द्रे तथाप्यस्मिन् मिथ्याकर्मरते सति।
मनसो युक्तता तस्य तत् कर्म्मणि न चाभवत् ॥ २

सुमहत् कार्य्य मिहार्थं यस्येहागमनं भुवि।
मनः प्रसन्नतामेति तस्य किं तुच्छ कर्म्मणि ॥ ३

धनं निष्फलतामाप कृतेषु बहु कर्मसु।
धनार्जने तथा लोभे पतितोऽपि महामतिः ॥ ४

अन्त्यलीलायां १२श अः

गुरोरिप्सित कर्म्मभ्यो न कदापि टलत्यसौ ।
किन्तु कथं करिष्यामि विनार्थेन गुरोः क्रियां ॥ ५
श्रीनरेन्द्रो विचिन्त्यैवमभिमान पुरःसरं ।
कियत्कालं दर्शनार्थं नागमद्दक्षिणेश्वरं ॥ ६
विदेशगत पुत्रार्थं यथा माताऽतिदुःखिता ।
श्रीठाकुरस्तथैवाभून्नरेन्द्रानागमात्चिरं ॥ ७

As Narendra was the eldest son, the charge of maintenance of his family devolved on him. He devoted himself to studies, but could not make any earnest efforts. He was destined to achieve a great end in the spiritual field and so it was not possible for him to give himself up to worldly affairs for maintenance of his family. He tried hard in various ways to earn money for his family but in vain. He was however always eager to perform the task given to him by his preceptor. He did not call at Dakshineswar for some days to see Thakur as he thought that money was necessary for holy services as well as for his family. Thakur was very anxious for him like a mother for her son away to a foreign land. 1 to 7 :

বঙ্গানুবাদ ঃ—

পিতৃবিয়োগের পর সংসারের পোষণভার জ্যেষ্ঠ পুত্রবশতঃ নরেন্দ্রের উপরেই পতিত হইয়াছিল। ১ তজ্জন্য এই নরেন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে লিপ্ত হইলেও নরেন্দ্রের ঐ সকল কর্মে মনঃসংযোগ হইত না। ২

যে নরেন্দ্রের পরম মঙ্গলময় কার্য্যসম্পাদনের জন্য এই নশ্বর জগতে আবির্ভাব তাঁর মন কি তুচ্ছ সংসার পালনকর্ম্মে প্রসন্নতা লাভ করে। ৩

তথাপি মহামতি নরেন্দ্র এইরূপভাবে জীবিকার জন্য বহুপ্রকার কর্ম্মে যোগদান করিলেও সকল কার্য্যে নিষ্ফল হইয়াছিলেন। ৪

মহামতি নরেন্দ্র অর্থার্জনের প্রলোভনে পতিত হইলেও গুরুর অভিলষিত কার্য্য সম্পাদনে কখনও বিচলিত হন নাই। ৪

কিন্তু অর্থ না থাকিলে গুরুর কার্য্য কিরূপে সুসম্পন্ন করিব এইরূপ ভাবিয়া অভিমানপূর্ব্বক কিছুদিন ঠাকুরের দর্শন জন্য দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন নাই। ৬

পুত্র বিদেশে থাকিলে মাতা যেমন সর্ব্বদা পুত্রের জন্য উদ্বিগ্না হন সেইমত ঠাকুর কিয়দ্দিন নরেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে না আশায় দুঃখিত হইয়াছিলেন।

জনৈরন্বেষিতমপি নরেন্দ্রং ন স লব্ধবান্।
একদা সহসায়াতঃ শ্রীগুরোঃ পাদ সন্নিধৌ ॥ ৮
দৃষ্ট্বা তং ঠাকুরোঽপ্যাহ্বকরুণ স্বর পূর্ব্বকং।
নৌক্বা স্যাতুং ন শক্নোমি বক্তুং ত্বাং শদ্ধয়ামি মো ॥ ৯
এষং মে মনসঃ শঙ্কা সর্ব্বদা বর্ত্ততে হৃদি ॥
ন লভেয়ং যদহং ত্বাং প্রমাদেন ভ্রমেন বা ॥ ১০

कोऽयमत्रास्ति व्यापारः शिष्यैर्जिज्ञासित प्रभुः ।
यत्किञ्चिदावयोरेव संवादः सम्बभूव ह ॥ ११

तदैवं श्रीठाकुरेण शिष्यवर्गयुतेन च ।
नरश्रेष्ठ नरेन्द्रस्य देवभावो विचारितः ॥ १२

सगुणोपासकाः सन्ति बहवो मूर्त्ति पूजकाः ।
निर्गुणोपासकाश्चापि सन्ति भारत भूतले ॥ १३

सगुणान्निर्गुणो ज्यायानिति वेदविदां मतं ।
सत्यज्ञानानन्दरूप ब्रह्मणो निर्गुणात्मनः ॥ १४

Thakur did not get any news of Narendra even though he sent some of his followers in search of Narendra. One day all on a sudden Naredra appeared before Thakur. On seeing him after so many days Thakur said, "I hardly can tell you frankly what I feel and think of you in your absence. I always fear that due to some misunderstanding you may sever all connections with me" When other disciples would like to know about the matter, Thakur would say that it was not anything serious or remarkable. Surrounded by many of his disciples Thakur would discuss with Narendra about Divinity. "Some worship" he said, "God as the source of all virtue or power.

Some worship Him as void of any virtue or power According to Vedanta philosophy God has no virtue or quality." 8 to 14

বঙ্গানুবাদ :—

কয়েকটি সেবক দিয়া নরেন্দ্রের অনুসন্ধান করাইলেও সংবাদ পান নাই। একদিন হঠাৎ শ্রীনরেন্দ্র ঠাকুরের পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৮

নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুর অতি করুণ স্বরে বলিয়াছিলেন। তোমাকে কিছু না বলিয়াও থাকিতে পারি নাই। এবং বলিতেও আশঙ্কা করি। ৯

এইরূপ ভাবে তোমার জন্য আমার মনের আশঙ্কা সর্ব্বদাই হয়। অর্থাৎ অনবধানতা বা ভ্রমবশতঃ যদি তোমা হতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি এইরূপ আশঙ্কা সর্ব্বদাই আমার হয়। ১০

সেই সময়ে অন্যান্য শিষ্যগণ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ব্যাপারটা কি ? এতদুত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন আমাদের যাহোক কিছু একটা কথা হইল। ১১

সেই সময় বহু শিষ্যবেষ্টিত ঠাকুর নরশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁহার স্বর্গীয় দেবভাবের আলোচনা করিয়াছিলেন। ১২

এই পুণ্য ভারতভূমিতে বহুসংখ্যক সগুণব্রহ্মের উপাসনাকারী দেবতার মূর্ত্তি পূজক আছেন। এবং নির্গুণব্রহ্মের উপাসনাকারীও অনেক আছেন। ১৩

সগুণ উপাসনার অপেক্ষায় নির্গুণ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। এইটি অদ্বৈত মতাবলম্বী বেদান্তবাদীদিগের মত। ১৪

श्रवणान्मननाद्ध्यानान्मुक्तो भवति मानवः ।
श्रीनरेन्द्रस्तथाभूतयाखण्डाद्वैत भाववान् ॥ १५
तस्मादेनं दृष्टमात्रं जाता मेऽखण्डभावता ।
जगदम्बा प्रसादेन तदा दृष्टो मयाद्भुतं ॥ १६
नरेन्द्राविर्भावकाले स्वर्गाज्ज्योतिरलौकिकं ।
पतितं कलिकातायां ज्योतिषैवास्य सम्भवः ॥ १७
महाराष्ट्रीय मिष्टान्नै विद्यते कामना बहु ।
नाहमद्मि भवद्भ्योऽपि दास्यामि न कदापि हि ॥ १८
भक्तिं विघ्नदमागत्य भक्तेभ्यो न ददाम्यहं ।
ददामि तु नरेन्द्राय शुद्धसत्त्व स्वरूपिणे ॥ १९
ज्ञानाग्नि दग्ध कामस्य विकृति र्नास्ति कुत्रचित् ।
नराणां यो भवेदिन्द्रः स नरेन्द्रः प्रकीर्तितः ॥ २०
भवेश्वरोत्तमो वासौ नरावतार ईश्वरः ।
एवमस्य नरेन्द्रस्य स्वरूपः प्राह ठाकुरः ॥ २१

"Men attain salvation by meditating upon Nirguna Brahma (God void of all virtues). Narendra worships that all pervading Nirgun Bramha. So I revert to the sense of oneness of Divinity as and when I see Narendra. I remember to have seen a fall of luminous body from the sky above Calcutta just before the advent of Narendranath. And I believe that Narendranath was that luminous thing. I never take nor allow

my disciples to take the sweets offered by the Maharastriyas, because these are offered with some purpose, and affect purity of mind. I however allow Narendra only to take these sweets because *his divine knowledge has burnt* away all his earthly desires and his purity of mind cannot be impaired in any way. He is called Narendra because he is the best of all men, or Narayan or God in the shape of a man." Such was the true self of Narendra as explained by Thakur. 15 to 21

বঙ্গানুবাদ :—

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মের শ্রবণ মনন ও ধ্যানাদির দ্বারা মানবগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। সেইরূপ নরেন্দ্র অখণ্ড ও অদ্বৈত সাধন বিশিষ্ট। ১৫

অতএব এই নরেন্দ্রকে দেখিলেই আমার অখণ্ড ভাবের উদ্বোধ হয়। মা জগদম্বার কৃপায় আমি সেই সময়ে একটি আশ্চর্য দেখিয়াছিলাম অর্থাৎ নরেন্দ্রের অবির্ভাবের সময়ে স্বর্গ হতে একটি মহান্ জ্যোতিঃ স্বরূপ পদার্থ কলিকাতায় পতিত হইয়াছিল অতএব জ্যোতি দ্বারাই এই নরেন্দ্রের আবির্ভাব। ১৬।১৭

মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রদত্ত মিষ্টান্নে বহুতর কামনা থাকায় সেই সকল মিষ্টান্ন আমি খাই নাই এবং তোমাদিগকেও দিই নাই। ১৮

ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল মনে করিয়া ভক্তবর্গ মধ্যে কাহাকেও দিই নাই। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ অর্থাৎ প্রাকৃত ভাব রহিত নির্ম্মল স্বভাব নরেন্দ্রকেই দিয়া থাকি। ১৯

কারণ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা যাঁহার সর্ব্ব কামনা দগ্ধ হইয়াছে তাঁহার বিকৃত ভাব কিছুতেই হয় না। ইহা ধ্রুব সত্য। নর সকলের মধ্যে যিনি সর্ব্বোত্তম তিনিই নরেন্দ্র পদবাচ্য ইহাই জ্ঞানিদিগের সিদ্ধান্ত মত। ২০

অথবা নরেন্দ্র শব্দের অর্থ নরোত্তম ভগবান। অথবা নরাবতার ঈশ্বর স্বরূপ নরেন্দ্র এইরূপ ভাবে ঠাকুর নরেন্দ্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ২১

अन्यच्च श्रीनरेन्द्रस्य माहात्म्यं समवर्णयत् ।
केशवचन्द्र सेनस्य समीपे ठाकुरः स्वयं ॥ २२
अस्ति तत्र नरेन्द्रोपि बहुभि र्गुण सम्पभिः ।
भो केशव महाभाग जगदम्बा प्रसादतः ॥ २३
एकामलौकिकीं शक्तिं लब्धा त्वं बहुमानवान् ।
भवसि वक्तृतादानैः पाण्डित्यं विद्यते तव ॥ २४
किन्त्वस्य श्रीनरेन्द्रस्य महामाया प्रसादतः ।
अष्टादश महाशक्तिरस्ति ह्यभ्यन्तरे सदा ॥ २५
श्रुत्वैवं श्रीनरेन्द्रस्तु लज्जितोऽभून्महामतिः ।
किन्तु केशव सेनोऽयं गुणग्राही सुपण्डितः ॥ २५
सानन्दमवदत्तं वै भो नरेन्द्र विचक्षण ।
नववृन्दावनं नाम रचितं नाटकं मया ॥ २७
अभिनयो भवेत्तस्य सन्न्यासि वेश धारणं ।
कृत्वा तत्र पाठकार्य्यं कुरु चैवं समाग्रहः ॥ २८

Once Thakur said to Keshab Chandra Sen, *the preacher of Bramha religion,* in the presence of Narendra with his fellow brothers, "Being endowed with some uncommon power by the grace of the Goddess Jagadamba, you have won great fame and also become a great orator. But Narendra possesses eighteen such uncommon powers." At this Narendra felt shy. Keshab Sen, who could appreciate talents in others, requested Narendra to take up the role of an ascetic in his drama, "Nava Brindavan" to be staged shortly, 22 to 28

বঙ্গানুবাদ :—

আরও বলিয়াছিলেন কোনও এক সময়ে ঠাকুর ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক কেশব চন্দ্র সেনের নিকট বসিয়া আছেন এবং সেই স্থানে বহু গুরু ভাইদের সহিত নরেন্দ্রও ছিলেন। সেই সময় ঠাকুর বলিয়াছিলেন ওহে মহাভাগ কেশব চন্দ্র তুমি জগদম্বার কৃপায় একটি অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া বহুতর মাননীয় হইয়াছ এবং বক্তৃতা দানে তোমার বিশেষ পাণ্ডিত্য আছে। ২২।২৩।২৪

কিন্তু মহামায়ার কৃপাবলে নরেন্দ্রের ভিতরে ১৮টি মহাশক্তি সর্বদা বিদ্যমান আছে। ২৫

মহামতি নরেন্দ্র ঠাকুরের এইরূপ কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া-

ছিলেন। কিন্তু গুণগ্রাহী সুপণ্ডিত কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় আনন্দের সহিত নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন ওহে সর্ব্ব পারদর্শী নরেন্দ্র আমি নব-বৃন্দাবন নামক একটি নাটক রচনা করিয়াছি। ২৬।২৭

এবং সেই নাটকটির শীঘ্রই অভিনয় হইবে তুমি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক পাঠ কার্য্য কর ইহা আমার বিশেষভাবে ইচ্ছা। ২৮

तद्दिने तत्र सङ्गम्य ठाकुरो नन्दितोऽभवत्।
परन्तु मद् वेशेनैव वारमेकं स याति चेत्॥ २९
सन्निधौ त्वां प्रपश्यामि श्रीनरेन्द्रः प्रियो मम।
श्रीनरेन्द्रं समुद्दिश्य पुनरन्यदिनेऽब्रवीत्॥ ३०
द्वादश वर्षं [illegible] श्रामाविऽपि क्षयको न हि।
कृषिकार्य्यं परित्यक्तुं शक्नोमि तत् स्वभावतः॥ ३१
तद्रूपस्य नरेन्द्रस्य मातुर्मातुश्च दुःखिता।
श्रुत्वाब्रवीन्यच्चं त्वं वै गच्छमातुर्गृहं मम॥ ३२
पूरयिष्यति ते माता प्रार्थना भवतारिणी।
कर्णयोरङ्गुलिं दत्वा श्रुत्वापि न शृणोत्यसौ॥ ३३
सङ्गम्य सम्मुखं मातुः सास्रुनेत्रः कृताञ्जलिः।
वदत्येवं देहि मह्यं वैराग्यञ्च विवेकिता॥ ३४
स्वप्नं सन्त्यज्य सर्व्वेषां सन्ततं संवदत्यसौ।
मातस्त्वं हितारेत्येषमधुना निद्रितोऽभवत्॥ ३५

Thakur was present during the performance of the drama and he was so pleased to see the role of Narendra in the guise of the ascetic that

he entreated Narendra to appear at Dakshineswar in that make-up. On another occasion Thakur said to Narendra, "The peasants do not give up agriculture even though rains do not fall for twelve years. I advised Naren to pray to the Goddess for relief from his family troubles and pecuniary hardship. Bnt he prayed with folded hands and tearful eyes only for divine wisdom and freedom from all earthly bondage. All night long he only prayed saying. "Oh mother, Thou art Tara." Now he is lying asleep." 29 to 35

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে সেই অভিনয়ের দিন ঠাকুর সেই স্থানে স্বয়ং যাইয়া নরেনের সন্ন্যাসীর পাঠ শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন পরন্তু নরেন্দ্রকে বলিয়া-ছিলেন তুমি ঐরূপ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া যদি আমার দক্ষিণেশ্বরে একবার যাও তবে তোমাকে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিব যেহেতু তুমি আমার অতি প্রিয় শিষ্য। ২৯

ঠাকুর অন্য এক দিন নরেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। ১২ বৎসর যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলেও কৃষকের স্বভাব বশতঃ কৃষক কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারে না। ৩০।৩১

তদ্রূপ নরেন্দ্রের মাতার কষ্ট শুনিয়া বলিলাম। নরেন তুমি আমার মাতা জগদম্বার গৃহে যাও প্রার্থনা কর আমার মাতা তোমার প্রার্থনা নিশ্চয় পূরণ করিবেন। কর্ণে অঙ্গুলি দিবার মত নরেন আমার কথা শুনিয়াও শুনিল না। ৩২।৩৩

যদিবা মাতার গৃহে যাইল মাতার সম্মুখে গমন পূর্ব্বক অশ্রু নয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন হে মাতঃ আমার মঙ্গল দায়ক বৈরাগ্য এবং বিবেক দাও এইরূপ বলিত টাককড়ি ভিক্ষা করিত না। ৩৪

এই নরেন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া "মাত ত্বংহিতারা" এই কথাই বলিত। সম্প্রতি প্রাতঃকালে নিদ্রিত হইয়া আছে। ৩৫

उपाधि परकैः सार्द्धं मुद्राभिर्वा न लब्धवान् ।
तथाप्याङ्गल भाषायामत्यन्तमधिकारवान् ॥ ३६
दार्शनिको हार्वार्ट नामा पाश्चात्य पण्डितो महान् ।
तद्देशीय सुप्रसिद्ध कवि पेन्सार धीमता ॥ ३७
रचितोत्तम काव्यस्यानुवादार्थं समुत्सुकः ।
सानुनयञ्चानुरुध्य नरेन्द्रं शास्त्रवित् परं ॥ ३८
स्वहस्त लिखितं पत्रं प्रेरयामास तं प्रति ।
तत्रैवं लिखितं तेन हार्वार्टेन महात्मना ॥ ३९
इतःपूर्व्वं भवत्तुल्यं द्रं राज्ञो रचना मया ।
यतः कुत्रापि न दृष्टा सुतरां भवता ज्ञातात् ॥ ४०
अनुवादान्महानन्दं प्राप्स्यामि नात्र संशयः ।
सन्न्यासो टमास केम्पिश् इमिटेशनप् क्राइष्ट ॥ ४१
ग्रन्थस्य श्रीनुसरणं नाम दत्त्वा सुधीवरः ।
चकार रुचिरं ह्येतमनुवादो ह्यनुत्तमः ॥ ४२

Narendra could not obtain his Degree with any scholarship but he acquired remarkable efficiency in English. Herbert, a famous western philosopher, was very eager to get a poem of

Spenser translated. For this purpose he wrote to Narendranath, "I have never seen such a beautiful composition in English as yours. I shall be very happy if the translation is rendered by you." Narendra did it very admirably. 36 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

নরেন্দ্র পদক বা বৃত্তির সহিত উপাধি বা সার্টিফিকেট না পাইলেও ইংরাজী ভাষায় খুব ভালভাবে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিল। ৩৬

হার্বার্ট নামে একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক মহাপণ্ডিত পাশ্চাত্য দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি স্পেন্সার নামক পণ্ডিতের রচিত একটি অতি উত্তম কাব্যের অনুবাদের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া হার্বার্ট সাহেব ইংরেজী শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী নরেন্দ্রকে অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক অনুরোধ করিয়া স্বহস্ত লিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন। এবং সেই পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল।

ইতিপূর্ব্বে আপনার মত ইংরাজী ভাষায় রচনা কোথাও একপ দেখি নাই। অতএব আপনার কৃত অনুবাদ হইতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব। এ বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই বহিটির নাম সন্ন্যাসী টমাস কেম্পিস্ ইমিটেশন্ অব্ ক্রাইষ্ট। ৪০।৪১

ইহার ব্যাখ্যা গ্রন্থের (ঈশানুসরণ) নাম দিয়া নরেন্দ্র এই গ্রন্থের একটি অতি উত্তম অনুবাদ করিয়াছিলেন। ৪২

যস্য পাঠশ্চ বৈ সাক্ষাদ্ গ্রন্থপাঠসমো ভবেত্।
সঙ্কেত বিষয়ৈর্নেন রচিতং যত্ সুপুস্তকং ॥ ৪৩

सङ्गीतज्ञै र्बहुजनैः कृतमस्य प्रशंसनम् ।
अस्य संस्कृत भाषायां पाठ्यावस्था यदा तदा ॥ ৪৪
योऽधिकारः सुसञ्जातो व्याख्यातं तेन सुन्दरं ।
सांख्य वेदान्तादि शास्त्रं यत्र ब्रह्म प्रगीयते ॥ १५
ब्रह्मैव हस्तिरूपोऽभूद्धस्तिपकोऽपि तद्विधः ।
ठाकुरस्यास्य वाणीनां भावार्थबोध हेतवे ॥ ৪৬
दिनत्रयं समाधिस्थोऽभवद् योगीश्वरो महान् ।
शास्त्रज्ञानं साधनञ्च श्रीनरेन्द्रस्य योगिनः ॥ ৪৭
भवेदलौकिकं सर्व्वमेकान्त गुरु भक्तितः ।
गुरोर्लीलावसानेऽसौ काशीधाम्नि यदा स्थितः ।
बावाजी द्वारका दास भक्तस्याश्रममन्दिरे ।
पवित्रेऽस्मिन्नसच्चित्ते भूदेव चन्द्र नामकः ॥ ৪৮

He reproduced successfully the idea of the original in his translation. He also wrote a good book on music, and it was highly appreciated by great musicians. The knowledge of Sanskrit which he acquired in his student life was sufficient to enable him to beautifully explain the meaning of the Vedas, the Vedanta and other branches of philosophy, which propunded, "Nothing exists but God." To understand the meaning of Thakur's saying, "The elephant and

its pilot are one and the same thing," Narendra remained absorbed in deep meditation for three days at a stretch. His devotion to Thakur was the root cause of his success in the intellectual and spiritual fields. After the demise of Thakur while Narendra was staying at the residential institution of Babaji Dwarkanath in Benaras, Bhudev chandra Chattopadyaya was quite charmed with Narendranath's lecture on religious topics. 43 to 49

বঙ্গানুবাদ :—

অর্থাৎ যে অনুবাদের পাঠের সময়ে সাক্ষাৎ গ্রন্থ পাঠের মত বোধগম্য হইত। এবং নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীত বিষয়েও একটি উত্তম পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ৪৩

বহুতর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞজনগণ যে পুস্তকটির ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। নরেন্দ্রের পাঠ্যাবস্থায় সংস্কৃত ভাষায় যে অধিকার পাইয়াছিলেন। তাহাতে বেদ বেদান্তাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা সুন্দরভাবে করিতেন। যাহার প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু। ৪৪।৪৫

হস্তি ও হস্তি চালক ইহারা উভয়েই নারায়ণ স্বরূপ। ঠাকুরের এই কথাটি উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ যোগী নরেন্দ্র তিন দিন সমাধি অবস্থায় ছিল। যোগী নরেন্দ্রের অত্যুত্তম গুরুভক্তি বশতঃ শাস্ত্রজ্ঞান বা সমাধি সমস্ত কার্য্যই অলৌকিক ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ৪৬।৪৭

अन्त्यलीलायां १२श अः

ঠাকুরের লীলার অবসানে এই নরেন্দ্র ৺কাশীধামের বাবাজী দ্বারকানাথ দাস ভক্তের আশ্রমে ছিলেন তত্রস্থ পবিত্র অসি ঘাটের বাংলার বিখ্যাত পণ্ডিত ভূদেব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুপণ্ডিত নরেন্দ্রনাথের ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া। ৪৮।৪৯।৫০

सुखोपाध्यायोपाधिको बङ्ग विख्यात पण्डितः।
नरेन्द्रस्य धर्मयोस्त व्याख्या श्रवणतः सुधीः ॥ ५०
धत्वास्तं विस्मितो भूत्वा वदसं सादरं वचः।
सरकार बाहादुरस्याय' विद्यागौरवमण्डितः ॥ ५१
शिक्षानियामकपदं प्राप्तवानस्मि दुर्लभं।
किन्तु मया न पठितं यच्छास्त्रं तदपि त्वया। ५२
विशदीकृत्य व्याख्यातं गर्व्वो मे तेन खण्डितः
प्रीतोऽस्मि नितरामद्य तव पाण्डित्य दर्शनात् ॥ ५३
तुभ्यं भारतराज्यमुपाधिं सम्प्रदत्तवान्
आशीर्वादं ददामित्वामानन्द मनसाद्य च। ५४
सर्व्वत्र च मानवस्त्वं भव भारत भूतले
यतना धर्मशास्त्राणामत्यन्त श्रममाप्य च ॥ ५५
अध्ययनमभ्यासव कृतं सध्यवन त्वम्।
एवमुक्तः श्रीनरेन्द्रः प्रत्युदाच सविस्मयं ॥ ५६

dition. Your profound knowledge has quite charmed me. I confer upon you the title of "Bharatratna" and bless you that the world will pay homage to you as a super-man. But, how is it that you have acquired such proficiency in so many branches of knowledge at this tender age." 50 to 56.

বঙ্গানুবাদ :—

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নরেন্দ্রকে সমাদর পূর্ব্ব বলিয়াছিলেন। আমি বিদ্যা গৌরবে ভূষিত হইয়া গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত শিক্ষাবিভাগের অতি দুর্লভ উচ্চপদ লাভ করিয়াছি। ৫১

কিন্তু আমি যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করি নাই তুমি সেই সকল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনায়াসে করিতেছ ইহা দেখিয়া আমার অহঙ্কার চূর্ণ হইল। তোমার পাণ্ডিত্য দেখিয়া আমি আজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। ৫২।৫৩

আজ আমি তোমাকে "ভারতরত্ন" নামে একটি উপাধি বা প্রশংসা পত্র দ্বারা ভূষিত করিলাম। এবং আমি আনন্দ মনে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে পৃথিবীর মধ্যে একজন মহামানব হ'ও। অতি অল্প বয়সে তোমার বহুতর ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অভ্যাস কিরূপে সম্ভব হয়? ভূদেববাবু নরেন্দ্রকে এইরূপভাবে প্রশ্ন করিলে নরেন্দ্র বিস্তৃতভাবে বলিয়াছিলেন। ৫৪।৫৫।৫৬

ग्रन्थानामाद्य पत्रस्य पत्रस्य चरमस्य च ।
पङ्क्तिद्वय प्रपठनात् श्रीगुरोरनुकम्पया ॥ ५७

समग्र ग्रन्थ मर्म्मार्थं ज्ञातुं शक्नोमि निश्चितं ।
न केवलं ममै वैतद् ब्रह्मानन्दं गतस्य च ॥ ५८

केशवचन्द्र सेनस्य शक्तिरस्ति तथा विधा ।
तर्कपञ्चाननाद्यो नामधोहक्क् प्रतिभाशुता ॥ ५९

अष्टाध्यायि सर्व्वंयेह व्याकरणस्य पानिनेः ।
नास्ति येषां कण्ठोमाध्ये व्युत्पत्तिरतिरोकता ॥ ६०

वैदिक ग्रन्थ पाठने नास्ति तेषां सुयोग्यता ।
परन्तु वैदिकी भाषा बोधगम्या भवन्ति न ॥ ६१

प्रव्रज्या यममाश्रित्य यदा पर्य्यटने रतः ।
महाराष्ट्रे तदैकस्य पानिनि पण्डितस्य च ॥ ६२

चकाराहमध्ययनं सविधेऽप्यति यत्नतः ।
किन्तु पानिनि पठने स्वल्पा मे नास्ति योग्यता ॥ ६३

Narendranath replied, "By the grace of my preceptor I can have a thorough idea of the subject matter of a book by reading the first and the last lines of the book. Keshab Chandra Sen also is also capable of doing this. Jagannath Tarka Panchanan who was a famous scholar of Triveni had this power also. The scholar who cannot fully learn the critical notes of Panini

Vyakarona, called Fani-Bhasya, cannot master Vedic language and so they are not considered capable of going through Vedic books. When I as a Sannyasi was on tour I studied Panini Vyakorana under the tutorship of a Maharashtriya Pandit. He held that I had not the ability to learn such a complicated subject. 57 to 63.

বঙ্গানুবাদ :—

যে কোনও বহির প্রথম পাতা ও শেষ পাতার মাত্র দুইটি লাইন পাঠ করিলেই গুরুর কৃপায় সমগ্র পুস্তকটির মর্ম্মার্থ বা গ্রন্থের বিষয় সম্যক রূপে অবগত হইতে পারি। ৫৭

কেবলমাত্র যে আমার ঐরূপ শক্তি আছে তাহা নয় ব্রহ্মজ্ঞ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়েরও এইরূপ অলৌকিক শক্তি আছে। ৫৮

এবং ত্রিবেণী নিবাসী পণ্ডিতকুল চূড়ামণি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদি বহু পণ্ডিতের এইরূপ প্রতিভার বিষয় শোনা যায়। ৫৯

অষ্টাধ্যায় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পাণিনি ব্যাকরণের ফণীভাষ্যে যেসকল পণ্ডিতের সম্পূর্ণরূপে অধিকার না থাকে সেই সকল পণ্ডিতের বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অধিকার বা যোগ্যতা হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা বৈদিক ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে না। ৬০।৬১

আমি যে সময়ে সন্ন্যাসী হইয়া দেশভ্রমণে যাইয়াছিলাম সেই সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে একটি পাণিনি পণ্ডিতের নিকটে অতি যত্নের

সহিত পাণিনি ব্যাকরণ পড়িয়াছিলাম। কিন্তু পানিনি পাঠে আমার কিছুই যোগ্যতা নাই। ৬২।৬৩

इत्येवं मन्यमानः स पण्डित प्रवरस्तदा ।
सोपहासमिदं वाक्यमौपहास्यपुरःसरं ॥ ६४

उवाच मां समुद्दिश्य साधु सन्न्यासि मानवाः ।
प्रायेणाहमिकाग्रस्ताः कुर्वन्ति निजगौरवं ॥ ६५

वयन्तु फणिभाष्यस्यायत्तीकरणाय हि ।
प्रायो द्वादशवर्षाणि प्राणपात परिश्रमैः ॥ ६६

साकल्यं नावगच्छामि भाष्यभाषा भयङ्करात् ।
अतस्त्वमस्य पठने विशेषावहितो भव ॥ ६७

आकर्ण्याध्यापक वाचं नरेन्द्रः प्रत्युवाच तं ।
यतोऽहममयश्चावस्तोद्दिमां भवतो भवान् ॥ ६८

स्वकीयेच्छानुसारेण पाठं दिशतु भो गुरो ।
यथाहं भवतादत्तं पाठं भाष्यमितुं क्षमः ॥ ६९

नहि नाध्यापयेच्छाम्यं वाचाम्मतिगर्वितं ।
इत्थं वं श्रीनरेन्द्रस्तु प्रणम्य पण्डितं सुधीः ॥ ७०

Under this impression he laughed at me and said, "Those who have renounced the world think too high of themselves. In spite of our twelve years' earnest efforts, Feni-Bhasya could not be *fully learnt*. Be careful to avoid any

Vyakarana, called Fani-Bhasya, cannot master Vedic language and so they are not considered capable of going through Vedic books. When I as a Sannyasi was on tour I studied Panini Vyakarana under the tutorship of a Maharashtriya Pandit. He held that I had not the ability to learn such a complicated subject. *57 to 63.*

বঙ্গানুবাদ :—

যে কোনও বহির প্রথম পাতা ও শেষ পাতায় মাত্র দুইটি লাইন পাঠ করিলেই গুরুর কৃপায় সমগ্র পুস্তকটির মর্ম্মার্থ বা গ্রন্থের বিষয় সম্যক রূপে অবগত হইতে পারি। ৫৭

কেবলমাত্র যে আমার ঐরূপ শক্তি আছে তাহা নয় ব্রহ্মজ্ঞ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়েরও এইরূপ অলৌকিক শক্তি আছে। ৫৮

এবং *ত্রিবেণী নিবাসী পণ্ডিতকুল চূড়ামণি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদি* বহু পণ্ডিতের এইরূপ প্রতিভার বিষয় শোনা যায়। ৫৯

অষ্টাধ্যায় *সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পানিনি ব্যাকরণের ফণীভাষ্যে* যেসকল পণ্ডিতের সম্পূর্ণরূপে অধিকার না থাকে সেই সকল পণ্ডিতের বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অধিকার বা যোগ্যতা হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা বৈদিক ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে না। ৬০/৬১

আমি যে সময়ে সন্ন্যাসী হইয়া দেশভ্রমণে বাহিরাছিলাম সেই সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে একটি পানিনি পণ্ডিতের নিকটে অতি যত্নের

সহিত পানিনি ব্যাকরণ পড়িয়াছিলাম। কিন্তু পানিনি পাঠে আমার কিছুই যোগ্যতা নাই। ৬২।৬৩

इत्येवं मन्यमानः स पण्डित प्रवरः स्तदा ।
सोपहासमिदं वाक्यमीपद्धास्यपुरःसरं ॥ ৬৪
उवाच मां समुद्दिश्य साधु सन्न्यासि मानवाः ।
प्रायेनाहमिकाग्रस्ताः कुर्व्वन्ति निजगौरवं ॥ ৬৫
वयन्तु फणिभाष्यस्यायत्तीकरणाय हि ।
प्रायो द्वादशवर्षाणि प्राणपात परिश्रमैः ॥ ৬৬
साफल्यं नावगच्छामि भाष्यभाषा भयङ्करात् ।
अतस्त्वमस्य पठने विशेषावहितो भव ॥ ৬৭
आकर्ण्याध्यापक वाचं नरेन्द्रः प्रत्युवाच तं ।
यतोऽहमभवञ्छात्रस्त्वहिमां भवतो भवान् ॥ ৬৮
स्वकीयेच्छानुसारेण पाठं दिशतु मां गुरो ।
यद्यहं भवतादत्तं पाठं नाभ्यसितुं क्षमः ॥ ৬৯
तर्हि नाध्यापयेच्छात्रं वाचाम्ममतिगर्वितं ।
इत्थैवं श्रीनरेन्द्रस्तु प्रणम्य पण्डितं सुधीः ॥ ৭০

Under this impession he laughed at me and said, "Those who have renounced the world think too high of themselves. In spite of our twelve years' earnest efforts, Feni-Bhasya could not be fully learnt. Be careful to avoid any

Vyakarane, called Fani-Bhasya, cannot master Vedic language and so they are not considered capable of going through Vedic books. When I as a Sannyasi was on tour I studied Panini Vyakarana under the tutorship of a Maharashtriya Pandit. He held that I had not the ability to learn such a complicated subject. 57 to 63.

বঙ্গানুবাদ :—

যে কোনও বহির প্রথম পাতা ও শেষ পাতার মাত্র দুইটি লাইন পাঠ করিলেই গুরুর কৃপায় সমগ্র পুস্তকটির মর্ম্মার্থ বা গ্রন্থের বিষয় সম্যক রূপে অবগত হইতে পারি। ৫৭

কেবলমাত্র যে আমার ঐরূপ শক্তি আছে তাহা নয় ব্রহ্মজ্ঞ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়েরও এইরূপ অলৌকিক শক্তি আছে। ৫৮

এবং ত্রিবেণী নিবাসী পণ্ডিতকুল চূড়ামণি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদি বহু পণ্ডিতের এইরূপ প্রতিভার বিষয় শোনা যায়। ৫৯

অষ্টাধ্যায় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পানিনি ব্যাকরণের ফণীভাষ্যে যেসকল পণ্ডিতের সম্পূর্ণরূপে অধিকার না থাকে সেই সকল পণ্ডিতের বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অধিকার বা যোগ্যতা হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা বৈদিক ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে না। ৬০|৬১

আমি যে সময়ে সন্ন্যাসী হইয়া দেশভ্রমণে যাইয়াছিলাম সেই সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে একটি পানিনি পণ্ডিতের নিকটে অতি যত্নের

সহিত পানিনি ব্যাকরণ পড়িয়াছিলাম। কিন্তু পানিনি পাঠে আমার কিছুই যোগ্যতা নাই। ৬২।৬৩

इत्येवं मन्यमानः स पण्डित प्रवरस्तदा ।
सोपहासमिदं वाक्यमौपहास्यपुरःसरं ॥ ६४

उवाच मां समुद्दिश्य साधु सन्यासि मानवाः ।
प्रायेणाहमिकाग्रस्ताः कुर्व्वन्ति निजगौरवं ॥ ६५

वयन्तु फणिभाष्यस्यायत्तीकरणाय हि ।
प्रायो द्वादशवर्षाणि प्राणपात परिश्रमैः ॥ ६६

साकल्यं नावगच्छामि भाष्यभाषा भयङ्करात् ।
अतस्त्वमस्य पठने विशेषावहितो भव ॥ ६७

आकर्ण्याध्यापक वाचं नरेन्द्रः प्रत्युवाच तं ।
यतोऽहमभवच्छात्रस्तोऽस्मि भवतो भवान् ॥ ६८

स्वकीयेच्छानुसारेण पाठं दिशतु भो गुरो ।
यद्यहं भवतादत्तं पाठं नाभ्यसितुं क्षमः ॥ ६९

नहि नाध्यापयेच्छात्रं पाषाणमनिशविंशं ।
उक्त्वैवं श्रीनरेन्द्रस्तु प्रणम्य पण्डितं सुधीः ॥ ७०

Under this impression he laughed at me and said, "Those who have renounced the world think too high of themselves. In spite of our twelve years' earnest efforts, Feni-Bhasya could not be fully learnt. Be careful to avoid any

diversion while going through Fani-Bhasya." I I challanged him saying, "You may put me to a test and if you find me unable to fully learn any difficult lesson, you may cease to teach me."
64 to 70

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ মনে করিয়া সেই মহাপণ্ডিত মৃদু হাস্য করিয়া আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া এইরূপ উপহাস বাক্য বলিয়াছিলেন। ৬৪

সাধু সন্ন্যাসী মানুষসকল প্রায়ই অত্যন্ত অহংকারী হইয়া নিজের গৌরব অর্থাৎ আমরা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানব এইরূপ ভাবিয়া থাকেন। ৬৫

আমরা ফণীভাষ্য বিশেষ ভাবে বুঝিবার জন্য প্রায় ১২ বৎসর প্রাণপাত পরিশ্রমের দ্বারাও ভাষ্যের ভাষা অতি কঠিন বশতঃ সমগ্র ফণীভাষ্য বুঝিতে পারি নাই। অতএব তুমি এই ফণীভাষ্য পড়িবার সময়ে খুব সাবধান হও। অর্থাৎ অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ না করিয়া একাগ্রচিত্তে পড়। ৬৬।৬৭

অধ্যাপকের এইরূপ কথা শুনিয়া নরেন্দ্র পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন আপনার যদি ছাত্রের প্রতি এইরূপ সন্দেহ নিশ্চিত হয় তাহা হইলে আপনি আমাকে আপনার ইচ্ছামত বিশেষভাবে কঠিন পাঠ দিয়া দেখুন আপনি যে পাঠ দিয়াছেন আমি তাহা আয়ত্ত করিতে পারি কিনা? যদি না পারি তবে এই বাচাল এবং অত্যন্ত গর্বিত ছাত্রকে পড়াইবেন না। এই কথা বলিয়া বুদ্ধিমান নরেন্দ্র পণ্ডিতের পদধুলি লইয়া।

৬৮।৬৯।৭০

अन्त्यलीलायां १२श अः

तपोयोगं समाश्रित्याधीतवान शास्त्रमुत्तमं ।
सभाष्य पाणिनि ग्रन्थं कण्ठस्थमकरोत् सुधीः ॥ ७१

असाधारण योगत्वा मासेनैकेन स तदा ।
दृष्ट्वैवं पाणिनि गुरु रवदत्तं सुविस्मितः ॥ ७२

न त्वं साधारणो लोकः शिक्षा तव विड़म्बना ।
तत स्तस्माद्विनिष्क्रान्तो गतवानीप्सितां दिशं ॥ ७३

चित्र शिल्पिप्रधानस्य तदानीं रवि वर्म्मणः ।
दृष्टालिपीं महायोगी चित्रदोषमदर्शयत् ॥ ७४

तं तदा व्रीड़ितो भूत्वा शिल्पी सप्रश्नमब्रवीत् ।
प्रभुवमस्मिन् शिल्पि कार्य्ये सिद्धि लाभं गतो भवान् ॥ ७५

श्रुत्वैवं शिल्पिनो वाक्यं तदातेन महात्मना ।
उक्तमनुत्तमं वाक्यं कालिदासस्य भाषणं ॥ ७६

राजानं विक्रमादित्यं पुरोवाच कवि र्यथा ।
देवगुरु प्रसादेन जिह्वाग्रे मे सरस्वती ॥ ८७

With the help of uncommon spiritual power Narendranath committed to memory the entire Panini Vyakarana with Fani Bhasya in a month. On seeing this uncommon power of Narendranath, his teacher become greatly surprised and said. "Oh Narendra you are not an ordinary man. You come to learn only to imitate the practice of

others." Narendra left the place. While on tour, he pointed out a defect in the picture of Ravi Verma. *Ravi Verma was greatly surprised* at his great artistic power. Narendranath, *in reply,* only repeated what the poet Kalidas said to the king. "Oh king, by the grace of God and my preceptor, *Goddess Saraswati abides in my tongue."*

71 to 77

বঙ্গানুবাদ :—

তপস্যাযোগ আশ্রয় পূর্ব্বক সেই পানিনি ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। এবং সেইসময় বুদ্ধিমান নরেন্দ্র অসাধারণ প্রতিভাবলে এক মাসের মধ্যে ফনীভাষ্যের সহিত সমগ্র পানিনি গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। ৭১

এইরূপ ভাবে নরেন্দ্রের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া পানিনি গুরু অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন ওহে নরেন্দ্র তুমি সাধারণ মানুষ নয় শিক্ষা তোমার লোকানুকরণ মাত্র। ৭২

তৎপরে নরেন্দ্র সেইস্থান হইতে তাঁহার ইচ্ছামত অন্যত্র যাইয়া মহাযোগী নরেন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী রবি বর্ম্মার একটি ফটো দেখিয়া সেই চিত্রটির দোষ দেখাইয়াছিলেন। ৭৩ ৭৪

তখন রবি বর্ম্মা শিল্পী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বলিয়াছিলেন। শিল্প কার্য্যে আপনি নিশ্চয় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শিল্পীর কথা শুনিয়া মহাত্মা নরেন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের উক্তিরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন। ৭৫।৭৬

বহু পূর্ব্বে কবিচূড়ামণি কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এইরূপ মহারাজ ! দেবতা এবং গুরুর কৃপায় আমার জিহ্বার অগ্রে সরস্বতী আছেন। ৭৭

सर्व्वं जानामि तेनाहं भानुमत्या स्तिलं यथा ।
यस्मिन् ब्रह्मणि विज्ञाते विज्ञातं हि चराचरं ॥ ৭৮
साधकस्य भवत्येव वेदानुवचनेन हि ।
तथा जातं नरेन्द्रस्य श्रीगुरोरनुकम्पया ॥ ৭৯
पटुत्वं सर्व्वविद्यासु विशेषेण महत्तरं ।
सर्व्वत्र सर्व्वदा तस्य जिह्वाग्रे भाति भारती ॥ ৮০
एकदोक्तं ठाकुरेण शृनुध्वं वचनं मम ।
आगत्यात्र मया सार्द्धं दार्शनिकाः सुपण्डिताः ॥ ৮১
तर्कारम्भस्य प्रागेव श्रुत्वैव मम भाषणम् ।
निरुद्धवाक्य सामर्थ्यात्तूष्णीं सन्ति सुविस्मिताः ॥ ৮২
किन्त्वसौ दिव्य धीशक्त्या प्रायः सप्ततमरहयं ।
तर्कयति मया सार्द्धं नाना वादयुतैर्भृशं ॥ ৮৩
मन्ये ममास्या लीलायाः प्रचारार्थं स्वयं हरिः ।
रामदासः समायातः श्रीराम पार्षदो महान् ॥ ৮৪

"By virtue of my divine power I have spoken out the secret just as the secret black spot of the Queen Bhanumati was revealed by Kalidas. He who knows God knows everything. By the grace

of my preceptor Goddess Saraswati abides in my tongue and I have become omniscient. Once Thakur said, "Oh my devotees, listen to me. Many great learned men come here to debate with me, *But they remain speechless on hearing* what I had to say before they start. But this young man Narendranath always argue with me by holding firmly his atheistic views. I think, he has come with the mission of preaching my views with the devotion of Hanuman to Lord Ramchandra." 78 to 84

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই শক্তিবলেই আমি সর্বজ্ঞ এবং রাণী ভানুমতীর গোপনীয় স্থানের তিলের বার্তা বলিয়াছি। যে ব্রহ্মবস্তুকে জানে তাঁহার জগতের সমস্ত বস্তুই জানা হয়। ৭৮

সাধকের বেদবাক্য অনুসারে সমস্তই জানা হয় সেইরূপ আমারও শ্রীগুরুর কৃপায় সর্বদা সরস্বতী জিহ্বাগ্রে প্রকাশিত বশতঃ আমিও সর্বজ্ঞ হইয়াছি। ৭৯।৮০

একদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন ওহে আমার প্রিয় ভক্তবর্গ তোমরা সকলে আমার কথা শোন। এই দক্ষিণেশ্বরে অনেক ভাল ভাল পণ্ডিত আসিয়া আমার সহিত তর্ক আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আমার কথা শুনিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কোনরূপ কথা বলিতে না পারিয়া সকলেই চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। ৮১।৮২

কিন্তু এই নরেন্দ্র অলৌকিক বুদ্ধির বলে প্রায় দুই বৎসর হইল নানাপ্রকার নাস্তিক মত অবলম্বন করিয়া আমার সহিত অতিশয় তর্ক করিতেছে। ৮৩

মনে হয় আমার এই প্রকট লীলার প্রচারের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের সর্ববশ্রেষ্ঠ পার্ষদ স্বয়ং মহাবীর রামদাস হনুমান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ৮৪

अस्यैव देवतुल्यस्य नरेन्द्रस्य प्रचेष्टया ।
पृथिव्यां पूर्णतया मे प्रकाशः प्रचरिष्यति ॥ ८५

एतदर्थं मह्यमपि नरेन्द्रायातिमानुषीं ।
प्रयच्छामि महाशक्तिं यया सर्व्वजयी भवेत् ॥ ८६

केवलं मम कार्य्यार्थं महामाया विमोहितः ।
नान्यत्र गमने शक्तिं स्वशक्तिं नाथ बुद्धवान् ॥ ८७

स्वोदरं पूरयित्वायं खादितुं यमते यदि ।
नूतनं स्वमतन्त्वेकं स्थापयिष्यति निश्चितं ॥ ८८

श्रीनरेन्द्रं यदापश्यत् बाबा पाओहारी नामकः ।
गाजीपुर प्रदेशस्य महायोगी तदावदत् ॥ ८९

भगवदवतारोऽयं गुणाश्चास्य महत्तराः ।
अस्य भर्त्सना वाक्यस्य सर्व्वदा मे सुखायते ॥ ९०
दारिद्र्य पीड़िता लोकाः परदुःखेन कातराः ।
भवन्तीति न्यायतयानरेन्द्रो यदि पश्यति ॥ ९१

"It is due to the earnest efforts of Narendra that my manifestation will receive wide publicity

in the world. So I have bestowed upon him the divine power which will enable him to win over the world. If Narendra had no poverty he could open up a new horizon in the religious world. He has however been attracted by the Goddess to serve my purpose. He is ignorant of his own unlimited power." It was also said by Powhari Baba, a yogi living at Gajipur that Narendra was gifted with divine power, and that his chidings were pleasing. Like those who were born and brought up through poverty, Narendra would take pity on the misery of others. 85 to 91

বঙ্গানুবাদ :—

এই দেবতুল্য নরেন্দ্রেরই একমাত্র চেষ্টায় এই পৃথিবীতে আমার পূর্ণাবতারের প্রকাশ প্রচারিত হইবে। ৮৫

এই জন্য আমিও নরেন্দ্রকে দৈবী মহাশক্তি দিয়াছি। যে শক্তিতে নরেন্দ্র পৃথিবী জয়ী হইবে। ৮৬

যদি এই নরেন্দ্র পেট ভোরে খাইতে পাইত তাহা হইলে এই পৃথিবীতে একটি নূতন মত স্থাপন করিতে পারিত। কেবলমাত্র আমার কার্য্যের জন্যই নরেন মহামায়া দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়াই অন্য কোথাও যাইতে পারিতেছে না। এবং নিজের শক্তি যে কত বড় তাহাও বুঝিতে পারিতেছে না। ৮৭,৮৮

পাওহারী বাবা নামে গাজীপুর নিবাসী মহাযোগী যে সময়ে নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াছিলেন তখন বলিয়াছিলেন এই নরেন্দ্র ভগবানের অবতার ইহার গুণ অতি বড়। এবং এই নরেনের ভর্ৎসনা বাক্যও আমায় সুখ দান করে। ৮১।৯০

দারিদ্রপালিত লোক সকল প্রায় পরদুঃখে কাতর হয়। এইরূপ একটি প্রসিদ্ধ জনশ্রুতি থাকায় নরেন্দ্র যদি নিজের লোকই হউক বা অপর লোকই হোক তাহাদের দুঃখ দেখিলেই নরেন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিতেন। ৯১

আতুরং স্বং পরং বাপি ক্রন্দনং কুরুতে ধ্রুবং।
তদ্দুঃখ মোচনার্থায় চকারারাধনং হরেঃ ॥ ৫২
অলৌকিকো গুরোর্ভক্তি বীদৃগ্ দৃষ্টো ন কেনচিৎ।
যদারত স্তপস্যায়াং শ্রীনরেন্দ্রো হিমালয়ে ॥ ৫৩
গঙ্গাধরস্য পোড়াভিরত্যন্তং দুঃখিতোঽভবৎ।
যেন তস্য রাজ্যভাবঃ সুদূরং গতবাংস্তদা ॥ ৫৪
পরন্তু তং সমুদ্দিশ্য তেনোক্তং সুমহাত্মনা।
যদ্যহং জীবনং দত্বা গুরুভ্রাতুর্হি কস্যচিৎ ॥ ৫৫
ক্লেশস্য বস্যপি শক্তো ভবামি তেন মে ধ্রুবং।
কোটি জন্ম তপস্যায়াঃ ফলমেব ভবিষ্যতি ॥ ৫৬
তপসঃ কণ্টকায়ুথং যতো মে স্নেহভাগিনঃ।
ত্যক্ষ্যামি যদ্যহং সার্দ্ধং গুরুভ্রাতৃগণৈরহো ॥ ৫৭
এবমুক্তা ততোঽস্মাকং মায়াং সংছিদ্য সাধকঃ।
স্বীকৃতবান্ হসিমাকায়ং পদব্রজেন কেবলং ॥ ৫৮

He would pray to God to remove miseries of the suffering people, known or unknown, whom he happened to come across. His devotion to his preceptor was also unparalalled. When Narendra was doing panance in the Himalayas, he became so sorry at the news of illness of Gangadhar that he ceased to do his penance and sent this message to him, 'If I am able to save a bit of his hair at the cost of my life, I shall deem that I have got the fruit of my accumulated merit acquired in millions of my previous births." Afterwards he said, "Love and affection are hindrances to penance. If I keep company with my fellow brothers and become moved by their worries, I shall have to give up my penance." So saying he went away all alone on a tour throughout India. 92 93

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই সকল দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। ৯২

নরেন্দ্রের মত এরূপ গুরুভক্তি কেহ কোথাও দেখেন নাই। যে সময়ে নরেন্দ্র হিমালয়ে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। ৯৩

সেই সময়ে গুরুভাই গঙ্গাধরের দেহপীড়ার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত

হইয়াছিলেন এবং সেই সময়ে নরেন্দ্রের তপস্যা ও বৈরাগ্য একপ্রকার নষ্ট হইয়াছিল। ৯৪

পরন্তু সেই গঙ্গাধরের উদ্দেশ্যে মহাত্মা নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন। যদি আমি আমার গুরু ভ্রাতার এক গাছি কেশ রক্ষণেও সমর্থ হই তাহা হইলে আমি নিশ্চয় জানিব যে আমার কোটি জন্মের তপস্যার ফল নিশ্চয় হইল। ৯৫।৯৬

তপস্বী ব্যক্তির স্নেহই তপস্যার কন্টক স্বরূপ। অতএব আমি যদি গুরু ভ্রাতৃবর্গের সহিত এক সঙ্গে অবস্থান করি এবং তাহাদের দুঃখে কাতর হই। তাহা হইলে আমার তপস্যা হইবে না নরেন্দ্রনাথ এই কথা বলিয়া আমাদিগের মায়া কাটাইয়া আকাশবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কেবলমাত্র পদব্রজে। ৯৭।৯৮

सम्पूर्णं भारतं वर्षं पर्य्यटामीति संवदन्।
योगासनादि यत्किञ्चित् सर्व्वं सन्त्यज्य सत्वरात् ॥ ९९
अदृश्यतां गतः साधुः केनापि न विलक्षितः।
तुच्छीकृत्य शीतवातं रौद्र दृष्ट्यादिनां व्यथां ॥ १०२
यवसन्न शरीरेण प्राप्य देवालयं सुधीः।
अथवा तरुमूलञ्च निद्रां याति सुखेन सः ॥ १०१
केवलं सम्वलन्त्वस्य गीतमेकं शुभप्रदं।
दरद नाजानिके मोरा आप् ना राम देखियाछी ॥ १०२
मूर्त्तिमतो वैराग्यस्य प्रतीकः पावकोपमः।
शनैः शनैः भगवतो गुरोर्वाणीं प्रचारयन् ॥ १०३
राजपूतनाख्य देशे खेतड़ी नाम पत्तनं।
प्रविष्टवान् पादचारी सन्न्यासी ब्रह्म भावनः ॥ १०४

अन्त्यलीलायां १२श अः

एको नरः समायातः साधुः सुप्रियदर्शनः।
ततस्य भूपतिश्चैवं स्मुत्वाग्रह समन्वितः ॥ १०५

He gave ·up his holy services and yogic practies and disappeared. He did not care the hardship caused by cold, sun and shower and storm. When he felt himself exhausted, he would take shelter in a temple or under a tree and sleep happily. He had only one thing to depend upon. It was a song. Being free from all earthly attractions he went on his journey preaching the message of his preceptor. By and by he reached the town of Kheiri in Rajputana. When the king of that place heard that a Sadhu of a very charming appearance had come there, he welcomed Narendra with great respect to his own palace.

99 to 105

বঙ্গানুবাদ :—

সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন বা পরিভ্রমণ করিব এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ যোগাসনাদি যাবতীয় সব পরিত্যাগ পূর্বক সাধু নরেন্দ্র অদৃশ্য হইয়াছিলেন। তাহা কেহই জানিতে পারিয়াছিলেন না। ৯৯

অত্যন্ত শীত ঝঞ্ঝাবাত প্রখর রৌদ্র ও অতি বৃষ্টি জন্য দুঃখকে উপেক্ষা করিয়া আনন্দ মনে যখন শরীরের ক্লান্তিবশতঃ আর চলিতে

না পারিতেন তখন কোনও দেবালয়ে অথবা বৃক্ষমূলে অবস্থানপূর্ব্বক সুখে নিদ্রা যাইতেন। ১০০।১০১

নরেণের কেবলমাত্র সম্বল ছিল একটি গান সেই গানটি এই "সবর না জানে কৌই মীরা আপনা রাম দেওয়ালী।।" দেওয়ালী শব্দের অর্থ প্রদীপসমূহ। কেহ কেহ বলেন মূর্ত্তিমান বৈরাগ্যের আধার অগ্নিতুল্য দীপ্তিমান দেহ নরেন্দ্র ধীরে ধীরে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বাণী প্রচার করিতে করিতে। ১০২।১০৩

পদচারী ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী রাজপুতনা প্রদেশের ক্ষেতড়ী নামক রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১০৪

ক্ষেতড়ীর রাজা একটি অতি সুন্দর মূর্ত্তি নূতন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত আগ্রহসহকারে। ১০৫

सादरं स समालोच्य स्वप्रासादे न्यवेशयत् ।
सन्तोषाय तस्य साधोः प्रसिद्ध गायिकाद्वयं ॥ १०६
आनाययामास राजा बहु सभ्य समन्वितः ।
वैराग्यदीप्त सन्यासी गीतं वाराङ्गना मुखात् ॥ १०७
श्रवणेच्छा विहीनोऽपि श्रुतवान् राजगौरवात् ।
भावार्थस्तस्य गानस्य संक्षेपेणोच्यते मया ॥ १०८
पितुर्वाक्यं परित्यज्य यः पुत्रः स्वैरमाचरेत् ।
गर्हितस्त्रिषु लोकेषु पापी भवति निश्चितम् ॥ १०९
किन्तु भाषोत्तया भक्त प्रह्लादस्य महात्मनः ।
यदर्थमवतीर्णोऽसौ वैकुण्ठात् परमेश्वरः ॥ ११०
योनृसिंह तनुं धृत्वा हिरण्यकशिपुं हरिः ।
जघान नखराघातैः किमाश्चर्य्यं ततःपरं ॥ ११

अन्त्यलीलायां १२श अः

शिव ब्रह्मेन्द्रवरुण वायु चन्द्र यमादिभिः।
कैरपि श्रीभगवतो मायोबोद्धुं न शक्यते ॥ ११२

To entertain the Sadhu, the King arranged for music by two women. In spite of his unwillingness he had to be present during the performance. The purport of the song was briefly this, "It is true that the son who disobeys his father becomes impious and hated by all. But the great devotee, Pralhad, was an exception. For his sake Lord Vishnu came down from His own abode in the shape of a lion in the upper half and a man in the lower half, and killed Hiranyakasipoo, the father of Pralhad by his nails. It was a wonderful miracle. The ways of God are unknown even to Shiva, Bramha, Barun, Bayu, the Moon, Yama and other gods. 106 to 112

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই সন্ন্যাসীকে সমাদর পূর্ব্বক সসম্মানে নিজ গৃহে আনিয়া রাজ প্রাসাদে রাখিয়াছিলেন। এবং বহুতর সভাসদ্‌গণের সহিত একত্রিত হইয়া সাধুর সন্তোষ সম্পাদনের জন্য দুইটি প্রসিদ্ধ গায়িকা স্ত্রীলোককে রাজসভায় আনয়ন করাইয়াছিলেন। ১০৬

সেই বৈরাগ্যদীপ্ত সাধুর বারাঙ্গনাদিগের গান শুনিবার ইচ্ছা না

থাকিলেও রাজার অনুরোধে শ্রবণ করিয়াছিলেন। যে গান করিয়াছিল তাহার ভাবার্থটি সংক্ষেপে বলা হইতেছে। ১০৭।১০৮

যে পুত্র পিতার আদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করে সে পাপী হয়। এবং সকলের নিকটে নিন্দিত হইয়া থাকে। ইহা ধ্রুব সত্য। ১০৯

কিন্তু মহাত্মা ভক্ত প্রহ্লাদের তাহা হইয়াছিল না। পরন্তু পিতার অপ্রিয় সেই প্রহ্লাদের জন্য পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ বৈকুণ্ঠ হতে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুকে নখরাঘাতে বধ করিয়াছিলেন। অতএব ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে। ১১০।১১১

শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র বরুণ বায়ু যম প্রভৃতি দেবতাসকলও শ্রীভগবানের ইচ্ছা যে কি তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। ১১২

समदर्शी यतस्त्वं वै पापं मो बहु विरहितं।
स्वत्मध्यं पश्य भो साधो सज्जनस्य समानतां ॥ ११३

स्पर्शमनेः स्पर्श हेतोः पूज्य यो लौहविग्रहः।
घातकस्याऽस्त्ररूपेण यो लौहो स्थियते करे ॥ ११४

तावुभौ स्पर्शतां यातौ न भेदो दृश्यते तयोः।
तथाद्य पापमुक्ताःस्मो भवतो दर्शनादयं ॥ ११५

श्रुत्वा तत्र गायिकानां गानार्थं लज्जितोऽभवं।
यथा जलौकसामास्यि चारस्य पतनाद्भवेत् ॥ ११६

न कस्यापि समीपेऽहं कदापि नतकन्धरं।
भवामि नारीमध्ये मे प्रथमोऽयं पराभवः ॥ ११७

अन्त्यलीलायां १२श अः

प्रेतयोनिः किन्नरश्च गन्धर्वश्चाप्यथवा तथा ।
इन्द्र चन्द्र यमादीनां देवतानाञ्च दर्शनं ॥ ११८
किमपि न तस्य चित्रं यस्यात्म दर्शनं भवेत् ।
हिमालय पर्यटने बव्हाश्चर्यं ददर्श सः ॥ ११९

"Oh Sadhu, with you all are equal. We are all sinners. You should forgive us. The magic touch-stone does not differentiate between the good iron of which a holy image is made, and the bad iron of which a sword is made ; and makes iron of any kind and any shape gold. We are blessed by your holy presence." Narendra was extremely ashamed to hear the women's songs. He never bowed down his head to any body except his preceptor. On this occasion he felt himself humiliated by these women singers. It is no wonder that he who had acquired divine wisdom would see the gods like Indra and others. Narendra also came across many wonders in the Himalayas. 113 to 119

বঙ্গানুবাদ :—

হে সাধু তুমি সমদর্শী আমরা মহাপাপী অতএব আমাদিগকে ক্ষমা করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। ১১৩

দেখুন যাঁহারা সজ্জন হন্ তাঁহারা পাপীকেও যেমন দেখেন পুণ্যবান-

কেও তদ্রূপই দেখেন। স্পর্শমণির স্পর্শ বশতঃ লৌহ নির্ম্মিত দেব-দেবীর মূর্ত্তিকে যেমন স্বর্ণে পরিনত করে এবং ঘাতকের অস্ত্ররূপে যে লৌহ ঘাতকের করে থাকে তাহাকেও স্বর্ণ করে অর্থাৎ ভালই হউক আর মন্দই হউক স্পর্শমণি উভয়কেই স্বর্ণে পরিণত করেন। স্পর্শমণি কাহারও ভেদ দর্শন করেন না। সেইরূপ আপনার দর্শনে আজ আমরা নিশ্চয় পাপমুক্ত হইলাম। ১১৪ ১১৫

সেই রাজভবনে গায়িকাগণের গান শুনিয়া আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলাম। জোঁক নামক জন্তুর মুখে লবণ দিলে যেরূপ হয় আমি সেইরূপ হইয়াছিলাম। ১১৬

আমি শ্রীগুরু ভিন্ন কাহারও নিকটে কখন মস্তক নত করি নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকের নিকট আমার এই প্রথম পরাজয় ঘটিল। ১১৭

যাঁহার আত্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শন হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে প্রেতযোনি গন্ধর্ব্ব কিন্নর অথবা ইন্দ্র চন্দ্র যমাদি দেবতার দর্শন কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। হিমালয়ে আমি বহু আশ্চর্য্য দেখিয়াছিলাম। ১১৮।১১৯

একদা তদ্ গুরুস্তাতু বীমারীমীচ্ছয়া সুধীঃ।
চকার প্রার্থনাং মাতুঃ কালিকায়াঃ সমীপতঃ ॥ ১২০
তত্রাবির্ভূয় সা কালী প্রোবাচ তং সুযোগিনং।
অচিরং পুরয়িষ্যামি ভোঃ পুত্র তব যাচিনং ॥ ১২১
শ্রুত্বাপ্যেবং বচো দেব্যা নরেন্দ্রোপ্যবদত্তদা।
কন্যৈকা কৃষ্ণবর্ণীয়ং মাং প্রলোভ্য জগাম সা ॥ ১২২
তথা হৈবস্ততে পথে যদা পর্য্যটনে রতঃ।
প্রেতযুগ্মস্য সংপশ্যন্ দুর্দ্দশামতিদারুণাং ॥ ১২৩

दयार्द्र हृदयः साधुः प्रार्थनामकरोत्तदा ।
यदि जप्तं यदि हुतं गुरवो यदि तोषिताः ॥ १२४
तत् फलेन तयोः सर्व्वपापनाशादनन्तरं ।
प्रेतभावं गतवतोर्भूयात् स्वर्गोऽप्यनुत्तमः ॥ १२५
एवमुक्ते तदा तस्मिन् श्रीनरेन्द्रे महात्मनि ।
प्राप्य दिव्यवपु स्तौ द्वौ नरेन्द्रस्य जयध्वनिं ॥ १२६

Once Narendra prayed to the Goddess Kali *for recovery of his ailing fellow brother.* The Goddess appeared before him and said, "My son, I shall fulfil your desire very shortly." Naredra felt that a girl of dark complexion appeared and disappeared in a mysterious manner. In the Deccan he came across two ghosts who were in great distress. He prayed for their relief at the cost of merit acquired by him through holy deeds. *At once the ghosts were purged of their sins and* left for Heaven shouting all glory to Narendra.

120 to 126

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কোনও সময়ে নরেন্দ্র গুরু ভাইয়ের দেহ পীড়ার আরোগ্য কামনায় মা কালীর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১২০

মাতা কালিকা আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন। ওহে পুত্র নরেন্দ্র তোমার প্রার্থনা আমি শীঘ্রই পূরণ করিব। ১২১

অন্ত্যলীলায়াং ৭২শ অঃ

এইরূপ ভাবে দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণবর্ণা একটি মেয়ে আমাকে প্রলোভিত করিয়া চলিয়া গেল। ১২২

অর্থাৎ কালিকা দর্শন দিয়াছিলেন। এবং দাক্ষিণাত্যে যখন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নরেন্দ্র দুইটি প্রেতের ভয়ঙ্কর কষ্ট দেখিয়া ভগবানের নিকট এইরূপভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে যদি আমি জপ করিয়া থাকি অথবা সেবা দ্বারা যদি গুরুর সন্তোষ বিধান করিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের ফলে এই দুইটি প্রেতের সমস্ত পাপ নষ্ট পূর্ব্বক প্রেত-ভাব দূরীভূত হইয়া উত্তম স্বর্গ লাভ হউক। ১২৩।১২৪।১২৫

সেই সময়ে সেই মহাত্মা নরেন্দ্র এইরূপ বলিলে সেই দুইটি প্রেত দিব্যদেহ লাভ করিয়া পুনপুনর্ব্বার নরেন্দ্রের জয়ধ্বনি দিতে দিতে পরমানন্দে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। ১২৬

ভূয়োভূয়ঃ প্রকুর্ব্বন্তৌ দিব্যলোকং গতৌ মুদা।
এবমলৌকিকং কৃত্যমকরোত্ স নরোত্তমঃ ॥ ১২৭
স্বস্য পূর্ব্বং তপস্যায়াঃ স্থানং দৃষ্ট্বা ভবেদ্ যদি।
যাবজ্জীবং সমাধিস্থঃ কার্য্যং তর্হি ভবিষ্যতি ॥ ১২৮
শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত বিদমাখ্য সুনির্ম্মলং।
বিচিন্ত্যৈব মহামায়া তস্য নরোত্তমস্য বৈ ॥ ১২৯
হিমালয়গমনে বিঘ্নং জনয়ামাস কালিকা।
তেন সাধুঃ পুনঃ প্রায়াদ্ দক্ষিণেশং মহামতিঃ ॥ ১৩০
অত্র স্থিতো যোগযুক্তো যোগী নিয়ত মানসঃ।
যোগিনাং দুর্লভং যোগং নির্ব্বিকল্প সমাধিজং ॥ ১৩১
চিরকাঙ্ক্ষিত যোগস্থ লব্ধানন্দ পরিপ্লুতঃ।
দেহাত্ম বুদ্ধিং বিস্মৃত্য তস্থৌ স্থানুরিবাচলঃ ॥ ১৩২

ন স্পন্দং প্রাণনাদ্যা স্তয়া মায়া নিরুধ্য চ।
গতাসুমিব তং দৃষ্টা নির্বিকল্প সমাধিনা ॥ ১৩২

Thus Narendra performed many miracles. Who was there to expound the teachings of Sri Sri Ramakrisna if Narendra lost himself in trance on his visiting the former place of his penance? Cosidering this, the Goddess Jagadamba obstructed his access to Badarikashrama. Narendra had to come back to Hrishikesh. He fell into a trance in which his body lost all signs of life.

127 to 133

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে সেই সময়ে নরেন্দ্রনাথ বহুতর অলৌকিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। যদি নরেন্দ্র নিজের পূর্ব্ব তপস্যার স্থান দর্শন করিয়া সমগ্র জীবনের মত সমাধিগ্রস্ত হন তাহা হইলে শ্রীগুরু ভগবান রামকৃষ্ণদেবের জীবন চরিত্র বেদের ভাষ্য অর্থাৎ ঠাকুরের লীলামাহাত্ম্য সুনির্ম্মলভাবে রচনা কে করিবে। মহামায়া জগদম্বা কালিকা এইরূপ চিন্তা করিয়াই সেই নরোত্তম নরেন্দ্রের বদরিকাশ্রমে গমনে বাধা জন্মাইয়াছিলেন। ১২৭।১২৮।১২৯

হনুমান চটী পর্য্যন্ত যাইয়া সেই স্থানে আনন্দিত হইয়া প্রায় ভগবান বদ্রীনারায়ণের নিকটস্থ হইয়া সেই স্থান হইতে পুনর্ব্বার হৃষীকেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৩০

যোগী নরেন্দ্র সেই হৃষীকেশ তীর্থে অবস্থান পূর্ব্বক মনকে সংযত করতঃ যোগযুক্ত যোগীগণের চিরকাঙ্ক্ষিত দুর্লভ যোগ যে যোগে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয় সেই যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক আনন্দে নিমগ্ন হইয়া দেহাত্মবুদ্ধি অর্থাৎ দেহ যে একটি ভালবাসার বস্তু ইহা ভুলিয়া গিয়া শাখা পত্র বিহীন বৃক্ষের মত অচল অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছিলেন। ১২১।১২২

তখন নাসারন্ধ্রে বায়ু ছিল না এবং প্রাণ নাড়ীর স্পন্দন ছিল না। সেই সময়ে নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত নরেন্দ্রকে একটি মৃত দেহের মত দেখিয়া। ১২৩

বিহ্বলিতা বয়ং সর্ব্বে হ্যভূম তস্য চিন্তয়া।
পরিংক্ষিপ্য স্থিতোভূত্বা বদদেবং মুদাযুতঃ ॥ ১২৪
সমাধে র্নির্বিকল্পস্য রসাস্বাদঃ সুধোপমঃ।
শ্রীগুরোরুপদেশেন বারমেকং কৃতো ময়া ॥ ১২৫
কৃতাস্বাদো দ্বিতীয়োঽস্য গুরোরন্তর্হিতেঽপি চ।
ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি সফলং জীবনং মম ॥ ১২৬

গুরোর্বচঃ সত্যমসত্যমন্য
দুষ্টং বদন্নিত্যমনন্য চিত্তঃ।
প্রচারয়ন্ মত্ত ইবা মহাত্মা
বার্ত্তাং গুরো র্গায়তি যত্র তত্র ॥ ১২৭
এবং ভ্রমন্ ভারতবর্ষ ভূমৌ
ক্রমেণ তদ্ ঘমবাপ সাধুঃ।
যত্রাম্বিকায়া স্তপসা বিশুদ্ধং
কুমারিকা ক্ষেত্রমতীব পুণ্যং ॥ ১২৮

His condition made us all very uncertain about his being alive. Next day he regained his senses and said. "The divine joy which I have experienced in the trance for the second time has made my life blessed." He also said that the words uttered by his preceptor were the truth and every other thing was false. There after he roamed about like a mad man and preached the Message of his preceptor. He travelled on and on and at last reached Cape Kumarika. 134 to 138

বঙ্গানুবাদ :—

আমরা সকলে সেই নরেন্দ্রের চিন্তায় অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম। তৎপরে দিবারাত্র অতীত হইলে পরদিনে নরেন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইয়া অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মত আনন্দের সহিত এইরূপ বলিয়াছিলেন। ১৩৪

নির্বিকল্প সমাধির রসাস্বাদ অমৃততুল্য। শ্রীগুরু ভগবানের উপদেশানুসারে পূর্ব্বে একবার নির্বিকল্প সমাধির রসাস্বাদ করিয়াছিলাম। ১৩৫

শ্রীগুরু ভগবান ঠাকুরের লীলা অপ্রকটের পর এই নির্বিকল্প সমাধির রস দ্বিতীয়বার আস্বাদন করিলাম। আমি ধন্য হইলাম কৃতকৃত্য হইলাম আমার জীবন সফল হইল। ১৩৬

গুরু বাক্যই সত্য তাছাড়া সব মিথ্যা এইরূপ বাক্য উচ্চৈঃস্বরে একান্ত মনে বলিতে বলিতে দেব বিগ্রহ নরেন্দ্র পাগলের মত শ্রীভগবান্ ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথামৃত প্রচার করিতে করিতে যেখানে

সেখানে অর্থাৎ স্থান অস্থান কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সর্বত্র গান করিতেন বা বলিতেন। ১৩৭

এইরূপভাবে ভারতবর্ষের সর্বত্র ভ্রমণ করিতে করিতে এক সময়ে সেই দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ যে স্থানে মা ভগবতী দুর্গা অম্বিকার তপস্যা দ্বারা অতি নির্ম্মল বিশুদ্ধ কুমারিকা নামক ক্ষেত্র আছে। ১৩৮

> तस्मिन्ददर्शाति गम्भीरसिन्धौ
> स्तरङ्ग भङ्गायित तीरभूमिं।
> यूनोर्यथा नूतन दारकल्पे
> प्रमत्त भावान्मृदितां वराङ्गनाम् ॥ १३९
> यत्रोऽत्र देवाः प्रचरन्ति नित्यं
> अन्यत्र नारायण वासभूमिः।
> यस्यात्र भक्ता बहवः सुखिता
> नारायण ब्रह्म च विद्यतेऽत्र ॥ १४०
> सर्वे सदा दक्षिण भारतस्य
> दण्डायमानो जलधेः सुतीरे।
> धनञ्च दुर्दान्त तरङ्ग दृष्टे
> आनन्द सिन्धावनिमज्जितोऽभूत् ॥ १४१

Narendra saw the solemn sea and also watched the waves breaking on the shore. The sea troubled the coast like a newly married bridegroom teasing his bride. Here gods always negotiate. Here is also the abode of lord Nara-

yana, with many of His blessed devotees. Narendra was overwhelmed with joy at the sight of the surging waves of unlimited sea. 139 to 141.

বঙ্গানুবাদ :—

সেই কুমারিকা ক্ষেত্রে নরেন্দ্র অতি গভীর সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গ তীর ভূমি দেখিয়াছিলেন। যেরূপ যুবা পুরুষেরা নূতন বিবাহের পর প্রমত্ত ভাব বশতঃ যুবতী পত্নীকে পীড়িত করেন, সেইরূপ সমুদ্র তীর ভূমিকে পীড়িত করিয়াছিলেন। ১৩৯

এমন কি এই কুমারিকা ক্ষেত্রে দেবতাগণ নিত্য যাতায়াত করিয়া থাকেন। এবং এই স্থানে ভগবান নারায়ণের বাসভূমি বিদ্যমান আছে। এবং সুসিদ্ধ ভক্তবৃন্দের সহিত স্বয়ং ভগবান ও ব্রহ্মা সর্ব্বদা বিরাজিত হন। ১৪০

সেই সময়ে জীবমুক্ত নরেন্দ্র দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র তীরে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের অসংখ্য দুর্দ্দমনীয় তরঙ্গ দর্শনে আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ১৪১

भाव स्वादा-मस्य हृद स्तथाभूत्
धीमास्थिर स्तत्क्षणधी नरेन्द्रः।
अचिन्तयित्वा स्वमनो विपश्चि
झम्पं ददौ हृत्तरङ्गपूर्णे ॥ १४२
तीरे स्थिताः सर्व्वजनाः सुभीता
अप्यस्य भावेन विभावितस्य।
चित्तस्य चाञ्चल्यमहो न जातं
ग्राह्या न जाता जलमज्जनाय ॥ १४३

बाहु प्रवेनैव घतर्त्तुमिच्छन्
समुद्र मध्ये गतवान् महात्मा ।
तत्र प्रवालस्य गिरिं विलोक्य
क्रमेन तत्रोपविवेश साधुः ॥ १४४

At that time the convulsion of mind of Narendranath was so great that he jumped into the water of the roaring sea without caring his own safety. Those who were present on the spot were struck with awe. Narendranath, however, had nothing to be afraid of and swam far off from the shore with an idea to cross the sea. He reached a coral rock in the sea and sat on it. 142 to 144.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই সময়ে সেই নরেন্দ্রের একটি অপূর্ব্ব মনোভাব উদিত হইয়াছিল। যদ্বারা নরেন্দ্র অধৈর্য্য হইয়া নিজ শরীরের বিপদ বিষয়ের চিন্তা না করিয়া সেই সমুদ্র জলের মধ্যে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন। ১৪২

তখন সমুদ্রতীরে অবস্থিত লোকসকল নরেন্দ্রের সেইরূপ কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেও স্বাত্মভাবে অর্থাৎ ভগবৎ প্রেমে প্রেমবান নরেন্দ্রের চিত্ত চাঞ্চল্য বা গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবার আশঙ্কাও হইয়াছিল না। ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। ১৪৩

মহাত্মা নরেন্দ্র তখন এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে আমার এই দুটি

বাহু দ্বারাই সমুদ্র পার হইয়া যাইব এইরূপ মনে করিয়া সাঁতার দিতে দিতে প্রায় সমুদ্রের মধ্যে প্রবালের (পলার) পর্ব্বত পরিদর্শন করিয়া ক্রমশঃ সেই পর্ব্বতের উপরিভাগে উপবেশন করিয়াছিলেন। ১৪৪

ये साधकाः सन्ति कुमारिकायां
वदन्ति चैवं जगदम्बिका या ।
शैवं तपस्याञ्च चकार देवी
कुमारिका मूर्त्ति परिग्रहेण ॥ १४५
योगासने योगयुतः स तत्र
द्वीपे प्रवालस्य घटीत्रयं हि
मन्ये कृपां प्राप्य गुरोस्तदानीं
तस्थौ महानन्दमना महात्मा । १४६
ज्ञात्वा तदा तस्य महा विपत्तिं
कैवर्तमुख्यः पुरुषं महान्तं ।
सहावधानं प्लव मध्यभागे
तं स्थापयित्वा तटमानिनाय । १४७

It was said by the hermits who resided there that Goddess Durga in the shape of that rock was performing penance to have Shiva as her consort. Narendra stayed there in his divine mood for three hours in great joy and felt himself blessed by his preceptor. The fishermen considered that the life of Narendra was in danger

and so they hastened to rescue him. He was brought back to the shore in a boat, 145 to 147

বঙ্গানুবাদ :—

সেই কুমারিকা ক্ষেত্রে যে সকল সিদ্ধ সাধকগণ বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা বলেন যে মা দুর্গা এই সমুদ্র মধ্যে প্রবাল গিরিতে কুমারী মূর্তি ধারণ পূর্ব্বক শৈব ব্রতের অর্থাৎ পতিরূপে শিবকে পাইবার জন্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১৪৫

তৎপরে সেই নরেন্দ্র প্রবালের স্থানে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় পর্য্যন্ত যোগাসনে যোগযুক্ত হইয়াছিলেন। বোধ হয় সেই সময়ে শ্রীগুরু ঠাকুরের কৃপা পাইয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৪৬

সেই সময়ে প্রধান নৌকাচালক বা সর্দ্দার মাঝী নরেন্দ্রের ভয়ঙ্কর বিপদ মনে করিয়া সেই মহাপুরুষ নরেন্দ্রকে খুব সাবধানের সহিত নৌকার মধ্যদেশে বসাইয়া ধীরে ধীরে তীরে আনয়ন করিয়াছিলেন। ১৪৭

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां नरावतार श्रीनरेन्द्रस्याविर्भाव समये स्वर्ग पतित ज्योतिषैवास्य सम्भव इति ठाकुर सिद्धान्तः। पावहारी बाबा नामक साधुरपि भगवदवतारोऽयमिति निर्द्धारितवान्। गभर्णमेण्ट शिक्षा विभागीय सर्व्वोच्च पद भूषित श्रीभूदेव मुखोपाध्याय देवशर्म्मणा पण्डित वर्य्येन काशीक्षेत्रे नरेन्द्राय भारतरत्न इत्युपाधिः प्रदत्तः। केशव सेनादि समागमः। हृषीकेश क्षेत्रे निर्विकल्प समाधिः पदव्रजेन भारतवर्षं पर्य्यटनं। वैवस्वतदिशि युग्म प्रेतोद्धारणं। कुमारिका क्षेत्रे समुद्र मध्ये तपश्चरणं। पुनस्तीरप्रापितरूपोऽन्त्यलीलाया द्वादशोऽध्यायः। अः १२ पः ३

अन्त्यलीलायां १२श अः

Here ends the twelveth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Ramendra Sunder Bhaktitirtha. ॥ ১২ অঃ অন্ত্যঃ ॥

বঙ্গানুবাদ :—

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে নরাবতার নরেন্দ্রের জন্ম সময়ে স্বর্গ হতে পতিত জ্যোতি দ্বারাই নরেন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল এই বিষয়টি ঠাকুর নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পাওহারী বাবা নরেন্দ্রকে ভগবদবতার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কাশীক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষা বিভাগীয় অধ্যাপক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া "ভারতরত্ন" উপাধিপত্র প্রদান করেন। ব্রহ্মসমাজের আচার্য্য কেশব সেন মহাশয় নরেনের গুণে মুগ্ধ হইয়া বহুতর প্রশংসা করেন। হৃষীকেশ তীর্থে নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ পদব্রজে ভ্রমণ করেন। সেই সময় দাক্ষিণাত্যে দুইটি প্রেতকে উদ্ধার করেন বা প্রেত দুইটি আনন্দে স্বর্গ গমন করেন। কন্যাকুমারী তীর্থে সমুদ্র মধ্যে প্রবাল পর্ব্বতের উপরিভাগে তপস্যা আচরণাদি এই অন্ত্যলীলায় দ্বাদশ অধ্যায়ে বলা হইল। অঃ ১২॥

ग्रन्थान्ते ग्रन्थप्रतिपाद्य देवतायाः स्तुत्यध्यायः

स्वर्गद्वार कपाटपाटनपटौ वर्षे यदा भारते
नाना तर्क कुतर्क युक्ति बहुले पाश्चात्य भावान्विते ।
भक्तिज्ञान विहीन नास्तिक नय ग्रस्ते समये जने
कालेऽस्मिन् कठिने भयङ्कर दिने प्रायेन लुप्ते तपे ॥ १

स्तुत्यध्यायः

घार्य्यैः पूजित पुण्य वेदविहिते धर्म्मे गते ध्वंसनं
धर्म्मग्लानि विमोचनाय भगवान् श्रीरामकृष्णः स्वयं ।
नाना वैदिक तान्त्रिकादि वित् कर्म्मार्गं सुसिद्धिं गतो
जातो ब्रह्मकुले सनातन वपुर्न्नाम्ना देवो हरिः ॥ २

यत् कीर्त्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं ।
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै वरेण्याय नमोनमः सदा ॥ ३

It was in the dreadful era when the people of India, who had the power to open the gateway to the Heaven, were, indulging in perverted reasonings under the influence of western civilisation and culture and being wildly initiated with the subversive logic of the atheists who were void of devotion and wisdom, and when the traditional religious rites based on the holy Vedas were fast losing ground that Lord Ramakrishna manifested Himself to revive the glory of religion through the Vedic and Tantric rites and was born in the bramhin family. I bow down with all devotion and obeisance to him by singing whose holy names, by recalling whom in our mind, by beholding whom with our eyes, by worshipping whcm, by listening to whose

sayings and by paying homage to whom we become purged of our sins instantly. 1 to 3

বঙ্গানুবাদ :—

গ্রন্থ শেষে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দেবতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের স্তুতিবিষয় কিছু বলা হইতেছে।

আনন্দময় ধামের রুদ্ধদ্বারোদ্ঘাটনে সম্পূর্ণ সমর্থ এই ভারতবর্ষে যে সময়ে সকল লোক বহুতর কুতর্ক যুক্তি বাহুল্যে পাশ্চাত্য ভাবে বিভাবিত জ্ঞান ভক্তি শূন্য নাস্তিক বুদ্ধিতে মোহিত এইরূপ অতি ভয়ঙ্কর কঠিন সময়ে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রায় নষ্ট হইলে। ১

সনাতন ধর্ম্মযাজকগণের অনুষ্ঠিত বৈদিক কার্য্য একপ্রকার ধ্বংসোন্মুখ হইলে সেই সকল দুষ্ট ধর্মভাব দূরীকরণের জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুবিধ বৈদিক ও তান্ত্রিকাদি হিতকারী সাধনমার্গে সুসিদ্ধি প্রাপ্ত সচ্চিদানন্দময় দেহধারী সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান ব্রহ্মবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ২

ভগবানের নাম কীর্ত্তন যাঁহার স্বরূপের চিন্তন যাঁহার দর্শন যাঁহার বন্দন শ্রবণ ও পূজা সমগ্র নরনারীর তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব পাপ দূরীভূত করে সেই পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। ৩

যদি নিত্য সুখে বাঞ্ছা যদি বাঞ্ছা ভবক্ষয়ে।
শ্রীরামকৃষ্ণ নামৈব বদ তর্হি সমন্বিতঃ ॥ ৪
সম্পৎসু স্বজনাঃসর্ব্বে বিপৎসু বিমুখাঃ সদা।
সম্পদাপৎসু মিত্রং স্যা দ্রামকৃষ্ণঃ সুনিশ্চিতম্ ॥ ৫
দারাপত্য সুহৃৎ মাতা দেহ গেহ সমন্বিতম্।
সর্ব্বং বিনাশি সত্যো হি রামকৃষ্ণো ন বা পরঃ ॥ ৬

स्तुत्यध्यायः

योगयाग तपः श्राद्ध स्नानदानादि कर्म्मणां ।
सर्व्वेषां फलमाप्नोति रामकृष्णेति भाषणात् ॥ ७
न पण्डितः पण्डितोऽपि मानवोऽपि न मानवः ।
रसनायां न यस्यास्ति रामकृष्णेति नामकम् ॥ ८
प्राणान्ते नानुगच्छन्ति सर्व्वे धनजनादयः ।
जीवने मरणे सङ्गो रामकृष्णो भवेद्ध्रुवम् ॥ ९

If you like to be blessed with eternal happiness, or have a desire to get yourselves free from all worldly ties, you should chant the holy name of Sri Ramakrishna with devotion. All present themselves as your friends in the days of your prosperity but they keep themselves aloof from you in the days of adversity. Sri Ramakirshna, however, is sure to remain as your friend for all times. Your wife, children, friends, dwelling house and even your life in your mortal frame are all transitory and evanescent. Nothing but Shri Ramakrishna is eternal. Only by uttering the name of Shri Ramakrishna we can have all the divine merits which are aquired through penance, sacrifice, ceremonial rites; holy bath and religious gifts. The scholar is not a scholar, the man is a not man if they do not chant the holy

স্তুত্যধ্যায়ঃ

name of Shri Ramakrishna. All our wealth and *relatives do not follow us after our* death. On the other hand Ramakrishna keep company with *us both in this life and in the life after* death. 4 to 9

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ওহে ভাই যদি সর্বদা সুখে থাকিতে ইচ্ছা কর অথবা যদি সংসার দুঃখ দূরীভূত করিতে চাও তবে তুমি ভক্তিপূর্বক রামকৃষ্ণ নাম কর। ৪

দেখ তোমার যখন সুখের সময় হয় তখন বহু আত্মীয় স্বজন তোমার নিকটে আসে আর যখন বিপদের সময় হয় তখন কেহ আসে না কিন্তু সম্পদে এবং বিপদে সর্বদা পরম বন্ধু একমাত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবই ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ৫

পত্নী পুত্র বন্ধুবান্ধব দেহ গেহ এমনকি প্রাণ পর্য্যন্ত সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে কিন্তু একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ দেবই সত্য বা তোমার যথার্থ অবলম্বন আর অন্য কেহই নয়। ৬

যোগ যাগ তপস্যা শ্রাদ্ধ তীর্থস্নান বা দানাদি সর্ব্ব কার্য্যের ফল একমাত্র রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণে। ৭

সে মনুষ্য মনুষ্য নয় সে পণ্ডিত পণ্ডিত নয় যাঁহার জিহ্বা রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ না করে। মৃত্যুর পর তোমার ধন বা পুত্র পৌত্রাদি কেহই সঙ্গে যাইবে না কিন্তু যদি ভগবান রামকৃষ্ণকে স্মরণ কর তবে তিনি জীবনেও তোমার সঙ্গী এবং মৃত্যুর পরও সঙ্গী হইবেন অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় সর্ব্বদা আনন্দে থাকিবে এবং মৃত্যুর পরও তিনি তোমার সঙ্গী হইয়া দেব লোকে স্থান দিবেন ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ৯

स्तुत्यध्यायः

क्षुधार्त्ते परमान्नं हि तृष्णार्त्ते शीतलं जलम् ।
सन्तप्ते कोमलो वायू रामकृष्णेति नामकम् ॥ १२
निःश्वासे नहि विश्वासः कदारुद्धो भविष्यति ।
कीर्त्तनीय मतो बाल्यात् श्रीरामकृष्ण कीर्त्तनम् ॥ ११
नास्ति नास्ति कलौ नास्ति रामकृष्ण विना गतिः ।
तस्माद् यत्नेन जप्तव्यं रामकृष्णेति नामकं ॥ १२
श्रीरामकृष्णाख्यमिदं पुराणं भक्त्या पठेद् यो भवबन्धमुक्त्यै ।
वैराग्य विज्ञान समन्वितो हि स्यान्ते व्रजेद्भागवतं पदन्तत् ॥१३
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रश्चापि पठेद् यदि ।
सौभाग्यारोग्य सम्पत्ति धनधान्य सुतान्वितः ॥ १४
सर्व्वकाम समृद्धो हि जिवितमैहिकं सुखं ।
प्राप्य निर्व्वाण मुक्तिञ्च यात्यन्ते परमं पदम् ॥ १५

The name of Shri Ramakrisna is as sweet and refreshing as rice cooked with sugar and milk to a hungry person, cold water to the thirsty, or soft breeze to a man scorched by the hot rays of the sun. As we cannot continue to live as long as we like and we may fail to breathe at any moment, we should sing the holy name of Shri Ramakrishna from our childhood. In this terrible Kali Yuga none but Ramakrishna can save us. So we should chant the holy name of Shri Ramakrishna with all our devotion. He who reads this holy book on the life of Shri Ramakrishna with devotion to attain salvation, not only

gains divine wisdom but also attains eternal bliss after death. If a Brahmin, a Khsatriya, a Vaisya or even a Sudra reads this holy book, he becomes happy and prosperous in all respects and enjoys health, wealth and all earthly pleasures in this life and the grace of God after death.

10 to 15

বঙ্গানুবাদ :—

তবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির উত্তমান্ন ভোজনের মত তৃপ্তি হয় যদি রামকৃষ্ণ নাম করে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির শীতল জল পানের তৃপ্তি হয়। প্রখর সূর্য্য কিরণে উত্তপ্ত ব্যক্তির কোমল বায়ু সেবনের মত অনুভব। ১০

আমাদের নিঃশ্বাস কখন যে বন্ধ হইবে তাহা আমরা কেহই জানি না অতএব বাল্যাবস্থা হইতেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নাম কীর্তন করা একান্ত কর্তব্য। ১১

এই ঘোর কলিযুগে জীবসকলের রামকৃষ্ণের নাম ভিন্ন অন্য সদ্‌গতির উপায় আর কিছুই নাই। অতএব যত্নপূর্বক রামকৃষ্ণ নাম জপ করা কর্তব্য। ১২

এই শ্রীরামকৃষ্ণভাগবত নামক গ্রন্থটি যে ব্যক্তি সংসার বন্ধনের মুক্তির জন্য পাঠ করেন ইহলোকে ভগবৎ স্বরূপের জ্ঞানলাভ এবং এবং বৈরাগ্য বিশিষ্ট হইয়া জীবনান্তে ভাগবতদেহ প্রাপ্ত হন। ১২

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা শূদ্র যদি কেহ এই রামকৃষ্ণ ভাগবত পাঠ করেন তবে তিনি ধন ধান্য সৌভাগ্য আরোগ্য ও পুত্র পৌত্রাদি বিশিষ্ট এবং সর্বপ্রকার কামনা পূর্ণ হইয়া ঐহিক সুখ প্রাপ্ত হন এবং নির্ব্বাণ মুক্তির অধিকারী হইয়া প্রাণান্তে পরম পদ লাভ করেন।

১৪।১৫

স্তুত্যধ্যায়:

krishna, the beloved husband of Sarada, once and again. 16 to 21

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আমি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পদধূলির প্রভাবে এই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত নামক মহাকাব্যটি লিখিয়া তাঁহার পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তিনি আমাকে তাঁহার লীলা সংস্কৃত ভাষায় লিখিবার জন্য যাহা আদেশ করিয়াছিলেন আজ আমি সেই আদেশ প্রতিপালনে ধন্য হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে কোটি কোটি নমস্কার করিয়া এবং তাঁহার সেবকবৃন্দ ও সেবক গণের সেবক মহারাজ সকলকে পুনঃপুনর্ব্বার নমস্কার করিতেছি। ১৬।১৭

এবং আমি অসংখ্য বার যে যে যোনিতে গমন করিব বা জন্মাইব সেই সেই দেহে যেন আমার শ্রীরামকৃষ্ণের পদারবিন্দে ভক্তি থাকে। ১৮

যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মরণ জীবসকলের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করে এই কথাটি বেদ পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ। সেই ভগবান সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পুরুষোত্তমের রূপের বর্ণনা করিয়া অন্যায় করিয়াছি অতএব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবিষয়ে আমাকে কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করুন। ১৯।২০

জগন্মাতা সারদা পতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি পুনঃপুনর্বার নমস্কার করি তৎপরেও নমস্কার করি। ২১

হরি ওঁ তৎ সৎ

<u>परिशिष्टाध्यायः</u>

एवं श्वेताङ्ग प्रदेशे विषाददैन्याभ्यां विह्वलिते नरेन्द्रे प्रभुर्भक्त-वत्सलो भगवां स्तत्काले तदन्तरे दर्शनं दत्वा प्रोवाच ।

प्रदर्श्य स्व स्वरूपं श्रीनरेन्द्राय महात्मने
प्रोवाच, भगवान् साधाहैन्यं हि फलसाधनं ॥ १
दैन्येन पीड़ितो यो हि विषादं नाधिगच्छति ।
स एव सत्फलं लब्धा शान्तिमेष्यति निश्चितम् ॥ २
नानोपचारै र्भक्तै रंचितोऽपि मया धुना ।
त्वदर्थं त्रिदिनं यावदुपवासः स्तो भ्रुवं ॥ ३
भक्ष्य भोज्य लेह्य पेय वस्त्राणि विविधान्यपि ।
द्रव्यं बहुविधं वत्स प्राप्स्यस्य र्थं वनिश्चितं ॥ ४
मत् प्रसादाच्च वै सर्व्वान् पाश्चात्य पण्डितानपि ।
मत् कथामृत संवातैर्जित्वा ख्याति मवाप्स्यसि ॥ ५
स्व स्वरूप नरेन्द्राय भगवान् भक्त भक्तिमान् ।
चाश्वास्य निर्म्मलं ज्ञानं प्रदायान्तर्हितोऽभवत् ॥ ६

Probably at the behest of Thakur given to Narendra during his penance on the coral rock in the sea and also at the presistent request of the kings of south India to join the Congress of Religion to be held at Chicago in America with their financial assistance for the journey. Narendra went to Chicago.

When Narendra found himself in a very

miserable and helpless condition in America, Lord Ramakrishna appeared in his mind's eye and said, "He who is not overcome with dejection even in his destitute condition deserves all success and happiness. I have been fasting for last three days even though I have been offered many palatable things by my devotees. Be assured that you will have to-day itself all palatable things to eat and clothes with other requisites. By my grace and by dint of my divine message you will win over the scholars of the Western countries and become famous all over the world." Thus Lord Ramakrishna comforted Narendra with his advice and disappeared. 1 to 6.

परिशिष्टाध्यायः

সিদ্ধির চেষ্টা করে সেই কার্য্যসিদ্ধি লাভ করিয়া শান্তি পায়, সুখ পায় ইহা ধ্রুব সত্য। ১।২

দেখ আমার বহুতর সেবকবৃন্দ বহুপ্রকার দ্রব্যাদি নিবেদন করিলেও সে সকলের কণামাত্র গ্রহণ না করিয়া তোমার কষ্টের লাঘবের জন্য আমি তিনদিন উপবাসে আছি। ৩

তুমি আমার আশীর্ব্বাদে ভূরি ভূরি চর্ব্ব্যচোষ্য লেহ্য পেয় খাদ্যদ্রব্য এবং তোমার গাত্রাবরণাদি বহুবিধ দ্রব্য আজ এখনই পাইবে। ৪

এবং আমার অনুগ্রহে আমার উপদেশামৃতের দ্বারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গকে পরাজয় করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজক বলিয়া পরিগণিত হইবে। ৫

ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিজেরই অন্যতম মূর্ত্তি নরেন্দ্রকে আশ্বস্ত বাক্যে নির্দ্দেশ জ্ঞান দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ৬

ततः साश्रुनयनः श्रीनरेन्द्रो गुरुकृपानाभेनापारानन्दसमुद्र-
निमग्नो यदा तिष्ठति तस्मिन्नेव समये नातिक वयाः काप्येका
स्त्री नाङ्गिनी समालोक्य भ्राजमानं नरोत्तमं ।
तमसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहिता ॥ ७
अहो रूपमहो सत्वमहो धैर्यमहो द्युतिः ।
साक्षादीशस्य वपुषि विद्यते चिह्नमीश्वरम् ॥ ८
दृष्टामिती जनस्तस्य प्रभावं पद्म लोचना ।
चिन्तां बहुविधामित्थं कृत्वा सा विदुषी तदा ॥ ९
तस्य समीपमागत्य स्पष्टश्चकार यत्नतः ।
को भवानिह संप्राप्तः किमर्थं निःस्पृहम् स्थितः ॥ १०

परिशिष्टाध्यायः

श्रुत्वा तस्याः प्रश्नयात्तां मनोज्ञां वाचं स्मृत्वा श्रीगुरोश्चापि साधुः ।
चन्द्रोदयवत्पूर्णरूपः प्रदीप्तस्तद्दीप्तः श्रीनरेन्द्रो बभाषे ॥ ११
उवाच तां हे भगिनि त्वयाद्य धन्योऽस्मि नात्रास्ति सुहृज्जनो मे ।
आराध्य देवस्यगुरोः प्रसादादिहागतोऽहं ह्यजनाभवर्षात् ॥ १२
श्रुतं मयात्र सभासदस्ते चक्षुः सभां यत्र समग्र विप्रात् ।
धर्मप्रवक्तं खलु धर्मविप्राः समागतां धर्मपरीक्षणाय ॥ १३

Narendra became much delighted to have been so visited and advised by his preceptor and shed tears of joy. Just at that time a middle-aged American lady caught sight of Narendra and became charmed with his divine appearance. She mused in herself that the body of this holy man was wonderfully glowing with divine lustre, power and all signs of of godliness. With many such thoughts in her mind that lotus-eyed learned lady came near to him and asked him very politely, "Where do you come from and how is it that you appear to be so destitute ?" On hearing these words of the lady and remembering the prediction of his preceptor, Narendra's face glowed with the brilliance of the full moon and said, "My sister, I thank you for your kind words. I am quite a stranger

here. By the grace of my preceptor I have come here from India. I am told that the great leaders of the different religions of the world will meet here in the Congress of Religions to plead for the highest honour for their own religion."

9 to 13

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে নরেন্দ্র গুরু কৃপালাভে অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইয়া আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইয়া আছেন এমত সময়ে কোন একটি তদ্দেশবাসিনী প্রৌঢ়া রমণী সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর নরোত্তম নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। ৭

এই সাধুর বিগ্রহ বল শক্তি ধৈর্য্য ও দেহকান্তি অত্যাশ্চর্য্যময়। এবং এই সাধুর দেহে ঈশ্বরের শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। ৮

এইরূপভাবে সাধুর অসাধারণ তেজঃপুঞ্জ ও আকার প্রাকারের ভাব দেখিয়া সেই পদ্মপলাশলোচনা বিদুষী রমণী সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া সাধুর সমীপে ধীরে ধীরে গমন পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আপনি কে? কোথা হতে এই স্থানে আসিয়াছেন। এবং কি জন্যই বা কপর্দ্দক-শূন্যের মত অবস্থান করিতেছেন। ৯।১০

তখন নরেন্দ্র চোকের জল মুছিয়া সেই শ্বেতাঙ্গিনীর মনোরম বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান শ্রীগুরুর বাক্য স্মরণ করিয়া গগনে চন্দ্রদেব যেমত ষোড়শকলায় পরিপূর্ণ হইয়া অত্যুজ্জল স্নিগ্ধ কিরণযুক্ত হয়েন সেইমত শ্রীনরেন্দ্র সেইসময়ে পূর্ণানন্দে নিমগ্ন হইয়া সেই রমণীকে বলিয়াছিলেন হে ভগিনী আজ আমি তোমার দর্শনলাভে ধন্য

परिशिष्टाध्यायः

श्रुत्वा तस्याः प्रश्रयात्तां मनोज्ञां वाचं स्मृत्वा श्रीगुरोश्चापि साधुः।
चन्द्रोयद्वत्पूर्णरूपः प्रदीप्तस्तद्वद्दीप्तः श्रीनरेन्द्रो बभाषे॥ ११
उवाच तां हे भगिनि त्वयाद्य धन्योऽस्मि नात्रास्ति सुहृज्जनो मे।
आराध्य देवस्य गुरोः प्रसादादिहागतोऽहं ह्यजनाभवर्षात्॥ १२
श्रुतं मयात्राद्य सभासदस्ते चक्रुः सभां यत्र समग्र विश्वात्।
धर्मप्रवक्ता खलु धर्मविज्ञाः समागता धर्मपरीक्षणाय॥ १३

Narendra became much delighted to have been so visited and advised by his preceptor and shed tears of joy. Just at that time a middle-aged American lady caught sight of Narendra and became charmed with his divine appearance. She mused in herself that the body of this holy man was wonderfully glowing with divine lustre, power and all signs of of godliness. With many such thoughts in her mind that lotus-eyed learned lady came near to him and asked him very politely, "Where do you come from and how is it that you appear to be so destitute ?" On hearing these words of the lady and remembering the prediction of his preceptor, Narendra's face glowed with the brilliance of the full moon and said, "My sister, I thank you for your kind words. I am quite a stranger

here. By the grace of my preceptor I have come here from India. I am told that the great leaders of the different religions of the world will meet here in the Congress of Religions to plead for the highest honour for their own religion."

9 to 13

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে নরেন্দ্র গুরু কৃপালাভে অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইয়া আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইয়া আছেন এমত সময়ে কোন একটি স্বদেশবাসিনী প্রৌঢ়া রমণী সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর নরোত্তম নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। ৭

এই সাধুর বিগ্রহ বল শক্তি ধৈর্য্য ও দেহকান্তি অত্যাশ্চর্য্যময়। এবং এই সাধুর দেহে ঈশ্বরের শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। ৮

এইরূপভাবে সাধুর অসাধারণ তেজঃপুঞ্জ ও আকার প্রাকারের ভাব দেখিয়া সেই পদ্মপলাশলোচনা বিদুষী রমণী সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া সাধুর সমীপে ধীরে ধীরে গমন পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আপনি কে? কোথা হতে এই স্থানে আসিয়াছেন। এবং কি জন্যই বা কপর্দক-শূন্যের মত অবস্থান করিতেছেন। ৯।১০

তখন নরেন্দ্র চোখের জল মুছিয়া সেই শ্বেতাঙ্গিনীর মনোরম বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান শ্রীগুরুর বাক্য স্মরণ করিয়া গগনে চন্দ্রদেব যেমত ষোড়শকলায় পরিপূর্ণ হইয়া অত্যুজ্জ্বল স্নিগ্ধ কিরণযুক্ত হয়েন সেইমত শ্রীনরেন্দ্র সেইসময়ে পূর্ণানন্দে নিমগ্ন হইয়া সেই রমণীকে বলিয়াছিলেন হে ভগিনী আজ আমি তোমার দর্শনলাভে ধন্য

"I earnestly desire that I should speak something at the message of my preceptor in the Congress of Religion. But I find none who may take pity on me and secure for me the necessary premission to speak in the Congress."On hearing this, the lady took him to her house and entetained him with food, clothes and other requisites. Thereafter in course of discussion with her guest, the lady was convinced that Narendra was a great religious thinker and had attained divine sublimity, and also that the mode of expression of his religious views was wonderfully unique and inspiring. She said, "I have been as much delighted with your speech as the Earth gets delighted by the rains at the time of nourishment of the budding corn." Next morning she tried to secure admission into the Congress for her guest. She informed all her friends and the learned men of her country that a great saint who was a great scholar and religious thinker was staying in her house and was sure to add to the glory of the religious Assembly with his wonderful speech. 14 to 19.

ষবিংশিষ্টাধ্যায়ঃ

বঙ্গানুবাদঃ—

অতএব আপনাদের সেই সভায় আমার গুরুর ধর্ম্মমত বিষয়ে কিছু বলিব আমার মনের এইরূপ আশা পোষণ করি। কিন্তু আমার মত দুর্ভাগ্যের সম্বন্ধে সেই সভায় প্রবেশের অনুমতিই বা কে দিবে। ১৪

তখন সেই প্রশস্তমনা রমণী উত্তম সাধুর অভিলষিত মনের কথা শুনিয়া সাধুকে নিজ গৃহে সমাদরপূর্ব্বক আনয়ন করাইয়া তাঁহার অভিলষিত বস্ত্র ও পাদুকাদি এমনকি উষ্ণীষ পর্য্যন্ত দান করিয়া সাধুর পূজা করিয়াছিলেন। ১৫

এইরূপে অতিথি সৎকারের পর শাস্ত্রসম্মত সদালাপের দ্বারা জানিয়াছিলেন এই সাধু ভারতবর্ষের সর্ব্বযাজক মহামনস্বী বোধহয় ইনি ভগবানকে সাক্ষাৎরূপে দর্শন করিয়াছেন। এবং ইঁহার ধর্মবক্তৃতা শুনিলেই চমৎকৃত বা আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এবং ইঁহার ধর্মব্যাখ্যা নূতনের মত। এইভাবে অবগত হইয়া নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন আপনার মত ধর্মবক্তাকে দর্শন করিয়া ধান্যাদির গর্ভস্থ শস্যাবস্থায় জল পাইলে পৃথিবী যেমত আনন্দিতা হয়েন আমিও আপনার বক্তৃতা শুনিয়া সেইরূপ আনন্দিত হইয়াছি। ১৫

তৎপরে সেই রমণী প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া সাধুর মহাসভায় প্রবেশের জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭

অর্থাৎ হার্বাট বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক মহাপণ্ডিত বন্ধুবর্গকে আনন্দের সহিত জানাইয়াছিলেন যে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ভগবানের সদৃশ একটি সাধু আমার পূর্ব্বের পুণ্যফলে সম্প্রতি আমার গৃহে উদিত হইয়াছেন। আপনাদের সভার গৌরব বৃদ্ধির জন্য এই

परिशिष्टाध्यायः

উত্তম বক্তা সাধুকে সভামধ্যে বক্তৃতাদানের জন্য গ্রহণ করুন ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ। ১৮।১৯

ततो महासभायां वक्तृता प्रारम्भे गुरुप्रणामाद्यनन्तरं पाश्चात्य
सभ्यसमूहान् समुद्दिश्य सानन्दं सुस्वरान् स्वामिजी।
भो मम आमेरिकादि वासिनो भ्रातृवर्गा भगिनीवर्गाश्च
एवं सम्बोधन वाक्योच्चारणात् परमेव सभास्य स्रोताश्च सभ्याना-
मन्तरे तड़िदिवानन्द प्रवाह उदितश्चाभूत् परन्तु सर्व्वे श्रोतृवर्गाः
कियत्क्षण मुक्तस्वरेण तं स्वामिजीं समुद्दिश्य साधुवादं
प्रदत्तवन्तः ॥ २०

कामिनीकाञ्चन सेविना सत्यधर्म्म स्वरूप विज्ञाने मतिर्भूया
स्तदर्थं तत्र सभाष्टकालमध्ये दशपञ्चदश वा वक्तृता अददात्।
प्रत्येक वक्तृतायां स्वगुरोः परमहंसस्य
साधकानां साधनार्थं मतानि यानि सन्ति वै।
तानि सर्व्वाणि सत्यानि भवन्तीति मतं मम ॥ २१

पश्चैव गुरुवाक्यस्य प्राधान्यमवलम्ब्य पौराणिकीं वार्त्तामपि।
तत्र संयोज्य तमतत्र सभायां गुरुस्मातमतमेवोक्तवान् ॥ २२
स्वच्छन्दप्रिय स्रोताश्च धर्म्मयाजकाः स्थानान्तर गमने बहुतर द्रव्य
जातानि संगृह्य गमन पथि चान्तरान्तरा आहारादि व्यवस्थांचक्रुः ॥ २३

Then, in that great Congress of Religions, after bowing down with profound veneration to his preceptor, Swamiji started his speech with the address, "My brothers and sisters of America." As soon as he uttered these words the

whole house became overwhelmingly animated with joy and resounded the hall with shouts of praise to Swamiji unceasingly for some time. He delivered some ten to fifteen speeches to instill holy thoughts in the worldly-minded people. In all his speeches he preached the message of his preceptor. He said that all the ways of worship and penance as enjoined in the different religions of the world lead to the realisation of Divinity. The holy men of western countries carried things with food and drink with them to avoid any inconvenience on their way to far-off destination.

20 to 23

বঙ্গানুবাদ :—;

তৎপরে মহাসভায় বক্তৃতাদানের প্রথমে গুরু প্রণামাদি করিয়া সভাপতি প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যবৃন্দকে উদ্দেশ্যপূর্বক আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন। হে আমেরিকাদি পাশ্চাত্য দেশবাসী ভাইসকল ও ও ভগিনীসকল! এইরূপভাবে সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিলে সভাস্থ শ্বেতাঙ্গ সভ্যসকলের হৃদয়মধ্যে বিদ্যুতের মত আনন্দপ্রবাহ উদিত হইয়াছিল। পরন্তু সেই মহাসভার সমস্ত শ্রোতৃবর্গ কিছুক্ষণ স্বামিজীকে উদ্দেশ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

২০

স্ত্রীলোক এবং ধনসম্পত্তি পাইবার জন্য আত্মোৎসর্গকারী জনগণের

পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

সত্য ধর্মের স্বরূপজ্ঞানে মতি হউক এইরূপ মনে করিয়া স্বামিজী সকল ব্যক্তির জন্য সেই স্থানে সপ্তাহকালের মধ্যে দশ পনরটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ২০

স্বামিজীর প্রতি বক্তৃতায় ঠাকুরের উক্তি অর্থাৎ ঠাকুর বলিয়াছেন পৃথিবীতে সাধকসকলের সাধনার জন্য যেসকল ভিন্ন ভিন্ন মত আছে সেই সকল মতই ভগবৎ সাক্ষাৎকারের পথস্বরূপ ইহাই আমার মত। ২১

এইরূপ গুরুবাক্যের মতানুসারে তাহার মধ্যে পুরাণ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যোগ করিয়া সেই সেই সভায় ঠাকুরের সম্মত মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ২২

যাহাতে কোনরূপ অসুবিধায় পড়িতে না হয় এইরূপ শ্বেতাঙ্গ ধর্মযাজক সকল অন্যত্র যাইবার সময় নানাপ্রকার দ্রব্যসকল লইয়া যাইবার পথে মধ্যে মধ্যে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ২৩

किन्तु वैराग्य विग्रह स्वामी विवेकानन्द स्वाहंकाडम्बरं न कृतवान्। परन्तु स्वामि पादैर्नीतं गुरोः कृपया प्रतिष्ठं पितरौ निष्ठतः कस्मादपि वस्त्रादार्थमनमुद्दिश्य · अस्य भारतभूमि दैवत स्वामिपाद विग्रहस्य त्यागशीलता ईश्वर निर्भरताञ्च दृष्ट्वा श्वेताङ्ग साधारणा विस्मिताः सन्तः अभवन्। २४

अयं भारतीय संन्यासी असाधारण मानवः · ईदृश महापुरुष देशस्य जनानां सभ्यता सम्पादनार्थं श्वेताङ्ग धर्मप्रचारक प्रेरणं निरर्थकं मन्यामहे वयं। इतपूर्वं भारतवासिनो [illegible] सर्वे विद्वांसः पाश्चात्य देशं गतवन्त स्ते सर्वे जड़विज्ञानस्य बाह्यसौन्दर्येण विमोहिताः सन्तः पाश्चात्यानामिव दृष्टा इत्वा पुनर्भारतवर्षं प्रत्या- गतवन्तः। २५

परिशिष्टाध्यायः

किन्तु एक एव स्वामिपादो विवेकानन्दः पाश्चात्यानां स्वधर्मे भाव-धारां प्रायो विलुप्तां विधाय स्वेताङ्गीयानां सादर पूजां गृहीत्वा गुरु र्भूत्वा गुरुदक्षिणामपि संगृह्य पुनः भारते प्रत्यागमनं कृत्वा भागीरथ्या गङ्गाया पश्चिमे तीरे बेलुड़ाख्यपत्तने अत्युच्च मठं निर्माय। २६

But Swamiji would not carry such things for safe-guarding his convenience and comfort. "By the grace of my preceptor," he would say, "I have my father and my mother in every house-hold, and as such I do not bother about my food and clothing". The white people were astonished to find so much dis-interestedness in earthly matters and reliance on the will of God. They said, "This Indian Saint is a Superman. We consider it use-less to send to Missionaries to the land of such a great personality. Previously, the Indians who went to the western countries, were greatly amazed to see the advancement of physical science and the achievement thereof of the people of those countries, and sang all praise to them. It was left to Swami Vivekananda alone to effect a drastic change in the trend of religious thoughts of people of these countries, for which they admired him, regarded him as their precep-

tor, and offered huge sums of money in token of their gratitude for his spiritual enlightenment. Narendra came back to India and founded the famous Belur Math on the west bank of the Ganga, 24 to 25

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বস্ব ত্যাগী স্বামী বিবেকানন্দ তাদৃশ আড়ম্বর কিছুই করিতেন না। পরন্তু তিনি বলিতেন প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে আমার পিতামাতা আছেন। অতএব আমি কেন অন্নবস্ত্রাদির অভাব জন্য উদ্বিগ্ন হইব। এই ভারতবর্ষের দেবতাস্থানীয় স্বামিপাদের ত্যাগশীলতা এবং ঈশ্বর নির্ভরতা দেখিয়া শ্বেতাঙ্গসকল অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ২৪

এই ভারতবর্ষীয় সন্ন্যাসী অসাধারণ মানুষ এই প্রকার দেশবাসী নরনারী সকলের সভ্যতা শিক্ষাদিবার জন্য খৃষ্টীয় ধর্মযাজক প্রেরণ করা নিরর্থক মনে করি। ইহার পূর্ব্বে ভারতবাসি যে সকল পণ্ডিতবর্গ পাশ্চাত্য দেশে যাইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই লণ্ডনাদি রাজধানীর জড়-বিজ্ঞানের বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া পাশ্চাত্য জাতি সকলের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া-ছিলেন। ২৫

কিন্তু একমাত্র স্বামিপাদ বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশীয় প্রায় সকলেরই নিজ নিজ ধর্মের ভাবধারা প্রায় বিলুপ্ত করিয়া তাহাদের ভক্তিপূর্ব্বক পূজা গ্রহণ করিয়া এমনকি তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া সেইস্থানে মঠস্থাপন

परिशिष्टाध्यायः

পূর্ব্বক এই ভারতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভাগীরথী গঙ্গার পশ্চিম তীরে বেলুড় নামক জনপদে অত্যুচ্চ মঠ স্থাপন পূর্ব্বক—

तत्र स्वयं भगवतः श्रीगुरोः परमहंस श्रीश्रीरामकृष्ण देवस्य शैलीं मूर्त्तिं प्रतिष्ठाप्य पृथिव्याः परममङ्गलं चन्द्र दिवाकर स्थिति पर्य्यन्तं स्मृति मतीं भारतवर्षस्य गौरव पताकां स्थापयामास स्वामिपादः। १७

अथ स्वयं भगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य मूर्त्तान्तरमिव समग्र जगति सनातन धर्म्मस्यैव श्रेष्ठत्व प्रतिपादक नरावतार स्वामिपाद विवेकानन्दस्य शेष परिचयः। असौ नरेन्द्रः, सकलाय सिद्धिं गतो महात्मा गुरुशक्ति लाभात्। पाश्चात्य देशे विदुषः सभायां गुरुत्वमासो गुरुवाक्य दार्ढ्यैः। १८

आचार्य्य मुख्या बहवोऽत्र जाता सर्व्वेऽजनाभे जगती वरेण्याः।
मान्यस्य कस्यापि यथास्य साधोः सौभाग्यसूर्य्यस्य महोदयःस्यात्॥१९

अस्याविर्भावतः पूर्व्वं माता यत्समनुष्ठितं।
शैवव्रतं शिवक्षेत्रे तदभूद्रोमहर्षणम्॥ २०

तद्व्रतफलरूपोऽसौ नरेन्द्रः शिवशक्ति युक्।
आविर्भूय स्वस्य गुरोः सङ्कल्पादपकृतार्थताम्॥ २१

He placed the stony image of Sri Ramakrishna his preceptor, in it and thus erected a memorial which will ever speak of the glory of India so long the Sun and the Moon shine in the sky. So our last word about Swami Vivekanand is that Swami Vivekananda, who established the dominating

greatness of Hindu religion over all other religions of the world, was none but Sri Ramakrishna in another form. Thus, Narendra was crowned with all success in his holy mission by virtue of the divine power bestowed upon him by his preceptor, and he secured the honour in the assembly of great scholars of the world by preaching the message of his preceptor. Many world.renowned scholars. poets and artists were born in India but none of them had the fortune to attain so much glory and honour. As a result of the vow and penance which the mother of Swami Vivekananda performed to have a son by propitiating Lord Shiva, Narendranath was born with the power of Shiva and became blessed by his close touch with his preceptor. 27 to 32

বঙ্গানুবাদ :—

সেই মন্দির মধ্যে জগদ্গুরু স্বয়ং ভগবান পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শিলাময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃথিবীর পরম মঙ্গলবিধান করিয়া চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থিতিবিশিষ্টা ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ গৌরব পতাকা স্বামিজী বিবেকান্দ স্থাপন করিয়াছেন। ২৬

অতঃপর স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই অন্যতম মূর্তিবিশেষ' স্বামিজী সমগ্র জগতে সনাতন ধর্মের বা বেদোক্ত ধর্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন পূর্বক নবাবতার স্বামিপাদ বিবেকানন্দের শেষ পরিচয়।

परिशिष्टाध्यायः

অতএব মহাত্মা নরেন্দ্র ধর্মার্থ কাম মোক্ষ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে অলৌকিক শক্তি পাইয়া পাশ্চাত্যদেশে পণ্ডিতবর্গের সভায় গুরুবাক্য দিয়া স্বয়ং তাহাদের গুরু হইয়াছেন। ২৭

এই পবিত্র ভারতবর্ষে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বহুতর আচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছেন সত্য কিন্তু স্বামিজী বিবেকানন্দের সৌভাগ্যসূর্য্যের উদয়ের মত অর্থাৎ সর্ব্বত্র সাদর সম্মান আর অন্য কোন পণ্ডিতের ভাগ্যে হয় নাই। ২৮

স্বামিজীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে মাতা ভুবনেশ্বরী পুত্রলাভের জন্য কাশীধামে বিশ্বনাথের প্রীতির জন্য আশ্চর্য্যজনক যে ব্রতের অনুষ্ঠান করেন সেই শৈব ব্রতের ফলস্বরূপ শিবতুল্য শক্তিমান নরেন্দ্র আবির্ভূত হইয়া গুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধতঃ কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ২৯।৩০।৩১

मन्यमान स्तदीयान्तां भावधारां सुजीवितां ।
कृतवान् श्रीगुरोः प्रीत्यै प्राणपाति परिश्रमैः ॥ ३२

श्रीनरेन्द्रो नरश्रेष्ठः श्रेष्ठ वार्त्तावहः प्रभोः ।
लब्धा प्रतीच्य सम्मानमसमोर्द्ध समानवः ॥ ३३

गौरवं वङ्गदेशस्य वर्द्धयामास तत्र वै ।
श्रीरामकृष्णदेवस्य माहात्म्यमप्यलौकिकं ॥ ३४

भूत्वा विश्वजयीचासौ स्थिरेन मनसा वदत् ।
पाश्चात्य शिक्षया सर्व्वे वयं सन्देहभागिनः ॥ ३५

धर्म्मस्य विमलं तत्त्वं स्वच्छन्देन ज्ञातुमक्षमाः ।
भवामो येन चित्तस्य मालिन्यं नापसर्पति ॥ ३६

परिशिष्टाध्यायः

सरल श्चै सदावालो यथा श्रीठाकुर स्तथा ।
शिक्षाशून्योऽपि जगतो गुरुः साधारणोऽप्यसौ ॥ ৩৭

ठाकुरैनैकदोवाचि श्रीनरेन्द्रो महामतिः ।
स्व स्वरूपं यन्मुहूर्त्तं ज्ञातुं शक्तो भविष्यति ।
तद्दण्ड एव देहादौं स्वात्मालोकं गमिष्यति ॥ ৩৮

Being profoundly convinced of the excellence of the divine thoughts and the ways of penance of Thakur, Narendra infused life into them with utmost endeavour for the satisfaction of his preceptor. Narendra, the greatest preacher of Thakur's message, added to the glory of Bengal as well as Sri Ramakrishna by winning the greatest honour of western countries. Inspite of his world-wide fame, he said very sorrowfully, "Owing to the influence of western education and culture, we have become sceptic and as such the divine truth of religion cannot be easily understood, and the purity of mind can hardly be attained. Thakur had no education and erudition and was simple as a child, yet he has become the greatest spiritual guide to the world." Thakur once said, "The very moment when Narendra will have the knowledge of his own real self, he will leave this mortal world". 32 to 38

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুরের সেইসকল অলৌকিক ভাবধারা বা তপস্যাদির উপদেশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম পূর্ব্বক ঠাকুরের বাক্যামৃতের জীবনদান করিয়াছিলেন সাধনের দ্বারা সাধ্য বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৩২

ঠাকুরের লীলা মরাল স্বরূপ নরাবতার দেবতা শ্রীনরেন্দ্র পাশ্চাত্য দেশে অসমোর্দ্ধ অর্থাৎ যে সম্মানের সমান্ এবং যে সম্মানের অপেক্ষা অধিক সম্মান নাই তাদৃশ সম্মান লাভ করিয়া সেই পাশ্চত্য দেশে বঙ্গদেশের গৌরব এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ৩৩৷৩৪

এই নরেন্দ্র বিশ্বজয়ী হইয়াও দুঃখান্তকরণে বলিয়াছিলেন আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অত্যন্ত সন্দিগ্ধমনা হইয়াছি অর্থাৎ ধর্ম্মের বিশুদ্ধ তত্ত্ব এককথায় জানিতে পারিতেছি না, বিশ্বাস হয় না যদ্দারা মনের মালিন্য দূরীভূত হইতেছে না। ৩৫৷৩৬

সরল চিত্ত ঠাকুর সাধারণ শিক্ষা শূন্য হইলেও জগদ্গুরু। ঠাকুর এক সময়ে বলিয়াছিলেন মহাজ্ঞানী নরেন্দ্র যে মুহূর্ত্তে নিজের স্বরূপটি অর্থাৎ আমি কে হইা জানিতে পারিবে তৎক্ষণাৎ এই নরেন্দ্র দেহাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবে অর্থাৎ মুক্ত হইবে। ৩৭৷৩৮

प्रत्यग्रं वै विमल मनसा भूत भव्यादि सर्व्वं
तस्मात्तस्मिन्नहनि सुमहान् स्वप्रयानं विदित्वा ;
सायंकाले गुरुपदमहो चिन्तयित्वा स्वगेहं
स्वप्रज्ञाद्यासौ भजनमकरोन्मन्दिरे श्रीनरेन्द्रः ॥ ३৯

परिशिष्टाध्यायः

शुद्धं यद्वरणीय रूपममलं यल्लभ्यते योगिभि
र्मन्येऽसौ गुरुदत्त मन्त्रमहसा संप्राप्य तद्दुर्लभम् ।
कालं कञ्चन तत्र तन्मयतया स्थित्वानुभूयार्थदं
मानन्दं बहिरागतो भगवतः श्रीमन्दिरान्मुक्तिदात् ॥ ৪০
प्रत्यागत्य पुनः स्व मन्दिरमहो संपूज्य तन्निर्मलं
गुर्वर्थं विनिवेदितं नरसुरः सुस्वादु भोज्यञ्च सः ।
द्वारन्तस्य गृहस्य कीलकयुतं कृत्वा स्वशय्यान्तरे
प्राणायामयुतः समाधिमगमद् योगासने यौगिकं ॥ ৪১
युष्मानप्यवदत् समाधि परमो यास्यामि यस्मिन् चपि
स्थित्वा श्रीगुरु पादपद्म सन्निधे भूतोत्थ देहं त्वहं ।
नो युष्माभिरनुप्रमाणमपितच् स्थातुं सुशक्यं भवेत् ।
हा हा भूदधुना त्वदीय वचसो याथार्थ्यमेवंविधम् ॥ ৪২
अस्ये दृक् कठिनः समाधिरभवद् येनास्य देहात्ययो
यस्याधो गृहसंस्थिता वयमहो स्वप्नेऽपि तन्न स्थितं ।
न ज्ञातुं खलु शक्नुमः किमधिकं सर्वस्वनाशं गताः
रात्रौ स्वापविमोहिताः सुतपसः कालेऽभवन् वञ्चिताः ॥ ৪৩

Those who have attained knowledge of the Absolute can see the past, the present and the future. Narendra also realised that his last day had come. So he left his residence, went to the temple and worshipped the image of his preceptor. By a yogic process as instructed by his preceptor, he raised himself to a spiritual plane

তন্ময়তাবস্থায় অবস্থিত হইয়া পরমার্থ বস্তু অনুভব করিয়া মুক্তিপ্রদ ভগবানের শ্রীমন্দির হতে আনন্দের সহিত বহির্গত হইয়া পুনর্বার নিজগৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক ঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত নির্ম্মল সুস্বাদু ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করিয়া নিজ গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ পূর্ব্বক নিজ শয্যামধ্যে যোগাসনে যোগযুক্ত হইয়া যৌগিক সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪০।৪১

সমাধিই যে মহাপুরুষের চরম অবলম্বন তিনি আমাদিগকে অর্থাৎ মহারাজবর্গকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন আমি যে সময়ে আমার পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া গুরুর পাদপদ্মের নিকটে যাইব তোমরা সে বিষয়ের স্বপ্নমাত্রও জানিতে পারিবে না। হায় হায় সম্প্রতি সেই মহাপুরুষের বাক্যের সত্যতা এইরূপভাবে উপস্থিত হইল। ৪২

এই মহাপুরুষের এইরূপ কঠিন সমাধি হইল যাহাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল! আমরা তাঁহার নীচের ঘরে থাকিয়া স্বপ্নেও জানিতে পারিলাম না অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজ আমাদের সর্বনাশ হইল। উত্তম তপস্যার সময় রাত্রিকালে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সব হারাইলাম। ৪৩

প্রাতঃ স্নাত্য সমাপনাৎ পরমহো বাপ্তব্যমামা বয়ং
নিঃশব্দং মহতো গৃহং সমভবৎ কস্মাদ্ধঠা দৃশ্য বৈ।
মত্বৈবং দ্বিতলং গতাঃ করতলৈ র্দ্বারস্য সম্পীড়নম্
কৃত্বা প্যস্য ■ কিঞ্চিদুত্তরমহো লব্ধা ভবন্ বিস্মিতাঃ॥ ৪৪
ততঃ কবাটং কঠিনং বিভেদ্য প্রবিশ্য গেহং তদপূর্ব্বরূপং
সৌগন্ধ যুক্তং শরচ্চন্দ্রশুভ্রং সমাধিযুক্তং হ্যবলোকয়ামঃ। ৪৫

षष्टितमोऽध्यायः

शय्यायामुपविष्टम् तस्यनो योगासने पूर्ववद्
दृष्टा तस्य सुदपद्मासनं शान्तं शिरः शान्तिदं ।
नासारन्ध्र विनिर्गतं कियद्रक्तं शोणितं शङ्कान्वितः
सर्वास्वस्थ्यमयस्य दैव वपुषः कान्तभावम् पश्यतः ॥ ४६

इत्थेवं गत जीवनं वयमहो नन्वंशपि सम्यागते
सूक्ष्मात्मा प्रगम् संविशेय सहसा ब्रह्माण्डरन्ध्रं तदा।
नरेन्द्रो. परमं पदं सुविमलं संप्राप्तवान् शाश्वतं
यद्यापो भगवान् स्व भक्त सहित श्रीरामकृष्णो हरिः ॥ ४७

यद्वेगं सकलं विहाय नलिनात् प्रमोदयात् श्रीगुरोः
शिरार्थं निज जीवनं निज जनं तत्पादमूलं पितः।
यत् तत्त्वं सुरमानवादि सकलैः कार्यं न शक्यं यथेत्
तत् तत्त्वं ज्ञानीमया गुरुतरं सम्पादयामास सः ॥ ४८

His followers got up in the morning and performed their rites. But they did not find any stir or movement in the upstairs. They came up and knocked the door of the room of Narendra, but there was no response from the inside. They broke open the door and found his lifeless body lying seated on his bed. It was also seen that some blood came out of his nostrils but their fear of any unnatural death subsided at the sight of calm and serene state of his body. They held unanimously that the soul of Narendra had left through his head and reached the heavenly abode

of Sri Ramakrishna and his devotees Narendra dedicated himself and his all to serve the feet of Sri Ramakrishna, with the growth of his moral and intellectual capabilities. He performed with ease all those miracles which no man, nor even a god could do. 44 to 48

বঙ্গানুবাদ :—

নিদ্রাভঙ্গের পর আমরা সকলে প্রাতঃকালের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিয়াছিলাম আজ আমাদের একমাত্র সহায় সম্বল এই মহাপুরুষের গৃহ অকস্মাৎ কেন নিঃশব্দ হইয়া আছে এইরূপ ভাবিয়া আমরা ঘরের দোতলায় উঠিয়া ঘরের কপাটে হস্তদ্বারা বার বার আঘাত করিলেও কিছুই উত্তর না পাইয়া আমরা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। ৪৪

তৎপরে সেই দুর্ভেদ্য কপাট ভাঙ্গিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করতঃ শত চন্দ্রের প্রকাশের মত শুভ্র কিরণ বিশিষ্ট উত্তম গন্ধ ও সমাধিযুক্ত স্বামিজীর সেই অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়াছিলাম। ৪৫

পূর্ব্বের মত শয্যার উপরিভাগে যোগাসনে বসিয়া আছেন এবম্বিধ তাঁহার বিশুদ্ধ শান্তিপ্রদ মঙ্গলময় প্রশান্ত সুন্দর মূর্ত্তি এবং নাসিকার ছিদ্র দিয়া কিঞ্চিৎ রক্তবিন্দু নির্গত হইয়াছে দেখিয়া আমরা শঙ্কাযুক্ত হইয়া সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময় দেব শরীরের দেহকান্তি দ্বারায় ঝলসিত হইয়াছিলাম। ৪৬

এইরূপভাবে মহাপুরুষের প্রাণহীন বিগ্রহ দেখিয়া আমরা সকলে ভাবিয়াছিলাম সমাধিসময়ে ইঁহার তেজময় বিগ্রহ হঠাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া ভগবান শ্রীহরি রামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভক্তবৃন্দের সহিত যে বৈকুণ্ঠ-

পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

ধামে বিরাজিত আছেন সম্প্রতি এই মহাপুরুষ সেই বিশুদ্ধ বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিয়া ঠাকুরের সহিত একত্র মিলিত হইয়াছেন। ৪৭

যে মহাপুরুষ জ্ঞানোদয়ের সময় হইতে শ্রীগুরুর সেবার জন্য আত্মীয় স্বজন এবং নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত সমস্ত সমর্পণ করিয়া কেবলমাত্র গুরুপাদপদ্মকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং যেসকল কার্য্য দেবতা ও মনুষ্যাদিরও অসাধ্য সেই সকল অতীব গুরুতর কার্য্য অবলীলাক্রমে অর্থাৎ অনায়াসে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ৪৮

एतादृक् परलोक सद्गति विधौ यत्नः कृतः स्वेच्छया
नो दृष्टं न च संश्रुतं नासुरैः केनापि कुत्राधुना।
अत्याश्चर्य्य मिदं मृतोऽप्यमरवत् स्थैर्य्यं सदा शैलवत्
निष्कलस्य मनोज्ञ मूर्त्तिमहसा पूर्ण्यं बभौ तद् गृहम् ॥ ४९
धन्यो नरेन्द्रः कृपया प्रभोः स ख्यातः पृथिव्यां सुविशाद मूर्त्तिः।
गाम्भीर्य्य चातुर्य्य सुवीर्य्यधैर्य्यै र्नरेन्द्रतः कोऽप्यधिकोऽस्ति लोके ॥५०
स सद्विवेकेन सतां गरिष्ठो गुरोर्गुणान गायति यत्र तत्र।
जितारि षड़वर्ग युवा महोयानुरक्तमो वह्निरिव प्रदीप्तः ॥ ५१
योऽस्मद्देश विदेश रत्न परमः श्रीरामकृष्णस्य सः
देहस्येन्द्रियतुल्य सौख्य परमाधारश्च हार्द्दीप्रियं।
स्वामिज्ञीति नितान्त वान्दितजनैः प्रोक्तोऽस्ति पूज्यो महान्
श्रेष्ठाणां परिपत्प्रमुमानवहुमः पाश्चात्य देशे स्वयं ॥ ५२
गत्वा शास्त्रविचार युक्तिनिकरै स्तत्र प्रसिद्धिं गतो
म्लेच्छानामपिकम्प कः पुनरहो प्राप्तो गुरुत्वं सुधीः।
धर्म्मध्यान विशद भक्तिनिपुने व्यासस्वरूपोऽभवत्
येनाभूद् विपुलो मठो भगवतः श्रीरामकृष्णस्य सः ॥ ५३

परिशिष्टाध्यायः

नरोत्तमः श्रीनरेन्द्रो नरः किमथवामरः ।
नरनारायणोवापि भवद्भिरवधार्य्यताम ॥ ५४

इति श्रीरामकृष्ण भागवते परिशिष्टाध्यायः समाप्तश्च
श्रीश्रीरामकृष्ण भागवतमन्थय ॥

None has ever heard of an event in which a holy man had tried willfully to pass away to the life beyond death. He is immortal even in his death and exists eternally like a mountain. The entire room was illuminated with the lustre of his body. Narendra, by the grace of Thakur, had been regarded as the greatest of the religious preachers of the world. In fact, in his dominating personality, uncommon abilities, patience and perseverance, he had no parallel. He was endowed with divine wisdom. He had conquered six evil passions or impulses. He would sing in praise of his preceptor often and on. Narendra was the greatest man of the East and the West, the most favourite of Sri Ramakrishna, the object of devotion to the uncultured people, and was crowned with the highest honour in the assembly of scholars in the Western continent, and accepted by the Christians as their preceptor. He was equal to Vyasdev in writing on the subjects of work, knowledge and Devotion. He also established a great temple of Sri Ramakrishna. My readers may decide whether Narendra was a man, the best of men, a god, or God in man. 40 to 54

Here ends Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam.

বঙ্গানুবাদ :—

নিজের ইচ্ছায় পরলোক প্রয়াণ বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছেন এমত মহাপুরুষ মনুষ্যলোকে বা দেবলোকে আজ পর্য্যন্ত কেহ কোথাও

পরিশিষ্টাধ্যায়:

দেখে নাই বা কেহ কোথাও শুনেন নাই ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইনি মৃত হইলেও অমরতুল্য এবং স্থির বিষয়ে সুমেরু সদৃশ অবস্থিত। তৎকালে ইহাঁর অতীব মনোহর মূর্ত্তির প্রভাবে সমস্ত গৃহটি পরিপূরিত হইয়াছিল। ৪৯

দেববিগ্রহ নরেন্দ্র ঠাকুরের কৃপায় পৃথিবীতে সর্ব্বোত্তম ধর্ম্মযাজক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। বস্তুতঃ নরেন্দ্রের সদৃশ গাম্ভীর্য্য চাতুর্য্য অসাধারণ শক্তি ও ধৈর্য্যাদি এই জগতে কেহই নাই। ৫০

সর্ব্বোত্তম জ্ঞানগুণে বিভূষিত সর্ব্বোত্তম সাধু কাম ক্রোধাদি ষড় রিপু বিজেতা যুবা এবং মহান নরেন্দ্র সাক্ষাৎ ব্রহ্মার সদৃশ প্রদীপ্ত গুরুর গুণানুবাদ যেখানে সেখানে গান করিতেন। ৫১

যিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য প্রদেশের মাননীয় পরম রত্ন স্বরূপ এবং যিনি শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রাণ ও মনের ন্যায় অতি প্রিয় এবং নিতান্ত অজ্ঞজনও যে মহাপুরুষকে স্বামিজী বলিয়া ভক্তি করেন এবং অতি পূজ্য যে মহাত্মা পাশ্চাত্য দেশে গমনপূর্ব্বক মহামহা পণ্ডিতবর্গের সভায় শাস্ত্রীয় বিচার ও যুক্তি সমূহের দ্বারা বহুতর সম্মান লাভ করিয়া বিদেশে পূজিত হইয়া ম্লেচ্ছদিগকেও আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে মন্ত্র দিয়া গুরু হইয়াছেন। এবং যিনি কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ লিখনে সাক্ষাৎ ভগবান বেদব্যাসের সদৃশ জ্ঞানী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত এবং যিনি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অত্যুচ্চ ধর্মালয় বা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ৫২।৫৩

সেই নরোত্তম নরেন্দ্র নর কি দেবতা অথবা নরনারায়ণের অবতার স্বরূপ পাঠকবর্গসকলে তাঁহার চরিত্রের অনুশীলন করিয়া আপনারাই নিশ্চয় করুন তিনি নরাবতার নারায়ণ কি না? ইতি—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পরিশিষ্টাধ্যায়। এইস্থানেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত সমাপ্ত হইল।